হিসাব-বিবেচনার দিকে না গিয়া তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ লইতেন। আধ পেনীতে দুই পেন্স। ইহাতে হিসাবের কোন গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সহজেই মনে থাকিত।

এইরূপে এই ভদ্রবালক প্রথম হইতেই বেশ হিসাবী সুদ-খোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রালফ্ নিকল্‌বি অর্থোপার্জ্জনের দিকে আরও বিশেষভাবে মন দিলেন। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই লণ্ডনের কোন সদাগরী অফিসে কাজ লইয়াছিলেন। অর্থসঞ্চয়-ব্যপদেশে তিনি এত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসের কথা তাঁহার মনেই ছিল না।

এ দিকে নিকোলাস্ পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া একাই বসবাস করিতেছিলেন। অবশেষে একক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কষ্টকর বুঝিয়া তিনি কোনও প্রতিবেশী ভদ্রলোকের কন্যাকে এক হাজার পাউণ্ড যৌতুক সহ বিবাহ করিলেন। এই ভদ্রমহিলার গর্ভে নিকোলাসের দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল—একটি পুত্র, অপরটি কন্যা। পুত্রের বয়স যখন উনিশ, কন্যার তখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। মিঃ নিকলবি পুত্র-কন্যার শিক্ষাব্যপদেশে অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পত্নী এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, "টাকা খাটাবার চেষ্টা কর।"

সন্দেহবশে স্বামী বলিলেন, "টাকা খাটাব!"

স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, কেন তা করবে না?"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "যদি টাকাটা খোয়া যায়? টাকা মারা গেলে তার পর যে অনাহারেই মারা যেতে হবে।"

নিকলবি-পত্নী বলিলেন, "দেখ, ছেলে নিকোলাস্ এখন বড়সড় হয়েছে—এ সময় তার কাজকর্ম্ম করা দরকার। কেটও বড় হচ্ছে, অথচ একটি পয়সাও তার নেই। তোমার ভ্রাতার কথা ভেবে দেখ! তিনি যদি টাকা না খাটাতেন, তা হ'লে কি আজ এত ধনী হ'তে পারতেন?

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "কথা ঠিক্। আচ্ছা, এবার আমি টাকা খাটাব।"

ফটকাবাজীতে টাকা খাটাইলে লাভও হয়, লোকসানও হয়। মিঃ নিকল্‌বির দিকে লক্ষ্মী প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন না। ফটকাবাজীতে মিঃ নিকল্‌বির যথেষ্ট অর্থ মারা গেল।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেচারা ভদ্রলোক বলিলেন, "যে বাড়ীতে বাস করছি, কাল এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। ঘরের একটাও আসবাব থাক্‌বে না। সবই অপরে নীলামে কিনে নেবে।"

চিন্তায় পীড়িত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। চিকিৎসক বলিলেন, "প্রফুল্ল হোন।"

ধাত্রী বলিল, "অমন বিষণ্ণ হয়ে থাক্‌বেন না।"

ব্যবহারাজীব বলিলেন, "রোজই এমন ঘটনা ঘটে থাকে।"

পাদরী মহাশয় বলিলেন, "তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ভাল।"

প্রতিবেশীরা বলিল, "যাদের স্ত্রী-পুত্র আছে, তাদের এ রকম কাজ করা উচিত নয়।"

মিঃ নিকল্‌বি মাথা নাড়িয়া সকলকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। তার পর পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অবসন্নভাবে উপধানে মাথা রাখিলেন। তাহারা শঙ্কিতভাবে দেখিল, তাঁহার বুদ্ধি ও জ্ঞান যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজের স্নেহ ও ভালবাসা সম্বন্ধে বহু কথা অসংলগ্নভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ সকল প্রলাপ-উক্তির পর তিনি এক জনের হাতে বিধবা ও পিতৃহীন সন্তানদিগের ভার দিয়া নিদ্রাঘোরে ঢলিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন।

২

মিঃ রালফ্ নিকলবি বণিকও ছিলেন না বা ব্যাঙ্কারও নহেন। এটর্ণী ব্যবহারাজীব কিছুই তিনি ছিলেন না। সকল রকম ব্যবসাই তিনি করিতেন। গোল্ডন স্কোয়ারে তিনি একটি বড় বাড়ীতে বাস করিতেন। সদর-দরজায় পিত্তল-ফলকে তাঁহার নাম লেখা ছিল। বামদিকে আর একটি ফলক ছিল, তাহাতে লেখা ছিল—"কার্য্যালয়"। ইহাতে বুঝা যায় যে, মিঃ রালফ্ নিকলবি কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। একটি লোকও সকাল সাড়ে নয়টা হইতে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত একখানি টুলের উপর বসিয়া মনিবের হুকুম পালন করিত। কেহ আসিলে তাঁহার সহিত দেখা করিত।

গোল্ডন স্কোয়ার ঠিক ব্যবসায়ের উপযোগী স্থান ছিল না, বরং আমোদপ্রিয় লোকরাই এ অঞ্চলে বসবাস করিত। মিঃ রালফ্ নিকলবির পক্ষে ইহা উপযুক্ত স্থান না হইলেও বহুকাল এখানে বাস করিতেছিলেন, কোন অভিযোগও কোন দিন তিনি এজন্য উত্থাপিত করেন নাই। তাঁহার সহিত কাহারও পরিচয় ছিল না, তিনিও কাহাকে চিনিতেন না। অথচ সকলে তাঁহাকে বিশেষ ধনবান্ বলিয়া জানিত। ব্যবসায়ীরা জানিত, তিনি কতকটা ব্যবহারাজীবের মত, আবার অন্যান্য প্রতিবেশীরা জানিত যে, তিনি সকলপ্রকার বিষয়েরই দালাল।

এক দিন সকালে মিঃ রালফ্ নিকলবি তাঁহার বেসরকারী অফিসে বসিয়া আছেন, শীঘ্রই বেড়াইতে যাইবেন, এইরূপ তাঁহার অভিপ্রায়। ডেস্কের উপর একখানা হিসাবের খাতা পড়িয়াছিল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি বাম দিকের ঘরের বাতায়নের দিকে পড়িল। সেই ঘরে তাঁহার কর্ম্মচারী বসিয়াছিল; দেখিয়া তিনি তাহাকে কাছে আসিবার জন্য হাতছানি দিয়া ডাকিলেন।

লোকটা দেখিতে দীর্ঘাকার, তাহার চক্ষুযুগল গোলাকার, মোটা নাসিকা এবং কদাকার মুখমণ্ডল।

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "সাড়ে বারোটা বাজল না কি?"

নগস্ বলিল, "বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে।"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "আমার ঘড়ী বন্ধ হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হ'ল, বুঝতে পারছি না।"

নগস্ বলিল, "বোধ হয় দম দেওয়া হয় নি।"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "না, দম্ ঠিক দেওয়া হয়েছে।"

নগস্ বলিল, "তা হ'লে বেশী দম দেওয়া হয়েছে।"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "তা হ'তে পারে না।"

নগস্ বলিল, "নিশ্চয়।"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "তা হয় ত হ'তে পারে।"

নগস্ দেখিয়াছে, মনিবের সহিত তর্ক হইলে প্রতিবার সেই জয়লাভ করিয়া আসিতেছে।

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "আজ এ বেলা আমি লণ্ডন ট্যাভারণে যাচ্ছি।"

নগস্ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রকাশ্য সভা আছে না কি?"

মিঃ নিকল্‌বি মাথা নাড়িলেন। তার পর বলিলেন, সলিসিটরের কাছ থেকে একখানা চিঠি আস্‌বে—রুডলুস্এর মর্টগেজ রাখার ব্যাপার নিয়ে। যদি আসে, তা হ'লে দু'টোর ডাকে এখানে বিলি হবে! সে সময় আমি চেরিং-ক্রশে যাব। চিঠি এলে তুমি তা নিয়ে ঐখানে গিয়ে বাঁদিকের রাস্তায় অপেক্ষা করো। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

নগস্ ঘাড় নাড়িল। এমন সময় সদর-দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইল।

নগস্ জিজ্ঞাসা করিল, সে কি উত্তর দিবে? মনিব দেখা করিবেন ত?

উত্তর হইল, "হ্যাঁ।"

"যে আস্‌বে, তার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

"যদি টেক্সওয়ালা আসে?"

"না। তাকে অন্য সময় আসতে বল্‌বে।"

পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া নগস্ চলিয়া গেল। ফিরিয়া যখন আসিল, তাহার সঙ্গে মিঃ বনে আসিলেন। ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ব্যস্ত লইয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি আসিয়াই বলিলেন, "প্রিয় নিকল্‌বি, এক মিনিট দেরী করা চলবে না। গাড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে। সার ম্যাথু পুপ্‌কার আজ সভাপতি। পার্লামেন্টের তিন জন সদস্যও আসছেন।"

মিঃ রাল্‌ফ্ নিকল্‌বি বলিলেন, "তা হ'লে ভালই হবে দেখ্‌ছি।"

"খুবই ভাল। এমন কল্পনা কেউ কখনো করে নি। 'ইউনাইটেড্-মেট্রপলিটান্ ইমপ্রুভড্ হট্ মফিন এণ্ড ক্রমপেট বেকিং এণ্ড পাংচুয়াল ডেলিভারী কোম্পানী।' ৫৫ লক্ষ মূলধন, দশ পাউণ্ড ক'রে ৫ লক্ষ সেয়ার। এই নাম শুনেই দশ দিনে সব সেয়ার বিক্রী হয়ে যাবে।"

হাসিয়া মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "তার পর প্রিমিয়ম্ দেবার সময় হবে।"

"তখন তুমি জান কি করতে হবে। ঠিক সময়ে নীরবে সরিয়া দাঁড়ান যেতে পারে কি ক'রে, তাও তুমি জান। ভাল কথা, তোমার কেরাণীটি কি চমৎকার মানুষ।"

"হ্যাঁ, বেচারা শয়তান! তবু এক সময় ওর ঘোড়া ও কুকুর ছিল।"

"তাই না কি?"

রাল্‌ফ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, তাও বেশী দিন আগের কথা নয়। লোকটা সব টাকা-কড়ি উড়িয়ে দিয়ে, ভিকিরী হয়ে পড়েছিল। মদ খেয়ে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত অবস্থাও দাঁড়িয়েছিল। তার পর এখানে এল।"

"ওঃ, তার পর তুমি ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে নিলে?"

"কি করি বল। তখন ঘরকন্না করবার জন্য আমার এক জন কেরাণীর দরকার। টাকা ধার না দিয়ে ওকে রাখলাম। সেই অবধি ও রয়ে গেছে। আমার মনে হয়, ওর মাথায় একটু ছিট আছে। তবে লোকটা কাজের।"

কথা শেষ হইলে উভয়ে তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাহিরে যে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে চড়িয়া উভয়ে বিশপ্‌স্ গেট ষ্ট্রীটে আসিলেন। যেখানে সভা হইবার কথা, তথায় জনতা ভেদ করিয়া উভয়ে দ্বিতলে উঠিলেন। সভায় বিশেষ জনতা হইয়াছিল। সার মাথু পুপ্‌কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যে বিল পাশের জন্য সভা, তাহা অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল। ডাইরেক্টররা জলযোগ করিতে গেলেন। মিঃ নিকল্‌বি পরিচালকবর্গের এক জন। তিনিও জলযোগে তৎপর হইলেন।

৩

জলযোগশেষে মিঃ রালফ্ নিকল্‌বি সহকর্ম্মিগণের নিকট বিদায় লইলেন। সেণ্টপল গির্জ্জা অতিক্রমকালে তিনি একটি দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘড়ীর কাঁটা ঠিক করিয়া দিলেন। সেই সময় এক জন লোক তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। সে নিউম্যান্ নগস্।

তাহার দিকে চাহিয়া মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "কি গো, নিউম্যান্। মর্টগেজ-সংক্রান্ত চিঠিটা এসেছে না কি? আমি ভেবেছিলাম, ঠিক আস্‌বে।"

নিউম্যান্ বলিল, "ভুল ধারণা।"

মিঃ নিকল্‌বি বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে? কেউ সে রকম চিঠি নিয়ে আসে নি?"

নগস্ মাথা নাড়িল।

মিঃ নিকল্‌বি প্রশ্ন করিলেন, "তা হ'লে কি এসেছে?"

নিউম্যান্ বলিল, "এই দেখুন, আমার কাছে আছে।" এই বলিয়া সে একখানা গালা ও মোহরাঙ্কিত পত্র বাহির করিল। তাহার চারি পার্শ্বে কালো রেখা, মোহরাঙ্কিত স্থানে ডাকঘরের ছাপ "ষ্ট্রাণ্ড।" নারীহস্তাক্ষর।

মিঃ নিকল্‌বি পত্রখানির দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কালো মোহর? হাতের লেখাটাও যে চিনি। নিউম্যান্, আমার ভাই মারা গেছে শুন্‌লে বিস্মিত হব না।"

নিউম্যান্ শান্তভাবে বলিল, "তা জানি, আপনি তা হবেন না।"

মিঃ নিকল্‌বি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল ত?"

নিউম্যান্ বলিল, "আপনি জীবনে কখনও কোন বিষয়ে বিস্মিত হন নি, তাই।"

সহকারীর হস্ত হইতে তিনি পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া, উহা খুলিয়া ফেলিলেন। তার পর পড়া শেষ হইলে উহা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন।

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "নিউম্যান্, যা ভেবেছিলাম, তাই হইল। সে মারা গিয়াছে। বড় হঠাৎ মারা গেল। আমি এ কথাটা সত্যি কল্পনা করেও দেখিনি।"

এই কয়টি শোকজ্ঞাপক কথা বলিয়াই মিঃ নিকল্‌বি ঘড়ীটা পকেটে রাখিলেন। তার পর দস্তানা ভাল করিয়া আঁটিয়া পরিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে চলিলেন।

নগস্ তাঁহার সহিত চলিতে চলিতে বলিল, "ছেলে-মেয়েরা বেঁচে আছে ত?"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "তাই ত কথা হচ্ছে। তারা দু'জনেই বেঁচে আছে।"

নিম্ন স্বরে নগস্ বলিল, "দুজন!"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "বিধবা স্ত্রীটিও আছেন। তিন জনেই এখন লণ্ডনে এসেছে। গোল্লায় যাক্—তিন জনেই এসেছে, নিউম্যান্।"

নিউম্যান্ মনিবের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখমণ্ডল বিচিত্রভাবে কুঞ্চিত হইল। উহা পক্ষাঘাতের লক্ষণ, অথবা শোক কিংবা অন্তর্নিহিত হাস্যজনিত কি না, তাহা বুঝা গেল না। কেন, তাহা সেই বলিতে পারে। নিউম্যান্ নগসের মুখমণ্ডলের ভাব দেখিয়া তাহার অন্তরের কথা অবগত হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

মিঃ নিকল্‌বি তাহাকে বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও।" সে অনতিবিলম্বে দ্রুতবেগে চলিয়া জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মিঃ নিকল্‌বি আত্মগতভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "যুক্তি-সঙ্গত বটে! ভারী যুক্তিসঙ্গত! আমার ভাই কখনও আমার জন্য কিছু করে নি। আমি আশাও করি নি। তার দেহ থেকে নিশ্বাসটুকু বেরোতে না বেরোতেই আমাকে এক জন বিধবা আর দুজন বড়সড় ছেলে-মেয়ের ভার নিতে হবে। তারা আমার কে? আমি তাদের চোখেও দেখিনি।"

এইরূপ চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া তিনি ষ্ট্রাণ্ডের দিকে চলিতেছিলেন। চিঠিতে বাড়ীর নম্বর লেখা ছিল। তাহা দেখিয়া বাড়ী নির্ণয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন। একটি অপরিচ্ছন্ন পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ নিকল্‌বি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ নিকল্‌বি বাড়ী আছেন কি না, বল্‌তে পার?"

সে বলিল, "তাঁর নাম ত নিকল্‌বি নয়, লা ক্রিভি। আপনি তাঁর কথাই বল্‌ছেন ত?"

মিঃ নিকল্‌বি পরিচারিকার দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, সে অমন কথা কেন বলিল। সে তাহার উত্তর দিতে যাইতেছে, এমন সময় একটি নারীকণ্ঠ সোপানের অন্য প্রান্ত হইতে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কাহাকে চাহেন?

রালফ্ বলিলেন, "মিসেস্ নিকল্‌বি।"

সেই কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "হানা, তেতলায় যেতে বল্। তুই কি বোকা মেয়ে বল্ ত। তেতলার লোক ঘরে আছে কি?"

পরিচারিকা বলিল, "এইমাত্র কে যেন বাইরে গেল। কিন্তু আমার মনে হ'ল, কে যেন সে দিকে ঝাঁট-পাট দিচ্ছে।"

অদৃশ্য নারী বলিয়া উঠিল, "তুই গিয়ে আগে দেখে আয়। ভদ্রলোককে দেখিয়ে দে ঘণ্টা কোন্ জায়গায়। তেতলায় দু'বার ক'রে ঘণ্টাধ্বনি যেন তিনি না করেন।"

অধিক বাদানুবাদ না করিয়া রালফ্ বলিয়া উঠিলেন, "শুনুন, আমায় মাপ করবেন। আপনি কি মিসেস লা-ক্রিভি?"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ।"

রালফ্ বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি কি?"

সেই কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল যে, তিনি উপরে সিঁড়ি বাহিয়া আসিতে পারেন। মিঃ নিকল্‌বি উপরে উঠিয়া পীত বর্ণের টুপী ও গাউনধারিণী পঞ্চাশবর্ষীয়া এক যুবতী মহিলার সম্মুখীন হইলেন।

মহিলাটি একটু কাসিয়া বলিলেন, "আপনি কি বস্‌তে জানেন না?"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনাকে সিঁড়ির ওপর দেখে, এখানকার কোন বাসিন্দার কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছি।"

মিস্ লা ক্রিভি পুনরায় কাসিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি!"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "চাকরাণীটাকে আপনি যে কথা বললেন, তা থেকে বুঝলাম যে, তেতলা আপনারই।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই বটে। পল্লীগ্রাম থেকে এক জন ভদ্রমহিলা ও তাঁর সঙ্গে দুটি ছেলে-মেয়ে এসে এখানে আছেন।"

রালফ্ বলিলেন, "ম্যাডাম্, তিনি কি বিধবা?"

মিস ক্রিভি বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই।"

"গরীব মহিলা?"

উত্তর হইল, "আমার তাই মনে হয়।"

রালফ্ বলিলেন, "আমি জানি, তাঁরা গরীব। দরিদ্র বিধবার পক্ষে এ রকম বাড়ীতে থাকবার কি প্রয়োজন আছে, বুঝতে পারি না, ম্যাডাম্।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "খুব সত্য কথা।"

রালফ বলিলেন, "আমি তাঁদের ভেতরের অবস্থা জানি। অর্থাৎ আমি তাঁদের আত্মীয়। আমি আপনাকে ব'লে দিচ্ছি, ম্যাডাম্, তাঁদের এ বাড়ীতে থাক্‌তে দেবেন না।"

রমণী বলিলেন, "যদি তাঁদের পক্ষে খরচ বহন করা কঠিন হয়, তাঁদের আত্মীয় বোধ হয়—"

বাধা দিয়া রালফ বলিলেন, "না, আত্মীয়রা সে সাহায্য করবেন না। সে কথা মনেও স্থান দেবেন না।"

"তাই যদি হয়, তবে অবস্থাটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে।"

রালফ বলিলেন, "আপনি তাই বুঝে ব্যবস্থা করুন। ম্যাডাম্, আমিই ওঁদের আত্মীয়। একমাত্র আমি ছাড়া অন্য আত্মীয় নেই। আপনি জেনে রাখুন, আমি তাঁদের বাজে ব্যয় বহন করব না। ওঁরা কত দিনের জন্য এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন?"

"সপ্তাহ হিসাবে। মিসেস্ নিকল্‌বি প্রথম সপ্তাহের ভাড়া অগ্রিম দিয়েছেন।"

রালফ বলিলেন, "তা হ'লে হপ্তা শেষ হলেই ওঁদের এখান থেকে যেতে ব'লে দেবেন। ওঁরা পল্লীতে ফিরে গেলেই ভাল করবেন। এখানে থাকলে ওঁরা সকলকে বিব্রত ক'রে তুলবেন।"

মিস্ লা ক্রিভি হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই। যদি মিসেস্ নিকল্‌বি ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত না করেই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন ত ভদ্রমহিলার উপযুক্ত কাজ করেন নি।"

রালফ বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাই করেছেন।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "আমি অসহায়া মেয়েমানুষ। সুতরাং বাড়ী ভাড়া না পেলে সে ক্ষতি আমি সহ্য করতে পারব না।"

রালফ বলিলেন, "ঠিক তাই, ম্যাডাম্।"

মহিলাটি বলিলেন, "তবে এ কথাও বলব যে, ওঁদের ব্যবহারে কিন্তু অভিযোগ করবার কিছু নেই। মহিলাটি বড় চমৎকার, ভারী ভাল মানুষ। তবে একটু মনমরা। ছেলেমেয়েরও স্বভাব খুব সুন্দর। অভিযোগ করবার কিছু নেই।"

দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া রালফ বলিলেন, "বেশ কথা। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি—তারও বেশী করেছি। অবশ্য সে জন্য কেউ আমাকে ধন্যবাদ দেবে না।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু মশাই, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি আমার এখানে যে সব ছবি আছে, তা দেখবেন কি?"

মিঃ নিকল্‌বি বলিলেন, "ধন্যবাদ! কিন্তু এখন আমার সময় নেই। আমাকে উপরে যেতে হবে—তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার সময় মূল্যবান্।"

"আচ্ছা, তা হ'লে অন্য এক দিন এসে দেখবেন। আমার ছবির দাম বেশী নয়।"

"নমস্কার, ম্যাডাম্, আমি এখন আমার ভ্রাতৃবধূর কাছে যাচ্ছি।"

পরিচারিকা হানা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তার পর ত্রিতলে উঠিয়া পরিচারিকা বলিল, "কি নাম বলব?"

রালফ বলিলেন, "নিকল্‌বি।"

পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া বলিল, "মিসেস্ নিকল্‌বি, আপনার সঙ্গে মিঃ নিকল্‌বি দেখা করতে এসেছেন।"

মিঃ রালফ নিকল্‌বিকে আসিতে দেখিয়া শোকবসন-ধারিণী এক মহিলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পার্শ্বে এক সপ্তদশবর্ষীয়া অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী বসিয়াছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। তরুণীর অপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড় এক তরুণ যুবক অগ্রসর হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে অভ্যর্থনা করিল।

রালফ্ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমিই বুঝি নিকোলাস্?"

যুবক বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অনুজ্ঞাভরে রালফ্ বলিলেন, "টুপীটা রাখ ত। আপনি কেমন আছেন, ম্যাডাম্? শোক সহ্য করুন, আমি সব সময়েই তাই করি।"

নয়ন রুমালে আচ্ছাদিত করিয়া মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "আমার এ ক্ষতি সাধারণ নয়!"

কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে রালফ বলিলেন, "এ রকম ক্ষতি অসাধারণও নয়। প্রতিদিন স্বামী মরছে, ম্যাডাম্, স্ত্রীও তাই।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নিকোলাস্ বলিল, "ভাইও তাই।"

জ্যেষ্ঠতাত আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, "ঠিক তাই। কুকুরগুলোও ঐ রকম ক'রে মরে। ম্যাডাম্, পত্রে আপনি ত লেখেননি, আমার ভ্রাতার কি রোগে মৃত্যু হয়েছে?"

অশ্রুপাত করিতে করিতে মিসেস্ নিকল্বি বলিলেন, "ডাক্তাররা কোন বিশেষ রোগে এই মৃত্যু হয়েছে, তা বলেন নি। আমাদের বিশ্বাস, ভগ্ন হৃদয়ে তিনি মারা গেছেন।"

রালফ বলিলেন, "ফুঃ! ও সব বাজে কথা। ঘাড় ভেঙ্গে মানুষ মরেছে, অথবা ভগ্ন-বাহু ভগ্ন-পদ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে, অথবা মাথা ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রাণবিয়োগ হয়েছে, নাক ভাঙ্গায় মরেছে, এ সব কথা বলা যায়; কিন্তু বুক ভেঙ্গেছে ব'লে মৃত্যু? ও সব নির্ব্বোধের কথা! এ যুগে এই রকম কথাই শোনা যায়। মানুষ যদি তার ঋণ শোধ দিতে না পারে, অমনি ভগ্নহৃদয়ে সে মারা যায়, তার পর বিধবা স্ত্রী লোকের কাছে মর্য্যাদা পায়।"

নিকোলাস্ শান্তভাবে বলিল, "আমার বিশ্বাস, কোন কোন লোকের হৃদয় ব'লে কোন বালাই নেই যে, ভাঙ্গবে।"

চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে রালফ অভিনিবেশ সহকারে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবানের দোহাই, এ ছেলেটির বয়স কত?"

বিধবা মাতা বলিলেন, "নিকোলাসের বয়স প্রায় উনিশ পূর্ণ হ'তে গেল।"

রালফ্ বলিলেন, "তাই না কি? উনিশ হয়েছে। এখন রুটী রোজগারের জন্য তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

উদ্বেল-হৃদয়ে সে বলিল, "মার ঘাড়ে ব'সে অন্ন ধ্বংস করব না নিশ্চয়।"

বিদ্রূপভরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া রালফ্ বলিলেন, "তা যদি কর ত খেতেই পাবে না।"

ক্রোধভরে নিকোলাস্ বলিল, "যাই হোক্ না কেন, আপনার কাছে বেশী কিছু পাবার জন্য আমি থাকব না।"

মিসেস্ নিকল্বি বলিয়া উঠিলেন, "নিকোলাস্, আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না, বাবা!"

তরুণী বলিল, "দাদা, দাদা!"

রালফ্ বলিলেন, "জিহ্বাকে সংযত কর। মিসেস্ নিকল্বি, অতি সুন্দর আরম্ভ বলতে হবে—অতি সুন্দর!"

মিসেস্ নিকল্বি পুত্রকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত জ্যেষ্ঠতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র পরস্পর পরস্পরকে নীরবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের মুখমণ্ডল কঠোর এবং ভ্রূভঙ্গীভীষণ। যুবকের মুখ সুন্দর এবং কুশলতা-পূর্ণ। বৃদ্ধের নয়নে ধূর্ত্ততা ও লোভ। তরুণের নয়নে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দীপ্তি এবং জীবনীশক্তির প্রফুল্লতা। তাহার দেহ ক্ষীণ হইলেও সুগঠিত এবং মনুষ্যত্বের দ্যোতক। তাহা ছাড়া যুবকের নয়ন হইতে এমন একটা দীপ্তি নির্গত হইতেছিল, যাহাতে বৃদ্ধের প্রভাব যেন খর্ব্ব হইয়া গেল।

রালফ্ মনে মনে বুঝিলেন, তিনি এই তরুণের তুলনায় অনেক হীন। ইহা অনুভূত হইবামাত্র তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিকোলাস্কে মনে মনে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অবশেষে রালফ্ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন এবং নিকোলাস্কে "ছোকরা" বলিয়া অভিহিত করিলেন। তার পর অধীরভাবে তিনি বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনি বলেছেন, পাওনাদাররা আপনাদের সব বেচে কিনে নিয়েছে। এখন আর কিছুই নেই!"

মিসেস্ নিকল্বি বলিলেন, "না, কিছুই নেই।"

রালফ্ বলিলেন, "তার পর যা সামান্য টাকা ছিল, লণ্ডনে আসতে খরচ ক'রে ফেলেছেন; উদ্দেশ্য, আমি আপনাদের কি করতে পারি। এই নয় কি?"

স্খলিত-কণ্ঠে মিসেস্ নিকল্বি বলিলেন, "আমার আশা ছিল, আপনার ভ্রাতার সন্তানদের জন্য কিছু না কিছু সুবিধা ক'রে দিতে পারেন। তাঁর মৃত্যুকালে এই বাসনা তিনি প্রকাশ ক'রে গেছেন, আমি যেন আপনার সাহায্য গ্রহণ করি।"

ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে রালফ্ বলিলেন, "কি ক'রে তা হয়, আমি ত বুঝতে পারি না। কোন মানুষ যখন রিক্ত অবস্থায় মারা যায়, সে ভাবে যে, অন্যের টাকায় তার অধিকার আছে। ম্যাডাম্, আপনার মেয়ে কি কাজের যোগ্য?"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মিসেস্ নিকল্বি বলিলেন, "কেট বেশ লেখাপড়া শিখেছে। মা, তুমি তোমার জ্যেঠামশায়কে বল, তুমি ফরাসী ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র কতদূর শিখেছ।"

তরুণী অস্ফুট স্বরে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার জ্যেষ্ঠতাত তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কোন বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষানবীশীর কাজ তোমার জন্য যোগাড় করা যায় কি না দেখ্তে হবে। মনে হয়, শ্রমসাধ্য কাজ তুমি করতে পারবে।"

ক্রন্দনরতা তরুণী বলিল, "জ্যেঠামশাই, থাকবার জায়গা ও খেতে পেলে আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।"

ঈষৎ নরম হইয়া তিনি বলিলেন, "ভাল, ভাল, তুমি তাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সে কাজ যদি কষ্টকর হয়, তা হ'লে পোষাক তৈরী বা ঐ রকম কিছু কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, তুমি কিছু করেছ?"

কথাটা ভ্রাতুষ্পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল।

সোজাভাবে সে বলিল, "না।"

রালফ্ বলিলেন, "না। তা আমি আগেই বুঝেছিলাম। ম্যাডাম্, আমার ভাই তার ছেলে-মেয়েদের এই রকম শিক্ষাই দিয়ে গেছে!"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "ওর বাবা যে রকম শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, নিকোলাস্ তা শেষ করতে পারে নি। সে ভাবছিল—"

রালফ্ বলিলেন, "তার কাছ থেকে কিছু টাকা পাবে। সেই পুরোনো গল্প। কেবল ভাবা—কাজের কথা কিছু নয়। আমার ভাই যদি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান হ'ত, সে আপনাকে ধনবতী রেখে যেতে পারত, ম্যাডাম্। আমার বাবা আমাকে যেমন ক'রে দিয়েছিলেন, সেই রকম যদি সে তার ছেলেকে ক'রে যেত, তা হ'লে আপনার ছেলে আজ আপনার বোঝা হয়ে দাঁড়াত না। আমি যখন নিজের ভাগ্য গড়তে আরম্ভ করেছিলুম, তখন আপনার ছেলের চাইতে বছর দেড়েকের বেশী বড় ছিলাম না। আমার ভাই অত্যন্ত অপরিণামদর্শী ছিল, বিবেচনা-বুদ্ধি বিশেষ ছিল না, মিসেস্ নিকল্‌বি। সে কথা আপনার চেয়ে বেশী ক'রে কেউ বুঝতে পারবে না।"

এই কথায় বিধবা ভাবিলেন, বাস্তবিক যে হাজার পাউণ্ড মুদ্রা বিবাহকালে তিনি পাইয়াছিলেন, আজ যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে অবস্থা এমন শোচনীয় হইত না। এ কথা ভাবিতেই তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার স্বামী কোন দিন তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করেন নাই।

মিঃ রালফ্ নিকল্‌বি ঈষৎ হাস্যমুখে সব কথাই শুনিলেন। বিধবার কথা শেষ হইলে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "তুমি কাজ করতে রাজি আছ?"

উদ্ধতভাবে সে বলিল, "নিশ্চয়।"

তাহার পিতৃব্য পকেট হইতে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া একটা বিজ্ঞাপনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে এটা একবার দেখ।"

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, ইয়র্কসায়ারে গ্রেটাসেতুর কাছে মিঃ ওয়াকফোর্ড স্কুইয়ারসের ডথবয়ের হলএ ছোট ছোট ছেলেদের জন্য বোর্ডিং আছে। সেখানে ছেলেদের সব রকম শেখান হয়, কাপড়-চোপড়, বই, কাগজ-পেনসিল সবই সরবরাহ করা হয়। সে জন্য বৎসরে ২০ গিনি ব্যয় দিতে হইবে। খাওয়া-দাওয়া এখানে অতুলনীয়। মিঃ স্কুইয়ারস্ এখন সহরে আছেন। স্নোহিলএ তিনি বেলা একটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত আবেদন গ্রহণ করেন। এক জন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন, বাৎসরিক বেতন ৫ পাউণ্ড। এক জন এম, এ পাশ শিক্ষকের প্রয়োজন।"

কাগজখানা ভাঁজ করিয়া রালফ্ বলিলেন, "এই চাকরীটা হলেই ছোকরার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে উঠ্‌বে।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "কিন্তু ও ত এম, এ নয়।"

রালফ্ বলিলেন, "সে ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। ওর জন্য আটকাবে না।"

কেট বলিল, "কিন্তু জ্যেঠামশাই, জায়গাটা দূরও বটে, মাইনেও বড় কম।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি বাছা চুপ কর ত, কেট। তোমার জ্যেঠামশাই ভাল বোঝেন।"

রালফ বলিলেন, "আমি বলছি, এ কাজটা ওর যদি হয়, তা হ'লে ভবিষ্যৎ ভাল হবে, অনেক টাকা পরে রোজগার করবে। যদি এ কাজ পছন্দ না হয়, ও নিজে একটা খুঁজে পেতে নিতে পারে। যার বন্ধু নেই, সহায় নেই, টাকা নেই, কোন রকম কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই, সে সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য একটা কাজ লণ্ডন সহরে খুঁজে বের করুক। তা যদি পারে, আমি হাজার পাউণ্ড বাজি রাখতে রাজি আছি। আমি হ'লে এ কাজ নিশ্চয় নিতুম।"

তরুণী বলিল, "হায় বেচারা! জ্যেঠামশাই, এত শীঘ্র কি আমরা বিচ্ছিন্ন হব?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "প্রশ্ন ক'রে তোমার জ্যেঠা-মশাইকে বিরক্ত ক'র না। নিকোলাস্, বাবা, তুমি কি বল্‌তে চাও বল।"

এতক্ষণ নিকোলাস্ চিন্তান্বিতভাবে নীরব ছিল। সে বলিল, "হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। এই কাজটা ভাগ্যক্রমে যদি আমার হয়, জ্যেঠামশাই, তা হ'লে এদের কি ব্যবস্থা হবে?"

রালফ বলিলেন, "তোমার মা-বোনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, অবশ্য তুমি যদি ঐ কাজটা নাও। আমি ওদের স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। সে বিষয়ে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। তুমি চ'লে যাবার এক সপ্তাহের বেশী ওঁরা এ অবস্থায় থাকবেন না। সে ভার আমার।"

পিতৃব্যের করমর্দ্দন করিয়া প্রফুল্লভাবে নিকোলাস্ বলিল, "তা হ'লে আপনি আমায় যা বলবেন, আমি তাই করব। এখন মিঃ স্কুইয়ারসের সঙ্গে দেখা করা যাক্। তবে তিনি আমাকে কাজটা না দিতেও পারেন।"

রালফ বলিলেন, "তা তিনি করবেন না। আমার অনুরোধে তিনি তোমায় নিশ্চয় চাকরী দেবেন। তুমি তাঁর কাছে কাজের পরিচয় দিও, তা হ'লেই উন্নতি হবে। কালে ঐ বিদ্যালয়ের অংশীদার হ'তে পারবে। তার পর ভগবান যদি এমন করেন, লোকটা মারা যায়, তা হ'লে তুমিই ত সর্ব্বে-সর্ব্বা মালিক হবে।"

নিকোলাসের অনভিজ্ঞ মনে কল্পনার সহস্রদল বিক-সিত হইয়া উঠিল। সে উৎসাহভরে বলিল, "এমন হ'তে পারে, কোন ধনী ছাত্র আমাকে পছন্দ করে, তার পিতার কাছ থেকে আমাকে তার সহচর নিযুক্ত করতে পারে। তার পর বিদেশ থেকে ফিরে এলে আমাকে ভাল চাকরীও দিতে পারে। কি বলেন জ্যাঠামশাই?"

রালফ বলিলেন, "তা বই কি।"

"তার পর কে বল্‌তে পারে যে, আমি যখন বাড়ী-ঘর ক'রে বস্‌ব,তখন সে এক দিন বেড়াতে এসে আমার বোন্‌কে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়েও করতে পারে। কি বলেন জ্যাঠা-মশাই, কে জানে ?"

রালফ বলিলেন, "তা বটেই ত!"

"আঃ! তা হ'লে কি সুখীই আমরা হব! বিচ্ছেদের ব্যথা কিছুই নয়। আবার আমরা মিলিত হব, এ আনন্দ ত আস্‌বে! কেট তখন সুন্দরী যুবতী হবে। এ কথা শুনে আমার আনন্দ হয়, মা খুসী হন।"

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বাসভরে কিশোর হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এই সাধাসিধা পরিবার চিরদিন পল্লীতে জীবন যাপন করিয়াছে। জগতের সহিত তাহাদের পরিচয় হয় নাই। জগতের শয়তানী তাহারা দেখে নাই। যাহা হউক, খানিক অশ্রুপাতে কাটিবার পর রালফ্ বলিলেন যে, বিলম্ব করিলে অন্য কেহ আসিয়া কাজটা বাগাইয়া লইতে পারে। তখন সব আশা নিষ্ফল হইবে, আকাশে দুর্গ-নির্ম্মাণ চলিবে না। সুতরাং এখনই সেখানে যাওয়া দরকার। নিকোলাস্ বিজ্ঞাপন হইতে ঠিকানা টুকিয়া লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠতাতের সহিত তখনই সেই সর্ব্বগুণোপেত মিঃ স্কুইয়ারসের উদ্দেশে বাহির হইলেন। মিসেস্ নিকল্‌বি কন্যাকে বলিলেন, মিঃ রালফ্ নিকল্‌বিকে যতটা হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর মনে করা গিয়াছিল, তিনি তাহা নহেন। মিস্ নিকল্‌বিরও তাহাই অনুমিত হইল।

সত্যকথা বলিতে কি, তাঁহার ভাসুর তাঁহার মনের এমন একটি তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সত্যই তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার স্বামী বেকুবের মতই কাজ করিয়াছিলেন, আর মিসেস্ নিকল্‌বি সেজন্য আজ এই দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছেন। মিসেস্ নিকল্‌বি তাঁহার স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিলেও, মনুষ্য-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা অনুমান করিয়া, রালফ্ নিকল্‌বি সেই তন্ত্রীতে আঘাত করায় বিধবার মনে বেসুরে তন্ত্রীগুলি বাজিয়া উঠিয়াছিল। এজন্য মহিলাটি সত্যই মনে করিয়াছিলেন, স্বামীর অবিবেচনার ফলেই তিনি গভীর দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

৪

স্নো-হিলএ সারাসান্‌স্ হেডএ একটি কফিখানায় মিঃ ওয়াক্‌ফোর্ড স্কুইয়ারস্ পকেটে হাত দিয়া বেড়াইতেছিল। লোকটির আকৃতি দর্শনীয় নহে। তাহার দুইটি চক্ষুর মধ্যে একটি ছিল না। তাহার মুখে কোমলতা আদৌ ছিল না। দেখিলেই দুষমন প্রকৃতির লোক বলিয়া অভিজ্ঞের ধারণা হইবে। তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং ব্যবহার

মিঃ স্কুইয়ারস্ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, সাড়ে তিনটা বেজে গেল, আজ আর কেউ আস্‌বে না।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি বালকের দিকে চাহিল। ছেলেটি এমন কোন কাজ করিতেছে কি না যে জন্য তাহাকে সে প্রহার করিতে পারে। না, ছেলেটি কোন অন্যায় কাজ করিতেছিল না। তাই সে শুধু তাহার কর্ণ মর্দ্দন করিয়া দিল।

আপন মনে মিঃ স্কুইয়ারস্ বলিয়া চলিল, "গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে দশটি ছেলে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে দু'শ পাউণ্ড হয়েছে। কাল সকাল ৮টায় চ'লে যাব, এর মধ্যে মাত্র তিনটি ছেলে জুটছে। তাতে হ'ল গিয়ে ৬০ পাউণ্ড। আর সব ছেলে গেল কোথায় ? ওদের বাপ-মার হ'ল কি ? এর মানে ত বোঝা যাচ্ছে না!"

এমন সময় ছেলেটি ভয়ানকভাবে হাঁচিয়া উঠিল।

স্কুলমাষ্টার ফিরিয়া বলিল, "ও কি হ'ল, ছোকরা ?"

ছোট ছেলেটি বলিল, "কিছু হয়নি, সার।"

"কিছু হয়নি কি রকম ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে ছেলেটি বলিল, "আমি হেঁচে ফেলেছি।"

"হেঁচেছ ? তবে বল্‌লি যে কিছু হয়নি ?"

শিক্ষক মহাশয় ছেলেটিকে প্রহার করিয়া বাক্সের উপর হইতে তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিল। তার পর আবার প্রহার করিল। বালকটি কাঁদিতে লাগিল।

"দাঁড়াও, একবার ইয়র্কশায়ারে নিয়ে যাই। তার পর বুঝবি, আমি কি শাস্তি তোকে দিই। এই চুপ কর, শব্দ করতে পাবিনে।"

ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বালক বলিল, "আজ্ঞে, চুপ করছি।"

"হাঁ, এখনই থাম্ বল্‌ছি।"

সে এমনভাবে দাঁড়াইল যে, বালক তখনই চোখের জল মুছিয়া শান্ত হইল।

কফিখানার ওয়েটার ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "এক জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

কোমলকণ্ঠে মিঃ স্কুইয়ারস্ বলিল, "রিচার্ড, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। এই বদমাস্ ছোকরা, তোর রুমাল পকেটে লুকিয়ে ফেল্। না হ'লে এখুনি তোকে খুন ক'রে ফেল্‌ব।"

কথাটা চুপি চুপি বলিয়াই শিক্ষক কলম কাটিতে মনোনিবেশ করিল এবং বালককে উদ্দেশ করিয়া হিতবাণী শুনাইতে লাগিল। তখন ভদ্রলোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বলিল, "প্রিয় বৎস, সব লোকেরই

তাইতে তুমি কেঁদে ভাসাচ্ছ। কি হয়েছে বল ত? কিছুই নয়। বন্ধুদের ছেড়ে চ'লে যাবে, তাই এত দুঃখ। কিন্তু আমি তোমাকে বাবার মত ভালবাস্‌ব। আমার স্ত্রী তোমাকে মায়ের মত যত্ন করবেন। ডথবয়েজের সুন্দর বাড়ীতে খুব আনন্দে থাকবে। সেখানে ভাল খাবার, ভাল কাপড়-চোপড়, বই পাবে। স্নান করতে পাবে। আবার পকেট-খরচাও মিলবে। যা দরকার, সবই পাবে—"

আগন্তুক ভদ্রলোক এমন সময় বলিলেন, "এই ভদ্র-লোকটিই কি মিঃ স্কুইয়ারস্? আপনি কি তিনি মশাই?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া শিক্ষক বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি সেই ব্যক্তি।"

নবাগত বলিলেন, "আমার নাম স্নোলে।"

শিক্ষক যেন নাম শুনিয়া প্রীত হইয়াছেন এমন ভাব দেখাইলেন।

"মিঃ স্কুইয়ারস্, আমি ভাবছি, দুটি ছেলেকে আপনার স্কুলে দেব।"

মিঃ স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "নিজ মুখে বলা ভাল দেখায় না। আপনি এ কাজ যদি করেন, খুব ভালই হবে।"

"হুঁম্! প্রত্যেক ছেলের জন্য বছরে কুড়ি পাউণ্ড দিতে হবে।"

শিক্ষক বলিলেন, "পাউণ্ড নয়, গিনি।"

"তা হ'লে দুজনের জন্য এক পাউণ্ড বেশী হয় যে। কুড়ি পাউণ্ড করেই ধরে নিন্ না।"

শিক্ষক বলিলেন, "তা হ'তে পারে না। আচ্ছা দেখা যাক্। চারি পাঁচ ২০। কুড়ির দ্বিগুণ, তা থেকে বাদ এক পাউণ্ড। আচ্ছা, এক পাউণ্ডের জন্য আটকাবে না। আপনি আর পাঁচ জনকে ব'লে দেবেন। তা হ'লেই ক্ষতি-পূরণ হয়ে যাবে।"

মিঃ স্নোলে বলিলেন, "ওরা বেশী খায় না।"

শিক্ষক বলিলেন, "তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের স্কুলে ছেলেদের কার ক্ষুধা কেমন বেশী, তা আমরা ধরি না।"

কথাটা খুবই সত্য।

স্কুইয়ারস্ বলিয়া চলিলেন, "ইয়র্কশায়ারে যত রকম ভোগবিলাসের জিনিস পাওয়া যায়, মিসেস্ স্কুইয়ারস্ যত রকম নীতিশিক্ষা দিতে পারেন, বাড়ীর যত রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব, সবই ছেলেরা পায়, মিঃ স্নোলে।"

মিঃ স্নোলে বলিলেন, "ছেলেদের নীতিশিক্ষা হয়, এটা আমার অভিপ্রেত।"

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া স্কুলমাষ্টার বলিলেন, "এ কথা শুনে ভারী খুসী হলুম, মশাই। ছেলেরা ঠিক জায়গায় নীতিশিক্ষা পাবার জন্য এসেছে।"

মিঃ স্নোলে বলিলেন, "আপনি নিজেই এক জন নৈতিক মানুষ।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "আমার নিজের ত তাই বিশ্বাস।"

মিঃ স্নোলে বলিলেন, "আপনি তা জেনে আমার সন্তোষ হ'ল, মশাই। আমি এক জনকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বল্লেন, আপনি ধার্ম্মিক লোক।"

শিক্ষক বলিলেন, "আশা করি, ওদিকে আমার একটু মতি আছে।"

মিঃ স্নোলে বলিলেন, "এ ধারে এলে আমি গোটাকতক কথা আপনাকে বলতাম।"

শিক্ষক বলিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়। বাবারা, তোমরা দু'এক মিনিট তোমাদের নতুন বন্ধুর সঙ্গে গল্প কর ত। ঐ ছেলেটি আমার আর একটা ছাত্র। ওর নাম বেলিং।"

ছোট ছেলেটির প্রতি চাহিয়া মিঃ স্নোলে বলিলেন, "তাই না কি?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "কাল সকালে ঐ ছেলেটি আমার সঙ্গে চ'লে যাবে। ঐ ওর জিনিসপত্র। প্রত্যেক ছেলেকে দু'প্রস্থ পোষাক, ছটা সার্ট, ছ'জোড়া মোজা, দুটা নাইট ক্যাপ, দু'খানা রুমাল, দু'জোড়া জুতো, দুটো টুপী আর একখানা ক্ষুর সঙ্গে নিতে হয়।"

মিঃ স্নোলে সবিস্ময়ে বলিলেন, "ক্ষুর কেন? কি হবে?"

শিক্ষক বলিলেন, "কামান'র জন্য।"

উভয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তার পর উভয়েরই মুখে অর্থসূচক হাসির রেখা দেখা গেল।

অবশেষে স্নোলে বলিলেন, "কত বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রদের স্কুলে রাখেন?"

"যত দিন সহরে আমার এজেণ্টের কাছে ছেলেদের অভিভাবকরা টাকা যোগান দেন। প্রতি তিন মাস অন্তর টাকা দিতে হয়। অথবা যত দিন তারা পালিয়ে না যায়। আসুন, আমরা পরস্পরকে মন খুলে বুঝে নেই। সেটা নিরাপদে করা যেতে পারে। এ ছেলেরা কি অবৈধ সন্তান?"

স্নোলে স্কুলমাষ্টারের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া বলিলেন, "না, তা নয়।"

শিক্ষক বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, সেই রকম হবে। আমাদের এখানে ঐ রকম অনেক ছেলে আছে। ঐ ছেলেটিও তাই।"

"ওপাশের বাক্সের ওপর যে ব'সে আছে?"

শিক্ষক মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, ঠিক তাই। তার পর বলিলেন, "কিন্তু আপনার ছেলেদের সম্বন্ধে কি বল্‌তে চেয়েছেন, বলুন।"

স্নোলে বলিলেন, "কথা এই—আমি ওদের বাপ নই। ওদের মা'র সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।"

শিক্ষক বলিলেন, "তাই বটে। আমি ভাবছিলুম, ওদের আপনি কেন ইয়র্কশায়ারে পাঠাচ্ছেন। হা, হা, হা! এখন ব্যাপার বুঝেছি।"

স্নোলে বলিলেন, "ওদের মাকে আমি বিয়ে করেছি। বাড়ীতে ছেলেদের রাখায় ব্যয় বেশী পড়ে। আমার স্ত্রীর নিজের কিছু টাকা আছে, তার ইচ্ছে, ছেলেদের জন্য সে টাকা ব্যয় করে। তাতে ঘরে থেকে ছেলেগুলো মাটী হয়ে যাবে।"

মাষ্টার বলিলেন, "বুঝেছি।"

স্নোলে বলিলেন, "তাই আমার অভিপ্রায়, খুব দূরদেশের স্কুলে ওদের পাঠিয়ে দেই। যেখানে ছুটী-ছাটা নেই—বছরে দু'বার ক'রে ছুটীতে বাড়ী এসে ছেলেদের মন খারাপ হয়ে যেতে না পারে, এমন স্কুলে দিতে চাই। সেখানে ওদের বেশ শিক্ষা হবে। বুঝেছেন আমার কথা?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "যদি নিয়মিত টাকা আসে, আর কোন প্রশ্ন না করা হয়, তা হ'লে সব ঠিক হবে।"

স্নোলে বলিলেন, "তা ঠিক হবে। তবে নীতিশিক্ষা কঠোরভাবে দেওয়া চাই।"

"সে বিষয়ে নির্ভাবনায় থাকুন।"

উপ-পিতাটি বলিলেন, "বাড়ীতে বেশী চিঠি লিখ্‌তে দেওয়া হয় না ত?"

স্কুইয়ারস বলিলেন, "না। তবে বড় দিনের সময় একটা সাধারণ সার্কুলার অভিভাবকদের কাছে পাঠান হয়, তাতে লেখা থাকে, ছেলেরা ভারী সুখে আছে। তাদের বাড়ী নেবার জন্য যেন চেষ্টা না করা হয়।"

করে কর-ঘর্ষণ করিয়া উপ-পিতা বলিলেন, "এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত আর হ'তে পারে না।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "আমরা ত পরস্পরকে বেশ বুঝে নিলাম। এখন আপনি আমাকে খুব ধার্ম্মিক, আদর্শ-জীবন, এবং ভাল ভদ্রলোক বলেই ত বিবেচনা করবেন? ছেলেদের মানুষ করাই আমার পেশা। সুতরাং আপনি আমাকে ধর্ম্মভাবাপন্ন, বুদ্ধিমান্ লোক বলেই আমার হাতে ছেলেদের শিক্ষার ভার দিচ্ছেন, এ কথাটা ত বল্‌তে পারবেন?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"আমি আপনার নাম কর্‌লে, আপনি লোকের কাছে সে কথা বল্‌বেন ত?"

"অবশ্যই করব।"

"এই ত কাজের লোকের মত কথা।" এই বলিয়া শিক্ষক স্নোলের ঠিকানা লিখিয়া দুইটি ছাত্রের দরুণ অগ্রিম প্রথম কোয়াটারের টাকার প্রাপ্তি-স্বীকার লিখিতে বসিলেন। এমন সময় কেহ মিঃ স্কুইয়ারসের নাম ধরিয়া আহ্বান করিল।

শিক্ষক বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আপনি। ব্যাপার কি?"

রালফ্ নিকল্‌বি বলিলেন, "একটু কাজ আছে।

শিক্ষক তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাক্সের উপর বসাইলেন।

রালফ্ বলিলেন, "এটি আমার ভাইপো মিঃ নিকোলাস নিকলবি।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "আপনি কেমন আছেন?"

নিকোলাস অভিবাদন করিল। সে স্কুল-মাষ্টারের বাহিরের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

রালফ বলিলেন, "আপনি আমায় বোধ হয় চিন্‌তে পারছেন?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "ক'বছর ধ'রে, আমি সহরে এলেই আপনি ছ'মাস অন্তর আমাকে কিছু টাকা দিয়া থাকেন।"

রালফ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা সত্য।"

"ডোরকার নামে একটি ছেলের বাপ-মাকে—বালকটি দুর্ভাগ্য বশেই—"

রালফ্ বলিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেটি ডথবয়েজ হলে মারা গেছে!"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "সে কথা আমার বেশ মনে আছে। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ ছেলেটিকে নিজের ছেলের মতই ভাল-বাসতেন। তার অসুখের সময় তিনি কত সেবাই না করেছেন। শুকনো টোষ্ট আর গরম চা তাকে সকালে বিকেলে দেওয়া হ'ত—সে আর কিছুই খেতে পারত না।"

রালফ্ ঈষৎ হাসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিলেন।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "এরাও আমাদের ছাত্র। এই ভদ্রলোকটি আমার শিক্ষাপ্রণালীর খুব প্রশংসা করছিলেন। আমার স্কুল, গ্রেটা সেতুর কাছে ডথবয়েজ স্কুলে ছেলেদের ভাল খাওয়া দেওয়া হয়, পকেট-খরচা দেওয়া হয়—"

রালফ্ বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব জানি, বিজ্ঞাপনে দেখেছি।"

শিক্ষক বলিলেন, "হাঁা, বিজ্ঞাপনে সব দেওয়া আছে।"

স্নোলে এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, "আমি আপনাকে বল্‌ছি, মিঃ স্কুইয়ারস্ ভারী ভদ্রলোক, খুব ধার্ম্মিক। আদর্শ-চরিত্র এবং—"

রালফ্ বাধা দিয়া বলিলেন, "তাতে আমার সন্দেহমাত্র নেই। আমাদের একটু কাজ আছে।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "ঠিক কথা।"

"সত্যি আপনার সহকারীর প্রয়োজন আছে?"

"নিশ্চয় আছে।"

রালফ্ বলিলেন, "ইনিই তিনি। আমার ভাইপো নিকোলাস, সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছেন। সব রকম শিখেছেন। তবে পকেটে কিছু হচ্ছে না। এই রকম লোকেরই আপনার দরকার।"

স্কুইয়ারস বলিলেন, "কিন্তু এ-রকম লোক নিয়ে আমার

রালফ্ বলিলেন, "আমি জানি খুব হবে। ভয় পাবেন না, আপনি।"

নিকোলাস্ বলিল, "মশাই, আমায় অল্পবয়স্ক দেখ্‌ছেন, আর আমি এম্, এ পাশ করি নি, এই ত আপনার আপত্তি?"

শিক্ষক বলিলেন, "কলেজের ডিগ্রি নেই, সেটা একটা আপত্তির কারণ বটে।"

রালফ্ বলিলেন, "এ দিকে চেয়ে দেখুন, মশাই। দু'সেকেণ্ডে আমি ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা বলুন।"

"এই ছোক্‌রা—বয়স আঠারো, উনিশ বা ঐরূপ যাই হোক্ না কেন, ওর বাপ মারা গেছেন। সংসারে কোন অভিজ্ঞতা ওর নেই। টাকা-পয়সারও কোন সংস্থান নেই। কিছু কাজ ও করতে চায়। তাই আমি আপনার ওখানে ওকে পাঠাতে চাই। সেখানে কাজ শিখে ও তার ভাগ্য গ'ড়ে নেবে। বুঝতে পারছেন, আমার কথা?"

"তা ত সবাই দেখ্‌তে পাচ্ছে।"

নিকোলাস বলিল, "আমি ত নিজেই বুঝতে পারছি।"

রালফ্ বলিলেন, "ও যদি মেজাজ দেখায়, তা হ'লে আমি ওর মা-বোনের কোন সাহায্য করব না। ওর দিকে চেয়ে দেখুন, অনেক কাজ আপনি ওকে দিয়ে পাবেন। এখন প্রশ্ন এই যে, আপনি আরও লোক পেতে পারেন, তবে ওকে দিয়ে আপনার কাজ হবে কি না, সেটাই ভাববার কথা, কেমন নয় কি?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"ভাল, আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে, চলুন।"

অন্যত্র গিয়া সে দুইটি কথা শেষ হইল। দুই মিনিট পরে মিঃ স্কুইয়ারস্ ঘোষণা করিলেন যে, মিঃ নিকোলাস্ নিকল্‌বিকে তিনি ডথবয়েজ হলের সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ওয়াক্‌ফোর্ড স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "আপনার পিতৃব্যের সুপারিশের জোরেই এটা হ'ল, মিঃ নিকলবি।"

সাফল্যের আনন্দে অভিভূত হইয়া নিকোলাস্ তাহার পিতৃব্যের করকম্পন করিল। সে এত অভিভূত হইয়াছিল যে, স্কুইয়ারস্‌কে সকলের সম্মুখেই সে পূজা করিতে পারিলে ধন্য হইত।

নিকোলাস্ মনে মনে ভাবিল, "লোকটা দেখতে বিশ্রী বটে, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? ডাক্তার জনসনেরও চেহারা ভাল ছিল্ না—কেতাব-কীটদের সবাই প্রায় ঐ রকম।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "কাল সকাল ৮টায় এখান থেকে গাড়ী ছাড়ে। পনের মিনিট আগে আপনি এখানে আসবেন। এই ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।"

রালফ্ বলিলেন, "তোমার গাড়ীভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তোমার সে জন্য কোন ভাবনা নেই।"

জ্যেষ্ঠতাতের ইহাও আর একটা উদারতার লক্ষণ! নিকোলাস্ এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া রালফ্ বলিলেন, "তোমায় বিদায় দেবার সময় আমি এখানে আস্‌ব।"

নিকোলাস্ বলিল, "আপনার এ দয়া আমি কখনও ভুলবো না।"

পিতৃব্য বলিলেন, "হ্যাঁ, তা ভুলো না। এখন বাড়ী যাও, তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও গিয়ে। গোল্ডন স্কোয়ারে আগে একবার যেতে পারবে?"

"নিশ্চয়! আপনি যা বল্‌বেন, করব।"

রালফ্ বলিলেন, "আমার কেরাণীর কাছে এই কাগজের তাড়াটা দিও। তাকে বলো, সে যেন আমার ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে।"

প্রফুল্লচিত্তে নিকোলাস সে ভার গ্রহণ করিল। তার পর দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে গোল্ডন স্কোয়ারে গিয়া সে উপস্থিত হইল। মিঃ নগস্ বাহিরে কোথায় গিয়াছিল, সেই সময় সে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঘরের দরজা খুলিতেছিল।

নগস বলিল, "ওগুলো কি?"

"জ্যেঠামশাই এগুলো আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেছেন। তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি তাঁর প্রতীক্ষায় থাকবেন, এ কথা ব'লে দিয়েছেন।"

নগ্‌স্ বলিল "জ্যেঠামশাই!"

নিকোলাস্ বলিল, "হ্যাঁ, মিঃ নিকল্‌বি।"

নিউম্যান নগ্‌স্ বলিল, "আপনি ভেতরে আসুন।"

ঘরের দরজা খুলিয়া নিকোলাস্‌কে লইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। তার পর আপনার উচ্চ টুলের উপর বসিয়া সে নিকোলাস্‌কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

নিকোলাস্ বলিল, "কোন জবাব আছে কি?"

নিউম্যান্ কোন কথা বলিল না, শুধু নিকোলাসের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নিকোলাস্ ভাবিল, লোকটা বোধ হয় ভাল শুনিতে পায় না। তাই আবার বলিল, "কোন জবাব নেই ত?"

কোনও উত্তর নাই। একইভাবে সে নিকোলাস্‌কে দেখিতে লাগিল। নিকোলাস্ বিব্রত হইয়া পড়িল। তার পর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিউম্যান্ বারকয়েক মাথা নাড়িল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল, যুবক ভদ্রলোকের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বলিতে পারেন, তাঁহার পিতৃব্য

নিকোলাসের কোন আপত্তি ছিল না। সে সকল কথা বলিয়া ফেলিল। এই চাকরী হইতে তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে, এমন আশার কথাও প্রকাশ করিল। কথা শেষ হইলে সে বলিল, "কিন্তু আপনার কি হয়েছে? অসুখ হ'ল না কি?"

নিউম্যান্ নগ্‌স্ কোন উত্তর করিল না। সে পূর্ব্ববৎ স্কন্ধদেশ আলোড়িত করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজের অঙ্গুলিগুলি মটকাইতে লাগিল।

নিকোলাস্ প্রথমতঃ ভাবিয়াছিল, লোকটির বুঝি ফিটের পীড়া আছে। কিন্তু তার পর মনে করিল, সম্ভবতঃ লোকটা সুরাপান করিয়া আসিয়াছে, তাই ঐ প্রকার বেয়াড়া অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছে। সে আর দাঁড়াইল না। পথে বাহির হইয়া পড়িল। সেখান হইতে সে দেখিল, লোকটা তখনও ঐ ভাবে আড়ামোড়া ভাঙ্গিতেছে—আঙ্গুল মটকাইতেছে।

৫

অনেক কাজ আছে, সময় মোটে আর নাই। নিকোলাস্ এত দিন মাতা ও ভগিনীর স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছিল, এখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া তাহাকে দূরদেশে চলিয়া যাইতে হইতেছে। বাক্স গুছাইতে গুছাইতে সেই সকল মধুর স্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল।

বাক্স অবশেষে গোছান হইল। তার পর আহারের পালা। আহারের সময় বিদায়ের কথা মনে করিয়া তাহার কান্না পাইতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিন জনে বসিয়া কত কথা হইল। তার পর শয়নের সময় আসিল।

বেলা ৬টা পর্য্যন্ত নিকোলাস্ গাঢ় নিদ্রা দিল। তার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া সে পেনসিলে মাতা-ভগিনীর নিকট বিদায়-বাণী লিখিল। মুখে তাহা বলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সামান্য কয়েক শত মুদ্রা লইয়া সে লিখিত বিদায়পত্র ভগিনীর দ্বার-প্রান্তে রাখিয়া ছোট বাক্সটি ঘাড়ে করিয়া লঘু-গতিতে নীচে নামিয়া আসিল।

মিস্ লা ক্রিভির বসিবার ঘর হইতে কেহ বলিল, "কে যায়? হানা নাকি?"

নিকোলাস্ বলিল, "মিস্ ক্রিভি, আমি!"

মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "আপনি খুব সকালে উঠেছেন, মিঃ নিকল্‌বি?"

"আপনিও ত তাই"

"ললিতকলার অনুসরণে আমাকে সকালে উঠতে হয়। আমি দিনের আলো পেলে একটা কিছু কল্পনা ঠিক ক'রে নেব, মিঃ নিকল্‌বি।

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি সত্যি এই শীতকালে ইয়র্কশায়ারে যাচ্ছেন? কাল আমি ঐ রকম কথা শুনেছিলুম।"

নিকোলাস্ বলিল, "হ্যাঁ, আমাকে যেতে হচ্ছে। অভাবের তাড়নায় যেতেই হবে। অভাব আমাকে তাড়না করছে।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা। আপনার মা, বোন, ও আপনার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। আপনার বোনটি বড় সুন্দরী এ সময় তাঁকে রক্ষা করার জন্য এক জন লোকের দরকার।"

নিকোলাস্ বলিল, "যদি সুযোগ পান, কেটকে আপনি দেখবেন, তার ভার নেবেন। আমার বিশ্বাস, আপনি তা কর্‌বেন।"

"নিশ্চয় তা কর্‌ব। সে জন্য ভাববেন না। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন!"

নিকোলাস্ মিস্ লা ক্রিভিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে চুম্বন দিয়া পথে নামিল। সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, এই বিরাট লণ্ডন সহরে কত রকমের কত লোক অন্ন করিয়া খাইতেছে, আর তাহাকে বহুদূরে ইয়র্কশায়ারে অন্নসংস্থানের জন্য যাইতে হইতেছে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া নিকোলাস্ দেখিল, মিঃ স্কুইয়ারস্ প্রাতরাশে বসিয়াছেন। দুগ্ধে জল মিশাইয়া বালকগণকে একে একে আহ্বান করিয়া তিনি স্বল্পপরিমাণ সেই অপূর্ব্ব পদার্থ তাহাদিগকে পান করিতে দিতেছেন। এক এক টুকরা রুটীও তাহারা পাইয়াছে। ইহাই তাহাদের প্রাতরাশ। অবশ্য এক এক বিন্দু মাখনও সেই সঙ্গে ছিল।

এমন সময় গাড়ীর শৃঙ্গনাদ শোনা গেল। এখনই যাত্রা করিতে হইবে। নিকোলাস্ বালকদিগের প্রাতরাশের ব্যবস্থা দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল, কিন্তু সে তখন ঐ বিষয় লইয়া ভাবিবার সময় পায় নাই। শৃঙ্গধ্বনি শুনিয়া সে বাহিরে আসিতেই মিঃ রাল্‌ফের সহিত দেখা হইল।

তিনি বলিলেন, "এই যে তুমি এসেছ। তোমার মা বোন্‌ও এসেছেন।"

নিকোলাস্ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিল, "কোথায় তাঁরা?"

"এই যে এ দিকে। অনেক টাকা আছে, অথচ খরচের সুবিধা নেই দেখে তাঁরা ভাড়া গাড়ী ক'রে এসেছেন।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "পাছে দেখা না হয়, দেরী হয়ে গেছে, তাই ভেবে গাড়ী ক'রে এসেছি।" এই বলিয়া তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

"বেশ করেছেন, ম্যাডাম্। আপনার কাজের আপনিই বিচারক। আমি কিন্তু জীবনে কখনও গাড়ী ভাড়া করিনি। গত বিশ বছরের মধ্যে কোন দিন গাড়ী ভাড়া করিনি। আরও বিশ বছরের মধ্যে ঐ বাবদে এক পয়সাও খরচ

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, “যাবার সময় ছেলের সঙ্গে দেখা না হলে, জীবনে আমি নিজেকে কোন দিন ক্ষমা করতাম না। সকালবেলা কিছু না খেয়েই বেচারা চ'লে এসেছে। ভয় হয়েছিল, পাছে আমরা বিপন্ন হই।”

রালফ্ বিদ্রূপভরে বলিলেন, “ভারী চমৎকার! ম্যাডাম, আমি যখন প্রথম কাজ আরম্ভ করি, আমি এক পেনীর রুটী আধ পেনীর দুধ কিনে প্রাতরাশ করতাম। তাতেই আমার সারাদিন চল্‌ত।”

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, “নিকলবি, আপনি গাড়ীর পেছনে গিয়ে বসুন। যদি কোন ছেলে প'ড়ে যায়, বছরে কুড়ি পাউণ্ডের দফা শেষ।”

কেট তাহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে বলিল, “দাদা, এই অসভ্য লোকটা কে?”

রালফ্ বলিলেন, “ওঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাও, বাছা? উনি মিঃ স্কুইয়ারস্।”

“উনিই স্কুলমাষ্টার! না, জ্যেঠামশাই, আমার দরকার নেই।”

সে সভয়ে পিছাইয়া গেল।

রালফ্ বলিলেন, “মিঃ স্কুইয়ারস, এটি আমার ভাইঝি—নিকোলাসের বোন!”

স্কুইয়ারস্ মাথার টুপী দুই এক ইঞ্চি তুলিয়া বলিলেন, “ভারী সুখী হলুম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মিস্। আমার ইচ্ছে, মিসেস্ স্কুইয়ারস্ মেয়েছাত্রী গ্রহণ করেন, তা হ'লে আপনাকে শিক্ষয়িত্রী ক'রে নেই। তবে বল্‌তে পারি না, তাতে তিনি আপনার উপর ঈর্ষা পোষণ করবেন কি না। হা! হা! হা!”

সে সময় নিকোলাসের মনে কি হইতেছিল, তাহা জানিতে পারিলে তিনি অমন কথা উচ্চারণ করিতেন না। কেট ভ্রাতার মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে একপাশে টানিয়া লইয়া গেল। তাহা না হইলে স্কুইয়ারসের অবস্থা বিশেষ অপ্রীতিকর আকার ধারণ করিত।

ভগিনী বলিল, “প্রিয় নিকোলাস্, কে এই লোকটা? কি রকম জায়গায় তুমি যাচ্ছ, ভাই!”

নিকোলাস্ বলিল, “তা ত বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, ইয়র্কশায়ারের লোকগুলো বড় অশিক্ষিত, অশিষ্ট।”

কেট বলিল, “কিন্তু এই লোকটা?”

“উনি আমার মনিব। ওঁর অশিষ্টতা দেখে আমি চ'টে গিয়ে অন্যায় করেছি। যাক্, আমার ডাক পড়েছে। মা, শীঘ্র আবার দেখা হবে। বিদায় বোন্, বিদায়! জ্যেঠামশাই, তবে আসি! আপনি যা করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। আমি তৈরী। যাচ্ছি!”

নিকোলাস্ লঘু গতিতে গাড়ীতে উঠিল। তার পর হাত [illegible]

গাড়ী ছাড়িবে, এমন সময় নিকোলাস্ ব্যগ্র আকর্ষণ অনুভব করিল। সে চাহিয়া দেখিল, নিউম্যান্ নগস্ তাহার হাতের মধ্যে একখানা কাগজ গুঁজিয়া দিতেছে।

নিকোলাস্ বলিল, “কি এটা?”

“চুপ! এটা নাও, প'ড়ে দেখ, কেউ জানে না।”

তখন রালফ্ অদূরে দাঁড়াইয়া স্কুইয়ার্সের সঙ্গে কি কথা বলিতেছিলেন।

নিকোলাস বলিল, “দাঁড়াও!”

নগ্‌স বলিল, “না।”

সে আর তথায় দাঁড়াইল না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ক্রমে তাহা দূরে চলিয়া গেল।

ছেলেগুলি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছিল। নিকোলাস্‌কে এজন্য বিশেষ বিব্রত হইয়াই পড়িতে হইয়াছিল। ইস্‌লিংটনের কাছে গাড়ী থামিলে এক জন বয়স্ক ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি অপর কোণ দখল করিবার প্রস্তাব করিলেন।

তিনি বলিলেন, “কতকগুলি বাচ্চাকে যদি মাঝে রাখা যায়, তা হ'লে তারা নিরাপদে ঘুমুতে পারবে, পড়ে যাবে না।”

সেই ব্যবস্থাই হইল। গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ভীষণ শীত পড়িয়াছিল। প্রচুর তুষারপাতও হইতেছিল। বাতাসে এমন শৈত্য যে, শরীর হিম হইয়া যাইতেছিল। মিঃ স্কুইয়ারস্ গাড়ী থামিলেই, সেখানে নামিয়া হাত-পা ছড়াইয়া লইতেছিলেন। নবাগত লোকটির সহিত নিকোলাসের নানাবিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল।

এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। ইটন স্লোকমের গাড়ীর আড্ডায় আহার্য্য-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। সকলেই সেখানে আহারাদি সারিয়া লইল। পথের মধ্যে একটি মহিলা গাড়ীতে যাত্রী হইলেন।

রাত্রিকালে আরও তুষারপাত হইতে লাগিল। শুধু বাতাসের গর্জ্জন ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নাই। তুষারপাত নিবন্ধন অশ্বখুর ও চক্রের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। গাড়ী যখন ষ্ট্যাম্ফোর্ড সহর অতিক্রম করিল, তখন রাজপথ নির্জ্জন।

গ্রান্থাম ও নিউয়ার্কের মাঝামাঝি স্থানে নিকোলাস গাড়ীর প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। সে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। গাড়ীর লোহার ডাণ্ডা ধারণ করিয়া সে দেখিল, গাড়ী এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘোড়াগুলি তখনও গাড়ী টানিতেছিল। গাড়ীর মধ্যে মহিলাটি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিকোলাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় গাড়ী উল্টাইয়া গেল এবং নিকোলাস পথের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

৬

শকট-রক্ষক একলম্ফে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সম্মুখের ঘোড়ার কাছে অগ্রসর হইল, তার পর বলিল, "আপনাদের মধ্যে কেউ এখানে এসে সাহায্য করবেন একটু?"

নিকোলাস অগ্রসর হইয়া বলিল, "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার অনেক, আজ রাতের মত দফা শেষ। আপনি এসে একটু ধরুন না।"

নিকোলাস বলিল, "এই যে যাচ্ছি। আমি ঠিক আছি, প'ড়ে গিয়ে কোথাও লাগেনি।"

"আচ্ছা, বেশ জোর ক'রে ধরুন। আমি লাগাম কেটে দিচ্ছি।"

বন্ধন হইতে মুক্ত হইবামাত্র ঘোড়াগুলি দ্রুতপদে এক মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চাতের আস্তাবল অভিমুখে দৌড় দিল।

শকট-রক্ষক একটা লণ্ঠন গাড়ী হইতে খুলিয়া লইয়া বলিল, "আপনি এই শিঙ্গায় ফুঁ দিতে পারবেন?"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয় পারব।"

"তা হ'লে মাটীর ওপর ঐ যে শিঙ্গাটা প'ড়ে আছে, ওটা তুলে নিয়ে বাজান। গাড়ীর মধ্যে সব চেঁচাচ্ছে, তাদের আমি থামাই। আরে অত চেঁচাও কেন তোমরা? থাম, থাম।"

নিকোলাস এ দিকে শৃঙ্গটি তুলিয়া লইয়া প্রাণপণে ফুৎকার দিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শৃঙ্গধ্বনি চারি দিকে ছুটিয়া চলিল। ইহার ফলে যে সকল যাত্রী গাড়ীর পতনে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের চেতনা সঞ্চার করিল এবং শৃঙ্গধ্বনি শুনিয়া দূর হইতে আলোকহস্তে সাহায্যকারীরা আসিতে লাগিল।

এক জন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ক্রমে পরীক্ষায় দেখা গেল, গাড়ীর মধ্যে ভদ্র-মহিলাটির আলোটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোক অরোহীটির মাথা ফাটিয়াছে। শকট-চালকের ললাটে আঁচড় গিয়াছে, মিঃ স্কুইয়ারসের পিঠের উপর একটা পোর্টমেণ্ট খসিয়া পড়ায় সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা ছাড়া যাত্রীদিগের মধ্যে আর কেহ সামান্যমাত্রও আহত হয় নাই। তুষারপাত এত প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল বলিয়াই আঘাত তেমন গুরুতর হইতে পারে নাই। মহিলাটি অচেতন হইবার ভাণ করিতেই তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, তিনি যদি আত্মস্থ না হন, তাহা হইলে কোনও ভদ্রলোকের স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে সন্নিহিত সরাইখানায় যাইতে হইবে। ইহাতে মহিলাটি ভাবিলেন যে, পদব্রজে যাওয়াই নিরাপদ।

সরাইখানাটি কিন্তু তেমন প্রশস্ত নহে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই অপ্রশস্ত ঘরেই ভাল করিয়া আগুন জ্বালিবার ব্যবস্থা হইল। ক্ষতস্থানগুলি ধৌত করিয়া আহতদিগের পরিচর্য্যার ব্যবস্থাও হইল।

স্কুইয়ারস এককোণে আরামে বসিয়া বলিলেন, "মিঃ নিকলবি, ঘোড়াগুলির মুখ ধ'রে আপনি ভাল কাজই করেছিলেন। আমি যদি সময়মত উপস্থিত হ'তে পারতাম, তবে আমিও ঐ রকম করতাম। কিন্তু আপনি করেছেন, সেজন্য আমি খুসী হয়েছি। খুব ভাল কাজ আপনি করেছেন।"

নবাগত ভদ্রলোকটি স্কুইয়ারসের কথায় বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "উনি ভাল ক'রে ঘোড়ার মুখ চেপে না ধরলে, মশায়ের মাথার খুলি আস্ত থাকত না। আর মশাইও উপদেশ-সুধা বিতরণ করবার সুযোগ পেতেন না।"

এই আলোচনা উপলক্ষে সকলেই নিকোলাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইল। সকলেই তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আমি খুসী হয়েছি। সবাই তাই হয়। কিন্তু আমার ছাত্রদের কেউ যদি জখম হ'ত—কোন ছেলেকে তার বাপ-মার কাছে ফেরত দেবার সুযোগ যদি না হ'ত, তা হ'লে আমার মনের কি অবস্থা হ'ত বলুন ত? তার চেয়ে গাড়ীর চাকা মাথার উপর পড়াও বাঞ্ছনীয় ছিল।"

মহিলাটি বলিলেন, "ওরা সব সহোদর ভাই না কি?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "একরকম তাই বৈ কি। ওরা সবাই এক জনের আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখছে। আমি ও আমার স্ত্রী ওদের বাপ ও মা।"

সেই ভদ্রলোকটি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাডাম্, এই দুর্ঘটনায় আপনার কোন অসুবিধা হ'ল না ত?"

মহিলাটি বলিলেন, "না, শারীরিক কোন অসুবিধা ঘটে নি।"

"মানসিক অসুবিধা?"

আবেগভরে মহিলাটি বলিলেন, "প্রসঙ্গটা আমার পক্ষে বড় পীড়াদায়ক। আপনি ভদ্রলোক, ও কথার আলোচনা করবেন না।"

স্ফূর্ত্তিবাজ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম—"

মহিলাটি বলিলেন, "না, সে রকম জানবার ইচ্ছা করবেন না, তা হ'লে অপর ভদ্রলোকের আমি আশ্রয়প্রার্থী হব। বাড়ীওয়ালা মশাই! এক জন লোককে বাইরে দেখতে বলুন, যদি সবুজ রঙ্গের গাড়ী আসে, তাকে থামতে বলে যেন।"

স্ফূর্ত্তিবাজ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ঘোড়ায় চ'ড়ে গাড়ীর প্রহরী গ্রান্থাম সহরে গেছে। গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত গরম গরম পঞ্চ পান করা যাক্, কি বলেন?"

যে ভদ্রলোকটির মাথা ফাটিয়াছিল, তিনি এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

আমুদে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এখানে এমন কেউ নেই—যিনি গান জানেন ?"

সমাগত যাত্রীদিগের সকলেই বলিল যে, গান কেহ জানে না। তখন আমুদে লোকটি বলিলেন, "আমাদের ভদ্র মহিলাটির বোধ হয় গানে অপত্তি হবে না।"

কিন্তু ভদ্র মহিলাটি উত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রত্যাশিত গাড়ী আসিল কি না, তাহা জানিবার জন্যই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন।

আমুদে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "গান যখন হ'ল না, তখন গল্প আরম্ভ হোক্।"

যাঁহার মাথা ফাটিয়াছিল, সেই শুভ্রকেশ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তা হ'লে আপনি আরম্ভ করুন।"

"না, আগে আপনি বলুন, পরে আমি বলব।"

"বেশ!" বলিয়া শুভ্রকেশ ভদ্রলোকটি প্রস্তুত হইলেন। তার পর বলিলেন, "সময়টা ত কাটান চাই। আমি এখন গল্পের নামকরণ করলাম—'ইয়র্কের পঞ্চ সহোদরা'।"

সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল। তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আরম্ভ করিলেন—

"অনেক দিন আগে, পঞ্চদশ শতাব্দীর বয়স তখন দুই বা তিন, রাজা চতুর্থ হেনরী তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন। সেই সময়ে ইয়র্কে পাঁচটি সহোদরা বাস করিতেন। তাঁহারাই আমার গল্পের নায়িকা।

"এই পঞ্চ সহোদরাই পরমা সুন্দরী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা সহোদরার বয়স তখন তেইশ। মধ্যমা তাঁহার অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট। তৃতীয়া দ্বিতীয়ার অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট, চতুর্থাটি তৃতীয়ার অপেক্ষা এক বৎসরের কনিষ্ঠ। সকলেই যেমন দীর্ঘকায়া, তেমনই সুদর্শনা। তাঁহাদের চলনেবলনে বিশেষ মাধুর্য্য উছলিয়া পড়িত। সমগ্র দেশে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল।

"প্রথম চারি সহোদরা সুন্দরী হইলেও সর্ব্বকনিষ্ঠাটি সুন্দরীর অগ্রগণ্যা ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ষোল। তাঁহার সুন্দর আননে গোলাপ ও নলিনীর সৌন্দর্য্য—নয়ন গাঢ় নীল। আর চুলেরই বা কি শোভা!

"ছোট ভগিনীর মনটি যেমন সুন্দর ছিল, অন্য ভগিনীদিগের যদি তেমন সুন্দর ও মধুর হৃদয় হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী কি সুখময়ীই না হইত! আমাদের দেহ শীর্ণ ও বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেও যদি মনটি যৌবনের মাধুর্য্য ও রসে ভরপূর থাকিত, তাহা হইলে দুঃখ-কষ্টের বোঝা ভারী লাগিত না। কিন্তু শৈশবে স্বর্গের যে সুষমায় অন্তর পরিপূর্ণ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতায় সে সুষমা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন শুধু থাকে একটা শোকের ছায়া!

"এই তরুণীর মন আনন্দতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। সে ভালবাসিত,আর প্রকৃতির যাবতীয় সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল। তাহার আনন্দ-কলগানে গৃহ সর্ব্বদা যেন সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া থাকিত। সমগ্র গৃহের সে যেন আলোক ও প্রাণস্বরূপিণী ছিল। উদ্যানের ফুলগাছ তাহারই স্বহস্ত-রোপিত; তাহার কণ্ঠস্বরে গৃহপালিত পাখীগুলি গান গাহিয়া উঠিত। তাহার কণ্ঠস্বর না শুনিলে তাহারা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিত। এলিস্, প্রাণাধিকা এলিস্! তাহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে কেহই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

"ঐ পঞ্চ সহোদরা কোথায় বাস করিত, তাহা আপনারা অনুসন্ধান করিলেও এখন আবিষ্কার করিতে পারিবেন না। তাহাদের নামও সকলে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহাদের কথা এখন উপকথার পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা একটা পুরাতন কাষ্ঠনির্ম্মিত ভবনে বাস করিত। সে যুগেও সে ভবনটি প্রাচীনতম বলিয়া উল্লিখিত হইত।

"লতাপল্লববেষ্টিত এই ভবনটির চারিদিকে পাষাণ-প্রাচীর। তাহার উপরে দাঁড়াইয়া কোনও দক্ষ তীরন্দাজ তীর নিক্ষেপ করিলে সেই তীর সেণ্ট মেরির মঠে গিয়া পড়িতে পারে। তখন ঐ মঠ বিদ্যমান ছিল। সেই মঠের হুদ্দায় ঐ পঞ্চভগিনী বাস করিত, কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী সন্ন্যাসীদিগকে নিয়মিতভাবে তাহারা কর পাঠাইয়া দিত।"

"গ্রীষ্মের এক মধুর ও উজ্জ্বল প্রভাতে মঠ হইতে একজন কালো পরিচ্ছদধারী সন্ন্যাসী বাহির হইয়া পঞ্চ সহোদরার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন আকাশ ঘন নীল, পৃথিবী শ্যাম-শোভাময়ী। সূর্য্যালোকে নদীর জল হীরকখণ্ডের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। ছায়াচ্ছন্ন, পত্রবহুল বৃক্ষান্তরাল হইতে পাখীর কূজন শোনা যাইতেছিল। তরঙ্গায়িত শস্য-শীর্ষের বহু উচ্চে চাতক পাখী উড়িতেছিল। বাতাসে তরঙ্গের গান ভাসিয়া আসিতেছিল। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-সুষমা যেন নিশ্বাসের মত, মানুষ শুধু ছায়া মাত্র। পবিত্র ধর্ম্ম-যাজকের মনে পৃথিবী ও মানুষ কাহারও পক্ষে সহানুভূতি কি থাকিতে পারে?

"নতনেত্রে চাহিয়া, বাধাবিঘ্ন বাঁচাইয়া ঐ ধার্ম্মিক মানুষটি পঞ্চ সহোদরার বাড়ীর অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ফলের বাগানের একটা দরজা খুলিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই কলকণ্ঠের ঝঙ্কার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি নয়নযুগল ঈষৎ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এলিস্‌কে মধ্যস্থানে রাখিয়া তৃণাসনে সহোদরারা বসিয়া রহিয়াছে। সকলেই সূচীশিল্পে অভিনিবিষ্ট।

'সুন্দরী কন্যারা, তোমাদের কল্যাণ হোক!' সত্যই তাহারা সুন্দরী। এমন কি, সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতেও তাহারা বিশ্বজনয়িতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত।

"পঞ্চকন্যা শ্রদ্ধাভরে সন্ন্যাসীকে সম্বর্দ্ধনা করিল। জ্যেষ্ঠা [illegible] অনুরোধ করিল। কিন্তু

সন্ন্যাসী সেখানে উপবেশন না করিয়া অদূরবর্ত্তী এক খণ্ড প্রস্তরের উপর বসিলেন।

"সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তোমরা বেশ ফূর্ত্তি করছিলে, বাছারা!'

"জ্যেষ্ঠা বলিল, 'আপনি ত জানেন, এলিস্ কি মধুর প্রকৃতির।'

"এলিস্ বলিল, 'ফাদার! সমস্ত পৃথিবী সূর্য্যালোকে হেসে উঠেছে দেখে আমাদের মনে কত আনন্দ জেগেছে'!

"সন্ন্যাসী বলিলেন, 'কিন্তু মূল্যবান সময় তোমরা বৃথা নষ্ট করছ। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অমূল্য সময় হারিয়ে ফেলছ। হায়! হায়! অনন্তের মধ্য থেকে ছোট বুদ্‌বুদ্ দেখে তোমরা মুগ্ধ, কিন্তু গভীর কৃষ্ণ সমুদ্রে সে বুদ্‌বুদ নিমিষে মিলিয়ে যাবে!'

"তরুণী এলিস্ তাহার সীবনকার্য্য স্থগিত রাখিয়া বলিল, 'ফাদার, আমরা প্রতিদিন ভিক্ষা দেবার সময় স্তোত্র পাঠ করি, পীড়িত কৃষকদের সেবা করি। সকালবেলা যা কিছু কর্ত্তব্য থাকে, সম্পাদন ক'রে থাকি। সুতরাং আমাদের কাজ দোষশূন্য।'

"সন্ন্যাসী বলিলেন, 'বৎসে, আরও ভাল কাজে কি সময় ক্ষেপণ করতে পার না?'

"চারিটি সহোদরা সন্ন্যাসীর তিরস্কারে যেন লজ্জিতা হইয়া অধোবদন হইল। কিন্তু এলিস্ শান্তভাবে তাহার নয়ন উন্নীত করিয়া বলিল, 'আমাদের মা তখন বেঁচেছিলেন। তিনি আমাদের বল্‌তেন যে, কর্ত্তব্যপালনের পর আমরা অবসরসময় যেন নির্দ্দোষ আমোদে কালযাপন করি। তিনি বল্‌তেন, আমরা এইভাবে যদি কাল কাটাতে পারি, তা হ'লে আমরা জীবনে শান্তি পাব। যদি দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষায় আমরা প্রলোভনে পড়ি, তার চাকচিক্যে মুগ্ধ হই, এবং প্রেম ও কর্ত্তব্য পালন করতে ভুলে যাই, তা' হলেই খারাপ হবে। পুণ্যময়ী মা স্বর্গে গেছেন, তাঁর কথা শুনে আমরা চলছি, স্নেহ ও ভালবাসায় আমাদের প্রাণ ভরপূর আছে।'

"জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিল, 'ফাদার, এলিস্ ঠিক কথাই বলেছে।' এই বলিয়া গর্ব্বভরে সে নিজের কাজে মন দিল।

"তাহারা সকলেই তাহাদের একই প্রকারের কাপড়ের উপর ফুল তুলিতেছিল। সন্ন্যাসী গালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"তার পর বলিলেন, 'কিন্তু তোমরা যদি মঠে গিয়ে তোমাদের জীবন উৎসর্গ কর, তা হ'লে কি শান্তি পেতে পার, তা ভাবলে না! শৈশব, বাল্যকাল, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দ্রুত রূপ পরিবর্ত্তন ক'রে উপস্থিত হয় এবং চ'লে যায়। সুতরাং অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত না হয়ে তোমরা মঠের অবগুণ্ঠন গ্রহণ করো।'

"এলিস্ বলিল, 'তা কখনও হবে না। প্রকৃতির অনবদ্য সঙ্গে মঠের গুহায় আত্মগোপন ক'রে থাকার তুলনা হয় না। প্রকৃতির সম্পদই জীবনের আসল বস্তু। আমরা একসঙ্গে নিষ্পাপভাবে তা ভোগ করব।'

"'মৃত্যু বড় কঠোর সত্য, কিন্তু জীবনের স্পন্দন নিয়ে যেন আমরা মরতে পারি। আমরা যখন মৃত্যুর কবলে শীতল হয়ে পড়ব, তখন যেন আমাদের বুকের কাছে উষ্ণ-হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করতে পারি। প্রিয় ভগিনীগণ, আমরা এমনিভাবে যেন মরতে পারি। আমরা মঠের কারাকক্ষ এড়াতে পারলেই সুখী হব।'

"দরদর ধারে কুমারীর আনন বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বুকে মুখ লুকাইল।

"জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহার মুখে চুমা দিয়া বলিল, 'এলিস্, শান্ত হও, তোমার তরুণ-ললাটে অবগুণ্ঠনের যবনিকাপাত কখনও হ'তে দেব না।

"অন্য ভগিনীরাও সমস্বরে সেই একই কথা বলিল।

"অবশেষে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিল, 'ফাদার, আপনি আমাদের দৃঢ়সংকল্পের কথা শুনলেন। সেণ্ট মেরীর যে পুণ্যাত্মা মঠাধীশ আমাদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন, তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা হবে না। আমরা স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে পাব। সুতরাং এ কথা দয়া ক'রে আর যেন আমাদের শুনতে না হয়। বোনেরা, এখন বেলা দুপুর। চল, এখন আমরা ভেতরে যাই।' সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া ভগিনী পাঁচ জন হাত ধরাধরি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

"সন্ন্যাসী পূর্ব্বেও বহুবার ঐ প্রকার প্রস্তাব করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি কিছু দূর পঞ্চকন্যার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। তার পর সহসা তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

'থাম! এক দিন আস্‌বে, যখন অর্থহীন বুদ্‌বুদগুলি ফেটে গিয়ে ক্ষত দেখিয়ে দেবে। তখন তোমাদের কারো কারো বুকে গভীর ক্ষত-চিহ্ন ফুটে উঠ্‌বে এবং তোমাদের আত্মাকে পীড়িত ক'রে তুল্‌বে। সে দিন যখন আস্‌বে— আমার কথা মনে ক'রে রেখো। সে দিন আস্‌বেই—তখন জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, যে আশ্রয়কে অবহেলা করলে, তার আশ্রয় নিও। দুঃখ-দুর্দ্দশা ও পরীক্ষার চাপে যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন যৌবনের স্বপ্নের জন্য অশ্রুপাত করো। এটা ভগবানের অভিপ্রেত, আমার নয়। বৎসে! কুমারী মেরী তোমাদের রক্ষা করুন।'

"সন্ন্যাসী আর দাঁড়াইলেন না। উদ্যানপথে তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

"কিন্তু সন্ন্যাসী ভ্রূভঙ্গী করিলেও প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। দিনের পর দিন সূর্য্য আলোকদীপ্তি বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

"সেই বাড়ী, সেই উদ্যান, সেই সদানন্দময়ী ভগিনী পাঁচটি তেমনই সুন্দরী ; কিন্তু তাহাদের গৃহে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কখনও কখনও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং শিরস্ত্রাণে চন্দ্রকিরণের আলোক প্রতিফলিত হইল। স্বেদার্দ্র অশ্বারোহী গৃহতোরণে দেখা দিল। একটি নারীমূর্ত্তি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ক্লান্ত অশ্বারোহীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। মঠের ভিতর একদল বীর এবং মহিলা এক দিন রাত্রিবাস করিল এবং পরদিবস দুই জন সুন্দরী ভগিনীকে লইয়া অশ্বারোহণে চলিয়া গেল। তার পর অশ্বারোহীদিগের আগমন হ্রাস পাইল। যখন আসিত, মন্দ সংবাদই লইয়া আসিত। তার পর আর তাহারা আসিল না। একবার মঠাধ্যক্ষের কাছে তাড়াতাড়ি গভীর রাত্রিতে লোক পাঠান হইল। সকালবেলা পঞ্চ ভগিনীর বাড়ীতে শোকের আর্ত্তনাদ উঠিল। ইহার পর একটা শোককরুণ নীরবতা তথায় বিরাজ করিতে লাগিল। বীরপুরুষ অথবা ভদ্র মহিলা, অশ্ব অথবা বর্ম্ম কিছুই আর সে বাড়ীতে দেখা গেল না।

"সে দিন আকাশ ঘনান্ধকারে স্তম্ভিত হইয়াছিল, সূর্য্য যেন ক্রোধভরে অস্ত গিয়াছিল—মেঘের উপর তাহার শেষ রশ্মি দেখা যাইতেছিল। এমন সময় সেই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মঠ হইতে বাহির হইলেন। প্রকৃতিতে আসন্ন ঝটিকার লক্ষণ।

"সন্ন্যাসী বিষণ্ণভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পুরাতন পথে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।

"কিন্তু এবার তাঁহার কর্ণে কলকণ্ঠের ঝঙ্কার প্রবেশ করিল না। সেই পাঁচ জন সুন্দরী ভগিনীকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চারি জন ভগিনী কৃষ্ণপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। সময় ও শোকের চিহ্ন তাহাদের দেহে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

"কিন্তু এলিস্ কোথায় ?—স্বর্গে।

"সন্ন্যাসীকে যেন দুঃখের ভার স্পর্শ করিল। কারণ, বহুদিবস পরে ভগিনীরা পরস্পর মিলিত হইয়াছে। তাহাদের ললাটে গভীর রেখাবলী—প্রকৃতি কোনও দিন তেমন রেখা কাটিতে পারিত না। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কথা বলিতে ইঙ্গিত করিলেন।

"কম্পিত কণ্ঠে জ্যেষ্ঠা বলিল, 'ভগিনীগণ, সে সব এখানেই আছে। আমি কোন দিন তাদের দিকে চেয়ে দেখিনি। আমার দুর্ব্বলতার জন্য আমি নিজেকে অপরাধী করছি। তার স্মৃতিতে কি ছিল যা আমরা ভয় করি ? পুরাতন দিনের আলোচনায় হয় ত এখনও আনন্দ হতে পারে।'

"সন্ন্যাসীর দিকে একবার চাহিয়া সে একটা আধারের [illegible] উন্মোচন করিল। তাহা হইতে পাঁচখানি ফ্রেম বাহির করিল। তাহাতে যে কাজ ছিল, বহুদিন পূর্ব্বে তাহা সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পদ দৃঢ়, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, যখন সে শেষ ফ্রেমটা টানিয়া তুলিল। উহা দেখিয়াই ভগিনীদিগের নয়নে অশ্রুধারা বহিল। জ্যেষ্ঠা বলিল, 'ভগবান তার কল্যাণ করুন !'

"সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'সুস্থ অবস্থায় এটাই বোধ হয় তার শেষ কাজ।'

"অঝোর ঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যেষ্ঠা বলিল, 'হাঁ, তাই।'

"দ্বিতীয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'সেই সাহসী যুবক তোমার চোখের দিকে চেয়েছিল, তোমাকে এই কাজে রত দেখে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার শ্বাসপ্রশ্বাস মেলাবার চেষ্টা করেছিল। তার দেহ এখন সমরক্ষেত্রে সমাহিত হয়েছে—সেখানে মাটী এখনও রক্তে সিক্ত। যে লৌহবর্ম্ম এক দিন ঝক্‌ঝক্ করত, তা এখন মাটীতে প'ড়ে মরচে ধ'রে রয়েছে।'

"মহিলাটি গভীর শোকে শব্দ করিয়া উঠিল।

"অন্য দুই জনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ন্যাসী বলিয়া চলিলেন, 'রাজসভার নীতি অনুসারে তোমরা শান্তিপূর্ণ গৃহ ছেড়ে প্রমোদোৎসব ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। সেই একই নীতি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা গর্ব্বিত বীরপুরুষদের—তোমাদের এখানে ফিরিয়ে পাঠিয়েছে। এখন তোমরা ভর্ত্তৃহীনা কুমারী এবং জাতিচ্যুতা। আমি ঠিক বলছি কি না ?'

"দুইটি ভগিনীর ক্রন্দন-শব্দই তাহার উত্তরপ্রদান করিল।

"এখন আগেকার আশার প্রেতযোনিকে জাগিয়ে লাভ নেই। অনুতাপ অনুশোচনায় সে সব আশার সমাধি দেও। মঠে তাদের কবর হোক্!

"ভগিনীরা তিন দিন সময় বিবেচনার জন্য চাহিল।

"তরুণী সহোদরার কথা মনে পড়িল। অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া মঠের গুহায় কালযাপন করিবার স্মৃতির বিরুদ্ধে সেই তরুণ হৃদয় কিরূপ বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তাহা তাহাদের মনে পড়িল। তাহারা যখন অবনতশিরে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, সে প্রার্থনা ভগবান শ্রবণ করিবেন, তখন কি এক জন স্বর্গ-কন্যার আননের দুঃখের ছায়া দূর করিতে পারিবে ? না।

"তাহারা মঠের অনুমোদন লইয়া দেশে দেশে প্রসিদ্ধ শিল্পীর সন্ধানে লোক পাঠাইল। পাঁচখানি সূক্ষ্ম-শিল্প-সমন্বিত বস্ত্রের নকল করাইয়া পাঁচটি কাচের আধারে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিল। মঠের যে কক্ষে এই পাঁচটি বস্ত্র রক্ষিত হইল, তাহার উপর সূর্য্যালোক পতিত হইত। এলিসের নামের উপর উজ্জ্বল আলোক-রেখা ঝলমল করিয়া উঠিত।

"ভগিনীরা প্রত্যহ এলিসের সমাধি-প্রস্তরের পার্শ্বে নতজানু হইয়া প্রার্থনা কত্তিত। বহুদিন পরে তিন জন ভগিনীকেই এই কার্য্যে রত দেখা গিয়াছিল। তার পর দুই জন, তার পর মাত্র একটি মূর্ত্তি, জরাজীর্ণদেহ নারীর মূর্ত্তি দেখা যাইত। তার পর সেও আর আসিত না। সেই প্রস্তরের উপর পাঁচটি খৃষ্টান নাম ক্ষোদিত হইয়াছিল।'

"সেই পাথরও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার পর অন্য প্রস্তর তথায় স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও বহুশতাব্দী পরে প্রস্তরের উপর আলোকপাত হয়। কিন্তু কেহ তাহার সন্ধান লয় না এখনও ইয়র্ক ধর্ম্ম-মন্দিরের একটি বাতায়নকে নির্দ্দেশ করিয়া বিদেশীকে বলা হয়—ঐ বাতায়নটির নাম পাঁচ ভগিনী।"

আমোদপ্রিয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "গল্পটি বড় করুণ।"

অপর জন বলিলেন, "এটা জীবনের কাহিনী। এমন দুঃখ থেকেই জীবন গ'ড়ে উঠে।"

"ছোট বোনটিই সর্ব্বদা লঘুহৃদয়া ছিলেন।"

কোমলভাবে বৃদ্ধ বলিলেন, "আর অল্পবয়সেই মারা গিয়েছিলেন।"

ফূর্ত্তিবাজ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আচ্ছা, এখন আমার গল্পটা শুনুন। এটা অন্য রকমের।"

আবার গ্লাস ভরিয়া মদ্যপান চলিল।

গ্রগ্ জিগের ব্যারণ

"ব্যারণ ভন্ কেলবেথট্ জার্ম্মাণীর গ্রগ্ জিগের ব্যারণ ছিলেন। তিনি তরুণ যুবা। তিনি প্রাচীন দুর্গে বাস করিতেন। দুর্গের সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান ব্যারণের পূর্ব্ব-পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী কোনও দুর্ব্বল ব্যারণকে এই দুর্গে ছোরা মারিয়া হত্যা করেন। তার পর তিনি নাকি দুঃখে অভিভূত হইয়া একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ভগবানের কাছ হইতে রসিদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

"আমার গল্পের ব্যারণটি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মাথার কেশ কালো এবং প্রকাণ্ড একজোড়া গুম্ফ ছিল। প্রায়ই তিনি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন এবং তাঁহার স্কন্ধদেশে একটি তূরী ঝুলিত।

"তূরীধ্বনি হইলেই আরও চব্বিশ জন অশ্বারোহী তাঁহার পার্শ্বে সমবেত হইত এবং বর্শা লইয়া সকলে ভল্লুক-শিকারে অরণ্যমধ্যে ধাবিত হইত।

"গ্রগ্ জিগের ব্যারণ এইভাবে দিনযাপন করিতেন। তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করিতেন।

"কিন্তু একই ভাবে শিকার ও পান-ভোজনে নূতনত্ব থাকে না। ব্যারণ ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আহারের পর পদাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ইহাতে একটা পরিবর্ত্তন এবং নূতন আমোদ তিনি পাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দুই এক সপ্তাহ পরে তাহাও একঘেয়ে হইয়া উঠিল। তখন তিনি নূতন আমোদ-প্রমোদের উদ্ভাবনের উপায় না দেখিয়া হতাশ হইলেন।

এক দিন ভল্লুক শিকারের পর ব্যারণ গ্রগ্ জিগ্ সহচরবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া ভোজনে বসিলেন। প্রচুর মদ্য-পানের পর ব্যারণ টেবলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'এখন লেডী গ্রগ্ উইগের স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

"চব্বিশ জন অনুচরের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল।

"ব্যারণ পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'লেডি গ্রগউইসের স্বাস্থ্য পান করবার কথা আমি বলেছি।'

"তখন চব্বিশ জনের কণ্ঠে স্বাস্থ্যকামনার বাণী নিনাদিত হইয়া উঠিল।

"ব্যারণ বলিলেন, 'ব্যারণ ভন স্যুইলেনহসেনের সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ আমি করব। কালই সে দাবী জানাতে হবে। আমাদের প্রস্তাব উপেক্ষিত হ'লে ব্যারণের নাক কেটে নেওয়া হবে।'

"দলের সকলেই এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। তার পর প্রত্যেকেই তাহাদের কটিবন্ধস্থিত তরবারি স্পর্শ করিল।

"ব্যারণ ভন্ স্যুইলেনহসেনের কন্যা যদি পিতার কাছে বলিতেন যে, তাঁহার হৃদয় ইতিপূর্ব্বেই অপর পুরুষে অর্পিত হইয়াছে, অথবা যদি অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিতেন যে, পিতা তাঁহাকে রক্ষা করুন, তাহা হইলে সেই দুর্ব্বল ব্যারণ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেন না। কারণ, তিনি জানিতেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহার দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। এজন্য দূত যখন সকালে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল, তখন ব্যারণ-কন্যা নীরবে রহিলেন। তার পর যখন পাণিপ্রার্থী ব্যারণ সদলবলে তাঁহার পিতার প্রাসাদে আসিতেছেন দেখা গেল, তখন তরুণী ব্যারণকন্যা লাজনম্র আননে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। তার পর ব্যারণকন্যা যথাসময়ে পিতার বসিবার ঘরে আসিলেন এবং বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। বৃদ্ধ ব্যারণ ইহাতে আনন্দের অশ্রুপাত করিলেন।

"ব্যারণ গ্রগ্ জিগ্ অতঃপর চির-মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। পান-ভোজন আদর-আপ্যায়ন বিশেষভাবে চলিল।

"ছয় সপ্তাহ ধরিয়া ভল্লুক ও বরাহকুল নিরুপদ্রব জীবন যাপন করিল। কেলবেথট ও স্যুইলেনহসেন বংশ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গেল। বর্শাফলকগুলিতে মরিচা ধরিল। ব্যারণের তূরী আর বাজিল না।

"উৎসবানন্দের সময় চব্বিশ জন অনুচরের পরম সুখেই কাটিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত

"ব্যারণেস্ বলিলেন, 'প্রিয়তম !'

"ব্যারণ বলিলেন, 'কি প্রাণাধিকা ?'

" 'ঐ সকল অভদ্র লোকের চীৎকার—

"ব্যারণ চমকিতভাবে বলিলেন, 'কাদের কথা বলছ ?'

"বাতায়নপথে ব্যারণেস্ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। প্রাঙ্গণে চব্বিশ জন অনুচর তখন ঘোড়ার রেকাবে পা রাখিয়া শেষ পানপাত্র নিঃশেষ করিতেছিল। তাহারা তখনই বরাহ-শিকারে যাইবে।

"ব্যারণ বলিলেন, 'আমার শিকার-সহচরদের কথা বল্‌ছ ?'

"ব্যারণেস্ বলিলেন, 'হ্যাঁ, ওদের ছাড়িয়ে দেও।'

"বিস্ময়-বিমূঢ় ব্যারণ বলিলেন, 'ছাড়িয়ে দেব ?'

" 'হ্যাঁ, প্রিয়তম।"

"ব্যারণ বলিলেন,'কেন, শয়তানকে খুসী করবার জন্য ?'

"এ কথায় আর্ত্তনাদ করিয়া ব্যারণেস্ সংজ্ঞাহীনা হইলেন।

"ব্যারণ কি করিবেন ? তখনই তিনি পরিচারিকা-দিগকে আহ্বান করিলেন, ডাক্তার আনিবার জন্য গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তার পর দৌড়িয়া নীচে নামিয়া গিয়া দুই জন সহচরকে পদাঘাত করিলেন। বাকীগুলাকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

"কোন কোন স্ত্রী কি উপায়ে তাহার স্বামীকে দাবাইয়া রাখে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নহে। তবে আমি জানি, সে উপায় কি। আমাদের পার্লামেণ্ট মহা-সভার সদস্যগণের ৪ জনের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন পত্নীর নির্দ্দেশ অনুসারেই ভোট প্রদান করিয়া থাকেন—নিজের বিবেকবুদ্ধির বশে নহে। তাই বলিতেছি যে, ব্যারণেস্ কেলবেথট্ যে কোনও প্রকারেই হউক, ব্যারণ কেলবেথটকে কায়দা করিয়া লইয়া-ছিলেন। তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে, দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-অভ্যাস সবই ত্যাগ করিলেন। যে সময়ে তাঁহার বয়স ৫৮ অথবা ঐ প্রকার, তখন তিনি বেশ স্থূল-কায় হইয়া পড়িয়াছেন। তখন উৎসব-ভোজ ছিল না, আমোদ-প্রমোদের উৎকট ব্যবস্থা ছিল না, শিকারীর দল চলিয়া গিয়াছে, শিকারেও তিনি গমন করেন না। সিংহের ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি হইলেও, ব্যারণ নিজের প্রাসাদে হতবীর্য্য হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

"ব্যারণের অদৃষ্টে ইহাই চরম দুঃখ ছিল না। বিবাহের পর বৎসর না ঘুরিতেই একটি শুভ্র ব্যারণ-শিশু দেখা দিয়া-ছিল। তাহার আগমনে প্রাসাদে অনেক বাজি পুড়িয়াছিল, অনেক বোতল সুরা পীত হইয়াছিল। পর-বৎসর একটি শিশু ব্যারণও দেখা দিল। তাহার পরবৎসর আবার একটি শিশু। এইরূপে প্রতি বৎসর 'একখানি খোকা' বা দ্বাদশটি সন্তানের জনক পদ লাভ করিলেন। এ দিকে বৃদ্ধা ব্যারণেস ভন্ সুইলেনহসেন, তাঁহার কন্যা ব্যারনেস্ ভন্ কেলবেথটের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

"ব্যারণ গ্রগ্‌জিগ্‌ও অতিরিক্ত সন্তানভার এবং স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সকলেই তাঁহার নিন্দাবাদ করিত, তিনি সহ্য করিয়া যাইতেন। কিন্তু যখন আর সহ্য করা সম্ভবপর হইল না, তখন তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য ঘটিল, মনও মুষড়াইয়া গেল। তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া থাকিতেন। ক্রমে তাঁহার ঋণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার শ্বশুর জানিতেন, ব্যারণ গ্রগ্‌জিগের ধনভাণ্ডার অফুরন্ত। এই সময়ে ত্রয়োদশ সন্তান ধরাধামে আসিবার উপক্রম করিল।

"ব্যারণ উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'উপায় ত দেখি না। মনে হয়, আত্মহত্যা করাই উচিত'।

"ইহাতে ব্যারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি শিকারে ব্যবহৃত একখানি ছোরা বাহির করিয়া তাহাতে শাণ দিতে লাগিলেন। উহা তিনি কণ্ঠনালীতে প্রয়োগ করিবেন।

"কিন্তু যদি উহা তেমন তীক্ষ্ণধার না হয় ! ব্যারণ আবার উহা শাণ দিয়া লইয়া কণ্ঠে প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। কিন্তু ছোট ছোট ব্যারণ ও ব্যারণেস্‌রা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ব্যারণ ভাবিলেন, 'আমি যদি বিয়ে না করতাম, তা হ'লে এতক্ষণ কতবার এ কাজ ক'রে ফেল্‌তাম, কোন বাধা ঘট্‌ত না।' তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ওহে, এক বোতল মদ আর তামাকের বড় নলটা হলঘরের পাশের কামরায় রেখে দেও।'

"অর্দ্ধঘণ্টা পরে এক জন ভৃত্য তাঁহার আদেশ পালন করিল।

"ব্যারণ ভৃত্যকে বলিলেন, 'আলোটা রেখে যাও'।

"ব্যারণ দরজা বন্ধ করিয়া বসিলেন। তার পর আপন মনে বলিলেন, 'প্রাণ ভ'রে তামাকটা টেনে নেই, তার পর বিদায় নেওয়া যাবে।' এই বলিয়া ছোরাখানা তিনি টেবলের উপর রাখিলেন।

"তামাক টানিতে টানিতে তিনি কৌমার্য্যজীবন, শিকার, খেলাধূলা প্রভৃতি অতীত ঘটনার কথা ভাবিতে লাগিলেন। সুরার বোতল প্রায় শেষ করিয়া তিনি ভল্লুক ও বরাহ শিকারের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, একা তিনি ঘরের মধ্যে নাই।

"ইহাতে তিনি পরম বিস্ময় বোধ করিলেন। সত্যই ত, তিনি একা নহেন। তাঁহার বিপরীত দিকে অগ্নিকুণ্ডের ধারে আর এক জন কুৎসিতদর্শন ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে। সে ব্যারণকে দেখিতেছিল না।

"তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য ব্যারণ বলিলেন, 'কে

"মূর্ত্তি বলিল, 'দরজার মধ্য দিয়ে এলাম।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'তুমি কে, বাপু?'
"মূর্ত্তি বলিল, 'মানুষ।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'আমি তা বিশ্বাস করিনে।'
"সে বলিল, 'তা সত্যি, আমি মানুষ নই।'
" 'তবে তুমি কি?'
"সে বলিল, 'আমি দৈত্য।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'তাও ত মনে হয় না।'
"তখন সে বলিল, 'আমি নৈরাশ্য ও আত্মহত্যার দানব। এখন চিন্‌তে পারলে ত?'
"মূর্ত্তি এবার ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, 'শোন, তুমি এখন প্রস্তুত ত?'
"ব্যারণ বলিলেন, 'না, আগে তামাকটা শেষ হোক্।'
" 'তা হ'লে তাড়াতাড়ি ক'রে নেও।'
" 'তুমি ত ভারী ব্যস্তবাগীশ দেখ্‌ছি!'
'তা একটু আছি বৈ কি। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আমার অনেক কাজ আছে। তুমি বড় দেরী করছ, বাপু।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'সুরাপান আসে তোমার?'
"মূর্ত্তি বলিল, 'দশবারের মধ্যে অন্ততঃ নবার ত বটেই।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'মিতাচারীর ন্যায় পান কর না?'
"মূর্ত্তি শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, 'কখনো না। ওতে মনে প্রফুল্লতা আসে।'
"ব্যারণ এই নবাগত বন্ধুর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন।
"মূর্ত্তি বলিয়া উঠিল, 'বড় দেরী হচ্ছে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে ফেল। এক জন যুবক অনেক টাকার মালিক, তার অবসরও প্রচুর। তাই সে আমার প্রতীক্ষা করছে।'
"ব্যারণ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'অনেক টাকা আছে ব'লে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! হা! হা! ভারী মজা ত।' (ব্যারণ এতক্ষণ একবারও হাসেন নাই।)
"মূর্ত্তি ভীত হইয়া বলিল, 'দেখ, ও রকম করো না বল্‌ছি।'
"ব্যারণ প্রশ্ন করিলেন, 'কেন করব না?'
"মূর্ত্তি বলিল, 'ওতে আমার বড় ব্যথা লাগে। তার চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল, তাতে আমি ভাল থাকি।'
"ব্যারণ যন্ত্রচালিতের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহাতে মূর্ত্তির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাঁহার হাতে ছোরাটা প্রদান করিল।
"ব্যারণ ছোরার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, 'যার খুব টাকা আছে, সে মরতে চায়, এ ধারণাটা মন্দ নয়।'
"তিনি সহসা হস্তসঞ্চালন বন্ধ রাখিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। একটা নূতন আলোকপাত তিনি অনু-
"দানব বলিল, 'কিন্তু শূন্য মুদ্রাধার পূর্ণ করা যায় না।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'এক দিন না এক দিন ওটা ভর্ত্তি করা চল্‌তে পারে।'
"দানব বলিল, 'কিন্তু স্ত্রীর তিরস্কার।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'তার মুখ বন্ধ করা যায়।'
"দানব চীৎকার করিয়া বলিল, 'তেরটি ছেলেমেয়ে!'
" 'সবাই খারাপ হবে না।'
"দানবটা ব্যারণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে থামিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল এবং বলিল, 'ব্যারণ তামাসা ছাড়িয়া কখন্ প্রস্তুত হইবেন, সে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'আমি তামাসা মোটেই করছি না।'
"দানব ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'শুনে খুসী হলুম। ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমাকে মেরে ফেলে। এস চট্ ক'রে, পৃথিবী ছেড়ে চ'লে এস।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'জগৎটা বড় কষ্টকর, তা জানি। কিন্তু তোমার জগৎটা যে ভাল, তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমাকে ত সুখী দেখাচ্ছে না। এতে আমার মনে হচ্ছে, জগৎ ছেড়ে চ'লে গেলে যে আমার ভাল হবে, তার জামীন কোথায়? বা! এ কথাটা ত ভেবে দেখিনি!'
"দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মূর্ত্তি বলিল, 'শীঘ্র শেষ কর।'
"ব্যারণ বলিলেন, 'চ'লে যাও। দুঃখের কথা আর ভাবে না। ভাল মনে সব বিষয় দেখবার চেষ্টা করব। আবার ভালুক শিকারে বেরোবো। তাতে যদি না হয়, ব্যারণেসের সঙ্গে ভাল ক'রে বোঝাপড়া ক'রে নেব।' এই কথা বলিয়াই ব্যারণ এমন উচ্চরবে হাসিতে লাগিলেন যে, কক্ষতল মুখর হইয়া উঠিল।
"মূর্ত্তিটা কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া শঙ্কিতভাবে চাহিয়া রহিল। ব্যারণের হাসি থামিলে দানব একটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল।
"ভন্ কেলবেথট আর জীবনে তাহার সাক্ষৎ পান নাই। সঙ্কল্প স্থির করিয়া ব্যারণ শ্বশুর, শাশুড়ী ও পত্নীকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইলেন। তার পর দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। অবশ্য ধনী তিনি হন নাই, তবে মনে সন্তোষ ও তৃপ্তি ছিল।"

নূতন শকটচালক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ভদ্র মহোদয়া ও ভদ্র মহোদয়গণ, নতুন গাড়ী এসেছে। আপনারা আসুন।"

তখন তাড়াতাড়ি সকলে গাড়ীর দিকে ছুটিল।

আবার যাত্রারম্ভ হইল। ভোরের দিকে নিকোলাস্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল, দুই জন

৭

গ্রেটা সেতুর কাছে একটি পান্থশালায় নামিয়া স্কুইয়ারস্ মানুষটানা একটা গাড়ী ও একখানা বগি-গাড়ী লইয়া আসিলেন। বালকরা মানুষটানা গাড়ীতে উঠিল এবং নিকোলাস্‌কে লইয়া স্কুইয়ারস্ বগি-গাড়ীটায় আরোহণ করিলেন।

নিকোলাস্ জিজ্ঞাসা করিল, "ডথ্‌বয়েজহল কি এখান থেকে অনেক দূর ?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "এখান থেকে তিন মাইল হবে। কিন্তু এখানে ওটাকে হল্ বলবার দরকার নেই।"

নিকোলাস্ একটু কাসিল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওটা হল্ নয়।"

নিকোলাস্ বিনীতভাবে বলিল, "তাই না কি ?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "লণ্ডনে আমরা ওকে হল্ ব'লে উল্লেখ করি। কারণ, শুন্‌তে বেশ। এ দেশের লোকে কিন্তু ও নাম জানে না।"

গাড়ী চলিতে চলিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "নেমে পড়্। ওরে এ দিকে আয়, ঘোড়াটা ধর। তাড়াতাড়ি চ'লে আয়!"

শিক্ষক যখন এইভাবে চেঁচামেচি করিতেছিলেন, তখন নিকোলাস্ বাড়ীটি দেখিতেছিল। সে দেখিল, বাড়ীটি দ্বিতল, লম্বা। দেখিলেই মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠে। আশে পাশে আস্তাবল, শস্য রাখিবার মরাই প্রভৃতি। মিনিট দুই পরে প্রাঙ্গণের ফটক খুলিবার শব্দ হইল। তার পর একটি দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ বালক একটি লণ্ঠন লইয়া উপস্থিত হইল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "কে, তুই স্মাইক্‌স্ ?"

বালক বলিল, "হ্যাঁ, মশাই।"

"তবে এতক্ষণ দেরী করলি কেন ?"

বিনীতভাবে স্মাইক বলিল, "আগুনের ধারে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মশাই।"

শিক্ষক কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "আগুন! কোথাকার আগুন ?"

বালক বলিল, "রান্নাঘরের আগুন, মশাই। গিন্নী বল্লেন যে, বড় শীত পড়েছে, ওখানে একটু আগুন পোহায়ে নিতে পারি।"

বিদ্রূপভরা কণ্ঠে স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "তিনি আস্ত বোকা। কিন্তু তোর আরও সজাগ থাকা উচিত ছিল।"

বালকটিকে টাট্টু ঘোড়ার ভার দিয়া শিক্ষক গাড়ী হইতে নামিলেন। তার পর নিকোলাস্‌কে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

নিকোলাসের মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। [illegible] গৃহ হইতে বহু দূরে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এই পথে সহজে ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভবপর হইবে না। ইহা ভাবিয়া তাহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই বাড়ীর আবহাওয়া তাহার মনে শঙ্কারও উদ্রেক করিল।

এমন সময় স্কুইয়ারসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "নিকলবি, কোথায় তুমি ?"

"এখানে আছি, মশাই।"

"ভেতরে এস। বাইরে বড় জোর বাতাস।"

নিকোলাস্ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিক্ষক দরজায় হুড়কা বন্ধ করিয়া দিলেন। বৈঠকখানা-ঘরটি যেমন অপরিষ্কার, তেমনই অপ্রীতিদর্শন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পরই এক নারীমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া স্কুইয়ারসের গলদেশ বাহু-বন্ধনে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তার পর সশব্দ চুম্বন-বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। এই নারী বেশ দীর্ঘকায়া, বেশভূষা তেমন পরিচ্ছন্ন নহে।

কর্কশ ভারী কণ্ঠে নারী বলিল, "আমার স্কুয়েরি কেমন আছে ?"

শিক্ষক বলিলেন, "ভাল আছি প্রাণাধিকা। গরুগুলি কেমন আছে ?"

"সব ভাল।"

"শুয়োরগুলো ?"

"যেমন রেখে গিয়েছিলে, সেই রকম আছে।"

"খুব ভাল কথা। আচ্ছা, ছেলেগুলো সব ভাল আছে ত ?"

"হ্যাঁ, তারা বেশ আছে। শুধু পিচারের জ্বর হয়েছিল।"

স্কুইয়ারস বলিলেন, "ও ছেলেটার অসুখ লেগেই আছে।"

স্কুইয়ারস্-গৃহিণী বলিলেন, "সে কথা ঠিক। একটুতেই তার অসুখ। ভারী একগুঁয়ে ছেলে। আমি মেরে ওর গোঁয়ারতুমি ছাড়াতে পারি। ছমাস আগে আমি তোমায় বলেছিলুম।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "তুমি বলেছিলে বটে। আচ্ছা দেখা যাক, কি করা যেতে পারে।"

নিকোলাস্ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বামিস্ত্রীর আলাপ আলোচনা শুনিতেছিল। সে ভাবিয়া পাইতেছিল না যে, সে কি করিবে। এমন সময় মিঃ স্কুইয়ারস্ তাহাকে অব্যাহতি দিলেন।

"ওগো, এই সেই নতুন ভদ্রলোক।"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ একবার ঘাড় নাড়িয়া নিকোলাস্‌কে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল।

শিক্ষক বলিলেন, "আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গেই ওঁর খাওয়া-দাওয়া হবে। কাল সকালে ছেলেদের কাছে উনি যাবেন। আজ রাত্রের মত এখানে শোবার জায়গার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

শিক্ষকগৃহিণী বলিল, "যা করেই হোক্, শোবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে। আপনার যেখানে সেখানে ঘুম হয় ত?"

নিকোলাস্ বলিল, "আমার সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নেই।"

"ভালই হ'ল।"

কিছুক্ষণ নানা কথার আলোচনার পর, একটি পরিচারিকা খানিকটা ঠাণ্ডা মাংস, মটনের ঝোল, পাঁউরুটী, মাখন টেবলের উপর রাখিয়া গেল।

শিক্ষক তাঁহার কোটের পকেট হইতে নানাবিধ কাগজ পত্র বাহির করিতে লাগিলেন। স্মাইকস্ লুব্ধ দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া নিকোলাসের চিত্ত ব্যথিত হইল। সে দৃষ্টিতে যেন বহু বিয়োগান্ত দৃশ্যের ইতিহাস রহিয়া গিয়াছে।

বালকটির দিকে নিকোলাস্ এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার বোধ হইল, বালকটির বয়স আঠারো উনিশ হইতে পারে। বয়সের তুলনায় সে বেশী দীর্ঘাকার। তাহার অঙ্গে যে পরিচ্ছদ, তাহা তাহার সমস্ত দেহকে আবৃত করিতে পারে নাই। ছোট ছোট ছেলেদের পোষাক দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত। পায়ের জুতা শতছিন্ন, তালি দেওয়া। কত দিন সে ঐ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছে, তাহা ভগবানই জানেন। ভিক্ষুকের পরিচ্ছদও বোধ হয় ইহার অপেক্ষা ভাল। বালকটি ঈষৎ খঞ্জ। সে টেবলের কাগজপত্র ঠিক করিয়া রাখিতেছিল।

"মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "এই স্মাইকস্, ওখানে কি হচ্ছে?"

বালক বলিল, "আমার কথা কেউ কি জিজ্ঞাসা করেছে, স্যার?"

স্কুইয়ারস্ বলিয়া উঠিলেন, "যা হতভাগা, তোর আবার খোঁজ নেবে কে?"

বালক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "একটা কথাও না, আর হবেও না কখনো। অনেক দিন তোকে এখানে ফেলে রেখেছে, দু'বছর টাকা এসেছিল। তার পর সব চুপচাপ। তুই কার ছেলে, কে তোর আছে, সে খবর পাবার কোন উপায় নেই। তোর মত এত বড় একটা ছোকরাকে আমায় খেতে পরতে দিতে হচ্ছে। অথচ একটা পয়সা পাবার প্রত্যাশা নেই। বড় মজার কথা নয়?"

বালক একবার মাথায় হাত দিল। তার পর একটু হাসিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

শিক্ষক-গৃহিণী বলিল, "দেখ, স্কুইয়ারস্, তোমায় একটা কথা বলি। ছেলেটা দিন দিন বোকা মেরে যাচ্ছে।"

শিক্ষক বলিলেন, "তা মনে হয় না। কাজকর্ম্ম ও খুব করে। যা খেতে দেই, তার মত কাজ ওর কাছ থেকে পাওয়া যায়। যাই, বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেয়ে নেওয়া যাক্। পথে ঘুম হয়নি, ভাল ক'রে নিদ্রা দিতে হবে।"

খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া নিকোলাসের ক্ষুধা হরিয়া গিয়াছিল। তথাপি সে চেয়ার টানিয়া লইয়া টেবলের ধারে বসিল।

আহার শেষ হইলে শিক্ষক ভয়ঙ্কর হাই তুলিতে লাগিল। তখন পরিচারিকা ও মিসেস্ স্কুইয়ারস্ একটা খড়ের তোষক ও দুইখানি কম্বল বাহির করিয়া একটা কৌচে শয্যা রচনা করিয়া দিল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "কাল থেকে তোমার ঘরে সব ব্যবস্থা ক'রে দেব, নিকলবি। আচ্ছা, শুভ-রাত্রি। সাতটার সময়—মনে থাকে যেন।"

নিকোলাস্ বলিল, "মনে থাক্‌বে। শুভ-রাত্রি।"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "কুয়াটা কোথায় আমি নিজে তোমায় দেখিয়ে দেব। রান্নাঘরের জানালায় এক টুকরা সাবান দেখ্‌তে পাবে, সেটা তোমার।"

নিকোলাস মুখ খুলিল না, শুধু চোখ খুলিয়া চাহিয়া রহিল। স্কুইয়ারস্ যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি কার টোয়ালে ব্যবহার করবে, তা বল্‌তে পারি না। যাক্, মিসেস্ স্কুইয়ারস্ সে বিষয়ে ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। প্রিয়তমে, তুমি বুঝেছ ত।"

শিক্ষক-গৃহিণী বলিলেন, "সে আমার মনে থাক্‌বে। যুবক, আপনি মনে রাখ্‌বেন যে, আগেই আপনি স্নান সেরে নেবেন! শিক্ষককে আগেই সে কাজ ক'রে নিতে হয়, নইলে ছেলেরা তাঁর ঘাড়ে চড়ে।"

দম্পতি চলিয়া গেলে নিকোলাস্ বার কয়েক ঘরের মধ্যে পদচারণা করিল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে কিছু আত্মস্থ হইয়া সে ভাবিল যে, অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, সে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অসুবিধা সহ্য করিবে। মাতা ও ভগিনীর অসহায় অবস্থায় সে তাহার জ্যেঠামহাশয়কে তাহাদের সম্বন্ধে বিরূপ করিয়া তুলিবার অবকাশ দিবে না। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া শয়নের উদ্যোগ করিল।

এমন সময় একখানা খামে আঁটা পত্র তাহার পকেট হইতে পড়িয়া গেল। তখন নগ্‌সের কথা তাহার মনে পড়িল। সে দেখিল, পত্রখানি তাহারই নামে লিখিত। হাতের লেখা জড়ানো। অতি কষ্টে সে পাঠ করিল—

"প্রিয় যুবক,

"আমি সংসারকে চিনি। তোমার পক্ষে অত দূর-দেশে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

"যদি লণ্ডন সহরে কখনও তোমার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয়, (এ কথায় তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।) সকলেই জানে, আমার বাসা কোথায়। গোল্ডেন স্কোয়ার, সিলভার

দুই দিকে দরজা দেখিতে পাইবে। তুমি রাত্রিতে আসিতে পার। তাহাতে লজ্জা করিও না।

"ভুলগুলি ক্ষমা করিও। কেমন করিয়া বড় কোট পরিধান করিতে হয়, তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আগের সব কিছু ভুলিয়াছি। শব্দের বানানও ভুলিয়াছি।

"নিউম্যান্ নগস্।"

"পুনশ্চ। তুমি যদি বার্ণার্ড ক্যাসেলে যাও, সেখানে 'কিংস হেড্'এ ভাল এল্ মদ্য পাওয়া যাইবে। সেখানে বলিও, তুমি আমার পরিচিত। তাহা হইলে কেহ তোমার কাছে মূল্য লইবে না। তুমি বলিতে পার, মিঃ নগস্ এখানে আছেন কি? কারণ, তখন আমি ভদ্রলোকই ছিলাম। সত্যই তাই ছিলাম।"

নিকোলাস্ পত্রখানি মুড়িয়া রাখিয়া পকেট-বহির ভিতর রক্ষা করিল। তাহার নয়ন তখন অশ্রুসিক্ত হইয়াছে।

৮

দুই শতাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিকোলাস্ ক্লান্তদেহে শয়ন করিয়াছিল। কাজেই শয্যাত্যাগে তাহার বিলম্ব হইয়া গেল। সে তখনও শয্যায় শয়ন করিয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল, এমন সময় স্কুইয়ারসের স্বর কাণে গেল। তিনি তাহাকে এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত দেখিয়া তিরস্কার করিতেছিলেন।

"নিকলবি, ৭টা বেজে গেছে।"

নিকলবি বলিল, "এত শীঘ্র ভোর হয়ে গেল?"

সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "তা হয়েছে। এখন চট্ ক'রে বেরিয়ে এস।"

নিকোলাস আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিবার পোষাক পরিধান করিল।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "পাম্প জ'মে গেছে। আজ আর মুখ ধোয়া, গা মোছা চল্‌বে না।"

নিকোলাস্ বিস্মিতভাবে বলিল, "সে কি?"

"হ্যাঁ, তাই। কোন রকমে কাজ সেরে নিতে হবে। তার পর বরফ ভেঙ্গে কিছু জল ছেলেদের জন্য সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে।"

এমন সময় মিসেস্ স্কুইয়ারস্ ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বলিল, "দেখ ত, স্কুলের চাম্‌চেটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

শিক্ষক বলিলেন, "থাক্ গে, না পাওয়া গেলে ক্ষতি কি?"

শিক্ষকগৃহিণী বলিল, "বটে! ক্ষতি হবে না? তুমি বল্‌ছ কি? আজ গন্ধক খাওয়াবার দিন নয়?"

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রিয়তমে, আমি ভুলে গিয়েছিলুম। নিকলবি, আমরা মাঝে মাঝে ছেলেদের

শিক্ষকগৃহিণী বলিল, "না হে ছোকরা, ও কথা ধরো না। আমরা তাদের শরীরের রক্ত শোধরাবার জন্য গন্ধকের গুঁড়ো ও পাতলা গুড় কিনে অপব্যয় করি না। ঐ ভাবে যদি ব্যবসা চালাই মনে ক'রে থাক, তা মস্ত ভুল। আমি সোজা কথা বল্‌তে ভালবাসি।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া শিক্ষক বলিলেন, "প্রিয়তমে, চুপ!"

মিসেস্ স্কুইয়ারস বলিল, "আমি কি বোকা! ছোকরাটি যদি ওখানে ছেলে পড়াতে এসে থাকেন, তিনি জেনে রাখুন, ছেলেদের সম্বন্ধে কোনরকম বোকামি চল্‌বে না। ওদের গন্ধকগুঁড়া ও পাতলা গুড় যে দেওয়া হয়, তার ফলে শরীর ওদের ভাল থাক্‌বে, ব্যায়রাম হবে না। আর একটা উদ্দেশ্য—তাতে ওদের ক্ষিধে ক'মে যাবে, আমাদের খরচ কম লাগ্‌বে। সস্তায় প্রাতরাশ আর ডিনার চ'লে যাবে। এতে তাদেরও ভাল, আমাদেরও ভাল। সোজা কথা আমি ভালবাসি।"

এই বলিয়া শিক্ষকগৃহিণী চামচ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় তাহার স্বামীর সহিত তাহার বেশ কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। স্বামী বলিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী বোকার মত কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে। উত্তরে স্ত্রী বলিতেছিল, তাহার স্বামীর যত বাজে কথা। নিকোলাস দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

অনেক অনুসন্ধানেও চামচ পাওয়া গেল না। তখন স্মাইকসের ডাক পড়িল। সে আসিতেই শিক্ষক-গৃহিণী তাহাকে এক ঠেলা দিল। শিক্ষক তাহার কাণ মলিয়া দিলেন। বালকের বুদ্ধিবৃত্তি ইহাতে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল যে, চামচ সম্ভবতঃ গৃহিণীর জামার পকেটেই আছে। ফলে তাহাই প্রকাশিত হইল। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ প্রথমতঃ প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু পকেটে হাত দিতেই চামচটি বাহির হইয়া পড়িল। এ কথার জন্যও স্মাইকস আর একটা কাণমলা খাইল। কেন সে গৃহিণীর কথার প্রতিবাদ করিয়াছে। তাই তাহার ঐ শাস্তি।

পত্নী চলিয়া গেলে শিক্ষক নিকোলাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভারী মূল্যবান এই মহিলাটি।"

নিকোলাস বলিল, "তাই দেখ্‌ছি!"

"আমি ওর জুড়ি দেখতে পাই না। সব সময়েই কাজে ব্যস্ত।"

নিকোলাস তাহার কি উত্তর দিল, তাহা স্কুইয়ারস্ শুনিতে পাইলেন না।

স্কুইয়ারস্ বলিলেন, "আমি লণ্ডনে গেলেই ব'লে থাকি যে, আমার স্ত্রী ছেলেদের মাতৃস্থানীয়া। কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, মার চেয়েও অনেক বেশী তিনি ক'রে থাকেন। তিনি ছেলেদের জন্য যা করেন, অর্দ্ধেক মা তা করে না।"

নিকোলাস উত্তর করিল, "সে কথা ঠিক।"

এ কথা যথার্থ যে, এই শিক্ষক-দম্পতি ছাত্রদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিত। অর্থাৎ প্রত্যেক বালকের প্রদত্ত টাকা হইতে তাহাদিগের জন্য যত অল্প খরচ লাগে, ইহাই ছিল উভয়ের একমাত্র লক্ষ্য। তবে শিক্ষক-গৃহিণী সেটা প্রকাশ্যভাবে করিত। শিক্ষকের সে সম্বন্ধে ভণ্ডামি ছিল। তিনি এমনভাবে প্রকাশ করিতেন যে, তিনি নিজে লোক ভাল। তাঁহার নিজের মনে এমন একটা ধারণাও যেন ছিল।

স্কুইয়ারস্ বলিয়া উঠিলেন, "চল, এখন স্কুলঘরে যাই।"

কোট পরিয়া একগাছি বেত হাতে লইয়া শিক্ষক অগ্রসর হইলেন।

"এই আমাদের স্কুলঘর, নিকোলাস্।"

প্রথমতঃ অন্ধকার বশতঃ নিকোলাস্ ভাল করিয়া কোন জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারিল না। অপরিচ্ছন্ন ঘর, দুইটি-মাত্র জানালা। তাহাদের কাচগুলি ভাঙ্গা, কাগজ দিয়া কাচের স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে। ভাঙ্গা নড়বড়ে খানকয়েক ডেক্স। তাহার উপর কালীর দাগ। ঘরের প্রাচীর এমনই বিশ্রী যে, কোনও যুগে চূর্ণকাম করা হইয়াছিল, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু ছাত্রের দল! নিকোলাসের মনে যে ক্ষীণ আশা জ্বলিতেছিল, ছাত্রদিগের প্রতি চাহিয়া তাহারও শিখা নিভিয়া গেল। তাহাদের শীর্ণ কোটরগত চক্ষু, বিবর্ণ মুখ-মণ্ডল, অস্থিসার দেহ দেখিলেই মনে হইবে, তাহারা অকালে বুড়া হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেরই দেহে বিকলাঙ্গতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। বালকগুলি যেন বাড়িতে না পাইয়া অকালে পাকিয়া গিয়াছে। তাহারা এ সংসারে চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল শিশু অতিশৈশব হইতেই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আজ এই দশায় উপনীত। এমন অনেক শিশু আছে, যাহাদের মুখ সৌন্দর্য্য ও সুষমায় ভরিয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু এখন সে সকল মুখমণ্ডলে শুধু ভ্রূকুটির অন্ধকার। ছোট ছোট ছেলেদের শরীরে তাহাদের পিতা-মাতার পাপের ছাপ পরিস্ফুট হইয়াছে। যে সকল বালককে সহানুভূতি ও স্নেহের স্পর্শধারায় নবজীবনে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারা যাইত, তাহাদিগকে অনবরত বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া, অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় রাখিয়া শুধু পশুত্বের পর্য্যায়ে নামাইয়া দিয়াছে। নিকোলাস্ দেখিল, এখানে শুধু নরকের পরিপুষ্টি ঘটিতেছে।

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক একটি বালকের বিস্তৃত বদনে কাঠের বড় চামচ বা হাতা পূর্ণ করিয়া গন্ধক ও পাতলা গুড়ের পানীয় ঢালিয়া দিতেছিল। প্রহারের ভয়ে বালকগণ একবারেই সেই পানীয় গলাধঃ-করণ করিতে বাধ্য হইতেছিল। আর এক দিকে নবাগত ছাত্রগণ ও শিক্ষকপুত্র উপবিষ্ট। পুত্রটি ঠিক পিতারই অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট।

নিকোলাস্ দেখিল, বালকগণ বিষাদপূর্ণ-চিত্তে নীরব হইয়া রহিয়াছে। ছাত্রদিগের মধ্যে যেরূপ সাধারণ স্ফূর্ত্তি দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। তাহারা সকলেই শীতে কম্পিতকলেবর হইয়া বসিয়াছিল। শুধু মাষ্টার স্কুইয়ারস্ই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছিল।

অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে শিক্ষক সেই ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বালকগণ তখন যে যাহার পুস্তক লইয়া বসিল।

শিক্ষকের আহ্বানে ৬ জন ছাত্র তাঁহার ডেক্সের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা প্রত্যেকেই যেন এক একটি কঙ্কালসার মূর্ত্তি।

শিক্ষক বলিলেন, "এরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। এরা ইংরাজী বানান ও দর্শন পড়ে। শীঘ্র একটা ল্যাটিন ক্লাশ খোলা হবে। সেটার ভার তোমার উপর থাকবে, নিকলবি। ওরে প্রথম ছেলেটা কোথায়?"

উত্তর হইল, "সে বৈঠকখানা-ঘরের জানালা সাফ্ করছে।"

শিক্ষক বলিলেন, "এখানে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। 'ক্লিন' শব্দটা পরিষ্কারবাচক। তাই ছোকরা হাতে কলমে পরিষ্কার করার কাজ করছে। সেকেণ্ড ছাত্রটি কোথায় গেল?"

"আজ্ঞে, সে বাগানে কাজ করছে।"

শিক্ষক বলিলেন, "ঠিক। 'বোটানী' শব্দটা গাছ-পালার বিষয় নিয়ে। দেখছ নিকলবি, এখানে কেমন হাতে-কলমে শেখান হয়।"

নিকলবি বলিল, "তা বটে!"

এইরূপে বালকদিগের শিক্ষাদান-পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া স্কুইয়ারস্ তাঁহার বিদ্যালয়ের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তার পর শিক্ষক এক একটি বালককে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিতকলেবর করিয়া তুলিলেন, কাহারও মুখ বিষণ্ণ বলিয়া, কেহ হাঁ করিয়া আছে বলিয়া, শিক্ষক বেত্রদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে শায়েস্তা করিয়া দিলেন!

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নিকোলাসের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও সে আপনার সংকল্পে অবিচল হইয়া রহিল। সে তাহার মাতা ও ভগিনীকে তাহার নিরাপদ পৌঁছা-সংবাদ লিখিল। স্কুলের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ করিল না। এখানে থাকিয়া হয় ত সে কোন ভাল কাজ করিতে পারে, ইহাই তাহার ধারণা হইল। বিশেষতঃ এখান হইতে চলিয়া গেলে পাছে তাহার পিতৃব্য অসন্তুষ্ট হন এবং মাতা-ভগিনীর সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করেন, এজন্য সে এখানে থাকিবে বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিল।

তবে একটা বিষয়ে তাহার মনে দুর্ভাবনা জন্মিল। সে বুঝিল, তাহার পিতৃব্য তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন।

অবাঞ্ছনীয় স্থানে রাখিয়া দিলেন। তাহার ফলে কেটের যৌবন, সৌন্দর্য্য তাহার অভিশাপের কারণস্বরূপ হইতে পারে। এই চিন্তাতে সে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আবার চিন্তা করিয়া দেখিল, ভগিনীর পার্শ্বে তাহার মা আছেন। তাহা ছাড়া চিত্র-শিল্পী মহিলাটিও আছেন।

নিকলবি এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় সে দেখিতে পাইল, স্মাইক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

নিকলবি বলিল, "তুমি আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। বড় ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে?"

বালক বলিল, "না, আমার শীত পায়নি। এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

নিকোলাস তাহার সন্ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া ব্যথিত হইল।

বালকটি সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

নিকোলাস্ বালকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল, "চুপ কর। মানুষের মত ধৈর্য্য ধর! তোমার বয়স হয়েছে, ভগবান্ তোমার সহায় হবেন।"

স্মাইক বলিয়া উঠিল, "বয়স হয়েছে আমার। আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন আমি কত ছোট ছিলাম। আমার সময়ে যে সব ছেলে ছিল, তারা এখন কোথায় গেল?"

"কাদের কথা বলছ? আমায় বল ত?"

স্মাইক বলিল, "আমার বন্ধুদের কথা। আমার কষ্টের কি শেষ আছে!"

নিকোলাস্ কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, "আশাহীন হয়ো না!"

"না আমার কোন আশা নেই। সে দিন যে ছেলেটা মারা গেল, তার কথা জানেন কি?"

নিকোলাস্ বলিল, "তুমি ত জান, আমি সবে নতুন এসেছি। কি হয়েছিল তার?"

স্মাইক্ বলিল, "আমি রাতে তার কাছে ছিলাম। সে তখন আর কাঁদছিল না। শুধু তার বিছানার চারপাশে আত্মীয়-স্বজনের চেহারা যেন দেখ্‌তে পাচ্ছিল। সে বলেছিল, তারা যেন তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল। সে তাদের মুখে চুমা দেবার জন্য বিছানার উপর উঠে বসেছিল। তার পর সে মারা গেল! শুন্‌লেন?"

নিকোলাস্ বলিল, "হ্যাঁ, শুন্‌লাম।"

"কিন্তু আমার মরবার সময় কার মুখ দেখ্‌তে পাব? রাত্রিতে কে আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে? বাড়ী থেকে তারা কেউ আস্‌তে পাবে না! আর আমি তাদের চিনিও না। তাই শুধু আমার ভয় ও বেদনা—বেঁচে থাকি বা মারা যাই, সব সময়ই ঐ একই কথা! কোন আশা নেই!"

এমন সময় নিদ্রার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিকোলাস্ তাহার শয্যার দিকে অগ্রসর হইল।

৯

মিঃ স্কুইয়ারস্ যখন নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন, তখন তাঁহার পুত্র ও যুবতী কন্যা ফ্যানী স্কুইয়ারস্ ঘরের মধ্যে কোন জিনিষ লইয়া ঝগড়া করিতেছিল। পিতাকে আসিতে দেখিয়াই তাহারা শান্ত হইয়া বসিল বটে, কিন্তু টেবলের অন্তরালে পরস্পর পরস্পরকে লাথি মারিতে লাগিল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ তাহার পিতা ও মাতার সমবায়ে গঠিত। তাহার বয়স তেইশ বৎসর। যৌবন আছে বলিয়াই তাহাকে এ বয়সে লাবণ্যশ্রী হইতে একবারে বঞ্চিত করা যায় না। সে দিন কয়েকের জন্য তাহার সখীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। এইমাত্র সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিকোলাস্ সম্বন্ধে কোন কথাই জ্ঞাত ছিল না।

স্কুইয়ারস্ চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিল, "প্রিয়তমে, তুমি ওর সম্বন্ধে কি ধারণা করেছ, বল ত?"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "কার কথা বল্‌ছ?"

"নতুন মাষ্টার—আর কার কথা বল্‌ব বল?"

"ও! নকলবয়! তাকে আমি ঘৃণা করি।"

নিকল্‌বিকে শিক্ষক-গৃহিণী নকল্‌বয় বলিত।

শিক্ষক বলিল, "কেন তুমি তাকে ঘৃণা কর?"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তা জেনে তোমার দরকার কি? আমি তাকে ঘৃণা করি, তাই যথেষ্ট।"

শিক্ষক বলিল, "কিন্তু আমার জান্‌বার কৌতুহল হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"তুমি যদি জান্‌তে চাও ত বলি। লোকটা অহঙ্কারী, উদ্ধত, নাক উঁচু করা ময়ূর।"

উত্তেজিত হইলে মিসেস্ স্কুইয়ারস্ কড়া কথা ব্যবহার করিত। মানে হয় না, এমন কথাও তাহার উক্তিতে প্রকাশ পাইত।

শিক্ষক এই উক্তিতে যেন তেমন সন্তুষ্ট হইল না। যেন অনেকটা বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বলিলেন, "কিন্তু কত শস্তায় ওকে পাওয়া গেছে, সেটা মনে রেখ। ভারী শস্তায় মিলেছে।"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "একেবারেই তা নয়।"

"বছরে পাঁচ পাউণ্ড মাত্র খরচ।"

স্ত্রী বলিল, "তাতে কি? যদি তাকে দরকার না থাকে, তা' হ'লে ঐ টাকাটা শুধু শুধু চ'লে যাবে। তাই নয় কি?"

"কিন্তু আমাদের যে দরকার আছে।"

"আমি কিন্তু দেখছি, কোন দরকারই নেই। ও কথা আমায় বলো না। তুমি বিজ্ঞাপনে যা খুসী লিখ্‌তে পার। কে দেখ্‌তে যাচ্ছে, তোমার সহকারী শিক্ষকের দরকার আছে কি না। না, তোমার কথা আমার ভাল লাগ্‌ছে না।"

দৃঢ়কণ্ঠে এবার শিক্ষক বলিল, "তুমি বুঝতে পারছ না। শোন, আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন। এক জন শিক্ষক পেলে, আমি নিজের ইচ্ছামত চলতে পারব। পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে যারা ক্রীতদাস রাখে, তাদের তাঁবে এমন লোক থাকে যে, ক্রীতদাসদের দিকে লক্ষ্য রাখে, যাতে তারা পালাতে পারে না বা বিদ্রোহী হ'তে পারে না। আমার তাঁবে এমন একটা লোক রাখব যে, আমাদের এই দাসের দল ঠিক থাকে। তার পর আমাদের ছেলে ওয়াক্‌ফোর্ড বড় হ'লে, সে আবার সব দেখ্‌তে পারবে।"

পুত্র ওয়াক্‌ফোর্ড বলিয়া উঠিল, "আমি বড় হ'লে স্কুল চালাতে পাব ত, বাবা?"

সে আনন্দে অধীর হইয়া তাহার ভগিনীকে একটা লাথি মারিল।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি আমারই ছেলে।"

পিতার বেত্রদণ্ড গ্রহণ করিয়া বালক পুত্র বলিল, "ও, তা হ'লে ছেলেদের পিঠে আমি এই বেত চালাতে পারব। মারের চোটে আমি তাদের কাঁদিয়ে ছাড়ব না!"

পুত্রের উত্তেজনায় পিতার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, তাহার পুত্র যোগ্যতায় তাহার অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে। আবেগের আতিশয্যে পিতা পুত্রকে একটা পেনী প্রদান করিল।

নিকোলাসের প্রসঙ্গ তুলিয়া শিক্ষকগৃহিণী বলিল, "ও একটা বাঁদর। আমি ওকে তাই মনে করি।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ধর, ও লোকটা তাই। সুতরাং আমাদের স্কুলঘরে ও আটকানই থাকবে।"

শিক্ষকগৃহিণী বলিল, "সেটা ভাল হবে। তাতে ওর গর্ব্ব চূর্ণ হবে। তা যদি না হয়, তবে তাতে আমার কোন দোষ নেই।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ সবিস্ময়ে এই কথোপকথন শুনিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "নকলবয় লোকটা কে?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "নিকল্‌বি তার নাম। কিন্তু তোমার মা যার যা নাম নয়, তাই ব'লে ডাকেন।"

শিক্ষকগৃহিণী বলিল, "তাতে কিছু যায় আসে না। আমি চোখ খুলে আসল জিনিষ দেখ্‌তে পেলেই হ'ল। তুমি যখন বিকেলবেলা ছোট সেগভারকে মারছিলে, ওর মুখখানা আঁধার হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, সে বুঝি তোমার দিকে ছুটে যায়। সে লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাকে দেখ্‌ছিলাম।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ও কথা ছেড়ে দেও, বাবা। লোকটা কে?"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তোমার বাবার মাথার মধ্যে খেয়াল চেগেছে যে, সে কোন গরীব ভদ্রলোকের ছেলে। ওর বাপ সম্প্রতি নাকি মারা গেছে?"

"হ্যাঁ, তবে আমি ওর এক বর্ণ বিশ্বাস করিনে। সত্যি যদি ও কোন ভদ্রলোকের ছেলে হয়, তা হ'লেও কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। আমার ত তাই ধারণা।"

শিক্ষক বলিল, "ও রকম ছেলে সে নয়। ওর বাবার সঙ্গে ওর মার বিয়ে হয়েছিল। ওর মা এখনো বেঁচে আছেন। তা যদি না-ও হ'ত, তাতে আমাদের কিছু যেত আস্‌ত না। আমরা ওকে এখানে এনেছি, ও আমাদের কাজে লাগ্‌বে। ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু ভাবুক আর নাই ভাবুক, তাদের কিছু লেখাপড়া শেখালেই হ'ল। আমি তাই চাই।"

মিসেস্ স্কুইয়ারস ভীষণ উত্তেজনাভরে বলিল, "আমি আবার বল্‌ছি, আমি ওকে বিষের মত ঘৃণা করি।"

স্বামী বলিল, "তুমি যদি ওকে পছন্দ নাই কর, আমি জানি, সেটা তোমার চেয়ে কেউ ভাল ক'রে প্রকাশ করতে পারবে না। সেটা তোমার গোপন করাও দরকার হবে না।"

"তা আমি তোমায় ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি না।"

"বেশ ত। ওর মনে যদি অহঙ্কার থাকে—আমার বিশ্বাস তা আছে, তা হ'লে আমি বলব, ইংলণ্ডে এমন কোন নারী নেই যে, তোমার মত দক্ষতার সঙ্গে তার সে গর্ব্বকে চূর্ণ করতে পারে।"

এই প্রশংসায় পত্নীর অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল যে, অনেকবার অনেক লোকের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে।

মিস্ ফ্যানী স্কুইয়ারস্ সমস্ত আলোচনা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। তার পর শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। ক্ষুধার্ত্ত পরিচারিকাকে ডাকিয়া সে নিকোলাসের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিচারিকা উৎসাহভরে নিকোলাসের আকৃতির বর্ণনা করিল। যুবকের আয়ত নয়নযুগল, তাহার মিষ্ট হাসি, তাহার ঋজু চরণ—এখানে কাহারও ঋজু চরণ ছিল না—সবই পরিচারিকা প্রশংসাভরে কীর্ত্তন করিল। ইহা শুনিয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ স্থির করিল, নিকোলাস লোকটি সাধারণ স্তরের যুবা নহে। তাই সে সংকল্প করিল, পরদিবস সকালে সে স্বয়ং নিকোলাসকে দেখিবে।

পরদিবস তাহার মাতা যখন অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত এবং পিতা অনুপস্থিত, সেই সময় সে একটা কলম বাড়াইবার অছিলায় স্কুল-ঘরে প্রবেশ করিল। তখন নিকোলাস একা ছাত্রদিগকে লইয়া বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই মিস স্কুইয়ারস্ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ভারী গোলযোগে পড়িল।

সে স্খলিত-কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করবেন, আমি ভেবেছিলাম, বাবা এখানে আছেন, কিন্তু—"

এই মূর্ত্তির আকস্মিক আবির্ভাবে নিকোলাসও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "মিঃ স্কুইয়ারস্ বাইরে

লজ্জানম্র কুণ্ঠার সহিত মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "বাবার কি বেশী দেরী হবে ব'লে মনে করেন ?"

বিনীতভাবে নিকোলাস্ বলিল, "তিনি বলেছিলেন, আধ ঘণ্টা তাঁর দেরী হ'তে পারে।" তাহার ব্যবহারে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না যে, শিক্ষককন্যার রূপে সে মুগ্ধ হইয়াছে।

যুবতী বলিল, "আমার জীবনে এমন বুঝি কখনো ঘটেনি। ধন্যবাদ! আপনার কাজে বাধা দিলাম ব'লে বড় দুঃখিত। বাবা এখানে নেই, এ যদি জানতাম, তা হ'লে আমি এখানে আস্‌তাম না।"

যুবতী—লজ্জারক্ত আননে তাহার হাতের কলম ও নিকোলাস দুই দিকে বার বার চাহিতে লাগিল।

কলমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিকোলাস্ বলিল, "এজন্যে যদি আপনি এসে থাকেন, আমি তাঁর হয়ে কাজ ক'রে দিতে পারি।"

নিকোলাস্ শিক্ষককন্যার বিব্রত ভাব দেখিয়া মৃদু হাস্য করিল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ একবার দরজার দিকে চাহিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির দিকে তাহার অগ্রসর হওয়া সঙ্গত কি না। চল্লিশ জন বালক ঘরের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল। তার পর সে নিকোলাসের কাছে আসিয়া কলমটি তাহার হাতে অর্পণ করিল। সেই সময় সে বেশ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল।

নিকোলাস বলিল, "ডগাটা বেশ শক্ত হবে, না নরম ক'রে দেব ?" তাহার খুবই হাসি পাইতেছিল, কিন্তু উচ্চ হাস্য না করিয়া সে মৃদু হাসিল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ ভাবিল, "ইহার হাসি কি সুন্দর!"

নিকোলাস পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কি করব, বলুন ?"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "কি মুস্কিল! আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। যত পারেন নরম ক'রে দিন।" সঙ্গে সঙ্গে মিস্ স্কুইয়ারস্ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে ইহাতে নিকোলাসকে বুঝাইতে চাহিতেছিল যে, তাহার হৃদয়ও কোমল। তাই কলমও নরম হইবে।

নিকোলাস্ তদনুসারে কলম কাটিয়া দিল। উহা মিস্ স্কুইয়ারসের হাতে দিলে, সে উহা মাটীতে ফেলিয়া দিল। নিকোলাস নত হইয়া উহা কুড়াইতে গেল। সেই সময় মিস্ স্কুইয়ারস্‌ও নত হইয়া উহা কুড়াইতে গিয়াছিল। ইহাতে পরস্পরের মাথা ঠুকিয়া গেল। সম্মুখের পঁচিশটি বালক ইহাতে হাসিয়া উঠিল। সম্ভবতঃ এ বৎসরে ইহাই তাহাদের প্রথম উচ্চহাস্য।

তরুণী যুবতীর নির্গমনের উদ্দেশে নিকোলাস্ দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "আমার ভারী অপরাধ হয়ে গেল।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "না, মশাই, দোষ আমার, আপনার নয়। আচ্ছা, নমস্কার।"

নিকোলাস বলিল, "নমস্কার! এর পর যখন কলম কাটবার দরকার হবে, আমি এমন অসভ্যতা করব না। দেখবেন, কলমের ডগাটা নষ্ট ক'রে ফেল্‌বেন না। ওটা কামড়াচ্ছেন কেন ?"

যুবতী বলিল, "তাই ত, এ কি করছি! সত্যি এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম—যাক্, আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।"

দরজা বন্ধ করিতে করিতে নিকোলাস্ বলিল, "কিছু না, কিছু না। এতে আবার কষ্ট কিসের ?"

শয়নকালে মিস্ স্কুইয়ারস্ মনে মনে বলিল, "জীবনে এমন চমৎকার পা আমি দেখিনি।"

সত্য বলিতে কি, মিস্ স্কুইয়ারস্ তখন নিকোলাসের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ স্কুইয়ারসের অষ্টাদশবর্ষীয়া এক বান্ধবী ছিল। সে কোনও ময়দা-পেষকের কন্যা। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাহাদের মধ্যে এই সর্ত্ত ছিল যে, যাহার বিবাহসম্বন্ধ আগে হইবে, সে অপরকে জানাইবার পূর্ব্বেই বন্ধুর নিকট সে কথা আগে প্রকাশ করিবে। ময়দা-পেষকের কন্যাকে একজন শস্যওয়ালার পুত্র ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের বাগ্দানব্যাপার সমাপ্ত হইবামাত্র বান্ধবী আসিয়া মিস্ স্কুইয়ারস্‌কে সে কথা জানাইয়াছিল। বান্ধবী অপেক্ষা মিস্ স্কুইয়ারসের বয়স পাঁচ বৎসর বেশী। এজন্য সে নিজের এক জন প্রণয়প্রার্থী-লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিল এবং বান্ধবীকে সে কথা জানাইতে না পারিলে তাহার মনের উৎকণ্ঠা দূর হইবে না। কিন্তু এত দিনের মধ্যে তাহার সে সুযোগ হয় নাই। নিকোলাসের সহিত অল্পক্ষণের আলাপের সুযোগ-লাভের পরই, মিস্ স্কুইয়ারস্ বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া, টুপী মাথায় দিয়া বান্ধবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সে বান্ধবীর সহিত দেখা করিয়া বলিল যে, যদিও তাহার বাগ্দান-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, তবে এক জন ভদ্রসন্তানের সহিত এ ব্যাপার শীঘ্রই ঘটিবে। ভদ্রসন্তানটি ঘটনাক্রমে তাহার পিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন। সে এমন আভাসও দিল যে, তাহার গুণাবলীর পরিচয় লইয়া ভদ্রলোকটি শীঘ্রই তাহাকে লাভ করিবেন।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি ?"

বান্ধবী বলিল, "নিশ্চয়! কিন্তু তিনি তোমায় কি বলেছেন ?"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা করো না, ভাই। তুমি যদি তাঁর হাসি দেখ্‌তে—তাঁর চাউনি দেখ্‌তে! জীবনে আমি কখনো এমন অভিভূত হয়ে পড়িনি!"

বান্ধবী বলিল, "তিনি কি এই রকম ক'রে হেসেছিলেন ?" বলিয়া তাহার প্রণয়ীর মৃদুহাস্য অনুকরণ করিয়া দেখাইল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "অনেকটা ঐ রকমের। তবে আরও ভদ্রভাবে।"

বান্ধবী বলিল, "তা হ'লে ঠিক হয়েছে। তিনি হাসির আড়ালে কিছু বলতে চেয়েছেন। আমি বল্ছি, ঠিক হয়ে যাবে।"

অবশ্য মিস্ স্কুইয়ারসের মনে সন্দেহ অনেকখানি ছিল। কিন্তু বান্ধবীর মত অভিজ্ঞ নারী যখন আশ্বাস দিতেছে, তখন সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অনেক আলোচনা ও তুলনামূলক সমালোচনার ফলে দেখা গেল যে, নিকোলাস এবং শস্যব্যবসায়ীর পুত্রের ব্যবহারে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। তবে মিস্ স্কুইয়ারস্এর পিতামাতা নিকোলাসের উপর প্রসন্ন নহে, ইহাই তাহার পক্ষে প্রকাণ্ড বাধা। তাহার বান্ধবীর অদৃষ্ট এ বিষয়ে সুপ্রসন্ন।

বান্ধবী বলিল, "তাঁকে দেখবার জন্য আমার ভারী আগ্রহ হয়েছে, ভাই!"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি তাঁকে দেখ্তে পাবে, টিল্ডা। তোমাকে না দেখালে আমার ঘোর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। মা দিন দুইয়ের জন্য ছেলে জোগাড় করতে চ'লে যাবে। সে সময় আমি তোমাকে ও জন্‌কে চা-পানে নিমন্ত্রণ করব। সে সময় দেখা হবে।"

ভারী চমৎকার প্রস্তাব। বিষয়টি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার পর উভয় বন্ধু পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

সে সুযোগ পরদিবস আসিল। স্কুইয়ারস্-পত্নী ছাত্র-শিকারে চলিয়া গেল। এরূপ মাহেন্দ্রক্ষণ আসিলেই স্কুইয়ারস্ অপরাহ্ণে গাড়ী হাঁকাইয়া সহরের বাজারে জরুরী কার্য্যের ভাণে চলিয়া যাইত। তার পর কোনও পশুশালায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া বাড়ী ফিরিত। কন্যার বন্ধুবান্ধব চা-পানে অবসর যাপন করিবে; ইহাতে স্কুইয়ারসের কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং কন্যার অভিপ্রায় অনুসারে সে নিকোলাসকে বলিয়া রাখিল যে, কন্যার চা-পানের আসরে তাহার নিমন্ত্রণ আছে।

পাঁচটায় চা-পান হইবে। মিস্ স্কুইয়ারস্ তাহার শ্রেষ্ঠ বসন-ভূষণে সজ্জিত হইল। প্রসাধন-ব্যাপারে সে তাহার কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে ভুলিল না। বান্ধবী যথাসময়ে হাজির হইল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "জন্ কোথায় টিল্ডা?"

বান্ধবী বলিল, "সে বাড়ী গেছে। সাজগোজ ক'রে ঠিক সময়েই সে আস্‌বে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমার বুক কেমন করছে, ভাই।"

বান্ধবী বলিল, "ও ব্যাপার আমার জানা আছে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমার ও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কিছু নেই, ভাই।"

বান্ধবী বলিল, "ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে। খানিক পরে ওটা আর থাক্‌বে না।"

পরিচারিকা চায়ের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া আসিল।

পরমুহূর্ত্তে রুদ্ধ-দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ঐ ভাই এসেছেন। কি করি টিল্ডা!"

টিল্ডা বলিল, "চুপ! এখন বল, ভিতরে আসুন।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "ভিতরে আসুন!"

নিকোলাস্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে যে এই তরুণীর মন জয় করিয়াছে, তাহা নিকোলাস্ জানিত না। কাজেই সে বলিল, "নমস্কার! আমি মিঃ স্কুইয়ারসের কাছে শুনেছি—"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বাধা দিয়া বলিল, সে ঠিকই হয়েছে। বাবা আমাদের সঙ্গে চা-পান করেন না। এতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না।"

নিকোলাস্ বিস্ফারিত নেত্রে একবার চাহিয়া দেখিল। তার পর পরস্পরের পরিচয়ের পালা। নিকোলাসের ব্যবহারে বান্ধবী চমৎকৃত হইয়া গেল।

মিস্ স্কুইয়ারস বলিল, "আমরা এক জন ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করছি।"

যুবতী কেটলী খুলিয়া একবার অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নিকোলাসের ইহাতে কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। এক জন অথবা বিশ জন ভদ্রলোক আসুন না কেন, তাহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। সে একবার বাতায়ন-পথে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ম্যাটিলডা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। নিকোলাসের দীর্ঘশ্বাসকে সে প্রণয়ীর বিষণ্ণভাবের দ্যোতক বলিয়া ধরিয়া লইল। সে বলিল, "আমি এখানে আছি ব'লে যেন বাধা অনুভব করো না, ভাই। মনে কর, তোমরা একাই আছ।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ আরক্ত মুখে বলিল, "তোমার কথা শুনে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে।"

উভয় বন্ধু এমন হাসিতে লাগিল এবং বার বার নিকোলাসের দিকে এমনভাবে চাহিতে লাগিল যে, অবশেষে নিকোলাস্ ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিল।

সে মনে মনে বলিল, "আমি যখন এখানে এসেছি, তখন এদের আমোদ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। মুখ ভারী ক'রে থেকে কোন লাভ নেই। এদের সন্তুষ্ট করাই উচিত।"

সে তখন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া যুবতী-যুগলের সহিত অন্তরঙ্গভাবে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার এই ভাবান্তরে তরুণীরাও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিল। ইতিমধ্যে টিলডার ভাবী স্বামী জন আসিয়া পৌঁছিল।

ম্যাটিলডা প্রাইস্ বলিল, "ভাল জন!"

মিস্ স্কুইয়ারস্ তখন পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য বলিল, "ইনি মিঃ নিকোলাস্, আর ইনি মিঃ জন ব্রাউডি।"

তার পর আহার চলিতে লাগিল।

খানিক পরে ম্যাটিলডা প্রাইস্ বলিল, "আমি ও জন রান্নাঘরে একবার যেতে পারি কি ?"

এ প্রস্তাবে নিকোলাস্ ভীত হইয়া বলিল, "কোন প্রয়োজন ত নেই। আপনারা যাবেন কেন বলুন ত?"

মিস্ প্রাইস্ নিকোলাস্‌কে এক প্রান্তে আহ্বান করিয়া বলিল, "এই আপনারা দুজনে নিরালায় একটু আলাপ করবেন ব'লে।"

নিকোলাস্ বলিল, "আপনার কথার কোন মানে আমি বুঝতে পারছি না। কারও সঙ্গে নিরালায় কথা বলবার প্রয়োজন ত আমার নেই। বুঝতে পারছি না, আপনি কি বল্‌ছেন।"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "আমিও বুঝতে পারছি না। তবে পুরুষগুলো বড় ফচ্‌কে। চিরদিনই তারা এই রকম ছিল এবং থাকবে। সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

নিকোলাস্ বলিল, "ফচকে ? এ কথা বলার মানে কি ? আপনি বল্‌তে চাচ্ছেন—"

"আমি কিছুই বল্‌তে চাচ্ছি না। ওর দিকে চেয়ে দেখুন ত। এমন সুন্দর বেশভূষা, দেখ্‌তে এমন সুন্দর। আপনার ব্যাপারে আমারই লজ্জা হচ্ছে !"

নিকোলাস্ বলিল, "ও'র পরিচ্ছদ সুন্দর হোক্, আর উনি দেখ্‌তে ভালই হোন্, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, সুন্দরি ?"

মিস্ প্রাইস্ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমাকে সুন্দরী ব'লে ডাক্‌বেন না। ওতে ফ্যানী আমার দোষ ধরবে। আসুন, এক হাত তাস খেলা যাক্।" এই বলিয়া সে তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

নিকোলাসের কাছে ব্যাপারটা প্রহেলিকার মত মনে হইল। মিস্ স্কুইয়ারস্ এক জন সাধারণ ধরণের যুবতী এবং তাহার বন্ধু দেখিতে সুন্দর, ইহা ছাড়া নিকোলাসের মনে অন্য কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই খেলা আরম্ভ হইল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "টিলডা, আমরা ৪ জন আছি। সুতরাং জোড়া জোড়া খেলা যাক্।"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "আপনি কি বলেন, মিঃ নিকল্‌বি ?"

নিকোলাস্ বলিল, "আমার খুব মত আছে।"

এক দলে মিস্ প্রাইস্ ও মিঃ নিকোলাস্, অপর দলে ফ্যানী ও জন বসিল। প্রথম বাজিতে নিকোলাস্‌ই জিতিল।

নিকোলাস্ বলিল, "আমরা সব বাজি জিতে নেব।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ ঈর্ষাপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "টিলডা যা আশা করেনি, তা জিতেছে। কেমন নয় কি ?"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আজ তোমার উৎসাহ নেই কেন ?"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "বা ! আমার আজ মন খুব ভাল আছে। আমার মনে হচ্ছে, তুমিই মুষড়ে পড়েছ।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ ওষ্ঠ দংশন করিয়া ঈর্ষায় কম্পিত দেহে বলিল, "আমি ? না, না !"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "তবে ত ভাল কথা। কিন্তু তোমার কুঞ্চিত কেশ আলগা হয়ে পড়ছে, ভাই।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও। এখন তোমার জুড়িদারের দিকে মন দেও।"

নিকোলাস্ বলিল, "কথাটা মনে ক'রে দিয়েছেন, এজন্য ধন্যবাদ ! উনি মন দিয়েছেন।"

দীর্ঘাকার ইয়র্কশায়ারের লোক মুষ্টির দ্বারা তাহার নাসিকাকে চাপিয়া ধরিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, সে অন্য কোন ভদ্রলোকের মুখে সেই মুষ্টি প্রয়োগের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মিস্ স্কুইয়ারস্ ক্রোধভরে তাহার মাথা সোজা করিল।

চটুলা মিস্ প্রাইস্ আরও দুই হাত খেলিবার পর বলিল, "এমন শুভাদৃষ্ট আমার কোন দিন হয় নি। মিঃ নিকলবি, এ সব আপনার জন্যই হ'ল। প্রত্যেক বারই আপনাকে আমার জুড়ি করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"আমারও তাই ইচ্ছে।"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "আপনি যদি তাস খেলায় এমন-ভাবে জয়লাভ করেন, তা হ'লে আপনার স্ত্রীভাগ্য ভাল হবে না।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হ'লে সে ক্ষোভ থাকবে না। সে ক্ষেত্রেও আমার ভাল স্ত্রী জুটবে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ যে ভাবে মাথা নাড়িতেছিল এবং শস্য-ব্যবসায়ীর পুত্র যে ভাবে নাসিকার উপর কর চাপিতেছিল, তাহা দেখিবার এবং উপভোগ করিবার ব্যাপার।

নিকোলাস্ বলিল, "আমরাই শুধু কথা বল্‌ছি, আর সকলেই চুপচাপ আছেন।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আপনি এমন চমৎকার কথা চালাচ্ছেন যে, তাতে বাধা দেওয়া দুঃখের হবে। তাই নয় কি, মিঃ বাউডি ? হিঃ ! হিঃ ! হিঃ !"

নিকোলাস্ বলিল, "আর কেউ কথা বল্‌ছেন না বলেই আমাদের কথা বল্‌তে হচ্ছে।"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "তোমরা কথা বল্‌লেই দেখ্‌বে, আমরা তার জবাব দেব।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ধন্যবাদ, টিলডা।"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "তোমরা নিজেদের মধ্যেও কথা বল্‌তে পার। জন্, তুমি কিছু বলছ না কেন ?"

"হ্যাঁ, অমন চুপ ক'রে মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে থেক না।"

জন তখন টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, "তবে শোন! এরকম চললে আমি ব'লে রাখছি, হাতের কাছে এলেই আমি লোকটার মাথা ভেঙ্গে দেব।"

মিস্ প্রাইস সবিস্ময়ে বলিল, "এ সব কি কথা!"

মিস্ স্কুইয়ারস্ সহসা কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিস্ প্রাইস্ ইচ্ছা করিয়াই এ ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ তাহার বান্ধবী—কোনও ভিত্তি স্থির না করিয়াই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল, তাহাকে সেজন্য শাস্তি প্রদান করা; দ্বিতীয়তঃ এক জন বুদ্ধিমান যুবকের নিকট প্রশংসালাভ; তৃতীয়তঃ জন তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতেছে না, সেজন্য তাহাকে আঘাত করা।

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "এ কি! ফ্যানী যে কেঁদেই ফেল্লে! ব্যাপার কি?"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি জান না, মিস্, তুমি জান না! তোমার খোঁজ নেবার দরকারই বা কি?"

মিস্ প্রাইস বলিল, "আমার বিশ্বাস ছিল!"

"ম্যাডাম্, তোমার বিশ্বাস থাকা না থাকায় কি আসে যায়?"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "তুমি খুব শিষ্ট ব্যবহার করছ।"

মিস্ স্কুইয়ারস বলিল, "ম্যাডাম, এ বিষয়ে তোমার কাছে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে কি?"

মিস্ প্রাইস বলিল, "স্পষ্ট কথা বলবার জন্য তোমার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই, ম্যাডাম্। কারণ, সেটা অনাবশ্যক।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "টিলডা, আমি তোমায় ঘৃণা করি।"

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "আমাদের ভালবাসা নষ্ট হয়নি। আমি চ'লে গেলে, তুমি কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করবে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তোমার কথায় আমার ঘৃণা হচ্ছে।"

নতভাবে অভিবাদন করিয়া মিস্ প্রাইস্ বলিল, "চমৎকার বিশেষণ প্রয়োগ করলে তুমি। রাত্রিটা সুখস্বপ্ন দেখে তোমার কাটুক!"

বাগ্‌দত্ত স্বামীর সহিত তরুণী দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে মিস্ স্কুইয়ারস্ হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। নিকোলাস খানিক সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে ভাবিল, সে যদি চুপ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে এ সব ব্যাপার ঘটিত না। এখানে সে আরও দুই জন নূতন শত্রু বৃদ্ধি করিল।

১০

নিকোলাস্ ইয়র্কশায়ারে চলিয়া যাইবার দ্বিতীয় দিন প্রভাতে কেট নিকলবি, মিস্ লা ক্রিভির ঘরে বসিয়াছিল। মিস্ লা ক্রিভি তাহার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন।

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "এইবার ঠিক রং লাগান গেছে। এই ছবিখানি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর আলেখ্য!"

কেট বলিল, "সে আপনার প্রতিভার জোরেই হবে।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "না গো না। তোমার মুখখানি ভারী সুন্দর, তাই ভাল হয়েছে। তবে সেটা ফুটিয়ে তোলা চাই।"

কেট বলিল, "সেটাতে কম শক্তির দরকার হয় না।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "সে কথা ঠিক, মাই ডিয়ার। তবে এমন মুখখানি না পেলে ত হ'ত না। অবশ্য কলাবিদ্যা ভারী কঠিন।"

কেট বলিল, "সে কথা খুবই ঠিক। তবে এত কষ্ট ক'রে ছবি আঁকছেন, কিন্তু তার উচিত মূল্য পাবেন না।"

"খুব সত্য কথা। মানুষ আর্টের দাম দিতে চায় না, বোঝেও না। তাই অনেক সময় ছবি এঁকে সুখ হয় না।"

ছবি আঁকা চলিতে লাগিল। খানিক পরে মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "তোমার জ্যেঠামশাই কখন্ আস্‌বেন?"

কেট বলিল, "তা আমি জানিনে। এর আগেই তাঁর আগমন প্রত্যাশা করছিলাম। হয় ত শীঘ্র আস্‌বেন। এমন অনিশ্চিত অবস্থায় আর থাক্‌তে পারছি না।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "তাঁর বোধ হয় ঢের টাকা আছে? কেমন, নয় কি?"

কেট উত্তর করিল, "শুনেছি, তিনি খুব ধনী। সত্যি তাঁর টাকা আছে কি না, আমি জানিনে। তবে মনে হয়, তিনি ধনী।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "উনি যে টাকার মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই। নইলে মানুষ অমন খুঁতখুঁতে হয় না।"

কেট বলিল, "ওঁর ব্যবহার বড় রূঢ়।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিয়া উঠিলেন, "রূঢ়! এমন রুক্ষ মেজাজের লোক জীবনে আমি দেখিনি।"

মৃদুভাবে কেট বলিল, "বাইরের স্বভাব ওঁর ঐ রকম বলেই মনে হয়। প্রথম জীবনে অনেক দাগা পেয়েছেন। শুনেছি, অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত উনি প্রথম জীবনে পেয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মন্দ ভাবা আমাদের উচিত নয়, অন্ততঃ যতক্ষণ তাঁর প্রকৃতির ঠিক পরিচয় না পাচ্ছি।"

শিল্পী নারী বলিলেন, "সেটা খুব ভাল কথা, উচিতও বটে। আমি ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি যে, তুমি তাঁকে খরাপ লোক ভাব, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভেবে দেখ, উনি যদি তোমাদের ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য বার্ষিক বৃত্তি দেন, তাতে ওঁর মত ধনী লোকের পক্ষে কিছ

গেলে, তোমার মারও কষ্ট থাক্‌বে না। ধর, বছরে একশ পাউণ্ড ক'রে দিলে তোমাদের স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে, তাতে ওঁর কোন ক্ষতিই হবে না।"

কেট উত্তেজিতভাবে বলিল, "ওঁর তাতে কি হবে না হবে, তা আমি জানিনে। তবে ও রকম বৃত্তি দিলে আমি তা নেব না। বরং ম'রে যাব।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

কেট বলিল, "তাঁর গলগ্রহ হয়ে থাকা আমার অসহ্য, তাতে আমার সমস্ত জীবন তেতো হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভিক্ষা করাও ঢের ভাল।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার এমন আত্মীয় সম্বন্ধে তোমার এই রকম ধারণা বাইরের কোন লোক শুন্‌লে, তোমাকে নিন্দে করবে।"

পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল কণ্ঠে কেট বলিল, "তা ঠিক। তবে শুধু তাঁর নয়, কারও দান গ্রহণ ক'রে আমি বেঁচে থাক্‌ব, এ আমার পক্ষে অসহ্য।"

মিস্ লা ক্রিভি অপাঙ্গে একবার কেটের দিকে চাহিলেন। তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন যে, রালফের সম্বন্ধে এই তরুণীর ব্যক্তিগত কোনও প্রকার বিতৃষ্ণা আছে কি না। পাছে তরুণী এ বিষয়ের আলোচনায় বিপন্ন হইয়া পড়ে, এ জন্য তিনি আর ও সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কেট তখন অশ্রুপাত করিতেছিল। সে বলিল, "আমি তাঁকে বলেছি যে, তিনি আমাদের জন্য সুপারিশ ক'রে কোন জায়গায় আমার কাজ ক'রে দেবেন। তা হলেই মার কাছে থেকে আমাদের দুজনের জীবিকা নির্ব্বাহ হবে। ভবিষ্যতে কখনও সুখের মুখ দেখতে পাব কি না, সেটা আমার দাদার কাজের উপরেই নির্ভর করছে। জ্যেঠা যদি এই কাজটুকু ক'রে দেন,আর নিকোলাস যদি জানায় যে, সে ভাল আছে—সুখে আছে, তা হ'লেই আমার তৃপ্তি হবে।"

কেট আসিবার পর দরজার পশ্চাদ্ভাগের পর্দ্দার অন্তরালে একটা শব্দ হইল। কেহ যেন দ্বারে করাঘাত করিতেছিল।

মিস্ লা ক্রিভি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যেই হোন্, আসুন।"

যিনি আসিলেন, তিনি স্বয়ং রালফ নিকল্‌বি।

উভয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রালফ্ বলিলেন, "আপনারা এত জোর কথা বল্‌ছিলেন যে, আমি ডেকে ডেকেও আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারি নি।"

রালফের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া উভয়েই বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের কথাবার্ত্তার সম্পূর্ণ ভাগ না হউক, খানিকটা তিনি শুনিতে পাইয়াছেন।

আলেখ্যের দিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া রালফ্ বলিলেন, "ওপরে যাবার সময় আমি ভাবলাম, এখানে তোমার দেখা

বেশ উৎফুল্লভাবে মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "হ্যাঁ, মিঃ নিকল্‌বি। আপনাকে বল্‌তে বাধা নেই, ছবিখানি ভারী সুন্দর হয়েছে।"

দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া রালফ বলিলেন, "ম্যাডাম্, কষ্ট ক'রে ছবিখানা আমাকে দেখাবার কোন দরকার নেই। ছবি দেখে আমি কিন্তু ভুলতে পারি না। ছবিখানা শেষ হয়েছে না কি?"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "প্রায় শেষ হয়েছে। আর দু'দিন বস্‌লেই শেষ হয়ে যাবে।"

রালফ্ বলিলেন, "ম্যাডাম, তা হ'লে আজই দু'দিনের কাজ শেষ ক'রে ফেলুন। কাল থেকে এ সব বাজে কাজে সময় দেবার সুবিধা ওর হবে না। কাজ চাই, ম্যাডাম, কাজ চাই। আমাদের সবাইকে কাজ ক'রে যেতে হবে। ম্যাডাম, আপনার ঘর ভাড়া দিয়েছেন?"

"এখনও বিল আমি তৈরী করি নি, মশাই।"

"তা হ'লে এখুনি ক'রে ফেলুন। এই সপ্তাহের পর ও ঘর এদের দরকার হবে না। আর যদি দরকারও হয়, ভাড়া দেবার ক্ষমতা হবে না। শোন বাছা, তোমার কাজ যদি হয়ে থাকে, চল, আর সময় নষ্ট করা চল্‌বে না।"

রালফ্ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অগ্রে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মিস্ লা ক্রিভিকে অভিবাদন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বিতলে চলিলেন। মিসেস্ নিকল্‌বি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। অধীরভাবে বাধা দিয়া রালফ যে জন্য আসিয়াছেন, তাহা বলিবার উপক্রম করিলেন।

রালফ্ বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনার মেয়ের জন্য একটা কাজ পেয়েছি।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "ভালই। আপনাকে আমি যেমন ভেবেছিলাম, দেখছি আপনি তাই। কাল আমি কেটকে প্রাতরাশের সময় বলেছিলাম, নিকোলাসকে তোমার জ্যেঠামশাই কাজ ক'রে দিয়েছেন। দেখো, তোমারও কাজ তিনি জোগাড় ক'রে দেবেন। কেট, বাছা আমার, তোমার জ্যেঠামশাকে ধন্যবাদ দেও।"

ভ্রাতৃজায়ার কথায় বাধা দিয়া রালফ্ বলিলেন, "আমাকে বল্‌তে দিন, ম্যাডাম্।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "কেট, তোমার জ্যেঠা-মশায়কে বল্‌তে দাও।"

কেট বলিল, "মা, উনি যা বল্‌বেন, শুনবার জন্য আমার ভারী উৎকণ্ঠা হয়েছে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তাই যদি তোমার মনের ইচ্ছে, তা হ'লে ওঁকে আর বাধা দিও না। তোমার জ্যেঠা-মশায়ের সময় মূল্যবান। তোমার যতই ইচ্ছে থাক—থামাই স্বাভাবিক; কারণ, ওঁকে তুমি কমই দেখেছ। তা হ'লেও আমরা স্বার্থপর হব না। সহরে ওঁর অনেক দায়িত্বপূর্ণ

ঈষৎ অবজ্ঞাভরে রালফ্ বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনার কথায় আমি বড় বাধিত হলুম। এ পরিবারে ব্যবসা শিক্ষা নেই, তাই কাজের ব্যাপারে বাজে কথা বলাই অভ্যাস হয়ে গেছে।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সেটা ঠিক। আপনার বেচারা ভাই—"

বাধা দিয়া রালফ্ বলিলেন, "আমার বেচারা ভাই ব্যবসার তোয়াক্কা রাখত না। তার ও বিষয়ে কোন জ্ঞানই ছিল না।"

নয়নে রুমাল চাপিয়া ধরিয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সে কথা মিথ্যে নয়। আমি না থাকলে তাঁর যে কি হ'ত, বলা যায় না।"

পৃথিবীর মানুষ কি বিচিত্র! রালফ্ কৌশল করিয়া প্রথম সাক্ষাৎকালে যে টোপটি ফেলিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। বঁড়শীতে এখনও টোপটি দোল খাইতেছিল। হাজার পাউণ্ড যৌতুক তিনি পিতৃগৃহ হইতে আনিয়াছিলেন। এই কথাটাই পুনঃ পুনঃ মিসেস্ নিকলবির মনে উদিত হইতেছিল! চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে রালফ্ যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মিসেস্ নিকলবি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। অথচ বহু বৎসর ধরিয়া স্বামীকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার মনে স্বার্থের বিন্দুমাত্র সংস্রবও ছিল না! দারিদ্র্যের আকস্মিক তাড়না এমনইভাবে মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলে। যদি স্বামী তাঁহার জন্য একটা বাৎসরিক টাকার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে পুরাতন ধারায় তাঁহার মন ভাসিয়া যাইত।

রালফ্ বলিলেন, "এখন অনুতাপ ক'রে কোন ফল নেই। দিন চ'লে গেছে, তার জন্য অশ্রু ত্যাগ করাও নিষ্ফল।"

"তাই ঠিক, তাই ঠিক।"

রালফ্ বলিলেন, "ম্যাডাম্, এখন বুঝতে পাচ্ছেন, হিসাব দিকে মন না দেওয়াতে কি ফল হয়েছে। যাক্, এখন থেকে আপনার ছেলে-মেয়েদের এই কথাটাই বুঝিয়ে দেবেন ছেলেবেলা থেকে হিসাব করেই চলতে হয়।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সে কথা আর বলতে। ...র জ্বালায় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। কেট, নিকোলাসকে ...তে কথা কটি লিখে দিও। আমিও লিখব।"

রালফ্ বুঝিলেন যে, মাকে তিনি হাত করিয়াছেন। ... যদি তাঁহার প্রস্তাবে আপত্তি তুলে, তাহা হইলে মাতার ...য্য তিনি পাইবেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ...লেন, "আমি যে কাজটা যোগাড় করেছি, সেটা কাপড়ের দোকানের কাজ।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "কাপড়ের দোকান!"

রালফ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, কাটা কাপড়ের দোকান। ...নে পোষাক তৈরী হয়। লণ্ডনের পোষাক-বিক্রেতারা বেশ অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বড় লোক হয়, গাড়ী-ঘোড়া রাখে। ভারী ধনী হয়ে সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করে।"

মিসেস্ নিকলবি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, পোষাক বিক্রেতা অর্থে যাহারা রাস্তায় ফেরি করিয়া পোষাক বিক্রয় করে। কিন্তু রালফ্ যখন বুঝাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠিক কথা।"

মিসেস্ নিকলবি অবশেষে বলিলেন, "কেট, তোমার জ্যেঠামশাই যা বলছেন, তা খাঁটি কথা। তোমার বাবার সঙ্গে আমি যখন সহরে এসেছিলাম, তখন একটি তরুণী মহিলা ঘরে তৈরী টুপী প্রভৃতি এনেছিলেন। তিনি ঘরের গাড়ীতে চড়েই এসেছিলেন। সেটা ঘরের গাড়ী কি ভাড়াটে গাড়ী, তা জানিনে। ঘোড়াটা মোড় ফিরতে গিয়ে প'ড়ে মরে গিয়েছিল, দেখেছিলাম। তোমার বাবা বলেছিলেন, অনেকদিন ধ'রে দানা পায়নি বলেই ঘোড়াটা ম'রে গিয়েছিল।"

কেট কিন্তু এ সকল বর্ণনায় আশ্বস্ত হইল না। সে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। রালফ্ ইহাতে অধীর হইয়া উঠিলেন।

তিনি বলিলেন, "যে ভদ্র মহিলার দোকান, তাঁর নাম ম্যাণ্টালিনী, ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী। আমি তাঁকে জানি। স্কাভেণ্ডিস স্কোয়ারের কাছেই তাঁর বাসা। আপনার মেয়ে যদি রাজি হয়, আমি তাকে সোজা সেখানে নিয়ে যাব।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তোমার জ্যেঠাকে কিছু বলবে না, মা?"

কেট বলিল, "বলবার অনেক আছে, তবে এখন নয়। ওঁর কাছে নির্জ্জনে আমি বলব। পথে যাবার সময় ওঁকে ধন্যবাদ দেব, তাতে ওঁর অনেক সময় বেঁচে যাবে।"

কেটের আননে যে উত্তেজনার চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে সে তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলিয়া গেল। জ্যেঠার সহিত যাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। মিসেস্ নিকলবি তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পূর্ব্ব-জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের গল্প বলিতে লাগিলেন। দামী দামী জিনিষগুলি জলের দরে বিক্রীত হইয়াছিল, সে সব কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কেট ফিরিয়া আসিল। উভয়ে তাড়াতাড়ি রাজপথে নামিয়া গেল।

ভ্রাতুষ্পুত্রীর বাহু ধারণ করিয়া রালফ্ বলিলেন, "যত জোরে পার চল। কারণ, রোজ সকালবেলা ঐ রকম জোরে হেঁটে তোমাকে চলতে হবে।"

উভয়ে স্কাভেণ্ডিস্ স্কোয়ার অভিমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ দ্রুত চলিবার পর কেট বলিল, "জ্যেঠামশাই, আমি আপনার কাছে [illegible]"

"জন্যে আমি খুশী হয়েছি। আশা করি, তুমি তাড়াতাড়ি পারদর্শিনী হয়ে উঠতে পারবে।"

কেট বলিল, "আমি খুশী করবার চেষ্টা করব। সত্যি—"

রালফ বলিলেন, "কেঁদে ফেলো না যেন। আমি কান্না ভালবাসি না।"

কেট বলিল, "কান্না দোকানীর লক্ষণ, তা জানি, জ্যেঠামশাই।"

রালফ্ বাধা দিয়া বলিলেন, "তাই ঠিক। আমার কাছে ভবিষ্যতে কখনও চোখের জল ফেলো না।"

যে ভাবপ্রবণা তরুণী জীবনে নূতন অবস্থায় প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ইহা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে। কিন্তু তাহার ফল দেখা দিল। আরক্ত মুখে সে আপনার ভাবাবেগকে সংবরণ করিল। তার পর দৃঢ়-চরণে, দ্রুতগতিতে সে পথ চলিতে লাগিল।

পল্লী-তরুণীর পক্ষে সহরের জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নহে। কেট জ্যেঠামহাশয়ের বাহু অবলম্বন করিয়া ভিড় ঠেলিয়া কোনক্রমে পথ চলিতেছিল—পাছে সে সঙ্গবিচ্যুত হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে কোন কোন পরিচিত লোক রালফের সহিত দুই একটা কথা বলিতেছিল। এমন একটি সুন্দরী তরুণীকে রালফের পার্শ্বে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেছিল।

দোকানের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে অনুমান করিয়া কেট বলিল, "জ্যেঠামশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমি বাড়ী থাকতে পাব ত?"

রালফ্ বলিলেন, "বাড়ী? কোথায় সেটা?"

কেট কথায় জোর দিয়া বলিল, "মানে, আমার মার সঙ্গে থাকতে পাব ত?"

রালফ্ বলিলেন, "তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। তোমার খাওয়া এখানে হবে। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত—সময় সময় পরদিন ভোর পর্য্যন্ত কাজ কর্ত্তে হবে।"

কেট বলিল, "কিন্তু রাত্রিতে মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। এমন একটা জায়গা চাই, যাকে আমি গৃহ বলতে পারি। যেখানেই হোক্, মা সেখানে থাকবেন। হয় ত সে সামান্য ঘর। তা হলেও।"

তাহার কথায় যেন বিরক্ত হইয়াছেন, এমন ভাব প্রকাশ করিয়া রালফ্ বলিলেন, "সামান্য ত হবেই। মেয়েটা পাগল হ'ল না কি?"

কেট বলিল, "আমিও তাই বলছি। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আমার কথায় রাগ করলেন না ত?"

রালফ্ বলিলেন, "এ রকম একটা কথা উঠবে, তা আমি [illegible] ভেবে রেখেছি। অবশ্য তাকে আমার [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] করিনি। আমি হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং সামান্য ঘরে তুমি থেকে যেতে পারবে।"

ইহাতে কেট আশ্বস্ত হইল। কেট তাহার জ্যেঠাকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। রালফ তাহা প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তার পর উভয়ে পোষাক-নির্ম্মাতার দোকানে উপস্থিত হইলেন। ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর দোকানঘর বিস্তৃত। দোকানখানি বেশ সজ্জিত এবং নূতন ধরণের টুপী ও পরিচ্ছদ ঝুলিতেছিল।

এক জন তকমা আঁটা পরিচারক দরজা খুলিয়া দিল। ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বাড়ী আছেন। পরিচারক উভয়কে একটি সুন্দর ও সজ্জিত হল-ঘরে লইয়া গেল। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া রালফ্ বলিলেন, "ওখানে কে?"

ডাক শুনিয়া এক জন ভদ্রলোক রালফের কাছে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে একটা দামী গাউন, ফ্লানেল ট্রাউজার, পায় সবুজ চটি। তাঁহার জুলপী এবং গোঁফ বেশ বাঁকান।

"নিকলবি, তুমি নিশ্চয় আমার কাছে এসো নি।"

রালফ্ বলিলেন, "না, এখন তোমাকে দরকার নেই।"

হা হা করিয়া হাস্য করিয়া তিনি ফিরিতেই কেটকে দেখিতে পাইলেন।

রালফ্ বলিলেন, "আমার ভাইঝি।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বুঝেছি। কেন তুমি এসেছ, তা জানি। এ দিক দিয়ে এস। ওগো, তুমিও এসো। হাঃ! হাঃ! ওরা সবাই আমার পাছু পাছু আসে, নিকলবি! সব সময়েই তাই দেখি!"

তেতলায় বসিবার ঘরে সকলে গমন করিলেন। এ ঘরও সুসজ্জিত।

ভদ্রলোক বলিলেন, "বস এখানে।" বলিয়াই তিনি কেটের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেটের বদন আরক্ত হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে বলিলেন, ম্যাডাম ম্যান্টালিনীকে সংবাদ দিক। ম্যাডাম আসিয়া হাজির হইলেন।

পরিচ্ছদবিক্রেত্রী মোটাসোটা সুন্দরী। অবশ্য স্বামীর অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর ও ঔজ্জ্বল্য আছে। মাত্র ছয়মাস হইল তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর নাম মণ্টেল। কিন্তু পরিশেষে দাঁড়াইয়াছে ম্যান্টালিনীতে। স্ত্রীর উপার্জ্জনেই তাঁহার নিজের খরচ চলে।

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "আমি জানতাম না যে, মিঃ নিকলবি এসেছেন।"

মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "কেন, ভাবকরা তোমায় বলে নি?"

"না, বলে নি। সেটা তোমার [illegible] [illegible]

স্বামী বলিলেন, "আচ্ছা, এবার দেখে নিও। এমন
কাব যে, কেঁদে ম'রে যাবে।"

রালফ্ বলিলেন, "শুনুন, ম্যাডাম, এই আমার
ঝি।"

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী কেটের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ
া বলিলেন, "বেশ! আচ্ছা, বাছা, তুমি ফ্রেঞ্চ জান?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম!" কেট নত নেত্রেই কথা বলিল।
ণ, সে অনুভবে বুঝিতেছিল যে, অসভ্য ভদ্রলোকটি
ষ্টে তাহার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছেন।

স্বামী বলিলেন, "দেশী ফরাসীদের মত কথা কইতে
?"

মিস্ নিকলবি তাঁহার কথায় কোনও উত্তর না
তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর
চাহিল।

ম্যাডাম বলিলেন, "আমাদের এখানে বিশটি যুবতী
ময়েই কাজ করে।"

তাহার স্বামী বলিলেন, "তাদের মধ্যে কেউ কেউ
সুন্দরী।"

তীব্রকণ্ঠে ম্যাডাম হাঁকিলেন, "ম্যান্টালিনী! তুমি
বুক ভেঙ্গে দিতে চাও?"

ম্যান্টালিনী গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বিশহাজার পৃথিবী
ধু সুন্দরী নর্ত্তকী দ্বারা পূর্ণ থাকে, তা হ'লেও নয়।"

তা হ'লে ওরকমভাবে কথা বলো না। মিঃ নিকলবি
র কথা শুনে কি ভাববেন বল ত?"

রালফ্ বলিলেন, "কিছু না, ম্যাডাম, কিছু না। আমি
মধুর স্বভাব ভালরূপেই জানি। আপনার স্বভাবও
জানা আছে। দম্পতিকলহ মধুর। তাতে গার্হস্থ্য
বাড়ে।"

ম্যাডাম কেটের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মিঃ ম্যান্টা-
কথায় তুমি কাণ দিও না, বাছা।"

প্রান্ত ঘৃণার সহিত কেট বলিল, "না, ম্যাডাম, আমি
দিচ্ছি না।"

স্বামীর দিকে চাহিয়া ম্যাডাম কেটকে বলিলেন, "এই সব
র সম্বন্ধে মিঃ ম্যান্টালিনী কিছুই জানেন না। উনি
কাউকে দেখে থাকেন, এখানে নয়—রাস্তায়। যখন
কাজ ক'রে চ'লে যায়, বা এখানে কাজ করতে
তখন। তাদের কাজের ঘরে উনি কখনো
ন নি। আমি তা হ'তে দেই না। তোমার কোন্
কাজ করবার সুবিধা হবে?"

মৃদুকণ্ঠে কেট বলিল, "আগে ত আমি কখনো কোন
করিনি।"

রালফ্ বলিলেন, "তাই ও আরও ভাল ক'রে কাজ
পারবে।" [illegible] কেটের কথা শুনিয়া [illegible]

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "আমিও [illegible]
করি। আমাদের এখানে কাজের [illegible]
থেকে রাত ৯টা, তা ছাড়া অতিরিক্ত কাজের দরকার
হ'লে সেজন্ত আমরা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে
থাকি।"

কেট তাহাতে মাথা নত করিয়া জানাইল যে, সে
কথাটা বুঝিয়াছে এবং খুসীও হইয়াছে।

ম্যাডাম বলিয়া চলিলেন, "তোমার ডিনার ও চা
এখানেই তুমি পাবে। আমার মনে হয়, হপ্তায় তোমাকে
পাঁচ থেকে সাত শিলিং দেওয়া যাবে। তবে তোমার কাজ
না দেখা পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে তোমাকে পাকা
খবর দিতে পারলাম না।"

কেট আবার তাহার মাথা নত করিল।

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "তোমার যদি মত থাকে,
তা হ'লে সোমবার সকাল থেকে তুমি কাজে লাগ্‌তে পার।
ঠিক ৯টায় আসা চাই। মিস্ ন্যাগ্ দলের সর্দ্দার। সে
তোমাকে সোজা কাজই প্রথম প্রথম দেবে। মিঃ নিকলবি,
আর কোন কথা আছে কি?"

রালফ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,
"না, ম্যাডাম।"

ম্যাডাম বলিলেন, "তা হ'লে ঐ কথাই রইল।" তিনি
চলিয়া যাইতেন, কিন্তু স্বামীর কাছে ইহাদিগকে রাখিয়া
যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। রালফ তাঁহাকে
এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর হাত ধরিয়া
তখনই তিনি কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। মিঃ ম্যান্টালিনী
বিশেষ পদশব্দ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে সিঁড়ি দিয়া নীচে
নামিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।
কেট একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহার দিকে চাহিল না।

পথে আসিয়া রালফ্ বলিলেন, "যাক্, এখন থেকে
তোমার ব্যবস্থা হইয়া গেল।"

কেট তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে যাইতেছিল,
কিন্তু তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার মত-
লব ছিল, তোমার মাকেও কর্ণওয়ালের ধারে একটা কাজ
ক'রে দেই। কিন্তু তোমরা যখন একসঙ্গে থাকতে চাও, সেটা
আর হ'ল না। তাঁর হাতে কি কিছু টাকা-কড়ি আছে?"

কেট কহিল, "সামান্যই আছে।"

রালফ বলিলেন, "হিসেব ক'রে চল্‌লে অল্প টাকাতেও
অনেক দিন চলে। কত দিন তাতে চলে, তা তাঁর দেখা
উচিত। তোমাদের [illegible] পর্য্যন্ত আছে না?"

"আপনি ত তাই ব'লে গিয়েছিলেন, জ্যেঠামশাই।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমার একটা খালি বাড়ী [illegible]
সেটা [illegible] পর্য্যন্ত সেখানে তোমরা [illegible]
পার। [illegible]

"এ বাড়ীটা কি এখন কেউ ব্যবহার করছে?"

রালফ বলিলেন, "তা দূরে আছে সে কি। শহরের বার এক অংশে, ইষ্ট এণ্ডে বাড়ী। শনিবার এগার আবার কেরাণীকে তোমাদের ওখানে পাঠিয়ে দেব। সে তোমাদের সেই বাড়ীতে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন আসি। তুমি পথ চেন? সোজা চ'লে যাবে।"

ভ্রাতুষ্পুত্রীর করমর্দ্দন করিয়া রালফ রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের কাছে অন্যদিকে চলিলেন। কেট বিষণ্ণ চিত্তে বাসার দিকে ফিরিল।

১১

মিস্ নিকলবি পথ চলিতে চলিতে ভাবিতেছিল। তাহার মনে হতাশার ভাব উদিত হইয়াছিল। জ্যেঠামহাশয়ের ব্যবহারে সে বিশেষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। ম্যাডাম ম্যাণ্টালিনীর ব্যবসায়ব্যাপার উপলক্ষে সে যে সামান্য জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সে উৎসাহিত হইতে পারে নাই। চিন্তাভরে অবসন্ন-হৃদয়ে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনেক প্রকার ভাবী বিপত্তির আশঙ্কাও তাহার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

কেট বাসায় ফিরিয়া সকল কথা মাতাকে জ্ঞাপন করিল। মিসেস্ নিকলবি সকল কথা শুনিয়া কিন্তু আশ্বস্তই হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই কারবারে থাকিলে, তাঁহার কন্যার কালে উন্নতি হইবে। মিস্ লা ক্রিভি এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমি কিন্তু এ কাজটা তত স্বাস্থ্যকর ব'লে মনে করতে পাচ্ছি না। দুজন পরিচ্ছদ-বিক্রেত্রীর ছবি আমি নিয়েছিলুম, তাদের মুখ এমন বিবর্ণ দেখেছিলুম যে, তারা সুস্থ নয় বলেই মনে হয়েছিল।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তাদের দৃষ্টান্তকে সাধারণ দৃষ্টান্ত ব'লে ধরা যায় না।"

অবশেষে কেট তাহার জ্যেষ্ঠতাতের প্রস্তাবের কথা জানাইল। তাঁহার একটা খালি বাড়ীতে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সংবাদে মিসেস্ নিকলবি খুসী হইলেন। তিনি সেখানে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রত্যহ ইষ্টএণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া তিনি কন্যাকে ওয়েষ্টএণ্ড হইতে লইয়া যাইবেন। এরূপ ভাবিলেন না যে, ঝড়বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের বাধা আছে। এমনই সরলা তিনি।

কেট বলিল, "মিস্ ক্রিভি, আপনার মত বন্ধুকে ছেড়ে যেতে হবে, এজন্য আমি ভারী দুঃখিত।"

মিস্ লা ক্রিভি সোৎসাহে বলিলেন, "অত সহজে আমাকে ছেড়ে ফেলতে পারবে না। আমি প্রায়ই তোমার সঙ্গে দেখা করব, রাজধানী কেমন চলছে, তা জেনে নেব। [illegible] তোমার আর কেউ করবে না।"

মিস্ লা ক্রিভি হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ক্রন্দন অথবা আনন্দ বা আশা কিছুতেই পরিবার দিবস অপরাহ্নে নিউম্যান নগসের আগমনে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইল না।

ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট সময়ে সে হাজির হইল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিবামাত্র সে দ্বারে করাঘাত করিল।

উপরতলে উঠিয়া, সংক্ষেপে সে বলিল, "মিঃ রালফ নিকলবি পাঠিয়েছেন।"

কেট বলিল, "আমরা এখনি তৈরী হচ্ছি। বেশী কিছু জিনিষপত্র নেই, তবে একখানা গাড়ীর দরকার হবে।"

নিউম্যান বলিল, "আমি নিয়ে আসছি।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "না, না, আপনাকে কষ্ট ক'রে গাড়ী ডাকতে যেতে হবে না।"

নিউম্যান বলিল, "আমাকে যেতে হবে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সে হয় না। আপনাকে কষ্ট দিতে পারব না।"

নিউম্যান বলিল, "আসবার সময় ভেবেছিলাম, একবারে গাড়ী নিয়েই আসব। কিন্তু যদি আপনাদের দেরী থাকে, তাই আনিনি।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আপনার মনিব কেমন আছেন, মিঃ নগস্?"

সে বলিল যে, তিনি ভালই আছেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার ভালবাসা প্রদান করিয়াছেন।

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তাঁর কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

"বেশ, আমি সে কথা তাঁকে জানাব।"

মিঃ নগস্‌কে একবার দেখিলে কেহ তাহাকে ভুল করিবে না—নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে। কেট তাহার দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মনে হইল, নগস্‌কে সে ইতিপূর্ব্বে কোথায় যেন দেখিয়াছে।

সে বলিল, "আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করবেন। আমার দাদা যে দিন ইয়র্কশায়ারে যায়, সে দিন গাড়ীর আড্ডায় আপনাকে যেন দেখেছিলাম ব'লে মনে হচ্ছে।"

মিসেস্ নিকলবির দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সে কেটকে বলিল, "না।"

কেট বলিল, "না! কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে, এটা নিশ্চয়।"

নিউম্যান বলিল, "আপনার ভুল হচ্ছে। গত ৩ সপ্তাহের মধ্যে আমি বাড়ী থেকেই বেরুইনি। আজ সবে বার হয়েছি। আমার বাত হয়েছিল।"

অবশ্য নিউম্যানকে দেখিলে কেহই বলিবে না যে, তাহার

াগিল। এমন সময় মিসেস্ নিকল্‌বি দ্বার বন্ধ করিয়া লেন, পাছে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া নিউম্যানের বাত বৃদ্ধি য়। বাধ্য হইয়া নিউম্যানকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। মিচার্মিকাই গাড়ী ডাকিতে গেল। ইহাতেও নিউম্যানের াপত্তি করিবার আর পথ রহিল না।

গাড়ী আসিলে, জিনিষপত্র লইয়া মাতা ও পুত্রী ভিতরে সিলেন। নিউম্যানকে ভিতরে বসিবার জন্য আহ্বান করা ইল; কিন্তু সে কোনওমতেই ভিতরে গেল না; গাড়ো-নের পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

অনেক পথ ঘুরিয়া টেম্‌সের ধারে একটি পুরাতন বড় াড়ীর কাছে গাড়ী থামিল। দ্বার ও জানালাগুলি এমন ন্দমাক্ত যে, দীর্ঘকাল কেহ এই বাড়ীতে বাস করে নাই। াড়ীটা যেমন পুরাতন, তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন। মন ন্দর্শনমাত্রেই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

কেট বলিল, "এ বাড়ী দেখলেই মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। বাড়ীতে যেন কোন অভিসম্পাত আছে, এম্‌নি ভাব মনে াগে। আমার যদি কুসংস্কার থাক্‌ত ত বল্‌তাম, নিশ্চয় খানে কোন সাংঘাতিক ব্যাপার ঘ'টে থাক্‌বে। বাস্তবিক অন্ধকারময় ঘরগুলো দেখতে।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "ও রকম ক'রে বলো না, াছা। ওতে আমার মনে ভয় হচ্ছে।"

জোর করিয়া হাসিয়া কেট বলিল, "না মা, আমি বাজে থা বল্‌ছি।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "বাজে কথা না বলাই ভাল। াজে কল্পনা করলেই আমারও মন বাজে কল্পনায় মগ্ন বে। এ সব কথা আগে ভাবনি কেন? মিস্ লা ক্রিভিকে ামাদের সঙ্গে থাক্‌বার জন্য বল্‌লেই হ'ত, কিংবা একটা কুর সংগ্রহ ক'রে নিলে হ'ত।"

নিউম্যান এ সকল কথায় কর্ণপাত করিল না। সে াহাদিগকে লইয়া উপরতলে গিয়া দুইটি ঘর দেখাইল। নে হইল, এই দুইখানি ঘর বাসযোগ্য করিবার জন্য পূর্ব্বেই চেষ্টা হইয়াছে। একটি ঘরে খান কয়েক চেয়ার, একখানা টেবল রহিয়াছে। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জালিবার ব্যবস্থাও রা হইয়াছে। অপর কক্ষমধ্যে একখানি খাট এবং কতক-লি তৈজসপত্র দেখা গেল।

খুসী হইবার চেষ্টা করিয়া মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, তোমার জ্যেঠামশায়ের বেশ বিবেচনা-বোধ আছে। ামাদের বিছানা ছাড়া কোন জিনিষই ত নেই। তাঁর ায় এ সব জিনিষ পাওয়া গেল।"

চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কেট বলিল, "সত্যি তাই।"

নিউম্যান নগস্ এ কথা বলিল না যে, সেই চারিদিক ুঁজিয়া এই সকল আসবাবপত্র এই ঘরের মধ্যে সাজাইয়া [illegible]

তবে অবশ্য নিকলবি এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই ধারণা ইহাদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, ইহা অনিয়ে মাত্র সে একে একে তাহার দশটি আঙ্গুলই মটকাইয়া শব্দ উৎপাদন করিল। ইহাতে মিসেস্ নিকলবি প্রথমতঃ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যখন মনে হইল যে, বাতের সঙ্গে হয় ত ইহার সম্বন্ধ আছে, তখন তিনি সে সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্নই উত্থাপিত করিলেন না।

কেট বলিল, "আপনাকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়।"

নিউম্যান বলিল, "আর কিছু করবার দরকার আছে কি?"

মিস্ নিকলবি বলিল, "কিছু না, ধন্যবাদ।"

মিসেস্ নিকলবি তাঁহার মুদ্রাধার হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "হয় ত মিঃ নগস্, আমাদের স্বাস্থ্য পান কর্‌তে চান।"

নিউম্যান তখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। কেট তাহা দেখিয়া মাতাকে বলিল, "মা, তুমি যদি ওঁকে সুরাপানের জন্য কিছু দেও, হয় ত তাতে ওঁর বিরক্তি আস্‌তে পারে। ওঁর মনে তাতে আঘাত দেওয়া হবে।"

নিউম্যান নগস্ ভদ্রলোকের ন্যায় এই তরুণীর প্রতি নতি প্রকাশ করিল। তার পর বুকের উপর হাত রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু তার পর কোন কথা না বলিয়াই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বার বন্ধ হইবার শব্দে কেটের চমক ভাঙ্গিল। তখন তাহার মনে হইল, নগস্‌কে আরও খানিকক্ষণ থাকিতে বলিলে ভাল হইত। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার লজ্জাবোধ হইল। ততক্ষণে নিউম্যান নগস্ রাজপথে গিয়া উঠিয়াছে।

১২

মিস্ ফ্যানী স্কুইয়ারসের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা যে, তাহার পিতা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার এমন অবস্থা ছিল না যে, কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করে। বাস্তবিক ফ্যানীর আননে তখন বিরক্তির চিহ্ন বিশেষ-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মিঃ স্কুইয়ারসের তখন এমন অবস্থা যে, যাহাকে সম্মুখে পাইবে, তাহাকেই প্রহার করিবে। ফ্যানী তাহার পিতার স্বভাব জানিত বলিয়া একটি বালককে পিতার ক্রোধের প্রথম ধাক্কা বহন করিবার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। মিঃ স্কুইয়ারস্ বাড়ী ফিরিয়া বালকটির উপর কীল, লাথি, চড় বর্ষণের পর বুট-জুতা পরিয়াই শয্যায় শয়ন করিল। ছাত্রটি তা শয্যাপার্শ্বেই পড়িয়া রহিল।

সে বলিল, "আপনার চুলগুলি কি সুন্দর, মিস্!"

ক্রোধভরে মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "চুপ থাক্ বাপু!"

পরিচারিকা ইহাতে বিস্মিত হইল না। সে ফ্যানীর স্বভাব জানিত। চা-পানের আসরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। এজন্ত সে মনিবকন্তার প্রসন্নতালাভের জন্ত অন্ত পথ ধরিল।

দাসী কথার মোড় ঘুরাইয়া বলিল, "সে আপনি যদি আমায় মেরেও ফেলেন, আমি বল্‌তে বাধ্য, মিস্ প্রাইস্‌কে আজ যাচ্ছেতাই দেখ্‌তে লেগেছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে দাসীর কথা শুনিবার জন্ত প্রস্তুত হইল।

সে বুঝিল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সে বলিল, "আমার কোন কথা বলা অন্তায়, তা আমি জানি, মিস্। কিন্তু না বলেও পারিনে। মিস্ প্রাইস্ আপনার বন্ধু। কিন্তু তিনি যে রকম সেজেগুজে এসেছিলেন, যে ভাবে কথা বল্‌ছিলেন, তা যে দেখবে, যে শুনবে, সেই বিরক্ত হবে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "কি বল্‌তে চাও তুমি, ফিব্?"

"ভালই বল্‌ছি, মিস্। তিনি যে রকম মাথা নাড়াচ্ছিলেন, তাতে রাগ হয়।"

"তা সে করছিল বটে।"

"ভারী অহঙ্কার—ভারী দেমাক!"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আহা, বেচারা টিল্‌ডা!"

পরিচারিকা বলিল, "প্রায় দেখি, লোকে তাঁর প্রশংসা করে, এই তাঁর ইচ্ছে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ফিব, এরূপভাবে তোমাকে মতপ্রকাশ করতে দেওয়া উচিত নয়। টিলডার বন্ধুরা ছোটলোক বটে। সে যদি ভদ্রব্যবহার না জানে, তাতে তার দোষ কোথায়?"

"কিন্তু তিনি যদি আপনার নকল করতেন, নিজেকে শুধরে নিতে পারতেন, তাতে তার ভাল হ'ত নাকি?"

"ফিব্, এ রকম তুলনামূলক সমালোচনা আমার শোনা উচিত নয়। টিলডা আমার বন্ধু। তার বিরুদ্ধে এ সব কথা আমি শুনব না। ও কথা ছেড়ে দেও, ফিব। সে যদি কারও নকল করতে চায়, করুক, কিন্তু আমার নয়।"

ফিব্ বলিয়া উঠিল, "না, আপনারই নকল করা তাঁর উচিত।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি যদি তাই বল, ফিব্, তা হ'লে সেটা মন্দ হয় না। তাতে তার ভালই হবে।"

পরিচারিকা রহস্তপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কেউ কেউ তাই বলে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তার মানে?"

[illegible]

নাটকীয় ভাবে মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "ফিব্, আমি তোমায় অনুনয় করছি, সব খুলে বল। এ কি রহস্য? বল, বল!"

পরিচারিকা বলিল, "আপনি যদি শুনতে চান, তবে বলি। মিঃ জন ব্রাউডি ঠিক আপনার মতই ভাবেন। তিনি যদি বেশী দূর এগিয়ে না যেতেন, তা হ'লে মিস্ প্রাইসের বদলে মিস্ স্কুইয়ারস্‌কেই তিনি খুসী হয়ে বিয়ে করতেন।"

বেশ সম্ভ্রমভরে এক করতল অপর করতলে চাপিয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "হা ভগবান্! এ সব কি কথা!"

চতুরা পরিচারিকা বলিয়া উঠিল, "যা সত্য, তাই বল্‌লাম, ম্যাডাম্!"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিয়া উঠিল, "এ কি অবস্থা! আমার বন্ধু টিলডার সুখ-শান্তি অজ্ঞাতসারে আমি ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি পছন্দ করি আর নাই করি, পুরুষগুলো আমাকেই ভালবেসে ফেলে! আর আমার জন্ত তাদের নির্ব্বাচিত নারীকে ত্যাগ করতে চায়!"

পরিচারিকা বলিল, "কারণ, না ক'রে তারা পারে না, মিস্। এ ত সোজা কথা!"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "দেখ, এ রকম কথা আর আমার কাছে কখনও বলো না! শুন্‌ছ? টিলডা প্রাইসের অনেক দোষ আছে, কিন্তু আমি তার ভালই চাই। তা ছাড়া তার বিয়ে হয়ে যাক্, এও আমি চাই। তার দোষ আছে বলেই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। না ফিব্, মিঃ বাউডিকে তার পাওয়া চাই। আহা বেচারা, তার জন্ত আমার দুঃখ হয়; কিন্তু টিলডাকে আমি ভালবাসি। সে ভাল স্ত্রী হোক্, এই আমার বাসনা।"

এইরূপ আবেগপূর্ণ চিত্তে মিস্ স্কুইয়ারস্ শয়ন করিল।

বিদ্বেষ শব্দটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহা মনের এমন একটা বিচিত্র অবস্থা—যাহার অর্থ অনেক এবং মিশ্রভাব-ব্যঞ্জক। মিস্ স্কুইয়ারস্ মনে মনে জানিত, তাহার পরিচারিকা তাহাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তোষামোদপূর্ণ। পরিচারিকাও তাহা জানিত। মিথ্যা হইলেও, মিস প্রাইসের উপর ফ্যানীর যে আক্রোশ জন্মিয়াছিল, পরিচারিকার সহিত আলোচনায় তাহা যেন সার্থকতা লাভ করিল। ইহাতে তাহার মনও অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

তাহার ফলে উভয় বন্ধুর মধ্যে আবার পূর্ব্ব-বন্ধুত্ব-প্রীতি সহজভাবে দেখা দিল। কারণ, পরদিন যখন মিস্ প্রাইস আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মিস্ স্কুইয়ারস্ তাহাকে সাদরে আহ্বান করিল।

মিস্ প্রাইস বলিল, "ফ্যানী, এই দেখ, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কাল কথা-কাটাকাটি

মিস্ জুইয়ারস্ বলিল, "তোমার রাগ দেখে আমার কষ্ট
ঃখ হয়েছিল, টিল্ডা। কিন্তু তোমার উপর আমার কোন
বেষ নেই। আমি ওসব মনে রাখি না।"

মিস্ প্রাইস বলিল, "তুমি রাগ করো না, ফ্যানী।
কটা কথা বলতে এসেছি। শুনে তুমি খুশী হবে।"

মিস্ জুইয়ারস্ বলিল, "কি কথা, টিল্ডা?"

মিস্ প্রাইস বলিল, "কাল এখান থেকে চ'লে যাবার
র, জনের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল।"

ঈষৎ হাসিয়া ফ্যানী বলিল, "এ কথা শুনে আমি খুশী
নুম না।"

মিস্ প্রাইস বলিল, "হা ভগবান্! তুমি যতটা মন্দ
াবছ, তা নয়।"

আবার ঈষৎ বিষণ্ণভাব প্রকাশ করিয়া মিস্ জুইয়ারস্
লিল, "তাই না কি! আচ্ছা, ব'লে যাও।"

মিস্ প্রাইস বলিল, "অনেক কথা-কাটাকাটির পর যখন
লুলাম, তার মুখ আর দেখ্‌ব না, তখন সব ঠিক হয়ে
ল। আজ সকালে জন গিয়ে আমাদের নাম দিয়ে
সেছে। আসছে রবিবারে নাম উঠ্‌বে। সুতরাং
সপ্তাহ পরে আমাদের বিয়ে। তোমার পোষাক তৈরী
'রে রেখ।"

এ সংবাদে মধুও ছিল, হুলও ছিল। বান্ধবী এত শীঘ্র
বাহিত হইবে, এ সংবাদ হুলের মত মনে বিদ্ধ হইল।
ার নিকোলাসের প্রতি বান্ধবীর দৃষ্টি নাই, তাহা মধুর মত
ষ্ট লাগিল। মিস্ জুইয়ারস্ বিবাহ উপলক্ষে নূতন পোষাক
তৈরী করিয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিল। টিল্ডা
বিবাহে সুখী হইবে, সে কথাও সে বান্ধবীকে জ্ঞাপন
করিল।

মিস্ প্রাইস অবশেষে বলিল, "ফ্যানী, মিঃ নিকলবি
ম্বন্ধে তোমাকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

বাধা দিয়া মিস্ জুইয়ারস্ হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের লক্ষণ
প্রকাশ করিয়া বলিল, "সে আমার কাছে কিছুই নয়।
আমি তাকে ঘৃণা করি।"

বান্ধবী বলিল, "না, না, ওটা তোমার মনের কথা
য়। স্বীকার কর ফ্যানী, তুমি তাকে কি পছন্দ কর না?"

সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়া মিস্ জুইয়ারস্ অঝোর-
ধারে কাঁদিতে লাগিল, এবং ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিল
, তাহার মত ভাগ্যহতা, উপেক্ষিতা আর কেহ নাই।

মিস্ জুইয়ারস্ বলিল, "আমি সবাইকে ঘৃণা করি।
বাই যদি ম'রে যেত ত ভাল হ'ত।"

মিস্ প্রাইস বিচলিতভাবে বলিল, "না, না, ও রকম
থা বলো না।"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া, রুমাল প্রায় ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে
মিস্ জুইয়ারস্ বলিল, "না, না, সত্যি বলছি, আমার মরণ
হওয়াই ভাল ছিল।"

ম্যাটিলডা বলিল, "আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার
মত বদলে যাবে। তার উপর রাগ না দেখিয়ে, অনুরাগ
দেখাবার চেষ্টা করলেই ভাল হবে। তুমি যদি তার সঙ্গে
ভাল ব্যবহার কর, তার সঙ্গ নিয়ে প্রেম নিবেদন কর, তবে
ভাল হবে না?"

ফ্যানী বলিল, "তুমি কি বলছ, টিলডা, তোমার কথায়
আমি লজ্জা পাচ্ছি। এ সব অসম্মানজনক প্রস্তাব করলে
কি ক'রে? আর কেউ যদি বলত যে, এ সব কথা তুমি
বলেছ, আমি তার কথা বিশ্বাস করতাম না।"

মিস্ প্রাইস্ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,
"বা! ভারী মজা ত! তোমার কথা শুন্‌লে, লোকে
ভাববে, আমি কাকে বুঝি হত্যা করছি।"

আবেগভরে মিস্ জুইয়ারস্ বলিল, "কাছাকাছি বটে।"

মিস্ প্রাইস বলিয়া উঠিল, "এ সবের অর্থ এই যে,
আমার চেহারাটা ভাল ব'লে মানুষ আমার সঙ্গে ভদ্রব্যবহার
করে, এই ত। কেউ কিছু নিজের মুখ নিজে গড়ে না।
আমার মুখ ভাল, অপরের মুখ খারাপ। এর জন্য ত
আমি দায়ী হ'তে পারিনে।"

তারস্বরে মিস্ জুইয়ারস্ বলিয়া উঠিল, "চুপ কর
বল্‌ছি। নইলে তোমার মুখে থাব্‌ড়া মারব, টিলডা।
আর তার পর আমি অনুশোচনা করতে থাক্‌ব!"

ইতিমধ্যে দুই জন তরুণীর মেজাজ খুবই গরম হইয়া
উঠিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ
করিতে লাগিল। সামান্য হইতে কলহ প্রবল আকার ধারণ
করিল। অবস্থা যখন শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছিল,
সেই সময় উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর উভয়েই
স্বীকার করিল যে, এমন ভাবে নিজেদের মধ্যে কলহ
করিবার ইচ্ছা কাহারই ছিল না। ক্রমে উভয়ের মধ্যে
সন্ধি স্থাপিত হইল—পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ
করিল। উভয়েই বলিল যে, তাহাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন কোন
দিন শিথিল হইবে না।

আসন্ন বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিস্ জুইয়ারস্
বান্ধবীকে কিছু দূর আগাইয়া দিবার জন্য পথে বাহির
হইল।

ছাত্রদের ভোজনের পর একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা
আছে। এই সময়ে নিকোলাস্ প্রত্যহ পথে একা একা
বেড়াইয়া বেড়াইত। আজও সে বিষণ্ণ-মনে ভ্রমণে বাহির
হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে তরুণী-যুগল পথে বাহির হইল।
কিছু দূর যাইবার পর মিস্ জুইয়ারস্ দেখিল, অদূরে
নিকোলাস্ আসিতেছে। ইহাতে সে অতিমাত্রায় চঞ্চল
হইয়া উঠিল।

মিস্ প্রাইস্ বলিল, "ভাই, ফিরে যাব না কি? না
সাহেবের ঐ কুটীরে ঢুকে পড়ব? উনি এখনও আমাদের
দেখতে পান নি।"

তাহার পত্নী সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "ওরে স্মাইক, তোর মাথায় আর একটা ঘা খেতে চাস্ না কি?"

কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না। নিকোলাস চাহিয়া রহিল। বালকরা এতক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

স্কুইয়ারস্ সিঁড়ির রেলিংএর উপর বেত্রাস্ফালন করিয়া বলিল, "বেটা গেল কোথায়? নিকলবি!"

"কি, মশাই?"

"বদমাস্‌টাকে নীচে পাঠিয়ে দেও। আমি তাকে ডাক্‌ছি, শুনতে পাচ্ছ না?"

নিকোলাস্ বলিল, "তাকে এখানে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

শিক্ষক বলিল, "মিথ্যে কথা বলো না। সে এখানেই আছে।"

সক্রোধে নিকোলাস্ বলিল, "সে নেই এখানে। আমাকে অমন ক'রে কথা বল্‌বেন না।"

মিঃ স্কুইয়ারস্ উপরে উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি। তাকে খুঁজে পাব, তোমাকে ব'লে দিচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া বেত্রাস্ফালন করিতে করিতে, যেখানে স্মাইক শুইয়া থাকে, সেখানে ছুটিয়া গেল। কিন্তু সেখানে কেহ নাই!

বিবর্ণ-মুখে স্কুইয়ারস্ বলিল, "এর মানে কি? তাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

নিকোলাস বলিল, "গত রাত থেকে আমি তাকে মোটেই দেখিনি।"

ভীত হইয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "শোন, এমন ক'রে তুমি তাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে পাবে না। সে কোথায়?"

নিম্ন-স্বরে নিকোলাস বলিল, "হয় ত সে পুকুরে ডুবে মরেছে।"

অত্যন্ত বিচলিত হইয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "অধঃপাতে যাও তুমি! তোমার কথার মানে কি?"

সে তখন বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, স্মাইক কোথায় গেল?

সকলেই বলিয়া উঠিল, তাহারা কিছুই জানে না। শুধু এক জন বালক বলিয়া উঠিল, "শুনুন স্যার, স্মাইক বোধ হয় পালিয়ে গেছে।"

বালকটির দিকে ফিরিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "কে এ কথা বল্‌লে?"

সমস্বরে কতিপয় বালক বলিয়া উঠিল, "টম্‌কিন্‌স্, স্যার।"

স্কুইয়ারস্ বালকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "তোমার মনে হচ্ছে, সে পালিয়ে গেছে?"

ক্ষুদ্র বালক বলিল, "হ্যাঁ, মশাই।"

বালকটির হাত ক্ষিপ্রতার সহিত ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠের জামা খুলিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "কারণটা কি শুনি। এখান থেকে ছেলে পালিয়ে যে গেল, তার হেতুটা বল ত, খোকা?"

বালক চীৎকার করিয়া উঠিল। কারণ, তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুরভাবে বেত পড়িতে লাগিল। বালক আঘাত-বেদনায় কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "আর কোন ছেলে মনে করে যে, স্মাইক পালিয়ে গেছে? তার সঙ্গে আমি কথা কইব।"

কেহই কথা কহিল না। নিকোলাস্ এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, তাহার দৃষ্টিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে নিকোলাসের দিকে চাহিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "নিক্‌লবি, তোমারও ধারণা, সে পালিয়ে গেছে?"

শান্তভাবে নিক্‌লবি বলিল, "আমার ত তাই ব'লে মনে হয়।"

ঘৃণাভরে স্কুইয়ারস্ বলিল, "তাই তোমার ধারণা? হয় ত তুমি জান যে, সে পালিয়েছে?"

"না, আমি কিছুই জানিনে।"

"সে তোমাকে বলেনি যে, সে পালাচ্ছে?"

নিকোলাস্ বলিল, "না, আমাকে কিছুই বলেনি। সে যে আমায় বলেনি, তাতে আমি খুসী আছি। কারণ, তা হ'লে সময়মত আপনাকে সে কথা জানান আমার কর্ত্তব্য ছিল।"

স্কুইয়ারস্ বিদ্রূপভরে বলিল, "সে কথা বল্‌তে নিশ্চয় তোমার ভারী কষ্ট হ'ত বোধ হয়?"

নিকোলাস্ বলিল, "নিশ্চয়। আপনি ঠিক আমার মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন।"

সোপান-নিম্নে দাঁড়াইয়া মিসেস্ স্কুইয়ারস্ আগাগোড়া সকল কথা শুনিয়াছিল। সে অধীরভাবে তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

সে বলিল, "এখানে সবাই কি করছ? ওর সঙ্গে কথা বলারই বা কি দরকার আছে, স্কুইয়ারস্?"

স্বামী বলিল, "ব্যাপার এই, স্মাইককে পাওয়া যাচ্ছে না।"

স্ত্রী বলিল, "সে আমি জানি। এতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? এই রকম শিক্ষক এনেছ বলেই ত ছেলেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যেমন কর্ম্ম, তার ফলও তেমন। শোন ছোক্‌রা, তুমি ছেলেদের নিয়ে স্কুল-ঘরে যাও। সেখান থেকে ছুটী না পাওয়া পর্য্যন্ত নড়ো না। তা যদি কর, তা হ'লে আমি বলছি, তোমার ও সুন্দর চেহারা আর থাক্‌বে না, ব'লে দিচ্ছি।"

নিকোলাস্ বলিল, "বটে!"

"হ্যাঁ গো, বাঁদর মশাই। আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌ত, তোমার মত লোককে এক দণ্ডও এখানে থাক্‌তে দিতাম না।"

নিকোলাস্ বলিল, "ক্ষমতা থাক্‌লে তোমাকেও এক দণ্ড থাক্‌তে হ'ত না। এই ছেলেরা!"

বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "এই ছেলেরা! তোমাদের নেতার সঙ্গে সঙ্গে যাও। আর পার যদি, স্মাইকের নকল করো, যদি সাহস থাকে। তাকে ফিরিয়ে আনবার পর তার অদৃষ্টে কি ঘটে, তোমরা দেখে নিও। তার সম্বন্ধে যদি কেউ কোন কথা বল, তবে তোমাদের অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তাকে যদি আমি ধরতে পারি, তাকে আর বেঁচে থাকতে হবে না। ছেলেরা, তোমাদের এ কথা ব'লে রাখলাম।"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বিদ্রূপপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "যদি তাকে ধরতে পার! তুমি ঠিক তাকে ধরতে পারবে। এস, আমি পথ বাৎলে দিচ্ছি। যাও, তোমরা চ'লে যাও!"

বালকরা চলিয়া গেলে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া স্ত্রী বলিল, "সে ঠিক পালিয়েছে! গোয়ালঘর, আস্তাবল তালা-বন্ধ আছে। কাজেই সেখানে সে নেই। নীচে কোথাও সে নেই। মেয়ে ও চাকরাণী খুঁজে দেখেছে। সে সোজা পথে ইয়র্কের দিকে গেছে।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তা যাবে কেন?"

ক্রোধভরে পত্নী বলিল, "নির্বোধ কোথাকার! তার পয়সাকড়ি কিছুই নাই। আছে কি?"

"না, একটা পয়সাও সে কোন দিন পায়নি।"

স্ত্রী বলিল, "ঠিক কথা। কোন খাবার জিনিষও সে নেয় নি। সে আমি জানি। হা! হা! হা!"

স্কুইয়ারসও হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

পত্নী বলিল, "তা হ'লেই বুঝে দেখ, পথে ভিক্ষা করতে করতে তাকে যেতে হবে। রাজপথ ছাড়া ভিক্ষা পাবে কোথায়?"

করতালি দিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "এ কথা ঠিক।"

স্ত্রী বলিল, "এখন তুমি গাড়ী নিয়ে এক দিকে যাও। আমিও একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে অন্য দিকে যাব। দুজনের এক জন তাকে ধরতে পারবই!"

স্ত্রীর পরামর্শমত কাজ হইল। দুই জন দুইখানা গাড়ী লইয়া পথের দুই দিকে যাত্রা করিল। জোয়ান শ্রমিক দুই জন করিয়া দড়ি লইয়া অনুযাত্রী হইল।

নিকোলাস উৎকণ্ঠিতভাবে ব্যাপারের পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। স্মাইকের জন্য তাহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইয়াছিল। সে দিন চলিয়া গেল। পরদিবস অপরাহ্নে স্কুইয়ারস্ ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "ছোঁড়াটার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। মিসেস্ নিকল্‌বি যদি তাকে খুঁজে না আনতে পারেন, তা হ'লে আমি কারও না কারও ঘাড়ে চেপে সান্ত্বনা আদায় ক'রে নেব, নিকল্‌বি।"

নিকোলাস্ বলিল, "আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ওতে আমার কিছুই যায় আসে না।"

ভয় দেখাইয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "তাই না কি? আচ্ছা, দেখা যাবে।"

নিকোলাস বলিল, "তা দেখা যাবে।"

শিক্ষক বলিল, "আমার ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে গেছে। দোসরা গাড়ী ভাড়া ক'রে আমায় ফিরতে হয়েছে। তাতে ১৫ শিলিং খরচ পড়েছে। অন্য খরচও তা ছাড়া আছে। এ খরচ কে দেবে, শুনছ তুমি?"

নিকোলাস্ কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

"এ টাকা আমি কারও না কারও কাছ থেকে আদায় ক'রে নেব।"

নিকোলাস ওষ্ঠ দংশন করিল, তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য তাহার হাত নিশপিস্ করিতেছিল। কিন্তু লোকটা তখন সুরাপান করিয়া মত্তাবস্থায় আছে বলিয়া সে কোনও কথা বলিল না।

শয্যায় শয়ন করিয়া নিকোলাস্ স্থির করিল যে, স্কুইয়ারসের সহিত শীঘ্রই তাহার হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া লইতে হইবে।

আবার সূর্য্য দেখা দিল। শয্যায় শুইয়া নিকোলাস শুনিতে পাইল, একখানা গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। মিসেস স্কুইয়ারসের গলার স্বর শোনা গেল—তাহা উত্তেজনা পূর্ণ।

বাতায়নপথে চাহিবামাত্র সে কর্দ্দমাক্তদেহ, রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় স্মাইককে দেখিতে পাইল।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ওটাকে তুলে নিয়ে এস।"

পাছে পলাইয়া যায় বলিয়া স্মাইককে গাড়ীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। স্কুইয়ারস্ আশঙ্কাতিশয্যে স্মাইকের বাঁধন খুলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া গেল। একটা ঘরের মধ্যে তখন তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

এই হতভাগ্য ছোকরাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্কুইয়ারস্ দম্পতির এত প্রয়াস কেন? কথাটা সোজা। সে বাড়ীর যে কাজ করিত, বেতন দিয়া লোক রাখিতে গেলে, সপ্তাহে দশ বার শিলিং ব্যয় পড়িত। তাহা ছাড়া কেহ একবার পলাইয়া গেলে, স্কুলের ছেলেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পলায়ন করিতে থাকিবে। তাহাতে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে।

স্মাইককে ধরিয়া আনা হইয়াছে, এ সংবাদ আগুনের ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে শেষ দৃশ্যটি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অপরাহ্ণে সভা বসিল। স্কুইয়ারস্ হাঁকিল, "সব ছেলে হাজির?"

হ্যাঁ, প্রত্যেক ছাত্রই উপস্থিত ছিল। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া চক্ষু খুলিয়া চাহিতে পারিল না।

হুকুম হইল, "প্রত্যেক ছেলে নিজের নিজের আসনে ব'সে থাক। নিকল্‌বি, তোমার ডেস্কের কাছে যাও।"

স্কুইয়ারস্ গর্ব্বিতভাবে চলিয়া গেল। তার পর স্মাইকের গলার জামা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া স্কুলঘরে টানিয়া আনিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে বেত।

স্মাইক সাহায্য-প্রত্যাশায় নিকলবির দিকে করুণভাবে চাহিল। কিন্তু নিকোলাস তখন ডেস্কের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি।

"মিসেস্ স্কুইয়ারস্, স'রে দাঁড়াও। আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে।"

স্মাইক কাতরভাবে বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন, সার!"

"তাই না কি? তোমায় এমন চাবুক মারব যে, গায় আর জায়গা থাকবে না!"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিল।

স্মাইক ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "আমি বাধ্য হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

"বাধ্য হয়েছিলে? তবে তোমার দোষ নেই, দোষ আমার। কেমন?"

মিসেস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "অকৃতজ্ঞ, শুয়োর-মুখো, বদমাস্, কুকুর! ও কথার মানে কি?"

স্কুইয়ারস্ দৃঢ়ভাবে স্মাইককে ধরিয়া তাহার দেহে প্রাণপণ শক্তিতে বেত্রাঘাত করিল। নিদারুণ ব্যথায় হতভাগা কাঁদিয়া উঠিল। বেত আবার উঠিল। পুনরায় স্মাইকের দেহে আপতিত হইবার পূর্ব্বেই নিকলবি চীৎকার করিয়া বলিল, "থাম!"

সে কণ্ঠস্বরে ঘরের কড়ি-বরগা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

বন্যপশুর ন্যায় ক্রোধভরে মুখ ফিরাইয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, 'কে থামতে বল্লে?"

সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নিকলবি বলিল, "আমি। এ রকম চল্বে না।"

"চল্বে না?"

বজ্রগর্জ্জনে নিকোলাস্ বলিল, "না!"

এইরূপ নির্ভীক প্রতিবাদে স্তম্ভিত হইয়া স্কুইয়ারস্ স্মাইকের হাত ছাড়িয়া দিল। দুই এক পদ পিছাইয়া গিয়া সে নিকোলাসের দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল।

নিকোলাস্ অকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি বলছি, এ সব চল্বে না। আমি বাধা দেব।"

নির্ব্বাক্‌ভাবে সে নিকোলাসের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিকোলাস বলিল, "এই হতভাগার সম্বন্ধে আমি আপনাকে যত কথা বলেছি, আপনি কাণে তোলেন নি। তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে চিঠি লিখেছিলাম, আপনি তারও উত্তর দেন নি। সে যাতে এখানে চুপ-চাপ থাকে, আমি তার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আপনি কোন কথাই শোনেন নি, তাই প্রকাশ্যভাবে আমি বাধা দিতে বাধ্য হয়েছি। এর জন্য দোষ আপনার, আমার নয়।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "চোপ ভিখিরী, ব'সে থাক ওখানে।" বলিয়াই সে স্মাইককে আবার ধরিয়া ফেলিল।

ভীষণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া নিকোলাস বলিল, হতভাগা, তুমি ওর গায়ে হাত দিয়েছ কি, তোমার রক্ষে নেই। তুমি ওকে মারবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব, তা ভেব না। আমার রক্ত গরম হয়েছে। তোমার মত দশ জনকে আমি গুঁড়িয়ে দিতে পারি। আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তোমার রক্ষে নেই, ব'লে রাখ্‌ছি।"

চাবুক তুলিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "স'রে দাঁড়াও বল্‌ছি।"

ক্রোধভরে নিকোলাস বলিল, "অনেক অপমান আমায় করেছ, সব শোধ দেবার দিন এসেছে। এই জঘন্য বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেদের উপর যে নির্য্যাতন তুমি করেছ, আজ তার শোধ দেব। মনে রেখ, আমার ভেতর যে শয়তান আছে, তাকে জাগিয়েছ কি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই স্কুইয়ারস্ ক্রোধের উত্তেজনায় বন্য পশুর মত চীৎকার করিয়া উঠিল—নিকোলাসের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া, সে তাহার সুন্দর আননে বেত্রাঘাত করিল। অমনি তাহার মুখ আরক্ত-রেখায় ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের বেদনায় ক্ষিপ্ত হইয়া নিকলবি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে বেতখানা কাড়িয়া লইয়া, তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। তার পর ঐ বদমাসটাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সে কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ছাত্ররা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ একটি হাতও তুলিল না। শুধু মাষ্টার স্কুইয়ারস্ নিকোলাসের পশ্চাতে গিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। মিসেস্ স্কুইয়ারস্ চীৎকার করিতে করিতে স্বামীর কোটের প্রান্ত ধরিয়া তাহাকে আততায়ীর কবল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিস্ স্কুইয়ারস্ ঘটনাস্থলে আসিয়া দোয়াতগুলি নিকোলাসের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে মনের সাধে নিকোলাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নিকোলাস তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, নারীর আঘাত তাহার দেহে পালকের মত অনুভূত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে সে বিরক্ত হইয়া বারকয়েক বেত্রাঘাতের পর শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্কুইয়ারস্‌কে দূরে নিক্ষেপ করিল। শিক্ষক সে আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। নিকোলাস বুঝিল, লোকটা মরে নাই, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তখন সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। স্মাইককে সে খুঁজিয়াছিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

নিজের বস্ত্রাদি ব্যাগে গুছাইয়া লইয়া নিকলবি সদর-দরজা খুলিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহই তাহাকে বাধা দিল না। সে সোজা গ্রেটা সেতুর দিকে অগ্রসর হইল।

তাহার পকেটে তখন ৫ শিলিং ও কয়েক পেন্স মাত্র ছিল। তাহাকে আড়াই শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। কিছু দূর যাইবার পর সে দেখিল, অশ্বারোহণে মিঃ জন ব্রাউডি, মিস্ প্রাইসের ভাবী স্বামী আসিতেছে।

অশ্বারোহী কাছে আসিতেই উভয়ে উভয়কে অভিবাদন করিল।

নিকোলাস বলিল, "দেখুন, সে দিন আপনাকে বিরক্ত করার আমার অভিপ্রায় ছিল না। পরে আমার ভারী দুঃখ হয়েছিল। আপনি হাত বাড়িয়ে দেবেন ?"

ইয়র্কশায়ার যুবক প্রসন্ন মনে বলিল, "নিশ্চয় ! কিন্তু আপনার মুখে ও দাগ কিসের ?"

"চাবুকের দাগ। কিন্তু আমি সুদ সমেত ফিরিয়ে দিয়েছি।"

যুবক বলিল, "খুব ভাল করেছেন। কিন্তু লোকটা কে ?"

নিকোলাস তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল।

ইয়র্কশায়ার যুবক সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "স্কুলমাষ্টারকে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন ? বিশ বছরের মধ্যে এমন শুভ সংবাদ আমি শুনিনি। ভারী ভাল কাজ করেছেন। আপনাকে এজন্য আমি প্রাণ খুলে ভালবাস্‌ছি।"

সে পরম আগ্রহে পুনরায় নিকোলাসের করকম্পন করিল।

তার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, নিকোলাস এখন কোথায় যাইতেছে ? নিকোলাস বলিল, সে লণ্ডনে যাইবে। জন ব্রাউডি তখন জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ীভাড়া কত লাগিবে, তাহা সে জানে কি ?

নিকোলাস বলিল, "না, জানি না। জানবার দরকারও নেই। আমি হাঁটা পথেই লণ্ডনে চ'লে যাব।"

সবিস্ময়ে যুবক বলিল, "হাঁটা পথে যাবেন ?"

"হ্যাঁ, তাই। এতক্ষণ আমি অনেক দূর চ'লে যেতাম। আচ্ছা বিদায় !"

বাধা দিয়া যুবক বলিল, "দাঁড়ান। আপনার কাছে কত টাকা আছে ?"

"বেশী নেই। তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। ইচ্ছা থাকলেই কাজ করা যায়।"

জন ব্রাউডি এ কথার উত্তরে মুখে কিছুই বলিল না। শুধু তাহার কোটের পকেটে হাত দিয়া একটি মলিন চামড়ার মুদ্রাধার বাহির করিল এবং নিকোলাসকে অনুরোধ করিল যে, প্রয়োজনীয় অর্থ সে তাহার কাছে নিশ্চয় ঋণস্বরূপ লইবে।

সে বলিল, "ভয় কি ভাই। যা দরকার, নিয়ে বাড়ী যান। আমি জানি, এক দিন নিশ্চয় আপনি এ টাকা শোধ দেবেন।"

নিকোলাস কোনও মতেই এক মোহরের অধিক গ্রহণ করিল না। ইয়র্কশায়ার যুবক অনেক করিয়া বুঝাইল যে, বেশী টাকা সঙ্গে থাকিলে, যাহা খরচ হইয়া যাইবে, বাদবাকি জমা রাখিয়া পরে সব টাকা পাঠাইয়া দিলেই চলিবে ; কিন্তু নিকোলাস উহার বেশী কোনও মতেই লইল না।

যুবক বলিল, "আচ্ছা, এই লাঠিটা আপনার কাছে রাখুন, কাজে লাগবে।" এই বলিয়া নিজের হাতের মোটা লাঠিটা নিকোলাসকে প্রদান করিল। তার পর আগ্রহভরে আর একবার তাহার করকম্পন করিয়া সে অশ্বারোহণে যাত্রা করিল যাইবার সময় পুনরায় বলিল, "স্কুলমাষ্টারকে মার দিয়েছেন ! এমন চমৎকার সংবাদ বিশ বছরের মধ্যে আমি শুনি নি !"

মাঝে মাঝে সে মুখ ফিরাইয়া নিকোলাসকে দেখিতেছিল এবং হস্তেঙ্গিতে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছিল। নিকোলাসও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর দূরবর্তী পাহাড়ের অন্তরালে তাহার মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে, সে আবার যাত্রা সুরু করিল।

কিন্তু বেশী পথ সে অতিক্রম করিতে পারিল না। কারণ, তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ তুষারপাতও হইয়াছিল। ইহাতে পদব্রজে পথ চলা কষ্টকর হইয়া উঠিল। দিনের আলো ছাড়া পথ চলা অসম্ভব—বিপথে গিয়া পড়িতে হইবে। সে পথ ত চিনিত না। কোনও কুটীরে অল্প অর্থ ব্যয়ে সে রাত্রির মত আশ্রয় পাইল। সাধারণ দরিদ্র পথিকদিগের জন্য এমন আশ্রয়স্থান পথে মিলিয়া থাকে। প্রভাতে উঠিয়া সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বরোব্রিজ সহরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌছিয়া সে অল্প ব্যয়ে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিল। পথের ধারে একটি গোলাবাড়ীতে সে আশ্রয় লইল। সেখানে সে ক্লান্তদেহ বিছাইয়া দিল।

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া সে নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। ঘটনাগুলি যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে চোখ মুছিয়া উঠিয়াই একটি নিশ্চল মূর্ত্তি কিছু দূরে দেখিতে পাইল।

নিকোলাস্ বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য ! এখনও কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? এ ত সত্য হ'তে পারে না—আমি কি জেগে আছি। স্মাইক !"

মূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল, আগাইয়া আসিল, এবং তাহার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। সে সত্যই স্মাইক।

তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া নিকোলাস্ বলিল, "এ রকম করছ কেন ?"

নিকোলাসের হাত চাপিয়া ধরিয়া স্মাইক বলিল, "আপনি যেখানে যাবেন, আমি সঙ্গে যাব। পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হলেও আমি যাব। বহুদূর যদি যেতে হয়, তাও আপনার সঙ্গে যাব। আমাকে নিয়ে চলুন। আপনিই আমার বাড়ী—আমার স্নেহময় বন্ধু—দয়া ক'রে আমায় সঙ্গে নিন।"

নিকোলাস স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার মত বন্ধু তোমার কিন্তু কোন উপকার করতেই পারবে না। তুমি কি ক'রে এখানে এলে ?"

সে তাহার পশ্চাতে আসিয়াছিল, একবারও তাহাকে চোখের আড়াল করে নাই। সে যখন নিদ্রিত, তখন স্মাইক তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। যখন সে জলযোগ করিয়াছিল, তখনও সে দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে। আসিতে সাহস করে নাই। পাছে আবার তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হয়, এই ভয়ে এখনও সে সম্মুখে আসিত না। তবে নিকোলাসের ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে সরিয়া যাইতে পারে নাই।

নিকোলাস বলিল, "আহা বেচারা! তোমার এমন দুঃখের কপাল, যে কেউ তোমার বন্ধু হ'তে চায়, সেও তোমার মত হতভাগ্য এবং নিরুপায়।

স্মাইক ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমাকে সঙ্গে নেবেন ত? আমি প্রাণ দিয়ে আপনার চাকরের কাজ করব। আমার কাপড়-চোপড়ের দরকার নেই। এই কাপড়েই চল্‌বে। আমি শুধু আপনার কাছে থাকতে চাই।"

নিকোলাস বলিল, "হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। জগতে আমি যে ব্যবহার পাব, তোমারও তাই হবে। এমনি ভাবেই চল্‌বে, তার পর দুজনেই এক দম জগৎ ছেড়ে চ'লে যাব। তত দিন আমরা একসঙ্গেই থাক্‌ব। এস তুমি।"

নিকোলাস তাহার ব্যাগ তুলিয়া গলায় ঝুলাইয়া লইল। তার পর অন্য হাত দিয়া স্মাইকের হাত ধরিয়া গোলাবাড়ী ত্যাগ করিল।

১৪

লণ্ডন সহরের যে অঞ্চলে গোল্ডেন স্কোয়ার অবস্থিত, সেথায় একটি রাস্তার দুই ধারে বড় বড় পুরাতন অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। এই সকল বাড়ী দীর্ঘকাল বে-মেরামত অবস্থায় রহিয়াছে। একটি এইরূপ পুরাতন অট্টালিকার একটি ত্রিতলস্থ কক্ষ হইতে এক জন পরিণতবয়স্ক লোক বাহির হইল। তার পর পার্শ্বস্থ কক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল যে, মিঃ নগসের ঘরে আলো আছে কি না।

ঘরের মধ্য হইতে উত্তর আসিল যে, আলো আছে। তখন লোকটি নিজের বাতিটা জ্বালিবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বিশ্রী রাত্রি, মিঃ নগ্‌স্‌!"

নিউম্যান্‌ বলিল, "বৃষ্টি হচ্ছে না কি?"

"বৃষ্টি? আমি একেবারে ভিজে গেছি।"

নিউম্যান বলিল, "মিঃ ক্রোল, তোমার আমার মত লোকের কাপড় ভিজিয়ে দিতে বৃষ্টির দরকার হয় না।"

নিউম্যানের প্রদত্ত সুরাপূর্ণ গ্লাসটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে সুরাপানের পর লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, সে কয়লা কোথায় রাখে। নিউম্যান দেখাইয়া দিলে মিঃ ক্রোল কয়লার অর্দ্ধাংশ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। নিউম্যান মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু কতকাংশ কাঁচা কয়লা অগ্নিকুণ্ড হইতে তুলিয়া রাখিল।

মিঃ ক্রোল বলিল, "এখন থেকেই কয়লা বাঁচাচ্ছ না কি?"

নিউম্যান বলিল যে, সে এখন নীচের তলায় কেন-উইগস্‌দিগের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতেছে।

ক্রোল বলিল, "তুমি আমায় বলেছিলে যে, তুমি নেমন্তন্নে যাবে না। তাই আমিও তাদের বলেছিলাম যে, আমি আস্‌তে পারব না। কারণ, তোমার সঙ্গে সারা সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম।"

নিউম্যান বলিল, "বাধ্য হয়েই আমাকে যেতে হচ্ছে। তারা আমায় ছাড়লে না।"

স্বার্থপর লোকটা বলিল, "তা হ'লে আমার উপায় কি হবে? এটা তোমার দোষ। শোন, তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি তোমার ঘরে আগুন পোয়াব।"

নিউম্যান একবার তাহার সামান্য কয়লার দিকে তাকাইল। কিন্তু মুখে সে 'না' বলিতে পারিল না। জীবনে কোন দিনই সে 'না' বলিতে পারে নাই। কাজেই আজও সে এই প্রস্তাবে রাজি হইল। মিঃ ক্রোল তখনই আরামে থাকিবার জন্য নিজেই সব ব্যবস্থা করিয়া লইল।

কেনউইগস্‌ পরিবার উপরের সমস্ত অংশটা লইয়া থাকিত। মিঃ কেন্‌উইগসের অবস্থা ভাল। হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি সে নির্ম্মাণ করিত। এজন্য এ বাড়ীর লোক এবং পল্লীর আশেপাশের অনেকেই তাহাকে চিনিত।

মিঃ কেন্‌উইগস্‌ আট বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল। সেই বিবাহের দিনটি প্রতি বৎসর স্মরণীয় রাখিবার জন্য আজ এই দম্পতি বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এই আট বৎসরে পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও, মিসেস্‌ কেন্‌উইগস্‌ এখনও অটুট যৌবনের অধিকারিণী এবং সুন্দরী।

মিঃ নগস্‌ এবং আরও কতিপয় অতিথি এই উৎসব-সভায় যোগ দিয়াছিল। কলেক্টর বা ট্যাক্স-সংগ্রাহক মিঃ লিলিভিক্‌, কট্‌লার দম্পতি, মিস্‌ পিটোকার মরলেনা এবং মিঃ নগস্‌ সকলকে আহ্বান করিয়া কেন্‌উইগস্‌-দম্পতি ভোজনে বসিল।

ভোজনশেষে নৃত্য-গীতের আয়োজন ছিল। মিস্‌ পিটোকার গান সুরু করিলেন, মরলেনা নাচিতে আরম্ভ করিল। সকলেই সেই নৃত্যের তারিফ করিতে লাগিল।

নিউম্যান একধারে বসিয়া পাঞ্চ তৈয়ার করিতেছিল। নৃত্যগীত এবং আনন্দ-কোলাহল যখন চরম অবস্থায় উঠিয়াছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত হইল। ইহাতে মিসেস্‌ কেন্‌উইগস্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কোলের শিশুটি বুঝি শয্যা হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

মিঃ কেন্‌উইগস্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডাকে?"

ক্রোল ঘরের মধ্যে মাথা বাড়াইয়া বলিল, "ভয় পাবার প্রয়োজন নেই, আমি। খুকু বেশ নিরাপদে ঘুমুচ্ছে।

আসবার সময় উঁকি মেরে আমি দেখে এসেছি। ছোট মেয়েটিও খুব ঘুমুচ্ছে। বাতির আলোতে মশারি ধরবার কোন আশঙ্কাও নেই। আমি এসেছি মিঃ নগসের কাছে। তাকে দরকার পড়েছে।"

সবিস্ময়ে নিউম্যান বলিল, "আমাকে ?"

ক্রোল বলিল, "তা ঠিক বটে, এত রাত্রিতে তোমার খোঁজে লোক এসেছে, এটা স্বাভাবিক নয়। লোকগুলো দেখতেও অদ্ভুত। কাদা-জলে তাদের সারাদেহ ভরা। আমি তাদের যেতে ব'লে দেব ?"

নিউম্যান আসন ছাড়িয়া বলিল, "না। ক'জন বললে ?"

ক্রোল বলিল, "দু'জন।"

নিউম্যান বলিল, "আমাকে চায় ? নাম ধ'রে বললে ?"

ক্রোল বলিল, "হ্যাঁ, নাম ধ'রে—বললে মিঃ নিউম্যান নগস্।"

কয়েক মুহূর্ত সে কি ভাবিল, তার পর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বলিল, সে এখনই ফিরিতেছে। সে তাহার কথা রাখিল। অত্যল্পকালের মধ্যেই সে ঝড়ের ন্যায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার পর কোন প্রকার কৈফিয়ৎ না দিয়া একটা প্রজ্বলিত বাতি ও এক গেলাস গরম পাঞ্চ লইয়া পাগলের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

দ্বার খুলিয়া ক্রোল বলিল, "কি হ'ল ওর ? ওপরে কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কি ?"

অতিথিরা গোলমালে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহারা কাণ খাড়া করিয়া, গলা বাড়াইয়া মনোযোগ সহকারে কি যেন শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১৫

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উষ্ণ পানীয়-পূর্ণ আধার লইয়া নিউম্যান্ নগস্ উপরে উঠিয়া গেল। তাহার ঘরের মধ্যে তখন নিকোলাস ও স্মাইক উপবিষ্ট ছিল। তাহাদের চরণ প্রায় পাদুকাবর্জিত, সর্ব্বদেহ বৃষ্টিধারাসিক্ত—দেহ কর্দ্দমাক্ত। তাহারা যে অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, তাহা তাহাদিগের আকৃতি দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

নিউম্যান সর্ব্বপ্রথমে উত্তেজক সুমিষ্ট পানীয়ের অর্দ্ধাংশ নিকোলাসকে পান করিয়া ফেলিতে বলিল। বাকীটা সে স্মাইকের মুখে ঢালিয়া দিল। এরূপ পদার্থ স্মাইক জীবনে কখনও পান করে নাই। সে উহা পানে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিউম্যান, নিকোলাসের পরিত্যক্ত ভিজা কোট পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ভিজে জ্যাব্‌জেবে দেখ্‌ছি। অথচ আমার কোট যে গায় দিতে দেব, তারও উপায় নেই।" এই বলিয়া নিজের মলিন পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

নিকোলাস বলিল, "আমার পুঁটলিতে অন্য কোট আছে, তাতে আমার চলবে। তুমি যদি আমাদের জন্য এত ব্যস্ত হও, তা হ'লে আমার ভারী অস্বস্তি বোধ হবে। আমি একটা রাত কোনমতে কাটাতে চাই। তোমার কাছে এই আশ্রয়টুকু আজকের মত চাই।"

নিকোলাসকে এই ভাবে কথা বলিতে শুনিয়া সে আরও বিপন্ন হইয়া উঠিল। নিকোলাস আগ্রহভরে তাহার হাত ধরিয়া বুঝাইল যে, নগসের উপর তাহার আন্তরিক বিশ্বাস আছে বলিয়াই সে তাহার কাছে আসিয়াছে। সে যে লণ্ডনে আসিয়াছে, এ কথাটা এখন গোপন রাখিতে হইবে। নিউম্যান তখন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া অতিথিদিগের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য যথাশক্তি তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

নিকোলাস সব টাকা খরচ করিয়া ফেলে নাই। সুতরাং রুটী, মাখন ও কিছু সুরা, নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে কিনিয়া আনা হইল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া নিকোলাস ও স্মাইক পরম নিশ্চিন্তমনে ভোজন সারিয়া লইল। তার পর সে তাহার মাতা ও ভগিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

অত্যন্ত সংক্ষেপে নিউম্যান বলিল, "দু'জনেই ভাল আছেন।"

নিকোলাস্ প্রশ্ন করিল, "তাঁরা সহরে এখনও আছেন ?"

"হ্যাঁ, আছেন।"

নিকোলাস বলিল, "আর আমার বোন্ ? যে কাজে সে লেগেছিল ব'লে লিখেছিল, সেখানেই কাজ করছে ?"

নিউম্যান বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া যে উত্তর করিল, নিকোলাস তাহাকে অনুকূল অভিমত বলিয়া বুঝিয়া লইল।

নিউম্যানের স্কন্ধে হাত রাখিয়া নিকোলাস বলিল, "এখন আমার কথা শোন। মা-বোনের সঙ্গে দেখা করবার আগে, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। কারণ, আমার স্বার্থের জন্য, আমি তাদের ক্ষতি করতে চাই না। আমার জেঠামশাই ইয়র্কশায়ার হতে কি খবর পেয়েছেন জান ?"

নিউম্যান কি বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

নিকোলাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কই, বললে না, কি শুনেছেন তিনি ? আমার বিরুদ্ধে যাই তারা লিখে থাকুক, আমি শুনবার জন্য প্রস্তুত আছি। তুমি আমার কাছে কেন গোপন ক'রে রাখবে ? দুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক, আমি ত শুনতে পাবই। তুমি লুকিয়ে রেখ না, আমাকে ব'লে ফেল।"

নিউম্যান বলিল, "কাল সকালে সব জানতে পারবেন।"

নিকোলাস বলিল, "তাতে কি ফল হবে ?"

নিউম্যান বলিল, "আপনি তা হ'লে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারবেন।"

অধীরভাবে নিকোলাস বলিল, "না, সব জান্‌তে না পারলে আমার ঘুমই হবে না! আমি ভয়ানক ক্লান্ত, সে কথা ঠিক; কিন্তু তোমার কাছ থেকে সব কথা না শুন্‌লে আমি মোটেই ঘুমুতে পারব না।"

ইতস্তত: করিয়া নিউম্যান বলিল, "আর আমি যদি সব কথা বলি?"

নিকোলাস্ বলিল, "তাতে আমার রাগ হবে, আমার গর্ব্বে আঘাতও লাগতে পারে; কিন্তু তাতে আমার বিশ্রামের ক্ষতি হবে না। কারণ, সেই ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি হয়, আমি যা যা করেছিলাম, সেই ভূমিকারই অভিনয় আমি আবার করব। তাতে আমার এতটুকু অনুশোচনা হবে না। কাপুরুষের মত নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য ক'রে থাকার চেয়ে দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করা অনেক সহজ। আমি যদি চুপ ক'রে থাকৃতাম, তা হ'লে পৃথিবীর কোন লোকই আমায় ক্ষমা করত না। শয়তান!"

অনুপস্থিত স্কুইয়ারসের উপর এইভাবে আক্রোশ চরিতার্থ করিয়া নিকোলাস্ তাহার ক্রোধবহ্নিকে অতিকষ্টে নির্ব্বাপিত করিল। তার পর নিউম্যানের কাছে স্কুলবাড়ীর সমস্ত কথা বিবৃত করিল। বিবরণ শুনিবার পর একটি বাক্স খুলিয়া নিউম্যান নগস্ একখানি পত্র বাহির করিয়া নিকোলাসের হাতে অর্পণ করিল।

তার পর সে বলিল, "যুবকবন্ধু, অমন বিচলিত হলে চলবে না। সংসারে চল্‌তে গেলে ধৈর্য্য ধরা চাই। যারা নির্য্যাতিত, তাদের পক্ষ অবলম্বন করতে যদি যান ত, তা হ'লে আপনার উন্নতি হবে না। তবে আপনার এ কাজে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি। আমি হ'লে ঠিক আপনার মতই করতাম।"

সে টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। সে ভাবিয়াছিল, মিঃ উইকফিল্ড স্কুইয়ারসের বুকেই বুঝি সে ঘুষি মারিয়াছে। তার পর সে বলিল, "পরশু দিন আপনার জ্যেঠামশাই এই পত্রখানা পান। তিনি বাইরে গেলে আমি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা নকল ক'রে ফেলি। পড়ব কি চিঠিখানা?"

নিকোলাস্ বলিল, "পড়।"

নিউম্যান পড়িতে লাগিল—

"ডথ্‌বয়েজ হল,
বৃহস্পতিবার সকাল।

"মহাশয়,

"আমার বাবা আপনাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। ডাক্তাররা বলিতেছেন যে, তিনি পুনরায় চলাফেরা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এজন্য তিনি স্বয়ং লিখিতে পারিলেন না।

"আমাদের মনের অবস্থা ভাল নহে। আমার বাবার শরীরে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রান্নাঘরে আনিয়া রাখিয়াছি। ইহা হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার শরীরের অবস্থা কত খারাপ।

"আপনার ভাইপো—যাকে আপনি এখানে শিক্ষক হইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন—সেই ব্যক্তি আমার বাবার এই অবস্থা করিয়াছে। কি ভাবে করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া ভাষার অপমান করিব না। সে আমার বাবাকে মারিয়া ভূতলশায়ী করে। আর একটু হইলেই তাঁহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইয়াছি, তাহাতে আছে যে, আর একটু হইলেই মস্তিষ্ক আহত হইত।

"আমি ও আমার ভ্রাতাও তাহার ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলাম। আমরা ভিতরে ভিতরে আহত হইয়াছি, অবশ্য বাহিরে কোন আঘাত-চিহ্ন নাই। আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিলাম। আমার ভ্রাতাও তাহাই করিতেছিল। এ জন্য যে ভুলভ্রান্তি হইল, তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

"ঐ রাক্ষসটা রক্তপিপাসা চরিতার্থ করিয়া, এক জন ভয়ঙ্কর চরিত্রের বালককে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার মার একটি অঙ্গুরীয় ঐ ছোকরা লইয়া গিয়াছে। পুলিস-কনষ্টেবলরা তাহা অবশ্য জানে না। বাবা বলিতেছেন যে, সে যদি আপনার কাছে যায়, তবে ঐ অঙ্গুরীয়টি ফেরৎ পাঠাইবেন। ঐ খুনে লোকটাকে ছাড়িয়া দিবেন। কারণ, ঐ চোর ও খুনেকে ছাড়িয়া দিলে ভবিষ্যতে অন্য অপরাধে উহার ফাঁসী হইবে। তাহা হইলেই উহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। সুবিধামত সময়ে উত্তর দিবেন। ইতি

বিনীত
ফ্যানী স্কুইয়ারস্

"পুনশ্চ—তাহার অজ্ঞতার জন্য আমি তাকে কৃপার পাত্র মনে করি এবং ঘৃণা করি।"

কিয়ৎকাল নীরবে সকলে বসিয়া রহিল। যে বালকটিকে চোর প্রকৃতির বলিয়া পত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই নির্দ্দোষ হতভাগ্যের প্রতি নিউম্যান খানিক চাহিয়া রহিল। নিকোলাসের উপর কি প্রকার মিথ্যা অভিযোগ অর্পণ করা হইয়াছে, তাহাও সে বুঝিল।

নিকোলাস্ কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "মিঃ নগ্‌স্, আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে।"

"বাইরে যাবেন?"

নিকোলাস্ বলিল, "হ্যাঁ, গোল্ডেন স্কোয়ারে যাব। যারা আমাকে জানে না, এই অঙ্গুরীয়ের কথা বিশ্বাস করবে। মিঃ রাল্‌ফ্ নিকলবি কথাটা বিশ্বাস করবেন! তা হ'লে আমার উপর তাঁর ঘৃণা হবে। আমি সত্য কথা তাঁকে বলব। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা আমার আছে।"

নিউম্যান বলিল, "একটু থামুন। আমার কথা শুনুন। তিনি ওখানে এখন নেই। তিনি সহরের বাইরে গেছেন।

তিন দিনের মধ্যে ফিরবেন না। আমি জানি, তার আগে ও চিঠির উত্তর যাবে না।"

কক্ষমধ্যে দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে করিতে নিকোলাস বলিল, "ঠিক জান?"

নিউম্যান বলিল, "নিশ্চয়। পত্রখানা পড়া হ'তে না হ'তেই তাঁকে চ'লে যেতে হয়েছে। অন্য কেউ এ-চিঠির কথা জানে না।"

"সত্য কথা বলছ ত? আমার মা বা বোন্ এ কথা শোনেন নি? যদি তাঁরা শুনে থাকেন, আমি তাঁদের কাছে যাব। কোথায় তাঁরা থাকেন?"

নিউম্যান বলিল, "আমার কথা শুনুন। তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে দেখাও আপনি করতে পাবেন না। আমি লোকটাকে জানি। তিনি ফিরে এলে সোজা তাঁর কাছে আপনি যাবেন। তার পর সব কথা নির্ভয়ে তাঁকে বলবেন। সত্য কথা তিনি বুঝতে পারবেন। এ বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করা যেতে পারে।"

চিন্তা করিয়া নিকোলাস বলিল, "আমার চেয়ে তুমি তাঁকে ভাল করেই জান। তোমার কথাই সঙ্গত। তবে তাই হোক্।"

নিকোলাস বিষণ্ণভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। নিউম্যান জল গরম করিতে লাগিল।

এ দিকে নিম্নতলের নারী ও পুরুষরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোনও শব্দ শুনিতে পাইল না। তার পর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নগসের ঐ ভাবে চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে সকলে নানাভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

গরম পাঞ্চ অন্তর্হিত হওয়ায় মিঃ লিলিভিক অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল।

ক্রোল বলিল, "নগস্ পাঁচ বছর এখানে আছে, কিন্তু তার এমন অদ্ভুত ব্যবহার কেউ আগে দেখেনি।"

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "মিঃ নগসের ব্যবহার বড় রহস্যপূর্ণ।"

মিঃ কেন্‌উইগস্ তখন স্থির করিল যে, নগসের ঘরে গিয়া তাহার এই ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিবে।

এমন সময় উপরতলা হইতে একটা চীৎকার শোনা গেল। সেই ঘরে মিসেস্ কেন্‌উইগসের শিশুরা ঘুমাইতেছিল। নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া মাতা উপরতলার অভিমুখে চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল। উপস্থিত সকলে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

মিসেস্ কেন্‌উইগস্ বাড়ী ফাটাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার খোকা, আমার বাপধন! আমার বাছ লিলিউইক! আমি চললুম!"

মিঃ কেন্‌উইগস্ লম্ফপ্রদানে উপরতলে উঠিতে লাগিল। ঘরের দরজার কাছে আসিয়াই সে নিকোলাসের দেখা পাইল। সে তখন শিশুকে তাহার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে।

নিকোলাস এত দ্রুতগতিতে ঘরের বাহিরে আসিতেছিল যে, ধাক্কা লাগিয়া মিঃ কেন্‌উইগস্ সিঁড়ির দুটা ধাপ ছাড়াইয়া পড়িয়া গেল।

নিকোলাস তাহাকে বলিল, "ভয় পাবেন না। এই যে খোকা! কোন ক্ষতি হয় নি, ভালই আছে।" এই বলিয়া মাতার ক্রোড়ে শিশুকে প্রদান করিয়া সে মিঃ কেন্‌উইগসের সাহায্যে গমন করিল। সে বেচারা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল।

আশ্বাসবাক্যে তখন সকলেই আশ্বস্ত হইল।

নিকোলাস্ মিসেস্ কেন্‌উইগসের কাছে আসিয়া তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল, "কিছুই হয়নি। যে ছোট মেয়েটি খোকাকে চৌকী দিচ্ছিল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর তার মাথার চুলে আগুন ধরেছিল।"

যে মেয়েটি চৌকী দিতেছিল, তাহার বয়স তের বৎসর হইবে। মিসেস্ কেন্‌উইগস্ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিকোলাস্ বলিল, "আমি ওর চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে আমি ওর চুলের আগুন নিবিয়ে দেই, তাতে অন্য কিছুতে আগুন ধরতে পারেনি। খোকার কোন আঘাত লাগেনি, এটা ঠিক। কারণ, আমি নিজে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আপনাদের কাছে আসছিলাম।"

এতক্ষণ শিশুটি চুপ করিয়াছিল। মাতার ক্রোড়ে গিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। যে বালিকাটির চুলে আগুন লাগিয়াছিল, মহিলারা তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চপেটাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে বালিকাটিকে যে ৯ পেন্স পারিশ্রমিক দিবার কথা ছিল, তাহা আর দিতে হইল না। কেন্‌উইগস দম্পতির লাভ হইয়া গেল।

মিসেস্ কেন্‌উইগস্ নিকোলাসকে বলিল, "মশাই, আপনাকে কি যে বলব, তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

নিকোলাস্ বলিল, "আপনাকে কিছুই বল্‌তে হবে না। আমি এমন কোন কাজ করিনি, যার জন্য আপনার কোন বক্তৃতার প্রয়োজন আছে।"

মিস্ পিটোকার বলিল, "আপনি না এসে পড়লে, ছেলেটি পুড়ে মারা যেত।"

নিকোলাস্ বলিল, "তা হ'ত না। এখানে এত সাহায্যকারী ছিলেন যে, সময়মত কেউ না কেউ এসে তাকে রক্ষা করতে পারতেন।"

মিঃ কেন্‌উইগস্ বলিল, "অন্ততঃ আপনি এই অনুমতি দিন যে, আমরা আপনার স্বাস্থ্যকামনায় পান করব।"

মৃদু হাসিয়া নিকোলাস বলিল, "আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা তা করতে পারেন। আমি পথপর্য্যটনে বড় শ্রান্ত, কাজেই আপনাদের কাছে অপেক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। আমি থাকলে আপনাদের আনন্দের

বরং ব্যাঘাত হবে। কোন রকমে চোখ খুলে থাকলেও—অবশ্য তা সম্ভবপর হবে না—আপনাদের আমোদ জমবে না। আপনাদের অনুমতি হলে, বন্ধু মিঃ নগ্‌সের কাছে আমি ফিরে যেতে পারি। আচ্ছা নমস্কার!"

নিকোলাসের ব্যবহারে সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিল।

মিসেস্ কেন্‌উইগস্ বলিল, "কি চমৎকার ভদ্রলোক!"

মিঃ কেন্‌উইগস্ বলিল, "এমন ভদ্রলোক বড় একটা দেখা যায় না। কেমন মিঃ লিলিভিক্, তাই নয় কি?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "হাঁ, চেহারায় ত খুব ভদ্র বলেই মনে হ'ল।"

মিসেস্ কেন্‌উইগস্ বলিল, "খুড়ো, তুমি ওঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয় কিছু বল্‌তে চাও না?"

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "না, বাছা, সত্যি আমি কিছু বল্‌তে চাই না। লোকটির চেহারা ভাল, ব্যবহারও ভদ্র। মনে হয়, চরিত্রও ভাল।"

মিসেস্ কেন্‌উইগস্ বলিল, "মুখখানি ভারি সুন্দর, চাল-চলনও বেশ।"

মিস্ পিটোকার বলিল, "নিশ্চয়ই। ওঁর চেহারা দেখলে মনে হয়—কি ভাল, কথাটা মনে পড়ছে না?"

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "কি কথা?"

মিস্ পিটোকার বলিল, "ঐ সে কথাটা—কি আশ্চর্য্য, মোটেই মনে পড়ছে না। ঐ যে তোমরা বল, যারা পুলিসদের মারে, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে, অন্যের টাকা নিয়ে খেলা করে—ঐ রকম সব কাজ করে?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "ও, অভিজাত?"

"হ্যাঁ, অভিজাত বংশ। ওঁর চালচলনে তাই যেন প্রকাশ পেল।"

পুরুষরা ইহাতে হাসিল। কিন্তু মেয়েদের ধারণা অব্যাহত রহিল যে, নিকোলাসের চালচলনে অভিজাত বংশের ছাপ আছে। কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

যখন তাহার সম্বন্ধে উল্লিখিত আলোচনা চলিতেছিল, নিকোলাস তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নিউম্যান্ নগস্ ও স্মাইক তখন মদের বোতল শূন্য করিতেছিল।

১৬

পরদিবস প্রভাতে নিকোলাসের প্রথম চেষ্টা হইল, একটি ঘর সংগ্রহ করা। কারণ, নগস্‌কে সে কষ্ট দিতে রাজি ছিল না। অবশ্য নগস্ যুবক বন্ধুর জন্য সিঁড়ির উপর নিদ্রা যাইতেও কুণ্ঠিত ছিল না।

সেই বাড়ীতেই একটা ঘর খালি ছিল। নিকোলাস তাহা ভাড়া করিল। তার পর সামান্য জিনিষপত্র ভাড়া করিয়া আনিল। প্রথম সপ্তাহের ঘরভাড়া সে সঞ্চিত সামান্য অর্থ হইতে চুকাইয়া দিল। নিজের অতিরিক্ত পরিচ্ছদ বিক্রয় করিয়া সামান্য কিছু অর্থাগম হইল। তার পর সে ভবিষ্যতে কি করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। স্মাইককে ঘরে রাখিয়া অবশেষে সে রাজপথে বাহির হইল।

চিন্তার গতির সহিত তাল রাখিয়া সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে এক স্থানে সাইনবোর্ড লেখা আছে দেখিল "জেনারেল এজেন্সি আফিস।"

ইতস্ততঃ করিয়া সে সেই আফিসে প্রবেশ করিল। সেখানে নিকোলাস একটি সুন্দরী যুবতীকে দেখিল। তাহার সঙ্গে একটি পরিচারিকা। সম্ভবতঃ এই সুন্দরী তরুণীও চাকরীর উমেদার। নিকোলাসের দিকে চাহিয়াই যুবতী মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

টম্ নামক একটি ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি চাই?"

নিকোলাস বলিল যে, কোনও ভদ্রলোকের সেক্রেটারী বা ঐরূপ জাতীয় কোন লোকের প্রয়োজন আছে কি না? উত্তর হইল, আছে বৈ কি। অনুসন্ধানের পর বাহির হইল যে, মিঃ গ্রেগস্‌বেরি নামক পার্লামেন্টের কোন সদস্যের এক জন সেক্রেটারীর প্রয়োজন।

ঐ ভদ্রলোক কোথায় থাকেন, তাহা লোকটি বলিতে পারিল না। তবে ম্যাঞ্চেষ্টার ভবন খুব বৃহৎ নহে, সেখানে গিয়া খোঁজ করিলেই পাত্তা মিলিবে।

নিকোলাস অনুসন্ধানে বাহির হইল। ম্যাঞ্চেষ্টার ভবনে গিয়া খোঁজ করিতেই সে জানিতে পারিল, মিঃ গ্রেগ্‌স্‌বেরি সেইখানে থাকেন। নিকোলাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটি ঘরে অনেকগুলি লোক জমা হইয়াছে। তাহারা মিঃ গ্রেগস্‌বেরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই ভোট দিয়া মিঃ গ্রেগস্‌বেরিকে পার্লামেন্টে পাঠাইয়াছিল। সদস্য-পদ লাভ করিবার পর তিনি তাহাদিগের পক্ষে না দাঁড়াইয়া অন্যের সমর্থন করিতেছেন, ইহাই তাহাদের অভিযোগ। নিকোলাস একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত মিঃ গ্রেগস্‌বেরির আলোচনা শুনিতে লাগিল। কার্য্যোদ্ধারের সময় মিষ্টমুখে অমৃত উদ্‌গিরণ করিবার পর এখন তাঁহার সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার ভোটদাতারা অভিযোগ করিতে লাগিল। মিঃ গ্রেগস্‌বেরি শুধু হাসিতে লাগিলেন।

ব্যর্থমনোরথ হইয়া লোকগুলি ক্রোধভরে নীচে নামিয়া গেল। শুধু নিকোলাস দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ গ্রেগস্‌বেরি তখন আপন কাজে মগ্ন হইলেন—নিকোলাসের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তখন নিকোলাস বারকয়েক কাসিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল।

তিনি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কে আপনি?"

নিকোলাস তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

মিঃ গ্রেগস্‌বেরি বলিলেন, "কে আপনি? কি করছেন এখানে? আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে না কি? গুপ্ত ভোটার আপনি? বেশ ত, যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই যান না।"

নিকোলাস বলিল, "আমি ওঁদের দলের হ'লে ঐ সঙ্গেই চ'লে যেতাম। কিন্তু আমি তা নই।"

পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ গ্রেগ্‌সবেরি বলিলেন, "তবে আপনি এখানে কেন? কোথা থেকে আপনি এলেন?"

নিকোলাস বলিল, "জেনারেল এজেন্সি আপিস্ থেকে আমি সংবাদ পেলাম, আপনার এক জন সেক্রেটারীর দরকার। আমি তাই এসেছি।"

তাহার আপাদমস্তক সন্দেহভরে লক্ষ্য করিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য বলিলেন, "এই জন্যই সত্যি আপনি এসেছেন?"

নিকোলাস্ উত্তর দিল, উহাই তাহার প্রয়োজন।

মিঃ গ্রেগসবেরি বলিলেন, "ঐ সব বদমাস সংবাদপত্রের সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নেই ত? এখানকার খবর জেনে সংবাদপত্রে প্রকাশ করবেন না ত?"

নিকোলাস ভদ্রভাবে বলিল, "দুঃখের সঙ্গে আমি বলছি, সে রকম কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমানে আমার নেই।"

"আচ্ছা বসুন।"

নিকোলাস বলিল, "আমি ঐ রকম কাজ চাই মশাই।"

মিঃ গ্রেগ্‌সবেরি বলিলেন, "ভাল। আচ্ছা, আপনি কি করতে পারেন?"

নিকোলাস বলিল, "সেক্রেটারীর যে কাজ, তা আমি পারব।"

সদস্য প্রশ্ন করিলেন, "কি সে কাজ?"

নিকোলাস বলিল, "সেক্রেটারীর কাজ যে কি, তা সঠিক নির্দ্ধারণ করা শক্ত। তবে চিঠিপত্র লেখা যে অঙ্গ, সেটা ঠিক।"

মিঃ গ্রেগস্‌বেরি বলিলেন, "বেশ।"

"তার পর কাগজ-পত্র ঠিক রাখা, দলিল-দস্তবেজ রাখা।"

"চমৎকার।"

নিকোলাস্ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সময় সময় আপনার নির্দ্দেশমত পত্র লেখা; সাধারণ কাগজে আপনার বক্তৃতার নকল ক'রে ছাপাবার জন্য পাঠান।"

"বটেই ত। তার পর আর কি?"

নিকোলাস্ বলিল, "সেক্রেটারীর আর যে সব কাজ তা এখন আমি মনে ক'রে বলতে পারছি না। তবে যাঁর কাজ করতে হবে, তাঁর প্রীতি অর্জ্জন করা, তাঁকে খুসী রাখা ও তাঁর কাজে লাগা, খুব দরকার। নিজের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য নিকোলাসের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "এ সব ত ভাল কথা। ভাল, আপনার নামটা কি?"

"নিকল্‌বি।"

"হ্যাঁ, মিঃ নিকল্‌বি, ও সব ত দরকার হবেই। তা ছাড়া আরও কাজ আছে।"

নিকোলাস্ বলিল, "আর কি আছে, বলুন।"

সদস্য বলিলেন, "আমার সেক্রেটারীকে পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকবহাল হ'তে হবে। সংবাদপত্রে যে সব খবর বেরোয়, তা পড়তে হবে—সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি ভাল ক'রে জেনে রাখতে হবে। যেখানে প্রকাশ্য সভা-সমিতি হবে, সেখানে যেতে হবে, জননেতারা যে সব কথা বলবেন, সব নখদর্পণে থাকবে। টেবলে যে সব দরখাস্ত এসে পড়বে, তা দেখতে হবে। বুঝছেন?"

নিকোলাস বলিল, "বোধ হয়, আমি বুঝেছি।"

তখন পার্লামেণ্টের সদস্য আরও অনেক কাজের লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। তার পর বলিলেন, "এর জন্য আপনাকে সপ্তাহে পনের শিলিং বেতন দেওয়া হবে। কেমন, রাজি আছেন?"

নিকোলাস মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সপ্তাহে ১৫ শিলিং ত মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়।"

মিঃ গ্রেগ্‌সবেরি বলিলেন, "সে কি কথা! সপ্তাহে ১৫ শিলিং বেশী নয়?"

নিকোলাস বলিল, "টাকার অঙ্কের জন্য আমি অবশ্য ঝগড়া করছি না। কারণ, যাই আপনি দিন না কেন, আমার পক্ষে তা অনেক। কিন্তু যে দায়িত্বভার আপনি আমার উপর চাপাতে চাচ্ছেন, তা এত গুরু যে, আমি ভরসা ক'রে সে ভার নিতে পারছি না।"

"তা হ'লে আপনি এতে রাজি নন?"

নিকোলাস বলিল, "আমার ইচ্ছা প্রবল হলেও, আমার শক্তিতে তা কুলুবে না।"

"তা'হ'লে আপনি রাজি নন?"

নিকোলাস বলিল, "তা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

"আচ্ছা, তা হ'লে যেতে পারেন।"

নিকোলাস বলিল, "আপনাকে বৃথা কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

নিকোলাস সেখান হইতে বাহির হইয়া রাজপথে নামিল। তার পর নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিল। তাহার মন বিষাদে ভারী হইয়া রহিল।

স্মাইক গত রাত্রির অবশিষ্ট খাদ্য হইতে কিছু ভোজন করিয়া উৎকণ্ঠাভরে নিকোলাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। নিকোলাসের বিন্দুমাত্র ক্ষুধা ছিল না। সে কিছুই গ্রহণ করিল না। সে আহার্য্যের সম্মুখে বসিয়া আছে, এমন সময় নিউম্যান্ নগস্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিউম্যান বলিল, "ফিরে এলেন ?"

নিকোলাস উত্তর করিল, "হ্যাঁ, ভারী ক্লান্ত। কিছুই হ'ল না, এর চেয়ে আমার থাকলেই ভাল ছিল।"

নিউম্যান্ বলিল, "এক দিনেই কি কিছু হয়।"

"হ'তে পারে! তবে আমার আশা ছিল, কিছু না কিছু জুটে যাবে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে।" এই বলিয়া সে নিউম্যানকে সকল কথা বলিল।

"যদি জ্যেঠামশাই ফিরে আসবার আগেই আমি কোন কাজের যোগাড় করতে পারতাম, তা হ'লে নির্ভয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতাম চুপ ক'রে ব'সে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য।"

নিউম্যান বলিল, "ছোটখাট কাজ পেলে ঘরভাড়া চ'লে যেতে পারে, আরও হয় ত হাতে কিছু থাকে। কিন্তু সে সব কাজ আপনার পছন্দ হবে না। না না, সে হবে না, সে সব কাজ আপনার উপযুক্ত নয়।"

নিকোলাস তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই বিরাট লণ্ডন সহরে এমন কোন ছোট কাজ যদি থাকে, আমি সাধু উপায়ে তা ক'রে ঘড়ভাড়াটা দিতে পারি, এমন কাজ আছে কি? দেখবে, আমি তা করতে কুণ্ঠিত হব না। বৃথা অভিমান আমার নেই।"

নিউম্যান বলিল, "আজ সকালে আমি যা শুনেছি, তা বলতে ভরসা পাচ্ছি না।"

নিকোলাস বলিল, "তোমার কথার সঙ্গে সে ঘটনার কোন সংস্রব আছে কি?"

"তা আছে।"

নিকোলাস বলিল, "ভগবানের দোহাই, বন্ধু, তা হ'লে ব'লে ফেল। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কোন কাজই করব না।"

অবশেষে নগস্ কথাটা বলিয়া ফেলিল। মিসেস কেনউইগস্ তাহাকে নিকোলাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি করিয়া তাহার সহিত কোথায় পরিচয় হইয়াছিল, এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে নগস্ নিকোলাসের বংশপরিচয় প্রকাশ করিয়াছিল। অবশ্য তাহাকে মিঃ জনসন্ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছিল। অবস্থাচক্রে পড়িয়া নিকোলাস শিক্ষকতা করিয়া থাকে, এ কথাটাও সে বলিয়া ফেলিয়াছিল। মিসেস্ কেনউইগস্ কৃতজ্ঞতা, উচ্চাশা-প্রণোদিত হইয়া স্বামীর সহিত পরামর্শের পর তাহাদের ৫টি সন্তানকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতে চাহে। এজন্য সপ্তাহে ৫ শিলিং ব্যয় করিতে রাজি।

নগস্ বলিল, "সব কথা ব'লে ফেললাম। আমি জানি, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। হয় ত আপনি—"

নিকোলাস বাধা দিয়া বলিল, "এ কাজ আমি নিশ্চয় নেব। এখনি নিলাম। মেয়েদের মাকে তুমি এখনি ব'লে আসতে পার, যখন বলবেন, আমি পড়াতে রাজি।"

নিউম্যান এই আনন্দ-সংবাদ তখনই কেনউইগস্ দম্পতিকে বিজ্ঞাপিত করিল। অল্প পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া নিকোলাসকে জানাইল যে, যখনই সুবিধা হইবে, নিকোলাস যেন দ্বিতলে গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করে। পুরাতন বহির দোকান হইতে তাহারা ফরাসী ব্যাকরণ কিনিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আজ হইতেই পড়া সুরু হইবে।

কাহারও নিকট হাত পাতা নিকোলাসের স্বভাব-বিরুদ্ধ। নিউম্যান নগস্‌কে তাহার জন্য বিব্রত হইতে হইবে, ইহা সে চাহে না। তাই সাপ্তাহিক ৫ শিলিং লইয়া সে পাঠ শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইল।

সে নীচে নামিয়া গেল। মিসেস্ কেনউইগস্ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

মিঃ কেনউইগস্ বলিল, "কেমন আছেন, মিঃ জনসন? খুড়ো, ইনি মিঃ জনসন।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "কেমন আছেন আপনি, মিঃ জনসন?"

মিসেস্ কেনউইগস্ বলিল, "মিঃ জনসন ছেলেদের শিক্ষক হয়েছেন, খুড়ো।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "তা' ত এই মাত্র শুনলাম।"

মিসেস্ কেনউইগস্ বলিল, "কিন্তু মেয়েরা তাতে যেন গর্ব্ব বোধ না করে! তাদের সৌভাগ্য যে, এমন সুযোগ ঘটেছে। সকলের ভাগ্যে এমন জোটে না। মর্লিনা, তুমি শুনছ ত?"

কন্যা বলিল, "হ্যাঁ, মা।"

"যখন তোমরা বাইরে যাবে, এ কথা নিয়ে গর্ব্ব ক'রে বেড়িও না। যদি বলতেই চাও, শুধু এইটুকু বলবে, বাড়ীতে আমাদের মাষ্টার মশাই পড়াতে আসেন। বুঝেছ?"

"হ্যাঁ, মা।"

"খুড়ো, মিঃ জনসন্ কি পড়াতে আরম্ভ করবেন?"

মস্ত বড় সমালোচকের ন্যায় ভঙ্গী করিয়া মিঃ লিলিভিক বলিল, "মিঃ জনসন যদি প্রস্তুত থাকেন ত আরম্ভ হোক্। মশাই, ফরাসী ভাষাটা কি রকম বলুন ত?"

নিকোলাস বলিল, "আপনার কথা বুঝলাম না।"

"খুব ভাল ভাষা ব'লে কি মনে করেন? সুন্দর ভাষা, অর্থপূর্ণ ভাষা ব'লে মনে হয়?"

নিকোলাস বলিল, "সুন্দর ভাষা ত বটেই। সব বিষয়ের নাম এতে আছে। ভারী চমৎকার ভাষা।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "আমি ত জানিনে! আনন্দপ্রদ ভাষা ব'লে কি আপনি একে মনে করেন?"

নিকোলাস্ বলিল, "নিশ্চয়।"

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "তা হ'লে দেখছি, আমাদের সময় যা ছিল, তার চেয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে!"

হাস্য দমন করিতে না পারিয়া নিকোলাস বলিল, "আপনাদের সময় বড় বিশ্রী ছিল না কি ?"

মিঃ লিলিভিক কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, "ভারী বিশ্রী ছিল। আমি গত যুদ্ধের সময়ের কথা বল্‌ছি। ফরাসী ভাষা হয় ত খুব আনন্দপ্রদ, আমি কারও কথার প্রতিবাদ করতে চাই না। তবে আমি ফরাসী বন্দীদের কথা শুনেছি, তারা নিজের ভাষায় কথা কইতে নিশ্চয় জানে ; কিন্তু আমি তাদের এমনভাবে কথা কইতে শুনেছি যে, তা ভারী বিশ্রী। অন্ততঃ ৫০বার আমি শুনেছি।"

মিস্ পিটোকার নিকোলাস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "জলকে ফরাসী ভাষায় কি বলে ?"

নিকোলাস্ বলিল, "এল্ ইউ।"

মিসেস্ কেনউইগস্ বলিল, "খুড়ো, এখন মেয়েরা তা হ'লে পড়া আরম্ভ ক'রে দিক ?"

মিঃ লিলিভিক অসন্তুষ্টভাবে বলিল, "তা করুক না। ওদের বাধা দেবার আমার ইচ্ছে নেই।"

অনুমতি পাইয়া চারিটি মিস্ কেনউইগস্ সারি দিয়া বসিল। মর্লিনা সকলের অগ্রে স্থান লইল। নিকোলাস্ তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে লাগিল। মিস্ পিটোকার ও মিসেস্ কেনউইগস্ নীরব বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাহাদের ধারণা, মর্লিনা এ সকল পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিবে। মিঃ লিলিভিক ভ্রূকুটি সহকারে চাহিয়া রহিল। সে সুযোগ খুঁজিতেছিল। কোনও সূত্র পাইলে সে উক্ত ভাষা সম্বন্ধে আবার সমালোচনা সুরু করিবে।

১৭

কেট নিকল্‌বি নির্দিষ্ট দিন সকালবেলা ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত-মনে ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর দোকান অভিমুখে ওয়েষ্ট-এণ্ড যাত্রা করিল। তখন ৮টা বাজিতে ১৫ মিনিট বাকি ছিল। জনাকীর্ণ পথ দিয়া কেট চলিতে লাগিল।

সহরের অপেক্ষাকৃত ভদ্র-পল্লীতে পৌঁছিয়া কেট দেখিল, তাহারই ন্যায় বহু তরুণী কর্মক্ষেত্র অভিমুখে চলিয়াছে। তাহাদের আনন বিবর্ণ, চলনভঙ্গীতে লালিত্য নাই। ইহা দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে।

নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই কেট ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনীর দোকানে উপস্থিত হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। আপিসের ভৃত্য তখন তকমা আঁটিতে আঁটিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

কেট্ জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী আছেন ?"

সে বলিল, "এ সময়ে তিনি বাইরে যান না, মিস্।"

কেট জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'তে পারে ?"

দ্বারে হাত রাখিয়া পরিচারক বলিল, "না।"

কেট বলিল, "আমি তাঁরই কথামত এসেছি। এখানে আমায় কাজ করতে হবে।"

লোকটা বলিল, "তা হ'লে আপনার শ্রমিকদের ঘণ্টা বাজান উচিত ছিল। যাক্, আপনি কি মিস্ নিকল্‌বি ?"

কেট বলিল, "হ্যাঁ।"

সে বলিল, "তা হ'লে আপনাকে অনুগ্রহ ক'রে উপরে যেতে হবে। ম্যাডাম ম্যান্টালিনী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। এই দিকে আসুন। মেঝের উপরের জিনিষগুলি সাবধানে পার হবেন।"

অধিক রাত্রিতে কোন ভোজের ব্যাপার ছিল। এখনও পাত্রগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সাবধানে তাহাদের পাশ দিয়া কেট পরিচারকের সহিত উপরতলে উঠিল।

একটি ঘরে কেটকে বসাইয়া সে বলিল, "এক মিনিট এখানে বসুন, আমি এখুনি ম্যাডামকে খবর দিচ্ছি।"

কেট একা বসিয়া রহিল। পাশের ঘরে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেট শুনিল, মিঃ ম্যান্টালিনী তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেছেন।

কফি পান করিতে করিতে মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "তুমি যদি অত ঈর্ষ্যা পোষণ কর, তা হ'লে নিজেই দুঃখ পাবে।"

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "আমি ত দুঃখ পাচ্ছিই।"

মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "তা হ'লে তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "কিন্তু আমি তা নই।"

স্বামী বলিলেন, "ও রকম ক'রে থাক্‌লে তোমার মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। ভূতের মত চেহারা হয়ে যাবে।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "ও রকম ক'রে বল্‌লে আমার মন পাবে না।"

মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "যে রকম করেই হোক্, তোমার মনকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।"

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "বলা বড় সহজ।"

মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "ডিম খাবার সময় তত সহজ নয়।"

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "সমস্ত রাত্রি ধ'রে তুমি তার সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌ছিলে।"

"না, না, প্রাণাধিকা।"

"হ্যাঁ, তুমি কর্‌ছিলে। আমি তোমার উপর দৃষ্টি রেখেছিলাম।"

ম্যান্টালিনী বলিয়া উঠিলেন, "সব সময় তুমি আমাকেই দেখছিলে বুঝি ?"

ম্যাডাম বলিলেন, "তোমায় ব'লে দিচ্ছি, তুমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে নাচতে পাবে না। আমি তা সহ্য করব না—বিষ খাব।"

"না না, বিষ খেও না। ওতে ভারী যন্ত্রণা পাবে। তোমার স্বামী দরকার হ'লে আরও দু'জন কাউন্টেস্‌কে বিয়ে করতে পারত।"

ম্যাডাম বাধা দিয়া বলিলেন, "দু'জন! তুমি ত আমায় আগে বলেছিলে, এক জন মোটে।"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "দু'জনই ঠিক! ভারী সুন্দরী তাঁরা ছিলেন, অর্থ-সম্পদও প্রচুর।"

"তা হ'লে বিয়ে করনি কেন?"

"কেন করিনি? এক দিন সকালে ঐক্যতান বাদনের সময় আমি এই ছোট মনোমোহিনীকে দেখেছিলাম। সেই মনোমোহিনী আমার স্ত্রী। ইংলণ্ডের যাবতীয় কাউন্টেস্ এসে দাঁড়ালেও—"

কথাটা শেষ না করিয়াই মিঃ ম্যান্টালিনী স্ত্রীর গণ্ডে সশব্দে চুম্বন করিলেন। ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনীও তাহা ফিরাইয়া দিলেন। তার পর কেবলই চুম্বন-বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "এখন নগদ টাকা-কড়ি কি আছে? হাতে কত আছে বল ত?"

ম্যাডাম বলিলেন, "বেশী নেই।"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "কিন্তু বেশী টাকা চাই। বুড়ো নিকলবির কাছ থেকে কিছু নিতে হবে।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "কিন্তু এখনি তোমার টাকার দরকার হ'তে পারে না।"

স্বামী বলিলেন, "ওগো প্রাণাধিকা! স্কুলের ওখানে একটা ঘোড়া বিক্রয় হবে। সেটা হাতছাড়া করা চল্‌তে পারে না। তা হ'লে পাপ হবে। শুধু আমাদের জন্য, আর কিছুর জন্য নয়।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "আর কোন কারণে নয় জেনে আমি খুসী হলুম।"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "সত্যি আর কোন কারণে নয়। একশ গিনি হলেই ঘোড়াটা পাওয়া যাবে। সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি প্রত্যাখ্যাতা কাউন্টেস্‌দের সামনে পার্কে বেড়িয়ে বেড়াব। রাগে দুঃখে তারা মূর্চ্ছা যাবে।"

ম্যাডাম চাবির গোছা লইয়া বলিলেন যে, তহবিলে কি আছে, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তিনি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া যে ঘরে কেট বসিয়াছিল, তথায় আসিলেন।

বিস্ময়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া ম্যাডাম্ বলিলেন, "তুমি এখানে কি ক'রে এলে, বাছা?"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "কেমন ক'রে এল, তার দরকার কি? কেমন আছ তুমি?"

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনীকে সম্বোধন করিয়া কেট বলিল, "খানিকক্ষণ আমি এখানে আছি। চাকরটা বোধ হয় আমার আগমন-সংবাদ আপনাকে দিতে ভুলে গিয়েছে।"

স্বামীর দিকে ফিরিয়া ম্যাডাম্ বলিলেন, "দেখ, লোকটাকে তুমি ধমকে দিও। সে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করছে। সব কথাই সে ভুলে যায়।"

স্বামী বলিলেন, "আমি তার নাকটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ব। এমন সুন্দরীকে সে একা বসিয়ে রেখে গেছে!"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "ম্যান্টালিনী, তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছ।"

পত্নীর করচুম্বন করিয়া স্বামী বলিলেন, "না, প্রাণাধিকা, আমি তোমায় ভুলিনি। আর জীবনে কখনো ভুলবো না।" এই বলিয়া জনান্তিকে মিস্ নিকলবির দিকে চাহিয়া মুখভঙ্গী করিলেন। সে তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল।

ম্যাডাম্ এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ডেস্ক খুলিলেন। তার পর কোন কোন কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। তিনি মহা খুসী হইয়া উহা লইলেন। ম্যাডাম্ তার পর কেটকে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতে বলিলেন। মিঃ ম্যান্টালিনী তরুণী সুন্দরীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মহিলারা চলিয়া গেলেন। মিঃ ম্যান্টালিনী অগত্যা সংবাদপত্র লইয়া পড়িতে বসিলেন।

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী কেটকে লইয়া সোপানপথে নামিয়া বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত একটি বড় ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অনেকগুলি যুবতী সীবনকার্য্যে রত ছিল। শুধু সীবন নহে, কাট, ছাঁট প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্য তাহারা করিতেছিল। ঘরটি চারিদিক হইতে চাপা, যেমন নির্জ্জন, তেমনই প্রফুল্লতা-বর্জ্জিত।

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী, মিস্ ন্যাগ্ বলিয়া আহ্বান করিতেই, একটি খর্ব্বাকৃতি নারীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে হাজির হইল। অন্যান্য যুবতী কাজ বন্ধ করিয়া চাহিয়া দেখিল। কেহ কেহ মিস্ নিকলবির পরিচ্ছদ এবং চেহারা লইয়া অস্ফুটস্বরে সমালোচনা করিতে লাগিল।

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "মিস্ ন্যাগ্, এই যুবতীর সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম।"

মিস্ ন্যাগ্ শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবার পর, কেটের দিকে সহাস্য ভঙ্গী সহকারে চাহিল। সে বলিল যে, নূতন যুবতীদিগকে এ সকল কাজ শিক্ষা দেওয়া কষ্টকর হইলেও, তাহার ধারণা, মেয়েটি ভাল ভাবেই কাজ করিতে পারিবে—ইতিমধ্যেই মিস্ ন্যাগ কেটের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "আমার মনে হয়, আপাততঃ তোমার সঙ্গে মিস্ নিকলবি 'সো-রুমে' গিয়ে কাজ করবে। অন্য কাজ ভাল পারবে না। ওর চেহারাও—"

মিস্ ন্যাগ্ বাধা দিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে মানাবে ভাল। আপনার এ সব ব্যাপারে এমন চমৎকার পছন্দ

আছে। আমি মেয়েদের সে কথাই সর্ব্বদা ব'লে থাকি। ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী, আমি ও মিস্ নিকলবি ঠিক একই জোড়া। তবে আমার রঙ্‌টা ওঁর চাইতে একটু ময়লা। কিন্তু আমার চরণ ওঁর চাইতে কিছু ছোট হবে। আমার এ কথায় মিস্ নিকলবি অসন্তুষ্ট হবেন না। কারণ, আমাদের বংশের সকলেরই পা ছোট।"

মিস্ ন্যাগ্ কথার পৃষ্ঠে একটা করিয়া "হুম্" শব্দ করিয়া থাকে। যাহারা তাহাকে ভালরূপ জানে, তাহারা বলে যে, হুম্ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া সে কল্পনার সাহায্যে অনেক কথা রচনা করিয়া বেপরোয়া বলিয়া যায়। মিস্ ন্যাগ্ এখনও যুবতী আছে, ইহা তাহার ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার যৌবন অতীত হইয়াছে।

ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী বলিলেন, "কোন্ সময়ে মিস্ নিকলবি কাজে লাগ্‌বে, সেটা তুমি ওকে ব'লে দিও, কতক্ষণ থাকতে হবে, তাও বুঝিয়ে দিও। আমি ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। আমার নির্দ্দেশ তুমি ভুলো না, মিস্ ন্যাগ্।"

মিস্ ন্যাগ বুঝাইয়া দিল যে, সে কখনও কর্ত্তব্য ভুলে না। ম্যাডাম্ তখন সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

"মিস্ নিকলবি, উনি ভারী চমৎকার মানুষ, নয় কি?"

কেট বলিল, "আমার পরিচয় ওঁর সঙ্গে তেমন নেই। কাজেই আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌লাম না।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "আপনি মিঃ ম্যাণ্টালিনীকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, দুবারমাত্র আমি তাঁকে দেখেছি।"

"তিনি কি চমৎকার লোক নন?"

কেট্ বলিল, "আমার কাছে তাঁকে কিন্তু সে রকম লাগেনি।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "বটে! আপনার রসবোধ কই? এমন দীর্ঘাকার, জুলপী-সুশোভিত, আলাপী ভদ্রলোক—এমন দাঁত, এমন চুল—হুম্—আপনি আমাকে অবাক্ কল্লেন।"

টুপীটা একপাশে রাখিয়া কেট বলিল, "আমি জানি, আমি নির্ব্বোধ। তবে আমার মতামতে তাঁর কি যাবে আস্‌বে? আমার মতামত এখনও গ'ড়ে ওঠেনি। তবে যা আমার ধারণা হয়, আমি সহসা তার পরিবর্ত্তন করিনে।"

তরুণীদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "তিনি ভারী চমৎকার লোক—আপনার কি তা মনে হয় না?"

কেট বলিল, "তা হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমার বলবার কিছু নেই।"

আর এক জন বলিল, "তিনি খুব সুন্দর ঘোড়ার উপর চ'ড়ে বেড়ান।"

কেট বলিল, "সম্ভব। তবে আমি তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে দেখিনি।"

"তা দেখেন নি! না দেখে কোন ভদ্রলোক সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা ঠিক নয়।"

মিস্ ন্যাগের এই কথায় কেট কোন উত্তর দিল না। বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। সে চুপ করিয়া গেল।

এক জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে তাহার অসুবিধা বোধ হয় কি না?

কেট বলিল, "তা হয়।" সঙ্গে সঙ্গে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সঙ্গিনী বলিল, "কথাটা ভেবে চিন্তে বলিনি। এতে আপনাকে হয় ত আঘাত করেছি। আমি বড় দুঃখিত হলুম। কোন আত্মীয় বিয়োগের জন্যই আপনি শোক-বস্ত্র ধারণ করেছেন হয় ত।"

কেট বলিল, "হ্যাঁ, আমার বাবা মারা গেছেন।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "কে মারা গেছেন, মিস্ সিমণ্ডস্?"

কোমল স্বরে উত্তর হইল, "ওঁর বাবা।"

কণ্ঠস্বরের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না। মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "ওঁর বাবা মারা গেছেন? অনেক দিন ভুগে মারা গেছেন বোধ হয়, মিস্ সিমণ্ডস্?"

যুবতী বলিল, "চুপ কর! আমি জানিনে।"

কেট মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হঠাৎই আমাদের দুর্ভাগ্য ঘটেছে। না হ'লে, এরকম সময়ে আমি আরও সহ্য করতে পারতাম।"

সেই ঘরের মধ্যে কোনও নবাগতা আসিলে, তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণ একরকম রীতিতেই পরিণত হইয়াছিল। তদনুসারে কেট কে, তাহার পরিচয় কি, তাহার কে কোথায় আছে, সমস্ত পরিচয় সংগ্রহের ইচ্ছা মিস্ ন্যাগের হইয়াছিল; কিন্তু তাহার আকস্মিক পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া মিস্ ন্যাগকে কৌতূহল দমন করিতে হইল। তখন কাজ আরম্ভ হইল।

বেলা দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত নীরবে কাজ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। তার পর আহার্য্য আসিল। আহারের পর আবার সকলে কার্য্যারম্ভ করিল। কিছুকাল পরে বাহিরের দরজায় গাড়ী আসিয়া থামিবার শব্দ হইল। তখন সেই ঘরের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবতী, তাহাদের দিনের ভাল কাজটির সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বুঝা গেল।

সংবাদ আসিল যে, এক জন ধনী সম্ভ্রান্তঘরের মহিলা পোষাক দেখিতে আসিয়াছেন। কেটের উপর পরিচ্ছদ দেখাইবার ভার পড়িল। সঙ্গে মিস্ ন্যাগ রহিল।

কেটের ভূমিকা হইল পোষাকটি ধরিয়া রাখা। মিস্ ন্যাগ উহা পরাইবার ভার লইয়াছিল। কেটের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা ও তাঁহার কন্যার মেজাজ সে দিন ভাল ছিল না। তাঁহারা কেটের অনভ্যস্ত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী এমন অকর্ম্মা

মেয়েদের কেন রাখেন ? এর পর যখন তাঁহারা আসিবেন, অন্য তরুণী যেন পোষাক লইয়া আসে।

এরূপ ব্যাপার নিত্য এবং সাধারণ। কিন্তু কেটের পক্ষে ইহা নূতন। সে অপমান ও লাঞ্ছনার অশ্রুপাত করিল। কিন্তু জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাকে কাজ করিতেই হইবে। তাহাতে অপমান নাই।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি ৯টা বাজিল। কেট তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া পথে তাহার জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিল। মার কাছে সে তাহার মনের দুঃখ প্রকাশ করিল না।

মিসেস্ নিক্‌লবি কন্যাকে বলিলেন, "কেট, আমি সারাদিন ভাবছিলাম যে, ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী তোমাকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করলে কি আনন্দের ব্যাপারই হবে। তোমার বাবার মাসতুতো বোনের ননদ মিস্ ব্রাউলডক্ ঐ রকম ক'রে অংশীদার হয়েছিলেন। শেষে তাঁর যথেষ্ট টাকাকড়ি হয়েছিল। কালে হয় ত 'ম্যাণ্টালিনী নিক্‌লবি' নামে কারবারটা চলবে। শুনতে কি মিষ্টি। যদি ভাগ্য ভাল হয়, নিকোলাস্ কালে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হ'তে পারবে। তখন নাম হবে ডক্টর নিক্‌লবি।"

কেট বলিল, "আমাদের দুঃখের মধ্যে দাদার কথাই মস্ত সান্ত্বনা। তিনি সেখানে ভালভাবেই আছেন জেনে আমরা সমস্ত দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।"

বেচারা কেট! সে জানিত না, অতি শীঘ্রই তাহার ভ্রান্তি অপনোদিত হইবে।

১৮

অনেক মানুষ দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের সেই দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা অনেক লোক অনুমান করিতে পারে না।

প্রথম দিন কেট চলিয়া যাইবার পর মিস্ ন্যাগ্, ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনীকে বলিতেছিল, "মিস্ নিক্‌লবি খাসা মেয়ে; আপনি তাকে খুঁজে বের করেছেন, এ আপনার কৃতিত্ব।"

ম্যাডাম বলিলেন, "মিস্ নিক্‌লবি এক জন ভাল খদ্দেরকে বিরক্ত করা ছাড়া আজ আর কি কাজ করেছে, তা ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "কিন্তু সে বেচারা সবে নতুন, অভিজ্ঞতা কিছু নেই।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "শুধু অনভিজ্ঞতা নয়, যৌবনও।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "ও সম্বন্ধে কিছু বলব না। যৌবন যদি একটা ত্রুটি হয়, তা হ'লে—"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "তোমার মত যুবতী দক্ষ কর্ম্মচারিণী আমি পেলুম কি ক'রে।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "আপনি লোকের মনের কথা টেনে বার করতে অদ্বিতীয়।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "দেখ, আমার মনে হয়, মিস্ নিক্‌লবির মত এমন অকেজো মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "সেটা তার দোষ নয়। তার দোষ আমরা শুধরে নিতে পারব। তার শোচনীয় দুর্দ্দশাই এজন্য দায়ী।"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "ওর জ্যেঠা বলেছিলেন, মেয়েটি খুব সুন্দরী। আমি ত ওকে সাধারণ মেয়ের মতই দেখলাম।"

আনন্দের আতিশয্যে মিস্ ন্যাগ্ বলিয়া উঠিল, "সাধারণ! অকেজো! ম্যাডাম্ ম্যাণ্টালিনী, আমি কিন্তু মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছি। আহা বেচারা! ও যদি আরও অকর্ম্মা, আরও সাধারণ মেয়ে হ'ত, তা হলেও আমি ওর অকৃত্রিম বন্ধু হতাম। এটা খাঁটি সত্য কথা।"

আসল কথা, কেটকে দেখিবার পর হইতেই তাহার মনে কু গাহিয়াছিল। কেট সুন্দরী—বিশেষ সুন্দরী, তাহা সে বুঝিয়াছিল। এজন্য তাহার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই কৌশলক্রমে সে কেটের ব্যর্থতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।

পরদিবস বন্ধুত্বের বিপুল অভিনয় সহকারে মিস্ ন্যাগ কেটকে জানাইয়াছিল যে, ব্যবসায়ে সে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এজন্য সে কেটকে আর পুরোবর্ত্তী হইতে দিবে না। অন্যের দৃষ্টি সে আকর্ষণ যাহাতে করিতে পারে, সে চেষ্টা মিস্ ন্যাগ করিবে।

মিস্ ন্যাগ বলিল, "আমি তোমার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব। বোনের মত দেখ্‌ব।"

এই বলিয়া সে কেটের মুখচুম্বন করিল। তার পর আদরে বলিল, "সারাদিন তুমি জড়-ভরতের মত ছিলে, ভাই।"

কেট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আপনার সস্নেহ এবং সুস্পষ্ট কথায় আমি বুঝলাম, আমার এই ত্রুটি কত বেশী। ত্রুটি সংশোধন আমার হলো না।"

"না, না, তা তুমি ভেব না। ক্রমে ভাল হবে। আচ্ছা, তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ, ভাই?"

"সহরের দিকে।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "সহর। সত্যি সত্যি তোমরা সহরে বাস কর?"

কেট হাসিয়া বলিল, "সহরে বাস করা কি ভারী অস্বাভাবিক?"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে, কোন যুবতী তিন দিন সহরে বাস করতে পারে—কোন অবস্থাতেই নয়।"

কেট বলিল, "গরীবরা যেখানে পায়, সেখানে থাকে।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "সে ঠিক কথা। আমাদের বাসার চাকর-চাকরাণী অসুস্থ হয়ে পড়লে, আমার ভাইকে প্রায়

আমি বলি, রাস্তাঘাটে ভদ্র মানুষ ত নেই। এ রকম লোক যেখানে যায়, সেখানে জুটবার।"

কেট বলিল, "খুব খাঁটি কথা।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "খানিকটা পথ চল তোমার সঙ্গে যাই। তুমি নিশ্চয় আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাও। তোমাকে সঙ্গিনী পেলে খানিক দূর বেশ আনন্দেই যেতে পারব।"

কেট তাহাকে এড়াইবার উপক্রম করিল। কিন্তু মিস্ ন্যাগ্ কিছুতেই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। তখন কেট বলিল, "আমার মা আমার জন্য পথে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "তোমার কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। তোমার মা নিশ্চয়ই ভদ্র ঘরের বয়োবৃদ্ধা মহিলা। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দ বোধ করব।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া কেট পথের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মানা জননীর সহিত মিস্ ন্যাগের পরিচয় করাইয়া দিল। তিন জনে হাত ধরাধরি করিয়া তখন পথ চলিতে লাগিল। মিস্ ন্যাগ্ তখন যেন সৌজন্যের অবতার।

কিছু দূর গিয়া মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "মিসেস্ নিকলবি, আপনার মেয়েকে আমার ভারী ভাল লেগেছে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "এ কথা শুনে বড় খুসী হলুম। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক কেটকে দেখে পছন্দ করবে, এটা আমার কাছে নতুন ব্যাপার নয়।"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "হুম্।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আপনি যখন আরও ভাল ক'রে ওর পরিচয় পাবেন, তখন দেখ্‌বেন, ও কত ভাল মেয়ে। আমার এই সৌভাগ্য যে, এমন সন্তান আমি পেয়েছি, যাদের গর্ব্ব, অহঙ্কার মোটে নেই। মিস্ ন্যাগ্, স্বামী হারান যে কত দুঃখের, তা আপনার জানা নেই।"

মিস্ ন্যাগ স্বামী কখনও পায় নাই। কাজেই স্বামি-বিয়োগের দুঃখ তাহার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না, তা জানব কি ক'রে?"

মিসেস্ নিকলবি কন্যার দিকে সগর্ব্বে চাহিয়া বলিলেন, "কেট বোধ হয় আগের চেয়ে উন্নতি কিছু করেছে?"

মিস্ ন্যাগ্ বলিল, "নিশ্চয়।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আরও উন্নতি করবে।"

কেটের হাত টিপিয়া যেন উপহাসচ্ছলে সে বলিল, "নিশ্চয় করবে।"

কথা বলিতে বলিতে তিন জন মিস্ ন্যাগের বাসা-বাড়ীর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। মিস্ ন্যাগ্ তখন সঙ্গিনী-দিগকে ভিতরে গিয়া আহারে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিল, "মর্টিমার, চ'লে যেও না। আমাদের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলা আহার করবেন, আর ইনি হচ্ছেন—মিস্ ও মিসেস্ নিকলবি।"

মিঃ মোর্টিমার ন্যাগ্ বলিল, "তাই না কি?"

দোকানঘর বন্ধ করিতে একটি বালককে আদেশ করিয়া মিঃ ন্যাগ্ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

মহিলারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ন্যাগ বলিল, "রাত্রি দশটা বেজে গেছে—খাবার প্রস্তুত, বোন্।"

সকলে ভিতরে একটি বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পীড়িতা দাসীর পরিবর্তে এক জন নারী ঠিকা কাজ করিতেছিল। সে টেবলের উপর খাদ্যদ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিতেছিল।

মিস্ ন্যাগ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মিসেস্ ব্রক্‌সন্, তোমাকে কতবার বলেছি যে, টুপী মাথায় দিয়ে এ ঘরে এসো না।"

গরম হইয়া ঠিকা ঝি বলিল, "কি করব, মিস্ ন্যাগ। টুপী না প'রে আমি পারিনে। এ বাড়ীতে অনেক কাজ। যদি আমাকে পছন্দ না হয়, আপনারা অন্য লোক রাখ্‌তে পারেন। এত রাত পর্য্যন্ত আমার থাকা পোষাবে না।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "তোমার মন্তব্য আমি শুনতে চাই না। নীচের ঘরে আগুন আছে? জল গরম দরকার।"

"না, মিস্ ন্যাগ, নেই। সে জন্য আমি বাজে কথা বলতেও পারব না।"

"কেন নেই?"

ঠিকা ঝি বলিল, "কারণ, কয়লা নেই। আমি কিছু কয়লা তৈরী করতে জানিনে। তাই বলেছি, আমি পারব না।"

মিঃ মর্টিমার ন্যাগ বলিয়া উঠিল, "এই মেয়েমানুষ, তুমি আন্‌বে?"

ঠিকা ঝি তীব্র কণ্ঠে বলিল, "এ বাড়ীতে আমি কথা বল্‌তেই চাইনে। আর আমায় যে মেয়েমানুষ বল্‌লেন শুনি, আপনি নিজে কি?"

ললাটে করাঘাত করিয়া মিঃ ন্যাগ বলিলেন, "শয়তান!"

মিসেস্ ব্রক্‌সন বলিল, "আমার আনন্দ হচ্ছে যে আপনি নিজেকে ঐ নামে ডাকেন না! যাক্, কাল সকালে দশটার মধ্যে আমার এক সপ্তাহের বেতন ৯ শিলি অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দেবেন।"

ঠিকা ঝি দরজা খুলিয়া রাখিয়া সোজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিঃ ন্যাগ্ সেই সময়ে দোকানঘরে ঢুকিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "ব্যাপার কি? ভদ্র লোকের কি হয়েছে?"

কেট ভয় পাইয়া বলিল, "উঁর কি হঠাৎ অসুখ হ'ল?"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "চুপ! ভারী করুণ ইতিহাস আছে। উনি এক সময় ব্ল্যাকার ম্যাণ্টালিনীর খোর অনুরাগী ছিলেন।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "তাই না কি?"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "হ্যাঁ। অনেক আশাও পেয়েছিলেন, বিয়ে হবার কথাও ছিল। ওঁর মনটা ভারী কল্পনাপ্রবণ। হতাশ হয়ে মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। আমার ভাই ভারী গুণী লোক। যখন যে উপন্যাস বেরোয়, তা পড়া আছে। উপন্যাসের নায়কদের দুর্ভাগ্য দেখে ওঁর নিজের সঙ্গে তুলনা করেন। আমার মনে হয়, এখন নিজেই আর একখানা উপন্যাস লিখ্‌ছেন।"

যাহা হউক, ভোজশেষে মাতা ও পুত্রী বিদায় লইয়া বাসার দিকে ফিরিলেন।

পূরা তিনটি দিন মিস্ ন্যাগ কেটের বন্ধু হইয়া রহিল। চতুর্থ দিনে অকস্মাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ঘটনাটি এইরূপ।

কোনও অভিজাত বংশের বৃদ্ধ লর্ড, কোনও সাধারণ ভদ্র পরিবারের একটি তরুণী বিবাহ করিবেন। উক্ত লর্ড ভাবী পত্নী ও তাঁহার সহোদরাকে লইয়া ম্যাডাম ম্যান্টা-লিনীর দোকানে বিবাহকালীন টুপী লইতে আসিলেন। পূর্ব্ব-দিবস সেই টুপীর ফরমাস দেওয়া হইয়াছিল।

ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর নির্দ্দেশে মিস্ ন্যাগ দুই হাতে দুইটি টুপী লইয়া দ্রুতপদে উপরতলায় গমন করিল। ভাবী পত্নীর মাথায় টুপী পরাইয়া ম্যাডাম ম্যান্টালিনী ও মিস্ ন্যাগ উহার তারিফ করিতে লাগিলেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "সারা জীবনে এমন আমি আর দেখিনি।"

বুড়া লর্ড—সত্যই তিনি বুড়া—এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, শুধু আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সুন্দরীকে তিনি বিবাহ করিয়া পত্নীরূপে পাইবেন, বুড়া বয়সে তাহা সৌভাগ্য বই কি। বুড়ার অবস্থা দেখিয়া তরুণী যুবতী তাঁহাকে তাড়া করিয়া আয়নার পশ্চাতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া সুন্দরী বুড়া লর্ডকে চুমা দিলেন। ম্যাডাম ম্যান্টালিনী এবং অপরা তরুণী তখন অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু মিস্ ন্যাগ কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া হঠাৎ আয়নার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। তখন বুড়াকে চুমা দিয়া তরুণীর বিদ্যুদ্দীপ্ত নয়ন তাহার চোখে পড়িল। ইহাতে তরুণী অসন্তোষভরে মিস্ ন্যাগের দিকে চাহিলেন।

তার পর বিদ্রূপভরা কণ্ঠে তরুণী ডাকিলেন, "ম্যাডাম ম্যান্টালিনী!"

ম্যাডাম বলিলেন, "বলুন।"

"কালকে যে সুন্দরী যুবতীকে দেখেছিলাম, অনুগ্রহ ক'রে তাকে উপরে আস্‌তে বলুন।"

তাঁহার ভগিনীও বলিলেন, "হ্যাঁ, তাকেই ডেকে পাঠান।"

একখানি সোফায় বসিয়া লর্ডের ভাবী পত্নী বলিলেন, "ম্যাডাম ম্যান্টালিনী, বুড়ীরা এসে আমায় পোষাক পরাবে, এ আমি ঘৃণা করি। আমি যখনই আস্‌ব, ঐ যুবতী মেয়েটিকে আস্‌তে বল্‌বেন। বুঝেছেন?"

বুড়া লর্ড বলিলেন, "নিশ্চয়। সুন্দরী যুবতীকেই আমরা চাই।"

তরুণী মহিলা বলিলেন, "তার কথা সকলেরই মুখে শুনেছি। আমার লর্ড প্রভু সৌন্দর্য্যের উপাসক, ভক্ত। উনি নিশ্চয় তাকে দেখবেন।"

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "সকলেই তার প্রশংসা করছে। মিস্ ন্যাগ, মিস্ নিকলবিকে এখানে পাঠিয়ে দেও। তোমার ফিরে আস্‌বার দরকার নেই।"

সস্মিতবদনে মিস্ ন্যাগ বলিল, "ক্ষমা করুন, ম্যাডাম, শেষের দিকে আপনি কি বল্‌লেন?"

তাহার মনিব তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "তোমার ফিরে আস্‌বার দরকার নেই।"

মিস্ ন্যাগ তখনই চলিয়া গেল। যথাসময়ে কেট আসিয়া হাজির হইল। সে নূতন টুপী খুলিয়া লইয়া পুরাতন টুপী পরাইয়া দিল। বৃদ্ধ লর্ড এবং তরুণী-যুগল তাহার দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া, লজ্জায় তাহার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল।

লর্ডের মনোনীতা পত্নী বলিলেন, "তোমার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠছে কেন?"

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখনও এ বিষয়ে রপ্ত হয়নি কি না, আর দুই এক সপ্তাহে অনেকটা শিখে ফেল্‌বে!"

লর্ডের ভাবী পত্নী বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আপনি ওর উপর নজর হানেন নি ত?"

বৃদ্ধ লর্ড বলিয়া উঠিলেন, "না গো না। আমার বিয়ে হচ্ছে, নতুনভাবে জীবন যাপন করতে হবে। হা, হা, হা! নতুন জীবন গো, নতুন জীবন! হা, হা, হা!"

খানিক পরে কাসি ও হাসি থামিলে বৃদ্ধ লর্ড বলিলেন যে, এমন সুন্দরীকে পোষাকের কাজ মানায় না।

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, ব্যবসাতে সুন্দর মুখ থাকা কি অসঙ্গত?"

লর্ড বলিলেন, "তা নয়। যদি তা হ'ত, তা হ'লে অনেক দিন আগেই আপনি দোকান ছেড়ে দিতেন।"

হাতের ছত্র দ্বারা লর্ডকে খোঁচা মারিয়া তাঁহার ভাবী পত্নী বলিলেন, "দুষ্টু, তোমাকে আমি ওভাবে কথা কইতে দেব না। তোমার সাহস ত কম নয়!"

তরুণী মহিলা ছত্র দ্বারা আরও কয়েকবার খোঁচা মারিলেন। তার পর বলিলেন, "ম্যাডাম ম্যান্টালিনী, ছোটখাট পরিবর্তনগুলি ক'রে দেবেন। এখন চল, দুষ্টু, তুমি আগে চল। আর সেকেণ্ডের জন্যও তোমাকে রেখে যাব না—মেয়েটি রয়েছে। আমি তোমাদের চিনি। জেন, ওঁকে আগে যেতে দেও। পরেরবার ভাইবে।"

বৃদ্ধ দর্জির উপর এইরূপ সন্দেহের আরোপ হওয়ায় তিনি যেন ভারী আপ্যায়িত হইলেন। যাইবার সময় কেটের উপর একবার দৃষ্টি হানিয়া তিনি বাহিরে গেলেন।

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "মাই ডিয়ার, এগুলো নিয়ে যাও।"

তাহার অনুপস্থিতিতে অল্পসময়ের মধ্যেই সেলাই-ঘরে আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। নিজের অভ্যস্ত আসনে না বসিয়া, একটি বাক্সের উপর উপবিষ্টা মিস্ ন্যাগের দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। তিন চারি জন তরুণী তাহাকে ঘিরিয়া নানাপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। সম্ভবতঃ সে মূর্চ্ছা গিয়াছিল।

কেট তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি সর্বনাশ! ব্যাপার কি?"

এই প্রশ্নে মিস্ ন্যাগের পুনরায় মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। কয়েক জন তরুণী তাহার দিকে সক্রোধে দৃষ্টিপাত করিল। আবার ভিনিগার, স্মেলিংসল্ট চলিল। তাহারা বলিল, "লজ্জা হয় না!"

কেট জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের লজ্জা? কি হয়েছে, ব্যাপার কি? আমায় বল না।"

মিস্ ন্যাগ সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "কি হয়েছে! ধিক্ তোমাকে! বদ্ মেয়ে!"

মিস্ ন্যাগের চাপা দাঁতের মধ্য হইতে ঐ প্রকার বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইতে শুনিয়া কেট যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তার মত হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "আমি কি আপনাকে কোন রকমে বিরক্ত করেছি?"

বিদ্রূপভরা কণ্ঠে মিস্ ন্যাগ বলিল, "আমাকে বিরক্ত করেছ! তুমি! প্রবঞ্চক, খুকী, নামগোত্রহীন একটা মেয়ে! তাই বটে! হা, হা!"

মিস্ ন্যাগের ধুয়া ধরিয়া অন্য তরুণীরাও বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল।

মিস্ ন্যাগ বাক্স হইতে নামিয়া সকলের সম্মুখে কেটকে দেখাইয়া বলিল, "এই যে তিনি! এর কথাই সকলে বলাবলি করছে! সুন্দরী, তরুণী! হা রে বোকা মেয়ে!"

মিস্ ন্যাগ হাসিয়া উঠিল। তার পর আবার বলিল, "পনের বছর ধ'রে আমি এখানে আছি। এখানকার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে আছি। এত দিন আমার বদ্‌নাম হয় নি। এখন এই মেয়েটা তার কৌশল-জাল বিস্তার ক'রে হীন প্রচেষ্টার দ্বারা আমাদের সকলের অপমান করছে। এর জন্য লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।"

মিস্ ন্যাগের কথায় তরুণীরাও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কেটের দিকে চাহিল।

মিস্ ন্যাগ তাহার মাথার খোঁপার ফিতা ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়া বলিল, "এত দিন এখানে থাকবার পর, আমাকে দেখে লোক ভয় পায়!"

সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "না, না, না! ও কথা বলবেন না!"

মিস্ ন্যাগ অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিল, "আমাকে বুড়ী বলেছে, এটা কি সত্যি কথা?"

সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিল, "না, না, ও কথা ভাববেন না।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "আমি ওকে ঘৃণা করি—আমি ঘৃণা করি। ও যেন আর আমার সঙ্গে কথা না বলে। যারা আমার বন্ধু, ওর সঙ্গে তারা যেন কথা বন্ধ ক'রে দেয়। ও একটা বদ্ মেয়ে, অসভ্য মেয়ে!"

বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া কেট্ প্রথমতঃ এই সব ব্যাপার দেখিতেছিল। দুই একবার সে কথা বলিবার চেষ্টা করিল। তার পর উহাদের ব্যবহার দেখিয়া সে নিজের আসনে বসিয়া মুখ ফিরাইয়া গভীর দুঃখে অশ্রুপাত করিল। মিস্ ন্যাগ উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয় সুখী হইত।

১৭

সপ্তাহের বাকি কয়দিন মিস্ ন্যাগের ঘৃণা ও বিদ্বেষ হ্রাস পাইল না; বরং বাড়িতে লাগিল। কেট যখন উপরতলে যাইতে আদিষ্ট হইত, তখন সকলের বিদ্রূপ উপহাস আরও তীব্র হইয়া উঠিত। ইহাতে কেটের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। শনিবার আসিতেই সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তবুও একটা দিন সে এই আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিতে পাইবে।

সে দিন যথাসময়ে রাজপথের প্রান্তে মাতার সহিত মিলিত হইবার জন্য সে গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখিল, রালফ্ নিক্‌লবি তাহার মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। ইহাতে সে বিস্মিত হইল।

রালফ্ বলিলেন, "এই যে তুমি, বাছা। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল।"

জ্যেঠতাতের শীতল ও উজ্জ্বল দৃষ্টির পশ্চাতে সে যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া বলিল, "তাই না কি?"

রালফ্ বলিলেন, "তোমাকে ধরতে পারব বলেই সোজা এখানে এসেছি। তোমার মার সঙ্গে পারিবারিক আলাপ হ'তে হ'তে সময়টা কেটে গেছে।"

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "কেট, মা আমার, কাল সাড়ে ছটায় তোমার জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে তোমার ডিনারের নেমন্তন্ন।"

রালফ্ বলিলেন, "আমার বাড়ীতে জন কয়েক ভদ্রলোক খাবেন। তোমার মা বলেছেন যে, তুমি সে দিন বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালন করবে। ভোজ দেওয়া আমার অভ্যাস নেই। তবে কাজের জন্য আমাকে এটা করতে হচ্ছে। তোমার আপত্তি হবে না?"

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "সে কি কথা, আপত্তি কেন হবে ?"

রালফ্ বলিলেন, "অনুগ্রহ ক'রে আপনি থামুন। আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে কথা বল্‌ছি।"

কেট বলিল, "জ্যেঠামশায়, আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমার ভয় হয়, আমাকে আপনি ভারী আনাড়ী ও জড়ভরত ব'লে মনে করবেন।"

রালফ্ বলিলেন, "না, না। একখানা ঠিকা গাড়ী ক'রে তোমার ইচ্ছেমত সময়ে আমার ওখানে যাবে। ভাড়া আমি দেব। আচ্ছা, শুভরাত্রি, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

ভগবানের আশীর্ব্বাদ শুভেচ্ছাপ্রকাশরূপ কথাটা রাল্‌ফের কণ্ঠদেশে যেন বাধিয়া গেল। যাহা হউক, কোন-মতে কথাটা শেষ করিয়া তিনি দুই জন আত্মীয়ার করমর্দ্দন করিলেন। তার পর সহসা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "তোমার জ্যেঠার মুখভঙ্গীটা দেখলে! তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে আদৌ মিল নেই।"

কেট যেন তিরস্কারব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "মা, এ কথা তোমার মনে এল কেন ?"

মিসেস্ নিক্‌লবি যেন চিন্তিতভাবে বলিলেন, আদৌ আদল আসে না। তবে মুখে অপবিত্রতা নেই।"

কেট একবার তাড়াতাড়ি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

কিছুদূর চলিবার পর মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "তোমার আজ কি হয়েছে, মা ?"

কেট উত্তর করিল, "আমি শুধু ভাবছি।"

"ভাবছ! হ্যাঁ, ভাববার অনেক কথা আছে বৈ কি। তোমার জ্যেঠামশাই তোমাকে খুব পছন্দ ক'রে ফেলেছেন দেখছি। এর পর যদি তোমার অদৃষ্টে বিশেষ কোন সৌভাগ্য না ঘটে, আমি সত্যি বিস্মিত হব।"

পথ চলিতে চলিতে মিস্ নিক্‌লবি অনেক তরুণী যুবতীর কাহিনী গল্প করিতে লাগিলেন। খেয়ালী খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠতাত কবে কোন্ ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুদ্রাধারে হাজার পাউণ্ডের নোট ভরিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী মাতা বলিয়া চলিলেন। কেট কৌতুকভরে সে সকল গল্প শুনিয়া চলিল। খুড়ার বাড়ীতে ভ্রাতুষ্পুত্রী সুপাত্রের সহিত পরিচিত হইয়া পরে বিবাহিতা হইয়াছিল, এমন কাহিনীও মাতা বলিতে ভুলিলেন না। শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্তও আশার আলোকে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে সকল মানব-মানবী দুঃখের সহিত সংগ্রাম করে, আশা তাহাদের মনে এমনই ভাবে জাগিয়া উঠে, মনে হয়, যেন উহা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে—বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত অন্তরে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। ইহা সংক্রামক ব্যাধির অপেক্ষাও সংক্রামকতায় অমোঘ।

শীতের সকালে সূর্য্য উঠিয়াছিল। কেট প্রসাধন শেষ করিয়া জ্যেঠার গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। একখানা ঠিকাগাড়ী চড়িয়া সে মিঃ রালফ্ নিকলবির ভবন উদ্দেশে যাত্রা করিল। যথাসময়ে গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়োয়ান দরজায় করাঘাত করিলে দ্বার মুক্ত হইল। নিউম্যান্ নগস্ খোপদস্ত সার্ট পরিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, ইহাই কেট আশা করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তকমা আঁটা এক জন আর্দ্দালী আসিয়া উপস্থিত হইল। হলঘরে ঐ প্রকার পরিচ্ছদধারী আরও দুই তিন জন লোক ঘুরিতেছিল। প্রথমতঃ তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে ঠিক বাড়ীতে আসিয়াছে কি না; কিন্তু বহির্দ্বারে তাহার জ্যেঠামহাশয়ের নামাঙ্কিত পিত্তলফলক সে দেখিয়াছিল, সুতরাং বাড়ী ভুল হয় নাই, এটা ঠিক।

সুবেশ ও পরিচ্ছন্ন ভৃত্যবর্গকে দেখিয়া সে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, গৃহের মহামূল্য আসবাবপত্র দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইল। মূল্যবান, কোমল গালিচায় কক্ষতল মণ্ডিত, গৃহপ্রাচীরে সুন্দর চিত্রাবলী, দামী দর্পণ—একাধিক দেখিয়া তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সদর-দরজায় সে পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইল। তার পর পার্শ্বের কক্ষে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, কণ্ঠস্বরে তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল। মিঃ রালফ্ নিকলবির কণ্ঠস্বর সে প্রত্যেক নবাগতের সম্বন্ধে উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইল। সে বুঝিল, অনেকগুলি ভদ্রলোকের আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছিলেন।

অবশেষে সে যে ঘরে বসিয়াছিল, তাহার দরজা খুলিয়া গেল। সে দেখিল, তাহার জ্যেঠামহাশয় সভ্য-ভব্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিম্নকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, আমিও ঘরে ব্যস্ত ছিলাম। নিমন্ত্রিতরা সব এসেছেন। এখন তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব কি ?"

কেট বলিল, "ওখানে কোন মহিলা আছেন কি, জ্যেঠামশাই ?"

সঙ্কেতে রালফ্ বলিলেন, "না। আমি জানিনে।"

একটু পাংশু হইয়া কেট বলিল, "এখনই আমাকে যেতে হবে ?"

"না, তোমার খুশী। সকলেই হাজির। একটু পরেই ডিনার হবে।"

কেট প্রথমতঃ ভাবিয়াছিল, আরও একটু বিলম্ব করিবে। কিন্তু কি ভাবিয়া সে তাহা করিল না। সে তাহার জ্যেঠামহাশয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

তাহারা যখন পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন অগ্নিকুণ্ডের ধারে কেট সাত আট জন ভদ্রলোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। ভদ্রলোকেরা আলাপ-আলোচনায় এমন মগ্ন ছিলেন যে, রাল্‌ফ্‌ বা কেটের কক্ষ-প্রবেশ লক্ষ্য করেন নাই।

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত রাল্‌ফ্‌ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "লর্ড ফ্রেডারিক্‌ ভেরি-সফ্‌ট্‌, এই আমার ভাইঝি, মিস্ নিকল্‌বি।"

দল যেন অকস্মাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যে ভদ্রলোককে সম্বোধন করিয়া রাল্‌ফ্‌ ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরিচয় করাইয়া দিলেন, তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোকটির জুলপি আছে, গুম্ফ এবং মাথার চুল সুন্দর। মুখখানি তরুণের।

তিনি বলিলেন, "কি বল্‌লেন?"

চশমা নাকে আঁটিয়া তিনি কেটের দিকে সবিস্ময়ে একদৃষ্টে চাহিলেন।

"মাই লর্ড, ইনি আমার ভাইঝি।"

লর্ড মহোদয় বলিলেন, "তা হ'লে আমি ঠিকই শুনেছি। কেমন আছেন? আমি ভারী খুসী হলুম।" লর্ড মহোদয় অপর এক জন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, মোটা-সোটা ভদ্রলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন, "ভারী সুন্দরী!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বলিলেন, "নিকল্‌বি, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেও।"

রাল্‌ফ্‌ বলিলেন, "সার মল্‌বেরী হক্‌।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "আমাকে ভুলে যেও না যেন, নিকল্‌বি।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "মিঃ পাইক্‌।"

সার মলবেরী হকের পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলিলেন, "আমাকেও মনে রেখো।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "ইনি মিঃ প্লাক্‌।"

ক্রমে মিঃ প্যাব, কর্ণেল চোনার প্রভৃতি সকলের সহিতই রাল্‌ফ কেটের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

দুইটি বিষয়ে কেট লক্ষ্য করিল এবং তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ সকলেই তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে অবজ্ঞাভরে দেখিতেছিলেন এবং তাহার প্রতি প্রত্যেক নিমন্ত্রিতেরই ব্যবহার যেন শিষ্টতা-বিগর্হিত বলিয়া মনে হইল।

পরিচয়ব্যাপার শেষ হইলে রাল্‌ফ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একটি আসনে বসাইলেন। তার পর চারিদিকে চাহিয়া তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, নিমন্ত্রিতদলের মনোভাব কিরূপ [illegible]।

লর্ড বলিলেন, "নিকল্‌বি, অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দ পেলাম।"

মিঃ প্লাক্‌ বলিলেন, "লর্ড ফ্রেডারিক, আপনাকে বিস্মিত করবার জন্তই এ ব্যাপারটা পরিকল্পিত হয়েছে।"

লর্ড মহোদয় বলিলেন, "সেটা মন্দ কথা নয়। এতে শতকরা আরও দুই বা তিন বেড়ে যাবে।"

সার মলবেরী হক্‌ বলিলেন, "নিকল্‌বি, ইঙ্গিতটা বুঝে দেখো। শতকরা পঁচিশের উপর আরও বেশী হ'ল। সে যাই হোক, আমি পরামর্শ দিয়েছি ব'লে ওর অর্দ্ধেক ভাগ আমায় কিন্তু দিতে হবে।"

হাস্য-পরিহাস চলিতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, ডিনার প্রস্তুত। লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফ্‌ট কেটকে লইয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

সার মলবেরী বলিয়া উঠিলেন, "ভেরিসফ্‌ট, ও হবে না। দশ মিনিট আগে মিস্ নিক্‌লবি ও আমি চোখের ইসারায় ঠিক করেছি, আমি ওঁকে নিয়ে যাব।"

মিঃ প্যাব হাসিয়া বলিলেন, "বেশ! বেশ! হা, হা, হা!"

উৎসাহিত হইয়া সার মল্‌বেরী কেটকে লইয়া নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। যেন তিনি কেটের কত দিনের পরিচিত। ইহাতে কেটের মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। সে ভাবিল,তাহার এই ক্রোধ সংবরণ করাও কঠিন। যখন তাহাকে ভোজের টেবিলে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা হইল এবং তাহার এক দিকে সার মলবেরী এবং অন্য দিকে লর্ড ফ্রেডারিক্‌ ভেরিসফ্‌ট্‌, তখন তাহার ক্রোধ ও বিরক্তি সীমা অতিক্রম করিল।

সার মলবেরী বলিলেন, "বাঃ, তুমি আমাদের পাশে এসেই বসেছ দেখ্‌ছি ভেরিসফ্‌ট।"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কি ক'রে?"

সার মলবেরী বলিলেন, "বেশ, তুমি খাবারে মন দাও, আমার ও মিস্ নিকল্‌বির দিকে নজর দিও না। কারণ, মনে রেখ, আমরা তোমার দিকে নজর দেব না।"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "ওহে নিকল্‌বি, তুমি এসে মধ্যস্থতা কর বল্‌ছি।"

রাল্‌ফ্‌ টেবলের ওপাশ হইতে বলিলেন, "কি হয়েছে, লর্ড?"

"এই লোকটা—হক, তোমার ভাইঝিকে একা অধিকার ক'রে বসেছে।"

রাল্‌ফ্‌ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আপনি যাতে দাবী করেন, উনি তাতেই ভাগ বসিয়ে থাকেন।"

যুবক লর্ড বলিলেন, "তাই ত দেখতে পাচ্ছি। আমার বাড়ীতে ও কর্ত্তা, না আমি, অনেক সময় তাই আমি ভাবি।"

রাল্‌ফ্‌ বলিলেন, "তা আমি জানি।"

উৎসাহভরে লর্ড বলিলেন, "এক শিলিং দিয়ে আমি ওর সঙ্গে [illegible] করব।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তা হবে না। যখন তোমার শেষ শিলিং এসে দাঁড়াবে, তখন তোমায় ছাড়ব। তার আগে আমি তোমায় ছাড়ছি না।"

ঐ কথায় সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। ইহা সহজেই প্রতিভাত হইল যে, দলের অধিকাংশই এই হতভাগ্য লর্ডকে শিকাররূপে পাইয়াছে। লোকটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। সার মলবেরী হক্ নিজে এবং বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে লক্ষীমন্ত ঘরের ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিতে বিশেষ দক্ষ। এই ব্যবসায়ে তিনি দলের নেতা।

ভোজের পর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছিল। মেসার্স পাইক্ ও প্লক ফুর্ত্তি ভোজন এবং আকণ্ঠ সুরাপান করিতেছিলেন।

লর্ড ফ্রেডারিক প্রথম পোর্ট-সুরার গ্লাস পান করিতে করিতে বলিলেন, "যদি এই ভোজটা বাট্টার জন্য হয়ে থাকে, তা'হলে রোজ এমন বাট্টার ডিনার পেলে মন্দ হয় না।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তা অনেক পাবে হে; নিকলবিকে জিজ্ঞাসা কর না।"

যুবক লর্ড বলিলেন, "কি গো, নিক্‌লবি, তোমার মত কি? আমি খুব ভাল খদ্দের?"

র‍্যালফ্ বলিলেন, "সেটা ঘটনা দেখে বলা যাবে। অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কর্ণেল চোক্সার বলিলেন, "লর্ড মহোদয়ের অবস্থার উপর সেটা নির্ভর করছে!"

সাহসী কর্ণেল মেসার্স পাইক্ ও প্লকের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই বিদ্রূপে তাঁহারা যোগ দিয়া হাসিবেন। কিন্তু উক্ত ভদ্রলোক-যুগল তখন সার মলবেরীর কথাতেই হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। কর্ণেলের কথা কাণেই তুলিলেন না। সার মলবেরী যে সুবিধা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার ভাগীদার হইতে দেখিয়া কর্ণেলের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টির অর্থ, কর্ণেল অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন। মেসার্স পাইক ও প্লকও সর্দ্দারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কর্ণেলের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কর্ণেল বিব্রতভাবে তখন গ্লাসের সুরা পর্য্যবেক্ষণে মন দিলেন।

এতক্ষণ কেট নত দৃষ্টিতে নীরবে বসিয়াছিল। সে একবারও চক্ষু তুলিতে সাহস করিতেছিল না। পাছে লর্ড অথবা সার মলবেরীর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হয়। সার মলবেরী সকল সময়েই কেটের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিলেন।

সার মলবেরী বলিলেন, "মিস্ নিকলবি এখানে ব'সে ভাবছেন, কেন তাঁর প্রতি কেউ প্রেম নিবেদন করছে না?"

তাড়াতাড়ি চক্ষু তুলিয়া কেট বলিল, "না, না, তা নয়। আমি—" কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, কোন কথা না বলাই তাহার উচিত ছিল।

সার মলবেরী বলিলেন, "আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড বাজি রাখছি—মিস্ নিকলবি আমার দিকে চেয়ে এ কথা বলতে পারেন না যে, তিনি ঐ রকম ভাবছিলেন না।"

লর্ড বলিলেন, "বেশ! রাজি। দশ মিনিট সময়!"

সার মলবেরী বলিলেন, "ভাল।"

উভয় পক্ষই টাকা টেবলের উপর রাখিলেন। মিঃ প্লক বাজির টাকা রাখিবেন ও সময় নির্দ্দেশ করিবেন স্থির হইল।

কেট অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল, "আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে নিয়ে বাজি রাখবেন না। জ্যেঠা-মশাই, আমি নিশ্চয়—"

র‍্যালফ্ বলিলেন, "কেন হবে না। হঠাৎ হয়ে গেছে। এতে দোষ ত কিছু নেই। ভদ্রলোক যদি বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন—"

উচ্চহাস্যে সার মলবেরী বলিলেন, "না, আমি পীড়া-পীড়ি করছি না। অর্থাৎ, মিস্ নিকলবি যদি অস্বীকার করেন, তার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করব না। কারণ, তা যদি তিনি করেন, আমি বাজি হারব। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল চক্ষুযুগল দেখ্‌লে আমি খুসী হব। বিশেষতঃ মেহগ্‌নীকে তিনি বিশেষ পছন্দ করেন দেখছি।"

লর্ড বলিলেন, "তা তিনি করেন। মিস্ নিকলবি, এটা আপনার পক্ষে প্রশংসার কথা নয়।"

মিঃ পাইক বলিলেন, "ভারী নিষ্ঠুরের কাজ।"

মিঃ প্লক বলিলেন, "সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুরতা।"

সার মলবেরী বলিলেন, "হারলে আমার দুঃখ নাই। কারণ, তিনি কোনরকমে একবার যদি চান, তাতেই আমি আমার টাকার দ্বিগুণ লাভ করব।"

মিঃ পাইক বলিলেন, "তারও বেশী।"

মিঃ প্লক বলিলেন, "অনেক অধিক।"

সার মলবেরী বলিলেন, "প্লক, সময় কত?"

"চার মিনিট হয়ে গেছে।"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "মিস্ নিকলবি, আমার জন্য একটু চেষ্টা করবেন না কি?"

সার মলবেরী বলিলেন, "সে খোঁজ নিয়ে তোমার লাভ নেই। মিস্ নিকলবি আমাকে বুঝেছেন, আমিও তাঁকে বুঝেছি। তিনি আমার দিকেই হবেন। তাঁর পছন্দ আছে। তোমার আশা নেই, বন্ধু। প্লক, সময় কত?"

"আট মিনিট হয়ে গেছে।"

সার মলবেরী বলিলেন, "টাকা ঠিক ক'রে রাখ। এখুনি টাকা বশে দিতে হবে।"

মিঃ পাইক হাসিলেন, "হা, হা, হা!"

বেচারা কেট হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সে স্থির করিল, সে চুপ করিয়া থাকিবে। কিন্তু পাছে তাহাতে

সার মলবেরীর জয় হয়। কারণ, কথাটা তিনি যতদূর অশিষ্ট ও অভদ্রভাবেই বলিয়া ফেলিয়াছেন। এজন্ত সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সার মলবেরীর দৃষ্টিতে এমনই একটা কুৎসিত, অভদ্রোচিত ভাব ছিল যে, কোন কথা বলিতে না পারিয়া, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। উপরতলে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে আপনাকে সংবরণ করিয়া রাখিল। তার পর ঝর্ ঝর্ ধারে তাহার নয়নপথে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সার মলবেরী টাকা পকেটজাত করিয়া বলিলেন, "চমৎকার! মেয়েটির তেজ আছে। এস, আমরা ওঁর স্বাস্থ্য পান করি।"

সার মলবেরীর জয়ে মেসার্স পাইক ও প্লক সোৎসাহে মদ্য পান করিতে লাগিলেন। রালফ নেকড়ে বাঘের ন্যায় সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর ভ্রাতুষ্পুত্রীর অবিদ্যমানতায় সুরাপানে লাগিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে কেট অনেকটা আত্মস্থ হইয়াছিল। এক জন পরিচারিকার নিকট হইতে সে জানিতে পারিল যে, সে এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহার জ্যেঠামহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, বলিয়া পাঠাইয়াছেন। সে আরও জানিতে পারিল যে, ভদ্রলোকরা অন্য ঘরে বসিয়া এখন কফি পান করিবেন। আর উঁহাদের সহিত দেখা হইবার আশঙ্কা নাই মনে করিয়া কেট অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল। সে একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল।

সে বই পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেল। সহসা অতি সন্নিকটে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে বইখানি ভূমিতে পড়িয়া গেল। সে দেখিল, তাহার পার্শ্বস্থ আসনে সার মলবেরী হক্ বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটা একেই অভদ্র, তদুপরি সুরাপানে উন্মত্তপ্রায়।

সার মলবেরী বলিলেন, "পড়ার প্রতি আপনার কি গাঢ় অভিনিবেশ! এটা কি সত্য, না চক্ষু-পল্লবের বিলাসভঙ্গী?"

উৎকণ্ঠিতভাবে কেট দরজার দিকে চাহিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না।

সার মলবেরী বলিলেন, "পাঁচ মিনিট ধ'রে আমি চেয়ে রয়েছি। সত্য বলছি, চমৎকার চোখ। কথা ব'লে এমন সুন্দর চিত্র নষ্ট ক'রে দিলাম।"

কেট বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে মহাশয়, কথা বন্ধ করবেন কি?"

টুপীর উপর ভর দিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "না। আপনি ওরকম করবেন না। মিস্ নিকল্বি, আমি আপনার ভক্ত দাস। এমন ক'রে নিষ্ঠুর হবেন না।" বলিয়া তিনি কেটের আরও কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন।

শরীর কম্পিত হইতে থাকিলেও, ক্রোধভরে কেট বলিল, "আমি আপনাকে এ কথাটা শোনাতে চাই যে, আপনার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছি। আপনার মধ্যে যদি এতটুকু ভদ্রতাবোধ থাকে, অনুগ্রহ ক'রে এখান থেকে আপনি চ'লে যান।"

সার মলবেরী বলিলেন, "কেন বলুন ত? এমন কঠোর আপনি হচ্ছেন কেন? প্রিয় মিস্ নিকল্বি, যা স্বাভাবিক, তাই আপনি করুন।"

কেট তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সার মলবেরী তাহার বস্ত্রাংশ ধরিয়া তাহাকে জোর করিয়া আটক রাখিলেন।

ক্রোধে কেটের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "মশাই, আমায় ছেড়ে দিন। শুনছেন? এখনই ছাড়ুন।"

"বসুন আপনি; আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

কেট উচ্চকণ্ঠে কহিল, "হাত ছাড়ুন বলছি, এখুনি ছেড়ে দিন।"

সার মলবেরী বলিলেন, "কিছুতেই ছাড়ব না।" এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে চেয়ারে বসাইবার চেষ্টা করিলেন। কেট সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে গেল। ইহাতে টাল সামলাইতে না পারিয়া সার মলবেরী ভূমি-শায়ী হইলেন। একলম্ফে কেট দ্বারের সন্নিহিত হইল। ঠিক এই সময়ে রালফ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন, "এ কি?"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কেট বলিল, "ব্যাপার এই যে, আপনার পরলোকগত ভাইয়ের নিরাশ্রয়া কন্যা, আপনারই বাড়ীতে আশ্রয় পাবার পরিবর্ত্তে অপমানিত হয়েছে। পথ ছাড়ুন।"

ক্রুদ্ধা তরুণীর দৃষ্টির আঘাতে রালফ কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি তাহার হাত ধরিয়া দূরবর্ত্তী একটি আসনের কাছে লইয়া গেলেন। তার পর সার মলবেরী হকের কাছে গিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

চাপাকণ্ঠে রালফ বলিলেন, "যান, এই পথে চ'লে যান।"

তাঁহার বন্ধু ভীষণ ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কথার মানে?"

রালফের ললাটের শিরা তখন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনার চিহ্ন প্রকট হইয়াছিল। তিনি শুধু দ্বারপথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

সার মলবেরী বলিলেন, "পাগলা বুড়ো, তুমি আমায় চেন না?"

রালফ বলিলেন, "ভালরকমই জানি।" বিলাসী ভবঘুরে তখন এই বৃদ্ধ পাপীর দৃষ্টির সম্মুখে পরাভূত হইয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—

"তুমি মর্ত্তকে চেয়েছিলে। কেমন, তাই নয়? আমি তোমার পথে প্রতিবন্ধক হয়েছি। কেমন, তাই ঠিক?"

রালফ হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সার মলবেরী বলিলেন, "কে তাঁকে তোমার কাছে প্রথম এনেছিল? আমার সাহায্য ছাড়া কেমন ক'রে তুমি তাকে তোমার জালে ফেল দেখা যাবে।"

রালফ বলিলেন, "জাল খুব বড়, আর ধরাও যাবে। সাবধান, জালের চাপে যেন কারও নিশ্বাস বন্ধ হয়ে না যায়।"

"তুমি টাকার জন্ত রক্ত-মাংস বেচতে চাও। নিজেকেও সেই সঙ্গে বিকুতে চাও। যদি সয়তানের কাছে ইতিমধ্যে আত্মবিক্রয় না ক'রে থাক। তুমি কি বল্‌তে চাও যে, ঐ মাতাল ছোঁড়াকে পাকড়াও করবার জন্ত তোমার সুন্দরী ভাইঝিকে টোপ হিসেবে আন নি?"

উভয়ের আলোচনা চাপা কণ্ঠেই চলিতেছিল। রালফ্ একবার ভ্রাতুষ্পুত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে তাঁহাদের আলোচনা শুনিতে পাইতেছে কি না। তাঁহার প্রতিযোগী এ দুর্ব্বলতাটুকু লক্ষ্য করিলেন।

তিনি বলিলেন, "তুমি কি বল্‌তে চাও যে, সেটা তোমার উদ্দেশ্ত ছিল না? তুমি কি বল্‌তে চাও যে, আমার পরিবর্ত্তে সে যদি এখানে এসে এই রকম করত, তা হ'লে তুমি তখন অন্ধত্বের ভাণ করতে না? কালা সেজে থাক্‌তে না? উত্তর দেও নিকল্‌বি, চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না।"

রালফ্ বলিলেন, "তোমাকে এইটুকু বল্‌ছি, আমি যদি তাকে কাজের জন্ত এখানে এনে থাকি—"

"ঠিক কথা। তাই বল। এইবার তুমি ধাতুস্থ হয়েছ।"

নিম্নস্বরে রালফ বলিলেন, "কাজের জন্ত। আমি ভেবেছিলাম, সে হয় ত ঐ নির্ব্বোধ যুবার মনে কোন রং ধরাতে পারবে। তুমি যাকে ধ্বংস করতে চাও, তাকে একটু খেলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাকে বাড়াবাড়ি করতে দিতাম না। তবে তোমার মত পাকা লম্পটের ক্রীড়নক হ'তে আমি আমার ভাইঝিকে দিতাম না।"

বিদ্রূপভরে সার মলবেরী বলিলেন, "অর্থাৎ কিছু পাওয়া না গেলে শুধু শুধু নয়।"

রালফ বলিলেন, "ঠিক তাই।" তখন দুইটি বদমাস, শয়তান, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। তার পর সার মলবেরী কক্ষত্যাগ করিলেন:

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রালফ ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে আসিলেন। কেট তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে তাহার হৃদয় তখন বিদীর্ণ হইতেছিল।

দরিদ্র খাতকের বাড়ীতে রালফ পেয়াদা লইয়া টাকা আদায় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। খাতকের শিশু পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিলেও প্রাপ্য আদায়ের জন্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিতেন না। কিন্তু এই তরুণী সুন্দরী তাঁহার কাছে কোন অপরাধ করে নাই, তাঁহার অমর্যাদাও করে। সে শুধু জগতে আসিয়াছে এবং বাঁচিয়া আছে। তিনি যখন তাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, সে অকুণ্ঠিতভাবে তখনই তাহা করিয়াছে। সুতরাং তাহার এই অবস্থায় তিনি বিচলিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ধীরে ধীরে রালফ ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "চুপ কর, বাছা। কেঁদ না। ও কথা আর মনে করো না।"

কেট বলিল, "এখন দয়া ক'রে আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন। এ বাড়ী ছেড়ে আমি এখুনি যেতে চাই।"

রালফ্ বলিলেন, "তা যাবে বৈ কি। কিন্তু তার আগে চোখ মুছে ফেল—শান্ত হও। তোমার মাথাটা আমি তুলে ধ'রে—হ্যাঁ, এই ঠিক।"

কেট বলিল, "জ্যেঠামশাই, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আজ এখানে এনে আপনি আমাকে এমন অপদস্থ করলেন? আমি বাক্য, কার্য্য বা চিন্তায় কোন দিন আপনার অমর্য্যাদা করিনি। এক দিন যাকে আপনি স্নেহ করতেন, যাঁর স্মৃতি আপনার মনে—"

বাধা দিয়া রালফ্ শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "এক মিনিট চুপ ক'রে আমার কথা শোন। আমি জান্‌তাম না, এমন হবে। আগে থেকে এমন ঘটনার পূর্ব্বাভাস পাওয়াও অসম্ভব। আমার যা করবার, তা করেছি। এস, আমরা একটু বেড়িয়ে বেড়াই। ঘরের মধ্যে থেকে তোমার অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। একটু চেষ্টা করলেই তুমি অনেকটা স্থির হ'তে পারবে।"

কেট বলিল, "আপনি আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন, আমি আপনার সব কথা শুন্‌বো।"

রালফ বলিলেন, "সে ব্যবস্থা আমি করছি। কিন্তু তার আগে তোমার চেহারা আগের মত ক'রে ফেল। তোমার এ চেহারা দেখলে সকলে ভয় পাবে। এ সব কথা তুমি ও আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। চল, ওদিকে যাই। এইবার—এখন তোমাকে অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে।"

কিছুকাল পরে যখন রালফ দেখিলেন, কেট সুস্থ হইয়াছে, তখন তাহাকে নীচে নামাইয়া লইয়া গেলেন। তাহার গায়ের শাল ভাল করিয়া কেটের গায় জড়াইয়া দিলেন। জীবনে এ কার্য্য তাঁহার এই প্রথম। গাড়ীতে তিনি স্বয়ং তাহাকে চড়াইয়া দিলেন।

কেটের কেশদাম হইতে একখানা চিরুণী খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। রালফ উহা তুলিয়া কেটের হাতে দিলেন। তাহার চূর্ণকুন্তলগুলি আননে আসিয়া পড়িয়াছিল। গ্যাসের আলোকে রালফ দেখিলেন, [illegible] এখনও সেই সুন্দর মুখখানি হইতে সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। সেই মুখে তিনি তাঁহার কিশোর ভ্রাতার মুখচ্ছবি যেন দেখিতে পাইলেন।

সেই দৃষ্টিপাতে রালফের কঠোর হৃদয় যেন আহত হইল। সেই আঘাত যেন রালফের শক্তি হরণ করিল। তিনি যেন ভূত দেখিয়াছেন, এমনই ভাবে স্খলিত-চরণে নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

২০

উল্লিখিত ঘটনার পরদিবস, সোমবার সকালবেলা মিস্ লা ক্রিভি ম্যাডাম ম্যান্টালিনীকে সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন যে, মিস্ নিকলবি কাজে আসিতে পারিবে না। সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে মিস্ ক্রিভি আপন মনে বলিতেছিলেন, "বুঝলাম না, মেয়েটার কি হয়েছে। কাল রাত্রিতে নিশ্চয় তার চোখ লাল হয়েছিল। সে বলছে, তার বড় মাথা ধরেছে। কিন্তু মাথা ধরলে কি চোখ লাল হয়? সে নিশ্চয় কেঁদেছিল।"

এই কথাটাই তাঁহার মনে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, বুড়া নিকলবি এমন কোন ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহাতে কেট দুঃখ পাইয়াছে। লোকটা সত্যই পশু।

ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর দোকানে গিয়া ভদ্র মহিলা জানিতে পারিলেন যে, ম্যাডাম এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। তখন ভারপ্রাপ্ত মিস্ ন্যাগের সহিত তিনি দেখা করিয়া সব কথা বলিলেন।

মিস্ ন্যাগ বলিল, "যদি আমার কথা শুনতে চান, তা হ'লে আমি বলব যে, মিস্ নিকলবির আর না এলেও চলে।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "তাই না কি? কিন্তু আপনি ত ব্যবসায়ের মালিক নন, সুতরাং আপনার মতামতে কিছু যায় আসে না।"

মিস্ ন্যাগ বলিল, "বেশ, ম্যাডাম, আর কোন আদেশ আপনার আছে?"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "না, আর কিছু নেই, ম্যাডাম।"

"তা হ'লে, এখন আসুন।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "সুপ্রভাত, ম্যাডাম। আপনার অসীম শিষ্টাচার ও সংশিক্ষায় ভারি বাধিত হলুম।"

এই ব্যাপার উপলক্ষে উভয় মহিলারই শরীর কাঁপিতেছিল। যাহা হউক, মিস লা ক্রিভি দোকান হইতে বাহির হইলেন।

তিনি আপন মনে বলিলেন, "এ মেয়েটা কে? এর একখানা ছবি আঁকতে পারলে ভাল হ'ত। তা হ'লে ওর মূর্ত্তি ঠিক ফুটিয়ে তুলতুম।"

বাসায় ফিরিয়া মিস্ লা ক্রিভি প্রাতরাশে বসিলেন। এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, এক জন ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহেন। মিস্ ক্রিভি তখন প্রাতরাশের দ্রব্যাদি সরাইয়া লইতে বলিলেন।

দ্বারপ্রান্ত হইতে পরিচিত কণ্ঠে কেহ বলিল, "আমাকেও যেন সরিয়ে দেবেন না। আমার নাম প্রকাশ করতে বারণ ক'রে দিয়েছিলুম—আপনাকে অবাক্ ক'রে দেব ব'লে।"

মিস্ লা ক্রিভি সবিস্ময়ে বলিলেন, "মিঃ নিকোলাস?"

নিকোলাস বলিল, "আমাকে তা হ'লে ভুলে যাননি?"

করকম্পন করিয়া মিস ক্রিভি বলিলেন, "তোমাকে ভুলে যাব? পথে দেখলেও চিনতে পারতাম। হানা, আর এক পেয়ালা চা আন।"

তার পর মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ, মিঃ নিকোলাস, চোখ-মুখে কালি পড়েছে। তুমি কবে ইয়র্কশায়ার ছেড়ে এলে?"

নিকোলাস বলিল, "আমার চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কারণ, শরীর ও মনে বড় কষ্ট গেছে। এখন কপর্দ্দকহীন গরীব হয়ে পড়েছি। অভাবের অন্ত নেই।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "হা ভগবান! এ সব কি কথা বলছ?"

নিকোলাস উপেক্ষাভরে বলিল, "আপনি সে জন্য বিব্রত হবেন না। আমার অভাব জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য এখানে আসিনি। আমি জ্যাঠার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চাই। সে কথাটা আপনাকে আগে ব'লে রাখি।"

মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "তা হ'লে বলব, তোমার অসুস্থতা আমি মানলাম না। তাঁর সঙ্গে এক ঘরে বসলে এক পক্ষকাল আমার সব রস শুকিয়ে যাবে।"

"এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আদৌ মতবিরোধ নেই। কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার। তাঁর ভণ্ডামি ও ঈর্ষা আমি ভেঙ্গে দিতে চাই।"

"সে ভাল কথা।"

নিকোলাস বলিল, "আজ সকালে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলুম। তিনি রবিবার এখানে ফিরে এসেছেন। কাল রাত্রিতে তাঁর আগমনসংবাদ পেয়েছি।"

"দেখা হয়েছিল?"

"না, তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"বোধ হয়, কোন দাতব্য কার্য্যেই বেরিয়েছেন।"

"আমি কোন বন্ধুর কাছে খবর পেয়েছি যে, তিনি আজই আমার মা বোনের সঙ্গে দেখা করতে চান। আমার অদৃষ্টে যা ঘটেছে, তিনি নিজের মত ক'রে তাঁদের কাছে তা বলবেন। আমি সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "এ ঠিক কাজই হবে। তবে আমি বুঝতে পারছি না, কি হবে। অন্যের কথাও ভাবতে হবে।"

নিকোলাস বলিল, "তা আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু আত্মসম্মান ও সাধুতা এ দুটোই যখন বিপন্ন, তখন কিছুতেই আমি পেছু-পা হব না।"

"সে তুমি ভাল জান।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার সাহায্য এইটুকু চাই যে, আপনি ওখানে গিয়ে আমার মা-বোনকে আমার আগমন সংবাদ জানাবেন। আপনি যদি বলেন যে, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, তা হ'লে আমার আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁরা ভয় পাবেন না। আপনার যাবার ১৫ মিনিটের মধ্যে আমি সেখানে যাব। আপনি এ সাহায্য করবেন কি?"

"এর চেয়েও বেশী আমি তোমার জন্য করতে চাই। কিন্তু ইচ্ছা হলেই সব কাজ করা যায় না—সামর্থ্য থাকা চাই।"

মিস্ ক্রিভি বিনাবাক্যব্যয়ে টুপী লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। বাড়ীর কাছে আসিয়া নিকোলাস অন্য দিকে চলিয়া গেল।

নিকোলাসকে অপরাধী মনে করিয়া রালফ্ সোজা ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নগস্ বলিয়াছিল, কাজ সারিয়া তিনি দেখা করিতে যাইবেন, সে অনুমান তাহার ভ্রান্ত। কাজেই মিস্ ক্রিভি যখন উপস্থিত হইলেন, তখন রালফ্ কার্য্যারম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের দুষ্কর্ম্মের সকল কথা তিনি বেশ সমুজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কেট মিস্ ক্রিভিকে দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল।

মিস্ ক্রিভি—এ দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, তুমি আগেই এসে পড়েছ। তাহলে নিকোলাস নিজে এসেই সব বলবে, তখন দেখা যাবে তোমার মনে কি ভাব হয়।"

মিস্ স্কুইয়াসের লিপি ভাঁজ করিতে করিতে রালফ বলিলেন, "চিঠিখানা বেশ লেখা। আমি আগেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিলুম যে, ভালভাবে সেখানে থাকলে ছোঁড়ার উন্নতি হত। কিন্তু আমি জানতুম, ও তা পারবে না! ফল কি হ'ল? না জেলে যেতে হবে।"

কেট সক্রোধে বলিল, "আমি এ কথা বিশ্বাস করিনে। এটা একটা ঘৃণিত ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।"

রালফ বলিলেন, "সে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে তুমি অন্যায় করছ, কেন? তোমার ভাই তাঁকে মেরেছে। অথচ তোমার ভায়ের দেখা নেই। সেই ছেলেটা তার সঙ্গে আছে। এ কথাটা ভুলো না।"

কেট বলিল, "অসম্ভব! নিকোলাস চোর? মা, তুমি চুপ ক'রে ব'সে এ কথা শুনছ?"

মিসেস্ নিকোলাস রুমালে চোখ মুছিয়া বলিলেন যে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহাতে এমনই বুঝাইল যে, তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন।

রালফ বলিলেন, "সে যদি আমার সঙ্গে দেখা করে, তা হ'লে আমার কর্ত্তব্য হবে তাকে পুলিশে দেওয়া। তা আমাকে করতেই হবে। তবে আমি তা পারব না। কারণ, আমি তার বোনের মনে ব্যথা দিতে পারব না। আর তার মারও মনে ব্যথা দেওয়া চলবে না।"

শেষ কথাটা যেন দ্বিতীয় চিন্তার পর যোগ করিয়া দিলেন।

কেট বুঝিল, তাহার মাতার মন নরম করিবার জন্য ইহাও একটা কৌশল। কারণ, গত কল্যকার ব্যাপারটা তাহা হইলে কেট চাপিয়া যাইবে।

রালফ খানিক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সব জিনিষ জোড়াতাড়া দিলে চিঠিখানার কথাই সত্য ব'লে মনে হয়। প্রতিবাদ করার কিছু নেই। যে নির্দ্দোষ, সে কি ভদ্রলোকের সামনে আসতে ভয় পায়—লুকিয়ে থাকে? নির্দ্দোষ লোক কি নামগোত্রহীন লোককে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে? মারধর করে, চুরি করে?"

দরজা খুলিয়া গেল। নিকোলাস ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "আগাগোড়া মিথ্যে কথা!"

রালফ আতঙ্কে কয়েক পদ পিছাইয়া গেলেন। পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেট এবং মিস্ ক্রিভি দুইজন পুরুষের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কেট বলিল, "দাদা! দাদা! তুমি শান্ত হও।"

ভগিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া সক্রোধে নিকোলাস বলিল, "ভেবে দেখ বোন্, যা ঘটেছে সব মনে হলে, ওঁর সামনে দাঁড়াবার জন্য লোহার শরীর দরকার।"

রালফ বলিলেন, "অথবা ব্রোঞ্জ হওয়া চাই।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "হায়! হায়! শেষে এই দাঁড়াল!"

নিকোলাস বলিল, "উনি এমনভাবে বলছেন যেন, আমি দোষ করেছি এবং তাঁদের ঘাড়ে অপমানের বোঝা চাপিয়েছি।"

রালফ বলিলেন, "তোমার মাই বলছেন।"

"ওঁর মন ও কানে আগেই বিষ ঢালা হয়েছে। আর তা করেছেন, আপনি। উনি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ব'লে সেই সুযোগ নিয়ে আপনি যত অপমান লাঞ্ছনার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়েছেন। আপনিই আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন—নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, পাপিষ্ঠের কাছে আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে শিশু দুঃখের ভারে বুড়ো হয়ে যায়। তাদের ভবিষ্যতের সব আশা সেখানে সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভগবান জানেন, আমি নিজের চোখে তাদের দুর্দ্দশা, শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখেছি। উনি সব জানেন।"

কেট বলিল, "দাদা, তোমার নামে যে সব অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিবাদ কর। ধৈর্য্য ধ'রে থাক, কাউকে সুযোগ দিও না। তুমি কি করেছিলে বল; দেখিয়ে দাও—ওদের কথা মিথ্যে।"

নিকোলাস বলিল, "তারা আমার নামে কি অভিযোগ করেছে—অর্থাৎ উনি আমাকে কিসের জন্ম অপরাধী করছেন ?"

রালফ্ বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রথমতঃ তোমার মনিবকে আক্রমণ করেছিলে। তাঁকে প্রায় হত্যা ক'রে ফেলেছিলে—সে জন্ম তোমার বিচার হওয়া উচিত। আমি সোজা কথা বলছি। তুমি যতই জাঁক কর না কেন ?"

নিকোলাস বলিল, "ভীষণভাবে, নিষ্ঠুরভাবে একটা হতভাগা ছেলেকে ঐ লোকটা প্রহার করছিল, আমি তাতে বাধা দিয়েছিলাম। তাতে আমি লোকটাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। সে শাস্তি হঠাৎ সে ভুলবে না। তবে আরও বেশী শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, আমি তা দেইনি। সে যদি আবার আমার সামনে ঐ রকম অত্যাচার করতে যায়, আমি ঠিক সেই রকম ভূমিকার অভিনয় করব। তবে এবার এমন প্রহার দেব যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তা তার মনে থাকবে।"

মিসেস্ নিকলবিকে লক্ষ্য করিয়া রালফ্ বলিলেন, "শুনছেন ত আপনি ? চমৎকার অনুতাপ!"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তাই ত, এ কি হ'ল! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কেট বলিল, "তুমি এখন কোন কথা বলো না, মা। প্রিয় নিকোলাস্, তুমি ত জান, নষ্টামি থেকে কত কি ঘটে। ওরা বলছে, ওদের একটা আংটী হারিয়েছে। ওর এমন সাহস করে যে—"

উদ্ধতভাবে নিকোলাস্ বলিল, "ঐ মেয়েমানুষটা—যে লোকটা অভিযোগ করেছে, তার স্ত্রী, আমার কাপড়-চোপড়ের মধ্যে তার আংটী ফেলে দিয়েছিল বোধ হয়। যে দিন আমি চ'লে আসি, সেই দিন সকালবেলা সম্ভবতঃ। আমি জানি, ঐ মেয়েমানুষটা শোবার ঘরে গিয়েছিল। বেচারা ছেলেটাকে তারা মারছিল। পথে আমার কাপড়-চোপড় খুলবার সময় আমি আংটীটা দেখতে পাই। যে গাড়ী ক'রে আমি এসেছিলাম, সেই গাড়ীতেই লোকের হাতে আমি সেটা ফেরৎ পাঠিয়েছি। এত দিনে তারা তা পেয়েছে।"

জোষ্ঠতাতের দিকে চাহিয়া কেট বলিল, "আমি জানতুম। তার পর সেই ছেলেটা, যার সঙ্গে তুমি চ'লে এসেছিলে, সে ছেলেটা কোথায় ?"

নিকোলাস বলিল, "সেই উৎপীড়িত, বুদ্ধিহীন, হতভাগ্য ছেলেটা এখন আমার কাছেই আছে।"

মিসেস্ নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া রালফ্ বলিলেন, "শুনছেন ত ? সবই প্রমাণ হয়ে গেল—নিজেই সব স্বীকার করলে। আচ্ছা, সেই ছেলেটাকে এখন তাদের কাছে ফেরৎ দেবে ?"

নিকোলাস বলিল, "না, দেব না।"

রালফ্ বলিলেন, "তুমি দেবে না ?"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয়ই না। যার কাছে তাকে দেখেছিলাম, তার হাতে নিশ্চয় দেব না। ছেলের বাবা কে, তা যদি জানতাম, তার হাতে দিতাম। তার দেখা পেলে বুঝে নিতাম, কি ক'রে সে লোকটা এমন স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে। তাকে লজ্জা দিতাম ?"

রালফ্ বলিলেন, "বটে! এখন আমার দুই একটা কথা শুনবে ?"

ভগিনীকে আলিঙ্গন করিতে করিতে নিকোলাস্ বলিল, "আপনার যা খুসী যখন ইচ্ছে বলতে পারেন। আপনার কথায় আমার ভয়ও নেই, গ্রাহ্যও করি না।"

রালফ্ বলিলেন, "বাঃ! বেশ কথা! তবে আমার কথা শোনা অন্য কারও কারও দরকার আছে। তোমার মাকেই আমি বলছি, তিনি সংসারটাকে চেনেন।"

এই বলিয়া তিনি একবার নিকোলাসের দিকে চাহিলেন। তার পর বলিয়া চলিলেন, "আমি কি করেছি বা কি করব—আপনার ও আমার ভাইঝির জন্য কি করবো, সে সম্বন্ধে আমি একটি কথাও এখন বলব না। কোন অঙ্গীকারও দেব না। সেটা আপনারা পরে বিচার ক'রে দেখবার সুযোগ পাবেন। এখন আমি ভয়ও দেখাচ্ছি না, কিন্তু এ কথা ব'লে রাখছি যে, এই ছেলেটা—গোঁয়ার, জেদী, উচ্ছৃঙ্খল ছেলেটা আমার এক কপর্দ্দকও পাবে না, রুটীর একটা টুকরাও ওর জন্য নেই। য়ুরোপের কারাগারে যদি পচে মরে, বা ফাঁসি যায়, আমার কাছ থেকে কোন সাহায্যও পাবে না। ওকে ত সাহায্য করবই না—যারা ওকে সাহায্য করবে, তারাও আমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। নিজে যে অপকর্ম্ম করেছে, তা জেনেও ও স্বার্থপর কুকুরের ন্যায় আপনাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। বোনের সামান্য উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করতে লজ্জা হয় নি ? আমি দুঃখের সঙ্গে আপনাদের ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, বিশেষতঃ মেয়েটাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। উপায় নাই, আমি এমন নীচতা ও নিষ্ঠুরতার সহায়তা করব না। আমি বলছি না, ওকে আপনারা ত্যাগ করুন, তবে আপনাদের মুখ আমি আর দেখব না।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "আমারও উপায় নেই। আমি জানি, আপনি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন, আমার মেয়ের জন্য অনেক কিছু আপনি করতে চান, তাও আমি জানি। সে সম্বন্ধে বিশ্বাসও করি। আমার মেয়েকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দয়ার পরিচয় দিয়েছেন, ওর ভাল করবার চেষ্টা করছেন, তাতে আমারও ভাল হবে। কিন্তু আপনি জানেন, আমার ছেলেকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। আপনি যা বলছেন, সে যদি তাও ক'রে থাকে, তবু ওকে ত্যাগ করা অসম্ভব। তা আমি যখন পারব না, তখন আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। কেট,

মা আমার, আমি সব সহ্য করতে পারি।" তাঁহার নয়নযুগল হইতে সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কেট ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, "তুমি এ কথা কেন বলছ যে, যদি নিকোলাস ঐ সব ক'রে থাকে? তুমি ত জান, সে তা করে নি।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হতেও পারে, না হতেও পারে। নিকোলাস্ যে রকম রেগে রয়েছে, আর তোমার জ্যেঠামশাই যে রকম স্থির-ভাবে আছেন, তাতে তাঁর কথাই আমার শুনতে হয়—নিকোলাসের নয়। যাক্, এ বিষয়ে আলোচনার আর দরকার নাই। আমরা চল গরীবদের শ্রমিকভবনে যাই, অথবা দুর্ভাগ্য পীড়িতদের হাঁসপাতালে গিয়ে আশ্রয় নেই। যত শীঘ্র যাওয়া যায়, ততই ভাল।"

রালফ্ চলিয়া যাইতেছিলেন, নিকোলাস্ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়ান, এখান থেকে আপনার যাবার দরকার নেই, মশাই। এক মিনিটের মধ্যে আমিই চ'লে যাচ্ছি। শীঘ্র আমি আর এখানে পা বাড়াব না—অন্ধকারের ছায়া বাড়াব না।"

কেট ভ্রাতার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিল, "নিকোলাস্, দাদা, এ কথা তুমি বল না। দাদা, তুমি আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছ। মা, দাদার সঙ্গে কথা বল। নিকোলাস, মার কথা ধরো না। উনি যা বলছেন, ওঁর মনের ভাব তা নয়। তুমি ত তা জান। জ্যেঠামশাই, ভগবানের দোহাই, কেউ না কেউ ওর সঙ্গে কথা বলুন।"

নিকোলাস্ কোমলস্বরে বলিল, "কেট, আমি তোমাদের কাছে থাকব ব'লে আসি নি, মনেও করিনি। আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা করা সম্ভব হ'লে তা করো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি এ সহর ত্যাগ ক'রে যাব। কিন্তু তাতে কি? দূরে থাকলেও আমরা কেউ কাউকে ভুলতে পারব না। ভাল সময় এলে তখন আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না।" তার পর সহোদরার কাণে কাণে সগর্ব্বে বলিল, "অধীর হয়ো না, বোন্, শক্ত হও। উনি আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন, দুর্ব্বলতা দেখিও না।"

আগ্রহভরে কেট বলিল, "না, তা আমি দেখাব না। কিন্তু তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না। মনে ক'রে দেখ দাদা, আমাদের আগের জীবনের কথা। তখন বাড়ীতে কি সুখ, কি শান্তিই আমরা ভোগ করেছি। আমাদের দেখবার শুনবার, রক্ষা করবার আর কেউ নেই। গরীব ব'লে আমাদের যে অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে, কে তা থেকে আমাদের রক্ষা করবে—তুমি ছাড়া! আমাদের নিঃসহায় রেখে যেও না।"

নিকোলাস্ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি চ'লে গেলেই তোমরা সাহায্য পাবে। আমি তোমাদের কোন কাজে লাগ্‌ব না—রক্ষা কত্তেও পারব না। আমি থাকলে শুধু তোমাদের দুঃখ-কষ্টই বাড়বে—অভাবের তাড়না সহ্য করতে হবে। আমার মা নিজেই তা বুঝেছেন। তোমার প্রতি মার ভালবাসা, তোমার সম্বন্ধে আশঙ্কা যা তিনি ব্যক্ত করেছেন, তাতে আমার কোন্ পথ নিতে হবে, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছেন। স্বর্গের কল্যাণময়ী অপ্সরারা তোমায় রক্ষা করুন। তার পর সুদিন এলে আমি তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব। তখন আমরা আবার সুখী হব। এখন তা পাবার উপায় নেই। আর আমাকে ধ'রে রেখ না, আমাকে এখনি ছেড়ে দেও। এই ত ঠিক, বোন্ আমার।"

কেটের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। সে তখন চেতনাবিহীন হইয়া তাহার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। সহোদরাকে আসনে বসাইয়া দিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার উপর ঝুঁকিয়া রহিল। তার পর তাহার রক্ষার ভার মিস্ ক্রিভির উপর সমর্পণ করিয়া সে বলিল, "আমি আপনার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করব না। আমি আপনার স্বভাব জানি। আপনি ওদের কখনো ভুলবেন না।"

সে তাহার পর রালফের দিকে অগ্রসর হইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "মশাই, আপনি যাই করুন, আমি আপনার সব কাজের হিসাব রাখব। আপনার অভিপ্রায়মত আমি আপনার কাছেই এদের রেখে গেলাম। এক দিন হিসাব-নিকাশের দিন আসবে। ওদের যদি কোন অনিষ্ট হয়, তা হ'লে আপনাকে তার জবাবদিহি করতে হবে—আর তার জন্য আপনাকে সহজে আমি ছাড়ব না, জেনে রাখবেন।"

রালফ যেন কথাটা শুনিতেই পান নাই, এমনই ভাবে রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীরও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। মিসেস্ নিকোলাস বলপূর্ব্বক পুত্রের গমনে বাধা দিবার পূর্ব্বেই নিকোলাস গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দ্রুতপদে রাজপথ অতিক্রম করিয়া নিজের বাসার দিকে গমন করিল। এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, মাতা-ভগিনীর কি হইল দেখিবার জন্য সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কোন লাভ তাহাদের হইবে না। যদি সে রালফের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে সামান্য বেতনের কোন কাজই সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাতে মাতা ও ভগিনীর অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হইবে না; বরং আরও খারাপ হইবে। বিশেষতঃ তাহাদের ভবিষ্যতে যে অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে, তাহাও বিলুপ্ত হইবে। কারণ, মাতা কেটের সম্বন্ধে যে ভাবী উন্নতির আভাস দিয়াছেন, কেটও তাহা অস্বীকার করে নাই। নিকোলাস ভাবিল, সে ঠিক কাজই করিয়াছে।

কয়েক পদ যাইতে না যাইতেই আবার তাহার গতি-বেগ হ্রাস পাইল। সে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ আজ তাহাকে তাহার পরমারাধ্যা জননী ও স্নেহাস্পদা ভগিনীর নিকট হইতে সরিয়া আসিতে হইল। এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া সে চলিতে লাগিল।

অবশেষে সে তাহার সামান্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, স্মাইক তাহার জন্ত আহার্য্য গুছাইয়া রাখিয়া বসিয়া আছে।

প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া নিকোলাস বলিল, "স্মাইক, আজ সকালে তোমার আর কার কার সঙ্গে আলাপ হ'ল, বল ত ?"

স্মাইক বিষণ্ণভাবে বলিল, "আজ আমি আপনার সঙ্গে অন্ত কথা কইব।"

নিকোলাস বলিল, "কি বল ত ?"

স্মাইক বলিল, "আপনি বড় মনের কষ্টে আছেন দেখছি। আমাকে নিয়ে এসে আপনি বিপদে পড়েছেন। আমাকে ফেলে এলে আপনার এ বিপদ হ'ত না। আপনি ধনী নন। আপনার নিজেরই চলে না, সুতরাং আমার না আসাই উচিত ছিল। দিন দিন আপনি রোগা হয়ে যাচ্ছেন। আপনার গণ্ড বর্ণহীন হয়েছে, চোখ ব'সে গেছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি আপনার বোঝা হয়ে উঠেছি। আজই আমি চ'লে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনার মুখ মনে পড়তেই যেতে পারলাম না। আপনাকে না ব'লে আমি যেতে পারলাম না।"

হতভাগ্যের নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

তাহার স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়া নিকোলাস বলিল, "আমি তোমাকে কোন দিন যেতে বলব না। কারণ, তুমিই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন। স্মাইক, আমি তোমাকে এখন ছাড়তে পারি না। সহস্র বিপদেও আমি তোমাকে ছাড়ব না। শুধু তোমার কথা মনে করেই আজ আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। কই, তোমার হাত বাড়িয়ে দেও। তোমার মনের সঙ্গে আমার অন্তর যুক্ত হয়ে গেছে এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আমরা এখান থেকে চ'লে যাব। যদি দারিদ্র্য-পীড়িত হই, তাতে কি ? তুমি আমার সব দুঃখ লাঘব ক'রে দেবে। আমরা দুজনেই গরীব থাকব।"

২১

উত্তেজনার আতিশয্যে তিন দিন কেট কর্ম্মস্থলে যাইতে পারিল না। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে ম্যাডাম ম্যাণ্টালিনীর দোকানে গমন করিল।

ইতিমধ্যে মিস্ ক্লাগ কেটের বিরুদ্ধে আসর গরম করিয়া রাখিয়াছিল। অন্যান্য তরুণী কর্ম্মীরা তাহার সংস্রব এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মিস্ ক্লাগ যখন আসিল, তখন সে তাহার আক্রোশ গোপন করিতে পারিল না।

সে বলিল, "আমার ধারণা ছিল, কোন কোন লোক হয় ত আর আসবে না। কারণ, ভাল লোকরা তাদের চায় না, এ কথা বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু এই জগৎটা বিচিত্র!"

তাহার সহকর্ম্মীরা তাহার কথারই প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল। এমন সময় ম্যাডাম ম্যাণ্টালিনী মিস্ নিকলবিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "মিস্ নিকলবি, তোমার শরীর এখন ভাল হয়েছে ?"

কেট বলিল, "ধন্যবাদ। আগের চেয়ে অনেক ভাল।"

ম্যাডাম বলিলেন, "তোমার মত আমিও যদি ও কথা বল্‌তে পারতাম।"

কেট বলিল, "আপনার কি অসুখ করেছে ? বড়ই দুঃখের কথা।"

ম্যাডাম বলিলেন, "ঠিক অসুখ আমার হয় নি, তবে বড় ক্লান্ত, বড় বিরক্ত হয়ে পড়েছি, বাছা।"

কেট বলিল, "এ কথা শুনে আমি আরও দুঃখিত হলুম। মানসিক অসুস্থতা অপেক্ষা শারীরিক অসুস্থতা সহ্য করা ঢের সহজ।"

ম্যাডাম বলিলেন, "সহ্য করা যত শক্ত, বলা তত শক্ত নয়। যাক্, তুমি বাছা কাজ আরম্ভ ক'রে দেও—জিনিষগুলো গুছিয়ে রাখ।"

এমন সময় অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে মিঃ ম্যাণ্টালিনীর গুম্ফ এবং পরে তাঁহার মাথাটা দেখা গেল। তিনি কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "আমার জীবনাধিকা কি ওখানে আছেন ?"

স্ত্রী বলিলেন, "না, নেই।"

ম্যাণ্টালিনী বলিলেন, "কি ক'রে তিনি সে কথা বল্‌তে পারেন, যখন তিনি ফুলদানীতে গোলাপফুলের মত ফুটে শোভা পাচ্ছেন ? ফুলের উপাসক কি ওখানে গিয়ে ছুটো কথা বল্‌তে পারে ?"

ম্যাডাম বলিলেন, "নিশ্চয় না। তুমি ত জান, এখানে কোন দিন আমি তোমাকে আসতে দিই না। চ'লে যাও।"

স্বামী ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া পা টিপিয়া স্ত্রীর কাছে অগ্রসর হইলেন। তার পর বাহুবন্ধনে স্ত্রীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "এত বিরক্ত কেন ?"

স্ত্রী বলিলেন, "তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"তাই না কি ? এমন কোন মেয়েমানুষ নেই, যে আমার মুখের সামনে এ কথা বল্‌তে পারে।"

নিম্ন স্বরে স্ত্রী বলিলেন, "যে রকম বাজে খরচ চলেছে, তাতে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।"

"কিছু না, কিছু না। কোন ক্ষতি হবে না। টাকা পাওয়া যাবে। বুড়ো নিক্‌লবিকে আবার ছুয়ে নিতে হবে। নইলে—"

ম্যাডাম্ বলিলেন, "চুপ ! দেখছ না ?"

মিঃ ম্যাণ্টালিনী কেটকে দেখিয়া, ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। তার পর আরও মৃদুস্বরে স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রী স্বামীর অনেকগুলি ঋণের উল্লেখ করিলেন। সেই সকল ঋণের টাকা তাঁহাকে পরিশোধ

করিতে হইয়াছে, তাহাও গভীর ক্ষোভের সহিত বলিলেন। মিঃ ম্যান্টালিনী স্ত্রীর মুখে চুমা দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, নানা প্রকার আশার কথা বলিলেন। অল্পক্ষণ পরে ম্যাডাম্ খুসী হইয়া স্বামীর সহিত প্রাতরাশ করিতে গমন করিলেন।

কেট দ্রব্যাদি যথাস্থানে সুন্দরভাবে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। সে স্বামী ও স্ত্রীর আলোচনার কোন কথাই শুনিতে পাইল না। সে আপন মনে কাজ করিতেছে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে কেহ বলিয়া উঠিল—

"মিস্, ভয় পাবেন না। এটা কাপড়ের দোকান না?"

বিস্মিত হইয়া কেট বলিল, "হ্যাঁ। কি চাই?"

আগন্তুক কথা কহিল না। সে পশ্চাতে ফিরিয়া কাহাকে যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করিল। তাহার সঙ্গে এক জন খর্ব্বাকার হৃষ্টপুষ্ট লোক প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একতাড়া কাগজ।

কেট দুই জন নবাগতের বেশভূষা ও আচরণ দেখিয়া শঙ্কিত হইল। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

লোকটা দ্বার বন্ধ করিয়া বলিল, "এক মিনিট দাঁড়ান, মিস্। ব্যাপারটা অপ্রীতিকর, আপনার কর্ত্তা কোথায়?"

কম্পিতদেহে কেট বলিল, "কে? কার কথা বলছেন?"

"মিষ্টার মন্টল্‌হিনি। কি হয়েছে তাঁর? বাড়ী আছেন তিনি?"

অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইয়া কেট বলিল, "তিনি উপরে আছেন। তাঁকে দরকার আছে কি?"

"না, ঠিক দরকার নেই। তবে এই কার্ডখানা তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে। যদি হাঙ্গামা এড়াতে চান, আমার সঙ্গে এসে দেখা করুন।"

লোকটা একটা মোটা কার্ড কেটের হাতে অর্পণ করিল।

ঘণ্টা বাজাইয়া সে কর্ত্রীকে আহ্বান করিল। তার পর কার্ডের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে লেখা আছে, "স্কেলি।"

ম্যাডাম্ ম্যান্টালিনী ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

স্কেলি জিজ্ঞাসা করিল, "ইনিই কর্ত্রী না কি?"

কেট বলিল, "ম্যাডাম ম্যান্টালিনী।"

লোকটা পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এখানা সরকারী ক্রোক পত্র। টাকা মিটিয়ে না দিলে সব ক্রোক হবে।"

দুঃখে অভিভূত হইয়া ম্যাডাম স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তার পর নিজে মূর্চ্ছাবিসন্ন হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ম্যান্টালিনী তাড়াতাড়ি সেই ঘরে আসিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, "কত টাকা?"

"পনর শ সাতাশ পাউণ্ড, ৪ শিলিং, সাড়ে নয় পেন্স।"

ম্যান্টালিনী অধীরভাবে বলিলেন, "আধ পেনী ছেড়ে দেও!"

"আচ্ছা, আপনি বলেন ত ওটা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। ন পেনীও না হয় বাদ দিতে পারা যায়।"

স্ত্রীর কাছে অগ্রসর হইয়া মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "প্রাণাধিকা, দু'মিনিট আমার কথা শুনবে?"

রুদ্ধকণ্ঠে ম্যাডাম বলিলেন, "আমার সঙ্গে কথা বলো না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছো!"

মিঃ ম্যান্টালিনী নিজের ভূমিকা কি ভাবে অভিনয় করিবেন, স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি দুই পদ পিছাইয়া গিয়া যেন গভীর মনস্তাপ পাইয়াছেন, এমন ভাবে দেখাইয়া দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় সবেগে দ্বার ভেজাইয়া চলিয়া গেলেন।

সে শব্দ শুনিয়া ম্যাডাম বলিয়া উঠিলেন, "মিস্ নিক্‌লবি, শীঘ্র এস। এখুনি উনি আত্মহত্যা করবেন। আমি ওঁকে রূঢ়কথা বলেছি। আলফ্রেড্—প্রাণাধিক আলফ্রেড্!"

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডাম পাগলিনীর ন্যায় উপরের দিকে চলিয়া গেলেন। কেট তাঁহার সঙ্গে চলিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখা গেল যে, স্বামী প্রাতরাশ টেবলের একখানি ছুরি লইয়া শাণ দিতেছেন।

যেন বাধা পাইয়াছেন, এমন ভাব দেখাইয়া মিঃ ম্যান্টালিনী গাউনের পকেটে উহা লুকাইয়া ফেলিলেন।

স্ত্রী বলিলেন, "আলফ্রেড, মন থেকে আমি ও-কথা বলিনি।" এই বলিয়া স্বামীকে তিনি জড়াইয়া ধরিলেন।

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "তোমার সর্ব্বনাশ করেছি! আমার প্রাণাধিকা স্ত্রীর আমি সর্ব্বনাশ করেছি! ছেড়ে দেও, আমাকে—এ প্রাণ আমি রাখব না!"

ম্যাডাম বলিলেন, "স্থির হও। দোষ তোমার নয় দোষ আমারই। যাক, এর পরও আমাদের ভাল চল্‌বে। এস আলফ্রেড, এস।"

দুই তিন ঘণ্টা বিলম্বের পর স্থির হইয়া গেল, দোকানের নারী কর্ম্মীদিগকে কাজ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। দুই দিন পরে দেখা গেল, ম্যান্টালিনী দেউলিয়া হইয়াছে। তালিকায় নাম আছে। ভবিষ্যতে মিস্ ন্যাগের নামে দোকান চলিবে। ডাকযোগে মিস্ নিক্‌লবি সংবাদ পাইল যে, তাহাকে আর কাজ করিতে হইবে না।

সংবাদ পাইয়া মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন যে, এ কাজ কেটের যোগ্য নহে। তাহাকে কোনও ভদ্রপরিবারে গৃহিণীর সঙ্গিনীপদে নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভাল হয়।

সেদিনের সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন ছিল যে, নব-বিবাহিত কোনও দম্পতির গৃহে, গৃহিণীর সঙ্গিনীর জন্য এক জন সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। মিসেস্ নিক্‌লবি উহা দেখিয়া বলিলেন, "তোমার জ্যেঠার যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে এই কাজটার জন্য চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে।"

কেট অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল, কিন্তু সে কোন আপত্তি করিল না। রাল্‌ফও কোন আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। বরং তিনি বিশেষ উৎসাহই দিলেন।

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, ম্যাডোগান্ প্লেসের সোলান্ ষ্ট্রীটস্থিত মিসেস্ উইটিটারলির জন্য সঙ্গিনীর প্রয়োজন।

কেট তাহার মাতার সহিত সেখানে গমন করিল।

দ্বারবান তাহার নামের কার্ড লইয়া গৃহকর্ত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিল। বসিবার ঘরে মিসেস্ উইটিটারলি সোফায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বেশভূষা ও বসিবার ভঙ্গী দেখিলে মনে হইবে, তিনি যেন কোনও অভিনেত্রী। যবনিকা উত্তোলনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

ভৃত্য তাঁহার আদেশে চেয়ার সরাইয়া দিল।

কেট বলিল, "আপনার বিজ্ঞাপন দেখে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছি।"

কর্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের এক জন কর্ম্মচারী ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।"

কেট বলিল, "আপনি যদি কাকেও নির্ব্বাচিত না ক'রে থাকেন, আমার আবেদনটা শুনে বিবেচনা করতে পারেন।"

মিসেস্ উইটিটারলি হাই তুলিয়া বলিলেন, "না, এখনো ঠিক হয় নি। আপনি আগে কারও সঙ্গিনী ছিলেন?"

মিসেস্ নিকল্‌বি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "অপরিচিতার কাছে করেনি, ম্যাডাম্। তবে আমার সঙ্গিনী অনেক দিন ধ'রে আছে। আমি ওর মা।"

মিসেস্ উইটিটারলি বলিলেন, "ও! তাই নাকি!"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "কোন দিন ভাবিনি ম্যাডাম্, যে, আমার মেয়েকে বাইরে চাকরী করতে যেতে হবে। তবে হঠাৎ ওর বাবা মারা গেছেন, তাই বাধ্য হয়ে—"

কেট বাধা দিয়া বলিল, "মা!"

মাতা বলিলেন, "না, কেট, তুমি বাধা দিও না। আমি ভদ্রমহিলাকে অবস্থাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে চাই।"

মিসেস্ উইটিটারলি বলিলেন, "আচ্ছা, কি কি কাজ জানা আছে?"

কেট একে একে যাহা জানে, সব বলিল।

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "মেজাজটা ত ঠাণ্ডা আছে?"

কেট বলিল, "আশা ত করি।"

"জানা পরিচয় কার কার সঙ্গে আছে?"

কেট তাঁহার জ্যেঠা মহাশয়ের কার্ড টেবলের উপর রাখিল।

ভাল করিয়া কেটকে নিরীক্ষণ করিবার পর মিসেস্ উইটিটারলি বলিলেন, "চেহারাটা ত আমার ভালই লাগছে।" বলিয়া তিনি ভৃত্যকে বলিলেন যে, তাঁহার স্বামীকে সে যেন সেলাম দেয়।

মিঃ উইটিটারলি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকের বয়স সম্ভবতঃ ৩৮ হইবে। তিনি পত্নীর সহিত অস্ফুটস্বরে কি আলোচনা করিবার পর বলিলেন, "বিষয়টা খুব জরুরী। মিসেস্ উইটিটারলি একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ভারী কোমলস্বভাব—একটুতেই লতিয়ে পড়েন।"

স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "হেনরী, ও সব কথা থাক।"

স্বামী বলিলেন, "না, না, যিনি তোমার সঙ্গিনী হবেন, তাঁকে এ সব কথা জানিয়ে রাখতে হয়। যিনি তোমার সঙ্গিনী হবেন, তাঁর স্বভাব নম্র হবে, মিষ্টপ্রকৃতি হওয়া চাই। সর্ব্বদা সমবেদনা প্রকাশ করবেন, এ না হ'লে চলবে কেন?"

এই সকল আলোচনার পর স্থির হইল, তাঁহারা অনুসন্ধানের পর কেটকে সংবাদ দিবেন।

এক সপ্তাহ পরে কেট সংবাদ পাইল যে, তাহার চাকরী হইয়াছে। সে তাহার জিনিষ-পত্র লইয়া সেখানে চলিয়া গেল।

২২

জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিয়া, ঘরভাড়া চুকাইয়া নিকোলাসের কুড়ি শিলিং এবং কয়েক পেন্স মাত্র অবশিষ্ট র'হিল। সে ঐ সামান্যমাত্র মুদ্রা সম্বল করিয়া স্মাইকের সহিত লণ্ডন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল।

সহর-ত্যাগের পূর্ব্বে প্রভাতেই সে একবার তাহার মাতার বাসভবনের কাছে ঘুরিয়া আসিল। যদি কেটের সহিত একবার দেখা হইয়া যায়। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না।

সামান্য বস্ত্রাদি ব্যাগে ভরিয়া স্মাইক নিকোলাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল, নিউম্যান্ নগস্ কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহাদিগের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

নিউম্যান বলিল, "এখন কোথায় যাবেন?"

"প্রথমতঃ কিংস্‌টনে যাব।"

"তার পর? কোথায় যাবেন আমাকে ব'লে যান।"

নিকোলাস বলিল, "প্রিয়বন্ধু, কোথায় যে যাব, তা এখনো ঠিক করিনি। তোমাকে ঠিকানা দিলে, তার মধ্যে হয় ত শতবার জায়গা বদলাতে হবে। তাই ঠিক ক'রে বলতে পারছি না।"

নিউম্যান বলিল, "কোন গভীর সঙ্কল্প বোধ হয় মাথায় এসেছে।"

"হ্যাঁ, এত গভীর যে, আমি নিজেই তার তলা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আমি যাই করি, তোমাকে সব জানাব।"

নিউম্যান বলিল, "ভুলে যাবেন না?"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয় নয়। তা ছাড়া, আমার বন্ধুর সংখ্যা এত বেশী নয় যে, আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে ভুলে যাব।"

কয়েক ঘণ্টা চলিবার পর নিকোলাস পথের ধারে একটি পাথরের উপর উপবেশন করিল। তখন নগস্ বিদায় লইল।

নিকোলাস বলিল, "স্মাইক, একটা কথা আছে, শোন। আমরা পোর্টস মাউথে যাচ্ছি।"

স্মাইক হাসিল মাত্র। তাহার কাছে পোর্টস্ মাউথ বা পোর্টরয়াল দুই-ই সমান।

নিকোলাস বলিল, 'পোর্টস্ মাউথ কি রকম জায়গা, তা আমি জানিনে। তবে সেটা একটা বন্দর এবং সহর। সেখানে কোন কাজ যদি না জোটে, কোন জাহাজে কাজ নেব। আমি যুবক এবং শ্রমপটু। সুতরাং সব কাজই করতে পারব। তুমিও পারবে।"

স্মাইক বলিল, "আমিও পারব, আশা করি। ওখানে গেলে, আমি গরু দোওয়া, ঘোড়ার সেবা করা কাজ খুব পারব।"

গম্ভীরভাবে নিকোলাস বলিল, "জাহাজে গরু ঘোড়া অবশ্য বেশী থাকে না। থাকলেও, ঘোড়ার গা ডলার কাজ দরকার হবে ব'লে মনে হয় না। তা হলেও আরও অনেক কাজ আছে, তুমি শিখে নিতে পারবে।"

স্মাইক উৎফুল্লভাবে বলিল, "আমার খুব ইচ্ছে আছে।"

নিকোলাস বলিল, "ভগবান্ তা জানেন। তুমি যদি না-ই পার, আমি একাই দু'জনের চলবার মত কাজ যোগাড় ক'রে নেব।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্মাইক বলিল, "আজ সারাদিন চ'লে কি আমরা সেখানে পৌঁছুতে পারব?"

নিকোলাস হাসিয়া বলিল, "তুমি রাজি থাকলেও, এক দিনে এত পথ চলা যাবে না। এখান থেকে গোডালমিং ত্রিশ মাইল। আমি একটা মানচিত্র সংগ্রহ ক'রে নিয়েছি, তা থেকে সব জেনেছি। সেখানে গিয়ে আজ কোথাও থাকব। তার পর কাল সকালে আবার চলতে আরম্ভ করব। সেখানে পৌঁছুনো পর্য্যন্ত আমাদের খরচা এক রকম ক'রে চ'লে যাবে, ভেব না। বোঝাটা এবার আমায় দাও, স্মাইক।"

স্মাইক দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বলিল, "না, না, আমাকে ও কথা বলবেন না।"

নিকোলাস বলিল, "কেন?"

স্মাইক বলিল, "আমাকে আপনার কাজে লাগতে দিন। আমার যে রকম সেবা করা উচিত, আপনি আমায় তা করতে দেন না। আপনাকে খুসী করবার জন্য আমার মস্ত আগ্রহ, তা আপনি জানেন না।"

নিকোলাস বলিল, "তা আমি জানি, স্মাইক। ভাল কথা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখানে কেউ নেই, একটা কথার উত্তর দাও। তোমার স্মরণশক্তি ভাল আছে কি?"

সে বলিল, "তা বলতে পারি না। তবে একসময় খুব স্মরণশক্তি ছিল। এখন নেই।"

নিকোলাস তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তার মানে?"

স্মাইক বলিল, "আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার সব মনে থাকত। সে অনেক দিন আগের কথা। আপনি আমাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, সেখানে গিয়ে আমার সব ভুল হয়ে গেছে। এক এক সময় আমার মনে হ'ত, তাদের সব কথাও আমি বুঝতে পারতাম না। আচ্ছা, ভেবে দেখি!"

নিকোলাস বলিল, "সেখানকার কথা তোমার আর ভাবতে হবে না। তবে প্রথম দিন যখন ইয়র্কে যাও, তোমার মনে আছে?"

স্মাইক বলিল, "হ্যাঁ।"

"সেদিন গ্রীষ্মকাল না শীতকাল ছিল?"

স্মাইক বলিল, "বর্ষাকাল। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ওরা সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। রাত্রিবেলা গিয়েছিলুম। আমি তখন কাঁদছিলাম দেখে তারা হাসছিল।"

নিকোলাস বলিল, "তুমি সেখানে একা যাওনি ত? কেউ তোমার সঙ্গে ছিল নিশ্চয়।"

"তা ছিল। একটা লোক—কালো, রোগা লোক। তাকে দেখে আমার ভয় হ'ত। কিন্তু ওরা আমাকে তার চেয়েও ভয় দেখাত, নিষ্ঠুর ব্যবহার করত।"

নিকোলাস বলিল, "আমার দিকে চাও। আচ্ছা, এই-বার বল। তোমার মনে পড়ে কি, কোন স্ত্রীলোক কোন দিন তোমাকে চুমো দিয়েছিল, বা তোমার ওপর ঝুঁকে থাকত—তোমাকে তার ছেলে ব'লে আদর করত?"

বিষণ্ণভাবে স্মাইক বলিল, "না। আমার মনে পড়ে একটা ঘরের কথা। আমি একটা ঘরের মধ্যে ঘুমোতাম। সে ঘরের ছাদের কাছে একটা দরজা ছিল। আমি ভয়ে দরজার দিকে তাকাতে পারতাম না। কাপড় মুড়ি দিয়ে থাকতাম। রাত্রিতে একা থাকতাম, কেউ কাছে থাকত না। সে ঘরে একটা ঘড়ি ছিল। সেটা আমার বেশ মনে আছে। সে ঘরটার কথা আমি কখনো ভুলিনি! যখন ভীষণ স্বপ্ন দেখতাম, ঘরের কথা মনে হ'ত। তার মধ্যে কত লোককে যেন দেখতাম—তাদের আগে কখনো দেখিনি। সে ঘরের কথা আমার খুব মনে আছে।"

কথার মোড় ঘুরাইয়া নিকোলাস বলিল, "এবার পুঁটলিটা আমায় দাও।"

"না" বলিয়া স্মাইক দ্রুত চলিতে লাগিল।

নিকোলাস স্মাইকের সমস্ত উক্তিটি মনে করিয়া রাখিল।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সহর ছাড়াইয়া তাহারা তখন খোলা মাঠে পড়িয়াছিল। পাহাড় লক্ষ্য করিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। সূর্য্য তখন মাথার উপর। আশায় উৎফুল্লহৃদয়ে তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

ক্রমে অপরাহ্ন ঘনাইয়া আসিল। তাহারা গোডালমিংএ পৌঁছিল। সেখানে একটা কুটীরে দুইটি শয্যা ভাড়া লইয়া

তাহারা ঘুমাইল। প্রভাত হইলে তাহারা আবার চলিতে লাগিল।

আজিকার পথ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর। চড়াই উৎরাই পার হইয়া তাহারা অগ্রসর হইল। ক্রমেই পাহাড়ের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। পথও দুর্গম হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি তাহারা চলিতে লাগিল।

প্রদোষান্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেই সময় পথি-প্রান্তস্থিত একটা সরাইয়ে তাহারা পৌছিল। এখান হইতে পোর্টস্‌ মাউথ বার মাইল দূরে অবস্থিত।

সরাইয়ে প্রবেশ করিয়া নিকোলাস বলিল, "এখনও ১২ মাইল।"

সরাইয়ের মালিক বলিল, "হ্যাঁ, দীর্ঘ ১২ মাইল।"

নিকোলাস প্রশ্ন করিল, "রাস্তাটা ভাল কি?"

সে বলিল, "ভারী খারাপ রাস্তা।"

নিকোলাস ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি যেতে চাই। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, কি করব।"

সরাইওয়ালা বলিল, "আমি আপনাকে বাধা দিতে চাই না। তবে আমি হ'লে কোনমতেই যেতাম না।"

নিকোলাস স্মাইকের শ্রান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া স্থির করিল, আজ সে কখনই সরাই ছাড়িয়া যাইবে না।

সরাইওয়ালা তাহাদিগকে রন্ধনাগারে লইয়া গেল।

নিকোলাস বলিল, "আমাদের কি খেতে দেবেন?"

সরাইওয়ালা বলিল, "কি চান আপনি বলুন।"

ঠাণ্ডা মাংস, ডিম, মটন চপ—এ সকল কিছুই পাওয়া যাইবে না।

নিকোলাস তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আপনি যা দেবেন, তাই খাব।"

সরাইওয়ালা বলিল, "বৈঠকখানায় এক জন ভদ্রলোক আছেন। তিনি গোমাংস, পুডিং আর আলুসিদ্ধ খাবেন বলেছেন—৯টার সময়। একা তিনি সব খেতে পারবেন না। তাঁর সঙ্গে ব'সে আপনারা খাবেন। তাতে আপত্তি হবে না। আমি সে ব্যবস্থা ক'রে আসছি।"

বাধা দিয়া নিকোলাস বলিল, "না না, তা করবেন না। আমরা হাঁটা-পথে আসছি। ভদ্রলোক হয় ত আমাদের সঙ্গ প্রার্থনীয় মনে করবেন না। দেখছেন ত, আমাদের কাপড়-চোপড় ধুলায় ময়লা হয়ে গেছে। জোর ক'রে কারও সঙ্গলাভ করা আমি সঙ্গত মনে করিনে।"

সরাইওয়ালা বলিল, "ভদ্রলোকটি মিঃ ক্রুমেল্‌স্‌। ওঁর ও সব হাঙ্গামা নেই, জানবেন।"

নিকোলাস বলিল, "তাই নাকি?"

সরাইওয়ালা তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা-ঘরে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "যা বলেছি তাই। তিনি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন। আসুন আমার সঙ্গে। অনেক সব সেখানে দেখতে পাবেন।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিকোলাস দেখিতে পাইল, দুইটি বালক, একটি ছোট, একটি লম্বা, নাবিকের পোষাক পরিয়া তরবারি-ক্রীড়া করিতেছে। ছোট ছেলেটি বড়টিকে কায়দায় ফেলিয়াছিল। অদূরে এক জন দীর্ঘাকার স্থূলদেহ ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিলেন।

সরাইওয়ালা উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিল। মিঃ ভিন্‌সেন্ট ক্রুমেল্‌স্‌ নিকোলাসকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "খেলাটা দেখুন।"

সরাইওয়ালা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

খেলায় অবশেষে ছোট ছেলেটিই জয়লাভ করিল।

মিঃ ক্রুমেল্‌স্‌ বলিলেন, "কেমন দেখলেন মশাই?"

নিকোলাস বলিল, "চমৎকার—খুব ভাল।"

মিঃ ক্রুমেল্‌স্‌ বলিলেন, "যেখানে সেখানে এ রকম ছেলে আপনি দেখতে পাবেন না।"

নিকোলাস তাহা স্বীকার করিয়া বলিল যে, উভয়ে সমান জুড়ি হইলে ভাল হইত।

মিঃ ক্রুমেল্‌স্‌ বলিলেন, "সমান আকার! তা হ'লে ত জমতই না, মশাই। দর্শকরা তা হ'লে আমোদ পেতেন না। দুজন অসমান হওয়াতেই ত মজা বেশী। একটা ছোট ছেলে যদি এক জন বড় ছেলেকে হারিয়ে দেয়, তাতেই দর্শকদের তাক লাগে বেশী। আমাদের দলে তাই এ রকম।"

নিকোলাস বলিল, "আমায় মাপ করবেন। এটা আমি জানতাম না।"

মিঃ ক্রুমেল্‌স্‌ বলিলেন, "পরশু দিন পোর্টস্‌ মাউথে আমি থিয়েটার খুলব। আপনি যদি সেখানে যান, খেলা দেখতে পাবেন।"

নিকোলাস বলিল, সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

তারপর উভয়ে আলাপ চলিতে লাগিল।

থিয়েটারের ম্যানেজার বলিলেন, "আপনি পোর্টস্‌ মাউথে যাচ্ছেন?"

নিকোলাস বলিল, "হাঁ।"

"আপনি কি সহরটা ভাল ক'রে দেখেছেন?"

নিকোলাস বলিল, "না।"

"ওখানে আগে কখনও যান নি?"

নিকোলাস বলিল, "না।"

মিঃ ক্রুমেল্‌স্‌ বার বার স্মাইকের দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। স্মাইক তখন আসনে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

নিকোলাসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ম্যানেজার বলিলেন, "আমায় মাপ করুন, আপনার বন্ধুটির মুখের চেহারা চমৎকার।"

ঈষৎ হাসিয়া নিকোলাস বলিল, "আহা, বেচারা! ওর মুখ আর একটু পুরন্ত হ'লে ভাল হ'ত। ও ভারী রোগা।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "বলেন কি! মোটা হ'লে ত সব মাটী হয়ে যেত।"

"তাই বলেন না কি?"

জানুদেশে চপেটাঘাত করিয়া উৎসাহভরে ম্যানেজার বলিলেন, "মনে করার কথা কি বল্‌ছেন মশাই? এই রকম চেহারা দুর্ভিক্ষপীড়িতের ভূমিকায় চমৎকার মানাবে। রোমিও জুলিয়েট নাটকে ঔষধওয়ালার ভূমিকায় ওকে চমৎকার দেখাবে।"

নিকোলাস বলিল, "আপনি অভিজ্ঞের দৃষ্টিতে ওকে দেখ্‌ছেন।"

"ঠিক তাই। এ ব্যবসায়ে নেমে এমন একটা চেহারার লোক আমি কখনো পাইনি, দেখিনি।"

এমন সময় আহার্য্য পরিবেষিত হইল। তখন এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না।

তার পর ম্যানেজার বলিলেন, "আসুন, আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক।"

নিকোলাস সুরাপান করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "মনে হচ্ছে, আপনার মনটা যেন চঞ্চল হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি, বলুন ত?"

নিকোলাস বলিল, "তা একটু হয়েছে বটে। ব্যাপার এই, আমি ও আমার বন্ধুটি কাজের সন্ধানে বেরিয়েছি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "তা পোর্টস্‌ মাউথে আপনি কি কাজ পাবেন?"

নিকোলাস বলিল, "অনেক জাহাজ সেখানে আছে, একটা খালাসীর কাজও ত পেতে পারি।"

"কিন্তু আপনাকে নেবে কেন? সেখানে কাজ-জানা লোক ঢের আছে; তাদের দলে আপনার মত অনভিজ্ঞকে কেন নেবে তারা?"

নিকোলাস বলিল, "মানুষ ত পেট থেকে পড়েই কাজ শেখে না। আমি শিখে নেব।"

ম্যানেজার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনার বয়সের ভদ্রঘরের ছেলেকে তারা নেবে না।"

নিকোলাস চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। সে বিষণ্ণ-চিত্তে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার বলিলেন, "কিন্তু অন্য কোন কাজ কি আপনার পছন্দ হয় না? আপনার মত শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানের পক্ষে আরও ঢের কাজ আছে—সহজেই আপনি তা আয়ত্ত ক'রে নিতে পারেন।"

নিকোলাস বলিল, "কি কাজ?"

মিঃ ক্রুমেলস্‌ বলিলেন, "আমি আপনাকে একটা পথ বাত্‌লে দিতে পারি, আপনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিন না।"

নিকোলাস সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "রঙ্গমঞ্চে!"

মিঃ ক্রুমেলস্‌ বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই। রঙ্গালয়ে আমি, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা সবাই অভিনয় করে। আমি আপনাকে ও আপনার বন্ধুকে তৈরী ক'রে নেব। স্বীকার করুন।"

নিকোলাস এই আকস্মিক প্রস্তাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "আমি ত ও-ব্যাপারের কিছু জানি নে। স্কুলে ছাড়া, আমি কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় করি নি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আপনার চলনে, বলনে, আপনার চোখের দৃষ্টিতে একটা অভিনবত্ব আছে। থিয়েটারে আপনি সাফল্যলাভ করতে পারবেন।"

নিকোলাস ভাবিল, সরাইওয়ালার পাওনা মিটাইয়া তাহার পকেটে সামান্য অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

মিঃ ক্রুমেলস্‌ বলিলেন, "আপনি শত রকমে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আপনি লেখাপড়া জানেন, আমাদের জন্য কত কি লিখে দিতেও পারবেন।"

নিকোলাস বলিল, "ও সব কাজ পারব।"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয় পারবেন। তা ছাড়া নাটক লিখে দিতে পারবেন।"

নিকোলাস বলিল, "তা পারব কি না, বল্‌তে পারি না। তবে মাঝে মাঝে আপনাদের উপযোগী ক'রে কিছু কিছু রচনা ক'রে দিতে পারব।"

ম্যানেজার বলিলেন, "সেও ত আমাদের একটা মস্ত লাভ।"

নিকোলাস বলিল, "বেশ, এ সব কাজের জন্য আমি কি পাব? তাতে আমার খাওয়া-পরা চল্‌বে ত?"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয়, রাজপুত্রের মত চল্‌তে পারে। সপ্তাহে আপনি এক পাউণ্ড ক'রে পাবেন।"

"সত্যি বল্‌ছেন?"

"নিশ্চয়। থিয়েটার ভাল চল্‌লে ওর দ্বিগুণও পাবেন।"

নিকোলাস আর ইতস্ততঃ না করিয়া স্বীকার করিল। তখন ম্যানেজারের সহিত সে সাগ্রহে করকম্পন করিল।

২০

মিঃ ক্রুমেলস্‌এর একটি গাড়ী ও টাটুঘোড়া ছিল। সেই গাড়ীতে চড়িয়া নিকোলাস ম্যানেজারের সহিত পোর্টস্‌ মাউথ যাত্রা করিল

টাটুঘোড়াটি পথে নামিয়া কিছু দূরে যাইবার পর থামিয়া পড়িল। রঙ্গালয়ের অশ্ব বলিয়া মাঝে মাঝে সে ভূমিশয্যা গ্রহণের ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেছিল। মিঃ ভিন্‌সেন্ট ক্রুমেল্‌স্‌, অশ্বরজ্জু টানিয়া তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিলেন না! মাঝে মাঝে চাবুক মারিয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর যাইবার পর অশ্ব সকল প্রকার পীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া পথের

মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িল। মিঃ ক্রুমেল্‌স্ গাড়ী হইতে নামিয়া অশ্বদেহে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্ব আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "ঘোড়াটা ভেতরে ভেতরে খুব ভাল।"

"তা হতে পারে। ভিতরে ভাল হলেও, বাইরে তা নয়।"

ম্যানেজার বলিলেন, "এই টাটুটা অনেক পথ চলেছে, অনেক দিন আমাদের কাছে আছে। এর মা আমাদের রঙ্গমঞ্চে অনেক খেলা দেখিয়েছিল।"

নিকোলাস বলিল, "তাই নাকি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তাই। ওর বাপ আমাদের রঙ্গমঞ্চে নাচ দেখাত।"

"তাতে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল কি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তা করেনি। সে বড় কুড়ে ছিল।"

আলোচনা করিতে করিতে গাড়ী পোর্টস্ মাউথে পৌঁছিল।

ম্যানেজার বলিলেন, "এখানেই নামা যাক্ ওরা গাড়ী-ঘোড়া আস্তাবলে নিয়ে যাবে। আপনার জিনিষপত্র আমার জিনিষের সঙ্গে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া যাক।"

নিকোলাস ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়া গাড়ী হইতে নামিল। তার পর স্মাইকের হাত ধরিয়া ম্যানেজারের অনুসরণ করিল।

সকলে রঙ্গালয়ে আসিয়া পৌঁছিল। চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি রঙ্গালয়। তাহাতে দৃশ্যপট, চেয়ার, টেবল প্রভৃতি রঙ্গালয়ের যাবতীয় বস্তু আছে। সবই পুরাতন এবং অপ্রিয়-দর্শন।

সবিস্ময়ে স্মাইক বলিল, "এই কি থিয়েটার না কি ? আমি ভেবেছিলাম, চারিদিকে আলো আছে, নানারকম সুন্দর জিনিষ আছে।"

নিকোলাস বলিল, "তাই ঠিক। তবে দিনের বেলা ও সব দেখা যায় না।"

এমন সময় ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি নিকোলাসকে আহ্বান করিতেছিলেন। নড়বড়ে পায়া-যুক্ত একটা মেহগনী-কাঠের টেবলের ধারে একটি ৪০।৫০ বৎসরের মহিলা বসিয়াছিলেন। ম্যানেজার তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি মিসেস্ ক্রুমেল্‌স্। আর ইনি মিঃ জনসন।" নগস্‌এর প্রদত্ত নামই নিকোলাস এখানে ব্যবহার করিয়াছিল

মিসেস ক্রুমেল্‌স্ বলিলেন, "আপনার পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম। আপনি আমাদের দলের এক জন হচ্ছেন, এজন্য আমরা খুব খুসী।"

মহিলাটি তাহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। নিকোলাস বুঝিল, মহিলাটির করপল্লব শুধু দীর্ঘ নহে, হাতে জোরও বেশ আছে।

তার পর স্মাইকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনাকেও অভিনন্দিত করছি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "ওঁর দ্বারা কাজ হবে, কেমন নয় প্রিয়তমে ?"

মহিলাটি বলিলেন, "চমৎকার হবে। আমাদের দলের গৌরব বাড়বে।"

এমন সময় একটি বালিকা, মলিন ফ্রক পরিয়া রঙ্গমঞ্চের উপর আবির্ভূত হইল, অন্য দিকে চাহিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—এক লম্ফে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগে আসিয়া এমন ভাব দেখাইল, যেন সে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক সেই সময় অপর পার্শ্ব দিয়া একজন মলিন-পরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক দেখা দিল। সে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া হাতের যষ্টি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিল।

মিসেস্ ক্রুমেল্‌স্ বলিলেন, "ইণ্ডিয়ান বর্ব্বর ও কুমারীর অভিনয় দেখান হচ্ছে।"

ম্যানেজার বলিলেন, "ব্যালেট গানের প্রস্তাবনা ? বেশ বেশ—আরম্ভ কর। মিঃ জনসন, এদিকে একটু স'রে বসুন।"

অভিনয়ের মহড়া শেষ হইলে ম্যানেজার বলিলেন, "বেশ হয়েছে। সাবাস্।"

নিকোলাসও বলিল, "চমৎকার।"

ম্যানেজার বলিলেন, "মেয়েটির নাম মিস্ নিনেটা ক্রুমেল্‌স্।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার মেয়ে ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "হাঁ। যেখানে যেখানে অভিনয় হয়েছে, সব জায়গায় ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে।"

নিকোলাস বলিল, "মেয়েটির বয়স কত ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "দশ বৎসর।"

"বলেন কি ? তার বেশী নয় ?"

"না, এক দিনও বেশী নয়।"

নিকোলাস বলিল, "ভারী আশ্চর্য্য ত !"

যে ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান বর্ব্বরের অভিনয় করিতেছিল, সে এমন সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যানেজার বলিলেন, "ইনি মিঃ ফোলেয়ার।"

নিকোলাসের সহিত ম্যানেজার নবাগতের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

মিঃ ফোলেয়ার বলিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম। ইনি আমাদের দলে নতুন এলেন, মশাই ?"

নিকোলাস বলিল, "অতি অযোগ্য কিন্তু।"

অভিনেতা অস্ফুটস্বরে বলিল, "মশাই, অভিনয়ের মহলাটা দেখলেন ?"

নিকোলাস বলিল, "আপনি ছোট্ট মেয়ের অভিনয়ের কথা বলছেন কি ?"

মিঃ ফোলেয়ার বলিল, "ছোট মেয়ে বটে। তবে যে কোন ছোট মেয়ে ঐ রকম অভিনয় করতে পারে। ওতে বাহাদুরী কি আছে ? ম্যানেজারের মেয়ে বলেই অত প্রশংসা।"

হাসিয়া নিকোলাস বলিল, "আপনার বড় মনে লেগেছে দেখছি।"

মিঃ ফোলেয়ার বলিল, "তাই। প্রত্যেক রাত্রিতে ভাল অভিনয়ে ও মেয়েটা থাকবেই। টাকা যা রোজ ওঠে, ওর জন্যেই বেশীর ভাগ টাকা আলাদা ক'রে রাখা হয়। আর কেউ পাত্তা পায় না। এক দিন সাদামটনে এক রাত্রিতে আমাকে নাচ দেখতে হয়েছিল। তাতে সেই রাত্রির জন্য ১৫ শিলিং ৬ পেন্স দিতে হয়েছিল। তার পর থেকে আর আমাকে সে নাচ দেখাতে দেওয়া হয়নি। রোজই ঐ ছোট মেয়েটার খেলা দেখান হত।"

নিকোলাস বলিল, "যা দেখছি, তাতে মনে হয়, আপনি দলের এক জন মূল্যবান কর্ম্মী।"

অভিনেতা বলিল, "আমার অভিনয় যে দিক নিয়ে, তাতে আমার জুড়ি দেখা যায় না। ওহে ভাই, এদিকে এস।"

যাহাকে আহ্বান করা হইল, সে ব্যক্তি কাছে আসিল। তাহার বয়স ত্রিশ হইবে। কিন্তু বয়সের অনুপাতে তাহাকে বেশী বয়সের বলিয়া অনুমিত হয়। সে আসিয়া বলিল, "খবর কি ?"

মিঃ ফোলিয়ার বলিল, "ইনি নতুন এসেছেন। মিঃ জনসন্, এঁর নাম মিঃ লেনভিলি। ইনি আমাদের এখানে বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক সাজেন।"

পূর্ব্বোক্ত টেবলের ধারে অনেকগুলি মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। এক জন মিঃ স্নেভেলিসি। ইনি নৃত্য হইতে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করেন। মিস্ লেড্রুক, মিস্ বেল্ভনি, মিস্ ব্রাডানা, মিসেস্ লেনভিলি, মিস্ গ্যাজিঙ্গি, মিসেস্ গ্রুডেন্ প্রভৃতি অভিনেত্রীর সহিত নিকোলাসের পরিচয় হইয়া গেল।

মিস্ স্নেভেলিসি নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি ক্যাণ্টারবেরিতে কখনও অভিনয় করেছেন ?"

নিকোলাস বলিল, "কখনও না।"

মিস্ স্নেভেলিসি বলিলেন, "কিন্তু সেখানে এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—সামান্য সময়ের জন্য—আমি যে দল ছেড়ে আসছিলাম, তিনি সেই দলে যোগ দিয়েছিলেন। আপনাকে দেখে মনে হ'ল, আপনি সেই ভদ্রলোক।"

নিকোলাস বলিল, "আমি আপনাকে জীবনে এই প্রথম দেখছি। এর আগে কখনও আপনাকে দেখিনি। দেখলে আমার নিশ্চয় মনে থাকত।"

মিস্ স্নেভেলিসি বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, আপনি সে ব্যক্তি নন। তাঁর চোখ আপনার চোখের মত নয়। আপনি মনে কিছু করবেন না—এমনভাবে আমি এ সব লক্ষ্য করেছি ব'লে।"

নিকোলাস বলিল, "না, না, তা কেন করব ? বরং আপনি আমাকে লক্ষ্য করেছেন, এজন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করছি।"

এমন সময় ম্যানেজার বলিয়া উঠিলেন, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, কাল দশটায় আমরা 'মর্টাল ষ্ট্রগল' অভিনয় করব। সকলেই হাজির থাকবেন। দশটায় সকলের হাজির থাকা চাই, মাত্র একটা রিহার্শাল হবে।"

মিসেস্ গ্রুডেন বলিলেন, "দশটায় সকালে আসবেন।"

মিঃ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "সোমবার সকালে একটা নতুন নাটক পড়া হবে। কে কি ভূমিকা নেবেন, তা ঠিক হয়নি। তবে সকলকেই অভিনয় করতে হবে। মিঃ জনসন্ও প্রস্তুত থাকবেন—তাঁর রচনার জন্য।"

নিকোলাস চমকিতভাবে বলিল, "আমি—"

মিঃ জনসনের আপত্তি কণ্ঠস্বরে ডুবাইয়া দিয়া মিঃ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "সোমবার সকাল। বেশ, এই কথা রইল।"

অন্যান্য সকলেই এ কথার পর সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। শুধু নিকোলাস, স্মাইক ও ক্রুমেলস্ পরিবার সেখানে রহিল।

ম্যানেজারকে এক পাশে ডাকিয়া নিকোলাস্ বলিল, "সোমবারের মধ্যে আমার পক্ষে প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর নয়।"

মিঃ ক্রুকেলস্ বলিলেন, "ফুঃ ! ফুঃ !"

নিকোলাস বলিল, "কিন্তু সত্যি সম্ভবপর হবে না। এত তাড়াতাড়ি আমি পেরে উঠব না। তাতে ক'রে হয় ত—"

ম্যানেজার বলিলেন, "আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? এতে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি ফরাসী ভাষা জানেন ত।"

"খুব ভাল জানি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "খুব ভাল।"

তিনি টেবলের টানা খুলিয়া একতাড়া কাগজ নিকোলাসের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটাকে ইংরাজীতে তর্জ্জমা ক'রে ফেলুন ! আর প্রথম পাতায় আপনার নাম দেবেন। মৌলিক ফ্রেঞ্চ থেকে তর্জ্জমা হ'লে খরচ বেঁচে যাবে, পরিশ্রমও কম হবে।"

নিকোলাস হাসিয়া নাটকটি পকেটস্থ করিল।

ম্যানেজার বলিলেন, "এখন আপনি থাকবেন কোথায় ?"

নিকোলাস জানাইল যে, সে এখনও সে বিষয়ে ভাবিয়া দেখে নাই।

মিঃ ক্রমেলস্ বলিলেন, "আমার বাসায় আপনারা আসুন। আমার লোকরা ডিনারের পর আপনাকে ভাল থাকবার জায়গা দেখিয়ে দেবে।"

নিকোলাস এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল না। নিকোলাস ও মিঃ ক্রমেলস্ দুইপাশে মিসেস্ ক্রমেলস্‌এর দুই হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল। স্মাইক অন্যান্য সকলের সঙ্গে সোজা পথে বাসার দিকে চলিল।

সেণ্ট টমাস ষ্ট্রীটে মিঃ ক্রমেলসের বাসা। দ্বিতলে উঠিয়া মিসেস্ ক্রমেলস্ নিকোলাসকে বলিলেন, "আসুন।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, টেবলের উপর খানার আয়োজন হইয়াছে। ইহাতে সে খুসী হইল।

মিসেস্ ক্রমেলস্ বলিলেন, "পেঁয়াজের ঝোল আর ভেড়ার মাংস ছাড়া বেশী কিছু আজ নেই। এতেই আপনাকে সন্তুষ্ট হ'তে হবে।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার আতিথ্যে মুগ্ধ হলুম। পেট ভরেই আমি খাব।"

ঘণ্টাধ্বনি হইলে আহার্য্য টেবলে পরিবেষিত হইল।

নিকোলাস বলিল, "এখানকার লোকরা কি অভিনয়ের ভক্ত?"

"মোটেই না।"

নিকোলাস বলিল, "ভাল অভিনয় হ'লে এরা তা বুঝবে না, এ বড় দুঃখের কথা।"

ম্যানেজার বলিলেন, "গেল বছর একটী তার তিনটে ভাল ভূমিকার অভিনয় করা সত্বেও ৪ পাউণ্ড ১২ শিলিংএর বেশী টিকিট বিক্রী হয়নি।"

নিকোলাস বলিল, "এও কি সম্ভবপর?"

"তবে ভাল অভিনেতা অভিনয় করলে দর্শক হ'তে পারে। আমার বিশ্বাস, আপনি ভাল অভিনয় করতে পারবেন।"

নিকোলাস বলিল, "সম্ভব।"

মিঃ ক্রমেলস্ বলিলেন, "দেখুন, আপনি রোমিওর ভূমিকাটা ভাল ক'রে আয়ত্ত ক'রে নিন। মিস্ স্নেভেলিসি জুলিয়েট হবেন। বুড়ী গ্রুডেন ধাত্রীর ভূমিকা অভিনয় করবেন। হ্যাঁ—তাতে চমৎকার অভিনয় দাঁড়াবে।"

এই বলিয়া ম্যানেজার ছোট ছোট খানকয়েক পুস্তিকা নিকোলাসের কম্পিত হস্তে অর্পণ করিলেন। তার পর নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে নিকোলাসকে তাহার বাস-ভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

পোর্টস মাউথে সুসজ্জিত এবং সুখসেব্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। অল্প ভাড়ায় একখানি ঘর নিকোলাস ভাড়া করিয়া লইল। তবে এক সপ্তাহের ভাড়া অগ্রিম লাগিল না। ইহাতে নিকোলাস অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

ক্রমেলস্-পুত্রকে বিদায় দিয়া নিকোলাস স্মাইককে বলিল, "স্মাইক, আমাদের জিনিষপত্র এইবার ঠিক ক'রে রাখ। আমাদের বরাতে কি আছে, ভগবান জানেন। তবে এখন বড় ক্লান্ত, আজ আর কিছু ভাবতে পারি না। এখন বিশ্রাম করা যাক্।"

২৪

প্রভাতে যথাসময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া নিকোলাস উঠিল। সে বেশ-ভূষা শেষ করিতে না করিতেই সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। মিঃ ফোলিয়ার ও মিঃ লেনভিলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

নিকোলাস তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

মিঃ লেনভিলি বলিল, "ঘরটি অসাধারণ চমৎকার—ঠিক বাক্সের মত।"

নিকোলাস বলিল, "হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে ব'সে ছাদেও হাত দেওয়া যায়।"

মিঃ লেনভিলি বলিল, "মিঃ জনসন, আপনার নাটকে আমার স্ত্রী কোন ভূমিকায় নামবেন ত?"

নিকোলাস বলিল, "ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখাটা পড়েছি, বই-খানা ভাল বলেই মনে হ'ল।"

মিঃ লেনভিলি বলিল, "আর আমার ভূমিকা?"

নিকোলাস বলিল, "আপনি আপনার ছেলে ও স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবেন। আর ঈর্ষা ও ক্রোধের মাথায় বড় ছেলেকে লাইব্রেরী-ঘরে ছোরা মারবেন।"

মিঃ লেনভিলি বলিল, "তাই নাকি? তা হ'লে ত বেশ হবে।"

নিকোলাস বলিয়া চলিল, "তার পর অনুতাপ—শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত আপনার অনুতাপ চলবে—আপনি আত্মহত্যার সংকল্প করবেন। ঠিক যখন পিস্তল উদ্যত করেছেন, এমন সময় ঘড়ীতে দশটা বাজবে।"

মিঃ লেনভেলি বলিল, "বুঝেছি। খুব চমৎকার!"

নিকোলাস বলিল, "তার পর আপনি চুপ ক'রে দাঁড়াবেন। শৈশবে আপনি কোন ঘড়ীতে ১০টা বাজতে শুনেছিলেন—সে কথা মনে পড়বে। তখন আপনার হাত থেকে পিস্তল মাটীতে প'ড়ে যাবে—আপনি অভিভূত হয়ে পড়বেন—সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে বুক ভেসে যাবে। তার পর থেকে আপনি ধর্ম্মপরায়ণ মানুষ হয়ে পড়বেন।"

মিঃ লেনভিলি বলিল, "চমৎকার! ভারী সুন্দর হবে। এই রকম পরিণতির পর যবনিকাপাত হলেই সাফল্য অনিবার্য্য।"

উৎকণ্ঠিতভাবে মিঃ ফোলিয়ার বলিল, "আমার ভূমিক কি হবে?"

নিকোলাস বলিল, "আপনি বিশ্বস্ত পরিচারকের ভূমিকায় নামবেন। গৃহ-বহিষ্কৃতা মাতা ও পুত্রের সঙ্গে আপনিও বিতাড়িত হবেন।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিঃ ফোলিয়ার বলিল, "সেই একঘেয়ে ব্যাপার। আমরা দরিদ্র কুটীর খুঁজে বের করব, মাইনে নেব না আমি, খালি আবেগভরা কথা বলব।"

নিকোলাস বলিল, "ঠিক তাই—ঐ রকমই ব্যাপার।"

মিঃ ফোলিয়ার বলিল, "কিন্তু কোন এক রকমের নৃত্য আমার দেখান চাই। সেটা আপনার যোগ ক'রে দিতে হবে।"

মিঃ লেনভিলি নবীন নাট্যকারের উৎকণ্ঠিত বদনের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ ত অতি সহজ ব্যাপার।"

নিকোলাস বলিল, "কিন্তু আমি ত বুঝতে পারছি না, কি ক'রে হ'তে পারে।"

লেনভিলি বলিল, "কেন সম্ভব হবে না? ধরুন না, যে বিপন্ন মহিলা তাঁর ছেলে নিয়ে গৃহ-বিতাড়িতা, তাঁর সঙ্গে চাকরটি রয়েছে। বিপন্ন মহিলা অভিভূত হয়ে চেয়ারে উপবিষ্টা, চোখে রুমাল। ছেলে বল্লে, কি হয়েছে মা, তুমি অমন করছ কেন? কেঁদ না মা, কেঁদ না। বিশ্বস্ত ভৃত্য তখন বল্বে, আপনি বলুন, কি হ'লে আপনাকে প্রফুল্ল ক'রে তুল্তে পারি। বিপন্না মহিলা বল্বেন, তা জানিনে পিয়েরো, কিসে আমি শান্ত হব। ভৃত্য বল্বে, চেষ্টা ক'রে দেখুন, ম্যাডাম্, প্রসন্ন হবার চেষ্টা করুন। মহিলা বল্বেন, হাঁ, বিপদে ধৈর্য্য ধরতেই হবে। তোমার সেই নাচটা মনে আছে? এই খোকাকে ভুলোবার জন্য তুমি যে নাচ দেখাতে? সে নাচ দেখলে আমার মন ভাল হ'ত, শান্তি পেতাম। আমার মৃত্যুর আগে সেই নাচটা তুমি দেখাও। এই কথার পর নৃত্য বেশ দেখান চল্বে।"

মিঃ ফোলিয়ার বলিল, "ঠিক তাই। পূর্ব্বস্মৃতি মনে ক'রে বিপন্না মহিলা শেষে মূর্চ্ছা যাবেন। তাতে দর্শকদল মুগ্ধ হয়ে যাবে।"

নিকোলাস অভিজ্ঞদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে পুলকিত হইয়া তাহাদিগকে প্রাতরাশে আহ্বান করিল। তার পর নাটক লইয়া পড়িল। উহারা চলিয়া গেল। সে বুঝিল, যতটা কঠিন মনে হইয়াছিল, ইংরাজী তর্জ্জমায় ততদূর অসুবিধা নাই। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সে অপরাহ্নে রঙ্গালয়ের দিকে চলিয়া গেল। স্মাইক পূর্ব্বেই অন্য সকলের সঙ্গে তথায় গিয়াছিল।

রঙ্গালয়ে আসিয়া সে সকলের আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন অভিনয়ের উদ্দেশে সকলেই রং মাখিয়া, উপযোগী বেশভূষা করিয়া রঙ্গমঞ্চে বাহির হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মহিলারাও সুসজ্জিত হইয়াছিলেন।

যে নাটকের অভিনয় হইবার কথা, তাহা অভিনীত হইতে লাগিল। নিকোলাস অভিনয় দেখিতে লাগিল। যবনিকা পতনের পর মিঃ ক্রমেলস্ বলিলেন, "কেমন দেখ্লেন?"

নিকোলাস বলিল, "চমৎকার! মিস্ স্নেভেলিসির অভিনয় আরও সুন্দর ব'লে মনে হ'ল।"

মিঃ ক্রমেল্স্ বলিলেন, "ওঁর প্রতিভা আছে। ভাল কথা, আমি ভাবছি, আপনার ঐ নাটকখানা মিস্ স্নেভেলিসির সাহায্য-রজনীর জন্য অভিনয় করব।"

নিকোলাস বলিল, "সে কবে?"

মিঃ ক্রমেলস্ বলিলেন, "আস্ছে সোমবারে মনে করছি।"

নিকোলাস বলিল, "বুঝলাম।"

ম্যানেজার বলিলেন, "সে দিন যদি দর্শকের বেশী ভিড় না হয়, সে দোষ মিস্ স্নেভেলিসির, আমাদের নয়। কি বলেন, সোমবারের মধ্যে নাটক নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে। তার মধ্যে প্রেমিক নায়কের ভূমিকা আপনি রপ্ত ক'রে নিতে পারবেন না?"

"তা বল্তে পারি না। তবে সম্ভব।"

মিঃ ক্রমেলস্ বলিলেন, "বেশ! তবে একটা কথা আছে। সে সম্বন্ধে একটু ক্যান্ভাস—তদ্বির করা দরকার হবে।"

নিকোলাস বলিল, "অর্থাৎ ওঁর যারা পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের কাছে?"

ম্যানেজার বলিলেন, "হাঁ, তাই। মোট কথা, মিস্ স্নেভেলিসির অনেক অনুরাগী নর-নারী এখানে আছেন। কাজেই উনি নায়িকার ভূমিকায় নাম্লে বেশ টিকিট বিক্রয় হবার সম্ভাবনা। আচ্ছা, আপনি কি ওঁকে একটু এ বিষয়ে সাহায্য করবেন না?"

নিকোলাস বলিল, "কি উপায় বলুন?"

অনুনয়-কুণ্ঠিত স্বরে ম্যানেজার বলিল, "এই ধরুন, কাল সকালে আধ ঘণ্টাকাল আপনি যদি ওঁর সঙ্গে বাড়ী বাড়ী একটু ঘুরে আসেন?"

নিকোলাস আপত্তি জানাইয়া বলিল, "ওটা আমি পছন্দ করিনে।"

মিঃ ক্রমেলস্ বলিলেন, "ছোট মেয়ে—আমার মেয়ে ওঁর সঙ্গে থাকবে। আমি আমার মেয়েকে যাবার জন্য অনুমতি দিয়েছি। এতে কোন দোষ হবে না। মিস্ স্নেভেলিসি বড় ভাল মেয়ে। লণ্ডন হ'তে আগত ভদ্রলোক, নাট্যকার স্বয়ং তার সঙ্গে যাচ্ছেন, এতে ওঁর উপকার হবে। বিশেষতঃ আপনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, এ কথা শুনলে অনেক লোক টিকিট কিনবে, মিঃ জনসন।"

নিকোলাস বলিল, "আমি আপনাদের উৎসাহে যোগ দিতে পারছি না, এ জন্য আমি দুঃখিত। ক্যানভাস্ করতে আমার আপত্তি আছে।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "মিঃ জনসন কি বল্‌ছেন ?"

মিঃ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "ওঁর ক্যানভাসে আপত্তি আছে।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "আপত্তি ! এ কি সম্ভব ?"

মিস্ স্নেভেলিসি বলিলেন, "না, না, মিঃ জনসন, আপনি এত নিষ্ঠুর হবেন না। সকলেই আশা ক'রে আছে—আপনি আমাদের নিরাশ করবেন না।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "মিঃ জনসন বিশেষ আপত্তি করবেন মনে হয় না। না, না, ওঁর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা করা ঠিক নয়। এই কাজে ওঁর মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, সৎসাহস নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে।"

মিঃ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "ওঁর চরিত্রগর্বে ম্যানেজার পর্য্যন্ত মুগ্ধ।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "ম্যানেজারের স্ত্রীও বিমুগ্ধ। না, না, মিঃ জনসন, আপত্তি করবেন না। শেষে আপনার অনুতাপ হবে।"

এইরূপ আবেদনে নিকোলাস বিচলিত হইয়া বলিল, "কারও অনুরোধে উপেক্ষা করা আমার স্বভাব নয়। বিশেষতঃ যে কাজ অন্যায় নয়, তা করতে দোষ নেই। শুধু মনের একটা অহংজ্ঞান আমাকে বাধা দিচ্ছিল। এখানকার কোন লোক আমায় চেনে না। আমি আর আপত্তি করব না। আপনাদের কথাই থাক্—আমি যাব।"

মিস্ স্নেভেলিসি নিকোলাসের বাক্যে অভিভূত হইয়া পড়িলেন—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, সকালে নিকোলাস উক্ত যুবতীর বাসায় যাইবে। কাজ শেষ হইলে, সে পুনরায় নাটক লইয়া পড়িবে।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময় নিকোলাস মিস্ স্নেভেলিসির বাসায় গমন করিল। পরিচারিকা তাহাকে উপরতলে একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। খানিক পরে যুবতী অভিনেত্রী বাহিরে আসিল। ম্যানেজারের কন্যাটিও আসিয়া জুটিল। তিন জনে তখন বাহির হইল।

বহু গৃহে তাহারা গমন করিল। কেহ বিয়োগান্ত, কেহ হাস্যরসাত্মক, কেহ নৃত্যগীতপূর্ণ নাটকের অভিনয় দেখিবার পক্ষপাতী। যাহা হউক, অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়া তাহারা বাসায় ফিরিল।

নিকোলাস যে নাটকখানির জন্য পরিশ্রম করিতেছিল, শেষ হইলে উহার মহলা দিবার ব্যবস্থা হইল। নিকোলাসের অভিনয় দেখিয়া সকলেই খুসী হইল। নাটকখানি বেশ উৎরাইবে, ইহা সকলেরই বিশ্বাস হইল।

অভিনয়ের দিন অবশেষে সমাগত হইল। চারিদিকে প্রচারপত্র মারা হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন, গ্যালারিতে বেশ ভিড় হইল।

ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। প্রথম দৃশ্যের পর মিস্ স্নেভেলিসির আবির্ভাবের পালা। দর্শকদল তাহাকে দেখিয়া করতালি দিয়া উঠিল।

নিকোলাস যখন নায়কের ভূমিকায় আবির্ভূত হইল, তখন করতালি আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। তাহার সুন্দর চেহারা, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী, চলনের বৈচিত্র্য দেখিয়া দর্শকগণ মুগ্ধ হইল। সকলেরই মুখে প্রশংসার ধ্বনি।

মোটের উপর নূতন নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকদল প্রীত হইল। সর্ব্বশেষে মিস্ স্নেভেলিসির সঙ্গে নিকোলাস যখন রঙ্গমঞ্চে গিয়া দাঁড়াইল, তখন উভয়েরই জয়নাদে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নাটক ও অভিনেতারা সাফল্যলাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র রহিল না।

২৩

উল্লিখিত ঘটনার পর প্রত্যহ নূতন নাটকের অভিনয়ই চলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী শনিবারে নিকোলাস ৩০ শিলিং উপার্জ্জন করিল। কেহ কেহ নিকোলাসের কাছে সেক্সপীয়ারের নাটকগুলি পড়িবার প্রস্তাবও করিয়া পাঠাইল। নূতন অভিনেতার সাফল্য সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া বিঘোষিত হইল।

এক দিন মিঃ ক্রুমেলস্ নিকোলাসকে বলিলেন, "জনসন্, আর একটা নতুন সংবাদ আপনাকে দেব ?"

নিকোলাস বলিল, "কি বলুন ত ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "থিয়েটার রয়ালের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিস্ পিটোকার এখানে আসছেন।"

নিকোলাস্ বলিল, "তাই না কি ? আমি ত সে মহিলাটিকে চিনি।"

ম্যানেজার বলিলেন, "ভালই হ'ল।"

নিকোলাস বলিল, "কবে তিনি এখানে আস্‌বেন ?"

"আজই তাঁর আসবার কথা। মিসেস্ ক্রুমেলসের তিনি অনেক দিনের বন্ধু।"

মিস্ পিটোকার যথাসময়ে পৌঁছিলেন। নিকোলাসের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বুদ্ধিমতী নারী, কেনউইগ্‌স্ পরিবারের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া গেলেন।

সে দিন নিকোলাস, মিস্ পিটোকারের সহিত একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করিল।

রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া নিকোলাস আহারে বসিয়াছে, এমন সময় স্মাইক আসিয়া জানাইল যে, এক জন ভদ্রলোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। নিকোলাস ভদ্রলোককে ঘরে আনিবার জন্য স্মাইককে বলিয়া দিল।

লোকটি আসিবামাত্র নিকোলাস বলিল, "এ কি, মিঃ লিলিভিক্, আপনি এখানে ? কখন্ এখানে এলেন ?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "আজ সকালে এসেছি, মশাই।"

"ও, তা হ'লে আজ থিয়েটারে আপনি নিশ্চয় গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলুম। অভিনয়টা কেমন দেখলেন ?"

নিকোলাস বলিল, "ভালই হয়েছে বল্‌তে হবে।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "চমৎকার।"

নিকোলাস বলিল, "মিস্ পিটোকার ভারী চতুরা এবং বুদ্ধিমতী অভিনেত্রী।"

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "হ্যাঁ, উনি যেন স্বর্গকন্যা। বাস্তবিক হেনরিয়েটা পিটোকার খাসা অভিনেত্রী।"

নিকোলাস লোকটার এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় একটু বিস্মিত হইল।

মিঃ লিলিভিক বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে।"

স্মাইক সে কথা শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ লিলিভিক বলিল, "চিরকুমার থাকা বড় দুঃখের।"

"তাই নাকি?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "প্রায় ৬০ বছর আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমি জানি, অবিবাহিত জীবন কিরূপ দুঃখের।"

নিকোলাস ভাবিল, "হ্যাঁ, তোমার জানা উচিত বটে। তবে তুমি সত্যি জান কি না, সেটা আলাদা কথা।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "চিরকুমার যদি কিছু টাকা জমায়, তা হ'লে, তার বোন্, ভাই, ভাইপো, ভাগনে, ভাইঝি, ভাগনীরা তার টাকার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সবাই ভাবে, লোকটা মরলেই ভাল—টাকা পাবে তারা।"

নিকোলাস বলিল, "কথাটা ঠিকই বটে।"

"তার পর যদি সেই চিরকুমার এমন মেয়েকে বিয়ে করে, যার টাকা আছে, তা হ'লে ভাল হয় না কি? মিস্ হেনরিয়েটা পিটোকার সেই শ্রেণীর নারীরত্ন।"

নিকোলাস বলিল, "তা হ'লে আপনি কি—"

"হ্যাঁ, আমি তাঁর স্বামী হ'তে চাই। তিনি রাজি আছেন।"

নিকোলাস বলিল, "আপনাকে আমি অভিনন্দিত করছি।"

"ধন্যবাদ, মশাই, আপনাকে শত ধন্যবাদ।"

নিকোলাস বলিল, "আপনারা তাই বুঝি এখানে বিবাহের জন্য এসেছেন?"

"ঠিক তাই। কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করব, এই আমার ইচ্ছে। কারণ, তাদের হিংসা হ'তে পারে—বিয়েতে বাধা দিতে পারে।"

নিকোলাস বলিল, "বুঝেছি।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "কিন্তু এ বিয়েতে আপনাকে যোগ দিতে হবে।"

নিকোলাস বলিল, "আনন্দের সঙ্গে আমি যোগ দেব।"

লিলিভিক বলিল, "থিয়েটারের মেয়েরাও থাকবেন।"

"বেশ কথা, খুব ভালই হ'ল। আপনি কিছু খাবেন?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "না, ধন্যবাদ। আমার খিদে নেই। বিবাহিত জীবন খুব সুখের, কেমন, নয় কি?"

নিকোলাস বলিল, "আমার ত তাই মনে হয়।"

"আমারও তাই বিশ্বাস। আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি, শুভরাত্রি!"

সে চলিয়া গেলে নিকোলাস আপন মনে হাসিতে লাগিল।

এ দিকে নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। মিস্ পিটোকার মিস্ স্নেভেলিসির কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। প্রভাতে উঠিয়া তিনি বলিলেন, "না, না, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি আমি ভাবতে পারছি না, মন স্থির করতে পারছি না। এই ব্যাপারটা—এই পরীক্ষা পাশ করা কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।"

এ কথা শুনিয়া মিস্ স্নেভিলিসি ও মিস্ লেড্রক, তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন, তিনি চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মিস্ পিটোকার বিবাহের জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। শুধু পাত্র জুটে নাই বলিয়া বিবাহ হয় নাই। এখন যখন জুটিয়াছে, তখন সেই ভদ্রলোককে সুখী করা তাঁহার উচিত।

মিস্ স্নেভেলিসি বলিলেন, "অবশ্য পুরাতন বন্ধুদের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে, এই যা দুঃখ। তা হলেও এটা প্রার্থনীয়।"

মিস্ লেড্রক বলিলেন, "আমারও ঐ কথা। আগে কত লোককে নিরাশ করেছি, কত লোকের বুক ভেঙ্গে দিয়েছি, এখন সে কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।"

মিস স্নেভেলিসি বলিলেন, "ভাই, এখন এস, ওঁকে তৈরী ক'রে দেওয়া যাক; নইলে দেরী হয়ে যাবে।"

বেশ-ভূষা সমাপ্ত করিয়া তিন জনে ঘর হইতে বাহির হইলেন।

মিস্ স্নেভেলিসি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, এখন কেমন লাগছে?"

কন্যা বলিয়া উঠিলেন, "ও লিলিভিক! তোমার জন্য আমার যে অবস্থা সহ্য করতে হচ্ছে, তা যদি জানতে!"

মিস্ লেড্রক বলিলেন, "নিশ্চয় তিনি তা বুঝতে পারছেন। তিনি তা কোন দিনই ভুলবেন না।"

মিস্ পিটোকার বলিলেন, "তাই কি! সত্যি তিনি কোন দিন ভুলবেন না?"

এমন সময় গাড়ী আসিল। মিস্ পিটোকার শান্তভাবে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইলেন—গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন।

গাড়ী থিয়েটারের ম্যানেজারের ভবনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতলে মিস্ পিটোকার নীত হইয়া দেখিলেন, মিঃ লিলিভিক্ বরবেশে সাজিয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

বর মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "হেনরিয়েটা পিটোকার! ধৈর্য্য ধর, প্রফুল্ল হও।"

মিস্ পিটোকার মিঃ লিলিভিকের হাত চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু ভাবাতিশয্যে কথা কহিতে পারিলেন না।

মিঃ লিলিভিক বলিল, "হেনরিয়েটা পিটোকার, আমার চেহারা কি এত খারাপ যে, দেখেই তোমার মূর্চ্ছা এলো?"

"না, না, না। তা নয়! আমার যৌবনের বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হবে, তাই ভেবেই আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"

তার পর গির্জ্জায় যাইবার ব্যবস্থা হইল। সেখানে যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহকার্য্য যথারীতি সমাপ্ত হইল। তার পর সকলে প্রাতরাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইল। নিকোলাস সেখানেই সকলের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সকলেই আহারে বসিল।

মিঃ ফোলিয়ার সহসা বলিয়া উঠিল, "এত শীঘ্র শেষ হয়ে গেল?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "কি শীঘ্র শেষ হ'ল?"

"এই বন্ধন—স্ত্রীর সঙ্গে বাঁধন কষা। বেশীক্ষণ লাগে না বোধ হয়?"

মিঃ লিলিভিক আরক্ত মুখে বলিল, "না, বেশীক্ষণ লাগে না। তার পর?"

অভিনেতা বলিল, "না, কিছু না। গলায় ফাঁস দিতেও বেশী সময় লাগে না, কেমন?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "ফাঁসীতে ঝুলে পড়া! তার মানে? বিয়ের সঙ্গে ফাঁসীর তুলনা! তার মানে?"

মিঃ ফোলিয়ার অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "ফাঁস জানেন ত?"

মিঃ লিলিভিক বলিয়া উঠিল, "ফাঁসীর সঙ্গে মিস্ পিটোকারের তুলনা?—"

মিঃ ক্রুমেলস বলিলেন, "ফোলিয়ার, আমি তোমার কথায় অবাক হলাম।"

মিঃ ফোলিয়ার বলিল, "কেন, মশাই, কি আমি করলাম?"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "কি করেছেন? সমাজের সমস্ত কাঠামোর উপর আপনি বিদ্রূপ করেছেন।"

অভিনেতা বলিল, "আমি ত এ কথা বলিনি যে, আপনি ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। যাক্, আমি যা বলেছি, তার জন্য দুঃখিত।"

কলহ মিটিয়া গেল। মিঃ ফোলিয়ার বিকট মুখে বসিয়া রহিল।

তথায় অনেক বক্তৃতা হইল। নিকোলাসও বক্তৃতা দিল। তার পর আসর ভাঙ্গিল। সে দিন কোন অভিনয় ছিল না। কিন্তু পরদিবস রাত্রিতে নিকোলাসকে রোমিওর ভূমিকায় নামিতে হইবে, স্থির হইল। স্মাইক ঔষধ-বিক্রেতার ভূমিকা অভিনয় করিবে।

বাসায় ফিরিয়া স্মাইককে নিকোলাস বলিল, "স্মাইক, তুমি যে কি করবে, তা ত বুঝতে পারছি না। তোমার ত মুখস্থ হ'ল না।"

স্মাইক বলিল, "আমার ত তাই আশঙ্কা হচ্ছে। তবে আপনি যদি—কিন্তু তাতে আপনার বড় কষ্ট হবে।"

নিকোলাস বলিল, "কি বল না।"

স্মাইক বলিল, "একটু একটু ক'রে যদি আপনি বার বার বলেন, আমি মুখস্থ ক'রে ফেলব।"

নিকোলাস বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

নিকোলাস তাহাকে তোতা পাখীর মত পাঠ শিখাইতে লাগিল। এক একটি ছত্র এই ভাবে বার বার আবৃত্তি করিবার পর স্মাইক অনেকটা শিখিয়া ফেলিল।

পরদিবস সকালে স্মাইক আরও তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিল। নিকোলাস তাহাকে অভিনয়-ভঙ্গীও শিখাইয়া দিল। সমস্ত দিন ধরিয়া এই ভাবে শিক্ষাকার্য্য চলিল।

অভিনয়-রাত্রিতে নিকোলাস রোমিওর ভূমিকায় বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিল। একবাক্যে সকলেই স্মাইকের প্রশংসা করিল।

২৬

রিজেন্ট ষ্ট্রীটের একটি অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে অপরাহ্ন তিনটার সময় লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফ্‌ট ও তাঁহার বন্ধু সার মলবেরী হক বসিয়াছিলেন। এই ধনীর দুলালদিগের তখন প্রাতরাশের সময়। নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহারা প্রাতরাশ করিতেছিলেন—এখনও বহু দ্রব্য অনাস্বাদিত অবস্থায় টেবলের উপর স্থাপিত। ঘরের মধ্যে সংবাদপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কেহই সংবাদপত্রের একটি বর্ণও পাঠ করেন নাই।

দুই বন্ধু সোফায় চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত রাত্রির বীভৎস ব্যভিচারক্রিয়ার পর উভয়েই শ্রান্ত। প্রথমেই লর্ড ফ্রেডারিক কথা কহিলেন। জড়িতকণ্ঠে তিনি বন্ধুকে আহ্বান করিলেন।

সার মলবেরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি বলছ?"

লর্ড বলিলেন, "সারা দিন কি এখানেই থাকতে হবে না কি?"

সার মলবেরী হক বলিলেন, "এখন কিছুক্ষণ, তা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এখন আমার মধ্যে এক বিন্দু জীবনীশক্তি নেই।"

লর্ড ভেরিসফ্‌ট বলিলেন, "জীবন! আমার এখন মনে হচ্ছে, মরাটাই সব চেয়ে সুখের হবে।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তা হ'লে মর না কেন?"

সার মলবেরী এই কথা বলিবার পর মুখ ফিরাইয়া আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য প্রাতরাশের টেবলের ধারে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া আহারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর উত্তপ্ত ললাটে হাত রাখিয়া তিনি গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্লান্তদেহে তিনি পুনরায় সোফার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তার পর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া তিনি বন্ধুর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেন।

কাউচের উপর উঠিয়া বসিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে কথা বলিলেও সার মলবেরী চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া প্রাতরাশের টেবলে বসিলেন এবং কিছু কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করিলেন।

এক টুকরা খাদ্য কাঁটায় বিদ্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, "ধর, আমরা ক্ষুদে নিকল্‌বির কথাটাই আলোচনা করি। কি বল?"

লর্ড বলিলেন, "কার কথা বলছ? সুদখোর নিকল্‌বি, না তার ভাইঝি?"

সার মলবেরী বলিলেন, "মেয়েটির কথাই আমি বল্‌ছি।"

লর্ড বলিলেন, "তুমি আমায় অঙ্গীকার ক'রে বলেছিলে, তাকে তুমি খুঁজে বের করবে।"

"তা ত বলেছিলামই। তবে ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমি আরও একটু ভেবে দেখেছি। এ ব্যাপারে তুমি আমায় অবিশ্বাস করো। কাজেই তাকে খুঁজে বের করার ভার তোমার নিজেরই উপর!"

লর্ড বলিলেন, "না, আমি পারব না।"

সার মলবেরী বলিলেন, "কিন্তু আমি বল্‌ছি হ্যাঁ—তোমাকেই সে কাজ করতে হবে। এজন্য আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, আমার সাহায্য ছাড়া তার খোঁজ তুমি পাবে না। তুমি নিজেই তার খোঁজ করবে, আমি তোমায় পথ বাৎলে দেব।"

লর্ড বলিলেন, "না, তুমি ভারী বদ্ বন্ধু।"

সার মলবেরী বলিলেন, "ডিনারের সময় মেয়েটিকে আনা হয়েছিল কেন, জান? তোমায় গাঁথবার জন্য তাকে টোপ করা হয়েছিল।"

লর্ড বলিলেন, "না, তা হ'তে পারে না। কি বলছ—"

সার মলবেরী বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি যা বল্‌ছি, তা ঠিক। বুড়ো নিকল্‌বি নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে।"

লর্ড বলিয়া উঠিলেন, "ভারী বজ্জাত লোকটা!"

সার মলবেরী বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই। সে জান্‌ত, মেয়েটি খুব চালাক-চতুর—"

লর্ড বাধা দিয়া বলিলেন, "চালাক, চতুর! না, হক্, আমি বলছি, মেয়েটি প্রকৃতই সুন্দরী—যেন একখানি ছবি, একটি পাথরের মূর্ত্তি! সত্যি বলছি।"

সার মলবেরী উপেক্ষাভরে বলিলেন, "ওটা গেল মতের কথা। যার যেমন রুচি, সে তাই বলবে। তোমার সঙ্গে হয় ত এ বিষয়ে আমার মতের মিল হবে না।"

লর্ড বলিলেন, "চুলোয় যাক্! সে দিন তুমি তাকে পেয়ে বসেছিলে—আমি তার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগই পাইনি।"

সার মলবেরী বলিলেন, "দেখ, তুমি যদি ওর ভাইঝিটিকে চাও, তা হ'লে তাকে বল্‌বে—ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌বে যে, মেয়েটি কোথায় কার কাছে থাকে, তোমায় জানিয়ে দিতে হবে। যদি তোমার সঙ্গে ব্যবসা বজায় রাখতে চায়, তা হ'লে বুড়োকে সে খবর দিতেই হবে। আমার বিশ্বাস, সে তোমায় সব জানিয়ে দেবে।"

লর্ড ভেরিসফ্‌ট বলিলেন, "এ কথা আগে আমায় বলনি কেন? আমি এ দিকে তার জন্য হেদিয়ে মলাম!"

উপেক্ষাভরে সার মলবেরী বলিলেন, "আগে আমি অতটা বুঝতেও পারিনি, জান্‌তামও না। তা ছাড়া আর এক কথা, তুমি যে তার জন্য পাগল হয়েছ, তাও আমি ভাবিনি।"

প্রকৃত ব্যাপার এই, সার মলবেরী হক সে দিনের পর হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, কেট কোথায় থাকে, সে কথাটা জানিয়া লইবেন। অথবা সে সম্পূর্ণভাবে কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করা। রাল্‌ফের কাছে এ বিষয়ে তিনি কোন সাহায্য পান নাই। কারণ, সেই ঘটনার পর হইতে রাল্‌ফের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎও হয় নাই। এজন্য তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মেয়েটির দর্প তিনি চূর্ণ করিবেনই। সে তাঁহাকে যেরূপ অপমান করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি অনুক্ষণ তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

উভয় বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া অতঃপর রাল্‌ফ্ নিকল্‌বির সহিত দেখা করিতে চলিলেন মলবেরী হকের উদ্দেশ্য ছিল, বন্ধুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অছিলায় তিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইবেন।

তাঁহারা রাল্‌ফকে একক অবস্থায় বাড়ীতে দেখিতে পাইলেন। রাল্‌ফ তাঁহাদিগকে বৈঠকখানা-ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে যে দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি রাল্‌ফের মনে পড়িল। তিনি একবার সার মলবেরী হকের দিকে চাহিলেন। সে ভদ্রলোক উপেক্ষাভরে একটু হাসিলেন।

প্রথমতঃ টাকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইল। লেন-দেনের কথাটা অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। ব্যাপারটার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই বন্ধুর উপদেশ অনুসারে যুবক লর্ড সহসা বলিয়া উঠিলেন যে, রাল্‌ফের সহিত নির্জ্জনে তাঁহার একটা কথা আছে।

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "নির্জ্জনে আলোচনা! তাই না কি? তা বেশ। আমি পাশের ঘরে গিয়ে বস্‌ছি। বেশীক্ষণ আমায় বসিয়ে রেখো না, এইটুকু আমার মিনতি।"

একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে সার মলবেরী পাশের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

রালফ্ বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, কি বল্‌তে চান, বলুন।"

লর্ড, রালফের কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "তোমার ভাইঝিটি কি সুন্দরী যুবতী!"

রালফ্ বলিলেন, "তাই না কি? হতে পারে, তা আমি ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না।"

লর্ড বলিলেন, "তুমি জান, সে অসাধারণ সুন্দরী, নিকলবি। এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

রালফ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, লোকে তাই বলে, সেটা আমি বিশ্বাস করি। আর আমি না বল্‌লেই বা কি। আপনি ত এ বিষয়ে সমজদার ও অভিজ্ঞ। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই।"

অন্য কেহ হইলে রালফের এই বিদ্রূপ উক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিত। কিন্তু এই লর্ড-পুত্র, ধনিসন্তান ভাবিলেন, রালফ্ তাঁহাকে প্রশংসাই করিতেছেন।

লর্ড বলিলেন, "সে যাই হোক্, কথাটা এই নিকলবি, তোমার এই সুন্দরী ভাইঝিটি কোথায় থাকে, আমি জান্‌তে চাই। কারণ, আর একবার তার মুখচন্দ্রমা দেখ্‌বার জন্য আমার বড় সাধ হয়েছে।"

"তাই না কি?"

লর্ড বলিলেন, "অত চেঁচিয়ে নয়। হক্ যাতে কথাটা জান্‌তে না পারে, আমি তাই চাই।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লর্ডের দিকে তাকাইয়া রালফ্ বলিলেন, "আপনি জানেন কি যে, উনি আপনার প্রতিযোগী?"

"সে আমি জানি, লোকটা ভারী বদমাস্। তাই আমি ওকে লুকিয়ে এগুতে চাই। হা, হা, হা! ও এমন শিক্ষা পাবে, নিকলবি, যে, ওর সাহায্য না নিয়েও আমাদের চল্‌বে। কোথায় সে থাকে বল ত, নিকলবি? দয়া ক'রে বল, কোথায় সে আছে?"

রালফ্ মনে মনে বলিলেন, "হ্যাঁ, দংশন করতে চায় দেখ্‌ছি।"

লর্ড ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "নিকলবি, ব'লে ফেল, কোথায় সে আছে।"

ধীরে ধীরে করে কর ঘর্ষণ করিয়া রালফ্ বলিলেন, "সত্যি কথা বলব, লর্ড মহোদয়, বল্‌বার আগে আমাকে অনেক ভেবে দেখ্‌তে হবে।"

লর্ড বলিলেন, "তা হবে না। না ভেবে চিন্তেই তোমাকে বল্‌তে হবে। কোথায় সে আছে?"

রালফ্ ব'ললেন, "আপনি জান্‌লেও কোন ফল হবে না। সে ভাল শিক্ষা পেয়েই এসেছে। তার ধর্ম্মজ্ঞান আছে। অবশ্য সে সুন্দরী, গরীব, রক্ষকহীনা—আহা, বেচারা মেয়ে!"

রালফ এমন অভিনয় করিলেন, যেন আত্মগতভাবেই বলিতেছেন। কিন্তু ধূর্ত্ত, চতুর বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মক্কেলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লর্ড বলিলেন, "আমি ত তোমায় বলেছি, আমি আর একবার তাকে দেখ্‌তে চাই। কোন সুন্দরীর দিকে কোন পুরুষ চেয়ে দেখ্‌লেই তার ক্ষতি হবে না। তা হয় না কি? এখন বল, সে কোথায় থাকে? নিকলবি, তুমি জান যে, আমার দৌলতে তুমি বহু টাকা রোজগার করছ। তুমি যদি তার খবর আমাকে দাও, জেনে রাখ, আমি আর কারও কাছে যাব না।"

দুঃখের অভিনয় করিয়া রালফ্ বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আপনি যখন এমন অঙ্গীকার করছেন, আর আমিও আপনাকে খুশী করতে চাই, বিশেষতঃ এতে যখন অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নেই, আমি আপনাকে তার খবর বল্‌ছি। কিন্তু কথাটা আপনাকে গোপন ক'রে রাখ্‌তে হবে। কাকেও বল্‌তে পাবেন না। শুধু আপনি জান্‌বেন।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ইঙ্গিত করিলেন।

লর্ড যেন খুবই আপ্যায়িত হইয়াছেন, এমন ভাব দেখাইলেন। রালফ্ তখন কেটের বর্ত্তমান ঠিকানা লর্ডকে বলিলেন। সেখানে সে কি কাজ করে, তাহাও বলিলেন। উক্ত পরিবারের লোকরা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং অভিজাত বংশের বড় লোকদিগের সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক, তাহাও রালফ্ ব্যক্ত করিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে লর্ড মহোদয় ইচ্ছা করিলে সহজেই কেটের দেখা পাইতে পারেন।

রালফ্ বলিলেন, "তাহার দেখা পাওয়াটাই যদি আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, যে কোন দিন ঐ বাড়ীতে গেলে দেখা পাবেন।"

লর্ড তখন জানাইলেন যে, এইবার এ আলোচনা বন্ধ থাকুক। তার পর সার মলবেরী হককে আহ্বান করা হইল।

অত্যন্ত বিরক্তিভরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, তোমরা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।"

লর্ড বলিলেন, "তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, এ জন্য বড় দুঃখিত হলুম। কিন্তু নিকলবি এমন মজার মজার কথা বল্‌ছিল যে, আমি না শুনে থাক্‌তে পারিনি।"

রালফ্ বলিলেন, "না, না। লর্ড মহোদয়ই মজার গল্প করছিলেন। আপনি ত জানেন, উনি কেমন পরিহাস-রসিক।"

রালফ্ অতঃপর দুই বন্ধুকে বিদায় দিবার জন্য নীচে নামিতে লাগিলেন।

কিছু পূর্ব্বে বাহিরে কে ঘণ্টাধ্বনি করিয়াছিল। নিউম্যান্ নগস্ দরজা খুলিয়া দিবার জন্য যখন বাহিরে গিয়াছিল, আগন্তুকগণ রালফের সহিত তখন হলঘরে আসিয়াছেন। নিউম্যান্ যখন দেখিল, কে ঘণ্টাধ্বনি করিয়াছে, তখন সে স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "মিসেস্ নিকল্‌বি !"

সার মলবেরী হক্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "মিসেস্ নিকল্‌বি !"

সত্যই তিনি মিসেস্ নিকলবি। সহরের খালি বাড়ীতে ভাড়া আসিতেছে সংবাদ পাইয়াই চাবিসহ তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর মালিকের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

রালফ্ বলিলেন, "এঁকে আপনি চেনেন না। মিসেস্ নিকল্‌বি, আপিস-ঘরে যান, আমি এখনই আসছি।"

বিস্মিত মহিলার দিকে অগ্রসর হইয়া সার মলবেরী হক্ বলিলেন, "আমি চিনিনে। ইনি কি মিস্ নিকল্‌বির মা, মিসেস্ নিকলবি ? মিস্ নিকল্‌বি—সুন্দরী,—মধুর-স্বভাবা সেই মেয়েটি—যাকে এখানে দেখেছিলাম, তাঁরই মা ত। না, না,—যদিও ঠিক সেই রকম চেহারা বটে, কিন্তু এঁর বয়স যাই হোক্, দেখে এঁকে মিস্ নিকল্‌বির মা বল্‌তে ইচ্ছে যায় না।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বিশেষ প্রসন্নভাবে বলিলেন, "ভাই, আপনি এই ভদ্রলোককে ব'লে দিন যে, কেট্ নিকলবি আমারই মেয়ে।"

বন্ধুর দিকে ফিরিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, শুনছ, এঁরই মেয়ে তিনি।"

মিসেস্ নিকলবি ভাবিলেন, "লর্ড মহোদয় ! তাই ত, এ কথা আমি ত ভাবতেই—"

সার মলবেরী বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, ইনিই সুন্দরী মিস্ নিকলবির জননী। দেখ্‌ছ কি চমৎকার সাদৃশ্য ? নিকলবি, ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেও।"

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রাল্‌ফ্ এ অনুরোধ পালন করিলেন।

লর্ড ফ্রেডারিক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সত্যি বল্‌ছি, ভারী আনন্দের ব্যাপার ! কেমন আছেন আপনি ?"

এইরূপ অসাধারণভাবে অভিনন্দিত হইয়া মিসেস্ নিকলবি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিচলিতভাবে তিনি বার বার মাথা নত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "মিস্ নিকলবি কেমন আছেন ? ভালই আছেন বোধ হয় ?"

আশ্বস্ত হইয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "বড়ই বাধিত হলাম, লর্ড মহোদয়। হ্যাঁ, সে ভালই আছে। কয়েক দিন সে একটু অসুস্থ ছিল—এখানকার ভোজের আসর থেকে গিয়েই অসুখ হয়। বোধ হয়, ভাড়াটে গাড়ীতে ক'রে বাড়ী যাবার সময় তার ঠাণ্ডা লেগেছিল। ভাড়াটে গাড়ী বড় খারাপ জিনিষ। ওর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের ভাল। গাড়ীর জানালা ভাঙ্গা থাকবেই। সেজন্য গাড়োয়ানদের দ্বীপান্তরে পাঠান উচিত। লর্ড মহোদয়, একবার ভাড়াটে গাড়ীতে চ'ড়ে দেড় মাস আমার মুখ ফোলা ছিল ! গাড়ীটার একটা জানালা ভাঙ্গা ছিল।"

মিসেস্ নিকলবি আরও অনেক কথা বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া গেলেন। তার পর পুনরায় বলিলেন যে, কেট এখন ভালই আছে।

রালফ্, মিসেস্ নিকলবির হাতের একতাড়া কাগজের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও চিঠিটা আমার জন্য এনেছেন ?"

"হ্যাঁ, তাই। আমি চিঠিখানা নিজের হাতে আপনাকে দেব বলেই সঙ্গে এনেছি।"

মিসেস্ নিকল্‌বি কোথায় থাকেন, সে সংবাদ জানিবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "সারা পথ এসেছেন ! সে জায়গা এখান থেকে কত দূর ?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "কত দূর ? দাঁড়ান, ভেবে দেখি। ভল্‌বেরি আমাদের বাসা থেকে এক মাইল দূর।"

সার মলবেরী বলিলেন, "না, না, অত দূর হতে পারে না।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "অত দূর হবে। আচ্ছা, আমি লর্ড মহোদয়ের হাতে বিচারভার দিলাম।"

লর্ড বলিলেন, "আমি বল্‌ছি, নিশ্চয় এক মাইল হবে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "ঠিক তাই—এক গজও কম নয়। নিউগেট ষ্ট্রীট হয়ে, চিপ সাইড্ ছাড়িয়ে, লম্বার্ড ষ্ট্রীট পার হয়ে গ্রেস চার্চ্চ ষ্ট্রীট ধ'রে টেমস্ নদের ধার দিয়ে স্পীগ্‌ উইফিনস্ জেঠির কাছ পর্য্যন্ত—নিশ্চয় এক মাইল।"

সার মলবেরী বলিলেন, "আমি এখন বুঝে দেখছি, আপনার কথাই ঠিক। আচ্ছা, এই পথটা আপনি কি আবার পায়ে হেঁটেই যাবেন না কি ?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "না, তা কেন, আমি বাসে চ'ড়ে যাব। আমার স্বামী যত দিন বেঁচেছিলেন, বাসে কোন দিন চড়িনি, ভাসুর মশাই। তবে অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, সবই ত আপনি জানেন—"

অধীরভাবে রাল্‌ফ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। সন্ধ্যা হবার আগেই আপনার বাড়ী ফিরে যাওয়া দরকার।"

মিসেস নিকলবি বলিলেন, "ঠিক কথা। তা হ'লে আমি এখুনি বিদায় নিচ্ছি।"

রালফ, লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে, কাহাকেও কোন রকম আহার্য্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেন না। কিন্তু আজ বলিয়া উঠিলেন, "একটু বিশ্রাম ক'রে গেলে হ'ত না ?"

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "না, না, দরকার নেই।"

সার মলবেরী বলিলেন, "লর্ড ফ্রেডারিক, আমরাও ত ঐ দিক দিয়ে যাব। চল, ওঁকে বাসে তুলে দিয়ে যাই।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "আপনাদের এত অনুগ্রহ! কথাটা আমি ভাবতেই পারিনি।"

কিন্তু সার মলবেরী হক্ এবং লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফট্ শিষ্টাচারে অভ্যস্ত। রালফের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারা মিসেস্ নিকল্‌বির অনুগামী হইলেন। দর্শকের ন্যায় রালফ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কেটের জননী তখন আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা কেট এই অভিজাত বংশের দুলালদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, ইহা আশার কথা। দুই জনই বড়লোক, এক জনকে বিবাহ করিতে পারিলে কন্যার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে।

মহিলাটির ভাবভঙ্গী দেখিয়া উভয় বন্ধু পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁহারা মিসেস্ নিকল্‌বির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না।

সার মলবেরী কণ্ঠস্বরে আন্তরিক আগ্রহের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এই চমৎকার মেয়ের মা হয়ে আপনি কত সুখ, তৃপ্তি, আনন্দই না পাচ্ছেন।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "কথা ঠিকই। আমার মেয়ের স্বভাব ভারী মিষ্ট, তার অন্তর করুণায় ভরা—আর সে বেশ বুদ্ধিমতী।"

লর্ড বলিলেন, "ওঁকে বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আমি যথার্থ বলছি, সে সত্যই বুদ্ধিমতী। ডিভনশায়ার স্কুলে যখন সে পড়ত, সকলেই বলত, তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে ও অঞ্চলে নেই। স্কুলের মধ্যে সে সেরা মেয়ে ছিল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান বরাবর সে অধিকার ক'রে এসেছিল। তার হাতের লেখাও চমৎকার।"

কথা বলিতে বলিতে সকলে বাসের কাছে পৌঁছিলেন। গাড়ী না ছাড়া পর্য্যন্ত বন্ধুযুগল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর অভিবাদন করিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন।

গাড়ীর এক কোণে বসিয়া মিসেস্ নিকল্‌বি ভাবিতে লাগিলেন। কেট এই দুই ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাতের কথা একবারও তাঁহার কাছে বলে নাই। সে নিশ্চয়ই এই দুই জনের এক জনকে পছন্দ করিয়া থাকিবে। তখন প্রশ্ন উঠিল, কাহাকে সে পছন্দ করিয়াছে? লর্ড মহোদয়টি বয়সে ছোট, আর তাঁহার পদমর্য্যাদাও বেশী। তবে কেট্ শুধু এই সব ব্যাপার দেখিয়া ভুলিবে না। তিনি ভাবিলেন, কন্যার পছন্দের উপর তিনি হাত দিবেন না। সার মলবেরী, লর্ডের অপেক্ষাও বেশী আলাপী। লোকটি বেশ ভদ্র, এমন চমৎকার ব্যবহার! তিনি ভাবিলেন, সম্ভবতঃ কেট্ সার মলবেরীরই পক্ষপাতিনী। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মিসেস্ নিকল্‌বির মনে হইল, তাঁহার কন্যা এইরূপ এক জন ভদ্র ও ধনী ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে দুঃখের অবসান হইবে। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল।

এ দিকে রালফ তাঁহার অফিসঘরে ঘন ঘন পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সম্প্রতি যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। জগতে কাহারও জন্য রালফ কোন দিন দুর্ভাবনাগ্রস্ত হন নাই—জীবনে তিনি কাহাকেও ভালবাসেন নাই। তবে সময়ে সময়ে তাঁহার মনে এই ভাইঝির জন্য একটু অনুকম্পা জাগিয়া উঠিত। এ পর্য্যন্ত কোন নর-নারীর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। সকলকেই তিনি অবজ্ঞা করিতেন, ঘৃণা করিতেন। আজ সেই অপছন্দ ও অবজ্ঞার মলিন মেঘরাশি ভেদ করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য একটা ক্ষীণতম আলোকরশ্মি তাঁহার হৃদয়প্রান্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাকে তিনি যাবতীয় নরনারীর তুলনায় বিশুদ্ধচরিত্র এবং সৎস্বভাবা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

আপন মনে রালফ বলিলেন, "এ কাজ না করতে পারলেই ভাল হ'ত। অথবা এ না হ'লে ছেলেটাকে হাতে রাখা যায় না—টাকা যতক্ষণ আছে, করতেই হবে। একটি মেয়েকে বেচে ফেলা—প্রলোভনের মাঝে ছেড়ে দেওয়া, অপমান-লাঞ্ছনার বিষয়ীভূত করার ফলে, ছেলেটার কাছ থেকে ২ হাজার পাউণ্ড লাভ করা গেছে। ফুঃ, মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য মেয়েদের মায়েরা প্রতিদিনই এ রকম কাজ করছে।"

আসন পরিগ্রহ করিয়া রালফ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ যদি আমি ওদের কাছে ঠিকানা না ব'লে দিতাম, এই নির্বোধ মেয়েমানুষটি তা ব'লে দিত। মেয়েটাকে আমি যত ভাল ব'লে জানি, সে যদি তাই হয়, তাতে কি ক্ষতি হবে? একটু বিরক্ত করবে, কিছু অবনত ক'রে দেবে, কিছু চোখের জল পড়বে। তা হোক্, সে পরীক্ষা দিক, পরীক্ষা দেওয়া দরকার!"

রালফ অতঃপর তাঁহার লৌহ-সিন্দুকে চাবি দিলেন।

২৭

সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মিসেস নিকল্‌বি বাসায় পৌঁছিলেন। কল্পনানেত্রে কন্যার ভাবী সুখের ছবি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যা—লেডী মলবেরী হক্ হইয়াছে, ইহা যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-মন্দিরে কেটের বিবাহ হইতেছে—সার মলবেরী হক্ বর। মিসেস্ নিকল্‌বি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "লেডী মলবেরী হক্! শুনিতে কত আরাম!"

স্বপ্নের পর স্বপ্ন চলিতে লাগিল। সার মলবেরী বিবাহের পর বিরাট ভোজ দিতেছেন, কেট রাজসভায়

গিয়াছে, বড় বড় লোকের সহিত পরিচিত হইতেছে, তাহার ছবি মাসিক ও দৈনিক পত্রগুলির পৃষ্ঠদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছে—এমনই সব সুখস্বপ্ন মায়ের মনে উদিত হইতে লাগিল।

সারারাত্রি এইভাবে চিন্তা ও স্বপ্ন দর্শনের পর মিসেস্ নিকলবি পরদিবস যখন আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় যে যুবতী তাঁহার গৃহকর্মে সহায়তা করিত, সে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল যে, দুই জন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দর্শন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন।

মিসেস্ নিকলবি তাড়াতাড়ি মাথার টুপীটা ভাল করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি মুস্কিল! যদি তাঁরাই হন—তাঁরা পথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! তুমি তাঁদের দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? শীঘ্র তাঁদের নিয়ে এস, বোকা মেয়ে।"

পরিচারিকা আদেশ পালনের জন্য চলিয়া যাইবামাত্র মিসেস্ নিকলবি তাড়াতাড়ি আহার্য্য-পাত্রাদি সরাইয়া ফেলিলেন। তখনও তাঁহার আহার সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু উপায় কি? মিসেস্ নিকলবি আত্মস্থ হইয়া প্রতীক্ষায় বসিলেন। এমন সময় দুই জন অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "কেমন আছেন আপনি?"

অপর ভদ্রলোকও বলিলেন, "কেমন আছেন, মহাশয়া?"

মিসেস্ নিকলবি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া মৃদু হাসিলেন। তার পর বলিলেন যে, তাঁহাদের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই।

প্রথম ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমাদের আপনি জানেন না, তাতে ক্ষতি আমাদেরই, মিসেস্ নিকলবি। কেমন পাইক, ক্ষতি আমাদের নয়?"

অপর ভদ্রলোকটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষতি, প্লক্।"

প্রথম ভদ্রলোক বলিলেন, "কেমন পাইক, আমরা প্রায়ই বলা-বলি করিনি যে, পরিচয় হয়নি ব'লে আমরা দুঃখিত?"

দ্বিতীয় জন বলিলেন, "হামেসাই বলাবলি করেছি, প্লক্।"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "কিন্তু এখন—এখন আপনার সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আলাপ হ'ল। এর জন্যই আমরা ব্যস্ত হয়েছিলুম। কি বল পাইক, ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এত দিন ধ'রে আমরা মনমরা হয়েছিলুম কি না বল?"

পাইক বলিলেন, "তাতে আর কথা আছে, প্লক্।"

মিঃ প্লক্ চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "ম্যাডাম্, ওঁর কথা আপনি শুনছেন ত! আমার বন্ধু পাইক্—সভ্যজগতের শিষ্টাচার ভুললে চলবে না—উনি মিঃ পাইক্, আমার বন্ধু—মিসেস্ নিকল্‌বি।"

মিঃ পাইক্ আপনার বক্ষোদেশে হাত রাখিয়া অবনত-শিরে অভিবাদন করিলেন।

মিঃ প্লক্ বলিলেন, "ঐ রকম ক'রে আমি নিজের পরিচয় দেব না আমার বন্ধুকে আমার পরিচয় দিতে বলব? আমার নাম প্লক্, মিসেস্ নিকল্‌বি। আপনার কল্যাণ-চিন্তা করেই, আমি আপনার বন্ধুজন ব'লে পরিচয় দাবী জানাব, না সার মলবেরী হকের বন্ধু বলেই আমাকে পরিচিত করব, সে বিবেচনার ভার আপনার উপরেই রৈল, মিসেস্ নিকল্‌বি।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বিনয় সহকারে বলিলেন, "সার মলবেরী হকের বন্ধুদের আমার কাছে পরিচয় দেবার প্রয়োজন করে না।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মিঃ প্লক্ তাহাতে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "আপনার কথা শুনে ভারী আনন্দ ও তৃপ্তি পেলাম। আমার বন্ধু সার মলবেরীকে আপনি এমন শ্রদ্ধা করেন জেনে ভারী উৎসাহ অনুভব করছি। আপনার কাণে কাণে একটা কথা বলি। সার মলবেরী যখন এ কথা শুনবেন, তিনি ভারী সুখী হবেন। সত্য বলছি, মিসেস্ নিকল্‌বি, তিনি ভারী আনন্দ পাবেন। পাইক, বল।"

মিসেস্ নিকল্‌বি আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, "তাঁর সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা সার মলবেরীর মত ভদ্রলোকের পক্ষে তুচ্ছ।"

মিঃ প্লক্ বলিলেন, "বলেন কি! তুচ্ছ! আচ্ছা বল ত, পাইক, মিসেস্ নিকল্‌বির এ রকম ধারণার ফল সার মলবেরীর উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করবে, বল ত?"

মিঃ পাইক বলিলেন, "ও, তিনি অভিভূত হয়ে পড়বেন।"

মিঃ প্লক্ বলিলেন, "ওঁর সুন্দরী, মধুরস্বভাবা মেয়ে সার মলবেরীর মনে কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছেন, মিসেস্ নিকল্‌বি সে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকতে পারেন না।

মিঃ পাইক বলিলেন, "প্লক, সাবধান!"

ঈষৎ হাসিয়া মিঃ প্লক্ মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "পাইকের কথাই ঠিক। এ কথা বলা নিষেধ ছিল পাইক্ ঠিক বলেছে। ধন্যবাদ পাইক।"

মিসেস্ নিকলবি মনে মনে ভাবিলেন, "তাই ত! এমন ভদ্রতা আমি কখনও দেখিনি।"

মিঃ প্লক যেন কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে মিসেস্ নিকল্‌বিকে অনুরোধ জানাইলেন, হঠাৎ যে কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তিনি যেন ক্ষুণ্ণ না হন। বাস্তবিক কথাটা প্রকাশ করা বুদ্ধিহীনতারই পরিচায়ক। তবে তাঁহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার অনুকূলে এইটুকু যুক্তি আছে যে, মিসেস্ নিকলবি, বুঝিয়া দেখিবেন, ভাল উদ্দেশ্যেই তিনি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

মিঃ প্লক বলিলেন, "কিন্তু আমি যখন দেখি, এক দিকে এমন মাধুর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য, অপর দিকে প্রচণ্ড অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবৃদ্ধি—পাইক্, আমায় ক্ষমা করো ভাই, কথাটার আমি পুনরালোচনা করতে চাইছি না। যাক্, ও কথা এখন থাক্, পাইক।"

পাইক বলিলেন, "আমরা সার মলবেরী এবং লর্ড ফ্রেডারিকের কাছে অঙ্গীকার ক'রে এসেছি যে, কাল রাত্রিতে আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে কি না, জেনে তাঁদের বলব।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "একটুও না। তাঁরা যে আমার খবর জানতে চেয়েছেন, এ জন্য আমি সম্মানিত হলুম। অবশ্য ঠাণ্ডা লাগবারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য্য—লাগেনি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমার ঠাণ্ডা লেগেছিল। তখন ভাবিনি, আমি সে ধাক্কা সামলে উঠতে পারব। বড়দিনের উৎসবের সময় ঠাণ্ডায় পীড়িত হয়েছিলাম, এপ্রিল মাসে ভাল হই। তার পর সেপ্টেম্বর মাস এলেই ঠাণ্ডা লাগে। ভারী আশ্চর্য্য যে, আপনারাও আমার ঠাণ্ডা লাগার ভয় এই সময়েই করেছেন।"

মিঃ পাইক্ বলিলেন, "তাই ত, ভারি কষ্ট পেয়েছিলেন দেখছি।"

মিঃ প্লক বলিলেন, "ভারী খারাপ।"

মিঃ পাইক কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "তবে মিসেস্ নিকলবি যে সেরে উঠেছেন, এটাই পরমানন্দের কথা। কেমন, নয় কি, প্লক?"

"ঠিক, ঠিক। বর্ণনা শুনে স্তব্ধ হ'তে হয়—ভারী কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার।"

মিঃ পাইক্ সহসা কিসের কথা মনে করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাল কথা, আমরা যে জন্য এসেছি, সে কথাটাই ত এখনও বলা হলো না। মিসেস্ নিকলবি, আমরা একটা দৌত্য নিয়ে এসেছি।"

মিসেস্ নিকলবির মনে হইল, বোধ হয়, বিবাহের প্রস্তাব লইয়াই ইঁহারা আসিয়াছেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দৌত্য?"

পাইক বলিলেন, "হাঁ, সার মলবেরীর কাছ থেকে। এখানে আপনি ভারী নিরানন্দে আছেন বোধ হয়?"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সে কথা মিথ্যে নয়।"

মিঃ প্লক বলিলেন, "সার মলবেরী হক্ সহস্র আবেদন জানিয়ে ব'লে দিয়েছেন যে, আজ রাত্রিতে থিয়েটারে আপনি যাবেন—বক্স্ ঠিক করা আছে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "কিন্তু আমি থিয়েটার দেখি না।"

"মিঃ প্লক বলিলেন, "প্রিয় মিসেস্ নিকলবি, সেই জন্যই ত, সার মলবেরী আপনাকে আজ থিয়েটার দেখাতে চান। পাইক, মিসেস্ নিকলবিকে অনুরোধ কর।"

পাইক্ বলিলেন, "আপনি থিয়েটারে চলুন।"

প্লক বলিলেন, "আপনাকে যেতেই হবে।"

ইতস্ততঃ করিয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আপনাদের অসীম অনুগ্রহ। কিন্তু—"

"না, মিসেস্ নিকলবি, কিন্তু এখানে চল্‌বে না। আপনার ভাসুরও থিয়েটারে যাবেন। লর্ড ফ্রেডারিক, সার মলবেরী, পাইক্, সবাই থাকবেন। আপনার যেতে হবে। ৭টা বাজবার ২০ মিনিট আগে—সার মলবেরী এখানে গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। মিসেস্ নিকল্‌বি, সকলকে আপনি নিরাশ করবেন না।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আপনারা যে রকম ক'রে বল্‌ছেন, আমি যে কি জবাব দেব, ভেবে পাচ্ছি না।"

"কিছুই বল্‌তে হবে না। একটা কথাও নয়, প্রিয় ম্যাডাম। আমি একটা কথা ফাঁক ক'রে দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না। বুঝেছেন?"

পাইক তখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াইয়াছেন। প্লক কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন, "আপনার মেয়ে সার মলবেরীকে জয় ক'রে ফেলেছেন। তিনি আপনার মেয়ের ক্রীতদাস বনে গেছেন। হুম্।"

এমন সময় মিঃ পাইক্ তাক হইতে একখানা ছবি টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? এ কি দেখ্‌ছি?"

মিঃ প্লক বলিলেন, "কি? ব্যাপার কি? কি দেখলে?"

মিঃ পাইক অভিনয়ভঙ্গী সহকারে বলিলেন, "সেই মুখ, সেই চেহারা, সেই ভাব! ছবিতে ভাল ওঠেনি, তবু ঠিক সেই মুখ, সেই সব।"

উৎসাহভরে মিঃ প্লক বলিয়া উঠিলেন, "এত দূর থেকেও আমি দেখতে পাচ্ছি। ম্যাডাম, এ ছবিতে চমৎকার সাদৃশ্য—"

সগর্ব্বে মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "ওটা আমার মেয়ের ছবি। দু'দিন আগে মিস্ লা ক্রিভি এটা দেখবার জন্য দিয়ে গেছেন।"

মিঃ পাইক যখন জানিতে পারিলেন, উহা কেটেরই প্রতিমূর্ত্তি, তখন তিনি শতবার সেই ছবি চুম্বন করিয়া তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরিচয় দিতে লাগিলেন। মিঃ প্লক ও মিসেস্ নিকলবির করপল্লব নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন যে, এমন কন্যার মা বলিয়া তিনি ভাগ্যবতী! মিসেস নিকলবির নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। সুচতুর অভিনেতাদিগের কবলে পড়িয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রশংসাকীর্ত্তন স্পষ্ট এইভাবে সমাপ্ত হইলে মিসেস্ নিক্‌লবি আগন্তুকগণের পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আগে তাঁহার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া মিসেস্ নিকলবি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তার পর পান-ভোজনে নবাগত যুবকদিগকে আপ্যায়িত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

পানভোজনের পর বন্ধু-যুগল, মিসেস নিক্‌লবিকে স্মরণ রাইয়া দিলেন যে, ৭টা বাজিতে ২০ মিনিটের সময় গাড়ী হাকে থিয়েটারে লইয়া যাইবার জন্য আসিবে তার পর : পাইক বলিলেন, "আবার সেই সুন্দর মুখখানা দেখি। ই যে! অবিচলিত, অপরিবর্ত্তনীয়! প্লক! প্লক!"

মিঃ প্লক্ আর কোন কথা না বলিয়া মিসেস্ নিক্‌লবির রচুম্বন করিলেন। মিঃ পাইকও বন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ রিলেন। তার পর উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া লেন।

মিসেস্ নিক্‌লবির ধারণা ছিল যে, তিনি দূরদর্শিনী— াকের মনের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারেন। আজ নি নিজের দূরদর্শিনী বুদ্ধির বিশেষ তারিফ মনে মনে রিলেন। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। সার লবেরী ও কেটকে তিনি একসঙ্গে কোন দিন দেখেন নাই, মন কি, সার মলবেরীর নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই, তথাপি থম দিনেই কি তিনি আপন অবস্থাটি উপলব্ধি করেন ই? এখন আর সন্দেহ নাই। জয়লাভ সুনিশ্চিত। ার মলবেরী তাঁহার কন্যার প্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন, এ বিষয়ে ন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই।" "না, এই মিঃ প্লককে ত্যি আমি ভালবেসে ফেলেছি। লোকটি বেশ!" আপন মনে মসেস্ নিক্‌লবি এই কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব রিলেন।

তবে একটা বিষয়ে বড়ই অস্বচ্ছন্দতা তিনি অনুভব রিতে লাগিলেন। এ ব্যাপারটি কাহার কাছে তিনি শ্বাস করিয়া বলিবেন? এক একবার মনে হইল, তিনি মস্ লা ক্রিভির কাছে গিয়া কথাটা প্রকাশ করেন। তিনি াবিলেন, "মিস্ লা ক্রিভি লোক খুব ভাল। তবে সার লবেরী যে শ্রেণীর ভদ্রলোক, এই মহিলা তার অনেক নম্নস্তরের। যদি সার মলবেরী মনে কিছু করেন! না, াকে সঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না।"

মিসেস্ নিক্‌লবি কথাটা মিস্ লা ক্রিভির কাছে প্রকাশ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী হাজির হইল। ভাড়াটে গাড়ী নহে— াড়ীর ভাল গাড়ী। মিসেস্ নিক্‌লবি সগর্ব্বে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

রঙ্গালয়ের দ্বারে মেশার্স পাইক ও প্লক্ অভ্যর্থনার জন্য াড়াইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট বক্সেও তাঁহারা মিসেস্ নিক্‌লবিকে াইয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় পথে একটি তঠনধারী বৃদ্ধ পড়িয়াছিল, মিস্ পাইক তাহাকে এমন ধমক দিলেন যে, সে বেচারা পলাইয়া বাঁচিল।

বক্সের আসনে বসিবার অব্যবহিত পরেই সার মলবেরী ও লর্ড ভেরিসফট তথায় হাজির হইলেন। তাঁহাদের বেশ-ভূষার পারিপাট্য অসাধারণ। অবস্থা দেখিয়া বুঝা গেল, উভয়েরই বিশেষভাবে পা টলিতেছে। মিসেস্ নিক্‌লবি ভাবিলেন, এইমাত্র বোধ হয় তাঁহারা ভোজ সারিয়া আসিয়াছেন।

মিসেস্ নিক্‌লবির পশ্চাতের আসন দখল করিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "আপনার সুন্দরী কন্যার স্বাস্থ্য পান আমরা করছিলাম, মিসেস্ নিক্‌লবি।"

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "ঠিক তাই—সুরা পান করা হয়েছে!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভারী দয়া আপনার, সার মলবেরী!"

সার মলবেরী হক্ বলিলেন, "না, না, দয়া আপনার। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যে এসেছেন, এতেই আমি পরম অনুগৃহীত হয়েছি।"

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "সার মলবেরী, আপনি যে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, এজন্য আমিই অনুগৃহীত।"

সার মলবেরী বলিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, আমার সম্বন্ধে আপনার ভাল ধারণা সৃষ্টি করবার জন্য আমার এত আগ্রহ যে, ভাষায় আমি তা ব'লে প্রকাশ করতে পারছি না আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ ভালভাবে যাতে গ'ড়ে ওঠে, এটাই আমার অভিপ্রেত। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমি স্বার্থের দিক দিয়েই এটা করেছি। এতে আমার প্রচুর স্বার্থ আছে।"

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "আপনি কখনও স্বার্থপর হ'তে পারেন না। আপনার মুখ-চোখেই প্রকাশ— আপনি সদাশয় ব্যক্তি।"

সার মলবেরী হক্ বলিলেন, "আপনার আশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণশক্তি ত!"

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "আমি দূরের জিনিষ দেখতে পাই না, সার মলবেরী।" কথাটা তিনি এমন ভাবে বলিলেন, যেন দূরদৃষ্টি তাঁহার বিশেষভাবেই আছে।

ব্যারনেট বলিলেন, "আপনাকে আমার ভয় হয়। সত্য বলছি।" তার পর বন্ধুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "মিসেস্ নিক্‌লবিকে দেখে আমার শঙ্কা হয়। ওঁর এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।"

মেশার্স পাইক ও প্লক এমন রহস্যপূর্ণভাবে মাথা নাড়িলেন যে, তাহাতে প্রকাশ পাইল যে, তাঁহারাও উহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছেন।

মিসেস্ নিক্‌লবি বলিলেন, "কিন্তু আমার ভাসুর কোথায়, সার মলবেরী। তিনি এখানে না এলে আমার থাকা হবে না। তিনি আসছেন বোধ হয়?"

সার মলবেরী চেয়ারে হেলান দিয়া দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন। তার পর বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত, রালফ নিক্‌লবি কোথায়?"

মিঃ প্লক্ একটা দ্ব্যর্থসূচক উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পাশের কামরায় এক দল দর্শক প্রবেশ করিলেন। সে দিকে চারি জন ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট

হইল। তাঁহারা পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। পাশের কামরায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কথা বলিতে আরম্ভ করায় সার মলবেরী সহসা মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন এবং সকলকে বলিলেন, কেহ যেন একটি শব্দও না করেন।

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিয়া উঠিলেন, "কেন চুপ ক'রে থাক্‌ব? কি হয়েছে?"

সার মলবেরী তাঁহার বাহুমূলে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "চুপ! লর্ড ফ্রেডারিক, তুমি গলার স্বর চিন্‌তে পারছ?"

লর্ড বলিলেন, "নিশ্চয়। এ কণ্ঠস্বর মিস্ নিকল্‌বির।"

যবনিকার পাশ দিয়া মাথা গলাইয়া কেট্-জননী বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান্! এ যে আমার কেট্।"

"মা, তুমি এখানে? এও কি সম্ভব?"

"হ্যাঁ বাছা, আমি।"

কেট্ চাহিয়া দেখিল, কাহার সহিত তাহার মা আসিয়াছেন—সে ব্যক্তি তখন নিজের হাতে চুমা খাইতেছিলেন, তখন সে একটু পিছাইয়া গিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে ও কারা?"

মিসেস্ উইটিটারলির দিকে নত হইয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে কে বল ত? ঐ মিঃ পাইক, উনি মিঃ প্লক্, তার পর, উনি সার মলবেরী হক্, আর লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফট!"

কেট্ ভাবিল, "হা ভগবান! এ রকম দলে মা কি ক'রে মিশলেন!"

সহসা তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীর সমস্ত ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার এইরূপ ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া মিসেস্ নিকল্‌বি ভাবিলেন, ভীষণ প্রেমের জন্যই এমন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। মনে মনে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করিলেও, কন্যার জন্য তাঁহার অল্প উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইল না! তিনি স্পন্দিতবক্ষে পর্দ্দা ঠেলিয়া পাশের কামরায় প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ উইটিটারলি অভিজাত সম্প্রদায়ের ভক্ত। লর্ড ও ব্যারনেট্‌দিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য তিনিও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিতে পারিবেন যে, লর্ড এবং ব্যারনেটও তাঁহার গৃহে বেড়াইতে আসেন। তখনই তিনি স্বামীকে ইঙ্গিত করিলেন যে, দরজা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া পাশের কামরার ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করা হউক। অর্দ্ধমিনিটের মধ্যে পাশের কামরায় সকলে একে একে মাথা গলাইলেন।

কন্যাকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া মাতা বলিলেন, "প্রাণাধিকা কেট্, মা আমার, খানিক আগে তোমাকে ভারী অসুস্থ দেখাচ্ছিল। সত্যি তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছ।"

চারিদিকে কম্পিতবক্ষে একবার চাহিয়া দেখিয়া কেট্ বলিল, "ওটা তোমার মনগড়া জিনিষ, মা। চারিদিকের আলোতে বোধ হয় অমন হয়ে থাক্‌বে।" সে দেখিল, মার কাণে কাণে সতর্কবাণী উচ্চারণ করাও সম্ভবপর নহে।

"তুমি সার মলবেরী হক্‌কে দেখ্‌তে পাচ্ছ না, মা?"

ঈষৎ নত হইয়া কেট তাহার ওষ্ঠ দংশন করিল। তার পর রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

কিন্তু সার মলবেরী হক্ সহজে হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বাহু বাড়াইয়া অগ্রসর হইলেন। মিসেস্ নিকল্‌বি সে কথা কেটকে জানাইলেন। বাধ্য হইয়া কেট তাহার হাত বাড়াইয়া দিল। সার মলবেরী কেটের পেলব করপল্লব নিজের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অজস্রভাবে প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে কেটের মনে হইল যে, পূর্ব্বে এই অভদ্র ইতরের নিকট সে যেরূপ অপমানিত হইয়াছিল, প্রশংসাকীর্ত্তনে যেন তাহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। তার পর একে একে বাকি ভদ্রলোকগণের সহিত পরিচয়ের পালা তাহাকে বাধ্য হইয়া শেষ করিতে হইল। অবশেষে মিসেস্ উইটিটারলির অনুরোধে ঐ চারি জন ঘৃণিত ব্যক্তির সহিত কেট তাহার মনিব-পত্নীর পরিচয় করাইয়া দিল। উহাদের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ তাহার মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল।

উইটিটারলি-দম্পতি ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য হইয়া গেলেন। কবি সেক্‌স্‌পীয়রের জন্মভূমি দর্শনের গল্প উঠিল। তাঁহার নাটকের কথা আলোচিত হইল। এইরূপে খানিক সময় কাটিয়া গেল। পাইক্ ও প্লক্ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকের ব্যাপারটার কথাই ভাবিতেছিলেন। আলোচনা থামিতেই তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, অভিনয় আরম্ভ হইতেছে, সুতরাং আপাততঃ এক জায়গায় গোলমাল না করিয়া দুইটি কামরায় দুই দল গিয়া বসিলেই ভাল হয়। এমন কৌশলে ব্যবস্থা হইল যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেটকে সার মলবেরীর সহিত পাশের কামরায় যাইতে হইল। মিঃ প্লক্ ও মিসেস্ নিকল্‌বিও সেই সঙ্গে আসিলেন। লর্ড ফ্রেডারিক অপর কামরায় রহিয়া গেলেন। মিঃ প্লক্ মিসেস্ নিকল্‌বিকে কথায় ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিসেস্ নিকল্‌বিও মনে করিলেন যে, কন্যার দিকে এ সময়টা অধিক মনোযোগ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। ওদিকে মিঃ পাইক্ লর্ড ফ্রেডারিককে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য পাশের কামরায় রহিয়া গেলেন।

অবশেষে অভিনয় সমাপ্ত হইল। কিন্তু কেটকে নামাইয়া লইবার জন্য সার মলবেরী তখনও বদ্ধপরিকর। পাইক ও প্লক্ এমন ভাবে কার্য্য-ব্যবস্থা করিলেন যে, কেট ও সার মলবেরী সকলের শেষে রহিয়া গেলেন।

কেট তাড়াতাড়ি চলিতেছিল দেখিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "তাড়াতাড়ি করবেন না।"

কেট হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত অগ্রে চলিতে চাহিল।

সার মলবেরী তাহাকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাঁড়ান।"

সক্রোধে কেট বলিল, "মশাই, আমাকে আটকে রাখবেন বলছি।"

সার মলবেরী বলিলেন, "কেন করব না? এ রকম স্তোষের অভিনয় কেন আপনি করছেন?"

ক্রোধে আরক্ত হইয়া কেট বলিল, "অভিনয়! আমার ? এমনভাবে কথা বলবার সাহস আপনার হয়? আমার মনে আস্তে আপনার লজ্জা হয় না?"

ভাল করিয়া কেটের মুখ দেখিবার অভিপ্রায়ে মাথা করিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "রাগলে আপনাকে বড় দর দেখায়, মিস্ নিকলবি।"

কেট বলিল, "আমি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা রি, মশাই। আমার বিরক্তি ও ঘৃণাতেও আপনার কর্ষণ! এখুনি পথ ছাড়ুন, আমি ওদের কাছে যাই। তক্ষণ যে কারণে হোক্ না, আমি চুপ ক'রে ছিলুম। র পর আর আমি কিন্তু কোন বাধা মানব না। ক মুহূর্ত্ত যদি দেরী করেন, তার ফল আপনি টের াবেন।"

সার মলবেরী হাসিলেন, তখনও তাহার মুখের দিকে াহিতে চাহিতে হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু হাত ছাড়িয়া লেন না।

উত্তেজিতভাবে কেট বলিল, "আমাকে অসহায়া নারী পয়ে আপনি যদি এই রকম অভদ্র, কাপুরুষের মত আচরণ রতে থাকেন, আমি ব'লে রাখ্ছি, আমার দাদা আছেন। তনি জান্তে পারলে ভীষণ ক্ষেপে যাবেন।"

সার মলবেরী সহসা কেটের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া লিয়া উঠিলেন, "রাগ হ'লে কি চমৎকারই দেখায়! এ বস্থায় আমি মোহিত হয়ে যাই!"

কেট কেমন করিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তাহার াহা স্মরণ নাই। বন্ধুরা সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। াহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সে সোজা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তার পর অন্ধকার কোণে সরিয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মেসার্স পাইক ও প্লক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এমন হৈচৈ আরম্ভ করিয়া দিলেন, পার্শ্বস্থ লোক-জনের সঙ্গে এমন অনাবশ্যক কলহ বাধাইলেন যে, সেই দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভীতা মিসেস্ নিকলবিকে তাঁহারা গাড়ীতে চড়াইয়া দিলেন। তাঁহার গাড়ী চলিয়া গেলে, মিসেস্ উইটিটারলির দৃষ্টিও কেটের উপর হইতে অন্যত্র তাঁহারা আকৃষ্ট করিয়া দিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে চারি বন্ধু নিজেদের গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীর মধ্যে হাসির গর্‌রা উঠিল।

সার মলবেরী বলিলেন, "কেমন বন্ধু, দেখ্‌লে ত, আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাম হাঁসিল ক'রে ফেলেছি।"

লর্ড বলিলেন, "তা ত দেখ্‌ছি, তবে সমস্ত সন্ধ্যেটা বুড়ীর সঙ্গেই আমার কাটল।"

সার মলবেরী বলিলেন, "কিন্তু তুমি কি অকৃতজ্ঞ। এ সবই তোমার জন্য করা হয়েছে। বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচয় না হলে, সে বাড়ীতে কি তোমার প্রথম দর্শনেই নেমন্তন্ন হ'ত? এখন আলাপ হ'ল, সেখানে যখন খুসী, যতবার খুসী যেতে পারবে, যা খুসী তাই করতে পারবে। ও মেয়েটার জন্য আমার কোন লোভ নেই, শুধু তোমার জন্যই করা। তার কাণে আমি খালি তোমার প্রশংসাগানই করছি তুমি আমাকে কি ভাব বল দেখি? যার তার জন্য আমি এ সব কাজ কখনও করি? এত যে করলাম, তার জন্য একটু ধন্যবাদও দিলে না!"

বন্ধুর করগ্রহণ করিয়া নির্ব্বোধ যুবক বলিলেন, "তুমি বড় ভাল লোক। সত্যি, হক্, তোমার মত বন্ধু আমার নেই।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তা হ'লে আমি ঠিক কাজ করেছি?"

"খুব ঠিক।"

"বেশ, তা হ'লেই আমি খুসী। এখন চল, সেই জার্ম্মাণ ব্যারনের ও ফরাসী ভদ্রলোক যারা কাল তোমার টাকা লুটে নিয়েছে, আজ তাদের প্রতিশোধ দেব চল।"

মেসার্স পাইক ও প্লক এতক্ষণ মুখে রুমাল চাপা দিয়া হাস্যরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন। সার মলবেরী তাঁহাদের দিকে অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লর্ড ভেরিসফটকে লইয়া ক্লাবগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। মোসাহেব-যুগল তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

২৮

পরদিবস প্রভাতে সার মলবেরী হক্ কেট্ নিক্‌লবির কথাই ভাবিতেছিলেন। কেট্ সত্যই সুন্দরী। তাহাকে জয় করা তাঁহার মত ধড়িবাজ বদমাইসের পক্ষে অসম্ভব নহে। নারী-জয়ের বহু অভিজ্ঞতা তাঁহার আছে। ইহাকে জয় করিতে পারিলে, তিনি যে জগতে বিচরণ করেন, তাহার অধিবাসীরা তাঁহার কৃতিত্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। সে জগতে ব্যভিচারী লম্পটদিগেরই রাজত্ব।

মিসেস্ নিক্‌লবি তাঁহার কল্পনা অনুযায়ী ভাবিয়া লইয়াছিলেন, সার মলবেরী তাঁহার কন্যার রূপে মুগ্ধ। সুতরাং কেটের সহিত সার মলবেরীর বিবাহ হইলে তিনি পরম আপ্যায়িত হইবেন। তদনুসারে সার মলবেরীর গুণগ্রামের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া দিয়া, মিসেস্ নিক্‌লবি কন্যাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। এরূপ ব্যক্তিকে জামাতা করিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিতা; তবে

কুমারীর পক্ষে যেরূপ সংযম রক্ষার প্রয়োজন, তাহা চালাইতে হইবে। ইহাতে প্রেমিকের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। কাল রাত্রিতে কেট সে পরিচয় দিয়াছে দেখিয়া তিনি খুব খুসী।

কেট্ মাতার চারি পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ পত্র পাইয়া ক্ষোভে রোষে কাঁদিতে লাগিল কিন্তু কাঁদিয়া অপ্রফুল্ল হইয়া থাকিলে চলিবে না। সে যাহার সঙ্গিনী, তাঁহার কাছে প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়া তাহাকে থাকিতেই হইবে কাজেই সে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিল।

মিঃ উইটিটারলি গত রজনীতে এক জন লর্ডের সহিত করকম্পন করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই লর্ড তাঁহার গৃহে আসিতে চাহিয়াছেন, ইহা কি অল্প সৌভাগ্যের কথা!

কেট্ অপরাহ্ণ ৪টার সময় মিসেস্ উইটিটারলিকে বই পড়িয়া শুনাইতেছিল উত্তেজনাহীন এই উপন্যাসখানি মিসেস্ উইটিটারলির বড়ই ভাল লাগিতেছিল। খানিক পড়িবার পর তিনি কেট্‌কে বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক কিন্তু তোমার মুখ আজ এমন বিবর্ণ কেন?"

কেট্ বলিল, "কাল রাত্রে যে গোলমাল হয়েছিল, তাতেই ভয় পেয়েছিলাম"

চশমার ভিতর দিয়া কেট্‌কে লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "তোমার সঙ্গে লর্ড ফ্রেডারিক এবং ঐ সব ভদ্র-লোকের পরিচয় হ'ল কোথায়?"

কেটের মুখ এই প্রশ্নে আরক্ত হইয়া উঠিল সার মলবেরীর নাম মনে হইলেই বিরক্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিত সে বলিল, "জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে দেখা হয়েছিল।"

"তোমার সঙ্গে কি অনেক দিনের পরিচয়?"

"না, বেশী দিনের নয়।"

মিসেস্ উইটিটারলি বলিলেন, "তাঁরা এখানে আসবেন বলেছেন। আমিও তাতে সায় দিয়েছি।"

কেট্ জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা আজ আস্‌বেন না কি?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সদর দরজায় একখানি গাড়ী থামিল। সার মলবেরী ও লর্ড ফ্রেডারিক গাড়ী হইতে নামিলেন।

কেট্ উহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি গৃহত্যাগের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ওঁরা যে এসেই পড়েছেন!"

তাঁহার বিনা অনুমোদনে সঙ্গিনী কক্ষত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া মিস্ উইটিটারলি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখন যেও না!"

কেট্ বলিল, "আপনার দয়া অসীম, কিন্তু—"

গৃহকর্ত্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই বলছি, এমন করে আমায় উত্তেজিত করো না—আমায় বকিও না। মিস্ নিকলবি, আমি অনুরোধ—"

প্রতিবাদ করিবার আর সময় ছিল না। সে যে অসুস্থ, এ কথাটা বুঝাইয়া বলিবার পূর্ব্বেই সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। পরিচারক ব্যস্তভাবে আসিয়া জানাইল, লর্ড ফ্রেডারিক, সার মলবেরী, মিঃ প্লক ও মিঃ পাইক হাজির।

সার মলবেরী নিম্ন স্বরে, অথচ মিসেস্ উইটিটারলি শুনিতে পান, এমন কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মিস্ নিকলবি, কেমন আছেন আপনি?"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "কাল রাত্রের গণ্ডগোলে ওঁর শরীর ও মন খারাপ হয়েছে বল্‌ছিলেন। এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। আমারও শরীর মন খারাপ হয়েছে।"

সার মলবেরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনাকে ত—"

মুরুব্বীর কথা লুফিয়া লইয়া মিঃ পাইক বলিলেন, "সবচেয়ে ভাল দেখাচ্ছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সার মলবেরী তোষামুদে, কেমন নয় কি, লর্ড মহোদয়?"

লর্ড মহোদয় তখন কেটের দিকে চাহিয়া স্বর্ণশীর্ষ ভ্রমণ-যষ্টি লেহন করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, "ভারী!"

সার মলবেরী বলিলেন, "মিস্ নিকলবির‌ও চেহারা খারাপ দেখাচ্ছে না। উনি বরাবরই সুন্দরী, ম্যাডাম। তবে দেখ্‌ছি, আপনার সুচেহারার প্রভাব ওঁতেও অর্শেছে।"

গৃহিণী স্বীকার করিলেন, কেট সত্যই সুন্দরী তিনি বলিয়া ফেলিলেন, সার মলবেরীকে তিনি যেমন ভাবিয়া-ছিলেন, তিনি তদপেক্ষা স্পৃহণীয় ব্যক্তি।

মিস্ নিকলবির প্রশংসা-কীর্ত্তনের ফল কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সতর্ক মিঃ প্লক বলিলেন, "পাইক!"

পাইক বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাই প্লক!"

রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে মিঃ প্লক বলিলেন, "আচ্ছা, মিসেস্ উইটিটারলিকে দেখে তোমার কার কথা মনে পড়ে বল ত?"

পাইক বলিলেন, "কাকে মনে পড়ে? হ্যাঁ, পড়ছেই ত।"

"কাকে বল ত? 'কি'র 'ডি'কে নয় কি?"

পাইক বলিলেন, "'বি'র 'সি'কে। কাউণ্টেসই সুন্দরী বোন্, ডচেস্ নন।"

প্লক বলিলেন, "ঠিক বলেছ। আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কিন্তু!"

মিঃ পাইক বলিলেন, "সত্যই তাই। ভারী বিস্ময়জনক।"

কি চমৎকার অবস্থা! দুই জন বহুদর্শী অভিজ্ঞ ভদ্রলোক বলিতেছেন, কোন কাউণ্টেসের সহিত মিসেস্ উইটিটারলির চেহারার আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য! উঁচুদরের লোকের সঙ্গে মিশিতে পারার ইহাই পুরস্কার। বিশ বৎসর ধরিয়া কত লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা চলিতেছে,

কেহ ত এমন কথা একবারও বলে নাই! কেমন বলিবে? কাউন্টেসের সহিত মিশিয়াছে কি তাহারা? ই জন পাকা খেলোয়াড় বুঝিলেন, মাছ টোপ াছে। সুতরাং তাঁহারা আরও টোপ ফেলিতে লেন। সার মলবেরী হকের, মিস্ নিকলবির সহিত পের আরও সুযোগ ঘটিয়া গেল। বাধ্য হইয়া কেট র প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল। এদিকে লর্ড ফ্রেডারি-ভাগ্যে শুধু স্বর্ণমণ্ডিতশীর্ষ যষ্টির লেহন ব্যতীত আর ই ঘটিল না। উহাতেই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত হইতে, কিন্তু ইতিমধ্যে মিঃ উইটিটারলি বাড়ী আসিলেন।

তিনি আনন্দে গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "আজ কি সৌভাগ্য, আনন্দ, আপনারা এসেছেন! লর্ড মহোদয় বসুন না! আজ আমি বড় ভাগ্যবান্!"

গৃহিণী কিন্তু এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশের পক্ষপাতিনী ন, তাহা স্বামী জানিতেন। কোন লর্ড বা ব্যারনেট হে একবারও তাঁহাদের গৃহে আসেন, এই কথাটা াইবার গৃহিণী পক্ষপাতিনী। ইহা নিত্য ব্যাপার, কস্মিক ঘটনা নহে, মিসেস্ উইটিটারলি ইহাই জানাইতে হন। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে স্বামী সে অভিনয় য়া গিয়াছিলেন।

অবশেষে সার মলবেরী ইঙ্গিত করিলেন, প্রয়োজনা-রিক্ত কাল তাঁহারা রহিয়াছেন। তখন সভা ভঙ্গ হইল। স্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত ক্রমে দৃঢ়বন্ধনে পরিণত ল, এইরূপ আলাপের পর আগন্তুকগণ বিদায় লইলেন।

ক্রমে প্রায়ই তাঁহারা আসিতে লাগিলেন। পান-াজনাদির আয়োজনও হইতে লাগিল। বাধ্য হইয়া টকে এই দলে মিশিতে হইত। সার মলবেরী হক্ মাগত তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। দুই জন চকর্ম্মীর চেষ্টায় মিস্ নিকলবির গর্ব্বও অনেকটা হ্রাস াইয়া আসিয়াছিল কেট ইহাতে অতিষ্ঠ লইয়া উঠিল। দ নিজের শয়নঘরে ফিরিয়া কাঁদিত—সে যে একান্ত সহায়।

একপক্ষকাল এইভাবে চলিল! লর্ড ফ্রেডারিক এবং ার মলবেরী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক হইলেও মহিলা-মাজে ভদ্রভাবে মিশিবার উপযুক্ত নহেন, ইহা অতি-নর্ব্বোধও বুঝিতে পারিত। মিসেস্ উইটিটারলির সহিত ব্যবহারে তাঁহাদের স্থূল কদর্য্য রসিকতা রহস্যালাপে পরিণত হইত।

বাড়ীর গৃহিণীর সহিত যদি কদর্য্য রসিকতা চলে, তাহা হইলে তাঁহার বেতনভোগী সঙ্গিনীর সঙ্গে ব্যবহার কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা অনায়াসেই অনুমেয়। ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে, সার মলবেরী হক্, কেটের সহিত ব্যবহারে ক্রমেই উলঙ্গ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে মিসেস্ উইটিটারলির মনে ঈর্ষা জাগিল। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া মিস্ নিকলবির প্রতি আকর্ষণ, তিনি কেন সহ্য করিবেন? ইহার ফলে কেট্ যদি বৈঠকখানা হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ পাইত, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া এই ব্যভিচারী লম্পটদিগের সাহচর্য্যে তাহাকে দিন কাটাইতে হইত

সার মলবেরী হকের প্রতি গৃহিণীর ততটা মনোযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, লর্ড ফ্রেডারিকও কেটের প্রতি আকৃষ্ট—মিসেস্ উইটিটারলি উপলক্ষ মাত্র—তখন হইতে তাঁহার মন বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, কথাটা তিনি কেট্‌কে স্মরণ করাইয়া দিবেন।

এক দিন সকালে তিনি প্রসঙ্গটির উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "মিস্ নিক্‌লবি, আপনাকে একটা কথা বলব। বিষয়টা গুরুতর। বড় দুঃখের সঙ্গেই কথাটা বল্‌তে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই—বল্‌তেই হবে।"

অল্প থামিয়া তিনি বলিলেন, "মিস্ নিক্‌লবি, আপনার ব্যবহারে আমি মোটেই খুসী হতে পারিনি। আপনি যে ভাবে চল্‌ছেন, সেটা ভাল নয়!"

সগর্ব্বে কেট্ বলিল, "ম্যাডাম!"

ঈষৎ তীব্রভাবে ম্যাডাম বলিলেন, "ওরকম ভাবে আমাকে উত্তেজিত করবেন না। তা হ'লে আমি এখুনি ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরদের ডাক্‌ব।"

কেট্ নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী বলিলেন, "ওরকম ক'রে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেই যে আমি বলা বন্ধ করব, তা ভাববেন না। এটা আমার বলা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম আমার দিকে ওরকম ক'রে চাইবেন না। আমি সার মলবেরী বা লর্ড ফ্রেডারিক নই মিঃ পাইক বা মিঃ প্লাকও আমি নই, মিস্ নিক্‌লবি!"

কেট্ এবার তাঁহার দিকে তেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে পারিল না। টেবলের উপর কনুই রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

মিসেস উইটিটারলি বলিলেন, "আমি যখন যুবতী ছিলাম, তখন যদি এমন ব্যাপার ঘটত, কেউ বিশ্বাস করতে পারত না।"

কেট্ বলিল, "কেউ তা করবে না। যারা সব কথা জানে না, তারা আমার কথা—কত রকমে বাধ্য হয়ে আমায় চল্‌তে হচ্ছে, তা বুঝতে না পারলে, তারাও বিশ্বাস করতে পারবে না।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "ও কথা আমায় বল্‌বার দরকার নেই—বাধ্য হবার কথা আমি শুনব না। কথার কোন জবাব শুনতে চাইনে। জবাব শোনার স্বভাব আমার নেই, তা করতেও দেব না। এটা আমায় অপমান করা। শুনছেন আমার কথা?"

কেট্ বলিল, "সবই শুনছি। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গেই শুনছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি সর্ব্বদাই মনে করতাম, আপনি ভাল মেয়ে। আপনার চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, পোষাক-পরিচ্ছদ ভাল, এজন্য সব সময়েই আমি আপনার জন্ত দরদ বোধ করতাম। এখনও করি। আপনার বুড়ো মা'র জন্ত সেটা করাও দরকার। এই সব কারণে, মিস্ নিক্‌লবি, আমি বারবার শেষবার বলছি যে, যে সব ভদ্রলোক এখানে আসেন, তাঁদের সঙ্গে ওরকমভাবে এগিয়ে গিয়ে আপনি মিশবেন না। এটা ভাল নয়। এটা অন্যায়—ভারী অন্যায়।"

উপরের দিকে চাহিয়া, করে কর বদ্ধ করিয়া কেট্ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! এটা কি ভারী নিষ্ঠুরতা নয়, অসহ্য নয়? এই রকম লোকের সাহচর্য্যে বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হচ্ছে,এর জন্য লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে পড়ে না—দিন-রাত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না? তার পর আমার উপর এমন অন্যায়, অসঙ্গত অপরাধ চাপান হচ্ছে না কি?"

মিসেস্ উইটিটারলি বলিলেন, "মিস্ নিক্‌লবি, স্মরণ রাখবেন, যখন আপনি অন্যায়, অসঙ্গত শব্দগুলো ব্যবহার করছেন, তাতে যেন আমারই উপর দোষারোপ করা হচ্ছে। অথচ তা সত্য নয়।"

সঙ্গত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া কেট্ বলিল, "আপনি অন্যের কথা শুনেই বলুন, বা নিজে মনে করেই বলুন,আমার কাছে দুই সমান। আমি বলছি, আমার উপর এ অভিযোগ যেমন ঘৃণিত, তেমনি মিথ্যা—ইচ্ছা করেই এ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। আমারই মত একজন নারী রোজ পাশে ব'সে দেখছেন যে, কি রকম ক'রে ওরা আমায় বিরক্ত করছে, অথচ তিনি তা বুঝতে পারেন না? তারা আমার দিকে যে ভাবে চেয়ে থাকে, যে সব কথা বলে, ম্যাডাম, আপনি ব'সে ব'সে তা দেখেন, শোনেন, অথচ আপনি তা বুঝতে পারেন না, এ কি সম্ভব? সত্যই কি আপনি বুঝতে পারেন নি যে, এই লম্পট, কামুক লোকগুলো কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে? তারা যে রকম অভদ্র আচরণ এখানে ক'রে আসছে, আপনি কি তা মোটেই বুঝতে পারেন নি বলবেন? নির্ব্বান্ধব অসহায়া একটা বালিকার উপর কৌশল-জাল বিস্তার ক'রে তারা তাকে নির্য্যাতিত করছে, আর আপনি নারী হয়ে তাকে কোনরকম সহানুভূতি দেখাবেন না, সাহায্য করবেন না? এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না!"

সংসার সম্বন্ধে যদি কেটের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে উত্তেজনা সত্ত্বেও, সে এমন মনোভাবের কথা বলিত না। এইরূপ কথা বলার ফল তখনই ঘটিল। গৃহিণীর ব্যবহারের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেই তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া তিনি সোফার উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

এক লম্ফে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিঃ উইটিটারলি বলিলেন, "ব্যাপার কি? এ কি! জুলিয়া, জুলিয়া, প্রাণাধিকা, চেয়ে দেখ!"

কিন্তু জুলিয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেনই না। তখন ডাক-হাঁক চলিল। ডাক্তারের বাড়ী লোক দৌড়িল।

পত্নীর এলায়িত দেহ দুই হাতে তুলিয়া লইয়া স্বামী শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিলেন। সার টম্‌লে পরীক্ষা করিয়া রোগিণীকে ঔষধ দিলেন। গৃহিণী ঔষধ পানের পর ঘুমাইয়া পড়িলেন। কেট বেশভূষা করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জ্যেঠামহাশয়ের সহিত তাহার দেখা করা অত্যাবশ্যক।

রালফ নিকলবির সে দিন ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইয়াছিল। তিনি লাভের আনন্দে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন।

আপন মনে নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সহসা তিনি দাঁড়াইলেন।

"কে ওখানে?"

"আমি" বলিয়া নগস্ উঁকি মারিল। তার পর বলিল, "আপনার ভাইঝি।"

রালফ্ বলিলেন, "কি হয়েছে তার?"

"তিনি এখানে এসেছেন।"

রালফ বলিলেন, "সে কি চায়?"

নিউম্যান বলিল, "জানিনে। জিজ্ঞাসা ক'রে আসব?"

রালফ্ বলিলেন, "না। এখানে নিয়ে এস। আচ্ছা, একটু থাম।" বলিয়া তিনি ক্যাসবাক্সটির চাবি বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন। "আচ্ছা, এবার তাকে নিয়ে এস।"

নিউম্যান যুবতীকে আহ্বান করিল। ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ার ঠিক করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল।

অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি? ব্যাপার কি?"

কেট অশ্রুপূর্ণ নেত্রযুগল তাহার জ্যেষ্ঠতাতের দিকে সম্বদ্ধ করিল। সে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোনমতে পারিতেছিল না। সে কয়েক মুহূর্ত্ত মাথা নত করিয়া রহিল। কিন্তু রালফ তাহার অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখিতে পাইলেন।

নীরবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রালফ্ ভাবিলেন, "কেন এই কান্না, তা বুঝেছি। হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছি। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? কয়েক ফোঁটা চোখের জল, এতে ওর ভাল শিক্ষাই হবে।"

আসন টানিয়া লইয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া রালফ প্রকাশ্যে বলিলেন, "কি হয়েছে?"

যেরূপ দৃঢ়তাভরে কেট তাহার দিকে চাহিল, তাহাতে ংনি বিস্মিত হইলেন।

সে বলিল, "যে ব্যাপার নিয়ে আমি এখানে এসেছি, । শুনে আপনার মুখ আরক্ত হবে, কাণ জ্বলে যাবে। তে গিয়ে আমারই তা হচ্ছে। আমার প্রতি অত্যাচার চ্ছ। আমাকে আপনার বন্ধুরা অপমান করেছে। সে মানের ক্ষত কোন দিন মিলিয়ে যাবে না।"

রূঢ়কণ্ঠে রালফ বলিলেন, "বন্ধু! আমার কোন বন্ধু বাছা!"

কট দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "যে সব লোককে এখানে দেখে-া, তারাই। তারা যদি আপনার বন্ধু না হয়, তবে কি, তা আপনি জানেন। তাদের মাঝখানে আমাকে ন এনেছিলেন, এর জন্য আপনারই বেশী লজ্জা হওয়া। এখানে আমাকে কি রকম অপমান করেছিল, ন তা জানেন। আপনার অতিথিদের উপর বিশ্বাস আমার অন্যায় হয়েছিল। তাদের প্রকৃত পরিচয় ং আপনি আমাকে তাদের কাছে এনে ফেলেছিলেন। নে শুনেই আপনি তা করেছিলেন। এটা যেমন যোচিত, তেমনি নিষ্ঠুরতার কাজ।"

ই সুস্পষ্ট সরল অভিযোগে রালফ বিস্ময়বিমূঢ় । কিন্তু তাহার দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিলেন। কেটও দিকে সমানভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার আরক্ত সমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহাকে আরও মহনীয়া তেছিল।

ই মুহূর্তে নিকোলাসকে তাঁহার মনে পড়িল। তিনি া, "সেই ছোকরার মতই তোমার ক্রোধ দেখছি।"

ট বলিল, "তা যদি হয়, সেটা ভালই। এজন্য আমি ভব করছি। আমি এখন ছেলেমানুষ। অবস্থার প'ড়ে আমি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করতে । কিন্তু আজ আমি জেগে উঠেছি। আর আমি সহ্য া। আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, আমি রাখছি, আমি আপনার ভায়ের মেয়ে—এ রকম আমি সহ্য করব না।"

ফ্ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "কি অপমান?"

রক্তমুখে কেট বলিল, "এখানে কি ঘটেছিল না। এ রকম ঘৃণিত লোকের সাহচর্য্যে যাতে আসতে না হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন। মুক্তি দিন। আমি এখন ক্রোধে অধীর হয়ে আপনি জানেন না, আমাকে কি রকম নির্য্যাতন তে হয়েছে। নারীর মন কি, তা আপনি জানেন ানবার সম্ভাবনাও আপনার নেই। আমি যখন ক বলছি, আমি বড় বিপন্ন, তখন আমাকে সাহায্য করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি, আপনি াহায্য করবেন।"

মুহূর্ত্তমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রীর দিকে চাহিবার পর, তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া মাটীর উপর চঞ্চলভাবে পা ঠুকিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠতাতের বাহুমূলে হাত রাখিয়া কেট বলিতে লাগিল, "দিনের পর দিন, আশা ক'রে এসেছি যে, আমার উপর নির্য্যাতন বন্ধ হবে। বিশেষ অসুখী হলেও আমি বাহিরে প্রফুল্ল থাকবার চেষ্টা ক'রে এসেছি। কেউ আমার উপদেষ্টা নেই, কেউ আমার রক্ষাকর্ত্তা নেই। মা ভাবছেন, এরা বড় ভদ্রলোক, ধনী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আমি কি ক'রে তাঁর ভ্রম ঘুচিয়ে দেব? তিনি সুখস্বপ্নে বিভোর আছেন, তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে ব্যথা পাই। যে ভদ্রমহিলার কাছে আমি আছি, তাঁর কাছে এ সব কথা ব'লে কোন উপকারের প্রত্যাশা নেই। আছেন শুধু আপনি, আমার একমাত্র বন্ধু। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

আসন ত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে রালফ্ বলিলেন, "কি ক'রে আমি তোমার সাহায্য করিতে পারি, বাছা?"

কেট বলিল, "আমি জানি, ওদের এক জনের উপর আপনার জোর আছে। আপনার কথা শুনে তারা কি অমানুষের কাজ থেকে নিরস্ত হবে না?"

রালফ্ সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না, অন্ততঃ এই বল্‌ছি যে, তা হবে না। আমি বল্‌তে পারব না।"

"বল্‌তে পারবেন না?"

কেটও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুই পদ পিছাইয়া দাঁড়াইয়া রালফের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিল। কথাটা তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। সে যে ভুল শুনে নাই কে বলিল?

অনুত্তেজিতভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রীর দিকে চাহিয়া রালফ্ বলিলেন, "ব্যবসায়ের সূত্রে আমরা আবদ্ধ। সুতরাং আমি তাদের চটাতে পারব না। তার পর এতে কি এমন মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে? আমাদের সকলেরই জীবনে পরীক্ষা আসে। তোমারও জীবনে এ পরীক্ষা এসেছে। কোন কোন যুবতী এমন লোককে পদানত করতে গর্ব্ব অনুভব করে।"

"গর্ব্ব?"

রালফ্ বলিলেন, "তোমাকে তা বল্‌ছি না। তুমি তাদের ঘৃণা কর, সেটা ঠিকই হচ্ছে। এতে তোমার সুবুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া গেল। গোড়া থেকেই আমি জানতাম, তুমি ঐরকম করবে। অন্য সব বিষয়ে তুমি ত বেশ ভালই আছ। এই যুবক লর্ড যদি তোমার পেছনে পেছনে ঘোরে, তোমার কাণে তার পাগলামীর কথা বলে, তাতে কি হয়েছে? এ রকম প্রকৃতি ঘৃণিত। বেশী দিন ও ভাব থাকবে না। আবার এক দিন নতুন কিছু ঘটবে, তখন তোমার মুক্তি হবে। ইতিমধ্যে—"

ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সগর্ব্বে কেট বলিল, "ইতিমধ্যে, নারীজাতির কাছে আমি হেয় হয়ে পড়ব, অন্তের খেলার পুতুল হব। যে কোন ভাল মেয়ে আমায় ঘৃণা করবে, ভদ্রলোক যাঁরা—তাঁরা আমায় দেখলে ঘৃণায় স'রে দাঁড়াবেন, নাসিকা কুঞ্চিত করবেন। না, আমাকে যদি না খেয়ে মরতে হয়, যদি কঠোর পরিশ্রম করেও খেতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি তা করব না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি যে সুপারিশ করেছিলেন, আমি তার অবমাননা করব না। নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতেই আমি থাকব। তার পর আমি কাজ ছেড়ে দেব। মনে রাখবেন, ও সব লোককে আর আমি দেখা দিব না। ওখানকার চাকরী ছেড়ে দেবার পর আমি তাদের ও আপনার কাছ থেকে আমাকে লুকিয়ে ফেলব। মাকে যেমন ক'রে পারি খেটেখুটে খাওয়াব। তাতে আমার মনে শান্তি আসবে, ভগবান্ আমায় সাহায্য করবেন।"

কথা শেষ করিয়াই কেট হস্তেঙ্গিতে বিদায় লইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। রালফ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কেট বাহিরে আসিয়াই দেখিল, নিউম্যান নগ্‌স্ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহার ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কেটকে নিঃশব্দ হইতে ইঙ্গিত করিল।

তাহার সঙ্গে আসিতে আসিতে নিউম্যান বলিল, "কেঁদো না, কেঁদো না।" কিন্তু তাহার নয়ন বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পকেট হইতে একখানা ময়লা ঝাড়ন বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নগস্ বলিল, "হ্যাঁ, তুমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছ না। ওর সামনে কাঁদনি, ভালই করেছ। ঠিক, ঠিক। হা, হা, হা! খুব ঠিক। আহা বেচারা!"

সদর দরজা খুলিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিউম্যান বলিল, "আর কেঁদ না। আমি শীঘ্র তোমার সঙ্গে দেখা করব। হা, হা, হা! আরও এক জন দেখা করবে। নিশ্চয়, নিশ্চয়! হো, হো!"

তাড়াতাড়ি চলিতে চলিতে কেট বলিল, "ভগবান্ তোমার ভাল করুন!"

দরজাটা আর একবার ফাঁক করিয়া নিউম্যান বলিল, "ভগবান্ তোমার ভালই করবেন। হা! হা! হা! হো! হো! হো!"

নিউম্যান দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

রালফ একই অবস্থায় বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বার বন্ধের শব্দে তিনি সচেতন হইয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন; তারপর ক্লান্ত হইয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন।

তিনি যেমন ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মক্কেলগণ ঠিক সেইভাবেরই কাজ করিয়াছে। তিনি এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার সুবিধা হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে এ কার্য্যের জন্য ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

দুই জন ব্যভিচারীর মূর্ত্তি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেই, মুষ্টিবদ্ধ হস্তে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এর উচিত মূল্য তোমাদের দিতে হবেই। নিশ্চয় দিতে হবে।"

বাহিরে দাঁড়াইয়া নিউম্যান নগস্ তখন শূন্যপথে মুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

২৯

পোর্টস্ মাউথে অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্য লাভ করিয়া মিঃ ক্রুমেলস্ আরও কিছুদিন এখানে থাকিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নিকোলাস অনেকগুলি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া, যাহারা কখনও থিয়েটারে আসিত না, তাহারাও আসিতেছিল। ম্যানেজার নিকোলাসের উপর এত প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তাহার জন্য সাহায্য-রজনীর ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে এক রাত্রিতেই নিকোলাস বিশ পাউণ্ড মুদ্রা পাইল

অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি টাকা পাইয়া নিকোলাস ইয়র্কশায়ার বন্ধু জন ব্রাউডিকে ঋণের টাকা পাঠাইয়া দিল। বাকি টাকার অর্দ্ধেক সে নিউম্যান নগসের কাছে পাঠাইয়া দিয়া লিখিল যে, গোপনে ঐ টাকাটা সে যেন কেটকে প্রদান করে। সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীকে সাদর স্নেহ-সম্ভাষণও জানাইল। কি উপায়ে সে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, তাহা সে পত্রে লিখিল না। শুধু নগসকে এইটুকু জানাইল যে, তাহারই প্রদত্ত নামে সে এখানে পরিচিত এবং ডাকঘরের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সে তাহা পাইবে। তবে মাতা ও সহোদরার সম্বন্ধে সকল কথা তাহাকে খুলিয়া লিখিবার জন্যও অনুরোধ করিল।

চিঠি পাঠাইবার পর রাত্রিতে স্মাইক তাহাকে বলিল, "আপনার মনটা যেন প্রফুল্ল নয়।"

প্রফুল্লতার অভিনয় করিয়া নিকোলাস বলিল, "তাই নাকি? আমার বোনের কথা ভাবছিলাম।"

"আপনার বোন্?"

"হাঁ।"

স্মাইক জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি আপনারই মত?"

হাসিতে হাসিতে নিকোলাস বলিল, "সবাই ত তাই বলে। তবে সে আমার চেয়ে অনেক সুন্দর।"

স্মাইক ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে তিনি অসাধারণ সুন্দরী বলতে হবে।"

নিকোলাস বলিল, "তোমাকে যারা জানে না, তারা তোমার কথা শুনলে বলবে, তুমি পাকা মোসাহেব।"

মাথা নাড়িয়া স্মাইক বলিল, "সে কি, তা ত আমি জানিনে। আপনার বোনকে কি আমি দেখতে পাব?"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয় শীঘ্র আমরা সবাই এক জায়গায় থাকব—যখন আমাদের টাকা হবে, স্মাইক "

স্মাইক বলিল, "আপনি আমায় এত ভালবাসেন, অথচ আপনাকে কেউ ভালবাসে না, এ বড় আশ্চর্য্য।"

নিকোলাস বলিল, "সে অনেক কথা। তুমি শুনলে বুঝতেও পারবে না। আমার এক জন শত্রু আছে—শত্রু কথার মানে বোঝ ত?"

স্মাইক বলিল, "খুব বুঝি!"

নিকোলাস বলিল, "তার জন্যই এমন হয়েছে। তিনি ধনী, তাই তোমার শত্রু স্কুইয়ারসের মত তাঁকে সহজে শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি আমার জ্যেঠা। কিন্তু ভারী সয়তান। তিনিই আমার অনিষ্ট করেছেন!"

স্মাইক আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কি নাম তাঁর? তাঁর নাম আমায় বলুন।"

"রালফ্—রালফ নিকলবি।"

স্মাইক বলিল, "রালফ নিকলবি, রালফ। এ নাম আমার মুখস্থ থাকবে।"

বিশবার সে ঐ নাম উচ্চারণ করিল। এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। মিঃ ফোলেয়ার ঘরের মধ্যে আসিল।

দীর্ঘ টুপী খুলিয়া ফোলেয়ার বলিল, "নমস্কার মশাই। আমি একটা খবর এনেছি।"

নিকোলাস বলিল, "কার কাছ থেকে? আজ আপনাকে ভারী রহস্যকর ব'লে মনে হচ্ছে।"

ফোলেয়ার বলিল, "বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। আমার পদের ঐটেই দোষ—আমার নয়, মিঃ জনসন। আমি দুই তরফেরই বন্ধু।" বলিয়া সে একখানা পত্র নিকোলাসের হাতে দিল, বলিল, "প'ড়ে দেখুন।"

নিকোলাস পড়িল, পড়িয়া বিস্মিত হইল। পত্রে লেখা ছিল:—

"মিঃ লেনভিলি মিঃ জনসনকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিয়া জানাইতেছেন যে, আগামী কল্য কোন্ সময়ে মিঃ জনসন, মিঃ লেনভিলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন, তাহা জানাইবেন। দলের সম্মুখে মিঃ জনসনের নাক ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

"মিঃ লেনভিলি এই অনুরোধ করিতেছেন যে, মিঃ জনসন যেন সময় নির্দ্দেশ করিতে বিরত না হন। কারণ, দুই তিন জন অভিজ্ঞ বন্ধু এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন বলিয়া নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সুতরাং কাহাকেও নিরাশ করা সঙ্গত হইবে না।

পোর্টস মাউথ, মঙ্গলবার রাত্রি।"

এই প্রকার ঔদ্ধত্যে নিকোলাস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে দুই তিনবার পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। তার পর ফোলেয়ারকে বলিল, "এ চিঠিতে কি লেখা আছে, আপনি জানেন?"

ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ফোলেয়ার বলিল, "জানি।"

পত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া নিকোলাস উহা মিঃ ফোলেয়ারের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "মশাই, আপনার সাহস ত কম নয়, এ পত্র আমার কাছে নিয়ে এসেছেন? আপনার মনে এ আশঙ্কা কি জাগেনি যে, পদাঘাতে আপনি নীচে নিক্ষিপ্ত হবেন?"

ফোলেয়ার নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া সভ্রমভরে বলিল, "না।"

লোকটির দীর্ঘ টুপী তুলিয়া দ্বারপথে নিক্ষেপ করিয়া নিকোলাস বলিল, "আপনার পোষাকের এই অংশটার অনুসরণ ক'রে এখুনি এখান থেকে চ'লে যান। না হ'লে দশবারো সেকেণ্ডের মধ্যে আপনাকে এমন অবস্থায় পড়তে হবে, যেটা আপনার প্রীতিপ্রদ হবে না।"

সহসা বিচলিতভাবে ফোলেয়ার বলিল, "জনসন্, শুনুন আপনি, ওরকম কিছু করবেন না। ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ নিয়ে এ রকম কৌশল দেখাবেন না।"

নিকোলাস বলিল, "এখুনি ঘর থেকে চ'লে যান। বদমাস্, আপনার সাহস ত কম নয় যে, এ রকম প্রস্তাব নিয়ে এলেন!"

গলার কম্ফর্টার খুলিয়া ফোলেয়ার বলিল, "আর না, যথেষ্ট!"

নিকোলাস তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তার মানে? আপনি চলে যান্ বলছি।"

ফোলেয়ার বলিল, "আমি তামাসা ক'রে বলছিলাম চিঠিখানা তামাসা করেই এনেছি।"

নিকোলাস বলিল, "এরকম তামাসা ভবিষ্যতে করবেন না। হলে, ব্যাপার অন্যরকম দাঁড়াবে। লেখাটা কি ঠাট্টার ছলেই হয়েছিল?"

"না, তা হয় নি। ইচ্ছে করেই লেখা হয়েছে।"

নিকোলাস সহাস্যে বলিল, "ব্যাপারটা এখন খুলে বলুন ত শুনি।"

ফোলেয়ার আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "সব বলছি, শুনুন। আপনি এখানে আসার পর থেকেই লেনভিলির সে কদর আর নেই। আগে রোজই সে প্রশংসা পেত, এখন সব প্রশংসা আপনি দখল ক'রে ফেলেছেন। সে যেন এখন কেউ নয়, বাজে লোক, এমনি অবস্থা তার হয়েছে।"

নিকোলাস বলিল, "তার মানে?"

"জনসন্, আশ্চর্য্য! কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনার প্রশংসায় সহর ভ'রে গেছে, তা বুঝতে পারছেন না! কাজেই সে বেচারা আর আসন পাচ্ছে না। তাই নিরাশ হয়ে সে আসল তরবারি নিয়ে আপনার সঙ্গে খেলা দেখিয়ে মাসখানেকের মত আপনাকে শয্যাশায়ী রাখতে চায়। আপনাকে হত্যা করতে চায় না!"

নিকোলাস বলিল, "ভারী দয়া ত!"

ফোলিয়ার বলিল, "তার অভিনয়-দক্ষতা আর প্রশংসিত হচ্ছে না ব'লে সে ক্ষেপে গেছে। অভিনয়ের সময় এক জন অভিনেতা সত্য সত্য অপর অভিনেতাকে জখম ক'রে ফেলেছে, এটা সহরের লোক জানতে পারলেই সকলে তাকে দেখতে আসবে। তা হ'লে আবার সে সপ্তাহে আট দশ সিলিং বেশী পাবে। তার পর কালে সে লণ্ডনেও অভিনয় করবার জন্ত নিমন্ত্রিত হ'তে পারে। এই সব ভেবেই লোকটা আপনাকে আহ্বান করেছে। আপনি যদি তার আহ্বান না গ্রহণ করেন, তাতেও তার মান বেড়ে যাবে—সন্ধি করলেও তাই হবে। কাজেই চালটা সে বেশ বার করেছে।"

নিকোলাস বলিল, "তাই ত দেখছি। কিন্তু ধরুন, যদি তার নাকটা আমিই কেটে দেই, তাতে তার ভাগ্য ফিরে যাবে?"

ফোলিয়ার বলিল, "না, তা হবে না। বরং বিপরীত ফলই হবে। কিন্তু সে এদিক দিয়ে ভেবে দেখেনি। আপনাকে সে ভাল মানুষ বলেই জানে। আপনি যে যুদ্ধ করতে চাইবেন, এমন আশা সে করেনি। তা যদি করতেন, তা হ'লে সে আর এগুতে চাইত না, এটা ঠিক।"

নিকোলাস বলিল, "বেশ, কাল সকালে দেখা যাবে। আর আমাদের এ আলোচনার কথা যেমন ভাবে ইচ্ছে আপনি তাকে জানাতে পারেন। নমস্কার।"

নিকোলাস ভাবিল, ফোলিয়ারও নিশ্চয় লোকটাকে উত্তেজিত করিয়াছে। যদি নিকোলাস তাহার সহিত এইভাবে ব্যবহার না করিত, তাহা হইলে সে আরও কায়দা দেখাইত। সে নিশ্চয় তাহাকে বুঝাইয়াছে, নিকোলাস ভীরু, তাই লেনভিলি আরও সাহস পাইয়াছে।

পরদিন ফোলিয়ার নিকোলাসের ভীরুতার কথা বাড়াইয়া বলিয়া থাকিবে। কারণ, নিকোলাস যথাসময়ে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, লেনভিলি গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। অভিনেতারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

এদিকে অভিনেত্রীরা সকলেই নিকোলাসের পক্ষপাতিনী। ব্যাপারটা সকলেই শুনিয়াছিল। নিকোলাস সকলকে অভিবাদন করিলে লেনভিলি বিদ্রূপভরে হাসিয়া উঠিল।

নিকোলাস তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে, তুমি এখানেই আছ।"

লেনভিলি দক্ষিণ হস্ত আন্দোলিত করিয়া বলিল, "ক্রীতদাস।"

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

লেনভিলি বলিল, "আমার ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র ঐ। আমি তোমায় ঘৃণা করি।"

এ কথা শুনিয়া নিকোলাস অপ্রত্যাশিতভাবে হাসিয়া উঠিল। মহিলারাও খুব জোরে হাসিতে লাগিলেন। ইহাতে লেনভিলি তিক্ত হাসি হাসিল।

বিয়োগান্ত ভূমিকার অভিনেতা বলিল, "ওরা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ছোকরা, তোমার রক্ষা নেই।"

মিঃ লেনভিলি তার পর দুই বাহু যুক্ত করিয়া বলিল, "ওকে দুর্গ-পরিখার জলে ফেলে দাও।"

কিন্তু তাহার এই নাটকীয় উক্তিতে নিকোলাসের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং সে বেশ কৌতুকভরে হাসিতে লাগিল। যে দুই জন ভদ্রলোক নিকোলাসের নাসিকা-কর্তন-ব্যাপার দর্শন করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এদিকে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা এমন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সত্যই যদি কথাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকে, এখনই তাহার সুযোগ। নহিলে তাঁহারা আর বৃথা অপেক্ষা করিতে পারেন না। ইহাতে উক্ত অভিনেতা উত্তেজিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের কোট সরাইয়া আস্তিন গুটাইল। তার পর নিকোলাসের দিকে সগর্ব্ব পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। নিকোলাস তাহাকে আগাইয়া আসিবার সুযোগ দিল। তার পর যেই সে কাছে আসিয়াছে, অমনই এক আঘাতে নিকোলাস তাহাকে ধরাশায়ী করিল।

বেচারা অভিনেতা মাথা তুলিবার পূর্ব্বেই মহিলা-দলের মধ্য হইতে মিসেস লেনভিলি ছুটিয়া আসিয়া মিঃ লেনভিলির উপর উবুড় হইয়া পড়িলেন—তাঁহার আর্ত্তনাদে কক্ষতল মুখরিত হইল।

মিঃ লেনভিলি উঠিয়া বসিয়া স্ত্রীর অবলুণ্ঠিত দেহ দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "রাক্ষসটাকে দেখছ? এটাও দেখছ?"

মাথা নাড়িয়া নিকোলাস বলিল, "কাল রাত্রে আমায় যে অপমানজনক পত্র লিখেছিলে, বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে সেজন্ত ক্ষমা চাও।"

লেনভিলি বলিল, "কখনো না!"

তাহার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় চাইবে। শুধু আমার খাতিরে ক্ষমা চাও। যদি আমার মৃত্যু কামনা না কর, তা'হলে এখুনি ক্ষমা চাও।"

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লেনভিলি বলিল, "এ বড় মুস্কিল দেখছি! প্রকৃতির দাবী বেশী। দুর্ব্বল স্বামী, ভাবী সন্তানের পিতা—বড় দুঃখের কথা। আমি ক্ষমা চাইছি।"

নিকোলাস বলিল, "বিনীতভাবে, অনুতপ্তভাবে?"

"হাঁ, তাই। তবে শুধু ওকে রক্ষা করবার জন্তই। কারণ, এখন সময় আসবে—"

নিকোলাস বলিল, "ভাল কথা। মিসেস্ লেনভিলির ভাল সময় আসতে পারে। তুমি যখন সন্তানের পিতা হবে তখন তোমার অঙ্গীকার পালন না করলেই চলবে, যদি সত্যি তখন তোমার সে সাহস থাকে। তবে মশাই সাবধান হয়ে চলো। অত ঈর্ষা মনে পোষণ করো না। তোমার প্রতিযোগীর মন সব সময় ভাল না থাকতেও পারে।"

বলিতে বলিতে নিকোলাস লেনভিলির যষ্টিখানা তুলিয়া দুই টুকরা করিয়া তাহার নিকট ফেলিয়া দিল। পরক্ষণেই সে তথা হইতে চলিয়া গেল।

সে রাত্রিতে সকলেই নিকোলাসকে গভীর শ্রদ্ধা দেখাইল। যাহারা তাহার নাসিকা-কর্তন দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাও নিকোলাসের কাছে আসিয়া তাহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল—লেনভিলির নিন্দায় পঞ্চমুখ হইল।

অভিনয়ের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিকোলাস স্মাইককে জিজ্ঞাসা করিল, "স্মাইক, কোন চিঠি-পত্র আছে?"

স্মাইক বলিল, "ডাকঘর থেকে একখানা চিঠি এনেছি।"

পত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই নিকোলাস বলিল, "নিউম্যান্ নগ্‌সের পত্র দেখ্‌ছি। দেখি কি লিখেছে, পড়াই শক্ত, এমনি হাতের লেখা।"

অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টার পর সে পত্রের পাঠোদ্ধার করিল। নগস্ দশ পাউণ্ড নোট ফিরাইয়া দিয়া লিখিয়াছে যে, এখন কেট অথবা মিসেস্ নিকলবির অর্থের প্রয়োজন নাই। এমন দিন শীঘ্রই আসিতে পারে—যখন নিকোলাসের টাকাটার বিশেষ প্রয়োজন হইবে। সে অনুনয় করিয়া লিখিয়াছে যে, এ কথায় নিকোলাস যেন ভয় না পায়। অবস্থা খুব খারাপ নহে—তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভালই আছে, তবে তাহার ধারণা, এমন ঘটনা ঘটিতে পারে বা সম্ভবপর, যখন কেটকে তাহার ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। তেমন ব্যাপার যদি ঘটে, নিউম্যান্ তাহাকে পত্র লিখিয়া জানাইবে। হয় ত পরের ডাকে, অথবা তাহার পরের ডাকে সে পত্র লিখিবে।

নিকোলাস্ বার বার পত্রের এই অংশটুকু পাঠ করিল। তাই সে চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, রালফের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা বিদ্যমান। এক একবার তাহার মনে হইল, অবিলম্বেই সে লণ্ডনে চলিয়া যাইবে। পরে সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল যে, তেমন কোন আশঙ্কা থাকিলে, নিউম্যান নিশ্চয়ই তাহাকে লিখিয়া জানাইত।

নিকোলাস্ ভাবিল, "যাই হোক্ না কেন, এখানকার সকলকে জানিয়ে রাখতে হবে যে, হঠাৎ আমাকে চ'লে যেতে হ'তে পারে। না, এ বিষয়ে আর দেরী করা উচিত নয়।"

এই ভাবিয়াই সে সাজঘরের দিকে দ্রুত চলিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়াই মিঃ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "মিঃ জনসন্, আগামী সপ্তাহে রাইড্, তারপর উইঞ্চেষ্টার, তার পর—"

বাধা দিয়া নিকোলাস্ বলিল, "দেখুন, আমার পক্ষে হয় ত আর থাকা চলবে না। এখান থেকে আপনারা যাবার আগেই আমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হবে।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি চ-চলে যাবেন?"

মিস্ স্নেভেলিসি, অধ্যক্ষপত্নীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, আপনি চ'লে যাবেন?"

মিসেস্ ক্রুডেন বলিলেন, "উনি যাচ্ছেন, তা ত বলেন নি!"

কিন্তু সকলেরই মুখে একই কথা—"উনি চ'লে যাবেন?"

সংক্ষেপে নিকোলাস্ জানাইল যে, হয় ত তাহাকে যাইতে হইবে, অবশ্য এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে সে পারিতেছে না। তবে প্রয়োজন হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে হইবে, ইহা স্থির।

৩০

মিঃ ক্রুমেলস্ এ সংবাদে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, নিকোলাস্‌কে অনিশ্চিতভাবে অনেক লাভের আশ্বাসও দিলেন। নিয়মিত বেতনবৃদ্ধি ব্যতীতও তাঁহার রচনার জন্য টাকা দিতেও চাহিলেন। কিন্তু নিকোলাস সে সকল প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। নিউম্যানের দ্বিতীয় পত্র আসিবামাত্র তাহাকে চলিয়া যাইতেই হইবে। তাহার ভগিনীর প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল। মিঃ ক্রুমেলস্ আশা করিতে লাগিলেন যে, নিকোলাস্ পরে হয় ত ফিরিয়া আসিতে পারে। যাহা হউক, যতক্ষণ নিকোলাস্‌কে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইবার দিকে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সে দিন অভিনয়ের পর মিস্ স্নেভেলিসি নিকোলাসকে বলিল, "আপনি আমার বাসায় চলুন। আমার মা এসেছেন। তিনি আপনাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যস্ত। লিলিভিক দম্পতি আমাদের ওখানেই আছেন। আপনাকে যেতে হবে।"

নিকোলাস যাইতে সম্মত হইল।

মিস্ লেড্‌রুক বলিল, "চলুন, মিঃ জনসন, অনেক দেরী হয়ে গেছে। এর পর হয় ত মিসেস্ স্নেভেলিসি ভাবতে পারেন, আপনি তার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছেন। তখন আমরা ভারী মুস্কিলে পড়ব।"

মিস্ স্নেভেলিসি বলিল, "প্রিয় লেড্, কি তুমি যা তা বকছ!"

মিস্ লেডব্রুক কোন কথা না বলিয়া স্মাইকের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। নিকোলাস ও মিস্ স্নেভেলিসিও তাহাদের অনুসরণ করিল।

বাসাতে লিলিভিক দম্পতি ছাড়া মিস্ স্নেভেলিসির মাতা ও পিতাও উপস্থিত ছিলেন। নিকোলাসকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া হইল।

নিকোলাস শিষ্টাচার প্রদর্শনের পর বলিল, "মিঃ লিলিভিক, আপনি কেমন আছেন?"

লিলিভিক বলিল, "খুব ভাল আছি। বিবাহিত জীবনের মত সুখ আর কিছুতে নেই।"

হাসিতে হাসিতে নিকোলাস বলিল, "তাই নাকি ?"

লিলিভিক বলিল, "সত্যি তাই। আচ্ছা, ওঁকে আজ কেমন দেখ্‌ছেন ?"

তাহার পত্নীর দিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "আগেও যেমন, এখনও তেমন। ভারী সুন্দর।"

"আমি কিন্তু আগের চেয়েও ভাল দেখ্‌ছি। অতি চমৎকার !"

নিকোলাস বলিল, "আপনি ভাগ্যবান্ পুরুষ।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "হা, হা, হা ! আপনি তাই ঠিক ভাবছেন ত ? হয় ত তাই। আমার যুবা বয়স হলেও এত সুখী হ'তে পারতাম না।"

তার পর আহারাদির আয়োজন হইল। সকলেই পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন, আহার-শেষে মিস্ স্নেভেলিসির পিতা নিকোলাসের স্বাস্থ্যকামনায় পান করিলেন।

তার পর মহিলারা এক দিকে সরিয়া বসিলেন। পুরুষরা সুরাপান আরম্ভ করিলেন। মিস্ স্নেভেলিসি নিকোলাসের আসন্ন বিদায়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মিসেস্ লিলিভিক বলিলেন, "মিঃ স্নেভেলিসি, আপনার মেয়ের দুর্ব্বলতা দেখে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আজ সকাল থেকে উনি একটু অধীর হয়েই পড়েছেন।"

মিঃ স্নেভেলিসি বলিলেন, "তাই নাকি ? আর কিছু নয় ?"

মহিলারা সমবেত কণ্ঠে বলিলেন, "তাই। এ নিয়ে বেশী গোলমাল করবেন না।"

মিঃ স্নেভেলিসি এ রকম উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, এ কথার মানে কি ?

কন্যা বলিলেন, "বাবা, ওরকম ক'রে কথা বলো না।"

পিতা বলিলেন, "কেন বলব না ? এখানে কে এমন আছে যে, আমায় বাধা দেবে ?"

কন্যা বলিলেন, "না, তা কেউ করবেন না।"

মিঃ স্নেভেলিসি বলিলেন, "কেউ তা করতে চাইলেও, পারবেন না। আমি লজ্জাজনক কিছু করিনি।" বলিয়াই তিনি আর এক গ্লাস সুরা পান করিলেন। মদ্যপানে তাঁহার আসক্তি প্রচুর। প্রায়ই তিনি মাতাল হইয়া পড়েন।

পুনরায় আর এক গ্লাস সুরা পান করিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, "মহিলাদের সকলকেই আমি ভালবাসি।"

মিঃ লিলিভিক নম্রভাবে বলিলেন, "সবাইকে বল্‌তে পারেন না।"

মিঃ স্নেভেলিসি বলিলেন, "কেন নয় ? প্রত্যেককে আমি ভালবাসি।"

মিঃ লিলিভিক বলিলেন, "তা হ'লে যাঁরা বিবাহিতা, তাঁরাও দলে প'ড়ে যাবেন।"

মিঃ স্নেভেলিসি বলিলেন, "তাঁদেরও আমি ভালবাসি।"

মিঃ লিলিভিক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ভারী মজার লোক ত।" বলিয়াই তিনি পত্নীর দিকে চাহিলেন। কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী ইহাতে কিছুমাত্র বিভীষিকাগ্রস্তা হন নাই।

মিঃ স্নেভেলিসি বলিলেন, "আমি তাঁদের ভালবাসি, তাঁরাও আমাকে ভালবাসেন।" এই বলিয়া একাখে তিনি মিসেস লিলিভিকের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

মিঃ লিলিভিক বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। শুধু হেন্‌রিয়েটা পিটোকার হিসাবে তাঁহার দিকে ঐ ভাবে কোনও পুরুষ চাহিলে তাহাই ঘোর অশিষ্টতা-সূচক হইত। মিসেস্ লিলিভিক রূপে আরও অন্যায়। মিঃ লিলিভিকের ললাটে স্বেদোদ্গম হইল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে ? মিঃ স্নেভেলিসি পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ হানিতে লাগিলেন। সুরাপান করিতে করিতে তিনি যেন মিসেস লিলিভিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাতাসে চুম্বন প্রেরণ পর্য্যন্ত করিতে বিরত হইলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া মিঃ লিলিভিক সোজা মিঃ স্নেভেলিসির দিকে অগ্রসর হইল। তার পর তাঁহার উপর আপতিত হইল। মিঃ লিলিভিক ভারী লোক। তাঁহার চাপে মিঃ স্নেভিলিসি গড়াইয়া পড়িলেন। মিঃ লিলিভিকও টাল সামলাইতে পারিলেন না। মহিলারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

নিকোলাস চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঁদের হলো কি ? ক্ষেপে গেছেন না কি ?" বলিয়াই সে উভয়কে বলপূর্ব্বক টানিয়া তুলিল। তার পর বলিল, "ব্যাপার কি ? কি করতে চান আপনারা ?"

মিঃ লিলিভিক স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিল, "দেখুন ত ! উনি পবিত্রতার আদর্শ, ওঁর প্রতি কি অশিষ্ট উক্তি !"

মিসেস্ লিলিভিক বলিলেন, "কি বোকার মত কথাই বল্‌ছেন। আমাকে কেউ কিছু বলেন নি।"

স্বামী বলিল, "বলেনি, হেনরিয়েটা ! আমি কি দেখিনি—"

মিসেস্ লিলিভিক বলিলেন, "তাই ব'লে কেউ কি আমার দিকে চেয়ে দেখবে না ? তাই যদি আইন হয়, তা হ'লে বিয়ে করা ভারী চমৎকার ত !"

স্বামী বলিল, "তোমার মনে কিছু হয় নি ?"

স্ত্রী বলিলেন, "তার মানে ? তুমি জানু নত ক'রে সকলের কাছে ক্ষমা চাও। চাইতেই হবে।"

স্বামী বলিল, "ক্ষমা চাইব ?"

স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রথমে আমার কাছেই ক্ষমা চাইবে। তুমি কি মনে কর না যে, এ ব্যাপারের বিচারক আমিই ?"

সমবেত মহিলারা বলিলেন, "ঠিক কথা। যদি অসঙ্গত কিছু হ'ত, আমরাই কি সকলের আগে সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করতাম না ?"

মিঃ স্নেভেলিসি লিলিভিকের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া য়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। তার পর বলিলেন, "মশাই, সেটা আপনি জান্‌তেন না?"

বৃদ্ধ তার পর মিসেস্ লিলিভিক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্যক মহিলারই মুখচুম্বন করিলেন।

বেচারা মিঃ লিলিভিক কাতর দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে লেন। তার পর নিতান্ত বিনীতভাবে সকলের কাছে চাহিলেন। সকলেই তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিল। তারপর মিস্ স্নেভেলিসি নানা উপায়ে নিকোলাসের রঞ্জনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মিস্ স্কুইয়ারসের পারটা তাহার মনে তখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তাই সকল প্রকার প্রলোভনকে জয় করিবার জন্য নিজের হারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। সে বিদায় গ্রহণ লে, মহিলারা একবাক্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, টি সম্পূর্ণরূপে আবেগবর্জ্জিত।

পরদিবস প্রচার-পত্র বাহির হইল। তাহাতে লিখিত া যে, মিঃ জন্‌সন শেষবারের জন্য অভিনয় করিবেন।

পরদিবস থিয়েটারে অসম্ভব ভিড় হইল। নিকোলাস হার ভূমিকা যথাযথভাবে অভিনয় করিয়া স্মাইকের হাত য়া গৃহে ফিরিল।

পরদিবস সকালে ডাকযোগে নিউম্যান নগ্‌সের পত্র সিল। তাহা পাঠে নিকোলাস অবগত হইল যে, অনতি-ম্বে তাহাকে লণ্ডনে ফিরিতেই হইবে। এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করিয়াই চলিয়া আসিতে সে লিখিয়াছে। যদি সেই ত্রেতেই পৌঁছিতে পারা যায়, তাহাই করিতে হইবে।

নিকোলাস বলিল, "আমি আজ এখনই যাব। ভগবান্ নেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে অপেক্ষা করিলাম। ঘটেছে কে জানে! স্মাইক্, ভাই, আমার মুদ্রাধার ও। সব জিনিষ গুছিয়ে ফেল। যা সামান্য ধার আছে, ধ ক'রে ফেল। সকালের ডাকগাড়ী ধরবার সময় বনো আছে। আমি এখুনি আসছি।"

টুপী লইয়া সে দ্রুততর বেগে ম্যানেজারের বাসার দিকে টল। দ্বার মুক্ত হইবামাত্র বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে : ক্রুমেলসের সহিত দেখা করিয়া সংক্ষেপে তাহার লণ্ডন-ত্রার কথা বলিল।

"বিদায়, বন্ধু, বিদায়" বলিয়াই সে নীচে নামিয়া াসিল। ম্যানেজার তাহাকে বলিলেন,—প্রচারপত্রে শেষ ভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তাহার কি হইবে?

নিকোলাস বলিল, "উপায় নেই। আমার এ সপ্তাহের তন দিলে যদি ক্ষতিপূরণ হয়, বলুন দিচ্ছি। কিংবা যদি ারও কিছু দিলে হয়, তাও বলুন। আমাকে এখুনি যেতে বেই।"

ক্রুমেলস্ বলিলেন, "আর একটা রাত অভিনয় করা ল না?"

"এক রাত ত দূরের কথা, এক মিনিটও নয়।"

"মিসেস্ ক্রুমেলস্‌এর সঙ্গে দুটো কথাও ব'লে যাবেন না?"

নিকোলাস বলিল, "অসম্ভব। আপনার হাত দিন—ধন্যবাদ! কি বিপদ, এখনো আমি বিলম্ব করছি।"

ম্যানেজারের করবন্ধন ছাড়াইয়া নিকোলাস ছুটিয়া রাস্তায় নামিল। ম্যানেজার আপন মনে বলিলেন, "এরকমভাবে অভিনয় করলে, কত টাকাই যে রোজগার করা যেত! না, ছোকরা চলে গেল, ভারী ক্ষতি হয়ে গেল। ছোকরা বুঝলে না, আখেরে ওর কত ভাল হ'ত। ভারী গোঁয়ার ছোকরা!"

নিকোলাসের অনুপস্থিতিকালে স্মাইক তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করিয়া রাখিয়াছিল। নিকোলাস আসিবামাত্র বাকি সব গুছাইয়া লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। উভয়ের টিকিট কিনিয়া সন্নিহিত দোকান হইতে স্মাইকের জন্য নিকোলাস একটা ওভার-কোট কিনিয়া লইল।

গাড়ীর কাছে যাইবামাত্র ম্যানেজারের বাহুবন্ধনে সে ধরা পড়িল। সে বলিল, "কি করেন, মশাই?"

তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "বিদায় আমার সাহসী বন্ধু, বিদায়!"

স্মাইকের হাত ধরিয়া নিকোলাস তার পর গাড়ীতে উঠিল।

৩১

রালফ্ নিকলবি জানিতেন না যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চতুরশ্ব-বাহিত শকটে আরোহণ করিয়া তাঁহারই কর্ম্মক্ষেত্র অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস পাইতেছে। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় রালফ্ হিসাব লইয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বদিনের ঘটনার কথা চিন্তা করিতেছিল—ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল, সেই সকল কথাই তাঁহার চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি তিনি জমা-খরচের খাতায় মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন। পূর্ব্বদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মন ঊর্ণনাভের মত চিন্তার জাল বয়ন করিয়া চলিল। লেখনী ত্যাগ করিয়া তিনি ভাবিতেই বসিলেন।

রালফ্ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "সুন্দর মুখ দেখে আমি কাজ ভুলিনে। তবু মেয়েটাকে আমি পছন্দ করি, অথবা সে যদি আরও একটু কম গর্ব্বিতা হ'ত, তা হ'লে আমি তাকে ভালবাসতে পারতাম। ওর ভাই বা মাটা যদি ম'রে যায়—ছেলেটার ফাঁসী হয় বা জলে ডুবে মরে,

মেয়েটাকে আমি এ বাড়ীতেই স্থান দেব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ওরা ম'রে যাক্।"

যদিও রালফ্ নিকোলাসকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, যদিও মিসেস্ নিকলবির প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা প্রবল ছিল, কেটের প্রতি হৃদয়হীন ভাবে যদিও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন—স্বার্থের সংঘাতে পড়িলে কেটের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেও ক্ষান্ত হইবেন না; তথাপি বিস্ময়ের বিষয়, সেই মুহূর্ত্তে তিনি কেটের সম্বন্ধে সদয়ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। কেট তাঁহার গৃহে আসিলে, বাড়ীর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। শূন্য আসনে কেটকে বসাইয়া, তিনি যেন তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নিজ বাহুমূলে তাহার হাতের মৃদু স্পর্শ অনুভব করিলেন, কল্পনাবলে তিনি তাঁহার মূল্যবান্ আসবাবপূর্ণ কক্ষকে কেটের উপস্থিতিতে যেন ভরিয়া তুলিলেন —সে যেন তাঁহার গৃহকে ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বার্থপর ধনী লোকটি সেই মুহূর্ত্তে আপনাকে অত্যন্ত অসহায়, সন্তানহীন এবং একক বলিয়া মনে করিয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন। তখন স্বর্ণের উজ্জ্বল দ্যুতি তাঁহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া গেল, কারণ, তখন হৃদয়ের কোষাগারে অসংখ্য মণিমাণিক্য ঝকমক্ করিয়া উঠিল।

একটা সামান্য ব্যাপারে লোকটার মন হইতে এইরূপ মনোভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতেই রালফ্ দেখিলেন, সম্মুখস্থ অন্য কক্ষে বসিয়া নিউম্যান নগস্ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। সে তখন কলম কাটিবার ভাণ করিয়া সত্যই রালফের দিকে চাহিয়া ছিল!

রালফ্ আবার অভ্যস্ত কর্ম্মজগতে ফিরিয়া আসিলেন। নিউম্যানের মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোরাজ্যের চিন্তাধারাও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে রালফ্ ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। নিউম্যান আসিয়া হাজির হইল। রালফ্ সভয়ে তাহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল, লোকটা তাঁহার মনের দুর্ব্বলতার পরিচয় হয় ত পাইয়াছে।

কিন্তু সেরূপ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। নিউম্যান নগসের মুখভাব সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় দেখা গেল।

রালফ্ বলিলেন, "কি খবর?"

নিউম্যান্ প্রভুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি ঘণ্টা বাজালেন।" বলিয়াই সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রালফ বলিলেন, "থাম!"

নিউম্যান অপ্রতিভ না হইয়া থামিল।

"আমি ঘণ্টা বাজিয়েছিলাম।"

"তা আমি জানি।"

"যদি জান ত চ'লে যাচ্ছ কেন?"

নগস্ বলিল, "আমি ভাবলাম, আমাকে আপনি ডেকে বল্‌বেন যে, আপনি ঘণ্টা বাজান নি। এমন প্রায়ই আপনি ক'রে থাকেন।"

রালফ্ বলিলেন, "তোমার সাহস ত কম নয় যে, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক।"

নিউম্যান হাসিয়া বলিল, "আপনার দিকে তাকিয়ে থাকি! হা, হা!"

তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রালফ্ বলিলেন, "সাবধান! এখানে মাতলামী করবার জায়গা নয়। এই পুলিন্দাটা দেখ্‌ছ?"

নিউম্যান বলিল, "খুব বড় পুলিন্দা বটে।"

"এটা নিয়ে ব্রড ষ্ট্রীটে যাও। সেখানে রেখে এসো, তাড়াতাড়ি যাও। শুনতে পাচ্ছ?"

প্রভুর আদেশ পালন করিবার জন্য সে পুলিন্দাটি বগলে লইয়া চলিয়া গেল।

আদেশ পালনের পর সে খানিক এদিক্ ওদিক্ ঘুরিল। সে যে কি করিবে, তখন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে মন স্থির করিয়া সে মিস্ লা ক্রিভির বাড়ী আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল।

দ্বার মুক্ত হইলে সে সোজা মিস্ লা ক্রিভির বসিবার ঘরে গিয়া হাজির হইল।

নিউম্যান নগসকে দেখিয়া মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "ভেতরে এস, ব্যাপার কি? কি দরকার?"

নিউম্যান বলিল, "আপনি বোধ হয় আমায় ভুলে গেছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু। অবশ্য আগে আমাকে যারা জানত, তারা এখন আমাকে না চিন্‌বারই কথা; কিন্তু যারা আমাকে একবার দেখেছে, তাদের মধ্যেও এমন লোক আছে যে, এখন আমাকে ভুলে ব'সে থাকে।"

মিস লা ক্রিভি বলিলেন, "কথা সত্য যে, আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। সেজন্য আমি ভারী লজ্জিত হচ্ছি। কারণ, সত্যই তুমি বড় ভাল লোক, মিঃ নগস্। বস, মিস্ নিকলবির কথা কি জান, আমায় বল। অনেক দিন তাকে আমি দেখিনি।"

নিউম্যান বলিল, "তার মানে?"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "অর্থাৎ আমি এখানে ছিলাম না। পনের বছর পরে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

নিউম্যান বলিল, "অনেক দিন বটে।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "অনেক কাল কোথাও যাইনি। আমার একটি ভাই আছে, সেই আমার একমাত্র আত্মীয়। পনের বছর আমি তাকে দেখিনি। আমাদের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ ছিল না। সে পল্লী অঞ্চলে চাকরী করে। সেখানেই বিয়ে-থাওয়া করেছে। কাজেই গরীব বোনকে আর তার মনে নেই। আমার সেই ভাই লণ্ডনে এসে আমার খোঁজ করেছিল। সে তার বাড়ীতে আমায় নিয়ে যায়।

মাসখানেক আমি সেখানে ছিলাম। ভাই আমাকে বলে যে, বাকী জীবনটা আমি যেন তার ওখানেই কাটিয়ে দেই। তার স্ত্রীও সেই অনুরোধ করেছে। সেখানে আমি বড় আনন্দে ছিলাম, মিঃ নগস্।"

মিস্ লা ক্রিভি আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়া তিনি আপনার হৃদয়াবেগ সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ আমি কি করছি! তোমাকে এমন না বল্‌লেও চলত। তবে এত দিন মিস্ নিকলবির সঙ্গে কেন দেখা হয়নি, সেই কথাটা বোঝাবার জন্যই এত কথা বলা।"

নিউম্যান বলিল, "বুড়ো মহিলাটির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "মিসেস্ নিকলবির কথা বলছ? মিঃ নগস্, তুমি তাঁকে বুড়ো বল্‌লে তিনি খুসী হবেন না কিন্তু। হ্যাঁ, আমি পরশু সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হয়, কি একটা বড় আশায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। অবশ্য সেটা কি, তা তিনি আমাকে বলেন নি। আমি ভেবেছিলাম, তিনি হয় ত আবার আমার এখানে আস্‌তে পারেন; কিন্তু তা তিনি এখনো করেন নি।"

নিউম্যান বলিল, "এখন মিস্ নিকলবির কথা—"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিকালে সে এখানে দু'বার এসেছিল। আমার মনে হয়, সে চায় না যে, সে যেখানে কাজ করে, সেখানে আমি যাই। আমি দু একদিন অপেক্ষা ক'রে তাকে পত্র লিখব ভাবছি।"

আঙুল মটকাইতে মটকাইতে নগস্ বলিল, "আ!"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "যাক, তার সম্বন্ধে সব কথা আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। গোল্ডেন স্কোয়ারের সেই বুড়ো রাক্ষসটা কেমন আছে? ভালই বোধ হয়। আমি তার স্বাস্থ্য কেমন আছে জানতে চাইছি না—সে কি করছে এখন?"

ভূমিতলে আদরের টুপীটা নিক্ষেপ করিয়া নগস্ বলিল, "সে উচ্ছন্নে যাক!"

বিবর্ণমুখে মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "মিঃ নগস্, তুমি আমায় ভয় দেখিয়ে দিলে যে!"

চঞ্চল চরণে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে নগস্ দৃষ্টি উন্নত করিয়া বলিল, "যদি সুবিধা থাকতো, কাল বিকেলেই আমি তার চেহারা বদলে দিতাম। আর একটু হলেই ঘুষি মেরে বস্‌তাম। বাধ্য হয়ে আমি কোটের পকেটে আমার মুঠো লুকিয়ে ফেলেছিলাম। যাক, এক দিন আমার সাধ মিটিয়ে ফেল্‌ব—হ্যাঁ, নিশ্চয় তা হবে। পাছে ফল আরো খারাপ হয়, তাই আমি নিজেকে সংযত ক'রে রেখেছি। তবে এক দিন তার সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া হয়ে যাবে।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "মিঃ নগস্, তুমি ঠাণ্ডা হও, নইলে আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠব।"

দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে করিতে নিউম্যান নগস্ বলিল, "তা হোক গে। আজ রাত্রে সে এসে পৌঁছবে। আমি তাকে লিখে দিয়েছি। আমি যে সব জানি, তা সে এখনো জানে না। ধূর্ত্ত বদমাস্! সে জানে না সব। আমি তার সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেব। হ্যাঁ, আমি নিউম্যান নগস্ তার সব ব্যর্থ করব। হো, হো! বদমাস!"

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিল—তার পর অবসন্ন দেহে আসনে বসিয়া পড়িল।

কিছু পরে টুপী তুলিয়া লইয়া সে বলিল, "এতে আমার মন অনেকটা ঠাণ্ডা হ'ল। এখন আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলি, শুনুন।"

নিউম্যান্ নগস্ অতঃপর রালফের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সমস্ত কথা মিস্ লা ক্রিভিকে বলিল। তাহার মনের সন্দেহও ব্যক্ত করিল। সে গোপনে নিকোলাসকে আসিবার জন্য সংবাদ দিয়াছে, তাহাও জানাইল।

মিস্ লা ক্রিভি নিউম্যানের মত ক্রোধ ও উত্তেজনায় অধীর হইয়া না উঠিলেও তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। যদি সেই মুহূর্ত্তে রালফ্ নিকলবি সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলে মিস্ লা ক্রিভি নিউম্যান নগস্ অপেক্ষাও রাল্‌ফের ভীষণ শত্রু হিসাবে বাধা দিতেন। মিস্ লা ক্রিভি বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ আমায় ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি বলছি, আমার হাতের এটা আমি তার বুকে বিদ্ধ করতাম।"

একটা কাল পেন্‌সিল উদ্যত করিয়া মিস্ লা ক্রিভি দেখাইলেন। তার পর একখানা ছুরী হাতে তুলিয়া লইলেন।

নিউম্যান বলিল, "কেট যেখানে আছেন, আজ রাত্রির পর একমুহূর্ত্তও সেখানে থাক্‌বেন না, এই ভেবেই আমার সুখ।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "থাম! আরও অনেক আগে ওখান থেকে তাকে সরান উচিত ছিল।"

নিউম্যান বলিল, "হ্যাঁ, যদি ব্যাপারটা জানতে পারতাম। তা ত নয়, আমরা জানতেই পারিনি। মা ও ভাই ছাড়া এ বিষয়ে কেই বাধা দিতে পারে না। মা দুর্ব্বল-চেতা। প্রিয় যুবক আজ রাত্রে এখানে এসে পৌঁছবে।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "মিঃ নগস, তুমি যদি সরাসরি কথাটা তাকে ব'লে ফেল, সে একটা ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।"

চিন্তিতভাবে নগস্ হাত কচলাইতে লাগিল।

আগ্রহভরে মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "জেনে রাখ, তুমি যদি সাবধান না হয়ে তাকে সব ব'লে ফেল, রাগের মাথায় সে তার জেঠা বা ঐ লোকগুলোর এক জনের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে—তখন ভীষণ ফ্যাঁসাদ বেধে যাবে। তার ফলে আমরা সবাই দুঃখ পাব।"

নত আননে নগস্ বলিল, "এ কথাটা ভেবে দেখিনি। আমি আপনার কাছে বলতে এসেছিলাম, যদি তার বোন্‌কে সে এখানে আনে, আশ্রয় আপনি দিতে পারবেন কি না। কিন্তু—"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়েও দরকারী। আশ্রয় পাওয়াটা সুনিশ্চিত, তা তোমার জানাই উচিত ছিল। কিন্তু এর পরিণামটা ত কেউ আগে থেকে বল্‌তে পারে না। সুতরাং গোড়া থেকেই ভারী সাবধান হ'তে হবে।"

বিব্রতভাবে নিউম্যান নগস্ বলিল, "এখন কি করা যায়? সে যদি বলে যে, পিস্তলের গুলীতে সকলকে মেরে ফেল্‌বে, বাধ্য হয়ে আমাকে বল্‌তে হবে তথাস্তু—উপযুক্ত শাস্তি ঐ।"

মিস্ লা ক্রিভি অতিমাত্রায় ভীত হইয়া নিউম্যানকে বুঝাইলেন যে, নিকোলাসকে উত্তেজিত হইবার অবকাশ দেওয়া হইবে না। তাহাকে শান্ত করিতেই হইবে। উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন।

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "কোন কাজ করবার আগে নিকোলাস্‌কে ঠাণ্ডা করতে হবে। সেটাই প্রধান ও প্রথম কাজ। অনেক রাত্রে তাকে সব কথা জানাতে হবে।"

নিউম্যান বলিল, "কিন্তু সে ত সন্ধ্যা ৬টা ৭টার সময় এখানে এসে পৌছবে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি সব কথা না ব'লে ত পারব না।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "তা হ'লে তুমি বাড়ীতে থাক্‌তে পাবে না, আর কোথাও যেতে হবে। কাজের গতিকে তুমি বাইরে গেছ, দুপুর রাত না হ'লে ফিরবে না, এ কথাটা তাকে জানিয়ে দিতে হবে।"

নিউম্যান বলিল, "তা হ'লে সে সোজা এখানে আস্‌বে।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "আমিও তাই মনে করি। কিন্তু সে আমাকেও বাড়ীতে পাবে না। কারণ, তুমি চ'লে যাবামাত্র আমিও সহরে চ'লে যাব। আমি সরাসরি মিসেস্ নিক্‌লবির সঙ্গে দেখা ক'রে, সব কথা তাঁকে জানাব। তাঁকেও থিয়েটারে নিয়ে যাব। তা হলেই সে জান্‌তে পারবে না, কোথায় তার বোন্ আছে।"

অনেক আলোচনার পর স্থির হইল, এইরূপ ব্যবস্থাই নিরাপদ ও উপযুক্ত। তখন এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত হইল। মিস্ লা ক্রিভি বারবার নগস্‌কে সতর্ক করিয়া দিলেন। তখন সে বিদায় লইল। সে ভাবিতে ভাবিতে গোল্ডেন স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সম্ভব, অসম্ভব অনেক প্রকার চিন্তা তাহার মনের মধ্যে জটলা করিতে লাগিল।

৩২

স্মাইককে জাগাইয়া দিয়া নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "আবার লণ্ডনে এলাম। মনে হচ্ছিল, পৌছুতে বুঝি পারব না।"

শকট-চালক তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "কিন্তু গাড়ী বেশ জোরেই এসেছে।"

নিকোলাস্ বলিল, "তা আমি জানি। তবে তাড়াতাড়ি পৌছুবার জন্য আমার ভারী উদ্বেগ ছিল, তাই পথটা অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।"

শকট-চালক বলিল, "যে রকম ঘোড়ার পেছনে আপনি ব'সে এসেছেন, এতেও যদি আপনার উদ্বেগ হয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে, আপনার উদ্বেগ সামান্য নয়।"

গাড়ী জনাকীর্ণ রাজপথের উপর দিয়া ঘর্ঘর-রবে চলিতে লাগিল। লণ্ডন সহরের দোকানগুলি উজ্জ্বল আলোকে সমুদ্ভাসিত—জহরতের দোকানগুলি আরও আলোকোদ্ভাসিত। রাজপথে জনস্রোত চলিয়াছে—যেন আদি নাই, অন্ত নাই। নানাজাতীয় শকটশ্রেণী রাজপথের বক্ষ মর্দ্দিত করিয়া চলিয়াছে।

সহরের রাজপথে কত বিভিন্ন দৃশ্য। অর্দ্ধনগ্নদেহা নারী, শালবিভূষিতা সুন্দরীদিগের প্রতি চাহিতেছিল। কোথাও জন্মদিনের উৎসব হইতেছে, কোথাও শববহনের ব্যবস্থা হইতেছে। জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি চলিয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য, প্রাচুর্য্য ও অনশনের দৃশ্য পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল।

গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবামাত্র নিকোলাস সন্নিহিত পান্থশালায় স্মাইক ও তাহার নিজের জন্য শয়নগৃহ ভাড়া লইল। তার পর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিউম্যান নগসের বাসার অভিমুখে চলিল। তাহার সহিষ্ণুতা মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল।

নিউম্যানের ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন ছিল, বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছিল। কক্ষতল সুপরিষ্কৃত, অতি সুন্দরভাবে তাহা সজ্জিত। টেবলের উপর মাংসপূর্ণ পাত্র ও সুরার বোতল। নিকোলাস বুঝিল যে, তাহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনের ত্রুটি নাই। শুধু নিউম্যান নগসই অনুপস্থিত।

নগসের কক্ষের সম্মুখস্থ ঘরের অধিবাসীকে নিকোলাস প্রশ্ন করিল, "আপনি বল্‌তে পারেন, কখন্ নিউম্যান নগস ফিরে আস্‌বে?"

ক্রাউল বলিল, "ও, আপনি মিঃ জনসন! আসুন আসুন। আপনার চেহারা কি সুন্দর হয়েছে। আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি—"

নিকোলাস বলিল, "আমায় মাপ করবেন। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন—আমি বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।"

ক্রাউল বলিল, "কি একটা বিশেষ জরুরী কাজে সে বেরিয়ে গেছে। রাত ১২টার আগে ফিরবে না। তা

যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সে নিরুপায়। থাক, সে ব'লে গেছে যে, সে না আসা পর্য্যন্ত আপনি আরাম ক'রে ঐ ঘরে বসুন। আপনার পরিচর্য্যার ভার আমার উপরেই দিয়ে গেছে। সানন্দে আমি সে কাজ করব।"

কথা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে সে নিকোলাস ও স্মাইককে ভিতরে আহ্বান করিল।

নিকোলাসের তখন আহারে রুচি ছিল না। সে আশাহত হইল। তবে স্মাইককে আহারে বসাইয়া আপত্তি সত্ত্বেও সে বাহিরে চলিয়া গেল। স্মাইককে সে বলিয়া গেল, যদি তাহার আগে নিউম্যান ফিরিয়া আসে, তবে তাহাকে যেন অপেক্ষা করিতে বলে।

মিস্ লা ক্রিভি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। নিকোলাস সোজা তাঁহার বাড়ী গমন করিল। কিন্তু সেখানে সে তাঁহার দেখা পাইল না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে তাহার মাতার সহিত দেখা করিবার জন্য চলিল। সে ভাবিয়াছিল যে, বিশেষ গুরুতর ব্যাপার না ঘটিলে নিউম্যান কখনই তাহাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে লিখিত না।

কিন্তু মিসেস্ নিকলবিরও দেখা সে পাইল না। রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে তাহার জননীর বাসায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, পরিচারিকা ইহা তাহাকে জানাইল। সে বলিল, মিস্ নিকলবি ভালই আছেন, তবে তিনি এ বাড়ীতে থাকেন না। কদাচিৎ এখানে আসেন। তিনি কোথায় আছেন, পরিচারিকা তাহা বলিতে পারিল না। তবে ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর ওখানে নাই, ইহা নিশ্চিত।

স্পন্দিত-হৃদয়ে নিকোলাস স্মাইকের কাছে ফিরিয়া গেল। নিউম্যান নগস্ তখনও বাসায় ফিরে নাই। ১২টার পূর্ব্বে তাহার সহিত দেখা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার কাছে কি সংবাদ পাঠান যায় না? না, তাহাও অসম্ভব। গোল্ডেন স্কোয়ারে সে নাই। দূরবর্ত্তী কোন স্থানে সে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছে।

নিকোলাস শান্তভাবে প্রতীক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার অন্তরমধ্যে এমন উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। টুপী লইয়া সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এবার সে পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। রাজপথ সে দ্রুতগতিতে অতিক্রম করিতেছিল। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে হাইড পার্কে গমন করিল। উহা তখন জনবিরল। চিন্তাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য সে আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাই সকলেই তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে। নিকোলাস ভাবিতে লাগিল —কি সে দুর্ঘটনা?

চলিয়া চলিয়া নিকোলাস শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে পার্কের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকালবেলা সে সামান্য কিছু আহার করিয়াছিল, তার পর কিছুই গ্রহণ করে নাই। সে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পথ চলিতে চলিতে সে একটা সুদৃশ্য হোটেলের কাছে আসিল। যন্ত্রচালিতবৎ সে হোটেলে প্রবেশ করিল।

নিকোলাস ভাবিল, এখানে ব্যয় অধিক। তবে এক গ্লাস পানীয় ও বিসকুট বায়বহুল হইবে না।

কফি-পানের কক্ষে সে প্রবেশ করিল। ঘরটি চমৎকারভাবে সজ্জিত। ধনী লোক এখানে পানভোজনে আসিয়া থাকেন। সে দেখিল, অদূরে চারি ব্যক্তি এক জায়গায় বসিয়া গল্পগুজবের সঙ্গে পানাহার করিতেছেন। অপর দিকে দুই জন বয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

চারি জন ভদ্রলোক যেখানে বসিয়া উচ্চহাস্য সহকারে গল্পগুজব করিতেছিলেন, তাহারই সন্নিহিত স্থানে নিকোলাস চেয়ার টানিয়া বসিল। তাহার সম্মুখে যে দর্পণ ছিল, তাহাতে চারি জন ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি দেখা যাইতেছিল। এক গ্লাস ক্লারেট মদ্য পানের জন্য লইয়া সে সংবাদপত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

বিশ ছত্র পড়া না হইতেই তাহার নয়নে তন্দ্রা নামিয়া আসিল। কিন্তু সেই সময় তাহার ভগিনীর নামোচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। "ক্ষুদে কেট নিকলবি" এই কথাটা কেহ যেন উচ্চারণ করিল। সবিস্ময়ে মাথা তুলিতেই সম্মুখস্থ দর্পণে, তাহার পশ্চাৎভাগস্থিত দলের দুই ব্যক্তিকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। নিকোলাস ভাবিল যে, ঐ দুই জন ব্যক্তির এক জনের মুখ হইতেই সেই শব্দটা বাহির হইয়া থাকিবে। সে ক্রোধোদ্দীপ্ত আনন তুলিয়া স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, যদি আরও কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ, যে স্বরে কথাটি উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রদ্ধার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ছিল না। যে লোকটার মুখ হইতে শব্দটা বাহির হইয়াছে বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল, তাহার আকৃতি-প্রকৃতির ভঙ্গীও ভদ্রজনোচিত বলিয়া তাহার অনুমান হইল না।

দর্পণের প্রতিচ্ছবির দিকে চাহিয়া সে দেখিল, সেই লোকটা এক জন যুবকের সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। যুবকটি দর্পণের দিকে চাহিয়া নিজের পরিধেয় বসনের অবিন্যস্তভাব সংশোধন করিতেছিল। সকলেই নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল এবং মাঝে মাঝে উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। নিকোলাস তাহাদের মুখে সেই নাম আর উচ্চারিত হইতে শুনিল না।

দণ্ডায়মান ব্যক্তিযুগল আবার আসন গ্রহণ করিল। আরও সুরা আনিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। নিকোলাসের

মনে হইল, তাহারই বোধ হয় শুনিবার ভুল হইয়াছে। ভগিনীর কথা চিন্তা করিতে করিতে সে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাতেই সে ভুল শুনিয়া থাকিবে।

নিকোলাস ভাবিল যে, সে শুধু 'কেট' শুনিয়াছে, না 'কেট নিকলবি' শুনিয়াছে! কিন্তু তাহাও নহে, সে শুনিয়াছে—"কুদে কেট নিকলবি।"

সে আর এক চুমুক ক্লারেট পান করিয়া কাগজে মনঃসংযোগ করিল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মনুষ্যকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "কুদে কেট নিকলবি।"

প্রকাণ্ড হোটেলে তাহার সহোদরার নাম এমন ভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া নিকোলাস আগুন হইয়া উঠিল। বহু চেষ্টা করিয়া সে আত্মসংযম করিল। এমন কি, মাথা ফিরাইয়াও চাহিল না।

সেই একই কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "বাবা, খাঁটি নিকলবি সে! তার যোগ্য জ্যেঠার যোগ্য ভাইঝি বটে—সে লুকিয়ে থাকবে, যাতে তাকে খুঁজে বার করবার আগ্রহ বাড়ে। রালফের পেছনে পেছনে না ঘুরলে কোন হদিশই পাবার উপায় নেই। তার পর যেই দ্বিগুণ টাকা ঢালবে, অমনি সে ফিরে দাঁড়াবে, তবে আগ্রহ দেখাবে না। সে জানে, তুমি অধীর হয়ে উঠেছ, কিন্তু সে ঠিক আছে। কি ভয়ানক ধূর্ত্ত লোকটা।"

সম্মিলিত দুই কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল, "ভয়ানক ধূর্ত্ত!"

নিকোলাস তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। তাহার অপর দিকে যে দুই জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন একে একে চলিয়া গেলেন। আলোচনাটি তখন স্থগিত ছিল। ভদ্রলোকেরা চলিয়া যাইবার পর আলোচনাটি বেপরোয়া ভাবে চলিতে লাগিল।

দলের যুবক ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বুড়ী মেয়েমানুষটা তাকে ঈর্ষাভরে ঘরে চাবী দিয়ে রেখেছে। আমার বিশ্বাস, তাই হয়েছে।"

প্রথম বক্তা বলিলেন, "ওদের যদি ঝগড়া বাধে, আর কুদে নিকলবি তার বাড়ী চ'লে যায় ত ভালই হয়। বৃদ্ধা মহিলাটিকে আমি যা বলব তাই হবে। আমি যা বলব, সে তা বিশ্বাস করবে।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "তা সত্যি। হা, হা, হা! বেচারা!"

তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মিসেস্ নিকলবিকে উপলক্ষ করিয়া সকলেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ক্রোধে নিকোলাস জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আরও কি কথা হয়, তাহা শুনিবার জন্য সে আত্মসংবরণ করিয়া রহিল।

সে যাহা শুনিল, তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন এখানে নাই। সুরা পরিবেষণের সঙ্গে সঙ্গেই সে অনেক কথাই শুনিল, এই লোকগুলির উদ্দেশ্যও বুঝিল। রালফের শয়তানীর পূর্ণ পরিচয় সে পাইল। কেন যে তাহার লণ্ডন আগমনের প্রয়োজন, এখন সে তাহা বুঝিতে পারিল। সে অনেক কথাই শুনিল। তাহার সহোদরার নিপীড়নকে এই লোকগুলি উপহাস করিতে লাগিল, তাহার ধর্ম্মপ্রাণতাকে তাহারা ঘৃণার সহিত সমালোচনা করিতে লাগিল; সহোদরার নাম তাহাদের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। অতি অশিষ্ট ও অভদ্র ভাবে তাহারা কেটের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল।

প্রথম বক্তা আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর দুই ব্যক্তি তাহাতে ফোড়ন দিতেছিল। নিকোলাস যখন যথাসম্ভব আত্মস্থ হইল, তখন প্রথম ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি কষ্টে রোষকম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

ঘৃণাভরে নিকোলাসের দিকে চাহিয়া সার মলবেরী হক্ বলিলেন, "আমার সঙ্গে, মশাই?"

অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া নিকোলাস বলিল, "আমি ত বলেছি আপনারই সঙ্গে!"

সুরাপাত্র ওষ্ঠের কাছে লইয়া, বন্ধুবর্গের দিকে চাহিয়া সার মলবেরী হক্ বলিলেন, "ভারি রহস্যময় অপরিচিত লোকটি ত?"

কঠোর স্বরে নিকোলাস বলিল, "কয়েক মিনিটের জন্য আপনি এক ধারে আসবেন, না আপনি তাতে অসম্মত হবেন?"

সুরাপাত্র তাঁহার হাতে রহিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার প্রয়োজনের কথা সে এখানেই বলিতে পারে, নয় ত স্থান ত্যাগ করুক।

পকেট হইতে নিকোলাস তাহার নামীয় কার্ড বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নিন। এতেই বুঝতে পারবেন, আপনাকে আমার কি জন্য প্রয়োজন?"

নামটি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য সার মলবেরী হকের আননে বিস্ময় ও উদ্বেগ দেখা দিল। সে ভাব দমন করিয়া তিনি কার্ডখানা লর্ড ভেরিসফটের কাছে ফেলিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন।

ক্রোধ-বিবর্ণ মুখে নিকোলাস বলিল, "আপনার নাম ঠিকানা?"

সার মলবেরী বলিলেন, "বলব না।"

নিকোলাস চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার ওষ্ঠাধর রক্তহীন হইয়া উঠিয়াছিল। কোনমতে সে বলিল, "এ দলে যদি কোন ভদ্রলোক থাকেন, তিনি এই লোকটার নাম ও ঠিকানা আমায় দেবেন।"

মৃত্যুর মত নীরবতা সেখানে ঘনাইয়া উঠিল।

নিকোলাস বলিল, "যে ভদ্রঘরের তরুণীর কথা এখানে আলোচিত হচ্ছিল, আমি তাঁর সহোদর। আমি এ লোকটাকে মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ ব'লে ঘোষণা করলাম। এ লোকটার কোন বন্ধু যদি এখানে থাকেন, তিনি ওর আত্মগোপন করবার অপমান থেকে ওকে রক্ষা করবেন। আমি খুঁজে বের করবই, লুকোবার চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। নাম ঠিকানা না জানা পর্য্যন্ত আমি ওকে ছাড়ছি না।"

সার মল্‌বেরী বিদ্রূপভরে নিকোলাসের দিকে তাকাইয়া বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "ছোক্‌রাকে বক্‌তে দেও। ওদের মত অবস্থার ছোঁড়াদের কথায় আমি জবাব দেই না। মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত যদি ও কথা বলেও চলে, তবে ওর সুন্দরী বোনের খাতিরেই ওর মাথা ভাঙ্গা যাবে না।"

নিকোলাস্ বলিল, "তুমি অতি ঘৃণিত, কাপুরুষ, বদমাস। তোমার কথা জগতে ঘোষণা ক'রে দেওয়াই হবে। কে তুমি, তা আমি জান্‌তে পার্‌বই; তুমি সারারাত ধ'রে যদি পথে পথে বেড়াও, আমি তোমায় ছাড়ব না! ঠিক তোমার বাড়ীতে হাজির হব।"

সার মল্‌বেরী মদের গ্লাসটা চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার মনে হইল, উহা ছুড়িয়া তিনি নিকোলাসের মাথা ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি গ্লাসে মদ ঢালিয়া বিদ্রূপভরে হাসিতে লাগিলেন।

চেয়ার টানিয়া লইয়া নিকোলাস্ দলের সম্মুখে বসিল। তার পর বেহারাকে ডাকিয়া দাম চুকাইয়া দিল।

সে বেহারাকে বলিল, "এই লোকটার নাম জান?"

সার মল্‌বেরী হাসিয়া উঠিলেন। দুই জন সঙ্গীও হাসিল বটে, কিন্তু সে হাসির শব্দ এবার তেমন শোনা গেল না।

বেহারা ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিল, "ঐ ভদ্রলোকটির কথা বল্‌ছেন? না, মশাই, জানিনে।" তাহার কণ্ঠে সশ্রদ্ধ ভাব ফুটিল না।

সার মল্‌বেরী বলিলেন, "ওহে শোন ত। এই লোকটার নাম জান?"

সে বলিল, "না মশাই।"

নিকোলাসের নামের কার্ডখানা তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া সার মলবেরী বলিলেন, "এখানা প'ড়ে দেখ্‌লেই নাম জান্‌তে পারবে। জানা হয়ে গেলেই ওখানা আগুনে ফেলে দিতে পার।"

লোকটা দোলায়মান চিত্তে একবার নিকোলাসের দিকে চাহিল। তার পর মাঝামাঝি রফা করিয়া সে কার্ডখানা তাকের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দুই বাহু যুক্ত করিয়া, ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া শান্তভাবে নিকোলাস্ বসিয়া রহিল। সে যে সার মলবেরীর অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার ব্যবহারে তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

দলের মধ্যে যিনি যুবক, তিনি বন্ধুর এই প্রকার ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, নাম ও ঠিকানা দেওয়া কর্ত্তব্য। সার মলবেরী তখন সুরাপানে বেশ মাতাল হইয়াছিলেন। তিনি দুর্ব্বলচেতা যুবক বন্ধুকে বলিলেন যে, এ বিষয় লইয়া তিনি যদি আরও প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি যেন সার মলবেরীকে একা থাকিতে দেন। ইহার পর যুবক বন্ধু এবং অপর দুই জন সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন নিকোলাস ও সার মল্‌বেরী ছাড়া আর কেহ তথায় রহিল না।

নিকোলাসের মনে হইল, সময় আর কাটিতে চাহে না। কিন্তু সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সার মল্‌বেরী হক্ গদির উপর পা রাখিয়া একটু একটু করিয়া সুরাপান করিয়া চলিলেন।

এইরূপে এক ঘণ্টারও অধিক কাল চলিয়া গেল। সে বার কয়েক ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে লোকটির পানে চাহিল। সার মলবেরী এমন ভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কেহই সেখানে উপস্থিত নাই।

অবশেষে তিনি হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর দর্পণের কাছে গিয়া নিজেকে লক্ষ্য করিয়া নিকোলাসের দিকে উপেক্ষাভরে ফিরিয়া চাহিলেন। নিকোলাসও দৃঢ়ভাবে তাঁহার দিকে চাহিল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি ঘণ্টা-ধ্বনি করিলেন। তার পর বেহারাকে ডাকিয়া গায় ওভার-কোট চড়াইলেন।

লোকটা দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল।

সার মলবেরী তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তখন নিকোলাস ও মলবেরী ছাড়া আর কেহ তথায় রহিল না।

সার মলবেরী ঘরের মধ্যে বার কয়েক পাদচারণা করিয়া শীষ দিতে লাগিলেন। তার পর শেষ পাত্র সুরা পান করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চলিলেন। রাগে নিকোলাস কাঁপিতেছিল। সে তখন তাঁহার পশ্চাতে চলিল। উভয়ে একই সময়ে রাজপথে উপনীত হইল।

সম্মুখে একখানা বাড়ীর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সহিস প্রভুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোড়ার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

চাপা স্বরে নিকোলাস বলিল, "আপনার পরিচয় দেবেন কি না?"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "না, না।"

নিকোলাস বলিল, "আপনি যদি ভেবে থাকেন, গাড়ী চড়লেই আমার হাত এড়াবেন, সেটা মস্ত ভুল। আমি আপনার সঙ্গে যাব। যদি পাদানীতে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, তাতেও রাজি।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তোমায় আমি ঘোড়ার চাবুক পেটা করব।"

নিকোলাস বলিল, "তুমি পাজি, বদ্‌মাস।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তুমি পথের ভিখিরী।"

নিকোলাস বলিল, "আমি পল্লীভদ্রলোকের সন্তান। শিক্ষায় ও জ্ঞানে তোমার সমতুল্য। অন্য সব বিষয়ে তোমার চেয়ে আমি ঢের বড়। তোমাকে আবার বল্‌ছি, মিস্ নিকলবি আমার সহোদরা। তোমার পশুর মত আচরণের কৈফিয়ৎ তুমি আমায় দেবে কি না বল?"

"যোগ্য পাত্র হ'লে তাকে দেব। তোমাকে দেব না।" বলিয়া সার মলবেরী ঘোড়ার লাগাম তুলিয়া লইলেন। "কুকুর, স'রে দাঁড়া। উইলিয়ম, ঘোড়ার মুখ ছেড়ে দেও।"

এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া লাগাম টানিয়া ধরিয়া নিকোলাস বলিল, "খবরদার। ওর ঘোড়ার উপর কোন ক্ষমতা নেই, মনে রেখ। তুমি যেতে পাবে না—তোমার পরিচয় না দিয়ে এক পা যেতে পাবে না বল্‌ছি।"

সহিস ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে জানিত, ঘোড়া অত্যন্ত তেজস্বী, মুখ ছাড়িয়া দিলে তাহাকে কায়দা করা অসম্ভব হইবে।

তাহার প্রভু বলিলেন, "ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।"

সহিস মুখ ছাড়িয়া দিল। তেজস্বী অশ্ব এমন বেগে ধাবিত হইল যে, গাড়ীখানা যেন উলটাইয়া গিয়া শতখণ্ডে ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু নিকোলাস, বিপদ সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া ঘোড়ার লাগাম টানিয়া ধরিল। ক্রোধে তখন সে আত্মবিস্মৃতপ্রায়।

"তুমি ছেড়ে দেবে কি না?"

"তোমার পরিচয় দেবে কি না?"

"না!"

"না!"

কথা বলিতে যতক্ষণ গেল, তাহার পরেই সার মলবেরী চাবুকখানা লইয়া নিকোলাসের মস্তক ও স্কন্ধে ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। ধস্তাধস্তিতে চাবুকের দণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। যে দিকটা খুব ভারী, তাহা নিকোলাসের হাতে রহিয়া গেল। তাহার সাহায্যে সে প্রতিযোগীর মুখে এমনভাবে আঘাত করিল যে, লোকটার চক্ষু হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। ঘোড়াটা তখন উন্মত্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছিল। নিকোলাসের চোখে আলোকপুঞ্জ ফুটিয়া উঠিল। সে গাড়ী হইতে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—সে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজপথে তখন মানুষের কোলাহল। সকলেই ছুটিয়া পলায়ন করিতেছিল। গাড়ী তখন ভীষণভাবে পথের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বহুলোক সেই দিকে দৌড়াইতেছে। হঠাৎ একটা উচ্চ চীৎকার উত্থিত হইল। ভারী পদার্থ চূর্ণ হইবার শব্দ শোনা গেল। জনতা দূরে গিয়া সমবেত হইল, তখন সে কোন কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইল না।

সকলের দৃষ্টি তখন গাড়ীর দিকে নিবদ্ধ, কেহই তাহার খোঁজ লইল না। সে বুঝিল, এখন লোকটার অনুসরণ করা উন্মত্ততার পরিচায়ক হইবে। সে পাশের একটা গলি-পথে প্রবেশ করিল। তাহার শরীর তখন টলিতেছিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিবার সময় সে অনুভব করিল যে, তাহার আনন বাহিয়া রক্তের ধারা চুঁয়িয়া পড়িতেছে।

৩৩

স্মাইক ও নিউম্যান নগস্ তখন ঘরে বসিয়া নিকোলাসের প্রত্যাবর্ত্তন উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। ক্রমেই রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে, এখনও নিকোলাসের দেখা নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু বহুক্ষণ সে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে বাহিরে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। নিউম্যান দৌড়িয়া নিকোলাসকে আনিবার জন্য নামিয়া গেল। নিকোলাসকে তদবস্থায় দেখিয়া সে বিস্ময়ে ও ভয়ে স্থাণুর মত দাঁড়াইল।

তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিকোলাস বলিল, "ভয় পেয়ো না। বেশী কিছু ক্ষতি হয়নি। জলে ধুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নিকোলাসের পৃষ্ঠ ও বাহুমূলে হাত দিয়া নিউম্যান বলিল, "ক্ষতি হয় নি! কি করেছেন আপনি?"

নিকোলাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি। একাংশ আমি শুনেছি, বাকিটা অনুমান ক'রে নিয়েছি! কিন্তু এ দাগ ধুয়ে ফেলবার আগে তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনতে চাই। আমি এখন শান্ত হয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। যা করবার, তা আমি করব। এখন বন্ধু, কোন কথা গোপন না ক'রে সব ব'লে যাও। রালফ নিকলবি এখন কিছুই করতে পারবে না।"

নিউম্যান বলিল, "আপনার পোষাক অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, আপনি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। মনে হয়, ভারী যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার। দেখি কোথায় আপনার লেগেছে।"

নিকোলাস কোন রকমে বসিয়া বলিল, "আঘাত সামান্য। অল্পেই সেরে যাবে। যদি আমার সব শরীর চূর্ণ হ'ত, অথচ জ্ঞান থাকত, তবুও আমি তোমার কাছে স কথা শুনতাম। আমার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার আগে আমাকে সব কথা খুলে বল—সব জানবার অধিকার আমা আছে। শোন, নিউম্যান, তুমি আমাকে আগে বলেছিলে তোমার এক বোন্ ছিলেন তোমার চুর্দ্দশ ঘটব

আগেই তিনি মারা গেছেন। তাঁর কথা মনে করেই আমাকে সব কথা ব'লে ফেল।"

"হ্যাঁ, আমি আপনাকে সব কথাই বলছি।"

অতঃপর নিউম্যান যাহা জানিত, সবই যথাযথ বলিয়া গেল। নিকোলাস অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সব শুনিতে লাগিল—একবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না।

কথা বলা শেষ হইলে, নিউম্যান নিকোলাসের কোট খুলিয়া লইল। তারপর নানাস্থান হইতে সে তৈল ও প্রলেপ আনিয়া নিকোলাসের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল। কেমন করিয়া শরীরে আঘাত লাগিল, নিকোলাস সে কথা বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে নিউম্যান এত উত্তেজিত হইয়া পড়িল যে, প্রলেপ দিবার সময় সে নিকোলাসের ক্ষতস্থান জোরে ঘষিতে লাগিল। যেন সে নিজেই স্যার মলবেরী হকের উপর প্রতিশোধ লইতেছিল। নিকোলাস ব্যথায় কাতর শব্দ করিয়া উঠিল।

ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবার পর উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিল। নিকোলাস নিউম্যানকে জানাইল যে, পরদিবস সকালে সে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে, সুতরাং এমন ব্যবস্থা করা চাই যে, সকালেই তাহার জননীকে সে বাসা হইতে সরাইয়া আনিতে হইবে। মিস্ লা ক্রিভিকে সেজন্য মাতার নিকট পাঠাইতে হইবে। তারপর নিকোলাস স্মাইককে সঙ্গে লইয়া যে পান্থশালায় শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তথায় চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া সে অগ্রে রালফ্ নিক্লবির নামে একখানা পত্র লিখিয়া রাখিল। কাল নিউম্যানকে দিয়া সে পত্রখানি পাঠাইয়া দিবে। তার পর সে বিশ্রামের জন্য শয্যায় শয়ন করিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর নিকোলাস ক্ষতজনিত ব্যথা অনুভব করিলেও বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। একটু চলা-ফেরা করিতেই ব্যথাটা অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিল। তখন সে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া কেট যেখানে থাকে, সেইখানে যাত্রা করিল। নিউম্যানের কাছে সে ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিল।

যথাসময়ে সে ম্যাডাগ্যান্ প্লেসে পৌছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, এত সকালে বাড়ীর কেহ হয় ত উঠে নাই। কিন্তু সেখানে পৌছিয়া দেখিল, এক জন পরিচারিকা সম্মার্জ্জনী-সাহায্যে দ্বারপ্রান্ত পরিষ্কার করিতেছে। পরিচারিকাকে বলিতেই সে এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া দিল। তাহার হাতে একখণ্ড মুদ্রা অর্পণ করিতেই সে কেটকে ডাকিয়া দিবার জন্য চলিয়া গেল। কেট তখন গৃহসংলগ্ন বাগানে বেড়াইতেছিল।

অল্প পরেই সে লঘু ও দ্রুত পরিচিত পদধ্বনি শুনিতে পাইল। সে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কেট তাহার দাদার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"বোন্ আমার, কি বিবর্ণই হয়ে গেছ তুমি।"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কেট বলিল, "দাদা, কি কষ্ট, কি দুঃখই আমি পাচ্ছি। এখানে আমাকে রেখে যেও না, দাদা। তা হ'লে আমি ম'রে যাব।"

নিকোলাস বলিল, "আমি কোথাও তোমাকে রাখবো না। আর কখনো তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না, বোন। এখন বল, আমি ঠিক কাজ করেছিলুম কি না। আমি তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলুম, ভালর জন্যই। তখন জগৎটাকে জান্‌তাম না। এখন সব জেনেছি। দুঃখ আমিও কম পাইনি, বোন্। আমারও জীবনে পরীক্ষা হয়ে গেছে।"

"দাদা, দাদা! তুমি অধীর হয়ো না। আমি ত তোমাকে জানি।"

নিকোলাস বলিল, "তোমাকে যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য আমি কত অনুতাপই করছি। আমার সমস্ত শরীরে রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছে। তোমাকে এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে। কাল রাত্রে এখানে তোমার থাকাই উচিত হয় নি। কিন্তু আমি তখন কিছুই জানতাম না। যাবার আগে কার কাছে কথা কইতে হবে বল ত?"

সেই মুহূর্ত্তে বাড়ীর কর্ত্তা মিঃ উইটিটারলি সেখানে প্রবেশ করিলেন। কেট তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। নিকোলাস তখনই তাঁহাকে বলিল যে, সে তাহার ভগিনীকে এখনই এখান হইতে লইয়া যাইবে।

কর্ত্তা বলিলেন, "চৌদ্দ দিনের নোটিশের অর্দ্ধেকও এখনো হয় নি। সে জন্য—"

বাধা দিয়া নিকোলাস বলিল, "ঐ চৌদ্দ দিনের বেতনের দাবি ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমার বোন্‌কে এখুনি এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ির জন্য অপরাধ নেবেন না। ওর জিনিষপত্র যা আছে, আপনার অনুমতি হ'লে, পরে লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাব।"

মিঃ উইটিটারলি কোনও আপত্তি করিলেন না। চিকিৎসক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর সহিত কেটের বনিবনাও হইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে কেট চলিয়া গেলেই মঙ্গল।

মিঃ উইটিটারলি কাসিতে কাসিতে বলিলেন, "মিস্ নিকলবির যে সামান্য বেতন পাওনা আছে, তা আমার কাছে পরে পাবেন।"

নিকোলাস কালবিলম্ব না করিয়া সহোদরাকে লইয়া ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে গাড়ী ছুটিল। মা যেখানে বাস করিতেছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে কেটকে নামাইয়া দিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি উপরে যাইতে বলিল।

নিউম্যান একটা গাড়ী ডাকিয়া লইয়া জিনিষপত্র তাহাতে তুলিয়া দিতেছিল। মিস্ লা ক্রিভি পূর্ব্বেই আসিয়া মিসেস্ নিকলবির নিকট আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত

করিয়াছিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া মিসেস্ নিকলবিকে কোনও কথা বুঝান যায় না। তিনি খুটিনাটি ব্যাপার লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

পুত্রকে দেখিয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "বাবা নিকোলাস, তোমার জ্যেঠাকে একবার জিজ্ঞাসাই কর না কেন, কি জন্য তিনি এ সব করেছেন ?"

নিকোলাস বলিল, "মা, জিজ্ঞাসা করবার সময় এখন চলে গেছে। এখন একটামাত্র পথ আছে, তাঁকে একদম ছেঁটে ফেলা। তোমার নিজের সুনাম ও সম্মান রক্ষা করবার জন্য এই জঘন্য ব্যাপার প্রকাশ পাওয়ার পর এক দণ্ডও আর এখানে থাকা চলে না।"

মাতা বলিলেন, "সে কথা ঠিক। সে একটা নিষ্ঠুর রাক্ষস। আগে আমি এ সব বিশ্বাস করতাম না।"

নিকোলাস বলিল, "আমিও না—কোন লোকই বিশ্বাস করতে পারে না।"

মিসেস্ নিকোলাস বলিলেন, "হা ভগবান! সার মলবেরী হক এমন পাষণ্ড বদমাস! মিস্ লা ক্রিভি বলেছেন, তার মত পাষণ্ড লম্পট দেখা যায় না। অথচ আমি তার সঙ্গে কেটের বিয়ে দেবার কল্পনা করেছিলাম!"

কেট ও নিকোলাস তখন যাবতীয় সরঞ্জাম ও জিনিষপত্র গুছাইয়া নীচে পাঠাইতে লাগিল। তার পর জননীকে বলিল, "মা, আর দেরী নয়। নীচে গাড়ী রয়েছে। সোমবার পর্য্যন্ত আমাদের পুরোনো বাসায় থাকব।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "সেখানে সব রকম বন্দোবস্ত আছে। আপনারা সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত। চলুন, নীচে নামা যাক্।"

কিন্তু মিসেস্ নিকল্বি, কোনও জিনিষ পড়িয়া রহিল কি না, সে জন্য আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। তার পর নীচে নামিয়া সব জিনিষ তদারক করিয়া দেখিলেন। মাতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিকোলাস গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল, বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছিল না।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পর নিকোলাস্ নগস্কে একখানা পত্র দিল। উহা রালফ নিকোলাসকে দিতে হইবে। বাড়ীর চাবীও তাহার হাতে প্রদান করিল। তবে গতরাত্রির ঘটনার কথা যেন সে রালফকে প্রকাশ না করে। আপনা হইতেই কথাটা প্রচারিত হইবে।

নিউম্যান মাথা নাড়িল।

নিকোলাস বলিল, "আমি সব খবর নিজেই নেব।"

নিউম্যান বলিল, "আপনি যে রকম ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করা আপনার উচিত।"

উপেক্ষাভরে নিকোলাস হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় দিল।

নিউম্যান তাহার মনিবের বাড়ী পৌঁছিল। আপিসে প্রবেশ করিয়া প্রাচীর-গাত্রে টুপিটা টানাইয়া রাখিয়া সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

নিউম্যান মনিবের কক্ষে প্রবেশ করিলে, তিনি বলিলেন, "ডাক এসেছে ?"

"না।"

"অন্য কোন চিঠি এসেছে ?"

প্রভুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া নিউম্যান বলিল, "একখানা আছে।"

চিঠিটা হাতে লইয়া রালফ্ বলিলেন, "এটা কি ?"

নিউম্যান বলিল, এই চিঠির সঙ্গে চাবিটা এসেছে। একটা ছেলে ১৫ মিনিট আগে এটা দিয়ে গেল।"

রালফ্ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া চিঠি খুলিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"আপনার সব পরিচয় এখন পাইয়াছি। যে লজ্জাজনক কাজ আপনি করিয়াছেন, তাহার হাজার ভাগের এক ভাগের উপযোগী তিরস্কার-বাণীও আমি আপনার উপর চাপাইব না। কারণ, আপনার পাষাণ হৃদয় তাহাতে বিন্দুমাত্র বিমূঢ় হইবে না।

"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং কবরে যাইবার জন্য আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম। আপনার জীবনের স্মৃতি আপনার অপবিত্র অন্তরে জাগ্রত থাকুক্ এবং আপনার মৃত্যুশয্যায় স্মৃতির কালোদাগ আপনার কাছে গাঢ় হইয়া দেখা দিবে।"

রালফ্ দুইবার পত্রখানি পড়িলেন। তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটী ঘনাইয়া আসিল। তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পত্রখানা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া কক্ষতলে উড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি মুঠা খুলিলেন না—যেন পত্রখানি হাতেই আছে।

সহসা তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং নিউ-ম্যানের দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। কিন্তু নিউম্যান অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পশ্চাদ্ভাগ তাঁহার দিকে ফিরান ছিল। সে যেন তখন অন্যমনস্কভাবে অন্য কথা ভাবিতেছিল।

৩৪

মিঃ ম্যান্টালিনী নিউম্যানকে কহিলেন, "আমি এতক্ষণ ধ'রে ঘণ্টা বাজাচ্ছি; তুমি শুনতেই পাচ্ছ না।"

নিউম্যান বলিল, "আমি মাত্র একবার ঘণ্টার শব্দ শুনেছি।"

মিঃ ম্যান্টালিনী বলিলেন, "তা হ'লে তুমি বদ্ধ কালা দেখছি।"

তিনি তখন রালফের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। নিউম্যান পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাহার

প্রভুর শরীর সুস্থ নহে। খুব জরুরী কাজ না হইলে তিনি কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।

মিঃ ম্যান্টালিনী তখন তাঁহার নামের কার্ড নিউ-ম্যানের হাতে দিলেন। নিউম্যান রালফের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিরূপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন।

নিউম্যান মিঃ ম্যান্টালিনীর আগমনের কথা জানাইলে রালফ্ তাঁহাকে আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

মিঃ ম্যান্টালিনী রালফের করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আজ আপনার এমন বিশ্রী চেহারা দেখ্ছি কেন?"

রালফ বলিলেন, "এখানে এখন কেউ নেই। আপনার কি দরকার, তাই বলুন।"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "কি দরকার? হা, হা, হা! কি দরকার! তাই ত!"

রালফ্ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কাজের কথাই বলুন না, মশাই।"

"টাকা, টাকা! খতের বদলে টাকা।"

রালফ্ বলিলেন, "টাকার বাজার বড় চড়া।"

"তা জানি বলেই চাইছি।"

রালফ্ বলিলেন, "সময় বড় খারাপ চলেছে। কাকে বিশ্বাস করব, কাকে করব না, তা বুঝতে পারছি না। এখন ব্যবসা চালাতে আমি চাইনে। তবে আপনি বন্ধু যখন,—কত টাকার বিল?"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "বিল দুখানা। ৭৫ পাউণ্ড।"

"তারিখ?"

"একটার দুমাস, অন্যটা ৪ মাস।"

রালফ বলিলেন, "বেশ, আমি কিনে নেব। তবে শুধু আপনি বলেই দিচ্ছি, সেটা মনে রাখ্বেন। আমি ২৫ পাউণ্ডের বেশী দেব না।"

ম্যান্টালিনীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল।

রালফ টাকা দিয়া বিল লইলেন। কাজ সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময় আবার ঘন্টাধ্বনি হইল। নিউম্যান ম্যাডাম ম্যান্টালিনীকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "তুমি এখানেও এসেছ?"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "হ্যাঁ প্রিয়তমে।"

ম্যাডাম বলিলেন, "তোমার লজ্জা নেই। কিন্তু আমার মাথা লজ্জায় কাটা যায়।"

ম্যান্টালিনী দমিবার পাত্র নহেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "মিঃ নিকলবি, আমি এরকমভাবে চল্তে দেব না। আপনি সাক্ষী থাকুন।"

রালফ্ বলিলেন, "এ ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না। নিজেদের ব্যাপার নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা ক'রে নিন।"

ম্যাডাম বলিলেন, "তবু শুনে রাখুন। উনি ভারী বাজে ব্যয় করেন। এমন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। ক্রমেই উনি সীমা অতিক্রম ক'রে চলেছেন।"

রালফ্ বিদ্রূপভরে বলিলেন, "তা কিন্তু আমি জান্তাম না।"

ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বল্ছি। ওঁর জন্য আমার দুঃখের অবধি নেই—জীবনটা তেত ক'রে দিয়েছেন। ওঁর জন্য সর্ব্বদা দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা—কখন্ কি ক'রে বসেন। তা ছাড়া, আজ সকালেই আমাকে না জানিয়ে আমার বাক্স থেকে কখানা কাগজ সরিয়ে নিয়েছেন।"

মিঃ ম্যান্টালিনী অস্ফুটস্বরে গোঁ গোঁ করিয়া উঠিলেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "গত শোচনীয় দুর্ঘটনার পর আমাকে বাধ্য হয়ে মিস্ ন্যাগ্‌কে অনেক টাকা দিয়ে কারবার রাখতে হয়েছে। ওঁর বদখেয়ালের জন্য আমি আর টাকা দেব না। আমি জানি, আমার দলীলপত্র নিয়ে উনি সোজা আপনার কাছে এসে দলীল ভাঙ্গিয়ে টাকা নিয়েছেন। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

পত্নীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ম্যান্টালিনী একটি মোহর লইয়া একটা চোখের উপর রাখিয়া ইঙ্গিত করিলেন। রালফ্ তাহা দেখিতে পাইলেন। কাজ শেষ হইলেই ম্যান্টালিনী মোহরটি পকেটে ফেলিয়া গোঁ গোঁ করিয়া যেন অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "এখন থেকে ওঁকে বছরে একশ কুড়ি পাউণ্ড ক'রে হাত-খরচ ও কাপড়-চোপড়ের খরচের জন্য বেঁধে দেবো, ওতেই ওঁর চ'লে যাবে।"

ম্যান্টালিনী বলিয়া উঠিলেন, "না, না, এ সত্য হতে পারে না। নিশ্চয় আমি স্বপ্ন দেখছি।"

রালফ্ বলিলেন, "এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ টাকাতেই তাঁকে চালাতে হবে।"

ম্যান্টালিনী বলিলেন, "না, না, এটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখছি। এ হতেই পারে না।"

ম্যাডাম বলিলেন, "আলফ্রেড, তোমার নিজের বুদ্ধির দোষেই আমাকে এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে।"

মস্তকে করাঘাত করিয়া স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "আমি পাজি শয়তান! আমি এ জীবন রাখব না—টেম্‌সে ডুবে মরব। উনি বিধবা হবেন।"

ম্যাডাম কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আলফ্রেড, তুমি কি নিষ্ঠুর!"

"না, না, আমি টাকা চাইনে। আমি মরব!"

ম্যাডাম, স্বামীর এই ভীতি-প্রদর্শনে শঙ্কিতা হইলেন। তার পর আপোস হইয়া গেল যে, ম্যাডাম আপাততঃ কোনও নূতন বন্দোবস্ত করিবেন না। যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে থাকিবে।

রালফ এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন।

ম্যাডাম অবশেষে বলিলেন, "মিঃ নিকলবি, কাজ ত শেষ হ'ল, এখন আমরা যাই।"

ম্যাণ্টালিনী রাল্‌ফকে একধারে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “ভাল কথা, আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি। আপনার বন্ধু সার মলবেরীর কি হয়েছে শুনেছেন? এমন ব্যাপার বড় একটা দেখা যায় না।”

রাল্‌ফ বলিলেন, “কি বল্‌ছেন আপনি?”

“আপনি জানেন না কিছু?”

রাল্‌ফ বলিলেন, “কাগজে দেখছিলুম, তিনি গাড়ী উল্‌টে প'ড়ে গেছেন। তাঁর জীবনেরও কিছু আশঙ্কা আছে। তা এতে এমন অসাধারণত্ব কি আছে? এমন ব্যাপার ত সর্ব্বদাই ঘট্‌ছে।”

ম্যাণ্টালিনী বলিলেন, “তা হ'লে আপনি কিছুই জানেন না। এটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। আপনার ভাইপো তাঁকে আক্রমণ ক'রে মেরে ফেল্‌তে গিয়েছিল।”

মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাল্‌ফ বলিয়া উঠিলেন, “কি বল্লেন?”

“ঠিক কথাই বলছি। ঘরোয়া ব্যাপারের এটা পরিণতি।”

রাল্‌ফ বিশুষ্কমুখে বলিলেন, “আপনি কার কাছে এ সব কথা শুনেছেন?”

“কেন? মিঃ প্যাইক বলেছেন।”

“কি বলেছেন তিনি?”

“ব্যাপারটা এই। একটা কফিখানায় আপনার ভাইপোর সঙ্গে সার মলবেরীর দেখা হয়েছিল। আপনার ভাইপো তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর গাড়ীতে উঠে এমনভাবে সার মলবেরীর মুখ ভেঙ্গে দিয়েছে যে, তিনি গাড়ী থেকে প'ড়ে যান। ঘোড়াও লাফিয়ে উঠেছিল, দুজনেই পড়ে গিয়েছিল।”

রাল্‌ফ বলিলেন, “মারা গিয়েছে ত? সে মারা পড়েছে ত?”

মাথা নাড়িয়া ম্যাণ্টালিনী বলিলেন, “না, না, তার কিছুই হয়নি। দিব্যি হেঁটে চ'লে গেছে। আপনি এ সব শোনেন নি?”

রাল্‌ফ বলিলেন, “না। ঝগড়ার কারণটা কি?”

“তা বুঝি জানেন না? আপনার সেই সুন্দরী ভাইঝিকে নিয়েই যত কাণ্ড।”

দম্পতি তার পর বিদায় লইলেন।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রাল্‌ফ আপন মনে বলিলেন, “তাই ত, শয়তান আবার ছাড়া পেয়েছে। আমার সব কাজ পণ্ড ক'রে দিলে। আমার কাজ পণ্ড করবার জন্যই ও জন্মেছে। পদে পদে তাই করছে। সে বলেছিল, একদিন বোঝাপড়া হবে—তার ভবিষ্যৎবাণী সফল হবার দিন এলো নাকি?”

নিউম্যান দ্বারপথে গলা বাড়াইয়া বলিল, “আপনি এখন বাড়ী আছেন ত?”

“না।”

নিউম্যান বলিল, “ঠিক বল্‌ছেন ত?”

“বোকাটা বলে কি!”

নিউম্যান করে কর ঘর্ষণ করিয়া বলিল, “লোকটা অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার গলার স্বরও চিন্‌তে পেরেছে।”

“কে সে?”

কিন্তু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লোকটি স্বয়ং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, “ভারী বিস্ময়ের কথা! মিঃ স্কুইয়ারস্—আপনি!”

স্কুইয়ারস্ বলিল, “হ্যাঁ, আমি। সঙ্গে আমার ছেলে মাষ্টার স্কুইয়ারস্।”

রালফ বলিলেন, “তার পর আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?”

“তিনি ভালই আছেন।”

রালফ বলিলেন, “সেই বদমাসটার আক্রমণের আঘাত আপনার সেরে গেছে ত?”

“সেরেছে। সর্ব্বাঙ্গে আঘাত লেগেছিল। অনেক দিন বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে হয়েছিল। ওয়াক্‌ফোর্ড, আচ্ছা বল ত, আমি তখন চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, না আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছিলাম?”

পুত্র বলিল, “চেঁচিয়েছিলে।”

“আচ্ছা, ছেলেরা আমার অবস্থা দেখে খুসী হয়েছিল, না দুঃখবোধ করেছিল?”

বালক বলিল, “খুসী—”

তাড়া দিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, “এ্যাঁ!”

পুত্র বলিল, “না, দুঃখিত হয়েছিল।”

পিতা বলিল, “যখন প্রশ্নের উত্তর দেবে, ভেবে চিন্তে বল্‌বে। ধাঁ ক'রে যা তা বলো না।”

রালফ বলিলেন, “ডাক্তার ডাক্‌তে হয়েছিল না কি?”

“তা হয়েছিল বৈ কি! অনেক টাকা খরচ হয়েছিল, তবে আমি সব শোধ ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আমার পকেট থেকে এক কপর্দ্দকও যায় নি।”

“কি রকম?”

“ক'জন ব্যবসায়ীর ছেলেকে বেছে নিলাম। তাদের দরুণ চিকিৎসার টাকা পাওয়া যাবে জান্‌তাম। একটা বাড়ীতে ছোঁয়াচে ব্যায়রাম ছিল। একটা ছেলেকে সেখানে কদিন রাখতেই তার অসুখ হ'ল। সেই ঘরে আর চারটে ছেলেকে ভাত দিলাম। পাঁচ জনেই ব্যায়রামে ভুগতে লাগল। ডাক্তার এসে এক ভিজিটে পাঁচ জনকেই দেখে যেতেন। পাঁচটা ছেলের জন্য আলাদা আলাদা বিল করলাম। যা খরচ হ'ল পাঁচ জনের ঘাড়ে চাপিয়ে পাঁচ গুণ আদায় হয়ে এল। ছেলেদের বাবারা সে টাকা শোধ ক'রে দিল। হা! হা! হা!”

রাল্‌ফ বলিলেন, “ভারী চমৎকার কৌশল ত!”

স্কুইয়ারস্ বলিল, “এ রকম আমরা প্রায়ই ক'রে থাকি। মিসেস্ স্কুইয়ারসের যখন খুক-খুকে কাসি হ'ল, ওয়াক্‌ফোর্ডকে

তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলাম। সে আবার এক ডজন ছেলের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে দিলে। ছেলেদের ঘাড় দিয়েই তাঁর চিকিৎসার ব্যয়টা উঠে এল। হা! হা! হা!"

রাল্‌ফ অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, স্কুইয়ারস্‌ এ সময়ে সহরে আসিয়াছেন কেন?

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "নতুন ছেলে সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য।"

রাল্‌ফ বলিলেন,"আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

পুত্রকে অন্য দিকে খেলা করিতে আদেশ দিয়া স্কুইয়ারস্‌ রাল্‌ফের কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রাল্‌ফ বলিলেন, "আপনার উপর যে অত্যাচার হয়েছিল, তা নিশ্চয় আপনি ভুলতে পারেন না, কেমন? প্রতিশোধ দেওয়ার সুযোগ পেলে তাও ছাড়বেন না ত?"

স্কুইয়ারস্‌ মাথা নাড়িয়া সে কথা স্বীকার করিল।

রাল্‌ফ্‌ বলিলেন, "সে যে ছেলেটাকে সঙ্গে ক'রে এনেছে, সে কে?"

স্কুইয়ারস্‌ তাহার নাম বলিল।

"সে ছেলেমানুষ, না বড়? সুস্থ সবল, না রোগা? সহজে বশ্যতা স্বীকার করে, না বিদ্রোহভাবাপন্ন?"

"না, বালক সে নয়। বছর কুড়ি বয়স হ'তে পারে। তবে তত বড় দেখায় না। বুদ্ধিটা কম। ওর কেউ নেই।"

রালফ বলিলেন, "ওকে খুব প্রহার করা হ'ত?"

"তা হত বৈ কি।"

"সামান্য টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করবার সময়, আপনি বলেছিলেন, ছেলেটির আত্মীয়-স্বজন অনেক দিন আগেই তাকে পরিত্যাগ করেছিল। আপনি অনেক সন্ধান করেও তার পরিচয় জানতে পারেন নি। এটা কি সত্য কথা?"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "সব সত্য। আমার খাতায় ১৪ বছর আগে ওকে ভর্ত্তি করা হয়। এক জন বিদেশী লোক ওকে আমার ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম তিন মাসের মোট টাকাটা সে সময়ে আমাকে লোকটা দিয়েছিল। ছেলেটার বয়স তখন ৫ কি ৬ বছর হ'তে পারে।"

রালফ্‌ প্রশ্ন করিলেন, "ওর সম্বন্ধে—আপনি আর কি জানেন?"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "বেশী কিছু জানিনে। ছ'বছর কি আট বছর ধ'রে টাকা এসেছিল। তার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। লোকটা লণ্ডনের ঠিকানা দিয়েছিল। কিন্তু খোঁজ যখন করা হ'ল, দেখা গেল, সে ঠিকানার কোন লোকই কিছু জানে না। কাজেই ছেলেটাকে আমি দয়া ক'রে পালন করছিলাম। তার পর বদমাস নিকল্‌বিটা এসে তাকে নিয়ে পালাল। ঠিক সেই ঘটনার পর ছেলেটার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরের আভাস পেয়েছিলুম। হয় ত বাকি ক'বছরের টাকা আদায় হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হতভাগাটা সব মাটী ক'রে দিয়েছে। নিকলবিটাই নষ্টের গোড়া। আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

রালফ্‌ শিক্ষকের বাহুমূলে হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমরা দু'জনেই হিসাব-নিকেশ ক'রে নেব।"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "হিসাব-নিকাশ! ওর নামে কিছু বাকী রাখতে হবে, পরে শোধ ক'রে নেওয়া যাবে। মিসেস্‌ স্কুইয়ারস্‌ একবার ওর দেখা পেলে হয়। তিনি পেলে ওকে খুন ক'রে ফেল্‌বেন।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "এ সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা হবে। বিবেচনা ক'রে দেখবার সময় আমি চাই। যাদের ভালবাসে, তাদের সাহায্যেই ওকে আঘাত করতে হবে। এই ছেলেটার মারফতে যদি আঘাত করা চলে—"

বাধা দিয়া স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "যেমন ভাবে আঘাত করতে চান করুন, আমার বক্তব্য এই, খুব জোরে আঘাত করা চাই। ব্যস্‌, তা হলেই আমি খুসী। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি, নমস্কার।"

স্কুইয়ারস্‌ তাহার পুত্রের সন্ধানে নিউম্যানের ঘরের দিকে গেল। পুত্র সেখানেই ছিল। পিতা তাহার পুত্রের মাথায় টুপী পরাইয়া দিল। নিউম্যান কাণে কলম গুঁজিয়া তাহার টুলের উপর বসিয়া পিতা-পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "সুন্দর ছেলেটি নয় কি?"

নিউম্যান বলিল, "চমৎকার।"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "বেশ মোটা-সোটা হয়েছে। কুড়িটা ছেলের শরীরের মাংস ওর দেহে আছে।"

স্কুইয়ারসের দিকে চাহিয়া নিউম্যান বলিল, "হ্যাঁ, কুড়ি জনেরই বটে! তারও বেশী! সবই ওর দেহে বর্ত্তেছে। অন্য ছেলেদের ভগবান দেখবেন। হা! হা! —হা ভগবান!"

কথা শেষ করিয়াই নিউম্যান মাথা গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি লিখিতে আরম্ভ করিল।

আরক্ত মুখে স্কুইয়ারস্‌ বলিয়া উঠিল, "লোকটা বলে কি? মাতাল নাকি?"

নিউম্যান কোন উত্তর করিল না।

"পাগল নাকি?"

তথাপি নিউম্যান নিরুত্তর—যেন আর কেহ সে ঘরে উপস্থিত নাই। স্কুইয়ারস্‌ মনে করিল, লোকটা হয় মাতাল, নয় ত পাগল। তখন সেইরূপ মন্তব্য করিতে করিতে পুত্রসহ সে বিদায় লইল।

কেট সম্বন্ধে রালফের যে পরিমাণ স্নেহ ছিল, নিকোলাসের উপর তাঁহার সেই পরিমাণ বা ততোধিক বিরাগ জন্মিয়াছিল। এই ছোকরা তাহার ভগিনীকে রালফের সম্বন্ধে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছে, তাঁহার সংস্রব সংক্রামক ব্যাধির ন্যায়

পরিহর্ত্তব্য বলিয়া বুঝাইয়াছে। রাল্‌ফের ঘৃণা ও ক্রোধ সম্পূর্ণভাবে নিকোলাসের উপর পুঞ্জীভূত হইল। উহাকে শাস্তি দিবার জন্য বৃদ্ধ পাগল হইয়া উঠিলেন।

রাল্‌ফ মনে মনে বলিলেন, "আমার ভাই যখন ওরই মত ছিল, তখন সকলেই তাহাকে প্রশংসা করিত। সে সদাশয়, মুক্তহৃদয়, সাহসী ও সদা প্রফুল্ল ছিল, আর আমি ছিলাম লোভী, অসরল—খালি অর্থ-সঞ্চয় ছিল আমার মূল মন্ত্র। সব আমার মনে আছে।"

নিকোলাসের পত্রখানা শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জগতের এক দল লোক অর্থকে ঘৃণা করে। তার শক্তিকে স্বীকার করে না। আমি তাদের দেখিয়ে দেব, টাকার শক্তি কতদূর।"

রাল্‌ফ নিকলবি অতঃপর অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে শয্যায় শয়ন করিলেন।

৩৫

মাতা ও ভগিনীকে করুণহৃদয়া মিস্ লা ক্রিভির আশ্রয়ে রাখিয়া, স্যর মলবেরী হকের জীবনের আশঙ্কা নাই সংবাদ পাইয়া, নিকোলাস স্মাইকের সন্ধানে গেল। সে বেচারা তখন নিউম্যান নগ্‌সের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার রক্ষাকর্ত্তার কথাই ভাবিতেছিল।

নিকোলাস স্থির করিল, স্মাইককে তাহাদের বাসায় লইয়া গিয়া মাতা ও ভগিনীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে। নিকোলাস মনে মনে বলিল,"তাকে মা বোন নিশ্চয় সদয়-ভাবে গ্রহণ করবেন।"

অবশ্য নিকোলাস জানিত, কেট নিশ্চয়ই স্মাইককে সুদৃষ্টিতে দেখিবে, তবে তাহার মাতার সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। তাহার মাতা হয় ত স্মাইককে সুনজরে নাও দেখিতে পারেন।

"কিন্তু ওর গুণের পরিচয় পেলে, মাও ওকে স্নেহ না ক'রে থাকতে পারবেন না।"

বন্ধু ও রক্ষাকর্ত্তাকে দেখিয়া স্মাইক বলিল, "আমার ভয় হচ্ছিল, হয় ত আপনার আবার নতুন কোন বিপদ ঘটেছে। বিলম্ব দেখে মনে হচ্ছিল, আপনি বুঝি নেই।"

প্রফুল্লভাবে নিকোলাস বলিল, "তাই নাকি! এত শীঘ্র তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে না, তা আমি ব'লে রাখলুম। সমুদ্রে ডুবেও হাজার হাজার বার আমি ভেসে উঠব। যত জোরে আমাকে ডুবিয়ে দেবে, তত জোরেই আমি ভেসে উঠব, বুঝেছ স্মাইক? যাক্, এখন চল, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব।"

সভয়ে পিছাইয়া গিয়া স্মাইক বলিল, "বাড়ী!"

নিকোলাস তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বাড়ী। কেন নয়?"

স্মাইক বলিল, "এক সময়ে আমার ঐ রকম আশা মনে জাগত। দিনরাত, অনেক বছর ধ'রে, দিনরাত ঐ রকম আশা মনে হ'ত। বাড়ী যাবার জন্য আমি অধীর হ'য়ে থাক্‌তুম; কিন্তু এখন—"

করুণ নয়নে স্মাইকের দিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "এখন কি বন্ধু, এখন কি?"

নিকোলাসের হাত চাপিয়া ধরিয়া স্মাইক বলিল, "এখন পৃথিবীর কোন গৃহের লোভে আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারব না। শুধু একটা জায়গা ছাড়া। আমি বুড়ো হবার সুবিধা পাব না, আপনি যদি আমায় নিজের হাতে গোর দেন, মনে হবে, এক একবার আপনার হাসি মুখ আমার কবরের কাছে দীপ্ত হয়ে উঠবে, সেই আশ্বাস নিয়ে আমি মরতে পারব। তখন আমি এক বিন্দু অশ্রুপাত না ক'রে ঘরে যেতে পারব।"

নিকোলাস বলিল, "তুমি এমন ক'রে কথা কচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে থাকতে যদি তুমি সুখ বোধ কর, তবে কেন এ সব কথা বলছ?"

স্মাইক বলিল, "গোরস্থানে সবাই আমরা সমান, সেখানে তফাৎ নেই। কিন্তু এখানে আমার মত কেউ নেই। আমি অতি হতভাগ্য, তা আমি জানি!"

প্রফুল্লকণ্ঠে নিকোলাস বলিল, "তুমি বড় বোকা। অমন মলিন মুখে থেক না। মহিলাদের কাছে অমন বিষণ্ণ হয়ে থাক্‌তে নেই। আমার সুন্দরী বোন্—যার কথা তুমি বারবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছ, তার কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। এই বুঝি তোমার ইয়র্কশায়ারী বীরত্ব? ছিঃ! ছিঃ!"

এ কথায় স্মাইকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিকোলাস বলিল, "বাড়ীর কথা বল্‌তে, আমার বাড়ীই বলেছিলাম। সে বাড়ী তোমারও। বাড়ী মানে, আমি আমার মা বোন্‌কে নিয়ে যেখানে আছি। সে বেদের শিবিরই হোক, আর কুটীরই হোক্। চল, এখন সেখানে যাওয়া যাক।"

স্মাইকের বাহু ধারণ করিয়া নিকোলাস পথে বাহির হইল। পথে নানা বিষয় তাহাকে দেখাইয়া মিস্ লা ক্রিভির ভবনের উদ্দেশে চলিতে লাগিল।

যে ঘরে তাহার ভগিনী একা বসিয়াছিল, তথায় প্রবেশ করিয়া নিকোলাস বলিল, "কেট, এই আমার বিশ্বস্ত ও অনুরাগী বন্ধু—আমার সুখ-দুঃখের সহযাত্রী। এর কথাই তোমায় বলেছিলাম।"

বেচারা স্মাইক লজ্জায় অভিভূত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সহাস্য মুখে কেট যখন তাহার দিকে অগ্রসর হইল এবং মধুর বচনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল, তখন স্মাইকের সেই জড়সড় ভাব অনেকটা কমিয়া গেল। স্মাইক স্খলিত বচনে জানাইল, নিকোলাস তাহার পরিত্রাতা, বন্ধু, সবই। তাহার জন্য সে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে।

মিস্ লা ক্রিভি আসিলে, নিকোলাস তাঁহার সঙ্গেও স্মাইকের পরিচয় করাইয়া দিল। মহিলাটিও স্মাইককে যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

তার পর মিসেস্ নিকলবি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে নিকোলাস্ বলিল, "মা, যারা উৎপীড়িত, বিপন্ন, তুমি চিরদিন তাদের সাহায্য ক'রে এসেছ। সুতরাং এর প্রতি তুমি অনুকূল হবে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "নিশ্চয় নিকোলাস, তোমার যে কোন বন্ধুর আমার উপর দাবী আছে। তবে আগের অবস্থা হ'লে, আমরা ভাল ক'রেই অতিথি-সৎকার করতে পারতাম।"

তার পর কন্যার কাছে গিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভদ্রলোকটি এখানে রাত্রিবাস করিবে কি না।

কেট তাহার মাতার কাণে কাণে বলিল।

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তা আমি জানি। নিকোলাস, তুমি সে কথাটা ত আমায় বলনি। তোমার বন্ধুর নাম কি?"

নিকোলাস বলিল, "ওর নাম স্মাইক।"

নাম শুনিবামাত্র মিসেস্ নিকলবি আসনে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

নিকোলাস দৌড়িয়া গিয়া বলিল, "কি হয়েছে, মা?"

মাতা বলিলেন, "নামটা—ঠিক পাইকের মত। যাক্, আমার সঙ্গে এখন কেউ কথা বলো না। এখুনি আমি প্রকৃতিস্থ হব।"

খানিক পরে মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "নিকোলাস, মিঃ স্মাইক ইয়র্কশায়ার থেকে আস্‌ছেন?"

"হ্যাঁ মা। ওর করুণ ইতিহাস হয় ত তুমি ভুলে যাও নি।"

মিসেস্ নিকোলাস বলিলেন, "না, তা ভুলিনি।"

এইরূপে স্মাইক নিকোলাস-পরিবারে সমাদরে গৃহীত হইল। সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল। তার পর নিকোলাস সংসার প্রতিপালনের উপায় আবিষ্কারের জন্য চিন্তিত হইল। মাতা, ভগিনী ও স্মাইকের প্রতিপালনের ভার তাহার উপর। একটা উপার্জ্জনের পথ ঠিক করিতেই হইবে।

মিঃ ক্রুমেলস্‌এর থিয়েটারের কথা একবার তাহার মনে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভগিনী সম্মত হইলেও তাহার মাতা তাহাকে অভিনেতার জীবন-যাপন করিতে দিবেন না। বিশেষতঃ মফঃস্বলে অভিনয় করিয়া কোনও দিনই সে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া দেশ হইতে দেশান্তরে ভগিনীকে লইয়া বেড়ানও সঙ্গত নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে কেট কোনও দিনই উন্নততর জীবন-যাপনের সুযোগ পাইবে না। না; নিকোলাস অভিনেতার কার্য্য আর করিবে না।

তবে সে কি করিবে? তাহার কাছে যে অর্থ আছে, তাহা যৎসামান্য। এই অর্থ ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহাকে একটা কাজ খুঁজিয়া লইতে হইবে। সহসা তাহার মনে হইল, চাকরী রেজিষ্ট্রারের আপিসে সে অনুসন্ধান করিবে।

দ্রুতপদে সে সেই আপিসের দিকে চলিল। পূর্ব্বোক্ত আপিসটি পূর্ব্বের মতই আছে। সে বাতায়নে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, এমন সময় এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোকও তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে দেখিতেছে, এমন সময় ভদ্রলোকটির দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

বৃদ্ধ হইলেও ভদ্রলোকটির গঠন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। পরিচ্ছদ ভদ্রজনোচিত এবং বাহুল্যবর্জ্জিত। ভদ্রলোকটির চক্ষুযুগল দেখিয়াই নিকোলাস বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে প্রশান্ত হাস্য। ভদ্রলোকটি এতক্ষণ নিকোলাসকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। নিকোলাস পুনরায় প্রাচীরপত্রগুলি দেখিতে লাগিল। ভদ্রলোকটিও তাহাই করিতেছিলেন।

নিকোলাস আবার তাঁহার দিকে কৌতূহলভরে চাহিল। ভদ্রলোকটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, নিকোলাস তাঁহার দিকে বারবার চাহিতেছে। ভদ্রলোকটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইলেন যে, সে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে মৃদুস্বরে ক্ষমা চাহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, না, এতে দোষ নেই।"

এমন আন্তরিকতার সহিত বৃদ্ধ বলিলেন যে, নিকোলাস সাহস পাইল।

আপিস-বাতায়নের দিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "এখানে অনেক সুযোগ আছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অনেক লোক, কাজ পাবার আশায় এই রকমই ভেবে থাকে। বেচারা! বেচারা!"

কথাগুলি বলিয়াই তিনি চলিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, নিকোলাস কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছে। অমনই তিনি চলা বন্ধ করিলেন। নিকোলাস তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"যুবক, আপনি আমায় কিছু বলবেন ব'লে মনে করেছেন কি?"

নিকোলাস বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, বিজ্ঞাপন দেখে আপনি কিছু যেন খুঁজছিলেন।"

নিকোলাসের দিকে চাহিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "কি উদ্দেশ্য? আপনি ভেবেছিলেন, আমি এ বয়সে চাকরী খুঁজছি? তাই ভেবেছিলেন কি?"

নিকোলাস মাথা নাড়িল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হা! হা! ভারী স্বাভাবিক। আমি বিজ্ঞাপনের দিকে চেয়ে দেখছি, তাতে এ রকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়। আমিও আপনার সম্বন্ধে তাই ভেবেছিলাম।"

নিকোলাস বলিল, "আপনি যদি আমার সম্বন্ধে তাই ভেবে থাকেন, ঠিকই করেছিলেন।"

নিকোলাসের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "অ্যাঁ, সে কি! না, না—এমন শিষ্ট ভদ্রযুবক কি এমনই অভাবে পড়েছেন যে, চাকরী খুঁজছেন? না না, না না!"

নিকোলাস অবনতশিরে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "যাবেন না, দাঁড়ান। আপনার কথার মানে বুঝলাম না। কি বলছেন আপনি?"

উভয়ে তখন একটা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন।

নিকোলাস বলিল, "আপনার মত করুণার্দ্র আনন এবং ব্যবহার আমি হঠাৎ দেখতে পাই নি। তাইতে আমার কথা আপনাকে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল। তা না হ'লে, লণ্ডনের এই অরণ্যে আমি অন্য কারও কাছে নিজের কথা বলতে পারতাম না। স্বপ্নেও এমন কল্পনা করতে পারতাম না।"

বিশেষ উত্তেজনা সহকারে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "অরণ্য! হ্যাঁ, সে কথা খুব ঠিক। লণ্ডন অরণ্যই বটে। এক দিন আমার তাই মনে হয়েছিল। সে দিন নগ্নপদে আমি এখানে এসেছিলাম। সে দিনের কথা জীবনে ভুলিনি। ভগবানকে সেজন্য ধন্যবাদ!"

ভদ্রলোক টুপী খুলিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইলেন।

পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া নিকোলাসের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "কি হয়েছে বলুন ত—ব্যাপার কি—কেমন ক'রে সব হ'ল?" তার পর নিকোলাসের শোকপরিচ্ছদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কে মারা গেছেন, কার জন্য এ বেশ?"

নিকোলাস বলিল, "বাবা মারা গেছেন।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আহা! যুবকের পক্ষে পিতার মৃত্যু ভারী দুঃখের। বিধবা মা আছেন বোধ হয়?"

নিকোলাস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"ভাই, বোনও বোধ হয় আছে?"

নিকোলাস বলিল, "একটি বোন আছে।"

"কি দুঃখের! কি দুঃখের! লেখা-পড়া শিখেছেন বোধ হয়?"

নিকোলাস বলিল, "তা এক রকম শিখেছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ কথা। শিক্ষা একটা বড় জিনিষ। আমার সে সুযোগ হয় নি। অন্যে লেখাপড়া শিখলে আমার আনন্দ হয়—প্রশংসা করি। আপনার সব কথা আমায় বলুন। আমি সব শুনব। বোধ হয়, এ কৌতূহল মার্জ্জনীয়। কেমন, তাই ত?"

এমন আন্তরিকতার সহিত ভদ্রলোক কথা বলিলেন যে, নিকোলাস বিচলিত হইল। সে মোটামুটিভাবে তাহার জীবনের ঘটনার কথা সবই বলিয়া গেল। কেটের সম্বন্ধে তাহার জ্যেঠামহাশয় কতখানি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সকল কথা বলিল না। ভদ্রলোক গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে সব কথা শুনিলেন। কথা শেষ হইলে নিকোলাসের একখানি বাহু তিনি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

"একটা প্রতিবাদের কথাও আমি শুনব না। আমার সঙ্গে আপনি আসুন। এক মিনিট নষ্ট করা হবে না।"

অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ধরিয়া তিনি নিকোলাসকে প্রায় টানিয়া লইয়া চলিলেন। পথে মোটর-বাস দেখিয়া নিকোলাসকে ঠেলিয়া তুলিয়া নিজেও উহাতে উঠিয়া বসিলেন।

নিকোলাস কোন কথা বলিতে চাহিলেই বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিতেছিলেন, "একটা কথাও এখন নয়।"

নিকোলাস চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। নিকোলাস সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, এই ব্যাপারের পরিণাম কোথায়?

ব্যাঙ্কের কাছে গাড়ী থামিতেই বৃদ্ধ নামিলেন, নিকোলাসকেও নামিতে হইল। তাহার বাহু ধরিয়া দ্রুতপদে বৃদ্ধ অগ্রসর হইলেন। নানা গলিপথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা একটা নির্জ্জনপ্রায় প্রমোদোদ্যানের সন্নিহিত একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। সেই অট্টালিকাটি যে একটা ব্যবসাসংক্রান্ত কার্য্যালয়, তাহা নিকোলাস বুঝিতে পারিল। বাহিরের দরজার পার্শ্বে সম্মুখে লেখা আছে—"চেরিবল্ ব্রাদার্স।" নিকোলাসের মনে হইল, ইহারা জার্ম্মাণ সদাগর।

একটা বড় গুদাম-ঘরের মধ্য দিয়া তাঁহারা চলিলেন। নিকোলাস অবস্থা দেখিয়া বুঝিল, ব্যবসায়টি খুব জোরেই চলিতেছে। পথে বহু কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদির সঙ্গে তাহার দেখা হইল। মিঃ চেরিবল তাহাকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেটা যে টাকাকড়ি লেনদেনের ঘর, তাহা দেখিবামাত্রই বুঝা যায়। এক জন বয়স্ক, স্থূলদেহ পুরুষ চোখে রূপার চশমা আঁটিয়া সেখানে বসিয়া আছেন।

অতি মিষ্ট স্বরে মিঃ চেরিবল বলিলেন, "টিম্, আমার ভাই ঘরে আছেন?"

"হ্যাঁ মশাই, তিনি আছেন। কিন্তু মিঃ ট্রিমার্স সেখানে আছেন।"

মিঃ চেরিবল বলিলেন, "ওঃ! তা তিনি কেন এসেছেন টিম্?"

টিম্ বলিলেন, "আজ সকালে ইষ্টইণ্ডিয়ান ডকে এক বেচারা লোক মারা গেছেন, তাঁর বিধবা স্ত্রী ও পরিবারের জন্য চাঁদা তুলতে তিনি এসেছেন। লোকটা একটা চিনির বাক্সের চাপে মারা গেছেন।"

মিঃ চেরিবল বলিলেন, "মিঃ ট্রিমার্স বড় ভাল লোক, বড় কোমল তাঁর মন। আমি তাঁর কাছে কৃত

াদের বড় বন্ধু জন ট্রিমার্স। ওঁর জন্যই হাজার হাজার রকম খবর আমরা পাই। নইলে জানতেই পারতাম

আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধ হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলেন। সময় মিঃ ট্রিমার্স দ্বারপথে বাহির হইলেন। বৃদ্ধ র কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "ট্রিমার্স, আপনাকে ধন্যবাদ। কতকগুলি ছেলে-পিলে রেখে লোকটি মারা ন? ভাই কি দিলেন?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ছেলে-মেয়ে দুটি। আপনার কুড়ি পাউণ্ড দিয়েছেন।"

দুই হাত দিয়া ভদ্রলোকের করকম্পন করিয়া মিঃ বল বলিলেন, "ভাই আমার খুব ভাল, আপনিও কার লোক। আমার নামেও আরও কুড়ি পাউণ্ড নিন। টিম্ লিংকিন্‌ওয়াটারের নামেও দশ পাউণ্ড করুন। টিক্, মিঃ ট্রিমার্সের নামে একখানা চেক দেও। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, ট্রিমার্স। প্তাহে যে কোন দিন আপনি আমাদের এখানে এসে ন, তাতে আমরা আনন্দ পাব। টিম্, চেকখানা ফেল। চিনির বাক্সের চাপে মৃত্যু! দুটি ছেলেমেয়ে শ্রয়! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!"

নিকোলাস এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, হতবাক্ হইয়াছিল। র হাত ধরিয়া মিঃ চেরিবল্ কক্ষান্তরের দিকে গমন লেন।

'ভাই নেড, তুমি কি ব্যস্ত আছ? তোমার সঙ্গে দু'- ৷ কথা আছে। শুনবার সময় হবে কি?"

ভিতর হইতে উত্তর হইল, "চার্লস্, ও কথা বলো না, র এস।"

নিকোলাস সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইল। মিঃ লের কণ্ঠস্বরের সহিত এ কণ্ঠস্বরের বিন্দুমাত্র পার্থক্য া।

ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নিকোলাস দেখিল, ভ্রাতার আকৃতির সাদৃশ্য বিস্ময়কর। একই প্রকার ল, একই প্রকার পরিচ্ছদ।

ভয় ভ্রাতার করমর্দন সমাপ্ত হইলে, পরস্পর পরস্পরের স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করিলেন। উভয়েরই মুখে শিশুর মত হাস্য। শেষোক্ত ভদ্রলোক অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় না সকলেই বলিত, ইহারা যমজ ভ্রাতা।

নিকোলাসের বন্ধু দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, নেড, ইনি আমার যুবক বন্ধু। এঁকে আমরা নিশ্চয় ্য করব। এঁর ঘটনা যা শুনেছি, এঁর জন্যও বটে, দের জন্যও বটে অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌ব। সত্যের াধে তা করা দরকার। যদি এঁর কথা সত্য হয়,— র বিশ্বাস সব সত্য—তা হ'লে এঁকে সাহায্য করতেই

অপর ভ্রাতা বলিলেন, "তুমি যখন বলছ, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। অনুসন্ধানের দরকার নেই। ওঁকে সাহায্য করতেই হবে। কি ওঁর দরকার? টিম্ লিন্‌কিন্‌ওয়াটার কোথায়? তাকে এখানে ডাকা যাক্।"

ভাই চার্লস, ভাই নেডকে ঘরের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "একটু থাম, ভাই। আমার মাথায় একটা কথা এসেছে। টিম্ ক্রমেই বুড়ো হয়ে পড়ছে। ভাই নেড্, টিমের মত বিশ্বাসভাজন কর্মচারী আর নেই। টিমের মা-বোনকে পেন্‌সন দিবার ব্যবস্থা ক'রে তার বিশ্বস্ততার পুরস্কার দেবার আমার ইচ্ছে নেই।".

অন্য ভ্রাতা বলিলেন, "না, না, না, তা ত নয়ই।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "টিমের কাজ যদি হাল্‌কা ক'রে দেওয়া যায়, ওকে যদি মাঝে মাঝে পল্লীর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ক'রে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের অধিকার দেওয়া যায়, ধর, সপ্তাহে দু'দিন কি তিন দিন, তা হ'লে বুড়ো টিম্ আবার সবল হয়ে উঠবে — ভাই নেড্, আমি টিম্‌কে যুবা দেখ্‌তে চাই। হা, হা, হা!"

উভয় বৃদ্ধই অতি সরলভাবে হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের চোখে জলও আসিল।

ভাই চার্লস্ বলিলেন, "তার আগে সব কথা শোন।" বলিয়া নিকোলাসের দুই পাশে দুইখানা চেয়ার টানিয়া উভয় ভ্রাতা বসিলেন। ভাই চার্লস বলিলেন, "আমিই তোমাকে সব কথা বলছি, ভাই নেড্। কারণ, যুবক বড় লাজুক এবং পণ্ডিত। আমি চাই না যে, উনি বার বার ওঁর কাহিনী আমাদের কাছে বিবৃত করেন—যেন উনি ভিক্ষুক অথবা আমরা ওঁকে সন্দেহ করেছি। না, না, না।"

অপর ভ্রাতাও গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, না। ঠিক কথা বলেছ, ভাই—খুব ঠিক কথা।"

নিকোলাসের বন্ধু বলিলেন, "বলতে বলতে আমি যদি ভুল করি, উনি আমার সংশোধন ক'রে দেবেন। আমার ভুল হোক্ বা নাই হোক্, তুমি শুনে বিচলিত হয়ে পড়বে, ভাই নেড; সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে পড়বে, আমরা নিরাশ্রয় দুই ভাই এই প্রকাণ্ড সহরে কি ক'রে জীবিকার্জ্জনের সামান্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম।"

ভ্রাতৃযুগল নীরবে পরস্পরের কর চাপিয়া ধরিলেন। তার পর ভাই চার্লস নিকোলাসের কাহিনী যেরূপ শুনিয়াছিলেন, যথাযথ বর্ণনা করিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল। উহা শেষ হইলে, টিম লিন্‌কিন- ওয়াটার ও ভাই নেড উভয়ে মিলিয়া কক্ষান্তরে বসিয়া গোপনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ভাই নেড্ এবং টিম্ একসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। টিম্ তৎক্ষণাৎ নিকোলাসের কাছে গিয়া কাণে কাণে বলিলেন যে, তিনি ঠিকানা লইয়াছেন, সেই দিন সন্ধ্যা [illegible]

টিম্ চশমা খুলিয়া মুছিয়া লইয়া আবার নাকের উপর বসাইয়া, ভ্রাতৃযুগল কি বলেন, শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ভাই চার্লস বলিলেন, "টিম্, আমাদের ইচ্ছে, এই যুবককে টাকা লেনদেনের ঘরে কাজে বসিয়ে দেব।"

ভাই নেড্ বলিলেন যে, টিম্ সে কথা জানেন এবং অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। টিম্ ঘাড় নাড়িলেন। তার পর বলিলেন, "আমি কিন্তু সকালবেলা ঠিক সময়েই রোজ আসব। পল্লীসহরে গিয়ে আরাম করবার ইচ্ছে আমার নেই। ভারী মজা আর কি!"

ভাই চার্লস্ আদৌ ক্রুদ্ধ হইলেন না, অথচ বলিলেন, "তোমার গোঁয়ার্তুমি শুনতে চাইনে। কি বলছ তুমি, টিম্?"

টিম বলিলেন, "৪৪ বছর ধ'রে আমি চেরিবল ব্রাদার্সের হিসাব রেখে আসছি, রোজ সকালে লোহার সিন্দুক নিজের হাতে খুলে আসছি, রোজ রাত্রি ৯৷৷টায় বাড়ী যাচ্ছি। এ অভ্যাস আমি বজায় রাখব। এক দিনও তাতে অসুবিধা বোধ করিনি, কাজের ক্ষতিও হয়নি। আমি এই ভাবেই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চালাতে চাই।"

ভ্রাতৃযুগল সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "টিম্ লিন্‌কিন্‌ওয়াটার, তুমি কি ক'রে মরার কথা বল্‌লে?"

উভয় ভ্রাতাই নাক ঝাড়িলেন।

টিম্ বলিলেন, "মিঃ এড্উইন ও মিঃ চার্লস, আমার যা বলবার, তা বলেছি। এর আগেও আপনারা এই রকম প্রস্তাব তুলেছিলেন; কিন্তু আমি ব'লে দিচ্ছি, এরকম প্রস্তাবের যেন এখানেই ইতি হয়।"

টিম্ আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার কাচবেষ্টিত ঘরে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতৃযুগল পরস্পর পরস্পরের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। তার পর ভাই চার্লস্ বলিলেন, "ওর সঙ্গে অন্যরকম বন্দোবস্ত করতে হবে। ওর ও সব কথা শুন্‌লে চল্‌বে না। ভাই নেড, ওকে ব্যবসায়ের অংশীদার ক'রে নেওয়া হোক্। যদি সহজে রাজি না হয়, বলপ্রয়োগ কর্‌তে হবে।"

ভাই নেড দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বলিলেন, "ঠিক কথা। যুক্তিতর্ক যদি ও শুন্‌তে না চায়, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হবে। আমাদের আদেশ ও কর্তৃত্ব ওকে মান্‌তেই হবে। আমি না হয়—ঝগড়া করব, ভাই চার্লস্।"

"হ্যাঁ, টিমের সঙ্গে ঝগড়াও করতে হবে। কিন্তু আপাততঃ এই যুবককে ছেড়ে দেওয়া যাক্। ওঁর মা বোন ব্যস্ত হয়ে আছেন। আপাততঃ বিদায়! কিন্তু সাবধান, রাস্তায় যেন হোঁচট খেয়ে পড়বেন না। না, না, না, একটি কথাও নয়; কিন্তু মোড় পার হবার সময় সাবধান হয়ে যাবেন—"

নিকোলাস কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার উপক্রম করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হইল। সে যতক্ষণ পথে [illegible] দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নিকোলাস অতিকষ্টে এই আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্তনের মহানন্দজনিত উত্তেজনা দমন করিল। তার পর দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিল।

যথাসময়ে মিস্ লা ক্রিভির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া টিম্ লিন্‌কিন্‌ওয়াটার ফিরিয়া গেলেন। তিনি নিকোলাসের অনুকূলে প্রবলভাবে বক্তব্য পেশ করিলেন। পরদিবস শূন্যস্থানে নিকোলাস নিযুক্ত হইল। তাহার বেতন হইল বৎসরে এক শত কুড়ি পাউণ্ড বা ১ হাজার ৮ শত টাকা।

নিকোলাসের প্রথম বন্ধু বলিলেন, "প্রিয় ভাই, আমাদের বৌ-স্থিত খালি বাড়ীটা কম ভাড়ায় নিকোলাসকে দেওয়া যাক্, কি বল তুমি?"

ভাই নেড বলিলেন, "ভাড়া কেন? অমনি দেওয়া যাক্। আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে, বাড়ী-ভাড়ার টাকা নিতে আমাদের লজ্জা হবে। টিম্ কোথায়? না, ভাই, ভাড়া নেওয়া হবে না।"

অপর ভ্রাতা শান্তভাবে বলিলেন, "ভাই, কিছু ভাড়া নেওয়া দরকার, তাতে ছোকরা মিতব্যয়িতা শিখবে। বিশেষতঃ অমনি থাকতে দিলে বড় লজ্জিত হয়ে পড়বে। ধর ১৫ কি ২০ পাউণ্ড বছরে ভাড়া ধার্য্য করা যাক্। কিছু দিন ধ'রে নিয়মিতভাবে ভাড়া আদায় দিলে, তখন অন্যরকম ব্যবস্থা করা যাবে। আমি মনে করছি, গোপনে কিছু টাকা ধার দিয়ে আসবাবপত্র কিনে দেব, তুমিও ঐভাবে কিছু ধার দেবে। তার পর যদি দেখা যায় যে, ওরা ভালভাবেই চালাচ্ছে—তাই হবে ব'লে আমার ধারণা—তখন ধারটা উপহার হিসাবে বদলে দিলেই হবে। অবশ্য খুব সতর্কভাবে এবং ধীরে ধীরে—ওদের ওপর মোটেই চাপ দেওয়া হবে না। বল ত ভাই, এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

ভাই নেড তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া কথামত কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। নিকোলাস সেই সপ্তাহেই কাজে বসিল এবং নূতন বাড়ীতে গিয়া উঠিল। তাহাদের সম্মুখে আশা ও আনন্দের রাজ্য যেন উদ্ভাসিত হইল।

প্রতিদিনই বাসায় ফিরিয়া নিকোলাস কোন না কোন নূতন জিনিষ দেখিতে পাইত। কুটীরের ঘরগুলি সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। কোনও বিষয়েরই অভাব রহিল না।

মিস্ লা ক্রিভি মাঝে মাঝে আসিতে লাগিলেন। কেট বাড়ী-ঘর গুছাইয়া ফেলিল। স্মাইক অল্পদিনেই গৃহসংলগ্ন উদ্যানটিকে ফল ও ফুলে সুশোভিত করিয়া ফেলিল।

এক কথায় দরিদ্র নিকলবি-পরিবার সুখী হইল, ধনী নিকলবি সংসারে একা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

৩৬

ঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌ একটু ব্যস্ত ছিল। তাহার পত্নী সূতিকা-রে। পুত্র অথবা কন্যা, স্ত্রী কি প্রসব করিয়াছে, তাহা তখনও জানিতে পারে নাই। ডাক্তার লম্বে একটি লেকে লইয়া আদর করিতেছিলেন—নবজাত শিশুটি নহে।

ডাক্তার বলিলেন, "মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌, আপনার এ লেটি দেখতে বেশ হয়েছে।"

মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌ বলিল, "আপনি তাই মনে করেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "নিশ্চয়। এমন সুন্দর ছেলে আমি খিনি।"

মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌ বলিল, "মর্লেনাও ভারী সুন্দর হয়েছিল, স্যার।"

ডাক্তার লম্বে বলিলেন, "আপনার সব ছেলে-মেয়েই র।"

মাতা সূতিকাগারে, তাই মর্লেনা ছোট ছোট ভাই-দের ঘুম পাড়াইতেছিল।

মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌ মনে মনে বলিল, "যার সঙ্গে ওর বিয়ে সে রত্ন পাবে।" প্রকাশ্যে বলিল, "ডাক্তার, আমার র বড় ঘরে বিয়ে হতে পারে বোধ হয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নেই।"

পিতা বলিল, "ওর নাচ আপনি দেখেন নি?"

ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন।

পিতা বলিল, "আহা! তবে ত আপনি ওর গুণপনার জানেন না। এমন কাজ নেই, যা ও জানে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "এটিকে নিয়ে আপনার ৬টা হ'ল।"

মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌ বলিল, "যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার ।"

কটি কন্যাকে কোলে বসাইয়া মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌ বলিল, কিছু কিছু টাকা পেতে পারে। মিসেস্‌ কেনউইগ্‌সের আত্মীয় আছেন, তাঁর কাছ থেকে অন্ততঃ একশ ক'রে প্রত্যেকে পাবে।"

ক জন রমণী ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি বলি-'আপনি কার কথা বলছেন, তা আমি জানি।"

ঃ কেনউইগ্‌স্‌ বলিল, "আমি কারও নাম করিনি রতেও চাইনে।"

ন সময় মর্লেনা এক জন ভদ্রলোককে লইয়া ঘরে করিল। মিঃ কেনউইগ্‌স্‌ দেখিল—সে মিঃ নিকোলাস। 'কি, মিঃ জনসন? আপনি কি ক'রে এলেন?"

কোলাস তাহার পুরাতন ছাত্রীদিগের সহিত কর-করিয়া এক বোঝা খেলানা মর্লেনার হাতে দিল। নারী ও নরগণকে নমস্কার জানাইয়া নিকোলাস গ্রহণ করিল।

নিকোলাস্‌ বলিল, "অসময়ে এসে পড়েছি ব'লে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এখানে এসে সব জানতে পারলাম। আমার এত কাজ যে, আজ না এলে শীঘ্র আর আসতে পারতাম না।"

মিঃ কেনউইগ্‌স্‌ বলিল, "আপনি খুব ভাল সময়ে এসেছেন। মিসেস্‌ কেনউইগ্‌স্‌ সূতিকাগারে থাকলেও, আপনার সঙ্গে আলাপে কোন বাধা হবে না।"

নিকোলাস বলিল, "আপনি খুব ভাল লোক।"

এমন সময় এক জন মহিলা আসিয়া খবর দিল যে, নবজাত শিশু খুব দুধ খাইতেছে। ইহা শুনিয়া অন্যান্য মহিলারা সে দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন।

নিকোলাস্‌ বলিল, "আমি কিছুদিন পল্লীগ্রামে ছিলাম। সেখান থেকে আসবার সময় আপনাকে একটা সংবাদ জানাবার ভার পেয়েছিলাম।"

কেনউইগ্‌স্‌ বলিল, "ভাল কথা।"

নিকোলাস্‌ বলিল, "আমি এখানে কয়েক দিন হ'ল এসেছি, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে সময় পাইনি।"

কেনউইগ্‌স্‌ বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে। পল্লীগ্রামের খবর বাসি হলেও ক্ষতি নেই। পল্লীগ্রামে আমার কোন জানা লোক ত নেই।"

নিকোলাস্‌ বলিল, "কেন, মিস্‌ পেটোকার?"

"তিনি খবর দিয়েছেন? মিসেস্‌ কেনউইগ্‌স্‌ তাঁর কথা শুনে সুখী হবেন। কিন্তু পল্লী সহরে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হ'ল, এটাই ত বিস্ময়ের কথা।"

মিস্‌ কেনউইগ্‌স্‌-চতুষ্টয় তাহাদের পুরাতন বন্ধুর নাম শুনিয়া নিকোলাসের চারিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিকোলাস্‌ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ।"

কেনউইগ্‌স্‌ বলিল, "তা হোক, আপনি বলুন। এখানে সবাই বন্ধুজন।"

তথাপি নিকোলাস ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

কেনউইগ্‌স্‌ বলিলেন, "হেনরিয়েটা পেটোকার পোর্টস্‌-মাউথে।"

নিকোলাস বলিল, "হ্যাঁ। মিঃ লিলিভিকও সেখানে গেছেন।"

কেনউইগ্‌সের আনন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল যে, আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে।

"খবরটা মিঃ লিলিভিকই পাঠিয়েছেন।"

কেনউইগ্‌স্‌ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা জানিয়াই সে গিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে সংবাদ লওয়া মিঃ লিলিভিকের উদারতার পরিচায়ক।

নিকোলাস বলিল, "তিনি সকলকে আন্তরিক ভালবাসা জানিয়েছেন।"

কেনউইগ স্‌ বলিল, "ভারী বাধিত হলুম। তোমাদের দাদামহাশয়, বুঝেছ ?"

নিকোলাস বলিয়া চলিল, "ভালবাসা জানিয়ে তিনি বল্‌তে বলেছেন যে, সময় না থাকায়, কাকেও খবর দিতে পারেন নি। মিস্‌ পেটোকারকে তিনি বিয়ে করেছেন।"

কেনউইগ স্‌ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। তার পর মুখে রুমাল চাপিয়া ধরিল। মর্লেনা, চেয়ারে মূর্চ্ছাতুরার ন্যায় ঢলিয়া পড়িল। সে তাহার জননীকে ঐপ্রকার করিতে দেখিত। ছোট ছোট মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

কেনউইগ স্‌ তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার ছেলে-মেয়েদের ঠকিয়েছে—সর্ব্বনাশ করেছে। বদমাস, গাধা, বিশ্বাসঘাতক !"

ধাত্রী সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "লোকটা কি আহাম্মুখ ! অমন ক'রে লোকটা চেঁচাচ্ছে কেন ?"

গর্জ্জন করিয়া কেনউইগ স্‌ বলিল, "চুপরও, মাগী।"

ধাত্রী বলিল, "আমি চুপ করব ! হতভাগা, তুমিই থাম। তোমার ছেলেদের জন্য কোন দরদ নেই ?"

কেনউইগ স্‌ বলিল, "না !"

ধাত্রী বলিল, "লজ্জা হয় না তোমার। হতভাগা রাক্ষস !"

কেনউইগ স্‌ ক্রোধের বশে বলিয়া উঠিল, "ম'রে যাক্‌ সে। টাকাকড়ি সম্পত্তি হতভাগা কিছুই পাবে না। ছেলে-মেয়ের কোন দরকার নেই আমাদের, নে যাও ওদের; আশ্রমে পাঠিয়ে দেও ওদের।"

ধাত্রী ওঘরে গিয়া মহিলাদিগকে সকল কথা বলিল। তাঁহারা সকলেই কেনউইগ সের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মিসেস্‌ কেনউইগ সের কাণে তাহার স্বামীর খেদোক্তি প্রবেশ করিলে তাহার অনিষ্ট হইবে, সকলেই এ কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে স্থির করিলেন, কেনউইগ স্‌ যেরূপ ক্ষেপিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার এখন অন্য ঘরে গিয়া নিদ্রা দেওয়া উচিত।

শোককাতর কণ্ঠে কেনউইগ স্‌ বলিল, "কত যত্ন, কত আদর, কত মদ, কত ভাল ভাল খাবার খাইয়েছি তাকে।"

এক জন মহিলা বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা সত্য। কিন্তু আপনার স্ত্রীর কথা একবার ভেবে দেখুন।"

কেনউইগ স্‌ বলিয়া চলিল, "কত রকম জিনিষ উপহার দিয়েছি। তামাকের নল, নস্যের কৌটা, কত রকম জিনিষ।"

মহিলারা বলিলেন, "সে সব জিনিষ তিনি ব্যবহার করবেন।"

কেনউইগ স্‌ উদ্‌ভ্রান্তভাবে সকলের মুখের দিকে চাহিল। তাহাকে তখন কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়াই স্থির হইল। নিকোলাস ও ডাক্তার তাহাকে লইয়া অন্য কক্ষে গমন করিলেন।

মর্লেনা দেখিল, তাহার মূর্চ্ছা কেহ লক্ষ্য করিল না। তখন সে খেলনাগুলি ভাই-বোনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিল।

খানিক পরে সংবাদ আসিল, কেনউইগ স্‌ দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। নিকোলাস তখন বিদায় গ্রহণ করিল। মিসেস্‌ কেনউইগ স্‌ প্রসবের পর ভালই আছে দেখিয়া মহিলারা একে একে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন ঘরে ঘরে আলোকমালা ক্রমে নিভিয়া আসিল। সমগ্র পরিবার তখন বিশ্রাম করিতে গেল।

৩৭

নিকোলাস নূতন কাজে ভর্ত্তি হইবার এক পক্ষ কাল পরে হিসাবের খাতা লিখিবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিল। কিন্তু টিম তাহাকে তাড়াতাড়ি করিতে নিষেধ করিল। ৪৪ বৎসর ধরিয়া সে খতিয়ান করিয়া আসিতেছে, একটি কাটাকুটি কোনও খাতায় নাই। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত এ কাজ করিতে হইবে।

নিকোলাস খতিয়ান লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিতেই টিম্‌ শঙ্কিতহৃদয়ে তাহার লেখা দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় চেরিবল ভ্রাতৃযুগল তথায় প্রবেশ করিলেন। টিম্‌ হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে নিঃশব্দ হইতে ইঙ্গিত করিলেন। বড় বড় হিসাবের সময় গণ্ডগোল আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

ভ্রাতৃযুগল তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। টিম্‌ হাসিলেন না। কয়েক মিনিট ধরিয়া নিকোলাসের লেখা লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে ভ্রাতৃযুগলকে জানাইলেন যে, নিকোলাস পারিবে।

সহসা তিনি নিকোলাসের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ঠিক করেছ। চমৎকার ! এর হাতের লেখা ঠিক আমারই মত। এমন ছেলে সারা সহরে একটিও নেই। এ রকম ছেলে এখানে মিলবে না। আমি জোর ক'রে এ কথা বল্‌তে পারি।"

ভাই চার্লস বলিলেন, "ঠিক বলেছ, টিম্‌, তোমার কথাই ঠিক। আমি জানতুম, আমাদের যুবক বন্ধু যত্ন ক'রে শিখে নেবেন, পারবেনও। কেমন, আমি বলিনি, ভাই নেড্‌ ?"

"হ্যাঁ ভাই, তুমি বলেছিলে। টিম্‌ উত্তেজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার উত্তেজনা অহেতুক নয়। টিম্‌, তুমি বড় ভাল লোক।"

টিম্‌ বলিলেন, "আমি সব সময় ভাবতুম, আমার মৃত্যুর পর হিসেব লিখবে কে ? কে এমন যত্ন ক'রে কাজ করবে ? কিন্তু এখন ? এখন আমি বলছি, আর একটু লিখলেই ইনি চমৎকার কাজ চালিয়ে যাবেন।"

ভাই চার্লস বলিলেন, "টিম্‌ লিন্‌কিনওয়াটার, মশাই, আজ তোমার জন্মদিন। আজকের দিনে তুমি মরবার কথা কেমন ক'রে উচ্চারণ করলে ? তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক। ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

"ঠিক বলেছ, ভাই চার্লস। টিম্ বেঁচে থাকুক্।"

"শোন, টিম্। আজ ২টার বদলে আমরা সাড়ে পাঁচটায় আহার করব। এ রকম দিনে আমরা সাধারণ নিয়মের পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। টিম্, মিঃ নিকলবি, মনে থাকে যেন সাড়ে পাঁচটায় আমাদের খাবার সময়। চল ভাই নেড্।"

একটা দামী নস্যের কোটা এবং উহার মূল্যের দশ গুণ একখানি ব্যাঙ্ক নোট টিমের হাতে অর্পণ করিয়া ভ্রাতৃযুগল সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সওয়া পাঁচটার সময় টিম্ লিন্‌কনওয়াটারের সহোদরা আপিসে আসিলেন। প্রতি বৎসরই তিনি এমনই সময়ে আসিয়া থাকেন।

সাড়ে পাঁচটায় টেবলে আহার্য্য পরিবেষিত হইল। সকলে আহারে বসিলেন। আহারের পর কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা চলিল। রাত্রি ১১টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

নিকোলাসকে পদব্রজে বাসায় ফিরিতে হইল। রাত্রি ১টার পর সে বাসায় পৌছিল। তাহার জননী স্মাইককে লইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চেরিবল ব্রাদার্সদিগের আতিথেয়তা ও ভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে নিকোলাস সকল কথা মাকে শুনাইল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া মিসেস্ নিকোলাস স্মাইককে শয়ন করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। কেট অনেক আগেই নিদ্রাগতা।

স্মাইক চলিয়া গেলে মিসেস্ নিকোলাস পুত্রকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে সে কথা বলা যায় না।"

নিকোলাস বলিল, "কি কথা, মা? সোজা ক'রে বল।"

মাতা বলিলেন, "সোজা করেই বলব, তুমি ঠিক তোমার বাবার মতই হয়েছ। তাঁকে কোন কথা বল্‌তে গেলে, তিনি হঠাৎ কাণেই তুল্‌তেন না।"

নিকোলাস বলিল, "আমি তোমার সব কথাই শুনব।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "কথাটা হচ্ছে, পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক সম্বন্ধে।"

নিকোলাস বলিল, "পাশের বাড়ীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, মা?"

"কিছু নেই ঠিক। উনি যে ভদ্রলোক—ব্যবহার ভদ্রের মত, তাতে সন্দেহ নেই।"

নিকোলাস বিস্মিতভাবে মাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ নিকোলাস বলিলেন, "নিকোলাস, তুমি হয় ত অবাক হচ্ছ, আমি ত প্রথমতঃ বিস্মিত হয়েছিলাম। হঠাৎ ব্যাপারটা দেখে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ভদ্রলোকটিকে তাঁর বাগানের মধ্যে ব'সে থাক্‌তে দেখ্‌তাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তেন। আমি আগে সে দিকে বেশী লক্ষ্য করিনি। আমরা এখানে নতুন এসেছি, তাই হয় ত আমাদের দেখ্‌ছেন, ভেবেছিলাম। কিন্তু তার পর তিনি যখন পাঁচিল টপ্‌কে শশা ফেলতে লাগলেন—"

সবিস্ময়ে নিকোলাস বলিল, "শশা ফেল্‌তে লাগলেন?"

মাতা বলিলেন, "হ্যাঁ, নিকোলাস। পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে শশা ফেল্‌তে লাগলেন। শুধু তাই নয়, নানা রকম শাক-সব্জীও ফেল্‌তে লাগলেন।"

নিকোলাস রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা বাঁদরামি ত! এ রকম করবার মানে কি?"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আমার মনে হয় না, অসভ্যতা প্রকাশের জন্য উনি ঐ রকম করেছেন।"

নিকোলাস বলিল, "পাশের বাগানে মানুষ চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের লক্ষ্য ক'রে শশা, শাকসব্জী ফেলা, অসভ্যতা নয়? মা—"

নিকোলাস সহসা নীরব হইল। মাতার মুখের ভাব-ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করিতেই তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "ভদ্রলোক বড় দুর্ব্বলচেতা ও নির্ব্বোধ হ'তে পারেন। কাজটা দোষের, সেটা ঠিক—অবশ্য যে কেউ শুন্‌বে, সেই তা বল্‌বে। আমার এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা চলে না। তোমার বাবা যখন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তাঁর ব্যবহারে অনেকে দোষ দেখেছিল, আমি তাঁর ব্যবহারের সমর্থন করতাম। সত্যি তিনি অদ্ভুত পদ্ধতিতে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। এ ভদ্রলোকের ব্যবহারটাও অদ্ভুত। তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশের ধারাটার মধ্যে অশিষ্টতা কিছু নেই। তবে এ কথা ঠিক, কেট এখনও কুমারী, আর আমিও আবার বিয়ে করব, এমন কল্পনাও স্বপ্নে আমার মনে স্থান পায় না।"

নিকোলাস বলিল, "মা, সত্যি বলছ, তোমার মাথায় এমন উদ্ভট কল্পনা স্থান পায় নি ত?"

মাতা বলিলেন, "নিশ্চয় না, আমি ত সেই কথাই বল্‌ছি। তোমার মনে এমন ধারণা কি ক'রে এল, আমি ত ভেবেই পাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে, ভদ্রলোকের এই সব প্রচেষ্টা কি ক'রে ভদ্রভাবে বন্ধ করা যায়? তাঁর মনে আঘাত না দিয়ে এটা করতে হবে। ভদ্রলোক নিরাশ হয়ে একটা কিছু ক'রে না বসেন, তাও ভাব্‌তে হবে।"

নিকোলাস বলিল, "কিন্তু লোকটা তোমাকে কি বলেছে, কি করেছে বল ত? তুমি ত জান, শশা বা শাকসব্জীর মধ্যে এমন ভাষা নেই, যার দ্বারা মনের আকর্ষণের ভাব প্রকাশ করা যায়।"

"নিকোলাস, উনি নানারকম কথা বলেছেন, নানা-রকম কাজ করেছেন।"

"তোমার ভুল হয়নি ত, মা?"

"ভুল! বল কি, নিকোলাস, মানুষের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝতে কি আমার ভুল হয়?"

নিকোলাস মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "ভাল কথা।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "যখনই জানালায় গিয়ে দাঁড়াই, ভদ্রলোক তাঁর একখানা হাতে চুমা খান, অপর হাত বুকের উপর রাখেন। অবশ্য কাজটা তাঁর খুবই বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ বল্‌তে হবে। তুমিও বল্‌বে এটা অন্যায়। কিন্তু অত্যন্ত সম্মান দেখিয়েই তিনি কোমলভাবে কাজটা করেন। এজন্য তাঁকে প্রশংসা করা যেতে পারে। পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে যে সব উপহার আসে, সেগুলিও ভাল জিনিষ। কাল একটা শশার তরকারী রান্না করা হয়েছিল। বাকিগুলো শীতকালের জন্য রেখে দিয়েছি। কাল বিকেলে আমি যখন বাগানে বেড়াচ্ছিলাম, ভদ্রলোকটি বিয়ের প্রস্তাব করেন, আমাকে নিয়ে উধাও হবার কথাও বলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি, তবে আমি তাঁর কথায় কাণ দেইনি। এখন বল ত নিকোলাস, আমি কি করি?"

নিকোলাস বলিল, "কেট এ সব কথা জানে?"

মাতা বলিলেন, "তাকে আমি কোন কথাই বলিনি।"

নিকোলাস বলিল, "মা, ভগবানের দোহাই, তাকে এ সব কথা শুনিও না। শুন্‌লে সে ভারী দুঃখ পাবে। তুমি কি করবে? মা, বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তোমার মন যা করতে বল্‌বে, তাই করবে। হাজার উপায় আছে—তুমি অনায়াসে লোকটাকে এড়িয়ে চল্‌তে পার। তার পরও যদি তোমাকে বিরক্ত করে, তখন আমি সহজেই ওর মুখ ও কাজ বন্ধ ক'রে দেব। এখন এরকম হাস্যকর ব্যাপারে আমি যোগ দিতে চাইনে। যে কোন নারী—বিশেষতঃ তোমার মত অবস্থার ও বয়সের নারী, এরকম অবস্থায় ওকে এড়াবার পথ অনায়াসেই পান। মা, ও কথাটার ওপর তুমি জোর দিও না। ওটা ভাবাই তোমার অযোগ্য। এ বিষয়ের আলোচনা ক'রে তোমায় লজ্জা দিতে চাই না। লোকটা বোকা বুড়ো!"

নিকোলাস মাতাকে চুম্বন করিয়া শয়ন করিতে গেল।

মিসেস্ নিকলবি ভাবিলেন, ভদ্রলোক তাঁহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া অতি হাস্যকর কাজ করিয়াছেন। তথাপি লোকটার প্রতি তাঁহার যেন একটু মমতা প্রকাশ পাইল।

দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার পর তিনি আলো নিভাইয়া শয়ন করিলেন।

৩৮

কেট নূতন বাড়ীতে আসার পর খুবই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। স্নেহময় ভ্রাতা ও জননীর সহিত একই বাড়ীতে থাকিবার সুযোগ পাইয়া তাহার মনে স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ক্রমেই তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মিস্ লা ক্রিভি প্রত্যহই এ বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন। আজও আসিয়াছিলেন। নানা কথার আলোচনা হইতে হইতে মিস্ লা ক্রিভি কেটকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমাদের বাসায় এক জনের ভেতরে আমি বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি।"

উৎকণ্ঠাভরে কেট বলিল, "কার বলুন ত? দাদার—"

"না, না, তোমার দাদার নয়। সে তেম্‌নই আছে। কোন পরিবর্ত্তনই তার হয়নি। স্মাইকের কথাই আমি বলছিলাম।"

কেট বলিল, "কি রকম? স্বাস্থ্য নয় ত?"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "না, স্বাস্থ্যের কথা আমি বল্‌ছি না। অবশ্য সে বরাবরই রোগা। কিন্তু সেজন্য নয়।"

"তবে কি?"

চিত্রকারিণী বলিলেন, "তা আমি নিজেও ধরতে পারছি না। তবে পরিবর্ত্তন হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছি। তার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় আমার চোখে জল আসে। তবে এটাও ঠিক, সহজেই আমার চোখে জল আসে—বড় পানসে চোখ আমার। এখানে আসবার পর থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি যে, সে নিজের বুদ্ধিশক্তির হীনতা বুঝতে পারছে। সামান্য সামান্য ব্যাপার সে বুঝে উঠতে পারে না, সে জন্য সে মনমরা হয়ে থাকে। তুমি যখন কাছে থাক না, তখন আমি তাকে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তার পর ঘর ছেড়ে চ'লে যায়, দেখে আমার মনেও ব্যথা লাগে। তিন সপ্তাহ আগে তাকে দেখেছি—সে লঘুহৃদয়, বাস্তবাগীশ ছোকরা। সর্ব্বদাই মন তৃপ্তিতে ভরা। এখন কিন্তু অন্যরকম। অবশ্য সে তেমনই বিশ্বাসী, তেমনই নিরীহ এবং কর্ম্মেচ্ছু সে আছে, কিন্তু অন্য বিষয়ে আগের স্মাইক যেন নেই।"

কেট বলিল, "তার মনের এ অবস্থাটা ক্রমে কেটে যাবে। আহা বেচারা!"

অসম্ভবভাবে গম্ভীর হইয়া মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "তাই হোক। আমি তাকে আজ প্রফুল্ল হবার জন্য চেষ্টা করব। তার সঙ্গে কথা ব'লে ব'লে, তার মনটাকে আবার প্রফুল্লতা-পূর্ণ ক'রে তুলব, তাকে হাসাব।"

মিস্ ক্রিভি অতঃপর বিদায় লইয়া স্মাইকের সঙ্গে অমনিবাসে গিয়া উঠিলেন।

বহুদিন সার মলবেরী হকের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আহত সার মলবেরী ইদানীং শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পতনের আঘাতে চূর্ণপ্রায় এবং সারা দেহে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। এখনও তিনি শয্যাশায়ী। আরও কয়েক সপ্তাহ তাঁহাকে ঐ অবস্থাতেই কালযাপন করিতে হইবে।

পাশের ঘরে পাইক ও প্লাক্ সুরাপান করিতেছিলেন। লর্ড ফ্রেডারিক সিগার মুখে দিয়া এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে নানারূপ আলোচনা চলিতেছিল।

রোগী পার্শ্বস্থ কক্ষে থাকিয়া তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া া উঠিলেন, "হতভাগারা থামবেও না—খালি কুকুরের ঘেউ ঘেউ ক'রে চলেছে!"

মেসার্স পাইক ও প্লুক কথাটা শুনিতে পাইয়া তখনই থামাইলেন। কিন্তু গ্লাস সুরায় পূর্ণ করিলেন।

বিরক্তিভরে সার মলবেরী বলিয়া উঠিলেন, "ওরা কে কষ্টই দিতে বদ্ধপরিকর দেখছি। ওহে, এখন বেজেছে?"

বন্ধু বলিলেন, "সাড়ে আটটা।"

সার মলবেরী বলিলেন, "টেবলটা কাছে টেনে আন। বের কর। এস।"

তাসখেলা চলিতে লাগিল। সার মলবেরী প্রতি হাতেই জিতিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, রালফ নিকলবি জানিতে চাহিয়াছেন, সার মলবেরী ন আছেন।

অধীরভাবে সার মলবেরী বলিলেন, "বল গে, আগের র ভাল।"

"মিঃ নিকলবি আস্‌তে চাচ্ছেন, সার—"

টেবলের উপর করাঘাত করিয়া সার মলবেরী বলিলেন, মি ত তোমায় ব'লে দিলুম, আগের চেয়ে ভাল।"

ভৃত্য তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তার পর াইল, রালফ সার মলবেরীর সহিত দেখা করিতে চাহেন দি অসুবিধা না হয়।

প্রভু তারস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, অসুবিধা যথেষ্ট আছে। ম এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব না। কারও দেখা হবে না। তুমি ত এ কথা জান, তবে কেন হ, বোকা উল্লুক!"

ভৃত্য বলিল, "হুজুর, আমাকে ক্ষমা করবেন। মিঃ কলবি এমন ধ'রে বসেছেন হুজুর—"

কথাটা এই যে, রালফ নিকলবি লোকটাকে ঘুষ দিয়াছেন। সে জন্য ভৃত্য তাঁহাকে সার মলবেরীর কাছে য়া আসিতে উৎসুক ছিল। সে দরজায় হাত রাখিয়া া খুলিয়া দিয়াছিল।

সার মলবেরী বলিলেন, "কোন কাজ আছে, তিনি সছেন কি?"

"না হুজুর। তিনি শুধু হুজুরের দর্শনপ্রার্থী।"

সার মলবেরী বলিলেন, "নিয়ে এস তাঁকে। ঐ ল্যাম্পটা ান থেকে সরাও। টেবলটা হটিয়ে দিয়ে ওখানে চেয়ার খ—আরও দূরে, হ্যাঁ, ব্যস্‌।"

ভৃত্য আদেশমত কাজ করিয়া বাহিরে গেল। লর্ড রিসফট কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় দরজা জাইয়া দিলেন।

লঘু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রালফ্‌ কক্ষমধ্যে প্রবেশ রিলেন। তাঁহার দৃষ্টি মক্কেলের উপর ন্যস্ত হইল।

ধারকর্ত্তা শান্তভাব অবলম্বন করিয়া সার মলবেরী রালফ্‌কে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। তার পর বলিয়া উঠিলেন, "নিকলবি, আমি হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে এই অবস্থায় আছি।"

তেমনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রালফ বলিলেন, "তাই ত দেখছি। ভারী বিশ্রী হয়েছে—আপনাকে চেনাই যায় না।"

রালফ যেন কত নম্র, কত বিনীত—এমনই নম্রস্বরে তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সার মলবেরী যদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে রালফের মুখের বিদ্রূপ হাস্য তাঁহার লক্ষীভূত হইত।

"বস, তুমি নিকলবি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

রালফ আসন গ্রহণ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমি রোজ আপনার খোঁজ নিয়ে গেছি। কোন কোন দিন দুবার ক'রেও খবর নিয়েছি। আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে ভেবে এসেছি। আপনার কি ভারী কষ্ট হয়েছে?"

রালফ নত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সার মলবেরী বলিলেন, "কষ্ট হয়েছে বৈ কি। তা হ'লে আজ কি মনে ক'রে এসেছ?"

রালফ বলিল, "অমনি এসেছি। লর্ড মহোদয়ের কতকগুলি দলিল আছে, সেগুলা নতুন ক'রে লিখে নিতে হবে। সে যা হয় পরে হবে—আগে আপনি সেরে উঠুন। আমি শুধু এ কথাটাই বল্‌তে এসেছি যে, আপনার এ অবস্থা দেখে সত্যি আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। আমার কোন আত্মীয়—অবশ্য আমি তাকে স্বীকার করি না—এ কাজ করেছে, আপনার উপর দণ্ড নিক্ষেপ করেছে—"

সার মলবেরী বলিলেন, "দণ্ড!"

রালফ বলিলেন, "জানি, সেটা অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। সেজন্য আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, সে হতচ্ছাড়া আমার কেউ নয়, তাকে আমার আপনার জন ব'লে মনে করি না। আপনারা যে রকমে পারেন, তাকে শাস্তি দিতে পারেন। তার ঘাড় ভেঙ্গে দিতে পারেন, আমি কথাটি বলব না।"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে সার মলবেরী বলিলেন, "এরা আমাকে যে গল্প শুনিয়েছে, সেটা তা হ'লে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে?"

রালফ বলিলেন, "তা ছড়িয়ে পড়েছে বৈ কি। প্রত্যেক ক্লাব, প্রত্যেক জুয়ার আড্ডায় এটা প্রচার হয়ে গেছে। শুনেছি, এ ব্যাপার নিয়ে গান বাঁধাও হয়েছে। অবশ্য আমি নিজের কাণে কিছুই শুনিনি—ও সব আমার ভাল লাগে না। তবে শুনেছি, গান ছাপাও হয়েছে—বিলিও হচ্ছে। সারা সহরে ছড়িয়ে পড়েছে।"

সার মলবেরী বলিলেন, "এ সব মিথ্যে কথা। ঘোড়াটা ভয় পেয়েছিল।"

রালফ অবিচলিতভাবে বলিলেন, "সকলে বলছে, সেই নাকি ঘোড়াকে ভড়কে দিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, আপনাকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা আমি বিশ্বাস করিনে। আমি অনেককে সে কথা বলেওছি। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, হাঙ্গামা ভালবাসি না। কিন্তু লোক আপনার সম্বন্ধে এ রকম আলোচনা করবে, এ আমার সহ্য হয় না।".

ক্রোধভরে রোগী বলিয়া উঠিলেন, "একবার আমি রোগ-শয্যা ছেড়ে উঠি, তখন দেখতে পাবে কি রকম প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। এমন প্রতিশোধ কেউ কখনো নেয়নি। নিশ্চয় আমি এর শোধ নেব। ঘটনা তার অনুকূল হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের জন্য সে আমায় দাগী ক'রে রেখেছে, কিন্তু আমি তার দেহে এমন দাগ রেখে যাব যে, গোরে যাবার সময় পর্য্যন্ত তা তার অঙ্গের ভূষণ হয়ে থাকবে। আমি তার নাক-কাণ কেটে দেব! চাবকে তার ছাল-চামড়া তুলে নেব। জন্মের মত তাকে খোঁড়া ক'রে দেব। তা ছাড়া ঐ রকমের সতী মেয়ের সতীত্বকে ধুলোয় লুটিয়ে দেব। ওর বোন্‌কে——"

কথাটা শুনিয়া রালফের শীতল রক্তও উষ্ণ হইয়া উঠিল। সার মলবেরীর হঠাৎ স্মরণ হইল, এক কালে রালফ্ ঐ তরুণীর পিতার হাতে হাত দিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ নীরব থাকিবার পর রালফ্ বলিলেন, "ভারী বিস্ময়ের কথা, একটা ছোঁড়া আপনার মত এক জন পাকা ওস্তাদকে এমন ক'রে হারিয়ে দিলে।"

সার মলবেরী সক্রোধে রালফের দিকে চাহিলেন। রালফ্ মাথা নত করিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "একটা খাজা ছেলে—সেদিনের ছোঁড়া আপনাকে হারালে, আপনার দেহের চাপেই ত ছোঁড়া মারা যেত। তা ছাড়া এক সময় আপনি জিমন্যাষ্টিকদলের কর্ত্তা ছিলেন না?"

পীড়িত লোকটি অধীরভাবে চাহিলেন।

রালফ বলিয়া চলিলেন, "আমি ঠিক ধরেছি। অবশ্য তখন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। ছোকরা খুব ক্ষিপ্র এবং উৎসাহী। কিন্তু আপনার সঙ্গে তুলনায় ওসব কিছু নয়। খালি ভাগ্যক্রমে সে এক হাত নিয়েছে।"

সার মলবেরী হক্ বলিলেন, "আমি আগে সেরে উঠি, তার পর তাকে দেখে নেব। লুকিয়ে থাকলেও আমি তাকে টেনে বার করব।"

রালফ্ বলিলেন, "সে লুকিয়ে থাকবে না। এখানেই সে আছে। দুপুরবেলা রাজপথে সে হেঁটে বেড়ায়। ভয়-ডর তার নেই। আপনাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে দেশে নিরাপদে কাজ হাসিল করা যায়, আমরা যদি সে দেশের নাগরিক হতুম, আমি টাকা দিয়ে গুণ্ডার দ্বারা ওর রক্ত দর্শন করতুম।"

রালফ্ টুপী লইয়া বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই লর্ড ফ্রেডারিক দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন, "হক্, তুমি নিকলবির সঙ্গে কি এত কথা বলছ? ব্যাপার কি?"

রালফ্ বলিলেন, "সার মলবেরী খুব রেগে গেছেন।"

"টাকার জন্য নয় ত? ব্যবসার কোন ক্ষতি হয় নি ত, নিকলবি?"

"না, হুজুর, তা নয়। সে বিষয়ে আমাদের কোন বিবাদ নেই। সার মলবেরী তাঁর এই আকস্মিক ব্যাপারের—"

সঙ্গে সঙ্গে সার মলবেরী নিকোলাসের উদ্দেশে ভীষণ আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যুবক লর্ড সহসা বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে এ বিষয়ের আলোচনা তিনি শুনিতে চাহেন না।

তিনি বলিলেন, "হক্, মনে রেখ, তোমার এ সব ব্যাপারে আমি থাকব না। এই ছোকরার প্রতি তোমরা যদি কাপুরুষের মত অত্যাচার করতে চাও, আমি তা কখনই হ'তে দেব না।"

বন্ধু বলিলেন, "কাপুরুষের মত আক্রমণ?"

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া লর্ড বলিলেন, "নিশ্চয়। তুমি যদি তাকে তোমার পরিচয় দিতে, তোমার কার্ড ফেলে দিতে, তার পর যদি বুঝতে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার অবস্থা তোমার নয়—সে নিম্ন স্তরের লোক, তা হ'লে যদি সে তোমাকে কিছু বলত, সেটাই খারাপ হ'ত। কিন্তু তুমিই অন্যায় করেছ। আমিও তখন মধ্যস্থতা না ক'রে অন্যায় করেছি। সে জন্য আমি দুঃখিত। তার পর তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে, তাতে তার চেয়ে তোমার দোষই বেশী। এর জন্য তাকে শাস্তি দিতে গেলে, আমি তা সহ্য করব না। অন্ততঃ আমার জ্ঞাতসারে তা ঘটতে দেব না।"

লর্ড এই বলিয়াই মুখ ফিরাইলেন। দরজার কাছে গিয়া তিনি বলিলেন, "এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, তার বোন্ অতি সাধুপ্রকৃতি সচ্চরিত্রা যুবতী। সে যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী। তার ভাই যা করেছে, প্রত্যেক ভাই তাই করত। সে ঠিক কাজই করেছে। আমার মনে হয়, তার মত সাহস আমাদের মধ্যে কেউ দেখাতে পারবে না—তার অর্দ্ধেকও নয়।"

লর্ড ভেরীসফ্‌ট কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। রালফ্ ও সার মলবেরী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিলেন।

কোমল মৃদুস্বরে অতঃপর রালফ্ বলিলেন, "এই আপনার শিষ্য? না, উনি অন্য দেশ থেকে নতুন এসেছেন?"

দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সার মলবেরী ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া বলিলেন, "সবুজ বোকারা মাঝে মাঝে এই রকম বোকামী ক'রে থাকে। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি বুঝে নেব।"

ালফ্, বন্ধুর দিকে আর একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত
া চিন্তিতমনে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

দিকে মিস্ লা ক্রিভি স্মাইককে লইয়া নিজের বাড়ীতে
লেন। তিনি স্মাইককে ছাড়িয়া দিলেন না। তাহাকে
ভোজনে আপ্যায়িত করিলেন। তার পর সন্ধ্যার
পূর্ব্বে স্মাইক পদব্রজে বাসার দিকে ফিরিল।

থ হারাইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। প্রত্যহ সে
লাসের সঙ্গে পদব্রজে এই পথ ধরিয়া চলিয়া
তেছে।

ডগেট হিলের কাছে আসিয়া সে পথ ছাড়িয়া নিউ
দেখিতে গেল। কয়েক মিনিট ধরিয়া দেখিবার পর সে
তাড়ি পথ চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে হীরা-
তের দোকানের বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভিতরের দৃশ্য
তে লাগিল।

এমন সময় পৌনে ৯টা বাজিবার শব্দ শুনিয়া সে আবার
চলিতে লাগিল। একটা চৌমাথা পার হইবার সময়
ানা গাড়ী প্রায় তাহার উপর আসিয়া পড়িল।
তাড়াতাড়ি একটা আলোক-স্তম্ভ জড়াইয়া ধরিয়া
নাকে পতনের বেগ হইতে রক্ষা করিল। ঠিক সেই
কে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা,
পেয়েছি!"

সে কণ্ঠস্বর স্মাইকের সুপরিচিত। সে মুখ ফিরাইয়া
ল। ভয়ে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মিঃ
ারস্ তাহার গলার কোট চাপিয়া ধরিল। স্মাইক পা
তেছিল, কিন্তু 'মাষ্টার ওয়াক্‌ফোর্ড সজোরে তাহার পা
য়া ধরিয়াছিল। বেচারা স্মাইকের নড়ন-চড়নের
লোপ পাইল। ভয়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ওয়াকফোর্ড, শীঘ্র একখানা
া ডাক।"

"গাড়ী ডাকব, বাবা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাড়ী না হ'লে চল্‌বে না। ভাড়া
া লাগ্‌বে।"

এক জন শ্রমজীবী সেখান দিয়া যাইতেছিল। সে বলিল,
করেছে এ ছেলেটি?"

"কি করে নি, তাই বল। মনিবের কাছ থেকে
িয়েছে—মারধর করেছে। যত রকম মন্দ কাজ আছে,
করেছে।"

সে স্মাইকের দিকে চাহিল। কিন্তু বেচারা স্মাইকের
া কিছু বুদ্ধি ঘড়ে ছিল, তাহা তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।
ন সময় গাড়ী আসিল। ঠেলাঠেলি করিয়া তাহাকে
ীতে তুলিয়া দিয়া স্কুইয়ারস্, গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া
া। গাড়ী চলিতে লাগিল। যে কয় জন শ্রমজীবী
ানে জড় হইয়াছিল, তাহারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া
ল। তাহারা ছাড়া সে দৃশ্যের অপর সাক্ষী কেহ ছিল না।

সম্মুখে বসিয়া, স্মাইকের পা চাপিয়া ধরিয়া স্কুইয়ারস্
মিনিট পাঁচেক তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর
উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া স্মাইকের গণ্ডদেশে মনের সুখে চপেটা-
ঘাত করিতে লাগিল।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "স্বপ্ন নয়! রক্ত-মাংসের শরীরই
বটে!" পুনরায় স্মাইকের কর্ণমূলে কয়েকটা মুষ্টিযোগ
প্রয়োগ করিল। তার পর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

স্কুইয়ারস্ পুত্রকে বলিল, "তোর মা যখন শুন্‌তে পাবে,
ওর গার চামড়া তুলে নেবে দেখিস্।"

উপযুক্ত পুত্র বলিল, "তাই নাকি, বাবা?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ঠিক সময়ে আমরা এসে পড়েছিলাম।"

"বাবা, আমি ওর পা চেপে ধরেছিলাম।"

পুত্রের পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া বাহবা দিয়া পিতা বলিল,
"ঠিক করেছিস্। এবার খুব ভাল জামা তোকে
কিনে দেব।"

স্মাইক চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এখন আমি
বাড়ী যাব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! বাড়ীতেই তোকে নিয়ে যাব।
শান্তিপূর্ণ গ্রামে নিয়ে যাব বলেই ত তোকে ধরেছি। জানিস্,
তোকে আমি ফাঁসীকাঠে চড়াতে পারি। আমার জিনিষ
চুরি ক'রে পালিয়েছিলি, বেইমান্! তোর সে সব কাপড়-
চোপড় গেল কোথায়? সে জুতোজোড়া?"

বলিতে বলিতে ছাতার ডগা দিয়া সে স্মাইকের বুকে
খোঁচা মারিতে লাগিল; তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত
করিতে লাগিল।

স্কুইয়ারস্ আপন মনে বলিল, "ভাড়াটে গাড়ীতে কোন
ছেলেকে আগে মারবার সুযোগ পাইনি। এতে একটু
অসুবিধা আছে। তা হোক্, এতেও আমোদ আছে!"

বেচারা স্মাইক, যথাসাধ্য আক্রমণ প্রতিহত করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিল। তার পর অভিভূতের মত গাড়ীর
মধ্যে বসিয়া রহিল। কি করিয়া সে এই দুষমনের হাত
হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

পথের শেষ নাই। এ-পথ ও-পথ করিয়া গাড়ী চলিতে
লাগিল। অনেকক্ষণ পরে স্কুইয়ারস্ মুখ বাড়াইয়া বলিল,
"থাম!"

"ঐ বাড়ীতে। দোতলা মাঝের বাড়ীটায় যাব!
দরজায় নাম লেখা আছে—স্নলে।"

গাড়োয়ান বলিল, "কি রকম লোক আপনি, মশাই।
মানুষের গায় চামড়া টেনে না ধ'রে কথা বল্‌তে
পারেন না?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "না! ফের যদি কথা বল, তোমাকে
দেখে নেব। দাঁড়াও!"

মিঃ স্নলের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল! এইখানে
স্কুইয়ারস্ ঘর ভাড়া লইয়াছে। ছোট বৈঠকখানা-ঘরে

স্মাইককে টানিয়া লইয়া পিতাপুত্র প্রবেশ করিল। স্নলে দম্পতি তখন ভোজনে বসিয়াছিল। শিক্ষক বলিল, "সেই বদমাস ছোঁড়াটাকে খুঁজে পেয়েছি।"

স্নলে বলিলেন, "যে ছেলেটা পালিয়েছিল?"

"হ্যাঁ সেই। মহিলাটি এখানে না থাক্‌লে ছোঁড়াকে আমি—"

কথাটা শেষ না করিয়া, স্মাইককে কি করিয়া পাওয়া গিয়াছে, স্কুইয়ারস্ তাহারই গল্প বলিতে লাগিল।

মিসেস্ স্নলে বলিলেন, "ভগবানের হাত এতে আছে দেখছি।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ভগবান ওর বিরুদ্ধ। অবশ্য এ হবেই জানা ছিল। সকলেই তা জান্‌ত।"

মিঃ স্নলে বলিলেন, "কঠোরতা এবং মন্দ কাজে কোন দিন ভাল হয় না।"

পকেট হইতে একতাড়া ব্যাঙ্কনোট বাহির করিয়া গণিয়া দেখিয়া বলিল, "এ রকম জিনিষ আমার অজ্ঞাত।"

তার পর বলিল, "মিসেস্ স্নলে, আমি ছেলেটার উপকারী ছিলুম—ওকে খেতে দিয়েছি, পরতে দিয়েছি, শিক্ষা দিয়েছি। সব রকমে আমি ওর শিক্ষা দিয়েছি—ব্যবসা-বাণিজ্য, অঙ্ক-শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং ত্রিকোণমিতি সবই ওকে শিখিয়েছি। আমার একমাত্র ছেলে ওর বন্ধু ছিল, ভাই ছিল। আমার স্ত্রী ওকে মার মত ভালবাসতেন। কিন্তু বিনিময়ে কি পেয়েছি? দুধ দিয়েছিলুম, তা থেকে দই আর ঘোল জন্মেছে।"

মিঃ স্নলের পত্নী বলিলেন, "তা হ'তে পারে—তা হ'তে পারে।"

স্নলে বলিলেন, "এত দিন ও কোথায় ছিল?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি কি শয়তান নিকলবির কাছে ছিলে?"

স্মাইক কোনমতেই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে মরিয়া গেলেও ঘুণাক্ষরেও নিকোলাসের নাম করিবে না স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। পাছে কোন কথা বলিলে নিকোলাসের অনিষ্ট হয়, তাই সে সম্পূর্ণভাবে মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। ভয় দেখাইয়া, প্রহার করিয়া স্কুইয়ারস্ তাহার নিকট হইতে কোন কথাই আদায় করিয়া লইতে পারিল না।

স্কুইয়ারস্ তখন স্মাইককে লইয়া দ্বিতলের পশ্চাদ্দিকের একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করিল। সেইখানেই তাহাকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। স্মাইকের জুতা, ওভারকোট, ওয়েষ্টকোট সবই সে কাড়িয়া লইল। তার পর দ্বার তালা-বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। স্মাইকের পলায়নের কোনও পথই সে খোলা রাখিল না।

স্মাইক অন্ধকার ঘরে পড়িয়া রহিল। তাহার সমস্ত শক্তি তখন তিরোহিত হইয়াছিল। সে শুধু নিকোলাসের কথা ভাবিতে লাগিল।

৩৯

যে রাত্রিতে এক জন জীবনের তিক্ততায় অতিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহারই পরদিবস গ্রীষ্ম-প্রভাতে একখানি গাড়ী ইসলিংটনের মধ্য দিয়া সশব্দে রাজপথ অতিবাহন করিতেছিল।

গাড়ীর বাহিরে মাত্র এক জন বলিষ্ঠদেহ পল্লীবাসী উপবিষ্ট ছিল। সে সেন্টপল গির্জ্জার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। এমন সময় গাড়ীর জানালা খুলিয়া গেল—একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ বাতায়নপথে দেখা দিল।

পল্লীযুবক বলিল, "দেখছ কত বড় গির্জ্জা।"

যুবতী বলিল, "তাই ত, জন, আমি ভাবিনি, এত বড় গির্জ্জা আছে।"

"বড় ত বটেই, মিসেস্ ব্রাউডি। কত দিন ধ'রে বলছি, চল লণ্ডন দেখে আসি, তা তোমার মতই হয় না। লণ্ডনের লর্ড মেয়র কোথায় থাকেন, আমার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

পুরুষটি ইয়র্কশায়ারের মিঃ জন ব্রাউডি। সে গাড়ীর উপর হইতে নীচে নামিয়া পত্নীর গণ্ডে একটা টোকা দিল। তার পর বলিল, "উনি এখনও ঘুমুচ্ছেন নাকি?"

ব্রাউডি-পত্নী বলিল, "সারারাত ঘুমিয়েছে, কাল সারা-দিনও ঘুমিয়েছিল। মাঝে মাঝে যখন জেগেছিল, এমন বিরসমুখে ছিল, বড় কষ্ট হয়।"

যাহার সম্বন্ধে আলোচনা, সে তখন সর্ব্বাঙ্গে শাল জড়াইয়া নিদ্রা দিতেছিল।

জন ব্রাউডি বলিল, "আর ঘুমোয় না, এবার উঠে পড়ুন।"

বার বার এইরূপ চীৎকার করার পর নিদ্রিত মূর্ত্তি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে যেন উঠিয়া বসিল। সে মিস্ ফ্যানী স্কুইয়ারস্।

সে বলিল, "টিলডা, সারা রাত ধ'রে তুমি লাথি ছুড়েছিলে।"

তাহার বন্ধু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি করি বল, সমস্ত গাড়ীটা তুমি দখল করেই রেখেছিলে।"

ফ্যানী বলিল, "কথাটা অস্বীকার করো না। ঘুমের ঘোরে হয় ত তোমার মনে নেই, কিন্তু লাথি তুমি ছুড়েছিলে। আমি কিন্তু সারা রাত চোখ বুজতে পারিনি।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বস্ত্র ঝাড়িয়া লইয়া জন ব্রাউডির হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল।

একখানি ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে জিনিষ-পত্র তুলিয়া দিয়া জন ব্রাউডি বলিল, "চল সারা হেড্‌এ।"

গাড়োয়ান বলিল, "কোথায় বল্‌লেন?"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "মিঃ ব্রাউডি, কোথায় বল্‌লেন সারা-সেন্‌স্-হেড্‌এ?"

জন বলিল, "নিশ্চয়। তুমি কি ওটা চেন না কি?"

গাড়োয়ান বলিল, "এ হোটেল আমি চিনি।" বলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।
মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "প্রিয় টিলডা, আমাদের দেখে ল কি ভাববে?"
জন্ ব্রাউডি বলিল, "যা ইচ্ছে তারা ভাবুক গে। রা লণ্ডনে আমোদ করতে এসেছি। কেমন, নয় "
মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তা বটে।" কিন্তু তাহার মুখ ।
ন বলিল, "তবে আর ভাবনা কি। কিছুদিন আগে বিয়ে করেছি। এখন বিয়ের আমোদ করতে ছি। কনে আর কনের সঙ্গিনীকে নিয়ে এসেছি। যদি আমোদ না করি, তবে কবে করবো?"
ানন্দ উপভোগ করিতে পাছে বিলম্ব ঘটে, তাই জন্ ড পত্নীর আরক্তিম গণ্ডে তখনই চুম্বন-রেখা মুদ্রিত । দিল: তার পর মিস্ স্কুইয়ারসের বাধা সত্ত্বেও কও একটা চুমা দিয়া ফেলিল।
াহারা সারাসান-হেড হোটেলে পৌছিয়া গেল।
র্ঘ পথশ্রমে তাহারা ক্লান্ত ছিল, কাজেই অনতিবিলম্বে । বিশ্রাম করিতে গেল। দ্বিপ্রহরে তাহারা প্রচুর াণ সহ প্রাতরাশ সমাপ্ত করিল।
াস্ স্কুইয়ারস্ ওয়েটারকে বলিল, "আমার বাবা এখন । কি? তুমি জান?"
। বলিল, "মিস আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।"
স্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমার বাবার কথা বলছি। ক আছেন?"
কাথায় আছেন, মিস্?"
স্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "এখানে এই হোটেলে। আমার -মিঃ ওয়াক্‌ফোর্ড স্কুইয়ারস্। তিনি এখানে আছেন। ক হোটেলে আছেন তিনি?"
য়টার বলিল, "ও নামের কোন ভদ্রলোক এখানে ব'লে আমি জানিনে, মিস্। হয় ত কফি-ঘরে পারেন।"
ত। চমৎকার সংবাদ ত! সারা পথ, মিস্ স্কুইয়ারস্ কে বলিয়া আসিয়াছে, লণ্ডনে গেলে, সে কি রকম থাকিবে—বাড়ীতে থাকার মত সুবিধা পাইবে। াহার পরিবর্তে সে এ কি শুনিতেছে!
(ব্রাউডি বলিল, "ওহে, তুমি ভাল ক'রে খোঁজ ক'রেই তার পর এখানে আরও কিছু মটরসুঁটীর তরকারী ও।"
ার চলিতেছে, এমন সময় ওয়েটার সপুত্র স্কুইয়ারস্‌কে রের মধ্যে প্রবেশ করিল।
য়ারস্ তাহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই ত, দেখ্‌ছি?"

কন্যা পিতাকে বলিল, "আমরা এসেছি, বাবা। টিলডার বিয়ে হয়ে গেছে, দেখ্‌ছ?"
মটরসুঁটীর প্লেটে মনোযোগ দিয়া জন বলিয়া উঠিল, "স্কুল-মাষ্টার, আমরা সহর দেখ্‌তে এসেছি।"
স্কুইয়ারস্ বলিল, "যুবকরা বিয়ের পরই এই রকম বাজে খরচ ক'রে থাকে। জলের মত টাকা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তা না ক'রে যদি টাকা জমায় ত অনেক সুবিধা হয়।"
জন বলিল, "তুমি খাবে না কি, মাষ্টার? এস না।"
স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমি খাব না। তবে আমার ছেলেটার হাতে খাবার তুলে দেও, প্লেটে দিও না, তা হ'লে হোটেল-ওয়ালা ডবল দাম চাইবে। হাতে দিলে ওরা ধরতে পারবে না। ওয়াকফোর্ড, তুই যদি ওয়েটারকে আসতে দেখিস্, অমনি পকেটে লুকিয়ে ফেলবি। বুঝেছিস্?"
পুত্র বলিল, "আমি জেগে আছি, বাবা।"
কন্যার দিকে ফিরিয়া পিতা বলিল, "এবার তোমার বিয়ে করবার পালা। কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার।"
কন্যা তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমার তাড়া নেই, বাবা।"
বান্ধবী মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "তাই না কি, ফ্যানী?"
ভীষণভাবে মস্তক আন্দোলিত করিয়া ফ্যানী বলিল, "হ্যাঁ, টিল্‌ডা। আমি অপেক্ষা করতে জানি।"
মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "যুবকরাও তা জানে।"
মিস্ স্কুইয়ারস বলিল, "আমি তাদের আকর্ষণ করব না।"
বান্ধবী বলিল, "সে কথা খুব সত্য!"
ইহা যে বিদ্রূপ, মিস্ স্কুইয়ারস্ তাহা বুঝিতে পারিল। তাহার মেজাজ ভাল ছিল না। বিশেষতঃ জন ব্রাউডিকে সংকল্পচ্যুত করিবার জন্য সে কিরূপে চেষ্টা করিয়াছিল, সে কথাটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় ফ্যানীর চিত্ত আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কি জবাব দিতে যাইতেছিল, এমন সময় স্কুইয়ারস্ কথার মোড় ফিরাইয়া দিল।
সে বলিল, "আমি ও ওয়াক্‌ফোর্ড কাকে পাকড়াও করেছি বল ত?"
মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিয়া উঠিল, "কাকে, বাবা? মিঃ—"
মিসেস্ ব্রাউডি তাহার অসমাপ্ত প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া দিল, বলিল, "মিঃ নিকোলাস?"
শিক্ষক বলিল, "না, তাকে নয়। তার পাশের লোকটা।"
মিস্ স্কুইয়ারস্ করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "স্মাইককে না কি, বাবা?"
"হ্যাঁ, তাকেই পাকড়াও করেছি। তার পর কায়েমী ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছি।"
জন্ ব্রাউডি প্লেটখানা ঠেলিয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, বল কি, সেই বেচারা হতভাগাকে ধরেছ? কোথায় রেখেছ তাকে?"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "আমার বাসাতে, পাশের ঘরে—তালা বন্ধ ক'রে রেখেছি।"

জন্‌ বলিয়া উঠিল, "বটে! বাসাবাড়ীতে? হো, হো, স্কুলমাষ্টারের জয় হোক্‌। দেখি তোমার হাত—চমৎকার! বাসায় বন্ধ ক'রে রেখেছ?"

জন্‌ ব্রাউডি যে ভাবে তাহার বুকে আনন্দপ্রকাশক করাঘাত করিয়াছিল, তাহাতে বেচারা স্কুইয়ারস্‌ বেশ আঘাত পাইয়াছিল। সে বলিল, "হ্যাঁ, ধন্যবাদ। কিন্তু ওরকমভাবে আর চাপড় মের না। অবশ্য তুমি ভাল ভেবেই মেরেছ, কিন্তু ওতে আঘাত লাগে। হ্যাঁ, ওখানেই তাকে রেখেছি; মন্দ করেছি কি?"

জন্‌ ব্রাউডি বলিল, "মন্দ! মানুষের এ কথা শুনলেই ভয়ে আঁত্‌কে উঠতে হয়।"

স্কুইয়ারস্‌ করে করঘর্ষণ করিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলুম, এ কথা শুনে তোমরা চম্‌কে উঠবে। খুব তাড়াতাড়ি চমৎকারভাবে কাজটা সারা গেছে।"

জন্‌ মাষ্টারের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "কি ক'রে সব হ'ল বল ত? চট্‌পট্‌ ক'রে ব'লে ফেল।"

জন্‌ ব্রাউডি শুনিবার জন্য যেরূপ অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, স্কুইয়ারস্‌ তত তাড়াতাড়ি তাহার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিল না। স্কুইয়ারস্‌ আদ্যোপান্ত সকল ব্যাপার বর্ণনা করিয়া বুঝাইল।

স্কুইয়ারস্‌ অবশেষে বলিল, "পাছে সে লুকিয়ে পলায়ন করে, এজন্য কাল সকালে তিন জনের জন্য গাড়ীর টিকিট কিনেছি—আমার, স্ন্যাকফোর্ডের ও তার। তার পর এমন বন্দোবস্ত করেছি যে, নতুন ছাত্র ও হিসাবপত্র সম্বন্ধে আমার এজেণ্টই সব ব্যবস্থা করবে। বুঝলে আমার কৌশল? এখন তোমরা আজ এসে পড়েছ, ভালই হ'ল, দেখা হয়ে গেল। পরে এলে আর দেখা হত না। যদি আজ সন্ধ্যার সময় আমার ওখানে চা খেতে না যাও, তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

ইয়র্কশায়ারের জন ব্রাউডি স্কুইয়ারসের করকম্পন করিয়া বলিল, "আর বল্‌তে হবে না। আমরা নিশ্চয় যাব—২০ মাইল দূর হলেও যাব।"

তাহার আমন্ত্রণ যে এত শীঘ্র গৃহীত হইবে, ইহা স্কুইয়ারস্‌ কামনা করিতে পারে নাই। নহিলে সে হয় ত ভাবিয়া চিন্তিয়া নিমন্ত্রণের কথা পাড়িত। স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "তা হ'লে যাবে ত?"

জন ব্রাউডি আবার স্কুইয়ারসকে করকম্পন করিয়া জানাইল যে, নিশ্চয়ই তাহারা যাইবে। সহর দেখার কার্য্য কাল আরম্ভ করিলেই চলিবে। তাহারা ঠিক সন্ধ্যা ৬টার সময় মিঃ স্নলের বাড়ী যাইবে। ইহার পর স্কুইয়ারস্‌ পুত্রসহ সেখান হইতে বিদায় লইল।

সারাদিন জন ব্রাউডি অস্বাভাবিক উত্তেজিতভাবে কাটাইল। কখনও সে অকারণে উচ্চহাস্য করিল, কখনও সে টুপী লইয়া গাড়ীর আড্ডায় গিয়া হাজির হইল। অত্যন্ত অস্থিরভাবে সে ঘর-বাহির করিতে লাগিল। আঙুল মট্‌কাইয়া সে জঙ্গলী গ্রাম্য নৃত্য জুড়িয়া দিল। এক কথায় সে এমনভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল যে, মিস্‌ স্কুইয়ারস্‌ তাহার সখী ম্যাটিলডাকে বলিল যে, জন ব্রাউডি বোধ হয় ক্ষেপিয়া যাইবে। মিসেস্‌ ব্রাউডি কিন্তু স্বামীর এরূপ ব্যবহারে বিশেষ বিচলিত হইল না। সে বলিল যে, স্বামীকে সে আগেও আর একবার এরূপ করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং দুশ্চিন্তা করিবার কোনও হেতু নাই। উহাকে একা থাকিতে দেওয়াই ভাল—যাহা ইচ্ছা হয় করুক। এইরূপ ব্যাপারের পর জন ব্রাউডি প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে।

ফলে তাহাই হইল। কারণ, যখন মিঃ স্নলের বৈঠকখানায় সকলে উপবিষ্ট—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় জন ব্রাউডি এমন অসুস্থ হইয়া পড়িল, তাহার মাথা এমন অসম্ভবভাবে ঘুরিতে লাগিল যে, সমবেত সকলেই অত্যন্ত বিব্রত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রীই শুধু সেই অবস্থায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে নাই। সে বলিল যে, যদি ঘণ্টা দুই জন্‌ মিঃ স্কুইয়ারসের শয়ন-গৃহে শয়ন করিতে পায়, তাহা হইলে তাড়াতাড়ি তাহার অসুস্থতা দূরীভূত হইবে। চিকিৎসক ডাকার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা এ প্রস্তাব সকলেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিল। তখন সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া জনকে উপরতলে লইয়া গেল। অবশ্য সে জন্য সকলকেই অস্বাভাবিক বেগ পাইতে হইল। কারণ, সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় সেই বিপুলকায় লোকটির মাঝে মাঝে পদস্খলন হইতে লাগিল। এইরূপে কোনও মতে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া স্কুইয়ারসের শয্যায় শায়িত করা হইল। তাহার স্ত্রী শুধু সেই ঘরে রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার স্ত্রী বৈঠকখানাঘরে ফিরিয়া গিয়া জানাইল যে, জন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সকলেই আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জন ব্রাউডি তখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। সে তখন বালিসের এক প্রান্ত মুখের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড হাস্যবেগকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইরূপে হাস্যবেগ অবরুদ্ধ হইলে সে পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিল। তার পর পার্শ্বের ঘরে গিয়া চাবী ঘুরাইয়া দিল। চাবী বাহিরের দিকেই লাগান ছিল। ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া সে স্মাইকের মুখ সর্ব্বপ্রথম চাপিয়া ধরিল। স্মাইক তখন বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিল। জন বলিল, "আমি ব্রাউডি—তোমার সঙ্গে আগে দেখা হয়েছিল—সে ম'রে যাবার পর, আমায় তুমি দেখেছিলে।"

স্মাইক বলিল, "হ্যাঁ, চিনেছি। আমায় রক্ষা করুন।"

তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া জন বলিল, "তোকে সাহায্য! তোর মত বোকা ছেলে আমি দেখিনি! তুই এখানে কেন এসেছিলি?"

স্মাইক বলিল, "আমাকে জোর ক'রে এনেছে।"

জন বলিল, "ধ'রে এনেছে! ওর মাথা ভেঙে দিস নি কেন, লাথি ছুড়িস্ নি কেন? পুলিস পুলিস ব'লে চীৎকার করিস্ নি কেন? আমি যখন ছোট ছিলাম, ওর মত এক ডজন লোককে আমি ঘোল খাওয়াতুম! কিন্তু তুই দুর্বল, ভগবান তোকে মেরে রেখেছেন। না, আর কিছু বলব না।"

জন ব্রাউডির কণ্ঠে করুণ, বিষাদমাখা স্বর শুনিয়া ...।

স্মাইক কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জন ব্রাউডি ...র তাহাকে থামাইয়া দিল।

জন বলিল, "চুপ ক'রে থাক্। একটি কথাও বল্‌বি না।"

জন তার পর একটি স্ক্রু তোলা যন্ত্র পকেট হইতে বাহির ...য়া দ্বার-সংলগ্ন কুলুপটির পেঁচ খুলিয়া ফেলিল। তার পর ...ইভার ও কুলুপটি ভূমিতলে রক্ষা করিল।

জন বলিল, "এটা দেখলি ত? এটা যেন তুই করেছিস্। ...র পালা।"

স্মাইক শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল। সে যেন কিছুই বুঝিতে ...রতেছিল না।

জন তাড়াতাড়ি বলিল, "এইবার পালা। কোথায় ...স্, জানা আছে ত? আচ্ছা ভাল। ওগুলো কি ...র জামা না মাষ্টারের?"

স্মাইক বলিল, "আমার।"

তাহাকে লইয়া জন পার্শ্বের ঘরে তাড়াতাড়ি গমন ...ল এবং চেয়ারের উপরস্থিত কোট ও জুতা দেখাইয়া ...। পরিধান করিতে বলিল। সে নিজেই জুতা পরাইয়া ...। কোটটা তাহার গলায় জড়াইয়া দিল।

"এইবার আমার সঙ্গে আয়। বাইরের দরজা পার ...ই ডানদিকে যাবি, তা হ'লে কেউ দেখতে পাবে না।"

স্মাইক বলিল, "দরজা বন্ধ করতে গেলে শব্দ হবে, ...তে পাবে যে!"

সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

জন্ বলিল, "তা হ'লে দ্বার বন্ধ করিস না। মাষ্টারের ...। লাগে লাগবে।"

স্মাইক কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আগেও ও আমাকে ...র এনেছে। আবার আন্‌বে। ঠিক তাই করবে ও।"

অধীরভাবে জন বলিল, "না, আন্‌তে পারবে না। আমি ...াচ্ছি, তুই যেন নিজে পালিয়েছিস, ও যদি এখন বৈঠক-...ঘর থেকে বাইরে আসে, ওর একখানা হাড় আস্ত ...বে না। ওকে আমি অন্য পথে নিয়ে যাব তুই যে দিকে যাবি, সে দিকে যেতে দেব না। খুব জোরে যদি তুই চ'লে যাস্, তুই বাসায় পৌঁছোবার আগে ও জান্‌তেই পারবে না—যে, তুই পালিয়েছিস। আয়, চ'লে আয়।"

স্মাইক তাহার অনুসরণ করিল। জন তখন অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বৈঠকখানার কাছে আসিয়া স্মাইককে পলায়ন করিতে ইঙ্গিত করিল। স্মাইক আর বিলম্ব করিল না। মুক্তিদাতার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, যে দিকে তাহাকে যাইবার জন্য নির্দেশ করা হইয়াছিল, সেই দিকে বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

জন কয়েক মিনিট সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের মধ্যে গল্পগুজব সমানভাবে চলিতেছে দেখিয়া সে উপরে গিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও কোনও গোলযোগ নাই দেখিয়া সে পুনরায় স্কুইয়ারসের শয্যায় শয়ন করিল। লেপটা গায় জড়াইয়া সে এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যে, নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে লেপের অন্তরাল হইতে সে তাহার আরক্ত মুখ বাহির করিতেছিল, আবার প্রচণ্ড হাস্যবেগে সমস্ত শয্যাটাই কাঁপিয়া উঠিতেছিল। জন ব্রাউডির এ অবস্থা দেখিবার লোক যদি সেখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে সেও এই কৌতুককর ব্যাপারে তাহারই মত না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

৪০

অত্যাচারীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্মাইকের দেহে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। সে কোথাও মুহূর্তের জন্য না দাঁড়াইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছিল, কেহ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে কি না।

এক একবার পল্লী অঞ্চলে পলায়নের সংকল্প তাহার মনে জাগিতেছিল। যদি দশ বারো মাইল দূরবর্তী কোনও পল্লীতে সে চলিয়া যায় ত কেমন হয়? কিন্তু তাহা না করিয়া আঁকা-বাঁকা পথ ধরিয়া সে লণ্ডনের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। সহরের আলোকমালা দেখা যাইতে লাগিল। সে আরও দ্রুত চলিল।

সে যখন সহরের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হইল, তখন অধিকাংশ দোকানই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজপথেও তখন জনতা অধিক ছিল না। তথাপি ইহাকে উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে নিউম্যান্ নগ্‌সের বাসায় উপস্থিত হইল।

সারাদিন ধরিয়া নিউম্যান্ তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। নিকোলাসও অন্য দিকে তাহার সন্ধানে ফিরিতেছিল। স্মাইক নগ্‌সের দ্বারে আঘাত করিল। নগ্‌স হতাশ ও বিষণ্ণ চিত্তে ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল। স্মাইকের করাঘাত শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিল। স্মাইককে দেখিবা-মাত্র আনন্দে অভিভূত হইয়া সে তাহাকে টানিয়া ঘরের

মধ্যে লইয়া গেল। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সে এক পাত্র সুরা জলের সহিত মিশাইয়া প্রথমেই স্মাইককে পান করিতে দিল।

স্মাইক সুরাপান করিতে করিতে তাহার দুর্দশার কাহিনী একে একে বিবৃত করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে নিউম্যানের মুখমণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। গাড়ীর মধ্যে স্মাইকের প্রহৃত হইবার কাহিনী শুনিবামাত্র নগস্ অধীর চরণে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। জন ব্রাউডির ব্যাপারটা শুনিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে, জন ব্রাউডির সহিত স্কুইয়ারসের হাতাহাতি হইয়াছিল কি না।

স্মাইক বলিল, "বোধ হয়, তা হয় নি।"

এ কথা শুনিয়া নগসের মনে ঘোর নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল।

নিউম্যান্ বলিল, "তুমি এখানে আজ থাক্‌বে—ভারী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছ তুমি। আমি ওদের খবর দেব, তুমি এখানে এসেছ। তারা তোমার অদর্শনে পাগলের মত হয়েছে। মিঃ নিকোলাস—"

স্মাইক বলিল, "ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন!"

নিউম্যান্ বলিল, "তথাস্তু! এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্থির হ'তে পারেন নি। তাঁর মা ও বোনেরও সেই অবস্থা।"

স্মাইক বলিল, "না, না, তিনি আমার কথা হয় ত ভাবেন নি। ভেবেছেন কি? যদি তিনি না ভেবে থাকেন, আমাকে সে কথা জানিও না।"

নিউম্যান বলিল, "মিস্ নিকল্‌বি তোমার জন্য ভারী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। তিনি যেমন সুন্দরী, তেমনই মহৎহৃদয়া!"

স্মাইক বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ!"

নিউম্যান বলিল, "যেমন শান্ত, তেমনি ভদ্র।"

গভীরতর উত্তেজনাভরে স্মাইক বলিল, "ঠিক কথা! ঠিক কথা!"

নিউম্যান্ মিস্ নিকল্‌বির গুণ বর্ণনা করিতে করিতে সহসা স্মাইকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছে—অশ্রুধারা আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়াইয়া পড়িতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এই কিশোরের নয়নে উত্তেজনার অভূতপূর্ব্ব আলোকদীপ্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব।

ঈষৎ বিব্রতভাবে নিউম্যান্ বলিল, "আহা! এমন প্রকৃতির ছেলের কি দুরদৃষ্ট! এমন কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় প'ড়ে কষ্ট পাচ্ছে!"

বহুক্ষণ নীরবে সে স্মাইকের এ অবস্থা দেখিল। তার পর বলিল যে, সে এখন নিকোলাসকে খবর দিতে যাইবে। স্মাইক এখানে বিশ্রাম করুক। কিন্তু স্মাইক তাহাতে সম্মত হইল না। সে তাহার হিতকামী বন্ধুবর্গের সহিত এখনই দেখা করিতে যাইবে।

উভয়ে পথে বাহির হইল। স্মাইকের হাঁটিবার শক্তি ছিল না, তথাপি কোনও মতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে নিউম্যানের পাশে পাশে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি-প্রভাতের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহারা নিকোলাসের বাসায় পৌঁছিল।

নিকোলাস সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল। কি উপায়ে স্মাইককে কি করিয়া ফিরাইয়া পাইবে, তাহারই সম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। বাহিরে তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াই তাড়াতাড়ি সে দ্বার খুলিয়া বহির্গত হইল। তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। তাহার মিলনানন্দ-জনিত উচ্চরবে ও গোলমালে বাড়ীর আর সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুধু কেট নহে, মিসেস নিকলবিও স্মাইককে ফিরাইয়া পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন।

নিকোলাস এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, স্মাইক-হরণ ব্যাপারে তাহার জ্যেষ্ঠ-তাতের কোন না কোন সংস্রব আছেই। পরে সমস্ত কথা শুনিয়া সে বুঝিল যে, মিঃ স্কুইয়ারসই এই হরণ-ব্যাপারের পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছে। সে মনে মনে স্থির করিল যে, জন ব্রাউডির সহিত দেখা করিয়া সে জানিয়া লইবে, এ ব্যাপারে কে অপরাধী অধিক। তার পর কিরূপে এই শিক্ষকটির ধৃষ্টতার প্রতিশোধ দেওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে—অনেক কথা ভাবিল।

আপিসে প্রবেশ করিয়াই নিকোলাস বলিল, "মিঃ লিংকিন-ওয়াটার, আজকার প্রভাতটা ভারী সুন্দর!"

টিম্ বলিলেন, "হ্যাঁ, পল্লীগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু লণ্ডনের বিষয়ে বলত, আজ কেমন দিন?"

নিকোলাস্ বলিল, "সহরের বাইরে কিছু পরিষ্কার।"

"কিছু পরিষ্কার। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে একবার দেখ ত!"

হাসিয়া নিকোলাস বলিল, "আমার শোবার ঘর থেকে একবার দেখ্‌বেন চলুন।"

টিম বলিলেন, "পল্লীর কথা আমায় বলো না। তাজা ডিম ও ফুল ছাড়া সেখানে আর কি পাওয়া যেতে পারে বল ত? আমি তাজা ডিম এখানেও পেতে পারি, তাজা ফুলও ঢের পাওয়া যায়।"

এইরূপ নানাপ্রকার আলোচনার পর নিকোলাস মিঃ চার্লস্ চেরিবল্ বাড়ী আছেন কি না অনুসন্ধান করিল। টিম বলিলেন, মিঃ চার্লস্ ঘরে একাই আছেন।

নিকোলাস বলিল, "এই চিঠিখানা এখনই তাঁকে দিতে হবে।"

সে রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল।

কোনও উত্তর আসিল না।

সে আবার করাঘাত করিল, কিন্তু তথাপি কোনও সাড়া-শব্দ নাই।

নিকোলাস মনে মনে ভাবিল, "তিনি নিশ্চয় ঘরে নেই, চিঠিখানা আমি টেবলের উপর রেখে যাই।"

ভেজান দ্বার খুলিয়া নিকোলাস ভিতরে প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি সে ফিরিয়া আসিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই সে দেখিল, একজন তরুণী মিঃ চার্লসের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া। মিঃ চেরিবল্ তাহাকে উঠিবার জন্য অনুনয় করিতেছেন। তৃতীয় আর একজন নারী—সম্ভবতঃ উক্ত তরুণীর সঙ্গিনী—পাশে দাঁড়াইয়া। মিঃ চেরিবল্ তাহাকে বলিতেছিলেন যে, উক্ত তরুণীকে উঠিবার জন্য সে যেন অনুরোধ করে।

নিকোলাস স্খলিতকণ্ঠে ক্ষমা চাহিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছিল, এমন সময় তরুণী তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিল যে, এই সুন্দরী তরুণী তাহার পূর্ব্বদৃষ্টা—চাকরী রেজেষ্টি আপিসে সে তাহাকে দেখিয়াছিল। অপর নারীর দিকে চাহিয়া সে বুঝিল, এই পরিচারিকাকেও সে পূর্ব্বে উক্ত তরুণীর সঙ্গে দেখিয়াছিল। তরুণীর সৌন্দর্য্যে সে এমন আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, বিমূঢ়ভাবে সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নড়িবার চড়িবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল না।

মিঃ চার্লস্ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয় ম্যাডাম্, না না, আর একটা কথাও নয়। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ওঠ। এখানে আরও লোক আছে।"

এই কথা বলিয়াই তিনি তরুণীকে ধরিয়া তুলিলেন। চেয়ারে বসিবামাত্র তরুণী অচেতন হইয়া পড়িল।

সম্মুখের দিকে দৌড়াইয়া গিয়া নিকোলাস বলিল, "উনি মূর্চ্ছা গেছেন, স্যার।"

চার্লস্ বলিলেন, "আহা বেচারা! আমার ভাই নেড কোথায়? নেড, ভাই, শীঘ্র এস।"

দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ভ্রাতা বলিলেন, "ভাই চার্লস্, এই ত আমি এসেছি। কি, ব্যাপার কি?"

মিঃ চার্লস্ বলিলেন, "চুপ, চুপ, ভাই নেড, একটা কথাও এখন নয়। ভাই, গৃহকর্ত্রীকে ডেকে পাঠাও—টিম্ লিংকিন ওয়াটারকে খবর দেও। এই যে টিম্, মিঃ নিকলবি, তুমি এখন ঘর থেকে বাইরে যাও—তোমাকে অনুরোধ ক'র্ছি।"

নিকোলাস এমনই আগ্রহভরে তরুণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল যে, কথাটা সে শুনিতেই পায় নাই। সে বলিল, "আমার মনে হয়, উনি একটু ভাল হয়েছেন।"

অতি সন্তর্পণে তরুণীর একখানি হাত তুলিয়া ধরিয়া ভাই চার্লস্ বলিলেন, "বেচারা আহা! ভাই নেড আপিসের কাজের সময় এ দৃশ্য দেখে তুমি হয় ত বিস্মিত হয়েছ। কিন্তু" —এমন সময় নিকোলাসকে এখনও তথায় দেখিয়া তিনি নিকোলাস্‌কে পুনরায় গৃহত্যাগের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং টিম্ লিংকিন্‌ওয়াটারকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

নিকোলাস তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে সে গৃহকর্ত্রী ও টিমের দেখা পাইল। তাহারা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে চলিতেছিল। নিকোলাস্ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই টিম্ নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিলেন। নিকোলাস দ্বারবন্ধের শব্দ শুনিতে পাইল।

নিকোলাস বহুক্ষণ ধরিয়া এই আবিক্রিয়ার কথা ভাবিতে লাগিল। টিম্ লিংকিনওয়াটার বহুক্ষণ অনুপস্থিত। এই সময়টা নিকোলাস ঐ তরুণীর কথাই ভাবিতেছিল। কি অপূর্ব্ব সুন্দরী এই তরুণী! কেন সে এখানে আসিয়াছে? ইহার সম্বন্ধে এমন রহস্যময় ব্যবহারই বা কেন? সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই সে বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছিল। কে এই তরুণী, ইহার নামই বা কি? সে ভাবিল, "দশ হাজার নারীর মধ্য হ'তে আমি একে চিনে নিতে পারি।"

নিকোলাস গৃহমধ্যে উত্তেজিতভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল। সুন্দরীর আনন ও মূর্ত্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে সে তন্ময় হইয়া পড়িল—আর কোন চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না!

অবশেষে টিম্ লিংকিনওয়াটার সেখানে আসিলেন। তখন তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত গম্ভীর—উত্তেজনা-বর্জ্জিত। তাঁহার হাতে কাগজ এবং কলমটি ওষ্ঠ দ্বারা ধৃত। ভাবটা এমনই যে, কিছুই হয় নাই।

নিকোলাস জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি এখন বেশ সুস্থ হয়েছেন?"

টিম্ লিংকিনওয়াটার বলিলেন, "কে?"

নিকোলাস বলিল, "কে! কেন, ঐ তরুণী মহিলা।"

কলমটি টানিয়া বাহির করিয়া টিম্ বলিলেন, "মিঃ নিকল্‌বি, তিন হাজার ছুইশ আটত্রিশকে চারিশত সাতাশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় বল ত?"

নিকোলাস বলিল, "কিন্তু আগে আমার প্রশ্নটার উত্তর দিন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা—"

চোখে চশমা পরিয়া টিম্ লিংকিনওয়াটার বলিলেন, "ঐ তরুণী মহিলাটির কথা ত? হ্যাঁ, ঠিক কথা। হ্যাঁ, তিনি ভাল হয়েছেন।"

নিকোলাস প্রশ্ন করিল, "সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন?"

গম্ভীরভাবে টিম্ বলিলেন, "সম্পূর্ণ।"

নিকোলাস পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আজ বাড়ী যেতে পারবেন ত?"

টিম্ বলিলেন, "তিনি ত চ'লে গেছেন।"

"চ'লে গেছেন!"

"হ্যাঁ।"

আগ্রহভরে তাঁহার দিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "খুব বেশী দূর বোধ হয় তাঁকে যেতে হবে না?"

টিম্ তেমনই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, তা বোধ হয় নয়।"

নিকোলাস আরও দুই একটা কথা বলিল, কিন্তু সে বুঝিল যে, টিম্ লিংকিনওয়াটার তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেছেন এবং ঐ অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীর সম্বন্ধে তিনি আর কোন কথা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। নিকোলাস এইভাবে উপেক্ষিত হইয়াও বিন্দুমাত্র উৎসাহহীন হইল না। পরদিবস যথাসময়ে কাজ করিতে আসিয়া, টিম্ লিংকিনওয়াটারকে সে আদৌ গম্ভীর দেখিল না। কিন্তু যেই সে তরুণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, অমনই ভীষণভাবে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নিকোলাস লক্ষ্য করিতে লাগিল, তরুণী পুনরায় কবে এখানে আসে। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তরুণীর দেখা নাই। সে প্রত্যেক পত্রের শিরোনামা লক্ষ্য করিতে লাগিল। যদি তরুণী নারীর হস্তাক্ষর চোখে পড়ে। পূর্ব্বে টিম্ লিংকিনওয়াটার যে সব কাজ করিতেন, তাহার কোন কোন কাজের ভার নিকোলাসের উপর পড়িয়াছিল। তদুপলক্ষে তাহাকে দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইয়াছিল। নিকোলাসের মনে হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য এ ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিকালে ঐ তরুণী নিশ্চয় চেরিবল ভ্রাতৃগণের ওখানে গিয়াছিল। অবশ্য তাহার সন্দেহের অনুকূল কোন নিদর্শন সে আবিষ্কার করিতে পারিল না। টিম্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও কিছু সংবাদ পাইবার উপায় ছিল না।

নৈরাশ্য ও রহস্য কখনও প্রেমের পরিণতির পথে বাধা জন্মাইতে পারে না। বরং তাহাতে প্রেম আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে "চোখের আড় মনের বার" কথাটা খাটিতে পারে। অবশ্য তাই বলিয়া অনুপস্থিতি বা অদর্শন অন্তরের অসারতা বা ফাঁক ঘোষণা করে না। সত্য এবং সাধুতা, মূল্যবান রত্নের ন্যায়, দূর হইতে নকল করা চলে এবং খাঁটি রত্নের ন্যায় এই মেকি বাজারে চলিয়া যায়। আন্তরিক এবং সক্রিয় কল্পনা-শক্তির প্রভাবে প্রেম সজাগ থাকে এবং অদর্শনজনিত ব্যবধান সত্ত্বেও দীর্ঘকাল স্মৃতিপথে দৃঢ়ভাবে বিরাজ করে। বিচ্ছেদেই প্রেম পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয়। নিকোলাস প্রতিদিনই ঐ সুন্দরী অপরিচিতা যুবতীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। ক্রমে তাহার মনে হইল যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে ঐ যুবতীকে সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সে আরও ভাবিত যে, তাহার মত ভাগ্যহত প্রেমিক জগতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই।

যুবতীর সহিত পুনরায় দেখা হইবে, এইরূপ আশা সত্ত্বেও নিকোলাস আর তাহার দেখা পাইল না। ইহাতে সে ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবস্থা যখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন চেরিবল ভ্রাতৃযুগলের জার্ম্মাণীর কোনও সংবাদদাতার নিকট হইতে সংবাদ না আসায়, টিম্ ও নিকোলাসের স্কন্ধে বড় বড় এবং জটিল হিসাব-নিকাশের ভার পড়িল। তখন টিম্ প্রস্তাব করিলেন যে, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ও নিকোলাসকে রোজ কাজ করিতে হইবে। ইহাতে নিকোলাস বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল না এবং সে সানন্দে এইরূপ গুরু পরিশ্রম করিতে সম্মত হইল। প্রথম দিনই রাত্রি নয়টার সময় শুধু ঐ যুবতীটি নহে, তাহার পরিচারিকাও সেখানে আসিল। তাহারা চেরিবল ভ্রাতৃযুগলের সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে দেখা করিতে গেল। সে রাত্রিতে তাহারা চলিয়া গেল। আবার পরদিবস রাত্রিতে ঠিক একই সময়ে তাহারা হাজির হইল। এইরূপে প্রত্যহই তাহারা আসিতে লাগিল।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ যুবতীকে গতায়াত করিতে দেখিয়া নিকোলাসের কৌতূহল চরমে উঠিল। সে কাজ ছাড়িয়া উক্ত যুবতীর পশ্চাতে অনুসরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে সে নিউম্যান নগসের শরণাপন্ন হইল। সে তাহাকে অনুরোধ করিল যে, সে যেন যুবতীকে লক্ষ্য করে এবং তাহার বাসস্থান কোথায়, তাহা যেন জানিয়া লয়। যুবতীর কি নাম, কোথায় থাকে, বর্ত্তমান অবস্থাই বা কি প্রকার, সকল বিষয় সন্ধানের ভার সে নিউম্যানকে অর্পণ করিল। ফলাফল সে যেন নিকোলাসকে জানায়।

পরদিন সন্ধ্যায় সগর্ব্বে নিউম্যান এই কার্য্যভার গ্রহ করিল—সন্নিহিত প্রমোদোদ্যানে সে ওত পাতিয়া বসিয় রহিল। মেয়েটি যে সময়ে রোজ চেরিবল ভ্রাতৃযুগলে ভবনে আসে, তাহার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই সে বাগানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে ঐ যুবতী আসিল, বহুক্ষণ পরে সে চলি গেল। নিকোলাসের সহিত নিউম্যান এই সর্ত্ত করিয়াছি যে, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকি এবং তাহার অনুসন্ধান-ফল তাহাকে জানাইবে। দ্বিতী দিবস রাত্রিতে নিকোলাস নিউম্যানের সহিত সাক্ষ করিল।

নিউম্যান বলিল, "সব ঠিক। বস, বস। আমি বল্‌ছি।"

নিকোলাস ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে, ব্যাপার কি

নিউম্যান উৎসাহভরে বলিল, "অনেক কথা সব ঠিক। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছি কোথা থেকে আরম্ভ করি। যাক্ সে কথা। হতাশ না—সব ঠিক আছে।"

নিকোলাস বলিল, "নাম কি বল ত?"

নিউম্যান বলিল, "নাম হচ্ছে ববস্টার।"

সরোষে নিকোলাস বলিল, "ববস্টার?"

নিউম্যান বলিল, "হাঁ, ঠিক ঐ নাম। আমি লবস্টার ংড়ি মাছ) কথাটা মনে ক'রে ওটাকে মোটেই ভুলিনি।"

নিকোলাস বলিল, "ববস্টার! ওটা ত চাকরের নাম।"

নিউম্যান মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা নয়। মিস্ সিলিয়া ববস্টার।"

বার বার ঐ নামটা উচ্চারণ করিয়া নিকোলাস বলিল, সিলিয়া? নামটা ত খুব মিষ্টি।"

নিউম্যান বলিল, "সত্যি, খুব মিষ্টি। আর দেখতেও ৎকার।"

"কে?"

নিউম্যান বলিল, "মিস্ ববস্টার।"

নিকোলাস বলিল, "কোথায় তার দেখা পেলে?"

স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিয়া নিউম্যান বলিল, "যেখানেই ক্ না কেন, আমি তাকে দেখেছি। তুমিও তার দেখা ব। সব আমি ঠিক করেছি।"

নিউম্যানের কর ধারণ করিয়া নিকোলাস বলিল, "প্রিয় ম্যান, তুমি সত্যি বলছ?"

নিউম্যান বলিল, "হ্যাঁ, যথার্থই বলছি। প্রত্যেক কথাটা । আগামী কাল রাত্রিতে তুমি তার দেখা পাবে। মার কথা শুনতে সে রাজি হয়েছে—আমি তাকে বিষয়ে রাজি করেছি। মেয়েটি বড় ভাল—যেমন মধুর তি, তেমনই সুন্দরী ও সচ্চরিত্রা।"

নিকোলাস তাহার করকম্পন করিয়া বলিল, "তা আমি নি, তা জানি।"

নিউম্যান বলিল, "তোমার ধারণা অভ্রান্ত।"

নিকোলাস বলিল, "কোথায় সে থাকে? তার হাস তুমি কি শুনেছ? তার বাবা আছেন—মা, ই বা বোন আছেন কি? সে কি বলেছে? কেমন র তার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল? সে কি খুব ম্মিত হয় নি? তাকে কি তুমি বলেছিলে যে, প্রাণ দিয়ে মি তাকে ভালবাসি? কোথায় তার সঙ্গে আমার া হয়েছিল, সে কথা কি তাকে বলেছিলে? আমি তার া ভেবেছি, তার স্মৃতি আমার কাছে দেবলোকের স্মৃতির প্রিয়, এ সব কথা কি তাকে বলেছিলে? বল উম্যান, বল।"

এইরূপ প্রশ্নের বন্যায় নিউম্যান বিব্রত হইয়া পড়িল। বিমূঢ়ের ন্যায় নিকোলাসের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিউম্যান বলিল, "না, আমি এ সব কথা তাকে া নি।"

নিকোলাস বলিল, "কোন্ কথাটা বল নি?"

নিউম্যান বলিল, "দেবলোকের কথা আমি বলি নি। ই যে কে, তাও তাকে বলি নি। কোথায় তুমি তাকে খছ, সে কথাও জানাই নি। আমি শুধু বলেছি, তুমি কে ভালবেসে পাগল হয়ে উঠেছ।"

নিকোলাস কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, "যে কথা ঠিক, নিউম্যান। সত্যি আমি তাকে কত ভালবাসি, তা ভগবান্ জানেন।"

নিউম্যান বলিল, "আমি তাকে এ কথাও বলেছি যে, অনেক দিন ধ'রে তুমি গোপনে তাকে ভালবেসে এসেছ।"

"হ্যাঁ—ঠিক কথা। উত্তরে সে কি বললে?"

নিউম্যান বলিল, "লজ্জায় তার গণ্ডদেশ আরক্ত হয়ে উঠেছিল।"

নিকোলাস সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "ঠিক তাই। ও রকম হওয়াই স্বাভাবিক।"

নিউম্যান তার পর বলিল যে, যুবতী তাহার পিতার একমাত্র সন্তান। তাহার মাতা জীবিত নাই। সে তাহার পিতার সহিত বসবাস করিতেছে। পরিচারিকার উপর তাহার বিশেষ জোর আছে। সুতরাং তাহার সহায়তায় যুবতী তাহার প্রেমিকের সহিত গোপনে দেখা করিতে পারিবে। নিউম্যান কিরূপ বক্তৃতা দিয়া এই যুবতীর মন টলাইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিল। তাহারই ফলে সুন্দরী নিকোলাসের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইয়াছে। এখন নিকোলাস যদি যুবতীর মন হরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে ব্যর্থকাম হইতে হইবে না। চেরিবল ভ্রাতৃবৃন্দের ভবনে সে কেন গতায়াত করিতেছে, এ বিষয়ে রহস্য অনুদ্ঘাটিত রহিয়াই গিয়াছে, কারণ, নিউম্যান সে সম্বন্ধে বাক্যব্যয় পর্য্যন্ত করে নাই। তবে নিউম্যান এইটুকু ইঙ্গিত করিল যে, সে আলোচনা উপলক্ষে এইটুকু বুঝিয়াছে যে, মহিলাটি অত্যন্ত দুর্দ্দশায় কালযাপন করিতেছে। তাহার পিতা কন্যার উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, একজন্য সে অত্যন্ত অসুখী, তাহার পিতা অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং নিষ্ঠুর-প্রকৃতি। বোধ হয়, সেইজন্যই যুবতীটি চেরিবল ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্য গ্রহণ করিতে গিয়াছে। অবশেষে নিউম্যান এই মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, যুবতীটি এইরূপ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।

নিকোলাসের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নিউম্যান্ নগস্ বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মলিন পরিচ্ছদের কৈফিয়ৎস্বরূপ সে যুবতীকে বুঝিতে দিয়াছিল যে, এ সকল ব্যাপারে ছদ্মবেশ অপরিহার্য্য, তাই সে ঐরূপ বেশে যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। বিশবার ধরিয়া এইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর নিকোলাস নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রি ১১টার সময় যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া হৃষ্টচিত্তে বিদায় লইল।

বাড়ী যাইবার সময় নিকোলাস ভাবিল যে, ব্যাপারটা বড়ই বিস্ময়করভাবে ঘটিয়া গেল। সে কখনও ভাবে নাই, কল্পনা পর্য্যন্ত করে নাই যে, এমনভাবে সুন্দরী যুবতীটির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে। সে ভাবিল, "আমি তার জীবন-কাহিনী জানবার জন্য ব্যাকুল, তাকে

আমার প্রেমের কথা বলবার অবকাশ পাব, এ সম্ভাবনাই ছিল না। যাক্‌, এখন আর ভাবনার কারণ নেই।"

কিন্তু তথাপি নিকোলাস সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। এত সহজে এই যুবতীকে জয় করায় সে যেন আনন্দ অনুভব করিল না। বরং মনে মনে সে যুবতীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, "সে ত জানে না আমি কে। আমি না হয়ে অন্য কেউ ত হ'তে পারত।" এইরূপ চিন্তায় সে মনে মনে খুসী হইতে পারিল না। পরমুহূর্তে সে নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে কেন যুবতী সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা করিতেছে? সে যতদূর দেখিয়াছে, তাহাতে এমন মন্দিরে অপবিত্র কিছু থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ চেরিবল ভ্রাতৃযুগল যেভাবে যুবতীর সহিত ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে মেয়েটি যে অপাপবিদ্ধা, তাহাই ঘোষণা করিতেছে। নিকোলাস ভাবিল, "যাই হোক্, ব্যাপারটি রহস্যপূর্ণ।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিকোলাসের মনে এইরূপ নানা চিন্তা অধিকার করিয়া রহিল। সে মনে মনে প্রসন্ন হইতে পারিল না। ১০টা বাজিবার পর সে বেশভূষা করিয়া সঙ্কেতস্থানে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল। নির্দ্দিষ্টস্থানে নিউম্যান্ নগ্‌সের সহিত তাহার দেখা হইল। সেও আজ বেশভূষার পারিপাট্য করিয়াছিল।

উভয়ে নিঃশব্দভাবে রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা এজওয়ার রোডে উপনীত হইল।

নিউম্যান বলিল, "বাড়ীর নম্বর ১২।"

চারিদিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "ও!"

নিউম্যান বলিল, "রাস্তাটা ভাল নয় কি?"

নিকোলাস বলিল, "হাঁ ভাল, তবে বড় অপ্রিয়দর্শন।"

নিউম্যান এই মন্তব্য শুনিয়া আর কোন কথা বলিল না। তার পর সহসা সে নিকোলাসকে একটা রেলিংএর ধারে দাঁড়াইতে বলিল। নিকোলাস যেন এখান হইতে এক পাও কোথাও না যায়, এইরূপ উপদেশ দিয়া নগ্‌স্ চকিতে অগ্রসর হইল। যাইবার সময় সে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, নিকোলাস তাহার উপদেশমত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে কি না। তার পর সে গোটা ছয়েক বাড়ীর দরজা পার হইয়া একটা বাড়ীর সোপানে আরোহণ করিল। পরমুহূর্তে আর তাহাকে দেখা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে তাহার মূর্ত্তি আবার দেখা গেল। তার পর খানিকদূর অগ্রসর হইয়া সে নিকোলাসকে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিল।

জুতার ডগার উপর ভর দিয়া নিকোলাস তাহার দিকে আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

আনন্দে অধীর হইয়া নিউম্যান বলিল, "সবই প্রস্তুত। বাড়ীতে এখন কেউ নেই। এর চেয়ে সুযোগ আর হতে পারে না। হা! হা!"

এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনাইয়া সে একটি দরজার পাশ দিয়া চলিল। নিকোলাস চাহিয়া দেখিল, বাহিরে পিত্তল-ফলকে "ববস্‌টার" লেখা রহিয়াছে। বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া নগ্‌স্ নিকোলাসকে সোপান-পথে নীচে নামিতে ইঙ্গিত করিল।

নিকোলাস দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার! আমরা চোরের মত রান্নাঘরের দিকে চলেছি, যেন আমরা খেতে পাই না?"

নিউম্যান বলিল, "চুপ করুন! বুড়ো ববস্‌টার ভয়ঙ্কর লোক। সে সকলকে মেরে ফেলবে—যদি জানতে পারে। যুবতীর কাণে ঘুসিও মারবে—এমন সে প্রায়ই করে।"

সক্রোধে নিকোলাস বলিল, "কি বল্‌লে? এমন সুন্দরীর গায়ে সে হাত তুল্‌তে সাহস—"

নিউম্যান তাহাকে থামাইয়া দিয়া জোর করিয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। নিকোলাস আর কোনও বাধা না দিয়া নীচে নামিল। নিউম্যান্ তাহার পশ্চাতে চলিল। খানিক দূর গিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি পথ দিয়া নিকোলাসকে টানিয়া লইয়া চলিল। এইরূপে তাহারা একটি রন্ধনাগারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

নিকোলাস জিজ্ঞাসা করিল, "তারা সব কোথায়?"

নগ্‌স্ বলিল, "তারা এখুনি এখানে আসবে। সব ঠিক আছে।"

নিকোলাস বলিল, "শুনে সুখী হলুম। আমি তা ভাবিনি, সত্যি বল্‌ছি।"

আর তাহাদের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হইল না। সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিকোলাস, নিউম্যান নগসের দ্রুত নিশ্বাস শব্দ শুনিতে পাইল। অকস্মাৎ সতর্ক পদধ্বনি শুনিয়া সে প্রস্তুত হইল। তাহার পরই এক নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হইল যে, ভদ্রলোকটি ওখানে আছেন কি না।

নিকোলাস কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁ আছেন। ও কে?"

কণ্ঠস্বরে উত্তর হইল, "আমি মশাই। ম্যাডাম্, আপনি এবার আসুন।"

সেখানে আলোক-রেখাপাত হইয়াছিল। পরিচারিকা-মূর্ত্তি দেখা গেল। সে একটা আলো লইয়া সেখানে আসিল। তাহার মনিব তাহার সঙ্গে আসিতেছিল দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, যুবতীটি যেন লজ্জা ও কুণ্ঠা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

যুবতীকে দেখিয়াই নিকোলাস চমকিয়া উঠিল—তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার বক্ষোদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে যেন পাথর বনিয়া গিয়াছিল। এক পা নড়িবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। সেই মুহূর্তে আলোকবর্ত্তিকা ও যুবতীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, সদর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত শুনিতে পাওয়া গেল। ইহা

ম্যান নগস্ লাফাইয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে সে বলিয়া
ল, "হা ভগবান! বব সটার!"

যুবতী অস্ফুটভাবে শব্দ করিয়া উঠিল, পরিচারিকা হাত
নাইতে লাগিল। বিমূঢ়ের ন্যায় নিকোলাস সকলের
র দিকে চাহিল। নিউম্যান তাহার পকেটগুলি
াইয়া ফেলিল। কি করিবে, সে ভাবিয়া স্থির করিতে
রিতেছিল না। মুহূর্ত্ত মাত্র। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে
ন গোলমাল ঘটিয়া গেল যে, কল্পনায় তাহা অনুভব করাও
না।

যুবতী সানুনয়ে বলিল, "ভগবানের দোহাই, এখুনি বাড়ী
ড় চ'লে যান। আমরা অন্যায় করেছি—এ আমাদের
প্য। শীঘ্র চ'লে যান, নৈলে আমার সর্ব্বনাশ
যাবে!"

নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "মাত্র একটা কথা আমার
বেন? শুধু একটা কথা! আপনাকে ধ'রে রাখব না।
ব্যাপারে যে ভুল হয়ে গেছে, তার কৈফিয়ৎস্বরূপ
টা কথা শুনুন!"

কিন্তু নিকোলাস যেন বাতাসের সহিত কথা বলিতেছে!
ণ, যুবতী শঙ্কা-মলিন মুখে তখন সোপান বাহিয়া উপরে
য়া গিয়াছে। নিকোলাস তাহার পশ্চাতে ধাবিত
ার উপক্রম করিল। কিন্তু নিউম্যান তাহার কোটের
ট টানিয়া ধরিল। তার পর পূর্ব্ব-পথে তাহাকে
য়া লইয়া চলিল।

নিকোলাস বলিল, "নিউম্যান, আমায় যেতে দাও।
একটা কথা আমার বলা চাই। আমি বলবই। না
আমি এখান থেকে নড়ব না।"

নিকোলাসকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া নিউম্যান
া, "মান, ইজ্জৎ—বলপ্রকাশ—সব মনে ক'রে দেখুন।
দরজা খুলুক। দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পথে
ছি, সেই পথে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আসুন—এই
। চ'লে আসুন।"

নিউম্যানের প্রতিবাদে অবশেষে নিকোলাস নিরস্ত
। দ্বারে তখনও করাঘাত চলিতেছিল। যুবতীর
নও অশ্রু দেখা দিয়াছিল। তখনও যুবতী চলিয়া
বার প্রার্থনা জানাইতেছিল। নিকোলাস আর বাধা
না, নিউম্যানের আকর্ষণে সে বাহিরের দিকে চলিল।
বব সটার যখন সদর দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ
লেন, ঠিক সেই সময়েই বাগানের পথে নিউম্যান,
কোলাসকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা এ পথ ও পথ দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।
একটি কথাও কেহ বলিল না। অবশেষে এক স্থানে
পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিউম্যান বলিল, "যাক্ গে। অত
ড় পড়বেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এর পরে সফল
হবেন। এবার আর উপায় কি? আমার কাজ আমি
ঠিকই করেছিলাম।"

তাহার কর গ্রহণ করিয়া নিকোলাস বলিল, "খাসা
করেছ। বন্ধুর যা দরকার, সবই তুমি ঠিক করেছ। শুধু
—শুনে রাখ, আমি হতাশ হইনি, নিউম্যান। তোমার
কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ঋণী। তবে যুবতীটি তিনি নন—অন্য।"

নগস বিস্ময়ের ভরে বলিল, "অ্যাঁ! চাকরানীটা ভুল
করলে?"

নগসের স্কন্ধে হাত রাখিয়া নিকোলাস বলিল,
"নিউম্যান, নিউম্যান, চাকরানীটাও অন্য মেয়েমানুষ
—সে নয়।"

নিউম্যানের মুখ যেন ঝুলিয়া পড়িল। সে নীরবে
একদৃষ্টে নিকোলাসের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিকোলাস বলিল, "দুঃখিত হবার দরকার নেই। যা
হয়ে গেল, তার জন্য কোন অনুশোচনা অনাবশ্যক। তুমি
অন্য লোকের অনুসরণ করেছিলে; ব্যাপারটা এই।"

ব্যাপারটা তাহাই বটে। নিউম্যান তখন ভাবিতেছিল
যে, বেশ কড়া সুরা এক গ্লাস পান না করিলে সে ধাতুস্থ
হইবে না। ভুল তাহার হইয়াছে—যেমন ভাবেই হউক,
সে আসল যুবতীর সন্ধান লইতে পারে নাই।

নিকোলাসও ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে বাড়ীর
দিকে চলিল। সে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর মধুর
সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল। সে
বুঝিল যে, চিরকালের জন্য এই সুন্দরী তরুণী তাহার
নাগালের বাহিরে রহিয়া গেল।

৪১

পুত্রের সহিত আলোচনার পর হইতে মিসেস্ নিকলবি,
তাঁহার দেহের প্রসাধন ও সৌন্দর্য্যবিধানের জন্য অসাধারণ
মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রুক্ষ পরিচ্ছদকে
তিনি যথাসাধ্য আধুনিকতার রঙ্গে মনোহর করিয়া তুলিয়া-
ছিলেন। পরলোকগত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের অভি-
প্রায় থাকা সত্ত্বেও জীবিত মানুষও যে তাঁহার প্রসাধন-
পারিপাট্যে মুগ্ধ হইতে পারে, তাঁহার বেশভূষায় ইহা বেশ
প্রকট হইয়া পড়িল।

সম্ভবতঃ তাঁহার নবযৌবনসম্পন্না কন্যার সম্মুখে
পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আপনাকে
এইভাবে সুসংস্কৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটিকে নিকোলাস অভদ্র বলিয়া
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। ভদ্রলোকটি যে নির্ব্বোধ এবং
অভদ্র, ইহার জন্য মিসেস্ নিকলবি কতকটা আপনাকেই
দায়ী করিয়াছিলেন। মিসেস্ নিকলবি ধর্ম্মপরায়ণা খৃষ্টান
রমণী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহাই প্রমাণ করা সঙ্গত যে,
পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটি অভদ্রও নহেন, নির্ব্বোধও

নহেন। সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের একমাত্র উপায় এই যে, মিসেস্ নিকলবির ন্যায় পরিণতবয়স্কা সুন্দরীর রূপের আকর্ষণ তুচ্ছ নহে। তিনি সুসজ্জিতা হইয়া থাকিলে, তাঁহাকে দেখিয়া ভদ্রলোকের মন বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠাই স্বাভাবিক।

মিসেস্ নিকলবি আপন মনে বলিলেন, "নিকোলাস যদি জানত, তার বেচারা বাবা বিয়ের আগে কি রকম কষ্ট সহ্য করেছিলেন। আমি তাঁকে অবজ্ঞা করতাম। তাঁর মনে আরও বেশী ভাবপ্রবণতা থাকা দরকার ছিল। যে দিন তিনি আমার ছাতা বহন করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, সে দিন কি রকম অবজ্ঞাভরে আমি তাঁর দিকে চেয়েছিলাম, সে কথা কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? যে রাত্রিতে আমি ভ্রূকুটিভরে চেয়েছিলাম, সে দিন যে কেন তিনি দেশান্তরী হননি, তাই আমি ভাবি। হতাশ হয়ে তিনি সেই রকম করতেই গিয়েছিলেন।"

তিনি এই সব ভাবিতেছেন, এমন সময় কেট তাহার সেলাইয়ের বাক্স লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ নিকলবি প্রস্তাব করিলেন যে, স্মাইক যত্নপূর্বক বাগানে যে লতাকুঞ্জ নির্মাণ করিয়াছে, সেখানে গিয়া বসিবেন। মাতা ও পুত্রী লতাকুঞ্জে গমন করিলেন।

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "দেখ, স্মাইকের মত এমন চমৎকার ছেলে আমি দেখিনি। এই কুঞ্জটা সে কেমন যত্ন ক'রে সাজিয়েছে—ফুলগাছগুলির প্রতি কত যত্ন দেখ। তোমার দিকে সে সব পাথরগুলো না বসালেই পারত—আমার দিকে মোটেও দেয় নি।"

কেট বলিল, "মা, এ দিকটায় তুমিই বস—দোহাই মা, এ দিকে এস।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "না বাছা। আমার আসনেই আমি বসি। ভাল! আমি বলছি!"

কেট সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিল।

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সে দিন রাত্রিতে আমি বলেছিলাম, কোন্ কোন্ ফুল আমার ভাল লাগে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার কি কি ভাল লাগে, তাই শুনে স্মাইক সেই সব ফুলের গাছ এনে পুঁতেছে। তোমার যে সব ফুল পছন্দ, তুমি যে দিকে বসেছ, সেই দিকেই গাছ লাগান হয়েছে।" এতে তার গভীর মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়।"

সূচীকার্যের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেট বলিল, "মা, তোমার বিয়ের আগে—"

মিসেস্ নিকলবি বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার মাথায় হঠাৎ আমার বিয়ের আগের কথা জাগ্‌ল কেন? আমি বলছিলাম স্মাইকের মনোযোগের কথা—আমার ভাল লাগার দিকে কতখানি দৃষ্টি, তার সেই কথাই বল্‌ছিলাম। বাগানের দিকে তোমার মোটেই দৃষ্টি নেই।"

"মা গো, মা! তুমি ত জান, আমার খুব সে দিকে দৃষ্টি আছে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তা যদি হয়, তা হ'লে বাগানটা এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তার প্রশংসা করছ না কেন? এটা তোমার ভাল নয়, কেট!"

শান্তভাবে কেট বলিল, "আমি খুবই প্রশংসা করি আহা বেচারা!"

মিসেস্ নিকলবি বলিয়া উঠিলেন, "আমি কিন্তু তোমার মুখে সে প্রশংসা শুনিনি।" তার পর তিনি বলিলেন যে, কেট কি বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছে, তাহা সে বলুক।

কেটের বোধ হয় সে কথাটা মনে ছিল না। সে বলিল, "কি কথা, মা?"

মাতা বলিলেন, "বা, বেশ ত! এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে? আমার বিয়ের আগের কথা কি বলছিলে?"

কেট বলিল, "হ্যাঁ, মা, মনে পড়েছে। আমি তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম যে, বিয়ের আগে কি অনেক লোক তোমার কাছে বিয়ের দাবী নিয়ে এসেছিল?"

মাতা প্রশান্ত হাস্য সহকারে বলিলেন, "পাণিপ্রার্থী! প্রায় জন বারো লোক আমাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চেয়েছিল, কেট!"

প্রতিবাদের স্বরে কেট বলিয়া উঠিল, "মা!"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, সত্যি কথা! অবশ্য তার মধ্যে তোমার বাবা ছিলেন না, বা আর এক জন যুবক যিনি নৃত্যবিদ্যালয়ে যেতেন, তিনি বাদে। তা ছাড়া যুবক লকিন্‌ও ছিলেন। মগ্‌স্, টিপসলার্ক, ক্যাবেরি, স্মিকসার—এঁরাও ছিলেন।"

অঙ্গুলির পর্ব গণনা করিতে করিতে মিসেস্ নিকলবি, অপর হস্তের অঙ্গুলির পর্বে আসিয়া পৌঁছিলেন। এমন সময় "হুম্" শব্দে মাতা ও কন্যা চমকিয়া উঠিলেন। সমস্ত বাগানটা সে শব্দে কাঁপিয়া উঠিল।

মৃদুস্বরে কেট বলিল, "মা, ও কিসের শব্দ?"

অত্যন্ত চমকিত হইয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আমার মনে হয়, পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটিই ও শব্দ করেছেন। নৈলে কে আর করবে?"

সেই কণ্ঠস্বরে আবার শব্দ হইল "হুম্!" সে শব্দে সমস্ত পাড়াটাই যেন সচকিত হইয়া উঠিল।

কেটের বাহুমূলে হাত রাখিয়া মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছি। ভয় পেয়ো না, মা। তোমাকে লক্ষ্য ক'রে ও শব্দ হয়নি। কাকেও ভয় দেখানও উদ্দেশ্য নয়।"

মিসেস্ নিকলবি কন্যার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিলেন।

সবিস্ময়ে কেট বলিলেন, "মা, তোমার কথার মানে কি?"

লোকটি বলিল, "কথাটা সত্য।"

কেট বলিল, "কত দিন থেকে এ রকম অবস্থা?"

"অনেক দিন ধ'রে এই রকম।"

সহানুভূতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে কেট বলিল, "সারবার কোন আশা নেই?"

"একটুও না। সারা উচিতও নয়। জ্ঞান না থাকা ওর পক্ষে ভাল। এমন ভীষণ নিষ্ঠুর, বদমাস, এমন শয়তান লোক জগতে দেখা যায় না।"

কেট বলিল, "বাস্তবিক!"

রক্ষক বলিল, "এমন বদমাস আমি কখনও দেখিনি। আমার সঙ্গীও এই কথা বলে। লোকটা তার স্ত্রীর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে, মেয়েদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, ছেলেদের পথে বের ক'রে দিয়েছে—শেষে লোকটা পাগল হয়ে বেঁচেছে। ওর এমন বদ মেজাজ, এমন লোভী, ও স্বার্থপর; আর এমনি মাতাল যে, সহজ অবস্থায় থাকলে আরও অনেক লোকের সর্বনাশ করত। ওর সারবার কোন আশা নেই। ওর যা টাকাকড়ি আছে, ওর হাতে না থেকে ভালই হয়েছে। অন্য লোক সে টাকায় উপকার পাবে।"

লোকটি অতঃপর মাতা-পুত্রীকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল।

এই আলোচনার সময় মিসেস্ নিকলবি কঠোর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে লোকটির প্রতি চাহিয়াছিলেন। সে চলিয়া গেলে মিসেস্ নিকলবি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্দিগ্ধভাবে শির আন্দোলিত করিলেন।

কেট বলিল, "আহা, বেচারা!"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "সত্যি তাই। এ রকম আচরণ সত্যি লজ্জাজনক—ভারী লজ্জাকর।"

কেট বলিল, "তা, মা, ওরা কি করতে পারে? প্রকৃতির দুর্বলতা—"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "প্রকৃতি! তুমি কি মনে কর, এই ভদ্রলোক সত্যি সত্যি পাগল?"

"ওঁকে যে দেখবে, সে ওঁকে পাগল ছাড়া আর কিছু কি কল্পনা করতে পারে?"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "শোন কেট, আমার কথা মন দিয়ে শোন। লোকটা নিশ্চয় পাগল নন। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি ওঁকে পাগল ভাবলে কি ক'রে? নিশ্চয় লোক-গুলো ষড়যন্ত্র করেছে—ওঁর বিষয়-সম্পত্তি হরণ করবার জন্য এই রকম চক্রান্ত হয়েছে। ভদ্রলোক তাই বললেননি কি? অবশ্য লোকটা একটু বিচিত্র রকমের বটে, তা আমাদের মধ্যে অনেকেই ঐ রকম প্রকৃতির; কিন্তু সম্পূর্ণ পাগল—এ সম্ভব নয়! যে রকম ভদ্রভাবে উনি মনের ভাব প্রকাশ করছিলেন, যে রকম কবিত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছিলেন, মন চিন্তার সঙ্গে প্রস্তাব করছিলেন, তা থেকে ওঁকে কোন রকমেই পাগল বলা যেতে পারে না। না, না, কেট, ওঁর পাগলামীতে একটা শৃঙ্খলা আছে। আমার কথা মনে রেখ, যা বললাম, তা সত্য।"

৪২

স্নো হিল হোটেলের একটি ছোট ঘরে টেবলের উপর খাদ্য-দ্রব্য সজ্জিত করা হইতেছিল। মিঃ জন ব্রাউডি কোটের পকেটে হাত রাখিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে অধীরভাবে সে পকেট-ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিতেছিল। যেন আর তাহার ধৈর্য্য নাই।

সোফায় অর্দ্ধশায়িতা পত্নীকে ডাকিল, "টিলি!"

"কি জন!"

অধীরভাবে তাহার স্বামী বলিল, "কি, জন! তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে?"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "তেমন নয়।"

উর্দ্ধপানে চাহিয়া বিদ্রূপভরে জন বলিল, "তেমন নয়! শোন একবার, তেমন ক্ষিদে পায় নি! অথচ ওটায় আমরা ভোজ খাই। খাবারের গন্ধে মন চন্ চন্ ক'রে উঠছে, অথচ ওঁর তেমন ক্ষিদে পায়নি!"

পরিচারক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এক জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

জন প্রথমতঃ কথাটা বুঝিতে পারে নাই। তাই বলিল, "কি আছে আমার জন্য?"

"এক জন ভদ্রলোক, মশাই।"

জন বলিল, "আরে তা বলবার জন্য তুমি এসেছ? নিয়ে এস ভদ্রলোককে।"

"আপনি দেখা করবেন ত?"

"আরে পাগল, দু'ঘণ্টা ধরে আমি হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি। আর এক জনকে ব'লে রেখেছি, কেউ এলেই আমার কাছে যেন নিয়ে আসে। আর তুমি এখন বলছ, আমি দেখা করব কি না! যাও, শীঘ্র নিয়ে এস তাঁকে। শুনছ, কে আসছেন? মিষ্টার নিকলবি। আজ আমার জীবনের বড় গর্ব্বের দিন।

নিকোলাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া জন ব্রাউডি নিকোলাসকে পরম আগ্রহভরে অভিনন্দিত করিল। পুনঃ পুনঃ সে তাহার করকম্পন করিতে লাগিল।

পত্নীর দিকে নিকোলাসকে চাহিতে দেখিয়া ব্রাউডি বলিল, "হ্যাঁ, উনি আমার স্ত্রী। এখন আর তাঁকে নিয়ে আমাদের ঝগড়া হবে না, কি বলেন? থাক্, এখন ভারী ক্ষিদে পেয়েছে, আসুন বসা যাক্।"

ব্রাউডি কাঁটা-চামচে লইয়া এমন ভীষণভাবে খাদ্যদ্রব্য আক্রমণ করিল যে, তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না।

মিসেস্ ব্রাউডির জন্য একখানা চেয়ার সরাইয়া দিয়া নিকোলাস বলিল, "মিঃ ব্রাউডি, আপনি আমার এ অধিকার নিয়ে মনে কিছু করবেন না।"

জন বলিল, "আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন।"

কোন কৈফিয়ৎ না দিয়াই নিকোলাস লজ্জাস্ফুরিতাধরা মিসেস্ ব্রাউডিকে চুম্বন করিয়া আসনে বসাইয়া দিল।

মুহূর্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া জন বলিল, "আমি বলছি, এখানে নিজের বাড়ীর মত মনে করবেন।"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয়। তবে একটা সর্ত্ত আছে।"

জন বলিল, "সেটা কি ?"

"যখন সময় উপস্থিত হবে, আমাকে সকলের আগে তোমার সন্তানের ধর্ম্মপিতা নির্ব্বাচন করবে।"

ছুরি-কাঁটা রাখিয়া দিয়া জন বলিল, "ওগো শুনছ ? ধর্ম্মপিতা! হা! হা! হা! টিলি, শুনে রাখ, ধর্ম্মপিতা! আর বল্‌তে হবে না, ঠিক হবে। হা! হা! হা!"

শিষ্ট ও পুরাতন এই রহস্যে জন ব্রাউডি ভারী খুসী হইল। সে থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় মাংসখণ্ড মুখে পুরিতে লাগিল। তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তথাপি হাসি থামে না। মাঝে মাঝে বলিতে লগিল, "ধর্ম্মপিতা! টিলি, ধর্ম্মপিতা!"

নিকোলাস বলিল, "প্রথম দিন চা-পানের কথা তোমার বোধ হয় মনে আছে ?"

জন ব্রাউডি বলিল, "সেদিনের কথা কি জীবনে ভুল্‌তে পারি ?"

নিকোলাস বলিল, "সেদিন কিন্তু উনি ভারী গোঁয়ারতুমি করেছিলেন, মিসেস্ ব্রাউডি। ঠিক যেন এক দৈত্য।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "আমরা যখন বাড়ী যাচ্ছিলুম, তখন যদি ওঁর কথা আপনি শুন্‌তেন, মিঃ নিকলবি, তাহ'লে আপনি ওঁকে রাক্ষসই বল্‌তেন। সারা জীবনে আমি সেদিনের মত এত ভয় আর কখনো পাইনি।"

মুখ কাচুমাচু করিয়া জন বলিল, "থাম, থাম, টিলি, তুমি ত সব জান।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "আমিও মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, ওঁর সঙ্গে জীবনে আর কথা বলব না।"

"তাই নাকি! একেবারে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিলেন! আমাকে জ্বালাতন ক'রে মারা হচ্ছিল। আচ্ছা বল ত, ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে তুমি কেন ও রকম করেছিলে ? তুমি তখন বলেছিলে, জন, আমি ত কিছু করিনি। আমি বলেছিলাম, না, তুমি কিছু করো নি।"

সুন্দরী পত্নী সলজ্জ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি কর, জন! যা তা বকে চলেছ। আমি যেন স্বপ্নেও ঐ রকম কথা ভেবেছিলাম!"

বিদ্রূপভরে জন বলিল, "তা কি জানি, তোমার মনে কি ছিল, তুমিই জান। কিন্তু সেই রকম ভাব ত দেখিয়েছিলে। তোমাদের মন ত! একটুতেই বদলে যায়। তাতে তুমি বলেছিলে, না গো না, তোমার মত এমন মর্দ ছেড়ে কি আমি ওতে মজতে পারি। কেমন, বল নি ? হাঃ হা, হা!"

নিকোলাস এই কাহিনী শুনিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আনন্দ প্রকাশ করিল।

নিকোলাস বলিল, "দ্বিতীয়বার আমরা আহারে মিলিত হয়েছি। তোমার সঙ্গে মাত্র তিনবার দেখা। কিন্তু এর মধ্যেই তোমাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে মেনে নিয়েছি, ভাই।"

জন বলিল, "আমিও তাই বলি।"

তাহার যুবতী পত্নী বলিল, "আমিও তা নিশ্চিত জানি ও স্বীকার করি।"

নিকোলাস বলিল, "তোমার সহৃদয়তা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে। সে সময় তোমার অন্তরের দয়া না পেলে, বন্ধু, আমার যে কি দুর্দ্দশা হ'ত, তা বল্‌তে পারি না।"

জন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "ও সব বন্ধ থাক্। অন্য কথা হোক্।"

হাসিতে হাসিতে নিকোলাস বলিল, "তবে ঐ সুরে নতুন গান গাই। আমি তোমাকে চিঠিতে লিখে জানিয়েছি যে, বেচারা হতভাগার সম্বন্ধে তুমি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলে, তাকে শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে যে মহানুভবতা দেখিয়েছিলে, তাতে সে ও আমি এবং তোমার অপরিচিত আরও অনেকে যে কতখানি কৃতজ্ঞ, তা ব'লে শেষ করা যায় না। ওর উপর দয়া দেখিয়ে তুমি আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রেখেছ!"

চেয়ার সরাইয়া লইয়া জন ব্রাউডি বলিল, "তাও ব'লে রাখি, আমি বেচারার উপর দয়া দেখিয়েছি, এ কথা যদি প্রকাশ পায়, তা হ'লে আমাদের পরিচিত কতকগুলি লোক যে আমার ওপর কি রকম প্রসন্ন হবে, তা বল্‌তে পারি না।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "সে রাত্রিটা যে কি রকম করেই কেটেছিল!"

নিকোলাস ব্রাউডিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি স্মাইককে ছেড়ে দিয়েছ, সে কথা কি ওরা জান্‌তে পেরেছে ?"

এক গাল হাসিয়া ব্রাউডি বলিল, "মোটেই না। আমি অনেকক্ষণ ধ'রে স্কুল-মাষ্টারের বিছানায় পড়েছিলাম। কেউ সেখানে আসেনি। আমি ভেবেছিলাম, এখন যদি সে ফিরে এসে সব জান্‌তে পারে ত তাকে ধরতে পারবে না। কারণ, অনেক দূর বেচারা তখন চ'লে গেছে।"

নিকোলাস বলিল, "বুঝেছি।"

জন বলিল, "খানিক পরেই মাষ্টারটা ঘরে এল। শুনলাম, সে ঘরের দরজা খুলছে। সে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌তে লাগ্‌ল, 'উত্তর দিচ্ছিস্ না কেন, আমি আরো রেগে যাব।' আমি শুয়ে শুয়ে শুন্‌ছি, আর হাস্‌ছি। মাষ্টার তার পর

টা আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল তার পর কি চেঁচামেচি। মি বললাম, 'কি হয়েছে গো?' সে বললে, 'পালিয়েছে।' ন বুড়ো রেগে যেন ক্ষেপে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে, মি কোন শব্দ পেয়েছি কি না? বললাম, খানিক আগে জা খোলা ও বন্ধের শব্দ পেয়েছি। সে বললে, 'আমায় হায্য কর।' বললাম, 'তোমায় সাহায্য আমি করব।' র পর ঠিক উল্টো দিকে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ! হো! হো!"

নিকোলাস বলিল, "অনেক দূর যেতে হয়েছিল বুঝি?"

"দূর! আমি পনের মিনিট ধ'রে তাকে দৌড় করিয়ে ক নাজেহাল ক'রে দিয়েছিলুম। জল-কাদার ভেতর র তাকে নিয়ে গিয়েছিলুম। কখনো গিয়ে খানায় ছে, কখনো বেড়ার ধাক্কা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ছে—সারা হ কাদা। ভাবলাম, আমি হেসে হেসেই হয় ত দম টকে ম'রে যাব।"

সে এমন হাসিতে লাগিল যে, অপর দুই জনকেও হাস্য-গ পাইয়া বসিল। অবশেষে হাসিয়া হাসিয়া তাহারা ন্ত হইয়া পড়িল।

চক্ষু মুছিয়া জন বলিল, "লোকটা পাজি—মাষ্টারটা তান!"

তাহার পত্নী বলিল, "আমি ওকে দু'চোখে দেখ্তে রিনে।"

পরিহাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠে জন বলিল, "কিন্তু ওদের সঙ্গে মার অনেক দিনের আলাপ।"

মিসেস ব্রাউডি বলিল, "ফ্যানী আমার ছেলেবেলার লার সাথী। কাজেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।"

জন বলিল, "সে ত ভাল কথা। প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাব খা দরকার। ঝগড়া না ক'রে থাকাই ভাল। কি বলেন, : নিকলবি?"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয়। সেই লক্ষ্য ঠিক রেখেই ম কাজ করেছিলে, যখন পথে ঘোড়সওয়ার অবস্থায় মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

জন বলিল, "ঠিক তাই। আমি যা বলি, তা রি।"

নিকোলাস বলিল, "মানুষ যে হবে, তার কাজই ঐ কম। তোমার চিঠিতে শুনেছিলুম, মিস্ স্কুইয়ারস্ মাদের সঙ্গেই আছে।"

জন বলিল, "হ্যাঁ। সে টিলির বিবাহ-বাসরের সঙ্গিনী। মজার সঙ্গিনী কিন্তু। আমার মনে হয়, হঠাৎ তার বিয়ে চ্ছ না।"

তাহার পত্নী বলিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ! জন্, ও কথা লো না।"

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া জন বলিল, "ওর যে স্বামী হবে, র ভাগ্য বড় চমৎকার।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "কথাটা এই, মিঃ নিকলবি, সে আমাদের সঙ্গে আছে। আপনার সঙ্গে তার দেখা হওয়াটা বড় সুখের হবে না মনে করেই আজকে আপনাকে এখানে আহ্বান করেছি।"

নিকোলাস অর্দ্ধপথে বলিয়া উঠিল, "খুব ভাল করেছেন। এতে সন্দেহ নেই।"

মিসেস্ ব্রাউডি কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বিশেষতঃ আগে প্রেমের ব্যাপার নিয়ে যা ঘটে গেছে, তা ত আমরা জানি।"

মস্তক আন্দোলিত করিয়া নিকোলাস বলিল, "তা আমরা জানি বৈ কি! আমার মনে হয়, সে সময়ে আপনার একটু দুষ্টামিও ছিল।"

জন বলিয়া উঠিল, "তা ত ছিলই।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "জন আজকেই আপনাকে নেমন্তন্ন করবে ব'লে স্থির ক'রে ফেলেছিল। কারণ, ফ্যানী আজ তার বাবার ওখানে চা খেতে গেছে। আপনার সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, এ জন্য জন গোড়া থেকেই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে, সে নিজে গিয়ে ফ্যানীকে এখানে ফিরিয়ে আন্‌বে।"

নিকোলাস বলিল, "এ বন্দোবস্ত ভালই হয়েছে। তবে আমার জন্য এত হাঙ্গামা না করলেই হ'ত। এ জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "এক বিন্দু না। কারণ, আপনার সঙ্গে দেখা করবার আমাদের বড় আগ্রহ ছিল—জন ও আমি দুজনেই সে জন্য বড় উৎসুক ছিলাম। আপনি জানেন না, মিঃ নিকলবি, ফ্যানী স্কুইয়ারস্ সত্যি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছিল।"

তরুণীর মুখে রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

নিকোলাস বলিল, "এ জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি সত্যই বলছি, তার কুমারী অন্তরে কোন রকম প্রভাব বিস্তার করবার আমার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না।"

মিসেস্ ব্রাউডি বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলিল, "এ আপনি কি বলছেন! সত্যি ঠাট্টার কথা নয়। আমি গুরুগম্ভীর-ভাবেই বলছি, ফ্যানী আমাকে বলেছিল যে, আপনি তাকে বিয়ে করবেন ব'লে প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেছিলেন। এমন কি, খুব শীঘ্রই আপনাদের বাগ্‌দান কার্য্য হয়ে যাবে, এমনও না কি ঠিক হয়েছিল।"

সহসা নারী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "তাই নাকি, ম্যাডাম। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমার বাবাকে যে খুন করতে গিয়েছিল, তাকে আমি বিয়ে করব? তুমি কি ভেবেছিলে যে, ঐ লোকটা—যে আমার পায়ের কাদার মত ঘৃণ্য, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? তাই তুমি ভেবেছিলে? টিলডা, তুমি কি নীচ, কি জঘন্য।"

বলিতে বলিতে মিস্ স্কুইয়ারস দরজার কপাট উন্মুক্ত করিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল। তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে ব্রাউডি-দম্পতিও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "এই পরিণতি? আমার বন্ধুত্ব, ক্ষমা—সবেরই এই পরিণাম? দুমুখো সাপ তুমি। এই শেষ। কি নীচতা, কি মিথ্যাচার! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! এ সময় যদি মা থাকত!"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "শোন, শোন! সে থাক্‌লে এদের আঁচড়ে কামড়ে দিত।"

ফ্যানী বলিয়া চলিল, "এই পরিণাম? ঐ যাচ্ছেতাই মেয়েটাকে আবদার দিয়ে নিজেকে নীচ ক'রে ফেলিছি।"

স্বামীর করবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া মিসেস্ ব্রাউডি সম্মুখে আসিয়া বলিল, "থাম, থাম। বোকার মত কথা বলো না।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমি তোমার পৃষ্ঠপোষকতা করিনি?"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "না।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "তোমার মুখে লজ্জার রেখা দেখা যাবে না, তা আমি জানি। তোমার মুখে ব্যর্থ বড়াইয়ের চিহ্ন থাক্‌বে, এটা বিস্ময়ের কথা নয়।"

জন ব্রাউডি স্ত্রীর প্রতি এইরূপ আক্রমণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "অত চড়া কথা নয়। ঠাণ্ডা হয়ে কথা বল।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "মিঃ ব্রাউডি, আমি আপনাকে কৃপার পাত্র মনে করি। মশাই, শুধু কৃপা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে অন্য কোন ভাব আমার মনে নেই।"

জন বলিল, "তাই নাকি!"

পিতার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "হ্যাঁ, তাই। আমি অতি অদ্ভুত প্রকৃতির বাসর-সঙ্গিনী, শীঘ্র বিয়ের কনে হবার সুযোগ আমার হবে না, আমার স্বামী যে হবে, আমাকে পেয়ে ভাগ্যবান হবে; না মশাই, কৃপা ছাড়া আপনার ওপর আমার আর কোন রকম মনোভাব আস্‌ছে না।"

কন্যা পুনরায় পিতার দিকে অপাঙ্গে চাহিল। পিতাও কন্যার দিকে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল। তাহার দৃষ্টির অর্থ—"এইবার তুমি লোকটাকে পেড়ে ফেলেছ।"

কুঞ্চিত অলকদাম ভীষণভাবে আন্দোলিত করিয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমি জানি, আপনার জীবনে কত কষ্ট আছে। আপনার ভাবী জীবন কি রকম হবে, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি। আপনি যদি আমার ভীষণ শত্রুও হতেন, তা হ'লে কৃপা করা ছাড়া আমি মনে অন্য ভাব পোষণ করতাম না।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "ঐ রকম অবস্থায় তুমি ওকে বিয়ে করতে পারতে?"

অতি নিম্নস্তরের শিষ্টাচার দেখাইয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলিল, "আহা, ম্যাডাম, কি রসিকতাই তুমি করলে! তুমি যেমন চতুরা, তেমনি রসিকা। তুমি কত বড় চতুর, ম্যাডাম্, সে, বাবার সঙ্গে যখন আমি চা-পান করব, সেই সময়টাই তুমি বেছে বেছে নিয়েছ। কেউ আনতে না গেলে আমি আস্‌তে পারব না, ভেবেছিলে! কিন্তু একবারও ভেবে দেখনি যে, অপরেও তোমার মত চতুর হ'তে পারে—আর তোমার মতলব ফাঁস ক'রে দিতে পারে।"

পাকা গৃহিণীর মত গাম্ভীর্য্য সহকারে মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "ও রকম ক'রে তুমি আমায় রাগাতে পারবে না, বাছা।"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিস স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমাকে খুকী মনে করো না, ম্যাডাম্। ওটা আমি সহ্য করব না। পরিণাম যদি এই হয়—"

অধীরভাবে জন ব্রাউডি বলিল, "যা বলবার ব'লে ফেল, ফ্যানী। ঠিক ক'রে রাখ, এখানেই শেষ। সেটা আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।"

শিষ্টতার ভান করিয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু ওটার প্রয়োজন ছিল না, মিঃ ব্রাউডি। তার পর আমার ডাক নাম উচ্চারণ না করলেই সুখী হব। আমি কৃপা করলেও, যেটা আমার প্রাপ্য, তা আমি ভুলিনি, মিঃ ব্রাউডি। শোন টিলডা, আমি চিরদিনের জন্য তোমার সম্বন্ধ ত্যাগ করলাম। সম্পূর্ণ ত্যাগ করলাম। আমার মেয়ে হ'লে, তাকে টিলডা নাম আমি নিশ্চয় দেব না, ব'লে রাখলাম। যদি এমন হয় যে, ঐ নাম দিলে সে মরবে না, তবু তাকে বাঁচাবার জন্য ও-নাম রাখব না।"

জন বলিল, "ওটার কথা যদি বল, তা সে যখন সময় হবে, তখন বিবেচনা করা যাবে। এখন তার ঢের দেরী আছে।"

পত্নী বলিল, "জন, ওকে বিরক্ত করো না।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ উত্তেজিতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, বিরক্ত করাই বটে! না, না, ওকে বিরক্ত করো না! ওর মন বিবেচনা ক'রে কাজ করো। ছি! ছি!"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "যারা আড়ি পেতে শোনে, তারা কোন দিনই তাদের সম্বন্ধে ভাল কথা শুনতে পায় না। অবশ্য তার চারা নেই, তবে আমি এ জন্য বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু আমি এ কথা বলব, ফ্যানী, তোমার অসাক্ষাতে আমি তোমার সম্বন্ধে ভাল কথাই ব'লে এসেছি। যদি তা শুনতে, তবে তুমিও আমার দোষ দেখতে পেতে না।"

আবার নতি জানাইয়া মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "না, না, তা তুমি বলবে কেন, ম্যাডাম! আহা, তোমার দয়ায় শত

দ! এর পর আর তুমি আমার উপর অপ্রসন্ন না!"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "তোমার সম্বন্ধে কোন মন্দ কখনো বলেছি, এ আমার স্মরণ হয় না। যা বলেছি, ত্য। যদি মন্দ কিছু ব'লে থাকি, আমায় ক্ষমা করো। বার তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক মন্দ কথা বলেছ, । কিন্তু সে জন্য কোন দিন আমি তোমার ওপর পোষণ করি নি। আশা করি, তুমিও আমার উপর পোষণ করবে না।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ আর কোন কথা বলিল না। শুধু সে স্ ব্রাউডির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। খন এত বিচলিত হইয়াছিল যে, কথা বলিবার শক্তি না।

উল্লিখিত বিতর্ক যখন চলিতেছিল, মাষ্টার ওয়াক্‌ফোর্ড নির্ব্বিবাদে ভোজন-টেবলে বসিয়া আহার্য্য ভক্ষণ তেছিল, কোন কোন জিনিষ পকেটে পূর্ণ করিতেছিল। ক স্কুইয়ারস্ পুত্রের কীর্ত্তি দেখিয়া চুপচাপ ছিল। শত্রুর শত্রুর আহার্য্য ভোজন করিয়া পুত্র যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়, হইলে সে ত ভালই। কিন্তু যখন সে দেখিল, আলোচনা য়া আসিয়াছে, সকলে এখন মাষ্টার স্কুইয়ারসের চুরি য়া খাওয়া দেখিয়া ফেলিবে। তখন পিতা ধাঁ করিয়া র গণ্ডে চপেটাঘাত করিল।

মিঃ স্কুইয়ারস্ বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, তুই খাচ্ছিস্! তোর র শত্রুরা যা খেতে না পেরে ফেলে রেখেছে, তাই স্। হতভাগা ছেলে, তোকে বিষ দেওয়া উচিত।"

এক জন পুরুষের সহিত কলহের সুযোগ পাইয়া জন যেন র নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বলিল, "ওকে খেতে দেও, না। সারা স্কুলের ছেলেরা এসে খেলেই আমি খুসী । বেচারারা খেতে পায় না—তাদের পেট ভ'রে য়াবার জন্য আমার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত আমি ব্যয় ত রাজি।"

স্কুইয়ারস্ এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে জনের দিকে ল। তাহার মুখে ভ্রূকুটির ছায়া। সে গোপনে তাহার য়র মুষ্টি উদ্যত করিল।

জন বলিল, "স্কুলমাষ্টার, তুমি থাম। বোকার মত কাজ না। আমি যদি একবার আমার হাত ঝাড়া দেই, বাতাসে উড়ে যাবে!"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ছোঁড়াটাকে তা হ'লে তুমিই ছেড়ে ছ? কেমন, তুমিই ত?"

বড় গলা করিয়া জন বলিল, "আমি! হ্যাঁ, আমিই ক ছেড়ে দিয়েছি। তাতে কি হয়েছে? আমিই তাকে দিয়েছি, এখন জেনে রাখ।"

কন্যাকে সাক্ষী রাখিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি ত শুন্‌লে, ! ওর মুখেই শুন্‌লে ত?"

জন বলিল, "হ্যাঁ, আমি করেছি। তোকে আবার বলছি, শুনে রাখ। আর একটা ছেলেকে যদি অমনি ক'রে ধ'রে আনিস, তাকেও অমনি ক'রে ছেড়ে দেব। বিশটা ছেলেকে ধ'রে আন্‌লে বিশবার, চল্লিশবার, চারশবার ঐ রকম ক'রে ছেড়ে দেব। আরও তোকে বলছি, আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, তুই একটা বুড়ো রাস্কেল। বুড়ো ব'লে তুই পার পেয়ে গেলি, নৈলে তোকে মাটীতে পিষে ফেলতাম। ভদ্রলোকের সাম্‌নে যে কথা তুই বলেছিস্, তাতে ঐ রকম শাস্তি তোকে দেওয়াই উচিত।"

ঘৃণাভরে স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি ভদ্র লোক!"

জন বলিল, "নিশ্চয়। তোর মত পাজি লোকের সঙ্গে এক টেবলে ব'সে খেয়েছি, এই তোর ভাগ্য।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "যাক্ দুজন সাক্ষী রইল।" মাষ্টার নোট বহিতে কি টুকিয়া লইল। তার পর বলিল, "আচ্ছা, আদালতে তোমার কাছ থেকে কুড়ি পাউণ্ড আদায় হবে।"

জন বলিয়া উঠিল, "আদালত! আমার কাছে আদালত দেখিও না। এবার তোমার স্কুলকে আদালতে টেনে নিয়ে যাব। বাজে কথা আমার কাছে বলো না।"

স্কুইয়ারস্ ভীতিপ্রদর্শন-সূচক মাথা নাড়িতে লাগিল। ক্রোধে তখন তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। কন্যার বাহু ধারণ করিয়া, পুত্রকে টানিয়া লইয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া মাষ্টার বলিল, "আর তুমি! ব'লে রাখছি, এবার তোমায় নিয়ে পড়ব। ছেলে চুরী করা কাজ আর তুমি চালাবে? সাবধান, এবার ছেলের বাবা এসে যখন ছেলের দাবী জানাবে, তখন বুঝতে পারবে মজা। বাপ এসে ছেলেকে এবার আমার কাছেই পাঠাবে।"

উপেক্ষাভরে নিকোলাস বলিল, "ও ভয় আমায় দেখিও না।"

"তাই নাকি? ভয় নেই! আচ্ছা, দেখা যাবে।"

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "এমন সংসর্গ আমি জন্মের মত ত্যাগ করলাম। এ সব লোকের নিশ্বাস আমাকে অপবিত্র ক'রে দিয়েছে। বেচারা মিঃ ব্রাউডি! হি! হি! হি! আমি ওকে কৃপার পাত্র মনে করি। এমন বিভ্রান্ত হয়েছেন! হি! হি! হি!—টিলডা যেমন ফন্দীবাজ, তেমনি কৌশলী!"

ক্রোধভরে মিস্ স্কুইয়ারস্ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার পর তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের শব্দ শোনা গেল।

জন ব্রাউডি টেবলের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। সে একবার পত্নী, আর বার নিকোলাসের দিকে চাহিতে লাগিল। তার পর এক গ্লাস সুরাপান করিয়া ঘণ্টা বাজাইল।

বেহারা আসিতে সে তাহাকে বলিল, "এ সব নিয়ে যাও। এবার গরম গরম ভাল খাবার নিয়ে এস। খানিকটা ব্রাণ্ডি ও জলও আন্‌বে। বিকেলবেলাটা ভাল ভাবে কাটাতে চাই।"

৪৩

ঝটিকার পর সব শান্ত ভাব ধারণ করিল। অপরাহ্ন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ভোজনকার্য্য বেশ শান্তিতে সম্পন্ন হইল। তিন জনে বেশ শান্তভাবে যখন আলোচনায় নিমগ্ন, এমন সময় নিম্নে মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। কেহ যেন শাসাইতেছে!

কোলাহল না থামিয়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাহারা শুনিল, "বদমাস্" "রাস্কেল", "উদ্ধত কুক্কুর," প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হইতেছে।

দরজার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি?"

জন ব্রাউডিও দ্বারাভিমুখে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেই মিসেস্ ব্রাউডি বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল যে, তাহার স্বামী যদি কোন হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তাহা হইলে মিসেস্ ব্রাউডির মূর্চ্ছা হইবে। তখন অবস্থা সাধারণ থাকিবে না। এ কথায় জন কিছু বিব্রত হইয়া উঠিল। তার পর পত্নীর হাত ধরিয়া নিকোলাসের অনুসরণ করিল।

কফি-ঘরের বাহিরের পথেই গোলযোগের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কফি-ঘরে যাহারা কফিপান করিতে আসিয়াছিল, তাহারা এবং চাকর-বাকর ও শকট-চালকগণ সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই এক জন যুবা পুরুষকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। এই যুবক নিকোলাসের অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় হইতে পারে। এই যুবক উল্লিখিত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্রোধভরে অগ্রসর হইতেছিলেন। অদূরে এক জন লোক ভূপাতিত অবস্থায় রহিয়াছে। সম্ভবতঃ যুবকের পদাঘাতে সেই লোকটা ঐ অবস্থায় ভূশায়িত হইয়াছিল।

সমাগত ব্যক্তিবর্গের ভাব দেখিয়া বুঝা গেল, সকলেই উক্ত যুবকের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। যুবককে দেখিয়া নিকোলাসের মনে হইল, ইনি সাধারণ মণ্ডপ শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন। বয়সেও উভয়ে প্রায় সমতুল্য, এ জন্য একক যুবকের পক্ষাবলম্বন জন্য নিকোলাস ভিড়ের মাঝখানে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিল। তার পর দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল, এরূপ গোলমালের অর্থ কি?

জনতার মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, "লোকটা ছদ্মবেশী কেউ হবে।"

আর একজন বলিয়া উঠিল, "ভদ্র মহোদয়গণ, সম্রাট-পুত্রের জন্য পথ ক'রে দিন।"

সে সকল উপহাস-বিদ্রূপে উপেক্ষা করিয়া নিকোলাস একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ভদ্রলোকটি তখন পায় জুতা দিয়া ভদ্রভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কিছুই নয়।"

জনতা হইতে তখন গুঞ্জনধ্বনি উঠিল—"তাই বটে!—ব্যাপার কিছুই নয় বটে! কিগো কিছুই নয়?—উনি বল্‌ছেন, কিছুই না!" এইরূপ নানাবিধ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে লাগিল। তার পর বাহিরের দুই তিন জন লোক নিকোলাস এবং যুবকের দিকে উদ্ধতভাবে অগ্রসর হইল! জন ব্রাউডি ব্যাপার দেখিয়াই জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল, তার পর তাহার বিরাট বপু ও বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে সে, লোকগুলিকে ঠেলা মারিয়া সরাইয়া দিল। দুই চারিটি কীল চড় ঘুষিও চলিল, যাহারা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, গুঁতা খাইয়া তাহারা হটিয়া গেল।

যে লোকটা যুবকের পদাঘাতে ভূমিশায়ী হইয়াছিল, সে গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "আবার ও ঐ রকম করুক ত। দেখি ফের ঐ রকম করুক না।"

যুবা পুরুষ বলিলেন, "আবার তুমি ঐ রকম কথা ব'লে দেখ। তা হ'লে তোমার মাথা গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌ব।"

কফিখানার বেয়ারা মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাত কামড়াইতেছিল।

যুবক বলিলেন, "আমি সারারাত এখানে থাক্‌ব। সকালেও আমায় দেখতে পাবে। সুতরাং যারা ঐ লোকটার পক্ষ সমর্থন করতে চায়, তাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

দর্শকদিগের এক জন বলিল, "ওর গায়ে হাত দেওয়া হয়েছিল কেন?"

অপর ব্যক্তি বলিল, "ঠিক, তুমি ওকে মারলে কেন?"

যুবক ভদ্রলোক ধীরভাবে চারিদিকে চাহিয়া নিকোলাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি জানতে চেয়েছিলেন, ব্যাপারটা কি। ব্যাপার এই। ঐ লোকটা তার বন্ধুর সঙ্গে কফি পান কচ্ছিল। আমিও পাশে বসেছিলাম। আমি বিদেশ থেকে আজ এসে পৌছেছি। তাই এত রাত্রে বাড়ী না গিয়ে এখানেই রাত্রিবাস করব ঠিক করেছিলাম। লোকটা একটি ভদ্র যুবতীকে অতি অভদ্রভাবে সম্ভাষণ করছিল। ঐ যুবতীর সম্বন্ধে আমি আগে যে বর্ণনা শুনেছিলাম, তাতে তাঁকে আমি চিনি। লোকটা খুব বড় বড় করেই অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করছিল। অন্য লোক শুনতে পাচ্ছিল। তাই আমি লোকটাকে ভদ্রভাবে বলেছিলাম যে, সে যেন ঐ রকম মন্তব্য প্রকাশ না করে। খানিকক্ষণ লোকটা চুপ করেছিল। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লোকটা পূর্ব্বলোভ সংবরণ করতে পারলে না। তখন আমি ছুটে গিয়ে লোকটাকে পদাঘাত করি। আপনি ওকে সে অবস্থায়

দেখেছেন। আমার কাজ ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তার বিচারক আমি নিজে। এখন এখানকার কোন লোক যদি ঐ লোকটার পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ করতে চায়, আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

নিকোলাস সকল কথা শুনিয়া যুবকের পক্ষ অবলম্বন করিল। সে ভাবিল, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে সেও ঠিক ঐরূপ ব্যবহার করিত। সে কথা সে স্পষ্টাক্ষরে বলিল। জন্ ব্রাউডিও যুবকের পক্ষ অবলম্বন করিল।

পরাজিত ব্যক্তির বস্ত্র তখন এক জন বেহারা ঝাড়িয়া দিতেছিল। সে বলিল, "উনি যেন সাবধান হয়ে থাকেন। আমাকে মারার ফল পেতে হবে। সুন্দরীকে সুন্দর ব'লে প্রশংসা করতে পারা যাবে না, এ ত ভারী মজা দেখছি।"

কথাটা ঘরের মধ্যস্থিতা সুন্দরী যুবতীর হৃদয়কে স্পর্শ করিল। যুবতী দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, বাস্তবিক তাহা হইলে ব্যাপার বড় বিচিত্র আকার ধারণ করিবে। মানুষ যদি নির্দ্দোষ ও স্বাভাবিক কাজ করার জন্য শাস্তিভোগ করে, তাহা হইলে বেশীর ভাগ লোকই ভূমিশায়ী হইবে, ভূমিশায়ী করিবার লোক বেশী থাকিবে না। তাই যুবতীর মনে বিস্ময় জাগিয়াছে, ভদ্র যুবক এরূপ কার্য্যের ফলে কি করিতে চাহিয়াছিলেন?

কাচ-বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইয়া নিম্নকণ্ঠে যুবক বলিলেন, "প্রিয় তরুণী!"

ভিতরের দিকে মুখ টানিয়া লইয়া যুবতী সহাস্যে বলিল, "বাজে কথা, মশাই!"

মিসেস্ ব্রাউডি সোপান-পথে তখন দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার স্বামীকে উপরে যাইবার জন্য আহ্বান করিল।

যুবক যুবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "না, আমার কথা শুনুন। সুন্দর মুখের প্রশংসা করা যদি অপরাধ হ'ত, তা হ'লে আমি বলব, আমার বেঁচে থাকাই অন্যায়। আমিও সুন্দর মুখের প্রশংসা ক'রে থাকি। দেখুন না কেন, আপনার সুন্দর মুখ আমাকে কি রকম ভীষণ ক'রে তুলেছে।"

মাথা তুলিয়া যুবতী বলিল, "এ ভারী চমৎকার কথা। কিন্তু—"

যুবক বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি জানি, মুখখানি সুন্দর। এখনি তা আমি বলেছি, আপনি শুনেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধাভরে সৌন্দর্য্যের স্তুতিগান করতে হয়। উপযুক্ত ভাষায় তা প্রকাশ করতে হয়। যথাযোগ্য শালীনতার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু এ লোকটার সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই—"

যুবতী এই সময় বাধা দিয়া বেহারাকে বলিল যে, যে লোকটা গোলমাল করিয়াছিল, সে এখনও পথ বন্ধ করিয়া আছে কি না। যদি থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বেহারা এ কথা শুনিয়া লোকটিকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল।

নিকোলাস বলিল, "আমার বিশ্বাস, এ লোকটাকে আমি চিনি।"

নব-পরিচিত যুবক বলিলেন, "তাই নাকি?"

নিকোলাস বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি চিনি। কোথায় দেখেছি—থামুন! হ্যাঁ, ঠিক, চাকরী রেজেষ্ট্রী আপিসে আমি ওকে দেখেছি।"

সত্য কথা, সে কুৎসিতদর্শন টম্।

যুবক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার হয়ে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সে সময়ে এর দরকার ছিল। দয়া ক'রে বলুন, কোথায় গিয়ে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।" বলিয়া যুবক একখানা কার্ড বাহির করিলেন।

নিকোলাস কার্ডখানা লইয়া পড়িবামাত্র সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "মিঃ ফ্রাঙ্ক চেরিবল্! আপনি চেরিবল ভ্রাতাদের ভাইপো কি? তাঁর কাল আসবার কথা আছে।"

মিঃ ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আমি ফার্ম্মের ভাইপো ব'লে পরিচয় দেই না। তবে ঐ দুই ভদ্রলোকের ভাইপো ব'লে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। আর আপনি? আপনি বোধ হয় মিঃ নিকলবি। আপনার কথা আমি এত শুনেছি! অপ্রত্যাশিতভাবে এই সাক্ষাৎ! কিন্তু আমি সাদরে আপনাকে অভিনন্দিত করছি।"

নিকোলাসও পরমানন্দভরে যুবকের করমর্দ্দন করিল। তার পর সে জন ব্রাউডির সহিত যুবকের পরিচয় করাইয়া দিল। সকলে তখন উপর তলায় গমন করিল। দোকানের সুন্দরী যুবতীর আচরণ ও মনোভাবের উপর মিঃ ফ্রাঙ্কের প্রভাব বিস্তৃত হইতে দেখিয়া জন বিশেষ খুসী হইয়াছিল।

বহুক্ষণ আনন্দে যাপন করিবার পর নিকোলাস গৃহে ফিরিল।

সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, "রেজিষ্ট্রার আপিসের এই কেরাণীটির ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্য্যজনক। সে ভাবিল, তাহার মনিবের ভ্রাতুষ্পুত্র সেই সুন্দরী যুবতীর সম্বন্ধে কিছু জানেন কি? সেদিন টিম্ লিংকিনওয়াটারের কাছে সে আভাস পাইয়াছিল যে, ভাইপোটি এখানকার ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেছেন। ৪ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মানীর কারমে তিনি কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন করিতেছিলেন। গত ছয় মাস ধরিয়া ইংলণ্ডের উত্তরাংশে আর একটা কারবার খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সাড়ে চারি বৎসর আগে—এখন যুবতীর বয়স সতের কি আঠারো হইবে—এই যুবতী বালিকামাত্র ছিল। তখন তাহাকে হয় ত' ইনি দেখেন নাই, জানা ত' দূরের কথা। এরূপ অবস্থায় মিঃ ফ্রাঙ্ক যুবতীর সম্বন্ধে তাহাকে কোনও কথা

বলিতে পারিবেন বলিয়া তাহার মনে হইল না। সুতরাং নিকোলাস ভাবিয়া স্থির করিল, সাড়ে চারি বৎসর আগে সেই যুবতীর সহিত প্রেম জন্মিবার সম্ভাবনা মিঃ ফ্রাঙ্কের ছিল না।

প্রেম কি স্বার্থপরতার মালমশলা লইয়া গঠিত? অথবা কবিরা প্রেমের যে গুণগান করেন, তাহাই সত্য ও স্বাভাবিক? এমন প্রমাণ আছে যে, গুণী প্রতিযোগীকে ভদ্রলোক প্রেমিক পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, ভদ্রমহিলাও তাহাই করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

নিকোলাস ভাবিল যে, চেরিবল ভ্রাতৃযুগল তাহাকে স্নেহ করেন, তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রও তাহার বন্ধু হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি সেই সুন্দরী যুবতীর অনুরাগী হন, তাহা হইলে সে কি কোনও দিন সেই যুবতীকে লাভ করিতে পারিবে?

সমস্ত রজনী ধরিয়া সেই রহস্যময়ী সুন্দরীর কথাই ভাবিল। জীবনে কখনও তাহার দেখা পাইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। সেই সঙ্গে মিঃ ফ্রাঙ্কের প্রতিযোগিতার কথাও তাহার মনে ছায়া বিস্তার করিল।

পরদিবস সকালে যথাসময়ে সে আপিসে গেল। সেখানে মিঃ ফ্রাঙ্ক এবং চেরিবল ভ্রাতৃযুগল এবং টিম লিন্‌কিনওয়াটের নিকট সে সাদর অভ্যর্থনা পাইল।

টিম্ বলিয়া উঠিলেন, "কাল মিঃ নিকোলাসের সঙ্গে মিঃ ফ্রাঙ্কের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ হওয়াটা যেন ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে। আমার এখনো বিশ্বাসই হচ্ছে না।"

চার্লস বলিলেন, "ভাই নেড, দু'জন যুবক—ভাইপো ফ্রাঙ্ক আর মিঃ নিকলবিকে পেয়ে আমাদের ভারী সুবিধা হয়েছে। আমরা এতে বড়ই আনন্দ অনুভব করছি।"

অপর ভ্রাতা বলিলেন, "সে কথা আর বল্‌তে, ভাই চার্লস।"

চার্লস বলিলেন, "মিঃ নিকল্‌বি, তুমি ঐ কুটীরে বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পার, এটা আমার ইচ্ছে। আমাদের কাছে যারা কাজ করে, তাদের কারও কোনরকম অসুবিধা হয়, অর্থকষ্ট হয়, এ আমরা চাইনে। সাধ্যমত আমরা সে সব অসুবিধা দূর ক'রে থাকি। আমরা তোমার মা-বোনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই এবং তুমি আমাদের কাজ যেমন যত্ন ক'রে কচ্ছ, তার জন্য তাঁদেরও যদি কোন কাজে লাগ্‌তে পারি, তা আমরা করুতে চাই। না—না, কোন আপত্তির কথা আমি শুনব না। কাল রবিবার। তোমাদের ওখানে আমি চা-পান করুতে যাব। সে সময় তুমি বাড়ী থাকবে নিশ্চয়। তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তুমি যদি তখন থাকতে না পার, তা হ'লে মহিলাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেবে কে? সুতরাং সেটা ভাল দেখাবে না—তাঁরা অপ্রস্তুত হ'তে পারেন। তখন আর একদিন আমি যাব, সে সময় পরিচয় হবে। ভাই নেড, তুমি এ দিকে এস, একটা কথা আছে।"

যমজ ভ্রাতারা বাহু-লগ্ন অবস্থায় সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নিকোলাস তাঁহাদের সদয় ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমনের পর তাঁহারা যেন নিকোলাসকে আরও ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতায় নিকোলাসের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মিসেস্ নিকোলাস যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক তাঁহাদের ভবনে আসিবেন, তখন তাঁহার হৃদয় একদিকে উল্লাসে, অপরদিকে দুঃখে পূর্ণ হইল। উল্লাসের কারণ, আবার তিনি বাড়ীতে অতিথিসৎকার করিতে পারিবেন। দুঃখ এই যে, মাননীয় অতিথির জন্য রৌপ্য কাঁটা-চামচ তাঁহার এখন নাই।

যাহা হউক, শনিবার রাত্রিতে নিকোলাসের বাড়ীতে অতিথি-সৎকারের আয়োজন হইতে লাগিল। বড় বড় ফুলের তোড়া সংগৃহীত হইল। বাহিরের ছোট বৈঠকখানা-ঘরটিকে মাতা ও পুত্রী সুন্দরভাবে সাজাইয়া ফেলিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্ব অনুভব করিল নিকোলাস। কারণ, তাঁহার সহোদরা কেটকে রবিবার দিন এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীর গৃহ এমন শোভাময়ী তরুণীকে পাইলে ধন্য হইয়া যাইত।

অপরাহ্ণ ছটার সময় অতিথিরা আসিলেন—মিঃ চার্লস্ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ ফ্রাঙ্ক চেরিবল। অবশ্য মিঃ ফ্রাঙ্ক যে আসিবেন, ইহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

চার টেবলে গল্প-গুজব আরম্ভ হইল। মিঃ চার্লস্ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন যে, মিঃ ফ্রাঙ্ক জার্ম্মাণীতে কোনও ভদ্রলোকের কন্যার সহিত প্রগাঢ় প্রেমে পড়িয়াছেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক তীব্রভাবে এই কথার প্রতিবাদ করিলেন এবং মিঃ চার্লস্‌কে তাঁহার অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য বলিলেন—তামাসা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বুড়া মিঃ চার্লস্ অবশেষে স্বীকার করিলেন যে, তিনি উপহাসভরেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

চা-পানের পর উদ্যানে সকলে সমবেত হইলেন। সে দিন অপরাহ্ণটি বড়ই মনোরম ছিল। উদ্যান হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে সকলে কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। স্মাইকও তাঁহাদের সহিত ছিল।

সান্ধ্যভোজ পরমানন্দে নির্ব্বাহিত হইল। তার পর ভদ্রলোক-যুগল বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন। বিদায়-কালে যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে সকলেরই মুখে হাসি ফুটিল। মিঃ ফ্রাঙ্ক বিদায়গ্রহণচ্ছলে দুইবার কেটকে বাহু প্রসারিত

করিয়া দিলেন। অথচ তাঁহার মনেও হয় নাই যে, ইতিমধ্যেই তিনি বিদায় লইয়াছেন। সকলেই ইহাতে হাসিতে লাগিল।

সকলেরই মনে এই দিনের স্মৃতিটি সমুজ্জ্বলভাবে রেখাপাত করিল। কেহ কি বাদ পড়ে নাই? পড়িয়াছিল। সে তাহার প্রথম বন্ধুর প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে আপনার শয়নঘরে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। প্রচণ্ড দুঃখে কি সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল?

৪৪

রালফ্ নিকলবির জীবনের দুইটি লক্ষ্য ছিল:—অর্থ-গৃধ্নুতা এবং বিদ্বেষ। তিনি জগতের সকল লোককেই ঘৃণা করিতেন।

রালফ্ নিউম্যান নগ্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঠিক বলছ, তিনি সহরে নেই? তোমার ভুল হয়নি ত? আবার গিয়ে জেনে এস।"

নিউম্যান বলিল, "কোন ভুল নেই। তিনি চ'লে গেছেন।"

আপন মনে রালফ্ বলিয়া উঠিলেন, "তিনি কি মেয়েমানুষ না খোকা?"

নিউম্যান বলিল, "তা জানি নে। তবে তিনি চ'লে গেছেন।"

রালফ বলিলেন, "কোথায় গেছেন?"

নিউম্যান বলিল, "ফ্রান্সে। তাঁর মাথায় ইরিসিপ্লস্ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাই ডাক্তাররা তাঁকে বাইরে যেতে বলেছেন। তিনি চ'লে গেছেন।"

রালফ বলিলেন, "আর লর্ড ফ্রেডারিক?"

নিউম্যান্ বলিল, "তিনিও গেছেন।"

রালফ বলিলেন, "আঘাতের প্রতিশোধ না দিয়েই তিনি চ'লে গেলেন?"

নিউম্যান্ বলিল, "তাঁর শরীর ভারী খারাপ।"

রালফ বলিলেন, "শরীর ভারী খারাপ। আমার যদি ঐ রকম হত, আমি প্রতিশোধ না নিয়ে যেতাম না। আহা বেচারা মল্‌বেরী—ভারী পীড়িত তিনি!"

অত্যন্ত ঘৃণাভরে কথাটা উচ্চারণ করিয়া রালফ নিউম্যানকে সেখান হইতে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। চেয়ারে হেলান দিয়া রালফ অধীরভাবে ভূমিতলে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া রালফ বলিলেন, "ছেলেটার চারিদিকে ইন্দ্রজাল আছে দেখছি। চারিদিকের ঘটনা তাকে সাহায্যই ক'রে চলেছে।" অধীরভাবে পকেটে হাত রাখিয়া রালফ আপনাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার ললাটে ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল।

"যাক্, হক্ আবার ফিরে আসবেন ত। লোকটাকে আমি যতদূর জানি, উনি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। মদ খেতে পাবেন না, খেলা বন্ধ—যা তাঁর প্রিয়, সবই বন্ধ। যার জন্য এ সব হ'ল, তাকে তিনি ভুলতে পারেন না। ওঁর মত লোক ত প্রতিশোধের কথা ভুলতেই পারেন না। নিশ্চয়ই না।"

রালফ মাথা নাড়িয়া, হাতের উপর ভর দিয়া মাথা রাখিলেন। খানিক পরে তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন।

রালফ নগ্‌সকে দেখিয়া বলিলেন, "মিঃ স্কুইয়ারস্ এখানে আছে?"

"সে কাল এখানে এসেছিল। কাল তাকে আমি এখানে রেখে গিয়েছিলুম।"

নিউম্যানের উত্তরে রালফ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, সে আমি জানি, বোকা কোথাকার! আমার প্রশ্ন, তার পর সে কি এখানে এসেছিল? আজ সকালে এসেছিল কি?"

উচ্চৈঃস্বরে নিউম্যান বলিল, "না।"

"আমি বাইরে গেলে যদি সে আসে—আজ রাত ৯টায় তার আসবার কথা। সে এলে তাকে বসিয়ে রেখ। তার সঙ্গে যদি আর কেউ আসে—আসবার কথা আছে—তাকেও বসিয়ে রেখ, বুঝেছ?"

"দুজনকেই বসিয়ে রাখ্‌ব?"

ক্রোধভরে নিউম্যানের দিকে ফিরিয়া রালফ বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোটটা আমার গায় পরিয়ে দেও। তোতাপাখীর মত আমার কথার পুনরুক্তি করো না।"

নিউম্যান বলিল, "তা হ'লে ত ভালই হ'ত।"

রালফ বলিলেন, "আমিও তা হ'লে খুসী হতুম। তোমার ঘাড়টা আরও আগে মুচড়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল।"

নিউম্যান এ কথার কোনও উত্তর দিল না।

রালফ তাহার দিকে একবার ক্রোধভরে চাহিয়া দস্তানা ও টুপী লইয়া ঘরের বাহির হইলেন।

ধনী দরিদ্র বহু ব্যক্তির সহিতই রালফের কারবার। কিন্তু উদ্দেশ্য একই—অর্থ। ধনী মক্কেলদিগের ভৃত্যবর্গ তাঁহার মুখ দেখিয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত এবং অনায়াসে তিনি মক্কেলদিগের সহিত দেখা করিতে পারিতেন। পাদচারী হইলেও ভৃত্য-মহলে তাঁহার খাতির ছিল। ধনি-ভবনে তাঁহার ব্যবহার যেরূপ, দরিদ্র ভবনে ঠিক তাহার বিপরীত। সেখানে তাঁহার কণ্ঠস্বর কর্কশ, উচ্চ। এটর্ণীদিগের সহিত—যাহারা সন্দেহজনকভাবে ব্যবসায় করে—তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পুরাতন দলিল তামাদি হইয়া গেলেও এই সকল এটর্ণী কৌশলে নূতন টাকা আদায় করিয়া দিত।

রালফ্ নানাস্থানে ঘুরিবার পর সেন্ট জেমস্ পার্কে প্রবেশ করিলেন। তখন অপরাহ্নকাল। তাঁহার মাথার মধ্যে তখন চক্রান্ত জাল রচনা করিতেছিল। এ জন্য আশেপাশে কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

এক জন লোক অনেকক্ষণ হইতে তাঁহার পাছু লইয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ রালফকে দেখিতেছিল, কখনও আগাইয়া যাইতেছিল, কখনও পশ্চাতে আসিতেছিল।

আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। হঠাৎ বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল, বৃষ্টিও আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রালফ্ একটি ঘন পত্রাচ্ছন্ন বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইলেন। তখনও চিন্তামগ্নভাবে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে লোকটি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, সে এই সময় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিল। রালফের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল। রালফ্ তাহার দিকে চাহিতেই সে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া রালফ্ দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। তার পর লোকটির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। লোকটি অত্যন্ত শীর্ণকায়, বয়স প্রায় তাঁহারই অনুরূপ। তাহার শীর্ণ মুখমণ্ডলে যেন দারুণ বুভুক্ষার ভ্রূকুটি। তাহার মাথার সমস্ত চুলই শ্বেতশুভ্র। লোকটির ছিন্ন মলিন বসন ও শীর্ণ মুখমণ্ডলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রালফের মনে হইল, লোকটি তাঁহার অপরিচিত নহে।

আগন্তুক বুঝিল, রালফ্ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। তখন সে বলিল, "আমার গলার স্বর শুনে আপনি আমায় কখনই চিনতে পারতেন না, মিঃ নিকলবি।"

তীব্র দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতে করিতে রালফ্ বলিলেন, "না, তা পারতাম না। তবে তোমার কথা আমার মনে পড়েছে বটে।"

আগন্তুক বলিল, "আমাতে পূর্ব্বের কিছুই এখন নেই যে, আপনার মনে পড়তে পারে। আট বছর আগে আমি যা ছিলুম, এখন তার কিছুই নেই।"

তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া রালফ্ বলিলেন, "খুবই ঠিক কথা।"

"কিন্তু আপনাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি, মিঃ নিকলবি।"

রালফ্ বলিলেন, "এখানে কি আর কারও সঙ্গে তোমার দেখা হবার কথা আছে না কি?"

লোকটি উত্তর করিল, "না।"

রালফ্ বলিলেন, "ভাল কথা। তোমার মনে যখন বিস্ময় জন্মায় নি, তখন সেটা প্রকাশ করাও তোমার উচিত নয়।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিবার পর লোকটি বলিল, "আমার গোটাকয়েক কথা আছে, শুনবেন কি?"

অন্যদিকে চাহিয়া রালফ বলিলেন, "বৃষ্টি না ধরা পর্য্যন্ত এখানে আমাকে বাধ্য হয়েই থাকতে হবে। তুমি যদি বক্-বক্ করতে থাক, আমি কাণে আঙ্গুল দেব না, এটা ঠিক। যদিও তোমার কথা শুনে আমার মনে কোন রাগ বসবে না।"

সঙ্গী বলিল, "এক সময় আমি আপনার বিশ্বাসভাজন ছিলাম।"

রালফ সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে চাহিয়া হাসিলেন।

লোকটি বলিল, "অবশ্য আপনি মানুষকে যতটুকু বিশ্বাস-ভাজন থাকবার সুযোগ দিয়ে থাকেন, ততটুকু।"

উভয় বাহু যুক্ত করিয়া রালফ্ বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা।"

"মিঃ নিকলবি, দোহাই ধর্ম্মের, দোহাই মনুষ্যত্বের, অমন ক'রে কথা কাটাকাটি করবেন না।"

রালফ্ বলিলেন, "কি বল্লে?"

তীক্ষ্ণস্বরে অপর ব্যক্তি বলিল, "মনুষ্যত্বের দোহাই। আমি ক্ষুধার্ত্ত, অভাবগ্রস্ত। দীর্ঘকাল পরে আমায় দেখে আমার শরীরে যে পরিবর্ত্তন দেখছেন, অনাহার, অভাব বশতঃ ধীরে ধীরে তা হয়েছে। দেখুন, দেখে বিবেচনা করুন। সামান্য এক টুকরা রুটীর অভাবে আমার এ দশা; এটা বুঝে আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।"

রালফ্ বলিলেন, "ভিক্ষার জন্য যদি এই রকম আওড়াতে শিখে থাক, তা হ'লে বলব, তোমার অভিনয় চমৎকার হচ্ছে। কিন্তু জগৎকে আমি খুব ভাল চিনেছি। আমার উপদেশ যদি নেও, তবে আরও মৃদু কথা বলো, নইলে ব'লে রাখছি, তোমাকে উপোস থাকতে হবে।"

বলিবার সময় রালফ্ বামহস্তের মণিবন্ধ দক্ষিণ করে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন। মাথা হেলাইয়া তিনি অদ্ভুত বিভঙ্গ ভীষণ মুখে নবাগত বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিজের মলিন বসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ বলিল, "সবে কাল আমি লণ্ডনে এসেছি।"

"লণ্ডনে না এলেই বা যে দিন এসেছ, সেটা তোমার অন্তিম দিন হলেই ভাল ছিল।"

অত্যন্ত বিনীতভাবে লোকটি বলিল, "দু'দিন ধ'রে আমি আপনাকে খোঁজ করেছি। যে যে জায়গায় আপনি যান, সব জায়গায় খুঁজেছি। আশা যখন ছেড়ে দিয়েছিলুম, সেই সময় আপনাকে এইখানে দেখতে পেলুম, মিঃ নিকলবি।"

সে উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রালফ তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া সে আবার বলিল, "আমি অতি হতভাগ্য, সমাজচ্যুত জীব। বয়স ৬০ বছর, কিন্তু ছ বছরের শিশুর অপেক্ষাও অসহায়।"

রালফ্ বলিলেন, "আমারও ৬০ বছর বয়স; কিন্তু তোমার মত অসহায় বা দুর্ব্বল নই। কাজ কর। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কথার গাঁথুনি চলবে না। কাজ করা চাই। তবেই পেট ভরবে।"

আগত ব্যক্তি বলিল, "কাজ পাই কোথায়? কি ক'রে ... আপনি পথ বাংলে দিন। আপনি আমায় কাজ দেবেন?"

রালফ্ বলিলেন, "কাজ ত তোমায় এক সময় দিয়েছিলুম। আবার কাজ আমি দেব কি না, এ কথা তোমার জিজ্ঞাসা করাই উচিত হয়নি।"

চাপা গলায় লোকটা বলিল, "বিশ বছর বা তারও আগে, আমাদের দুজনের মধ্যে বিরোধ বাধে। মনে আছে সে কথা? আমি যে কাজ এনে দিয়েছিলুম, তার জন্য একটা বখরা আমি চেয়েছিলুম। আপনি দিতে রাজি হন নি। আমি দাবী করেছিলুম। তখন আপনি দশ পাউণ্ড যে আগাম দিয়েছিলেন, সেটাকে পাওনা ধ'রে শতকরা ৫০ টাকা সুদ ধ'রে আপনি আমার নামে নালিশ ক'রে জেল দেন।"

উপেক্ষাভরে রালফ্ বলিলেন, "কিছু কিছু আমার মনে আছে বটে। তার পর কি হ'ল?"

লোকটি বলিল, "তাতে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়নি। ... হ'তে হয়েছিল। তখন আপনার এখনকার ... বুলি ... নি ব'লে যে কেরাণী আপনার মনের মত ... নয় ... পারেনি, তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সে ... ক'রে ... সল ব্যবসার হদিশ কিছু কিছু জানত।"

... বলিলেন, "তুমি আমার হাতে পায়ে ধ'রে কান্নাকাটি ... লে বলেই আমি রাজী হয়েছিলুম। সেটা ... বলতে হবে। হয় ত তোমাকে আমার দরকারও ... আমার মনে নেই। তোমাকে দরকারী ব'লে ... লাম, যদিও সৎলোক তুমি ছিলে না। মনটা ... ছিল না, তবে কাজের লোক ছিলে বটে।"

... বলিল, "কাজের লোকই বটে! কিছু আগে ... আমাকে ভূতলশায়ী ক'রে ফেলেছিলেন, কিন্তু সব ... য় আমি বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। আমার সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করা সত্ত্বেও আমি নিমকহারামী করিনি। করেছিলাম কি?"

রালফ্ কোন উত্তর করিলেন না।

লোকটা পুনরায় প্রশ্ন করিল, "বলুন না, করেছিলুম কি?"

রালফ্ বলিলেন, "তোমার মাইনে বরাবর পেয়েছিলে। কাজও তুমি করেছিলে। সুতরাং এতে দোষ কারও নেই। ... সমান অবস্থা।"

বৃদ্ধ বলিল, "সেই সময় পর্য্যন্ত। তার পর কিন্তু নয়।"

রালফ্ বলিলেন, "পরে ত নয়ই। ঠিক কথা। তার পর ... আমার কাছে টাকা ধারতে। সে ধার এখনও ... আছে।"

লোকটি আগ্রহভরে বলিল, "এখানেই শেষ নয়। সেটা ... রাখবেন। পুরানো ক্ষত—তার স্মৃতি এখনো আমি ভুলিনি। খানিকটা সেজন্য, কৌশলে আমিও টাকা রোজগার করতে পারব, এই আশায়, আমি আপনার যে গুহ্য কথা জানতাম, তার জন্য আপনাকে কায়দায় পেয়েছিলুম। আমি যে গুহ্য সংবাদ জানতাম, তার জন্য আপনি আপনার লাভের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। আমার সাহায্য ছাড়া সে ঘটনা জানবার আপনার কোন উপায় ছিল না। আমি আপনাকে ছেড়ে চ'লে গেলুম। সে ঘটনার অনেক দিন পরে গিয়েছিলাম, সেটা মনে রাখবেন। আইনের কৌশলে ফেলে আপনি আমাকে জেলে দিলেন—আমি ৭ বৎসরের জন্য চ'লে গেলুম। সেখান থেকে ফিরে এসেছি—আমার অবস্থা আপনি দেখছেন। এখন মিঃ নিক্লবি, আপনি আমাকে কি রকম সাহায্য করবেন বলুন—আমি গোপন কথা চেপে যে রাখব, তার জন্য আপনি আমায় কি ঘুষ দেবেন, সোজা কথায় বলুন। আমার উচ্চাশা নেই, আমি শুধু খেয়ে প'রে বেঁচে থাকতে চাই। আপনার টাকা আছে, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। আপনি অনায়াসে আমার সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন।"

দৃঢ় দৃষ্টিতে লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রালফ্ বলিলেন, "তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ত?"

লোকটি বলিল, "সে আপনি ভাল জানেন। সব কথা বলা হ'ল কি না, আপনিই ভেবে দেখুন।"

রালফ্ বলিলেন, "তবে শোন। মিঃ—কি ব'লে তোমায় এখন ডাকব বল ত?"

"আমার পুরানো নামেই ডাকতে পারেন।"

কঠোরস্বরে রালফ্ বলিলেন, "শোন, মিঃ ব্রুকার। আমি শেষ কথা বলছি, শুনে রাখ। বরাবরই তোমাকে ধাড়ী বদমাস্ ব'লেই আমি জানি। তবে তোমার মন বড়ই দুর্ব্বল। না খেয়ে তোমার গায়ের জোর কমে গেছে, তাই তুমি বিনয় দেখাচ্ছ। নৈলে তা করতে না। আমার উপর তুমি দাবা রাখবার সাহস কর! বেশ, তুমি যে গোপন কথা জান, তা প্রকাশ করতেও পার, গোপন রাখতেও পার। তাতে আমার কিছু আসে যায় না।"

লোকটি বলিল, "যাতে আমার কোন উপকার হবে না, এমন কাজ আমি করতে পারি না।"

রালফ্ বলিলেন, "তাই নাকি! শোন, তোমায় ব'লে রাখি। আমি সাবধানী লোক। আমার ব্যাপার আমি বুঝি ভাল। পৃথিবীকে আমি চিনি, সেও আমায় চেনে। যখন তুমি আমার কাছে কাজ করেছিলে, তখন আমার সম্বন্ধে তুমি যা জেনেছ, দেখেছ, বা আবিষ্কার করেছ, পৃথিবীর লোক তাহা জানে এবং খুব অতিরঞ্জিত করেই তা জেনেছে। নতুন এমন কোন কথা তুমি দেশের লোককে জানাতে পারবে না, যা তারা জানে না। তাদের বিস্ময় উদ্রেক করবার মত কোন কথাই তুমি বলতে পারবে না। যা

বল্‌বে, তাতে আমার মানসম্ভ্রমই বেড়ে যাবে, মাঝ থেকে তুমি হবে মিথ্যাবাদী। সব জেনেও লোক আমার পেছনে পেছনে ঘোরে, আমায় কাজ দেয়। রোজই আমায় কত লোক ভয় দেখায়, তাতে আমার এতটুকু ক্ষতি হয় না। বরং আয় বেড়েই চলেছে।"

লোকটি বলিল, "আমি ভয়ও দেখাচ্ছি না, প্রকাশ করতেও যাচ্ছি না। আমি শুধু এই কথাটা বল্‌তে চাই, আপনি যা আমার কাজের দরুন—হারিয়েছেন, তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাই। সেটা আপনাকে ফিরিয়ে না দিয়ে যদি আমি মারা যাই, আপনি তা আর ফিরে পাবেন না। আমার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

রালফ্‌ বলিলেন, "আমার টাকা-কড়ি আমি নিজের কাছেই নিরাপদে রাখি। যাদের সঙ্গে আমার কারবার, তাদের দিকে আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সব সময়েই আছে। এখন তোমার উপরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার থাকবে। যা তুমি আমার কাছে গোপন ক'রে রেখেছ, তা তোমাতেই থাক্‌।"

কথায় জোর দিয়া লোকটি বলিল, "আপনার নাম যারা ধ'রে আছে, তারা কি আপনার প্রিয় নয়? যদি তা হয়—"

সহসা রালফের মনে নিকোলাসের কথা জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "না, তারা আমার প্রিয় নয়। তুমি যদি সাধারণ ভিক্ষুকের মত আমার কাছে আস্‌তে, তা' হলে আমি হয় ত পূর্ব্বকথা স্মরণ ক'রে তোমাকে দু'চার আনা দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি যখন চালাকী আরম্ভ করেছ, এক আধলাও আমি তোমাকে দেব না। মনে ক'রে রেখ, এবার যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, আর তুমি আমার কাছে যদি ভিক্ষে চাও, তা হ'লে জেনে রাখ, আবার তোমাকে জেলে দেব। এই আমার শেষ কথা।"

রালফ্‌ আর দাঁড়াইলেন না। ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লোকটি স্থাণুর মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর রালফের মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে, সে পথিকদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

রালফ্‌ ঘুরিতে ঘুরিতে ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানের বাহিরে মিস্‌ ন্যাগের নাম।

রালফ্‌ মনে মনে ভাবিলেন, এ সব লোকের ব্যবসা বেশী দিন ভাল চলে না। তবে যত দিন চলে, তাঁহার লভ্যাংশ আদায় করিতে পারিলেই হইল।

এই সময় তিনি বাড়ীর মধ্যে দ্রুতপদধ্বনি ও গোলমাল শুনিলেন। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় ম্যাডাম ম্যান্টালিনীর এক পরিচারিকাকে হন্তদন্তভাবে বাহিরে আসিতে দেখিয়া রালফ বলিলেন, "ওগো বাছা, থাম! ব্যাপার কি?"

সে বলিল, "কে? মিঃ নিকলবি, মশাই আপনি ভগবানের দোহাই, আপনি উপরে যান। মনিব আ[illegible] সেই রকম করেছেন।"

রালফ বলিলেন, "কি করেছেন? কি বলছ তুমি?"

পরিচারিকা বলিল, "জানি, উনি আবার করবেন। বর[illegible] বরই আমি ব'লে আসছি, আবার ঐ রকম হবে।"

রালফ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বোকা মেয়ে, চুপ কর। কি হয়েছে বল। গোলমাল ক'রে লোক-জানাজা[illegible] করো না। তাতে মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যাবে।"

পরিচারিকাকে টানিতে টানিতে তিনি ভিতরে [illegible] গেলেন। তার পর বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

তাড়াতাড়ি দ্বিতলের বসিবার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে দোকানের যাবতীয় মেয়ে কর্ম্মচারী জড় হইয়াছে। সকলেরই মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। ম্যাডাম ম্যান্টালিনী[illegible] চোখে জল। অনেকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মিস্‌ ন্যাগেরও চোখে জল। তাহারও চারিপার্শ্বে কয়েকজন মেয়ে কর্ম্মচারী। মিঃ ম্যান্টালিনীর পাশেও কয়েকজন [illegible] কর্ম্মচারী রহিয়াছে। মিঃ ম্যান্টালিনীর দুই পা [illegible] দীর্ঘাকার ভৃত্য তাঁহার মাথা ধরিয়া রহিয়াছে। মিঃ ম্যান্টালিনীর চক্ষুযুগল নিমীলিত, মুখ বিবর্ণ, চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে। তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে একটা বোতল, অপর হাতে চামচে। মিঃ ম্যান্টালিনীর দাড়ি শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রালফ্‌ প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি?"

অমনই গোলমাল বাড়িয়া উঠিল। সকলেই ক[illegible] কহিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "বিষপান করিয়াছেন," কেহ বলিল, "না খাননি," কেহ বলিল, "ডাক্তার ডাক হোক," কেহ বলিল, "না, দরকার নেই," কেহ বলিল, "উনি মারা গেলেন," কেহ বলিল, "ভাণ ক'রে প'ড়ে রয়েছে।" এ[illegible] রকম বহু কণ্ঠের বহু প্রকার মন্তব্যে রালফ ম[illegible] ম্যান্টালিনীকে প্রশ্ন করিলেন।

ম্যাডাম বলিলেন, "মিঃ নিকলবি, জানিনে, অ[illegible] হঠাৎ এখানে কি ক'রে এলেন।"

এমন সময় মিঃ ম্যান্টালিনীর কণ্ঠ হইতে একটা [illegible] শব্দ উঠিল।

ম্যাডাম বলিলেন, "এখন আমি সকলের কাছে [illegible] খুলিভাবে সব বলছি। আর ঢাকাঢাকি নেই। লোকটার বদমাইসীর বাজে খরচ আমি আর যোগাব না। অনেকদিন ধ'রে ওর কুহকে আমি মজে ছিলুম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। ভবিষ্যতে ও নিজের খরচ নিজে যেন চালিয়ে নেয়। তখন খুসীমত ব্যয় করতে পারবে আমার কাছ থেকে এক পয়সাও পাবে না। আপনি[illegible] জেনে রাখুন। এখন থেকে যদি ওকে টাকা ধার দেন নিজের দায়িত্বে দেবেন।"

আরও বলিলেন যে, এক পক্ষের মধ্যে লোকটা ...নের অভিনয় করিয়াছে। ম্যাডাম একবারও ...র চেষ্টা করেন নাই।

...কণ্ঠে ম্যাডাম ম্যান্টালিনী বলিলেন, "আমি ওর থেকে পৃথক্ হয়ে থাক্‌ব। যদি এম্‌নি রাজি না হয়, ...র সাহায্য নিয়ে তা কর্‌তে হবে। যারা এখানে ...ত আছে, এ থেকে তারা সতর্ক হোক্।"

...ফ্ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "সকলের সামনে আপনি এত ...ছেন কেন? আপনিও জানেন, ওটা আপনার ...থা নয়।"

...চৈঃস্বরে ম্যাডাম বলিলেন, "আমি ঠিক কথাই ...।"

...ফ্ বলিলেন, "ভাল কথা, কিন্তু আগে ভেবে-চিন্তে ...। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কোন সম্পত্তি থাকতে ...না।"

...: ম্যান্টালিনী উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি একা ...তমে।"

...ভরা কণ্ঠে ম্যাডাম বলিলেন, "তা আমি জানি। আমার জুড়ি কেউ নেই। এই ব্যবসা, এই জিনিষ- এই বাড়ী সবই মিস্ ন্যাগের।"—

মিস্ ন্যাগ বলিল, "সে কথা ঠিক, ম্যাডাম। আমারও ...র অনেক প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সে সব আমি ত্যাগ ...ছি।"

একে একে নারীরা সে গৃহ ত্যাগ করিল।

তখন মিঃ ম্যান্টালিনী বোতল ও চামচ হস্তে সোজা ...বলিলেন।

রালফ্ বলিলেন, "দেখ, বোকার মত কাজ করো না। ...তারা এখন তোমাকে বেঁচে থাক্‌তে হবে।"

"ঠাট্টা কর্‌ছ না, নিকলবি?"

...ডা... বলিলেন, "ঠাট্টা আমি কোন দিনই করি নে। ...য়।"

...প... সোজা সে বাড়ী ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে ...ন, লোকটার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। রালফ্ ...দেখিলেন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি দ্রুত ...

...লা... আসিয়াই নিউম্যানকে তিনি প্রথম প্রশ্ন ...তারা এখনো এসেছে?"

মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "আধ ঘণ্টা হ'ল, তারা ...ছে।"

"দু'জন ত? এক জন মোটা লোক এসেছে ত?"

"হ্যাঁ, আপনার ঘরেই ব'সে আছে।"

বেশ। একখানা গাড়ী ডাক।"

নিউম্যান সবিস্ময়ে বলিল, "গাড়ী? আপনি যাবেন— আপনি—"

সক্রোধে রালফ্ তাঁহার আদেশের পুনরুক্তি করিলেন। নিউম্যান এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখে নাই— রালফ্‌কে কোনও দিন পয়সা খরচ করিয়া গাড়ীতে চড়িতে দেখে নাই। সে প্রভুর আদেশ পালন করিবার জন্য চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল।

স্কুইয়ারস্ ও রালফ্ গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিটিও গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। এই ব্যক্তিকে নিউম্যান পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া সে তাহাদিগের প্রস্থান দেখিতে লাগিল। উহারা কোথায় যাইতেছে, তাহা জানিবার আগ্রহ নিউম্যানের মনে জাগে নাই। কিন্তু গাড়োয়ানকে রালফ্ ঠিকানা বলিবা-মাত্র নিউম্যান চমকিয়া উঠিল।

বিদ্যুদ্‌গতিতে সে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল, টুপী মাথায় দিয়া গাড়ীর পশ্চাতে দৌড়িল। তাহার ইচ্ছা ছিল, গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে সে উঠিয়া বসিবে। কিন্তু সে খঞ্জ, তাই দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারিল না। গাড়ী তাহাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

নিশ্বাস লইবার জন্য থামিয়া নিউম্যান ভাবিল, "আমি গিয়ে কি ফল হবে, তা ত বুঝতে পারছি না। আমি যদি যেতাম, সে আমাকে দেখে ফেলত। গাড়ী চ'ড়ে যাব! তাতেই বা ফল কি হবে? গতকাল যদি জানতে পারতাম, তা হ'লে সেখানে গাড়ী ক'রে যেতাম, বল্‌তে পারতাম। যাই হোক, এ ব্যাপারে বজ্জাতি নিশ্চয় আছে—অনিষ্ট করবার চেষ্টা এর মধ্যে আছে!"

এমন-সময় তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল। এক জন শুক্লকেশ বৃদ্ধ তাহার কাছে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল।

নিউম্যান সে দিকে কাণ না দিয়া ফিরিল। লোকটি নাছোড়বান্দা। সেও তাহার পশ্চাতে আসিতে লাগিল, তাহার দুঃখের কাহিনী নিউম্যানকে শুনাইতে লাগিল। নিউম্যান নিজে দরিদ্র, ভিক্ষা দিবার মত অবস্থা তাহার নহে। টুপীর নীচে সে মাঝে মাঝে দুই এক আনা লুকাইয়া রাখিত। অথবা পকেটের রুমালের খুঁটে সামান্য কিছু বাঁধা থাকিত।

সে রুমালের খুঁট খুলিয়া পয়সা বাহির করিতে যাইতেছে, এমন সময় নবাগতের মুখে কয়েকটা কথা শুনিয়া সে আকৃষ্ট হইল। সে কথা যাহাই হউক না কেন, পরে দেখা গেল, ভিক্ষুক ও নিউম্যান্ পাশা-পাশি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভিক্ষুক আগ্রহভরে যাহা বলিতেছিল, নিউম্যান উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।

৪০

"মিস্ নিকল্‌বি, কাল রাতে আমরা লণ্ডন ছেড়ে চ'লে যাব। জীবনে এত আমোদ কোন দিন পাইনি। আর এক গ্লাস আমায় দিন—আবার যখন দেখা হবে। তারই কথা মনে ক'রে এটা পান করব।"

অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে জন্ ব্রাউডি হাতে হাত ঘর্ষণ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গত পরিচ্ছেদে যে ঘটনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই দিন রাত্রির কথাই এখানে বিবৃত হইতেছে। নিকোলাসের মনোরম কুটীরে সস্ত্রীক জন্ ব্রাউডি চা-পানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। মিসেস্ নিকল্‌বি, নিকোলাস, কেট এবং স্মাইক—সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল।

ব্রাউডি-দম্পতি মিসেস্ নিকোলাসের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করায়, তিনি তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন। রাত্রি পোনে ১১টার সময় জন ব্রাউডি অভিমত প্রকাশ করিল, এইবার তাহারা বিদায় লইবে।

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "আপনাদের ব্যবহারে আমরা কৃতার্থ হয়েছি, ম্যাডাম্। প্রায় ১১টা বাজে। আর দেরী করলে আপনাদের অসুবিধা হবে।"

মিসেস্ নিকল্‌বি হাসিয়া বলিলেন, "না, না, আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ১১টা রাত ত বেশী নয়। আগে এর চেয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত আমাদের জেগে থাকতে হ'ত। প্রায়ই তখন বাড়ীতে পার্টি দেওয়া হ'ত কি না। কোন কোন দিন রাত ৩টায় শোবার সময় হ'ত।"

তিনি আরও বকিয়া যাইতেন, কিন্তু কেট সহসা তাহার মাতাকে থামাইয়া দিল।

এমন সময় সদর দরজায় কে যেন সজোরে করাঘাত করিল। সকলের কথা তখন থামিয়া গেল।

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয় ভুল ক'রে কেউ ডাকছে। আমরা এমন কাউকে জানি না, যে, এ সময় এসে ডাকাডাকি করবে।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "হয় ত চেরিবল ভ্রাতাদের কোন লোক নিকোলাসকে ডাকিতে আসিয়াছে, অথবা মিস্ লা ক্রিভির হঠাৎ অসুখ হইয়া পড়িতে পারে—"

কিন্তু কেটের মুখ হইতে একটা আকস্মিক বিস্ময়ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় মিসেস্ নিকল্‌বি থামিয়া গেলেন। রালফ্ নিকল্‌বি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিকোলাস্ উঠিয়া দাঁড়াইতেই, কেট ভ্রাতার দিকে ছুটিয়া গেল এবং তাহার বাহু অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল। রালফ্ বলিলেন, "থাম। ঐ ছেলেটা কোন কথা বলবার আগে আমার কথা শুনতে হবে।"

নিকোলাস ওষ্ঠ দংশন করিয়া ভীষণভাবে মাথা নাড়িল, কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না। কেট ভ্রাতার কাছে আরও ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। স্মাইক, ভ্রাতা ও ভগিনীর পশ্চাতে আত্মগোপন করিল। জন ব্রাউডি রালফের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিল। সে বুঝিল, এই ব্যক্তি রালফ্ নিকল্‌বি। সে তখন বৃদ্ধ ও যুবকের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার উদ্দেশ্য, উভয়ের কেহই যেন এক পাও অগ্রসর হইতে না পারে।

রালফ্ বলিলেন, "আমার কথা শোন, ওর কথা নয়।"

জন বলিল, "মশাই, আপনার যা বলবার আছে বলুন না। তবে এটা মনে রাখবেন, কারও শরীর গরম ক'রে দেবেন না। বেশ ঠাণ্ডাভাবেই বলুন।"

রালফ্ বলিলেন, "আপনার কথা শুনে আপনি কে, তা বুঝেছি। আর ও যে কে, চেহারা দেখেই বুঝেছি।" এই বলিয়া তিনি স্মাইককে নির্দ্দেশ করিলেন।

নিকোলাস্ এতক্ষণে তাহার বাক্‌শক্তি ফিরাইয়া পাইয়াছিল। সে বলিল, "ওর সঙ্গে কথা বলবার দরকার নেই। সে আমি হ'তে দেব না। ওঁর কথাও আমি শুনতে চাই না। লোকটিকে আমি চিনিনে। যেখানে ওঁর নিশ্বাস্ পড়ে, তা বিষ হয়ে ওঠে। আমি সেখানে থাকতে পারি না। ওঁর উপস্থিতিতে আমার বোনের অপমান হচ্ছে। ওঁর দিকে চাইলেও পাপ হয়। এ আমি সহ্য করব না—"

নিকোলাসের বুকে ভারী হাত রাখিয়া জন বলিল, "চুপ ক'রে দাঁড়ান।"

নিকোলাস্ বন্ধুর হাত সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তা হ'লে ওঁকে এখুনি এখান থেকে যেতে বলুন। আমি ওঁর গায়ে হাত দেব না। কিন্তু ওঁকে এখুনি চ'লে যেতে হবে। এক মুহূর্ত্ত ওঁকে আমি এখানে থাকতে দেব না। জন—জন্ ব্রাউডি—এটা আমার বাড়ী—আমি কি খোকা?" তার পর ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিয়া, নিকোলাস্ বলিয়া চলিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে লোকটা যদি ঐ রকম শান্তভাবে যাদের সম্বন্ধে সর্ব্বনাশ করতে গিয়েছিল, তাদের দিকে চেয়ে থাকে, তা হ'লে আমি পাগল হয়ে যাব।"

জন ব্রাউডি এ সকল কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু নিকোলাসকে ধরিয়া রাখিল। তার পর নিকোলাস্ যখন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল, তখন জন বলিল, "অনেক কথা শুনবার ও জানবার আছে। আপনি তা বুঝতে পাচ্ছেন না। আমি আগেই এর গন্ধ পেয়েছিলুম। ও কি, দরজার পাশে ছায়া দেখা যাচ্ছে কার? ওগো স্কুলমাষ্টার, এ দিকে এস না, অমন মুখ চুণ ক'রে আছ কেন? ওগো বুড়ো মানুষ, স্কুলমাষ্টারকে এখানে আনা যাক্।"

স্কুইয়ারস্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। এখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে এমন ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল যে, জন ব্রাউডি হাসিয়া ফেলিল। কেটের চোখে জল আসিয়াছিল। জনের উচ্চহাস্য শুনিয়া সেও সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

রালফ্ বলিলেন, "আপনার আমোদ করা শেষ হয়েছে, মশাই?"

জন বলিল, "আপাততঃ তাই বটে।"

রালফ্ বলিলেন, "না হয়ে থাকে, আমি খানিক অপেক্ষা করতে পারি।"

খানিক নীরব থাকিয়া রালফ্ মিসেস্ নিকলবির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না।

তার পর তিনি বলিলেন, "ম্যাডাম আমার কথা শুনুন। আপনার ছেলে আমাকে যা তা ব'লে যে সব কথা বল্‌লে, আশা করি, আপনার তরফ থেকে তাতে সায় দেবার কিছু নেই। তবে এ কথা ঠিক, ছেলের অধীন হয়ে আপনি থাকায়, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি কোন কথা বল্‌তে পারেন না। আপনার উপদেশও আপনার ছেলে নেয় না। আপনার ইচ্ছাও পালন করে না।"

মিসেস্ নিকলবি এমনভাবে মস্তকান্দোলিত করিলেন, তাহার অর্থ—রালফের উক্তি অনেকটা সত্য।

রালফ্ বলিলেন, "তাই আমি আপনাকেই কতকগুলো কথা বল্‌তে চাই, ম্যাডাম। আরও একটা কারণ এই, যাকে আমি আপনার লোক ব'লে স্বীকার করিনে, তার সঙ্গে কথা ব'লে কতকগুলো মন্দ কথা শুন্‌তে চাই না। ছেলেটাও আমাকে স্বজন ব'লে স্বীকার করতে চায় না। হা! হা! হা! আজ রাত্রিতে আমি কেন এসেছি জানেন?" বলিয়া রালফ্ চারিদিকে চাহিয়া সদর্পহাস্যে বলিলেন, "বাপের কাছে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে চাই।"

তার পর নিকোলাসের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "বাপের ছেলেকে তুমি চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছ। তাই বাপের কাছে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে চাই।"

সগর্ব্বে নিকোলাস বলিলেন, "ওটা আপনার নিছক মিথ্যা কথা। আপনি মনে মনে তা জানেনও।"

রালফ্ বিদ্রূপভরে বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলছি —বাপকে আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি।"

স্কুইয়ারস্ দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "এখানেই এনেছি। শুনছ সে কথা? আমি কি আগে বলিনি যে, সাবধান, ছেলের বাপ এসে ছেলেকে আমার হাতে স'পে দেবে? ছেলের বাপ আমার বন্ধু। তিনি আমার কাছে ছেলে পাবার জন্য এসেছিলেন। এখন তোমার বক্তব্য কি? এখন দুঃখিত হলে কি হবে। তখুনি বলেছিলুম।"

নিকোলাস্ শান্তভাবে বলিল, "আমি তোমার অঙ্গে গোটাকয়েক আঘাত-চিহ্ন দিয়েছি, আজও বোধ হয় তা তুমি ভুল্‌তে পার নি।"

স্কুইয়ারস তাড়াতাড়ি টেবলের চারিদিকে কি যেন খুঁজিল। সম্ভবতঃ সে বোতল বা তজ্জাতীয় কিছু নিকোলাসকে ছুড়িয়া মারিবার সংকল্প করিয়া থাকিবে। কিন্তু রালফ্ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহাকে বাধা দিলেন। তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন যে, ছেলের বাবাকে সে যেন এখানে ডাকিয়া লইয়া আইসে।

স্কুইয়ারস্ দ্রুতপদে আদেশ পালন করিতে গেল। একটা রোগা লোককে লইয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে মিঃ স্নলে। স্নলে সোজা স্মাইকের কাছে গিয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া সোহাগ করিতে লাগিল। তার পর যেন আনন্দগদ্‌গদচিত্তে বলিয়া উঠিল, "এত কাল পরে এখানে এমন ভাবে দেখা হবে কে ভেবেছিল!"

রালফ্ বলিলেন, "মশাই, শান্ত হোন্। এখন ত ওকে পেয়েছেন।"

যেন ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য নহে, এমনই ভাব দেখাইয়া মিঃ স্নলে বলিয়া উঠিল, "ওকে পেয়েছি! সত্যি পেলাম কি? হ্যাঁ, এই ত রক্ত-মাংসে গড়া শরীর।"

জন ব্রাউডি বলিল, "মাংস বড় বেশী নেই কিন্তু।"

মিঃ স্নলে তখন পিতৃস্নেহপ্রদর্শনে এত তৎপর যে, কথাটা তাহার কাণেই গেল না।

স্নলে বলিল, "ওর শৈশবশিক্ষক যখন ওকে আমার বাড়ীতে এনেছিলেন, তখন ওর প্রতি আমার এত আকর্ষণ জেগেছিল কেন? গুরুর বাড়ীতে, বন্ধুর বাড়ীতে বেশ ছিল, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল ব'লে ওকে তিরস্কার করবার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছিল।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "পিতৃত্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্যই ও রকম ভাব আপনার হয়েছিল।"

স্নলে বলিল, "ঠিক তাই। আমার মন ওর দিকে ধাবিত হয়েছিল। পিতৃত্বের ক্রোধবশে তখন আমি কি যে না করতে পারতাম, তা বল্‌তে পারি না।"

সকলে নিঃশব্দে তাহাদের এই আলোচনা শুনিতেছিল। নিকোলাস তীব্র দৃষ্টিতে একবার স্নলে, একবার স্কুইয়ারসকে দেখিতেছিল। তাহার জ্যেষ্ঠতাত রালফের দিকেও সে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতে ভুলে নাই। এই সময়ে স্মাইক তাহার পিতার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া নিকোলাসের পশ্চাতে দাঁড়াইল। সে কাতরভাবে নিকোলাসকে জানাইল যে, সে তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও কাছে কোনমতেই যাইবে না। তাহার কাছে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে থাকিবে।

নিকোলাস বলিল, "দেখুন, আপনি যদি সত্যি এর বাবা হন, তা হ'লে এর কি সর্ব্বনাশ আপনি করেছেন, চেয়ে দেখুন। আমাকে আপনি বলুন, সেই নরককুণ্ডে সত্যি আপনি ওকে পাঠাতে চান কি না?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমার বদনাম। ভাল ক'রে বুঝে দেখ, তোমার এখন কোন ক্ষমতা নেই।"

স্নলে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় রালফ্ বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম। বাজে কথা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। মাথা-গরম ছেলেটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে কোন লাভ নেই। এ তোমার ছেলে—তুমি ও মিঃ স্কুইয়ারস্ তার প্রমাণ দিতে পার। স্কুইয়ারস্, স্মাইক নামে এই ছেলেটা তোমার কাছে ছিল, সেটা ত ঠিক?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "নিশ্চয়। তাতে কি সন্দেহ আছে না কি?"

রালফ্ বলিলেন, "বেশ। তা হ'লে গোটা কয়েক কথা বল্‌লেই সব মিটে যাবে। মিঃ স্নলে, তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে হয়?"

স্নলে বলিল, "হ্যাঁ। সে ছেলে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।"

রালফ্ বলিলেন, "তা হ'লে এখন প্রমাণটা দেখাও। স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হয়। তখন এক বছরের ছেলেটি তারই কাছে ছিল। তার পর এক বছর কি দু'বছর পরে তোমার প্রথম স্ত্রী তোমায় লিখে জানায় যে, তোমার পুত্রটি মারা গেছে। সে কথা তুমি বিশ্বাস করেছিলে?"

স্নলে বলিল, "হ্যাঁ, তা করেছিলাম বৈ কি। তার পর কি আনন্দ—"

রালফ্ বলিলেন, "স্থির হও। অত উতলা হ'লে কাজ চলে না। এখন কাজের কথা হচ্ছে। ভাবে অভিভূত হলে সব মাটী হয়ে যাবে। তোমার এই স্ত্রীটি প্রায় বছর দেড়েক হ'ল মারা গেছে, তার বেশী নয়। কোন অপ্রসিদ্ধ স্থানে তোমার ঐ স্ত্রী বাড়ীর গিন্নীর কাজ করত। কথাটা ঠিক ত?"

স্নলে বলিল, "সব ঠিক।"

"তার পর তোমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় তোমার নামে একখানা পত্র লেখে। তাতে বালকটির সম্বন্ধে সে সব কথা স্বীকার ক'রে যায়। পত্রখানা সরাসরি তোমার কাছে আসেনি। অনেক ঘুরে ফিরে সম্প্রতি চিঠিখানা তোমার কাছে এসেছে?"

"ঠিক কথা, এক বর্ণ অতিরঞ্জিত নয়।"

রালফ্ বলিলেন, "এই একরারনামায় আছে যে, আগে তোমাকে ছেলের যে মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, সেটা মিথ্যা—তোমার মনে ব্যথা দেবার জন্য সেটা খাড়া করা হয়েছিল। পত্রে এও লেখা ছিল যে, ছেলে দুর্ব্বল এবং তার বুদ্ধি-বিবেচনাও অল্প। সে সস্তাদরের ইয়র্কশায়ার স্কুলে তোমার ছেলেকে রেখেছিল। কয়েক বছর ধ'রে তোমার স্ত্রী, ছেলের খরচের টাকা পাঠাত। সে গরীব ব'লে অবশেষে ছেলের কোন সন্ধান নেয়নি। পুত্রকে পরিত্যাগ করার জন্য তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। কেমন, ঠিক ত?"

স্নলে মাথা নাড়িয়া সব স্বীকার করিল। তার পর সে চোখ মুছিয়া ফেলিল। প্রথমতঃ ধীরে ধীরে, তার পর জোরে জোরে।

রালফ্ বলিয়া চলিলেন, "সে বিদ্যালয়টা মিঃ স্কুইয়ারসের। স্মাইক নাম দেওয়া ছেলেটা সেখানে প'ড়ে রৈল। তার সম্বন্ধে সব বিবরণ যথাযথভাবে দেওয়া আছে। মিঃ স্কুইয়ারসের খাতার তারিখ আর স্বীকারোক্তিতে যে তারিখ দেওয়া আছে, তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। মিঃ স্কুইয়ারস্ এখন তোমার বাড়ীতেই আছে। তোমার আর দুটি ছেলে এখন ওর স্কুলেই থাকে। সমস্ত ঘটনার কথা তুমি মাষ্টারকে বলেছ। সে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যায়। কে তোমার ছেলেকে চুরি ক'রে রেখেছে, সে কথা মাষ্টার জানে। তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। কেমন, এই ত কথা?"

স্নলে বলিল, "আপনি কেতাবের পাতা উল্টে সব কথা হুবহু ব'লে যাচ্ছেন, এক চুল তফাৎ নেই।"

স্নলের পকেট হইতে একখানা পকেট-বই তুলিয়া লইয়া রালফ্ বলিলেন, "এখানা তোমার পকেট-বই ত? এর ভেতর তোমার প্রথম বিবাহের সার্টিফিকেট, ছেলের জন্মতারিখের দলিল, আর তোমার স্ত্রীর দু'খানা চিঠি, অন্যান্য দরকারী দলিল সব আছে ত?"

"হ্যাঁ মশাই, সব এর মধ্যে আছে।"

এগুলো একবার এদের পরীক্ষার জন্য দেখতে দিতে আপত্তি নেই ত? এগুলো দেখলে এরা বুঝতে পারবে, তোমার দাবী যথার্থ কি না। তা হ'লে তোমার ছেলেকে অবিলম্বে তুমি নিয়ে যেতে পারবে। বুঝতে পারছ আমার কথা?"

"এর চেয়ে সহজভাবে আর কেউ বোঝাতে পারত না।"

রালফ্ তখন পকেট-বহিখানা টেবলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই রইল। দরকার হয়, ওরা দেখতে পারে। দলিলগুলি আসল; তাই আমি তোমাকে বলি, তুমি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। নইলে হয় ত কোন কোন দলিল খোয়া যেতে পারে।"

রালফ্ নিজেই অতঃপর আসন টানিয়া লইয়া বসিলেন। তাঁহার চাপা ওষ্ঠের ফাঁক দিয়া মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। এইবার তিনি সর্ব্বপ্রথম ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করিলেন।

বিদ্রূপবাক্যে আহত হইয়া নিকোলাস ক্রোধভরে জ্যেষ্ঠতাতের দিকে চাহিল। কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে দলিলগুলি দেখিতে লাগিল। জন্ ব্রাউডিও তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইল। দলিলগুলি সম্বন্ধে এমন কিছু ছিল না, যাহাতে প্রশ্ন জাগিতে পারে। সার্টিফিকেটগুলি জাল নহে। প্রথম পত্রের হস্তাক্ষরের সহিত দ্বিতীয় পত্রের হস্তাক্ষর মিলিয়া গেল। কোনও দলিল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ভ্রাতার কাণে কাণে উদ্বেগভরে কেট বলিল, "দাদা, ব্যাপারটা ঠিক ত? যে সব বর্ণনা শুনলাম, তা কি সত্য?"

নিকোলাস বলিল, "সত্য বলেই মনে হয়; কি বল, জন্?"

জন্ মাথা চুলকাইয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

রালফ্ তখন মিসেস্ নিকোলাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ম্যাডাম, এই ছেলেটা নাবালক, মনও দুর্ব্বল।

আমরা আজ রাত্রে পুলিস নিয়ে আস্তে পারতাম। কিন্তু পাছে আপনি ও আপনার মেয়ের মনে ব্যথা লাগে, তাই তা করিনি।"

নিকোলাস ভগিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "বাঃ! আমার বোনের মনে ব্যথা লাগবে ব'লে আপনি চমৎকার উদারতা দেখিয়েছেন!"

রালফ্ বলিলেন, "ধন্যবাদ। তোমার প্রশংসা অমূল্য বল্‌তে হবে!"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "এখন কি করা যাবে? শীতে ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়াগুলো জমে যাবার মত হয়েছে! হুকুম কি হ'ল? মাষ্টার স্মলে কি আমাদের সঙ্গে আস্‌বে?"

নিকোলাসকে দুই হাত দিয়া ধরিয়া স্মাইক বলিল, "না, না, আমি যাব না। আমাকে যেতে দেবেন না। আপনাকে ছেড়ে আমি যাব না। কোনমতেই যাব না।"

বন্ধুদিগের প্রতি চাহিয়া সাহায্য-প্রত্যাশায় স্মলে বলিল, "এ বড় নিষ্ঠুর কথা। এই সব কথা শুনবার জন্য বাপ মা ছেলে প্রতিপালন করে?"

বিদ্রূপভরে জন্ ব্রাউডি বলিল, "তাই ত! বাপ মা কি এই জন্যই ছেলে-মেয়ে সংসারে নিয়ে আসে?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ও কথায় তোমার কি দরকার?"

জন বলিল, "ঠিক, আমার দরকার কি? সব তোমারই দরকার। আমি তোমায় ব'লে রাখছি, মাষ্টার, আমার সঙ্গে লেগ না।"

জন ব্রাউডি কথার সঙ্গে সঙ্গে স্কুইয়ারসের বুকে সজোরে কনুইয়ের গুঁতা মারিল। সে তখন স্মাইকের দিকে আগাইয়া যাইতেছিল। আঘাতের ফলে স্কুইয়ারস্ টাল সামলাইতে না পারিয়া রালফের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তিনিও বেকায়দায় পড়িয়া চেয়ার হইতে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই ব্যাপার আকস্মিকভাবে ঘটিলেও ইহাতে একটা ইঙ্গিত ছিল। কোন্ পথ অবলম্বিত হইবে, উহা তাহারই নির্দ্দেশ-জ্ঞাপক। তখন ঘরের মধ্যে ঘোর গোল উঠিয়াছিল। স্মাইক করযোড়ে প্রার্থনা জানাইতেছিল, মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। পুরুষরা বলপূর্ব্বক স্মাইককে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। স্কুইয়ারস্ স্মাইককে দুই হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিকোলাস এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। স্মাইককে টানিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে দেখিয়াই নিকোলাস মাষ্টারের গলা ধরিয়া প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। তাহাতে বেচারার দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল। নিকোলাস মাষ্টারের গলা ধরিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিল, তার পর এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে বারান্দায় ফেলিয়া দিল।

অপর দুই জনকে নিকোলাস বলিল, "এখন দয়া ক'রে আপনারা বন্ধুর পন্থা অনুসরণ করুন।"

স্মলে বলিল, "আমার ছেলেকে দিতে হবে।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার ছেলে নিজের পথ নিজে বেছে নিয়েছে। সে এখানেই থাক্‌তে চায়—থাক্‌বেও তাই।"

স্মলে বলিল, "আপনি ওকে দেবেন না?"

"ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কারও হাতে ওকে দেব না। বিশেষতঃ ঐ রকম নিষ্ঠুর মাষ্টারের হাতে ওকে আমি যেতে দেব না। ও ত মানুষ—যদি কুকুর কি বেরালও হত, তবু ওর হাতে তাকে ছেড়ে দিতাম না।

রুদ্ধ দরজার ছিদ্রপথে বাহির হইতে স্কুইয়ারস্ বলিল, "নিকলবিকে মার, মেরে মাটীতে ফেলে দেও। আমার টুপীটাও তোমরা নিয়ে এস।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা। এ সব ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত হচ্ছি। আমি জানিনে, কি করা উচিত হবে। নিকোলাসই এ বিষয় ভাল বোঝে। কারও ছেলেমেয়েকে রাখা বড় কঠিন কাজ জানি। মাষ্টার স্মলে খুব কাজের ছেলে। আপোষে এর একটা বিহিত ত করা যেতে পারে। মিঃ স্মলে যদি ওর খোরপোষ বাবদ কিছু টাকা ধ'রে দেন ত স্মাইক এখানেও অনায়াসে থাকতে পারে। এই ব্যবস্থাই ত ভাল।"

কিন্তু তাঁহার কথা কেহই কাণে তুলিল না।

ভীত স্মাইককে লক্ষ্য করিয়া মিঃ স্মলে বলিল, "তুমি ছোকরা ভারী বজ্জাত, ভারী অকৃতজ্ঞ। কেউ তোমায় ভালবাসতে পারে না। এর পর তুমি চাইলেও, আমি তোমায় ভালবাস্‌তে পারব না। তুমি বাড়ী আস্‌বে কি না বল?"

স্মাইক সভয়ে সরিয়া গিয়া বলিল, "না—না—না!"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ও ছোঁড়া কোন দিন কাউকে ভালবাসেনি। আমাদের ওখানে এত দিন ছিল, কারও ওপর ওর স্নেহ ছিল না। সুতরাং ওর বাপকে ভালবাস্‌বে না, এ ত জানা কথা!"

মিঃ স্মলে মিনিটখানেক ধরিয়া স্মাইকের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর শিক্ষকের টুপীটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

রালফ মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাবে, তুমি কি ক'রে ওকে ধ'রে রাখ।"

দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিকোলাস বলিল, "আচ্ছা সে দেখা যাবে।"

রালফ বলিলেন, "আমি জানতুম, আজ তুমি ওকে ছেড়ে দেবে না। কারণ, তাতে তোমার ইজ্জত, অহঙ্কারে আঘাত লাগবে। তোমার দর্প অহঙ্কার সব আমি গুঁড়ো ক'রে দেব, জেনে রাখ। মোকদ্দমা যখন আরম্ভ হবে, তখন বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হওয়া দরকার। তা হবেও।"

রালফ বাহির হইয়া গেলেন। স্কুইয়ারস্‌ও সেই সঙ্গে চলিয়া গেল। নিকোলাস পরিবার তখন ব্যাপারটার আলোচনায় রত হইলেন।

৪৬

অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে নিকোলাস সিদ্ধান্ত করিল, অনতিবিলম্বে সে দয়ালু ভ্রাতৃযুগলের পরামর্শ গ্রহণ করিবে—তাঁহাদিগের কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিবে। পরদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিঃ চার্লসকে একা পাইয়া সে স্মাইকের সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহাকে জানাইল। সে নিবেদন করিল যে, দয়ালু মনিব যেন এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন।

বক্তব্য শেষ করিয়া নিকোলাস বলিল, "বাপ বলিয়া যে লোকটি আত্মপরিচয় দিয়াছে, তার ব্যবহার এত খারাপ যে, সত্যি স্মাইকের পিতা ও নয় ব'লে আমার বিশ্বাস।"

সমস্ত কথা শুনিয়া মিঃ চার্লস্ বলিলেন, "দেখ, তোমার কথা শুনে আমার একটু বিস্ময় বোধ হয়নি। তার কারণ কি শুনবে? তোমার জ্যেঠা আজ সকালে এখানে এসেছিলেন।"

নিকোলাস আরক্ত-মুখে দুই পদ পিছাইয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ সকালে এই ঘরেই তিনি এসেছিলেন। যুক্তিতর্ক, অনুভূতি, কোন বিষয়েই তিনি কাণ দিতে চান না। কিন্তু ভাই নেড তাঁকে খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।"

নিকোলাস বলিল, "তিনি এসেছিলেন—"

"তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। তোমার বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা কথা ব'লে আমাদের মন তোমার উপর বিরূপ ক'রে দেবার জন্ম তিনি এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসাটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। নেড এ সকল ব্যাপারে সিংহের মত। টিম্ লিন্‌কিন্‌ওয়াটারও তাই। দুজনে মিলে তোমার জ্যেঠাকে এমন কোণঠাসা করেছিলেন যে, তাঁকে শেষে পালাতে হয়েছে।"

নিকোলাস বলিল, "আপনাদের এ দয়া ভুলতে পারব না। দিন দিনই আপনারা আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে, কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে ফেলছেন!"

ভাই চার্লস বলিলেন, "ও সব কথা বলো না। যারা তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবহার করা হবে—তোমার যারা অনিষ্ট করেছে, তাদের আমরা ছাড়ব না। ওদের কারও সাধ্য নেই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে—তোমার মা, বোন, স্মাইক কারও কিছুমাত্র অনিষ্ট ওরা কর্ত্তে পারবে না। আমি তাঁকে ব'লে দিয়েছি—'মশাই, আপনি বর্ব্বর।' সত্যি এ কথা ব'লে আমি খুসীই হয়েছি।"

বলিতে বলিতে সত্যই মিঃ চার্লসের মুখে ক্রোধের রক্তআভা ফুটিয়া উঠিল। নিকোলাস কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তিনি বাধা দিয়া তাহাকে থামাইলেন। তার পর বলিলেন, "ও ব্যাপার এখন থাক। ও প্রসঙ্গের আলোচনার আর দরকার নেই। এখন আমি অন্য কথা বলব। ভারী জরুরী কথা—বিশ্বাসের কথা, মিঃ নিকলবি। সুতরাং এখন আমাদের মনকে শান্ত, সংযত করতে হবে।"

ঘরের মধ্যে বার কয়েক পদচারণা করিয়া মিঃ চার্লস আসন গ্রহণ করিলেন। নিকোলাসও চেয়ারে বসিল।

মিঃ চার্লস বলিলেন, "আমি তোমাকে গুরুদায়িত্বপূর্ণ বিশেষ ব্যাপারের ভার দিতে চাই।"

নিকোলাস বলিল, "অবশ্য যোগ্য ও দক্ষ লোক আপনি ঢের পাবেন। কিন্তু প্রাণ দিয়ে বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারে, এমন লোক বেশী পাবেন না।"

ভাই চার্লস্ বলিলেন, "সে আমি ভালই জানি। সে বিশ্বাস তোমার উপর আমার আছে। যে ব্যাপারের ভার তোমার উপর দিচ্ছি, তাতে এক জন সুন্দরী যুবতী আছেন।"

আগ্রহভরে নিকোলাস বলিল, "সুন্দরী যুবতী! বলেন কি, সার?"

গম্ভীরভাবে মিঃ চার্লস বলিলেন, "অপরূপ সুন্দরী তরুণী।"

নিকোলাস বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে ব'লে যান।"

বিষণ্ণভাবে মিঃ চার্লস্ বলিলেন, "কি ক'রে কাজটা করা যাবে, আমি তাই ভাব্‌ছি। যুবক বন্ধু, একদিন তুমি হঠাৎ সেই যুবতীকে এখানে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখে ফেলেছিলে। মনে পড়ে সে কথা? বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ—"

তাড়াতাড়ি নিকোলাস বলিল, "না, মশাই, আমি ভুলিনি। আমার সে কথা বেশ মনে আছে।"

ভাই চার্লস বলিলেন, "তিনিই সেই তরুণী মহিলা।"

নিকোলাস রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

মিঃ চার্লস বলিলেন, "আমি যখন যুবা ছিলাম, তখন এই মেয়েটির মাকে আমি খুব ভালবাস্‌তাম। তিনিও খুব সুন্দরী ছিলেন। তুমি শুনে হয় ত' মনে মনে হাস্‌ছ যে, পক্ককেশ বুড়ো কি বলে। তোমার মত বয়সে আমিও ভালবেসেছিলাম, এ কথা যদি তুমি এখন আমায় বল, তাতে আমি অসন্তুষ্ট হব না।"

নিকোলাস বলিল, "না না, তেমন কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"আমার ভাই নেড, তাঁর বোনকে বিয়ে করবেন কথা ছিল, কিন্তু মহিলাটি মারা যান। এই মেয়েটির মাও মারা গেছেন। অনেক দিন হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি নিজের পছন্দমত লোককে বিয়ে করেছিলেন। আমি সর্ব্বদাই প্রার্থনা করতাম, তিনি যেন সুখে থাকেন।"

কিছুক্ষণের জন্য গাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। নিকোলাস চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আমার অন্তরের গভীর তলপ্রদেশে সত্য যেমন লঘুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যদি সেই ভদ্রলোকের জীবনে দুঃখ-দুর্দ্দশা তেমনি লঘুপদে আসত, তা হ'লে হয় ত' ঐ দম্পতির জীবন

শান্তিপূর্ণ ও সুখময় হ'ত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তা হয় নি। সে মহিলাটি সুখী হ'তে পারেন নি। নানারকম বিপদ ও দুঃখ তাঁদের জীবনে এসেছিল। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি আমার কাছে পূর্ব্ব-বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর চেহারার বিশ্রী পরিবর্ত্তন হয়েছিল। অত্যাচারে, দুঃখে তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন—তাঁর বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি যে টাকা তাঁকে দিতাম, তাঁর স্বামী অমনি তা খরচ ক'রে ফেলে আবার টাকার জন্য স্ত্রীকে আমার কাছে পাঠাতেন। টাকা আমি দিতাম, কিন্তু মহিলাটিকে সেজন্য বিদ্রূপ, তিরস্কার সহ্য করতে হ'ত। তাঁর স্বামী টাকা পেলেই উড়িয়ে দিতেন। সে সময় এই তরুণী অতি ছোট ছিলেন। যে দিন তিনি মূর্চ্ছা যান, সেই দিনই আমি তাঁকে প্রথম দেখি। তুমিও তাঁকে দেখেছ। কিন্তু আমার ভাইপো ফ্রাঙ্ক—"

নিকোলাস চমকিয়া উঠিল। সে তখনই ক্ষমা চাহিয়া কাহিনী আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিল।

মিঃ চার্লস বলিলেন, "আমার ভাইপো ফ্রাঙ্কের সঙ্গে হঠাৎ তাঁর দেখা হয়ে যায়। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই সে তাঁকে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে ফেলে। ইংলণ্ডে আসবার দু'দিন পরেই এ ঘটনা ঘটে। তরুণীর বাবা পাওনাদারদের এড়াবার জন্য এখানে লুকিয়ে আছেন। তিনি রুগ্ন এবং অর্থহীন। তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা। তাঁর মেয়ে অন্নকষ্ট সহ্য করেও বাপের সেবা করছেন। অর্থার্জ্জনের জন্য তাঁকে অনেক হেয় কাজ করতে হচ্ছে। তাঁর সহায় ছেলেবেলার এক চাকরাণী। সে যেমন বিশ্বস্তা—তেমনই হৃদয়বতী। মেয়েটির জন্য সে বিয়ে করে নি। নইলে এতদিনে সে টিমের সহধর্ম্মিণী হ'তে পারত।"

এতদূর বলিবার পর চেয়ারে হেলান দিয়া বাকি কথাটা মিঃ চার্লস্ সংক্ষেপে শেষ করিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—যুবতীর পিতা অত্যন্ত গর্ব্বিত। তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্ববন্ধুর নিকট হইতে জ্ঞাতসারে তিনি কোন সাহায্য লইবেন না। এই বৃদ্ধ স্ত্রীর প্রতি অবিচার করিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়ী সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে তিনি এড়াইতে চাহেন। কাজেই পিতৃবৎসলা কন্যা নানারূপ উঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা পিতার ও নিজের জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত দুই বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সূচীকার্য্য ও চিত্রবিদ্যার সাহায্যে সংসার কোনমতে চালাইতেছেন। কিন্তু অবশেষে নিরুপায় হইয়া তরুণী তাঁহার মাতার পূর্ব্ব-বন্ধুর শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অশ্রুসিক্ত নয়ন তুলিয়া মিঃ চার্লস্ বলিলেন, "আমি যদি গরীব হতুম, মিঃ নিকলবি,—অবশ্য আমি তা নই—তা হ'লে নিজের সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ক'রে, তাঁর সাহায্যের জন্য দিতুম। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কাজটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওঁর বাবা যদি আজ মারা যেতেন, সব সোজা হয়ে যেত, কারণ, তা হ'লে তাঁকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখ্তাম। মেয়ে বা বোনের মত পালন কর্ত্তাম। কিন্তু তাঁর বাপ বেঁচে আছেন। কেউ তাঁকে সাহায্য করবে না—হাজার বার সে চেষ্টা হয়েছে। তাঁর চরিত্রের পরিচয় পেয়ে সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেছে, আমি তা জানি।"

নিকোলাস বলিল, "তাঁকে কি এমন পরামর্শ দেওয়া যায় না যে—"

মিঃ চার্লস্ বলিলেন, "বাপকে ছেড়ে তিনি চ'লে আসুন? বাপকে ছেড়ে আস্বার জন্য কে প্রস্তাব করবে? তাঁকে সে কথা বলাও হয়েছিল, কিন্তু যুবতী কোনমতেই তাতে রাজি নন।"

নিকোলাস বলিল, "বাপ কি মেয়েকে স্নেহ করেন?"

মিঃ চেরিবল বলিলেন, "স্নেহ—আত্মত্যাগজাত স্নেহ তাঁর বাপের বুকে নেই। মেয়েটির মা নম্র, প্রেমপরায়ণা, হৃদয়বতী ছিলেন। স্বামী তাঁকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা, অপমান করতেন, কষ্ট দিতেন, তবু একদিনের জন্যও স্বামীকে ভালবাসতে তাঁর বিরতি ছিল না। মরবার সময় মা, মেয়ের হাতে স্বামীকে সমর্পণ ক'রে যান। মেয়ে কোনদিন সে কথা ভোলেন নি—জীবনে ভুলবেন না।"

নিকোলাস বলিল, "যুবতীর ওপর আপনার কি কোন প্রভাব নেই?"

"আমার? অসম্ভব। তাঁর বাপ আমার সম্বন্ধে এমন ঈর্ষা পোষণ করেন যে, তাঁর মেয়ে আমার কাছে সব কথা বলেছেন যদি জানতে পারেন, তা হ'লে মেয়েটির জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবেন। অথচ তিনি জানেন, টাকা আমার কাছ থেকেই যায়। প্রত্যেক কপর্দ্দক তিনি নিজের সুখের জন্য ব্যয় করেন।"

ক্রোধভরে নিকোলাস বলিল, "অস্বাভাবিক বদমাস্!"

কোমলস্বরে মিঃ চার্লস বলিলেন, "কঠোর শব্দ আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। কি ক'রে এই যুবতীর সাহায্য করা যায়, তাই ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে। মেয়েটিকে আমার অর্থসাহায্য গ্রহণে রাজি করিয়েছি। তাঁর অনুরোধেই প্রতিবার অল্প পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। কারণ, একসঙ্গে বেশী টাকা পেলেই তাঁর বাবা সব খরচ ক'রে ফেলবেন। বিশেষতঃ সহজে টাকা আসছে বুঝতে পারলে তাঁর খরচের মাত্রাও বেড়ে যাবে। মেয়েটি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে এই সব ব্যবস্থা ঠিক করেছেন। কিন্তু মিঃ নিকলবি, এ রকম ভাবের ব্যবস্থা আমার সহ্য হচ্ছে না। সত্যিই বলছি, আমার অসহ্য বোধ হয়েছে।"

তার পর ক্রমে প্রকাশ পাইল, দুই ভ্রাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে

উপায় এই যে, মেয়েটির অঙ্কিত যৎসামান্য ছবি অথবা সূচীকার্য্যজাত জিনিষগুলি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করা হইবে। ইহাতে যুবতীর পিতা জানিতে পারিবেন না, কোথা হইতে টাকা আসিতেছে। অনবরত এই ভাবে জিনিষ ও চিত্র ক্রয় চলিলে, তাঁহাদের অভাব থাকিবে না। কিন্তু এ কাজ চালাইবার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। সেই ব্যক্তি যেন দোকানদারের প্রতিনিধিরূপে এই ক্রয়-বিক্রয় চালাইবে। অনেক চিন্তার পর দুই ভ্রাতা নিকোলাসকেই এ কার্য্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

"লোকটি আমাকে এবং আমার ভাই নেড দুজনকেই চেনেন। কাজেই আমাদের দ্বারা এ কাজ চলবে না—ধরা প'ড়ে যাব। ফ্রাঙ্ক পারে বটে, কিন্তু সে তেমন বিবেচক নয়—এ সকল ব্যাপারে যে গোপনতার প্রয়োজন, তা তার দ্বারা হবে না। তা ছাড়া মেয়েটি ভারী সুন্দরী, ফ্রাঙ্ক হয় ত তার অজ্ঞাতসারে মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে যেতে পারে। তার ফলে হয় ত উভয় পক্ষেরই শেষকালে মর্ম্মবেদনার কারণও জন্মাতে পারে। প্রথম সাক্ষাতে মেয়েটির জন্য সে যে রকম আগ্রহ দেখিয়েছিল, আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, মেয়েটির জন্যই সবাইখানায় সে গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। সে ঘটনার সময় তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে।"

নিকোলাস তখন আমতা আমতা করিয়া বলিয়া ফেলিল যে, তাহারও মনে অনুরূপ সন্দেহ জাগিয়াছিল। তার পর সে কোথায় প্রথম মেয়েটিকে কি অবস্থায় দেখিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিল।

মিঃ চার্লস বলিলেন, "তা হ'লেই বুঝে দেখ, ফ্রাঙ্কের দ্বারা এ কাজ চল্‌বে না। টিম্‌কে দিয়েও হবে না। কারণ, সে যে রকম রাগী লোক, তাতে সামান্য ত্রুটি দেখলেই সে, মেয়ের বাপের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে। তুমি টিম্‌কে ভাল ক'রে ত চেন না। তার প্রাণ যে ব্যাপারে অভিভূত হয়, তার জন্য দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে কাজ করে। মেয়েটির দুঃখ দেখলেই সে আর কোন কিছু বিবেচনা ক'রে দেখবে না। এখন তুমি ছাড়া উপায় নেই। তোমার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। তোমার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে তোমার ভেতর সকল রকম সদ্‌গুণ প্রচুর আছে। এ রকম কাজ তুমি যেমন চমৎকার পারবে, এমন কেউ পারবে না। তাই তোমাকে আমরা এই ভার দিচ্ছি।"

নিকোলাস বলিল, "এই যুবতী কি এ ব্যাপারটার সব জানেন? অর্থাৎ এই যে লুকোচুরী ব্যাপার চল্‌বে, তা তিনি জানেন ত?"

মিঃ চেরিবল্‌ বলিলেন, "জানেন বৈ কি। তিনি জানবেন, তুমি আমাদের কাছ থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছ। তুমি যে সব জিনিষ কিন্‌বে, তার পরিণাম কি হবে, তা অবশ্য মেয়েটিকে জান্‌তে দেইনি। তুমি এমন ভাবে চল্‌বে যেন, তাঁর ছবি প্রভৃতি বেচে আমরাও লাভ করছি। বুঝেছ?"

যুবতীটি কাহারও কাছে এ জন্য অনুগৃহীত হইবেন না, মিঃ চার্লস এমন ভাবেই কাজটি চালাইতে চাহেন। যুবতী ভাবিবেন যে, তাঁহারই চিত্র বাজারে চলিতেছে, কাহারও অনুকম্পালব্ধ অর্থ তিনি পাইতেছেন না। নিকোলাস ভ্রমক্রমেও এরূপ আভাস দিবে না, ইহাই তাঁহারা চাহেন।

ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ ফ্রাঙ্কের সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়া চেরিবল ভ্রাতৃযুগল এ কার্য্যের ভার দিতে চাহেন না, নিকোলাসের সম্বন্ধেও সে আশঙ্কা আছে, এই কথাটা নিকোলাস বলিতে চাহিল। কারণ, সেও প্রেমে পড়িয়াছে। মনের আসল অবস্থাটা সে প্রকাশ করিতে চাহিলেও সে অবশেষে চুপ করিয়া গেল। কারণ, সে ভাবিল, এই সদাশয় ভ্রাতৃযুগল এক জনের উপকারের জন্য যে ব্যবস্থা করিতেছেন, সে কেন তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে? তাহার ও যুবতীর মধ্যে প্রেম জন্মিতে পারে, এরূপ আশঙ্কার কথা জানাইয়া লাভ কি? সে কি নিজের চিত্তকে জয় করিতে পারিবে না? এরূপ চিন্তা কেন এখন তাহার মনে উদিত হইবে? তাহার উপকারক ও মনিব তাহার সাহায্যে একটা ভাল কাজ করিতে চলিয়াছেন, এমন অবস্থায় সে আত্মসুখ-পরায়ণতার কথা কেন চিন্তা করিবে?

নিকোলাস দৃঢ়তার সহিত স্থির করিল, না, এমন দুর্ব্বলতা সে কখনই প্রকাশ করিবে না। তাহাকে আত্মজয় করিতেই হইবে। অবশ্য সে যদি তখন তাহার মনের পরিচয় লইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, আত্মদমন করা সহজ ব্যাপার নহে।

নিকোলাসের মনে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, মিঃ চার্লস তাহার কোনও আভাস জানিতে পারিলেন না। তিনি সরল বিশ্বাসে তাহাকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরদিবস সকালবেলা নিকোলাসকে সেই যুবতীর কাছে যাইতে হইবে, এইরূপ উপদেশ তিনি তাহাকে প্রদান করিলেন।

নিকোলাস চিন্তিত মনে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

যুবতী যেখানে বাস করিতেছিলেন, নিকোলাস তাহার ঠিকানা জানিয়াছিল।

নিকোলাস পরদিবস নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল। দরিদ্র পল্লীতেই এই বাসা। নিকোলাস যে বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তাহা দেখিতে অতি অসুন্দর সর্ব্বত্রই দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

সম্মুখের ঘরে একজন বসিয়া বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। নিকোলাস ভৃত্যকে দিয়া যুবতীর কাছে সংবাদ পাঠাইল।

মিস্ ব্রের ভৃত্য তাহাকে উপরতলে লইয়া গেল। একটি ঘরে সেই সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিলেন। নিকোলাস তাঁহার সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনিয়াছিল, তাহার বর্ণ-বিন্যাসে তরুণীকে আরও সুন্দরী বলিয়া তাহার ধারণা হইল। তাহার মনে হইল, স্বর্গীয় হাস্য যেন কক্ষটিকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। জীবিকার্জ্জনের জন্য এই তরুণ যৌবনে যুবতীকে য বিপুল পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তাহা মনে করিয়া নিকোলাসের হৃদয় অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিকোলাস দেখিল, সেই ঘরের একপ্রান্তে যুবতীর রুগ্ন পিতা কৌচে শায়িত। তিনি ক্রমাগত নড়াচড়া করিতে-ছিলেন।

সম্ভবতঃ এখনও তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হয় নাই। ...গ্ন রোগে তিনি এত কৃশ হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে অত্যন্ত বৃদ্ধ দেখায়। এক সময়ে তিনি সুপুরুষ ছিলেন, তাহা চেহারা দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহার চেহারায় এখন রোগ-শীর্ণতার লক্ষণ উৎকটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শরীরে মাংস নাই বলিলেই হয়, অস্থি-চর্ম্মসার দেহ। একখানি যষ্টি তাঁহার হাতে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উহার উপর ভর করিয়া তিনি কৌচে বসিয়াছেন।

তিনি লাঠি ঠুকিয়া কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, "ম্যাডেলিন, কে ইনি? এখানে এ লোকের আসবার কি প্রয়োজন? ব্যাপার কি? কেন উনি এখানে এসেছেন?"

নিকোলাসের অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন করিয়া যুবতী কুণ্ঠিতস্বরে তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "আমার মনে হয়—"

পিতা বলিলেন, "তোমার ত সব সময়েই ঐ রকম মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি?"

ইতিমধ্যে নিকোলাস প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়া পাইয়াছিল। সে বলিল যে, সে একজোড়া হাতের তৈয়ারী পর্দা ও চেয়ারের জন্য একখানা হাতে বোনা মখমলের আসন ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে। সে জন্য যে কোনও মূল্য সে প্রদান করিবে, তাহার কার্য্যের কর্তৃপক্ষ তাহাকে এইরূপ ভার দিয়াছেন। দুইখানা ছবির জন্যও সে উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজি আছে। এই বলিয়া একখানা খামের মধ্যে সে ব্যাঙ্কনোট ভরিয়া টেবলের উপর রাখিল।

পিতা বলিলেন, "টাকাটা গুণে নেও, ঠিক আছে কি না দেখ, ম্যাডেলিন। খামখানা খুলে ফেল, বাছা!"

"সব ঠিক আছে, বাবা।"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে মিঃ ব্রে বলিলেন, "কই দেখি আমি। ম্যাডেলিন, পাঁচ পাউণ্ড দেখ্ছি। ঠিক দাম হ'ল কি?"

পিতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যুবতী বলিলেন, "ন্যায্য দামই বটে।" সুন্দরী তখন পিতার বালিশ ঠিক করিয়া দিতেছিলেন বলিয়া নিকোলাস তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল, যুবতীর ইন্দীবর তুল্য যুগল নেত্র হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পীড়িত ভদ্রলোক অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ঘণ্টা বাজাও, চাকরকে ডাক। সে এখুনি নোটখানা ভাঙ্গিয়ে আনুক। একখানা খবরের কাগজ, কিছু আঙুর, আর গত সপ্তাহের মত ভাল এক বোতল মদ কিনে আনুক। ম্যাডেলিন, তাড়াতাড়ি কর, তুমি বড় কুঁড়ে।"

নিকোলাস ভাবিল, কন্যার কোন কিছুর প্রয়োজন হইতে পারে, এ কথা বুড়ার মনে একবারও উঠিল না। মিঃ ব্রে নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রসিদের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে কি না?

নিকোলাস বলিল, "রসিদ না হলেও ক্ষতি নেই।"

বিদ্রূপভরে বৃদ্ধ বলিলেন, "তার মানে? আপনি সামান্য টাকা এনেছেন, সেটা কি আমাদের দান করতে এসেছেন মনে করেন? দাম দিয়ে জিনিষ নিয়ে যাবেন, রসিদের সেজন্য দরকার নেই মনে করেন? আপনি কি ভাবছেন, টাকাটা অম্‌নি অম্‌নি দিয়ে গেলেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি কথা কচ্ছেন, সেটা মনে রাখ্‌বেন। এক সময়ে আমি আপনার মত ৫০ জন লোককে কিনে রাখ্‌তে পারতাম। আপনার কথার মানে কি বলুন ত?"

নিকোলাস বলিল, "আমার কথার মানে এই যে, ভদ্র-মহিলার সঙ্গে অনেকবার আমার কেনাবেচা নিয়ে কারবার হবে—অবশ্য উনি যদি দয়া ক'রে আমাকে সে অবকাশ দেন—তাই বলছিলাম যে, এসব লৌকিক অনুষ্ঠানের জন্য ওঁকে এখন বিরক্ত করতে চাই না।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমার মেয়ে কারও কাছ থেকে কোন দয়া চায় না। আপনি কাজকর্ম্মের সীমার বাইরে যাবেন না ব'লে দিচ্ছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী কি আমার মেয়েকে দয়া করতে চায় নাকি? ম্যাডেলিন, ওঁকে একখানা রসিদ লিখে দাও। ভবিষ্যতে রসিদ দিতে যেন ভুল না হয়।"

যুবতী তখন রসিদ লিখিবার অভিনয় করিতে লাগিলেন। নিকোলাস এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথা ভাবিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন ক্লান্তভাবে কৌচে শুইয়া পড়িয়া উঃ আঃ শব্দ করিতে লাগিলেন।

কাগজখণ্ড লইয়া নিকোলাস বলিল, "আবার কবে আস্‌ব বলুন ত?"

কন্যাকে প্রশ্ন করা হইলেও, উত্তর দিলেন পিতা।

তিনি বলিলেন, "আপনাকে যখন আসবার জন্য অনুরোধ করা হবে, তখন আস্‌বেন, মশাই! সব সময় এসে বিরক্ত করবেন না। ম্যাডেলিন, এ লোকটি আবার কবে আস্‌বেন?"

যুবতী বলিয়া উঠিলেন, "বেশী দিন নয়—৩।৪ সপ্তাহ দরকার হবে না। এ সময়টা আমি চালিয়ে নেব।"

পিতা বলিয়া উঠিলেন, "তা কি ক'রে হবে? অতদিন কি ক'রে চল্‌বে? ৩।৪ সপ্তাহ, ম্যাডেলিন, ৩।৪ সপ্তাহ!"

নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া যুবতী বলিলেন, "তা হ'লে আরও শীঘ্র আস্‌বেন।"

পিতা বলিতে লাগিলেন, "৩।৪ সপ্তাহ! ম্যাডেলিন, ৩।৪ সপ্তাহ তুমি কিছু করবে না, সে কি!"

নিকোলাস বলিল, "৩।৪ সপ্তাহ অনেক বেশী দিন হ'ল।"

ক্রোধভরে পিতা বলিলেন, "তাই কি আপনার মনে হচ্ছে না কি? আমার যদি ভিক্ষার প্রয়োজন থাকে, আর লোকের কাছে অবনত হয়ে সে ভিক্ষা চাই, ৩।৪ মাসও বেশী দিন হবে না। ৩।৪ বৎসরও বেশী দিন নয়। বুঝেছেন মশাই, অর্থাৎ আমি যদি কারও গলগ্রহ হ'তে চাই। তা যখন নয়, তখন এক সপ্তাহ পরে আপনি আস্‌বেন।"

নিকোলাস যুবতীকে অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মিঃ ব্রের স্বাধীনতার কল্পনার কথা সে ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল।

সহসা সে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, সোপানের উপর সুন্দরী তরুণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া তাহার মনে হইল, যুবতী তাহার সহিত কথা কহিবেন কি না, সে জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন। নিকোলাস তখন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী বলিলেন, "আপনাকে যা বলছি, তা বলা আমার উচিত কি না, তা বুঝতে পাচ্ছি না, মশাই। কিন্তু আপনি দয়া ক'রে এখানকার কথাগুলো, আমার বেচারা বাবার বন্ধুদের কাছে বল্‌বেন না। বাবা বড় কষ্ট পেয়েছেন, বিশেষতঃ আজ সকালে ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। আপনি আমার প্রার্থনা মনে রাখবেন, তা হলেই আমি তৃপ্তি পাব।"

সাগ্রহে নিকোলাস বলিল, "আপনি শুধু আপনার অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত করবেন, প্রাণ দিয়েও আমি আপনার আদেশ পালন করব।"

"আপনি বড় তাড়াতাড়ি অভিমত দিলেন, মশাই।"

নিকোলাসের ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল। সে বলিল, "কিন্তু আমি সত্য কথাই আন্তরিকভাবে বলেছি। মনের ভাব কোনদিন গোপন করতে আমি শিখিনি, আর শিখলেও আপনার কাছে তা গোপন করতে পারতাম না। আপনার কাহিনী আমি সবই জানি। আপনি জেনে রাখুন, আপনার সেবার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।"

যুবতী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তিনি তখন অশ্রুপাত করিতেছিলেন।

শ্রদ্ধাভরে নিকোলাস বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন। আমার উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত আছে, তা সত্ত্বেও যদি আমি কোন কথা বেফাঁস ব'লে থাকি, আমায় মাপ করবেন। তবে এটা জেনে রাখবেন, আমার উপর যে কাজের ভার আছে, শুধু সেটা সম্পন্ন করেই আমার সহানুভূতি ও স্বার্থ শেষ হয়ে গেল, এটা আপনি মনে করবেন না। আমাকে আপনার বিশ্বস্ত সেবক ব'লে মনে করবেন। যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে, আপনার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন না ক'রে আমি বিদায় নিতে পারিনে।"

যুবতী তাহাকে বিদায় লইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, মুখে কোন কথা বলিলেন না। নিকোলাসও অতঃপর বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় লইল। এইরূপে ম্যাডেলিন ব্রের সহিত তাহার প্রথম দেখা সমাপ্ত হইল।

৪৭

সন্নিহিত কোনও ধর্ম্ম-মন্দিরের ঘটিকাযন্ত্রে বাদ্যধ্বনি শুনিয়া নিউম্যান নগস্ বলিয়া উঠিল, "পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। আমার ডিনার খাবার সময় দুটো! উনি ইচ্ছে করেই এ রকম করছেন। ওঁর স্বভাবই তাই।"

নিউম্যান তাহার আপিসের ঘরের টুলের উপর বসিয়া এই কথা আলোচনা করিতেছিল।

"না, লোকটার ক্ষিধে নেই। খালি টাকা, আনা আর পাই। টাকা পেলেই নেকড়ে বাঘের মত গোগ্রাসে ভক্ষণ করে। আমার ইচ্ছে করে, একটা মোহর ওকে জোর ক'রে খাওয়াই।"

ডেস্কের উপর হইতে একটা বোতল লইয়া নিউম্যান এক গ্লাস সুরা পান করিল।

"তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট। সেই ৮টায় সকালবেলা খেয়েছি। ক্ষিধেতে নাড়ী জ্বলে গেল, এখনো দেখা নেই। যাবার সময় বলা হ'ল, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যেয়ো না। রোজই এমন হচ্ছে। রোজ আমার ডিনার সময়ে লোকটা যায় কোথায়?"

সে ভাবিল, আর দেরী করা যাইবে না। সে এখন বাসায় যাইবে। এই মনে করিয়া সে গলী-পথে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় চাবী ঘুরাইবার শব্দ তাহার কাণে আসিল।

"এই যে কর্ত্তা, ফিরে এলেন দেখছি। সঙ্গে লোকও আছে। এবার হয় ত বলা হবে, লোকটা না চ'লে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি যেন থাকি। তা আমি পারব না ব'লে রাখলুম।"

নগস্ তখন একটা খালি খোপরের ভিতর গিয়া লুকাইল। রালফ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র, সে অন্য দিক্ দিয়া পলায়ন করিবে।

"নগস্। কোথায় গেল লোকটা?"

নিউম্যান কোনও জবাব দিল না।

রালফ আপন মনে বলিয়া চলিলেন, "বদমাসটা খেতে গেছে দেখছি। অথচ আমি তাকে বারণ ক'রে

দিয়েছিলুম। গ্রাইড, তুমি এ দিকে এস। আমার লোকজন বাইরে গেছে। চল, আমার ঘরে বসবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

"কিছু না, কিছু না। সব জায়গাই আমার কাছে সমান।"

নবাগত লোকটি খর্ব্বকায় বৃদ্ধ। বয়স বোধ হয় ৭০।৭৫ হইবে। যেমন রোগা—তেমনই কুব্জাকার। তাহার অঙ্গে ধূসরবর্ণের কোট, সেকেলে ধরণের ওয়েষ্টকোট। তাহার পাজামা এত ছোট যে, তাহার পায়ের অধিকাংশ অনাবৃত এবং কুঞ্চিত পেশীবহুল চরণাংশ দৃষ্টিকে আহত করে। তাহার শুক্র কেশরাজি পশ্চাদ্দিকে ফেরান। দন্ত বিগলিত হওয়ায় লোকটার গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে। লোকটাকে দেখিলেই মনে হইবে, তাহার প্রকৃতি আদৌ ভাল নহে। সে যে ধূর্ত্ত, কৌশলী ও লোভী, তাহা তাহার আনন ও দৃষ্টি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

লোকটির নাম আর্থার গ্রাইড্। রালফ নিকলবির সমপর্য্যায়ভুক্ত এই লোকটি। সে চেয়ারে বসিয়া নিকলবির দিকে ক্ষুদ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল।

গ্রাইড বলিল, "তুমি আছ কেমন? অনেক দিন তোমায় দেখিনি।"

রালফ হাসিয়া বলিলেন, "অনেক দিন নয় ত। কিছু দিন আগেও ত দেখা হয়েছিল। আজ হয় ত দেখা হ'ত না। আমি বাড়ী এসেছি, এমন সময় তুমি এসে হাজির।"

গ্রাইড বলিল, "আমার ভাগ্যটা ভাল দেখছি।"

নীরসকণ্ঠে রালফ বলিলেন, "মানুষ ঐ রকমই ব'লে থাকে।"

উভয়ে কিছুকাল নীরবে বসিয়া রহিল।

অতঃপর রালফ বলিলেন, "তা হ'লে এখন বল ত, কি মনে ক'রে তুমি এসেছ?"

কাজের কথা উত্থাপন করায় গ্রাইডের অনেকটা যেন সুবিধা হইল। সে বলিল, "নিকলবি, তোমার খুব সাহস আছে দেখছি; সত্যি, খুব সাহসী লোক তুমি।"

রালফ বলিলেন, "তোমার গড়িমসি ভাব আমি পছন্দ করিনে। এখন কাজের কথা বল, আমি ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে রাজি।"

বুড়া আর্থার বলিল, "তুমি জন্ম-বুদ্ধিমান্ লোক, নিকলবি। ভারী গভীর জলের মাছ তুমি।"

রালফ বলিলেন, "তোমার মত লোক যখন আমার প্রশংসা করে, তখন গভীর জলের মাছ না হয়ে উপায় নেই। তুমি যখন অন্ত লোকের প্রশংসা করতে, আমি সর্ব্বদাই তোমায় সাহায্য করতাম, তা বোধ হয় তুমি জান।"

করে কর ঘর্ষণ করিয়া গ্রাইড বলিল, "হা, হা, হা, তা তুমি করতে বটে। আমি তা খুব ভাল করেই জানি। যাক্, পুরাণ দিনের কথা তোমার মনে আছে, এ জন্ম আমি খুসী আছি।"

রালফ স্বল্প কথায় বলিলেন, "এখন কাজের কথা বল দেখি, শুনি।"

বৃদ্ধ বলিল, "দেখ, দেখ! গল্প করবার সময়ও কাজের দিকে তোমার টান। বা! বা! কি রকম লোক দেখ!"

রালফ বলিলেন, "কোন্ পুরোন কথা নূতন ক'রে ঝালিয়ে নিতে চাও বল ত? একটা কথা আমি জানি, তা না হ'লে তুমি পুরোন কথা তুলতে না।"

বুড়া আর্থার হাত তুলিয়া বলিল, "উনি আমাকেও সন্দেহ করেন! আমাকেও সন্দেহ! কি রকম লোক দেখ! হা, হা, হা! জগতের লোকের বিরুদ্ধে উনি দাঁড়িয়ে—ওঁর মতন লোক আর দেখলুম না। বামনদের মাঝখানে দৈত্য—প্রকাণ্ডকায় দৈত্য!"

বুড়া কুকুরের দিকে রালফ চাহিয়া নীরবে হাসিলেন। ছোট কুঠুরীর মধ্যে নিউম্যান্ নগস্ ঘামিয়া উঠিল। আজ তাহার ডিনারের আশা আর নাই।

বুড়া আর্থার বলিল, "ওঁকে একটু তোয়াজ করতে হবে। ভারী জেদী লোক, সেই ভাবেই চলতে হবে দেখছি। ওরা জ্ঞানী লোক, বিনা অর্থে কোন কাজ তারা করে না। খুব খাঁটি কথা। সময় মানে টাকা।"

রালফ বলিলেন, "যিনি ওকথা বলেছেন, তিনি আমাদেরই মত একজন। সময় মানে টাকা, অর্থাৎ ভাল রকম টাকা। সময় মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কারও কারও কাছে সময় এত মূল্যবান যে, তা বলা যায় না। আমি তাদের জানি। যদি না জানতুম, তবে আমার ব্যবসাই চলত না।"

আর্থার আবার হাত তুলিয়া বলিল, "কি মজার মানুষ!" তার পর চেয়ারখানা রালফের আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, বল ত তুমি, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, এ কথা শুনে তুমি কি বলতে চাও?"

উপেক্ষাভরে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রালফ বলিলেন, "আমি তা হ'লে বলব, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এ রকম মিথ্যে কথা এই প্রথম নয়, শেষও নয়। সুতরাং এ কথা শুনে আমার বিস্ময় বোধ আদৌ হচ্ছে না।"

আর্থার বলিল, "তবে জেনে রাখ, আমি খাঁটি সত্য কথাই বলছি।"

রালফ বলিলেন, "তুমিও জেনে রাখ, এইমাত্র আমি যা বলেছি, তাই খাঁটি সত্য। আচ্ছা, থাম, দেখি তোমায় ভাল ক'রে। তোমার মুখে শয়তানী ছাপ দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপার কি?"

আর্থার গ্রাইড্ বলিল, "আমি তোমাকে বঞ্চনা করব না। তা তুমিও জান। তা আমি পারিনে, পাগল না

হ'লে তেমন চেষ্টা কেউ করবে না। মিঃ নিকল্‌বিকে ঠকাব আমি! বামন দৈত্যের ঘাড়ে চাপবে। আমি আবার বল্‌ছি, আমি বিয়ে করছি শুনে তুমি কি বল্‌তে চাও?"

"কাকে বিয়ে করবে? বুড়ী কেউ জুটেছে নাকি?"

বাধা দিয়া গ্রাইড্ বলিল, "না, না, না। আবার ভুল করলে। মিঃ নিকল্‌বির এবার ভুল হয়ে গেল। একটি তরুণী সুন্দরীকে বিয়ে করব। তাজা, চমৎকার দেখতে, লোকমনোমোহিনী। এখনও উনিশ হয়নি। কালো চোখ, দীর্ঘ আঁখির পাতা, পাকা ফলের মত ওষ্ঠাধর—দেখ্‌লেই চুমো খেতে ইচ্ছে হবে। চুল যেমন ঘন—তেমনি কুঞ্চিত—দেখলেই চুল নিয়ে খেলা করতে মন পাগল হয়। তার কটিদেশ এমন ক্ষীণ, এক হাতে ধরা যায়। পা দুটি যেমন ছোট—তেম্‌নি সুন্দর। এমন মেয়েকে আমি বিয়ে কর্‌ছি।"

পুরাতন পাপীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা নীরবে শ্রবণ করিয়া রালফ্ বলিলেন, "তাই ত, সাধারণ ব্যাপার নয়। আচ্ছা, মেয়েটির কি নাম?"

বুড়া বলিয়া উঠিল, "কি গভীর জলের মাছ গো! উনি জানেন, ওঁর সাহায্য আমার চাই, সবই জানেন, সবই বুঝতে পেরেছেন। তার নাম—এখানে কেউ নেই ত, শুনতে পাবে না কেউ?"

রালফ্ বিদ্রূপস্বরে বলিলেন, "কে আবার শুনবে এখানে?"

"তা জানিনে। যদি কেউ এখান দিয়ে হেঁটে যায় এখন।" বলিয়া বুড়া দরজা খুলিয়া চারিদিকে দেখিল। তার পর আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সে বলিল, "তোমার লোকটা হয় ত ফিরে আসতে পারে। সে হয় ত কোথাও দাঁড়িয়ে শুনছে। চাকর-বাকররা গোপন কথা শুনে থাকে। মিঃ নগস্ যদি এখানে থাকত, তা হ'লে ভারী অসুবিধা—"

রালফ্ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "চুলোয় যাক্ মিঃ নগস্। এখন তোমার কথা বল।"

আর্থার বলিল, "চুলোয় যাক্ নগ্‌স্। ওতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তার নাম হ'ল—"

আর্থারকে থামিতে দেখিয়া রালফ্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "থাম্‌লে যে, হ'ল কি?"

"তার নাম মেডেলিন্ ব্রে।"

লোকটা আশা করিয়াছিল যে, নাম শুনিবামাত্র রালফের ভাব-পরিবর্তন হইবে। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি বার কয়েক নামটি পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিলেন। যেন কোথায় এই নাম শুনিয়াছেন।

রালফ বলিলেন, "ব্রে। ব্রে—একজন যুবক ব্রে আছে, কিন্তু তার ত মেয়ে নেই।"

আর্থার বলিল, "ব্রেকে তোমার মনে পড়ছে না?"

শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রালফ বলিলেন—"না।"

"ওয়াল্‌টার ব্রেকে তোমার মনে নেই? সেই লোকটা—যে, তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করত?"

রালফ বলিলেন, "কই আমার ত কিছু মনে পড়ছে না।"

বুড়া আর্থার বলিল, "কি মুস্কিল। ব্রেকে তোমার মনে নেই! আমরা দুজনেই তার হয়ে অনেক কাজ ক'রে দিয়েছি। তোমার কাছে সে টাকাও ত ধারে—"

রালফ বলিলেন, "ও, তার কথা বলছ? হাঁ, হাঁ, এখন মনে পড়ছে। তারই মেয়ে বুঝি?"

রালফের মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি এমনভাবে ন্যাকা সাজিয়া কথা বলিলেন যে, বুড়ো শয়তান তাহা ধরিতে পারিল না।

আর্থার বলিল, "আমি জানি, তুমি তাকে ভুল্‌তে পার না। একটু ভেবে দেখলেই তার কথা তোমার মনে পড়বে, আমি জান্‌তুম।"

রালফ বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু বুড়ো আর্থার গ্রাইড ও তার বিয়ে এ দুটো জিনিষ এমন পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার যে, সব গোলমাল হয়ে যায়। বুড়ো আর্থার যুবতীর চুল নিয়ে খেলা করবে, সুন্দরীর কটিদেশ বেষ্টন ক'রে তার গালে চুমো খাবে, এমন ভাবতেও অসম্ভব মনে হয়। তা ছাড়া এক জন গরীবের মেয়েকে বুড়ো বিয়ে করবে, এটাও রাক্ষসী ব্যাপার, বিশ্বাসের অযোগ্য। আমি সোজা কথা বলি। বন্ধু আর্থার গ্রাইড, এ ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কি সাহায্য চাও স্পষ্ট ক'রে বল। তবে আমার সুবিধা হবে, এমন কথা তুলো না। সুবিধা হবে তোমার। তা না হ'লে তুমি আমার কাছে আসতে না।"

বুড়া বুঝিল, রালফের কাছে ধাপ্পাবাজি চলিবে না। তাই সে কাজের কথা ভাল করিয়া পাড়িল। প্রথমতঃ সে কারণ নির্দেশ করিল যে, মেডেলিন ব্রে পিতৃভক্ত মেয়ে, বাপের জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। অতি কষ্টে তাহাদের দিনপাত হইতেছে। পৃথিবীতে তাহাদের কোন বন্ধু নাই। রালফ তাহাকে বলিলেন যে, সে কথা তিনি আগেই শুনিয়াছেন। সংসারকে যদি মেয়েটা ভাল করিয়া চিনিত, তাহা হইলে সে নির্বোধের মত কাজ করিত না।

দ্বিতীয় দফায় আর্থার বলিল যে, মেয়েটি এত সুন্দরী যে, তাহাকে পাইবার জন্য সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এ কথায় রালফ্ হাসিলেন মাত্র।

গ্রাইড বলিল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। এখনো আমি মেয়ের বাপের কাছে প্রস্তাব করিনি। আগে তোমাকে না ব'লে সে কাজ করব না। কিন্তু তুমি এমন চতুর যে, আমার উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলেছ। কি রকম ধারাল মগজ তুমি!"

রালফ্ অধীরভাবে বলিলেন, "তুমি আমাকে যখন ভাল করেই চেন, তখন আমার সঙ্গে চালাকী করতে যেও না।"

"না, না, তা করব না। গত দু'মাস ধ'রে ব্রের বাসায় আমি রোজ যাতায়াত ক'রে আসছি। সেই সময়েই মেয়েটাকে দেখি। দেখেই লোভ হয়। এমন চমৎকার জিনিষ! তুমি জান, তার কাছে ১৭ শত পাউণ্ড পাই।"

নোট-বই বাহির করিয়া রালফ্ বলিলেন, "তুমি একাই তার পাওনাদার নও। আমিও তার কাছে ৯ শত ৭৫ পাউণ্ড, ৪ শিলিং ৩ পেনী পাই।"

আর্থার আগ্রহভরে বলিল, "হ্যাঁ, তুমিও আর এক জন, তা জানি। তবে অন্য পাওনাদাররা তাকে ধরতে পারেনি। আমরাই প্রথম পাকড়াও করেছি। তাকে টাকা দিয়ে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।"

রালফ্ বলিলেন, "তোমার মতলবের কথা এখন বল। ওসব বাজে কথা ব'লে লাভ নেই। ব্যবসার কথা তুলছ কেন? কে সে কথা শুনতে যাচ্ছে?"

"সেই এক রকমই তুমি আছ, নিকলবি। যাক্, আমাদের কথা ত কেউ শুনছে না? যাক্, আমার প্রস্তাবটা বলি। আমি ব্রের কাছে তার মেয়ের পাণি প্রার্থনা করব। তার সঙ্গে এই সর্ত্ত থাকবে যে, আমাদের বিয়ে হবামাত্র আমি তাকে ঋণ থেকে মুক্তি দেব। তা ছাড়া এমন একটা মাসহারা দেব যে, বিদেশে গিয়ে সে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। বেশী দিন সে বাঁচবে না। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ডাক্তার বলেন, ব্রের হৃদযন্ত্র ভারী দুর্ব্বল! যে কোন সময় মারা যেতে পারে। এই সব সর্ত্ত করা যদি যায়, তুমি কি মনে কর, সে আমার কথায় সায় না দিয়ে পারবে? সে যদি আমার কথায় সায় দেয়, তার মেয়ে সায় না দিয়ে পারবে? তাকে মিসেস্ গ্রাইড হতেই হবে—এক দিনে না হোক, এক সপ্তাহ, এক মাসের মধ্যেই তাকে আমার হতেই হবে।"

রালফ্ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "ব'লে যাও। তুমি এ কথাটা বলবার জন্য আমার কাছে কখনই এসো নি।"

রালফের কাছে আগাইয়া গিয়া গ্রাইড্ বলিল, "তোমার বলবার ভঙ্গীটি বেশ! সত্যি, শুধু ঐ কথার জন্য তোমার কাছে আসিনি। তোমার যে টাকাটা তার কাছে পাওনা আছে, আমি তার অর্দ্ধেক তোমাকে শোধ ক'রে দেব। কেমন, তুমি রাজি ত?"

অবিচলিতভাবে রালফ্ বলিলেন, "আরও কিছু বলবার নিশ্চয় আছে, ব'লে যাও।"

"হ্যাঁ, আরও আছে বৈ কি। কিন্তু তুমি সময় দিচ্ছ না ব'লে বলতে পারিনি। এ ব্যাপারে আমি এক জন পৃষ্ঠপোষক চাই—আমার হয়ে কথাটা ব্রেকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারবে, এমন এক জন বন্ধুর প্রয়োজন। তুমি সেই বন্ধু। তোমার মত কেউ এ কাজ পারবে না। আমি নিজে পারব না। কারণ, আমি বড় ভীরু, দুর্ব্বল, মুখচোরা। তোমার টাকাটা অনেক দিন প'ড়ে আছে। সে টাকাটা পেয়ে যাবে। এখন তুমি কি আমার সাহায্য করবে না?"

রালফ্ বলিলেন, "ব'লে যাও। আরও কিছু আছে।"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "না, আর কিছু নেই।"

রালফ্ বলিলেন, "না, আরও আছে। আমি বলছি, আছে।"

সহসা যেন মনে পড়িয়াছে, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া গ্রাইড বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটু আছে। আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। ঠিক, ঠিক। সে কথা বলব না কি?"

শুষ্ককণ্ঠে রালফ্ বলিলেন, "তা বলা দরকার বৈ কি।"

গ্রাইড্ বলিল, "সে কথা ব'লে তোমাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি ভেবেছিলুম, যতটুকু তোমার স্বার্থ, সেটা বজায় থাকলেই হ'ল। কিন্তু তবু তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে ভালই করেছ। আমি জানতে পেরেছি, এই মেয়েটি সামান্য একটু সম্পত্তির মালিক হবে—অতি তুচ্ছ জিনিষ। পাবে কি না, তাও এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে পেলে মেয়ের স্বামী সে সম্পত্তির মালিক হবে।"

রালফ্ বলিলেন, "যাক, এখন তোমাকে যদি আমি সাহায্য করি, তা হলে আমার কি চাই, তাই তোমায় বলছি।"

গ্রাইড্ হাত তুলিয়া অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার উপর নির্দ্দয় হয়ো না। বেশী চাপ দিও না। সম্পত্তিটা খুব ছোট। তোমার টাকার অর্দ্ধেকই আমি শোধ ক'রে দেব। তার বেশী আমার দেবার শক্তি নেই, কি বল?"

রালফ্ সে সকল কথায় কর্ণপাতই করিলেন না। তিন চারি মিনিট নীরবে বসিয়া তিনি কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "এই মেয়েকে যদি তুমি বিয়ে করতে চাও, আমার সাহায্য না নিয়েও যদি বিয়ে কর, তা হ'লে আমার পুরা টাকাটা তোমায় শোধ করতে হবে। কারণ, আমার ঋণ শোধ না দিলে মেয়ের বাপকে তুমি মুক্তি দিতে পারবে না। সুতরাং সোজা কথায় স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, আমার সাহায্য ব্যতীত মেয়েটিকে বিয়ে করতে গেলে, আমার ঋণের প্রত্যেকটি কপর্দ্দক তোমায় শোধ ক'রে দিতে হবে। না হ'লে, তোমার এই পরামর্শ হ'তে আমি নিজেকে বিচ্যুত ক'রে নেব। আমার সঙ্গে চুক্তির এই হ'ল প্রথম দফা। দ্বিতীয় দফা এই যে, আমি যদি তোমার বিয়ের ঘটকালী করি, তা হ'লে থোক আমায় পাঁচশ পাউণ্ড দিতে হবে। পাঁচশ পাউণ্ড কিছুই নয়। কারণ, তুমি সুন্দরী তরুণীর বিম্বাধর, ক্ষীণ কটি, কুঞ্চিত অলকদাম, সবই ভোগ করবার জন্য পাবে। তৃতীয়তঃ, আজই তুমি এই মর্ম্মে আমায়

লেখা-পড়া ক'রে দেবে যে, বিয়ের দিন দুপুরবেলার মধ্যে সব টাকা তুমি নগদ আমার হাতে দেবে। এই হ'ল আমার দাবী এবং এর এক চুল তফাৎ হ'লে আমি এর মধ্যে নেই। আমার সাহায্য ছাড়া যদি তুমি মেয়েটিকে বিয়ে কর, তা হ'লে আমার ঋণের টাকা মারা যাবে না। টাকা আদায় হবেই।"

বুড়া গ্রাইড্ দাবী হ্রাসের জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু রালফ্ অবিচলিতভাবেই রহিলেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি আর কোন আলোচনাই করিবেন না। বুড়া অবশেষে রাজি হইল। সে জানিত যে, এমনই ব্যাপার ঘটিবে। তখনই লেখাপড়া রীতিমত হইয়া গেল। বুড়া বলিল যে, রালফ্‌কে এখনই ব্রের সহিত দেখা করিতে হইবে।

দুই বন্ধু অবশেষে বাহির হইয়া গেল। গুপ্তকক্ষ হইতে নিউম্যান নগস্ তখন বোতল হস্তে বাহির হইল। দুই বুদ্ধ শয়তান যখন মেডেলিন ব্রের সর্বনাশের জন্য চক্রান্ত করিতেছিলেন, তখন সে দুই একবার মুখ বাড়াইয়াছিল।

কক্ষ হইতে বাহির হইয়া নগস্ আপন মনে বলিয়া উঠিল, "এখন আর খিদে আমার নেই। আমার পেট ভ'রে গেছে।"

একবার বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মেয়েটি কে, তা ত চিনতে পারলাম না। কিন্তু তার জন্য আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে। দুঃখ এই যে, আমি তাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না। কাকেই বা পারি! রোজ এমন কত চক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু এটার মত জঘন্য চক্রান্ত আমি শুনিনি। সব শুনেও কোন প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, এর মত দুঃখ আর কি আছে! কি বদমাস এই দুটো শয়তান!"

নিউম্যান অতঃপর একটা দোকানে গিয়া খাইতে বসিল।

এ দিকে যুগল ষড়যন্ত্রকারী ব্রের বাড়ীতে গমন করিল। নিকোলাস যে বাড়ীতে গিয়াছিল, সেই বাড়ীতেই উহারা গিয়া হাজির হইল। মিঃ ব্রের ঘরে গিয়া তাহারা শুনিল, মেডেলিন সে বাড়ীতে নাই। রালফ্ রুগ্ন পিতার কাছে কথাটা পাড়িলেন।

রালফ্ বলিলেন, "দেখুন, আপনি অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, ঋণের বোঝা ভারী হয়ে রয়েছে। আমাদের প্রস্তাবমত কাজ করলে আপনার দুঃখ কমবে। আর্থার গ্রাইড ধনী লোক। এর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিলে আপনার দুঃখ দূর হবে।"

গর্বিতভাবে ব্রে বলিলেন, "আমার মেয়েকে আমি যে ভাবে লালন-পালন করেছি, তাতে বিশেষ ধনীর হাতেই তার পড়বার কথা।"

কৌশলী রালফ্ বলিলেন, "আমিও সেই কথাই বলছি। বন্ধু গ্রাইড, তোমার অর্থ আছে, মিস্ মেডেলিনের সৌন্দর্য্য ও গুণ আছে। তাঁর যৌবন, আর তোমার অর্থ। মেয়েটির অর্থ নেই, তোমার যৌবন নেই। ভগবানের কি যোগাযোগ!"

গ্রাইড বলিল, "স্বর্গেই বিয়ের ব্যাপার আগে থেকে স্থির হয়ে থাকে। আমাদের বিয়ে হ'লে, ভগবানের আদেশ-মতই হবে।"

রালফ্ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "মিঃ ব্রে, কথাটা আপনি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। আমার বন্ধুর প্রস্তাবমত কাজ করলে কি লাভ, আর কি লোকসান, সেটা একবার ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখুন। প্রত্যাখ্যান করবেন কি গ্রহণ করবেন, ঠিক করুন।"

ব্যাপারটার নিষ্পত্তির ভার তাঁহারই উপর, ইহা মনে করিয়া মিঃ ব্রে উদ্ধতভাবে বলিলেন, "আমি গ্রহণ করব কি প্রত্যাখ্যান করব, তা কি ক'রে হ'তে পারে? আমার মেয়েই স্থির করবে, সে গ্রহণ করবে, কি প্রত্যাখ্যান করবে। তা ত আপনি জানেন।"

রালফ্ কথায় জোর দিয়া বলিলেন, "সত্যি কথা। কিন্তু তবু আপনার মেয়েকে আপনি পরামর্শ দিতে ত পারেন। ভালমন্দ—বিয়ের অনুকূলে যুক্তিও দিতে পারেন। একটু ইঙ্গিত দিয়ে আপনার ইচ্ছাটা জানিয়ে দিতে পারেন।"

অধমর্ণ গর্বিতভাবে বলিল, "আমি দেব ইঙ্গিত! আমি তার বাবা, আমি কেন ইঙ্গিত দিতে যাব? আপনি কি ভাবেন যে, সে যা কিছু করেছে, কর্তব্য ছাড়া আর কিছু বেশী করেছে? আপনারা কি এমন মনে করেন যে, আমি নিবেদন করব, আর আমার মেয়ে হুকুম চালাবে? আমি অথর্ব হয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু মেয়ের ইচ্ছায় আমি চলি না।"

রালফ্ ভাল করিয়াই এই স্বার্থপর লোকটিকে চিনিতেন। তিনি বুঝিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমায় মাপ করুন। কথাটা আমায় শেষ করতে দিন। আমি বল্‌ছিলুম যে, ইঙ্গিত দেওয়া অর্থে, আপনি যেন আদেশ করছেন, এমন ভাবেই মেয়েকে বলবেন।"

ব্রে বলিলেন, "তাই হবে। এমন সময় ছিল, যখন আমার ইচ্ছাতেই সব হ'ত। মেয়ের মা বা তার আত্মীয়রা সহস্র চেষ্টা করেও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারত না। টাকার জোর তাদের ছিল, কিন্তু আমার ছিল —ইচ্ছা শক্তি।"

রালফ্ বলিলেন, "আমার সব কথা এখনও বলা হয়নি। আপনার মত লোক সুযোগ ও সুবিধা পেলে এখনো সমাজে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেন। এখনো আপনি অনেক দিন বাঁচবেন। মাসিক বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে যদি আপনি থাকেন, আবার আপনার নাম যশঃ বেরুবে। পরের খরচায় আপনি আরামে থাকবেন। অন্য দিকটাও সেই সঙ্গে ভেবে দেখুন। অন্যদিকে অর্থাভাব, অসময়ে মৃত্যু। এমন অবস্থায় বড় জোর আর দু'বছর বাঁচতে পারেন। কিন্তু

আমাদের প্রস্তাবমত কাজ করলে এখনো বিশ বছর আপনি বেঁচে যাবেন।"

মিঃ ব্রে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

রালফ্ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সোজা কথাই বলছি। আমার স্বার্থ, আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিলে, আমার ঋণের টাকাটা আমি পেয়ে যাব। প্রকাশ্যেই আমি তা স্বীকার করছি। কিন্তু আপনার এতে কি স্বার্থ? সেটা মনে রাখবেন, আপনার মেয়ে হয় ত আপত্তি করবে, বাধা দেবে, অশ্রুপাত করবে। সে বল্‌বে যে, বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হলে তার জীবন দুঃখময় হবে। কিন্তু এখনই বা কি?"

রুগ্ন ব্যক্তির আকার প্রকারে বোঝা গেল যে, রালফের যুক্তির কোন ফল হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, "আপনি যদি এখন মারা যান, তখন যে সব লোককে আপনি ঘৃণা করেন, তারাই আপনার মেয়েকে সুখী করবে। কিন্তু আপনি সে চিন্তাটাও কি সহ্য করতে পারবেন ব'লে মনে করেন?"

আপনার ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া মিঃ ব্রে বলিয়া উঠিলেন, "না।"

শান্তভাবে রালফ্ বলিলেন, "আমিও তাই বলি। কারও মৃত্যুতে যদি আপনার মেয়ের লাভ হয়, তা তার স্বামীর মৃত্যু ত হওয়াই ভাল। আপনার মৃত্যু তার কাছে স্পৃহণীয় হবে না। আপনি বেশী দিন বাঁচলে সেই সুখী হবে। তবে আর আপত্তির কারণ কোথায়? বলুন আপনি। তার পাণিপ্রার্থী একজন বুড়া। কিন্তু জগতে দেখা যায়, আপনার মত বিপন্ন না হয়েও অনেক লোক বুড়োর হাতে যুবতী কন্যাকে সঁপে দিচ্ছেন। অনেকে বিবেচনা করেই হৃদয়হীন, নির্ব্বোধ যুবার হাতেও মেয়ে দিচ্ছেন। কেন? না, তাতে তাঁদের পরিবারের সুখ সুবিধা হবে। সুতরাং ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখুন। আপনার মেয়ে শেষকালে এ জন্য আপনাকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে।"

সহসা চমকিতভাবে মিঃ ব্রে বলিলেন, "চুপ করুন! আমার মেয়ের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

কম্পিত দেহে, বিবর্ণ মুখে পিতা কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন। আর্থার গ্রাইড তাহার টুপী লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। এমন কি, রালফ্‌ও সেই মুহূর্ত্তে যেন পরাজিত কুকুরের দশা প্রাপ্ত হইলেন। নির্দ্দোষ তরুণীর সম্মুখে যেন তিনি অবনত হইয়া পড়িলেন।

মেডেলিনের দৃষ্টিতে আতঙ্কের চিহ্ন দেখিয়া রালফ্ যুবতীকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "ভয় পাবেন না, উনি সাম্‌লে নিয়েছেন।"

পিতা মৃদুস্বরে বলিলেন, "মেডেলিন, আমার কিছুই হয় নি।"

"কিন্তু কাল তোমার এই রকম হয়েছিল। তোমার এমন যন্ত্রণা আমার অসহ্য। কি করব তোমাকে বল, বাবা!"

মিঃ ব্রে বলিলেন, "এখন কিছুই করতে হবে না। দুজন ভদ্রলোক এসেছেন। এঁদের এক জনকে তুমি আগেই দেখেছ, মেডেলিন। তোমাকে দেখলেই আমার শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। খুব স্বাভাবিক। ও আমার জন্য যা করছে, তাতে আমার এমন ভাব পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক। মা, তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ, বোধ হয়?"

"না, বাবা।"

"সত্যি হয়েছ। তুমি বড় পরিশ্রম ক'রে থাক।"

"আরও বেশী করতে পারলে ভাল হ'ত, বাবা!"

"তা জানি, কিন্তু তোমার সামর্থ্যের অতীত তুমি করছ। আমাদের এই বিড়ম্বিত জীবন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, তোমার শরীরে সইবে না। আহা, বেচারা মেডেলিন!"

এইরূপে নানা কথা বলিয়া পিতা কন্যাকে কাছে টানিয়া আনিয়া স্নেহভরে তাহার গণ্ডে চুমা দিলেন। রালফ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্রের দিকে চাহিয়া বিদায় লইবার জন্য উঠিলেন।

তিনি বলিলেন, "এর পর আপনি আমাদের জানাবেন ত?"

কন্যাকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া মিঃ ব্রে বলিলেন, "হ্যাঁ। এক সপ্তাহ পরে। আমায় এক সপ্তাহ সময় দিন।"

সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া রালফ বলিলেন, "আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে। মিস্ মেডেলিন! আমি আপনার করচুম্বন করছি।"

মিঃ ব্রে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "গ্রাইড, এস কর-কম্পন করি। তোমার উদ্দেশ্য ভাল, সে কথা ঠিক, এ কথা আমি বলব। আমি তোমার কাছে টাকা ধারি, সেটা তোমার দোষ নয়। মেডেলিন! মা আমার, তোমার হাত নিয়ে এস।"

ইতস্ততঃ করিয়া গ্রাইড বলিল, "যুবতী যদি রাজি থাকেন—ওঁর আঙুলের ডগা হলেই হবে।"

এই ভূতের মত লোকটাকে দেখিয়াই মেডেলিন প্রকৃতি-সিদ্ধ ভাবে একটু শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ বাড়াইয়া দিল। পরক্ষণেই উহা টানিয়া লইল। বুড়া সেই হাত ধরিয়া চুম্বন করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সে সুযোগ সে পাইল না। সে তখন বন্ধুর পশ্চাতে অগ্রসর হইল।

গ্রাইড বলিল, "ও কি বল্‌লে? বিরাট মানুষ, ক্ষুদ্র বামনকে কি বল্‌লে?"

রালফ্ বলিলেন, "কি বল্‌লে?"

গ্রাইড বলিল, "কি বল্‌তে হবে, তা ও জানে না। ওর মনে ভয়ও আছে, আশাও আছে। কিন্তু মেয়েটি কি চমৎকার বল ত?"

রালফ্ বলিলেন, "সৌন্দর্য্যবোধ আমার নেই।"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "কিন্তু আমার আছে। কি সুন্দর ওর চোখ দুটি। মেয়েটি কোমল দৃষ্টিতে আমার দিকেও চেয়েছিল।"

রালফ্ বলিলেন, "কিন্তু তাতে প্রেমের লক্ষণ ছিল না।"

আর্থার বলিল, "তুমি তাই ভাবছ নাকি? ওকে কি জয় করা যাবে না মনে কর?"

বিদ্রূপভরে রালফ্ বলিলেন, "শুনলে ত, ওর বাবা বলছিলেন যে, সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, তাতে সে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে?"

"হ্যাঁ, তা শুনেছি। কিন্তু তাতে কি?"

"এর আগে এমন কথা মেয়েকে কোন দিন বলেছে কি? এ জীবন মেয়েটির পক্ষে অসহ্য। ওর বাবা ওকে এ জীবনযাত্রা থেকে ফিরিয়ে আনবে।"

বুড়া আর্থার বন্ধুর মুখের দিকে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি মনে কর, কাজ হাসিল?"

রালফ বলিলেন, "নিশ্চয়। লোকটা আমাদের বোঝাতে চায় যে, সে তার মেয়ের ভালর জন্যই চেষ্টা করছে, নিজের জন্য নয়। মেয়েটি তার বাপের প্রকৃত পরিচয় এখনো পায়নি। মেয়েটির চোখে জল ছিল। আরও কিছু জল পড়বে। আমরা নিশ্চিন্তভাবে এক সপ্তাহ প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে পারি।"

৪৮

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিকোলাস মনিবের আপিসের দিকে চলিল মেডেলিন ব্রে সম্বন্ধে এতদিন তাহার চিত্তে যে সকল অলস কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনে সুখকর চিন্তা উদিত হইয়াছিল, সবই এখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

আগে সে এই যুবতীর নাম পর্য্যন্ত জানিত না। এখন এই তরুণীর অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া তাহার মত সুন্দরীর পক্ষে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা উপলব্ধি করিয়া, নিকোলাস ভাবিয়া দেখিল, এই তরুণী তাহার আয়ত্তের অতীত।

নিকোলাস মনে করিল, "আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করিব। আমার উপরে যে ভার অর্পিত হয়েছে, তা আমাকে বহন করতেই হবে এবং কঠোরভাবে সে দায়িত্ব পূর্ণ ক'রে চলব। আমার মনের গোপন-তলে যে ইচ্ছা জেগেছিল, তাকে আমি দমন করব। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাধ-কামনার কোন স্থান থাকতে পারে না।"

কিন্তু তথাপি তাহার মনে অনুভূতির প্রাবল্য রহিল। সে মনে করিল, এই তরুণীকে সে গোপনে ভালবাসিয়াছে, সে কথা প্রকাশ সে করিবে না বা তাহার দ্বারা কাহাকেও প্রভাবিত সে কখনই করিবে না। ইহাতে যদি ক্ষতি কাহারও হয়, তবে তাহারই হইবে। সে গোপনে ভালবাসিয়া এই তরুণীর কল্যাণসাধন করিবে। তাহার বীরত্বের ইহাই সে পুরস্কার বলিয়া মানিবে।

সমস্ত দিন আপিসে কাজ করিবার সময় ঐ চিন্তাতেই সে বিভোর হইয়া রহিল। এইরূপ চিন্তাপীড়িত হৃদয়েই সে গৃহে ফিরিল। যে সকল লোকের মনের অবস্থা এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে থাকে, তাহারা পথে অযথা বিলাপ করে, প্রাচীরপত্র দেখে, অনর্থক কালহরণ করিয়া থাকে। নিকোলাসও পথে প্রাচীরপত্রগুলি দেখিতেছিল। সহসা সে দেখিল, প্রাচীরপত্রে বিজ্ঞাপন লেখা রহিয়াছে—"প্রাদেশিক খ্যাতিসম্পন্ন মিঃ ক্রুমেলস্‌এর শেষ অভিনয় রজনী।"

নিকোলাস ভাবিল যে, নিশ্চয়ই ইনি অভিনেতা ক্রুমেলস্, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিঃ ক্রুমেলস্‌এর সহিত দেখা করিতে গেল। ম্যানেজার ক্রুমেলস্ নিকোলাসকে দেখিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

তিনি বলিলেন, "মিঃ জনসন্, আপনি আমার স্ত্রীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।"

নিকোলাস বলিল, "আমার প্রতি তাঁর এ অনুগ্রহ আমি ভুলব না। কিন্তু এর পর আপনারা কোথায় অভিনয় করতে যাবেন?"

মিঃ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "আপনি কাগজ পড়েন নি?"

নিকোলাস্ বলিল, "না।"

ম্যানেজার বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য কথা ত! কিন্তু কাগজে আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম।"

তার পর তিনি দেখাইলেন যে, তাঁহার দল আমেরিকা যাইতেছে।

নিকোলাস বলিল, "ভারী বিস্ময়ের কথা! আমেরিকা যাচ্ছেন! আমি যখন আপনাদের দলে ছিলুম, তখন ত আপনার এ রকম কল্পনা ছিল না!"

ক্রুমেল্‌স্ বলিলেন, "না, তা ছিল না। তবে মিসেস ক্রুমেল্‌স্ ভারী অসাধারণ নারী।" বলিয়াই তিনি নিকোলাসের কাণে কাণে কি বলিলেন।

নিকোলাস হাসিয়া বলিল, "ও, আর জন আপনাদের পরিবারে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে আসছে?"

গম্ভীরভাবে ক্রুমেল্‌স্ বলিলেন, "সপ্তম সন্তান।"

নিকোলাস বলিল, "আপনাকে এ জন্য অভিনন্দিত করছি। এ সন্তানটির ভাগ্যে আপনাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হোক।"

মিঃ ক্রুমেল্‌স্ অবশেষে বলিলেন যে, চিরদিন অভিনয় করা ত চলিবে না, তাই তাঁহারা আমেরিকায় গিয়া বসবাস করিবেন। সেখানে কিছু জমী সংগ্রহ করিয়া চাষবাস করিবার সঙ্কল্প তাঁহাদের আছে। বুড়া বয়সে উহাই তাঁহাদের অবলম্বন হইবে। নিকোলাস জানিতে পারিল যে, মিস্ স্নিভেলিসি একজন ব্যক্তিব্যবসায়ী যুবকের সহিত পরিণীত হইয়াছেন এবং সুখে আছেন। এই যুবক রঙ্গালয়ে

বাতি সরবরাহ করিয়া বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মিঃ লিলিভিক পত্নীর কড়া শাসনে আছেন, তাহাও নিকোলাস জানিতে পারিল।

নিকোলাস অতঃপর তাহার আসল পরিচয় প্রদান করিল। কেন সে ছদ্মনামে অভিনয়ে যোগ দিয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিল। এখন সে বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। মিঃ ক্রুমেল্‌স্ নিকোলাস্‌কে জানাইলেন যে, মিসেস্ ক্রুমেল্‌স্‌এর সহিত যদি তাহার সাক্ষাতের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আজই তাঁহার সহিত তাহাকে যাইতে হইবে। কারণ, কাল তাঁহারা জাহাজে চড়িয়া লিভারপুল অভিমুখে গমন করিবেন।

নিকোলাস নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

সে রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিয়া একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত নস্যদানী ক্রয় করিল। মিঃ ক্রুমেলস্‌কে সে উহা উপহার দিবে। মিসেস্ ক্রুমেলস্‌এর জন্য সে একজোড়া চুল কিনিল। বড় মেয়ের জন্য একটি হার ও অন্য ছেলেদের জন্য অন্যান্য জিনিষ ক্রয় করিয়া সে খানিক রাজপথে বেড়াইল। কথা ছিল, অভিনয় সমাপ্ত হইলেই সে মিঃ ক্রুমেলসের কাছে আসিবে।

যথাসময়ে সে ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি নিকোলাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আরও কয়েক জন অভিনেতা সেখানে ছিল। নিকোলাস সকলের সহিত পরিচিত হইল।

যে পান্থশালায় ক্রুমেলস্-পরিবারের জন্য বিদায়-ভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তথায় নিকোলাস নীত হইল। মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিয়া উঠিলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা হবে, এ সম্ভাবনা ছিল না। আজ আমার ভারী সৌভাগ্য।"

নিকোলাস বলিল, "দৈবাৎ আমি এসে পড়েছি। এ জন্য আমি আনন্দ অনুভব করছি।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "এরা সব আপনার পরিচিত।" বলিয়া নিজের পুত্র-কন্যাদিগকে দেখাইলেন। তার পর বলিলেন, "আপনার বিশ্বস্ত ডিগ্‌বি কেমন আছে?"

নিকোলাস সবিস্ময়ে বলিল, "ডিগ্‌বি?" সত্যই তখন সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, স্মাইকের নাম থিয়েটারে ডিগ্‌বি বলিয়াই রাখা হইয়াছিল। তার পর বলিল, "তার শরীর তত ভাল নয়।"

মিসেস্ ক্রুমেলস্ বলিলেন, "কি হয়েছে তার?"

নিকোলাস বলিল, "আমার একজন ঘোর শত্রু আমাকে আঘাত করবার জন্য তাকে ভয়ানক যন্ত্রণা, কষ্ট দিয়েছে। তার ফলে সে বড় কাতর। এ কথা আমি প্রকাশযোগ্য মনে করি না। কারণ, যাঁরা ভেতরের খবর জানেন না, তাঁদের কাছে সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

তখন টেবলে আহার্য্য পরিবেষিত হইতেছিল, সুতরাং কথাটা আর উঠিল না। সকলে টেবলের কাছে আহূত হইলেন। লোকসংখ্যা প্রায় ২০।৩০ জন হইবে। ভোজে বসিয়া নানা প্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। সেকস্‌পীয়র নাটক-রচনার উপাদান কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, যশঃ কিরূপে উপার্জ্জন করিতে হয়, ইত্যাকার নানা প্রকার আলোচনা হইল। নিকোলাস তাহার উপহারগুলি দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে বিদায়ক্ষণ সন্নিহিত হইল। মিঃ ক্রুমেলস্ আন্তরিকতার সহিত নিকোলাসের করকম্পন করিয়া বলিলেন, "জন্‌সন্, আমরা বেশ ভালই ছিলাম, সুখেই ছিলাম। আপনার সঙ্গে একদিনও কথান্তর হয়নি। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় আমি ভারী খুসী।"

বুড়ী মিসেস গ্রুডেন নিকোলাসকে জড়াইয়া ধরিয়া নানা প্রকারে তাহার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিল।

নিকোলাস বলিল, "আপনিও যাচ্ছেন নাকি?"

মিসেস্ গ্রুডেন বলিল, "আমি না গেলে কি চলে?"

নিকোলাস সকলের নিকট বিদায় লইয়া পথে বাহির হইল।

৫৯

নিকোলাস নূতন দায়িত্বপালনে তৎপর থাকা সত্ত্বেও অবকাশসময়ে মেডেলিন ব্রের চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিত না। কার্য্যব্যপদেশে পুনঃ পুনঃ এই তরুণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রত্যেক বারেই তাহার মনের শান্তি ব্যাহত হইতেছিল, তাহার মনের উচ্চাদর্শও যেন তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল—মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। মিসেস্ নিকল্‌বি ও কেট নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। শুধু স্মাইকের শরীর দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া তাঁহাদের মনে একটা উদ্বেগ ছিল।

স্মাইক নিঃশব্দেই থাকিত, তাহার অভিযোগ করিবার কিছু ছিল না। সর্ব্বদা সে নিকোলাস-পরিবারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। তাহাতেই তাহার তৃপ্তি ছিল। কিন্তু তাহার কোটরাগত চক্ষুর দীপ্তি যেন দিন দিনই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল, শীর্ণ কপোল আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার শরীর দিন দিনই ক্ষীণতর হইতেছিল।

কোনও ভয়ঙ্কর ব্যাধি তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘোর সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ঔষধ এ রোগের প্রতীকার করিতে অসমর্থ। নিকোলাস একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের কাছে স্মাইককে লইয়া গেল। তিনি বলিয়া দিলেন, আপাততঃ ভয়ের কোন কারণ নাই। এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, যাহার সাহায্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। শৈশবে দেহের গঠন পরিপুষ্ট হইতে পায় নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি উপস্থিত কোন ভয়ের কারণ নাই।

নিকোলাস স্মাইককে আশ্বাস দিল, সে শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিবে। নিকোলাসের মাতা ও ভগিনীরও মনে সেইরূপ বিশ্বাস ছিল। নারীদিগের সতর্ক পরিচর্য্যায় প্রতিদিনই তাহার অবস্থার উন্নতি পরিদৃষ্ট হইল। ইহাতে সকলেরই মনে আশা জাগিল।

চেরিবল ভ্রাতৃযুগল, নিকোলাসের বিশ্বস্ততা ও কার্য্য-দক্ষতায় তাহার উপর অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহই নিকোলাসের মাতা-ভগিনী ও স্মাইকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। নানাবিধ উপহার প্রেরিত হইতে লাগিল। কেটের বাক্স নানাবিধ কর্ণভূষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। চেরিবল ভ্রাতারা নিকোলাসের বাড়ী প্রত্যহ যাইতে না পারিলেও টিম্ প্রায়ই যাইতেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যার সময় মিঃ নিকোলাসের বাড়ীতে হাজির। দিতেন। উপলক্ষ ছিল কোনো না কোন কার্য্য।

মিসেস্ নিকোলাস একদিন কন্যাকে বলিলেন, "কেট! এই ভদ্র যুবকটি আমাদের ভারী যত্ন করেন।"

কেট নীরবে বসিয়া শুনিল, কোন উত্তর দিল না।

কেট বলিল, "আমাদের দিকে খুব মন দিয়েছেন, মা?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "কেট, তোমার মুখ এত লাল হয়ে গেল কেন?"

কেট বলিল, "মা, তুমি যে কি বল, তার মাথা-মুণ্ড নেই।"

মাতা বলিলেন, "থাকে কথা আমি বলছি না। যাক্, এখন তোমার মুখের সে বর্ণরাগ আর নেই। ভাল কথা, আমরা কি বিষয়ের আলোচনা করছিলাম? হাঁ, মিঃ ফ্রাঙ্কের কথা। জীবনে কোন লোককে এমন যত্ন নিতে আমি দেখিনি।"

কেটের মুখমণ্ডল আবার আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মা, তুমি ঠাট্টা করছ না ত?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "বল কি মা, ঠাট্টা করব? আমি খুব সত্যি কথাই বল্‌ছি। তিনি আমাকে যে রকম শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন, যে রকম ভদ্রতার সঙ্গে আমার সঙ্গে ব্যবহার করছেন, তাতে আনন্দই হয়েছে। দীর্ঘকাল এমন ব্যবহার, আমি কারও কাছে পাইনি। যুবকদের কাছে সহসা এমন ব্যবহার তুমি পাবে না!"

কেট তাড়াতাড়ি বলিল, "তোমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-বুদ্ধির কথা বলছ, মা। হাঁ, সে কথা ঠিকই বটে।"

মিসেস নিকল্‌বি বলিলেন, "কেট, তুমি আচ্ছা মেয়ে ত। আমি কি বল্‌ছিলাম যে, অন্যের প্রতি তিনি ঐ রকম মনোযোগ দিয়েছেন? তবে জার্ম্মাণ যুবতীর প্রতি তাঁর প্রেম হয়েছিল, এ কথাটা শুনে আমি দুঃখ পেয়েছি।"

কেট বলিল, "কিন্তু তিনি নিজেই ত তার প্রতিবাদ করেছেন। প্রথম রাত্রিতেই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, তা কি তুমি শোন নি? তা ছাড়া, যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে, তাতে আমাদের দুঃখিত হবার কি কারণ হ'তে পারে? তাতে আমাদের কি যায় আসে, মা?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "না, আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না বটে, কিন্তু আমার কাছে কিছু যায় আসে, সে কথা আমি স্বীকার করছি। আমি ইংরাজকে খাঁটি ইংরাজ দেখতে চাই। আধা ইংরাজ, আধা আর কিছু, এ আমার ভাল লাগে না। এবার যখন তিনি আসবেন, আমি স্পষ্ট তাঁকে বলব যে, তিনি এক জন খাঁটি ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করুন। দেখি, তিনি তার কি উত্তর দেন!"

তাড়াতাড়ি কেট বলিল, "এমন কথা তুমি বল্‌তে পাবে না, মা। না, তা তুমি কখনই বল্‌বে না। সেটা ভারী—"

বিস্ময়ে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "তা হ'লে কি হবে, বাছা? সেটা ভারী কি হবে?"

উত্তরে বাধা পড়িল। মিস্ লা ক্রিভি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ নিকল্‌বি তখন প্রশ্নটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে নিকোলাসের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে কি না?

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "না, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে বুড়া মিঃ লিটেন্‌ওয়াটারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি? তার পর রোজ যেমন এখানে আসেন, তেমনি বোধ হয় আস্‌বেন?"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "আমার তাই মনে হয়। তার সঙ্গে মিঃ ফ্রাঙ্ক চেরিবলকে দেখলাম।"

কেট বলিল, "তাতে এমন অর্থ করা যায় না যে, তিনি এখানেই আস্‌ছেন।"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "কিন্তু আমি মনে করি, তাঁরা এখানেই আস্‌ছেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক বেশী হাঁটতে পারেন না। এখানে বিশ্রাম ক'রে আবার তিনি তাজা হয়ে উঠবেন। কিন্তু আমার বন্ধুটি কোথায় গেল? আবার কেউ তাকে ধ'রে নিয়ে যায় নি ত?"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "তাই ত, স্মাইক গেল কোথায়? তাকে ত এখানে দেখতে পাচ্ছি না। খানিক আগেই ত এখানে ছিল।"

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, স্মাইক শয়ন করিতে গিয়াছে।

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "ভারী অদ্ভুত লোক। গত মঙ্গলবার মিঃ ফ্রাঙ্ক এখানে এসেছিলেন। সে দিন ঠিক এই রকম ভাবেই স্মাইক চ'লে গিয়েছিল। এ হ'তে পারে না যে, সে সঙ্গ ভালবাসে না। এটা দেখা গেছে, যারা নিকোলাসকে ভালবাসে, তাদের কাছে ও থাক্‌তে ভালবাসে। মিঃ ফ্রাঙ্কও নিকোলাসের ভক্ত। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে,

স্মাইক ক্লান্ত ব'লে ঘুমুতে গেছে, তাও ঠিক নয়। আমার পাশের ঘরেই সে শোয়, আমি জানি, গত মঙ্গলবার আমি যখন ঘরে শুতে যাই, স্মাইক তখনো পায়ের জুতো খুলে ফেলেনি। ঘরে বাতি ছিল না। কাজেই সে চুপচাপ ঘরেই বসেছিল, ঘুমোয়নি। এটা তারী আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু।"

শ্রোতারা তাঁহার কথায় সায় দিল না। সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিয়া চলিলেন, "তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, স্মাইকের এ ব্যবহার দুর্ব্বোধ্য।"

কথাটা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না, মিঃ টিম্ ও মিঃ ফ্রাঙ্ক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন।

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "নিকোলাস বাসায় নেই, সেজন্য আমি দুঃখিত। কেট, তুমি একাধারে তোমার দাদার ও তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "মিস্ নিকল্‌বি তাঁর নিজের কাজই করুন, তার বেশী নয়। আমায় যদি বলবার অবকাশ দেন, আমি বলব, ওঁর পরিবর্ত্তন আমি চাইনে।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "তা হ'লে আমি বলব, কেট আপনাকে থাকবার জন্য চাপাচাপি করবে। মিঃ লিংকিন-ওয়াটার দশ মিনিট থাকবেন বলেছেন, কিন্তু আপনাকে এত শীঘ্র আমরা ছাড়ছি না। নিকোলাস তা হ'লে আমাদের ওপর ভারী বিরক্ত হবে। কেট, মা—"

মাতার চোখের ইঙ্গিত দেখিয়া কেট অভ্যাগতদিগকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু দেখা গেল, সে মিঃ লিংকিনওয়াটারের দিকে চাহিয়াই কথা বলিতেছিল। তাহার ভাবভঙ্গিতে একটা কুণ্ঠার ভাব প্রকাশ পাইলেও তাহাতে তাহার কমনীয়তা যেন বাড়িয়া গেল।

তখনও নিকোলাস বাড়ী ফিরিল না, স্মাইককেও দেখা গেল না। কিন্তু তাহাতে সমবেত ব্যক্তিগণের বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। সকলেই প্রফুল্লভাবে আলোচনায় যোগ দিলেন। টিম্ লিংকিনওয়াটার ও মিস্ লা ক্রিভির মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল, ক্রমে তাহা রসালাপে পরিণত হইল। টিম্ এতদিন চিরকৌমার্য্য বরণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া মিস্ লা ক্রিভি তাঁহাকে অনেক কথা বলিলেন। উত্তরে টিম্ বলিলেন যে, এ বয়সে কেহ যদি তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করে, তাহা হইলে তিনি কৌমার্য্য-ব্রত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে রাজি আছেন। মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন যে, তাঁহার পরিচিত কোন মহিলা আছেন, টিম্ তাঁহাকে বিবাহ করিলে রাজযোটক হইবে। মহিলাটির নিজস্ব কিছু সম্পত্তিও আছে। টিম্ তাহাতে প্রলুব্ধ না হইয়া বলিলেন যে, স্ত্রীর সম্পত্তির তিনি তোয়াক্কা রাখেন না। যে নারী সদানন্দময়ী এবং মধুরচরিত্রা, এমন একটি স্ত্রী পাইলেই তিনি চরিতার্থ হইবেন। কারণ, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার মত অর্থ তাঁহার আছে।

কেট চুপচাপ করিয়াই বসিয়াছিল। সে বাতায়নের ধারে বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়াছিল, রাত্রির সৌন্দর্য্য তাহার বড়ই ভাল লাগিতেছিল। মিঃ ফ্রাঙ্ক তাহার অদূরেই বসিয়াছিলেন।

ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালা হইলে, কেটের উজ্জ্বল নয়ন-যুগল সে আলোক যেন সহ্য করিতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া লইল। সে একবার অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে উঠিয়া গেল। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকিলে প্রথমতঃ আলোকসম্পাত সত্যই সহ্য করা যায় না।

নৈশ ভোজের সময় মিসেস্ নিকল্‌বি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার কন্যার ক্ষুধার অভাব ঘটিয়াছে। মিসেস্ নিকল্‌বি এ বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিতে যাইবেন, এমন সময় বাধা পড়িল। পরিচারিকা শঙ্কিত কণ্ঠে আসিয়া জানাইল যে, পাশের ঘরে চিমনীর নীচে একটা লোক চীৎকার করিতেছে।

বাতি লইয়া মিঃ ফ্রাঙ্ক ও মিঃ টিম্ সেই দিকে গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, চিমনীর উপর হইতে কে কথা বলিতেছে। তাহার দেহ দেখা যাইতেছে না, শুধু দুইখানি পা চিমনির নীচে ঝুলিতেছে।

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "কোন মাতাল বোধ হয়। চোর এমন ভাবে সাড়া দিয়ে আসবে না।"

মিসেস্ নিকল্‌বি সেই দোদুল্যমান পা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মিঃ ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আপনি লোকটাকে চেনেন নাকি?"

মিসেস্ নিকল্‌বি দেখিলেন, আর গোপন করা বৃথা। তিনি বলিলেন, "কেট, তুমি মা, কথাটা ওঁদের বুঝিয়ে দেও। আমি ওঁকে কোন উৎসাহ দেইনি। লোকটা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। কিন্তু তবু লোকটা আমায় বড় জ্বালাতন করছেন।"

টিম্ ও ফ্রাঙ্ক বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কেট এত ভয় পাইয়াছিল যে, তাহার বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। অথচ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, তাহাও সে বুঝিয়াছিল।

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "বড় কষ্ট আমায় উনি দিচ্ছেন। কিন্তু ওঁর একগাছি কেশের অনিষ্ট আপনারা করবেন না। কোন কারণেই তা করবেন না।"

বর্ত্তমান অবস্থায় লোকটার কেশ স্পর্শ করাই অসম্ভব। চিমনীর কয়েক ফুট উপরে লোকটার পা ঝুলিতেছিল। চিমনিও খুব চওড়া নহে। লোকটা সেইখানে বসিয়া ভাঙ্গা গলায় গাহিতেছিল। মিঃ ফ্রাঙ্ক ইতস্ততঃ না করিয়া কোনরূপে উপরে উঠিয়া লোকটা পা ধরিয়া এমন জোরে আকর্ষণ করিলেন যে, সে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

লোকটাকে দেখিয়াই কেট বলিল, "লোকটাকে চিনি। যাক্, ওর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার ক'রে কাজ নেই লোকটার লাগেনি ত?"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "না, লাগেনি। একবিন্দু আঘাতের চিহ্ন নেই।"

কেট দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ওকে কাছে আসতে দেবেন না।"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "কোন ভয় নেই। আমি ওকে ধ'রে রেখেছি। কিন্তু আমি জান্‌তে পারি কি, এর মানে কি? আপনারা কি একে প্রতীক্ষা করছিলেন?"

কেট বলিল, "মোটেই না। মা বলেন না বটে, কিন্তু আমার ধারণা, লোকটা পাগল। পাশের বাড়ী থাকেন। কোন রকমে পালিয়ে এখানে এসেছেন।"

মিসেস্ নিকল্বি বিশেষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেট, তোমার কথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

প্রতিবাদ করিয়া কেট বলিল, "কি বল্‌ছ, মা, তুমি?"

মিসেস্ নিকল্বি বলিলেন, "সত্যি, তোমার কথায় আশ্চর্য্য হচ্ছি। এই বেচারা ভদ্রলোকের উপর যারা অত্যাচার করছে, তুমি তাদের দলেই যোগ দিয়েছ দেখ্‌ছি। তুমি জান, এই ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করবার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করেছে, ওঁর বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করবার চেষ্টা করছে। তোমার উচিত মিঃ ফ্রাঙ্ক ও মিঃ লিংকিন-ওয়াটারকে ব'লে ঐ ভদ্রলোকের সাহায্য করা। দেখ, যদি ওঁর ব্যবহারে কারও রাগ হবার কথা থাকে ত সে আমি। কিন্তু আমি রাগ করছি না। কারণ, আমি ওঁর ওপর অবিচার করতে পারি না। ভদ্রলোককে আমি সে দিন যে কথা বলেছি, আজও সেই কথাই বল্‌ছি। অবশ্য ওঁর কথার আন্তরিকতায় আমার সংশয় নেই; কিন্তু জবাব আমার একই। আমার জন্য ওঁকে ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। আমি অনুরোধ করি, উনি নিঃশব্দে চ'লে যান। না হ'লে ওঁর ব্যবহার আর গোপন করা সম্ভবপর হবে না। আমার ছেলে নিকোলাস্ সব জান্‌তে পারবে। ওঁর কাছে আমি বাধিত হয়ে থাকলুম বটে, কিন্তু ওঁর প্রস্তাবে কর্ণপাত করা চলে না। উহা অসম্ভব।"

মিসেস্ নিকল্বি যতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক ততক্ষণ নীরবে সকলকে দেখিতেছিল। তাহার আনন ঝুল-কালীতে ভরিয়া গিয়াছিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, মিসেস নিকোলাসের কোন কথাই লোকটি শুনিতেছিল না। মিসেস্ নিকল্বির কথা শেষ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়াছে কি না।

সলজ্জভাবে মিসেস্ নিকল্বি বলিলেন, "আর কিছু আমার বল্‌বার নেই, বল্‌তেও পারব না।"

লোকটা বলিল, "বেশ। এখন এক বোতল মদ, ছিপিখোলা স্ক্রু আর একটা পরিষ্কার গ্লাস আমায় দেওয়া হোক্।"

কেহ তাহার আদেশ পালন করিল না দেখিয়া, সে বজ্রনাদে বলিল যে, স্যাণ্ডউইচ তাহার চাই। তাহাও যখন আসিল না, তখন সে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল।

সকলেই লোকটাকে পাগল ভাবিল, কিন্তু মিসেস্ নিকোলাসের মনে তেমন ধারণা হইল না। তিনি ভাবিলেন, উহা ভদ্রলোকের একটা খেয়ালমাত্র। তাঁহার এই ধারণা থাকিয়া যাইত, কিন্তু একটা ঘটনায় সব ওলট-পালট হইয়া গেল।

মিস্ লা ক্রিভি কৌতূহলভরে ব্যাপার দেখিবার জন্য সেই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লোকটা তখন উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মিস্ লা ক্রিভিকে দেখিয়াই সে গান থামাইয়া লাফাইয়া উঠিল এবং মিস্ ক্রিভির করপল্লব গ্রহণ করিয়া উহা চুম্বন করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে মিস্ ক্রিভি ভয়ে অস্থির হইয়া টিমের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

লোকটা বলিয়া উঠিল, "আঃ! অনেক দিন পরে দেখা পেলাম। আমার জীবন, আমার সর্ব্বস্ব, আমার কনে, প্রেমময়ী রাণী আমার! এত দিন পরে এলে! আজ কি আনন্দ, কি উল্লাস!"

মিসেস্ নিকল্বি ইহাতে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

আপনার বক্ষোদেশে হাত রাখিয়া লোকটা বলিল, "উনি এসেছেন! করমোরন্ ও ব্লাণ্ডারবোর! উনি এসেছেন! আমার সব ঐশ্বর্য্য ওঁর জন্য রেখেছি। উনি আমাকে ক্রীতদাস ক'রে রাখুন। এমন রূপ, সৌন্দর্য্য আর কোথায় পাব? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর মধ্যে? না, না। হীরার রাণীর মাঝে? না। মিসেস্ রোলাণ্ড এত সুন্দরী? তাও না। সবাইকে গলিয়ে এক ক'রে ফেল, তবেই ওঁর মত হবে। আমি কাকেও গ্রাহ্য করিনে।"

লোকটা পুনঃ পুনঃ তাহার আঙুল মটকাইতে লাগিল। বিশ কি ত্রিশবার ঐ ভাবে সে আঙুল মটকাইল। তার পর মিস্ লা ক্রিভির আকর্ষণী-শক্তির ধ্যান করিতে বসিল।

মিসেস্ নিকল্বি এই সুযোগে বলিলেন, "আমার বদলে অন্যকে ভুল ক'রে বোঝাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। এমন ব্যাপার আগে ঘটে নি। যদিও অনেকবার আমার মেয়ে ভেবে আমাকে ভুল করেছিল। লোকগুলো নিশ্চয় বোকা। তবু তারা ভুল করেছে। তাতে আমার দোষ নেই। লোকটা আমার জন্য এমন দশায় পড়েছেন, এজন্য আমি দুঃখিত। এখন ওঁকে অনুরোধ করছি, উনি নিঃশব্দে চ'লে যান।"

লোকটা চীৎকার করিয়া বলিল, "চ'লে যাও—বেরাল!"

মিসেস্ নিকল্বি স্তম্ভিতভাবে বলিলেন, "মশাই!"

লোকটা বলিল, "বেরাল, পুস্, কিট্টি, টিট্টি, গ্রিমালকিন, ট্যাবী, ত্রিশুল—হুস্ !"

কথাগুলি বলিতে বলিতে সে একবার মিসেস্ নিকল্‌বির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, আবার সরিয়া যাইতে লাগিল।

এই দৃশ্যে মিসেস্ নিকল্‌বি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কেট তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি মাকে দেখ্‌ছি, আমি ভয় পাইনি। কিন্তু ওকে আপনারা এখান থেকে সরিয়ে নে যান।"

মিস্ লা ক্রিভিকে আগে যাইতে দিয়া, ফ্রাঙ্ক ও টিম্ লোকটার দুই হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। লোকটা মিস্ ক্রিভির অনুসরণ করিল।

চৈতন্যলাভ করিয়া মাতা বলিলেন, "কেট, লোকটা চ'লে গেছে?"

"হ্যাঁ, মা।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "লোকটা আমার জন্যই পাগল হ'য়ে গেছে, এজন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

"তোমার জন্য, মা?"

"হ্যাঁ, তাই। আমি আগেই বলেছিলাম, মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে লোকটা পাগল হয়ে যেতে পারে। নৈরাশ্য থেকে উন্মাদ রোগ হয়। নিকোলাসকে এ কথা আমি আগেই ব'লে রেখেছিলুম। কিন্তু তুমি ও তোমার দাদা আমার কথা বিশ্বাসই করো নি! যাক্, এখন আমার মনে সান্ত্বনা এসেছে। আর আমি ও-বিষয়ে কিছু ভাব্‌ব না।"

ব্যাপার চুকিয়া গেলে, সকলে আবার অর্দ্ধঘন্টা ধরিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিপদের কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া মিঃ ফ্রাঙ্ক মিঃ টিম্ লিংকিন্‌ওয়াটারের সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিন ঘন্টা পরে নিকোলাস বাসায় ফিরিয়া আসিল। কেট তখন নীরবে বসিয়াছিল। নিজের মনের চিন্তা লইয়াই সে মগ্ন ছিল।

নিকোলাস ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি ভাবিতেছিল?

কেট লজ্জিত হইল। তাহার নয়নপ্রান্তে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

সহোদরাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া সে সস্নেহে তাহার ললাটে চুম্বন করিল। তার পর বলিল, "তোমার মুখ দেখি, বোন। দেখাবে না? আচ্ছা, যেটুকু দেখেছি, তাতেই আমি বলতে পারি, তোমার মনে কিসের চিন্তা চলেছে।"

ভ্রাতার এই কথায় কেট মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নিকোলাস হাসিতে হাসিতে সে কথার আর আলোচনা করিল না। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। তার পর উভয়ে উপরতলে উঠিয়া গেল।

স্মাইকের ঘরের দরজায় টোকা দিয়া নিকোলাস বলিল, "বেচারা একা ব'সে কি করছে?"

কেট দাদার বাহু অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দরজা তাড়াতাড়ি মুক্ত হইল। দেখা গেল, স্মাইক তখনও কাপড়-চোপড় ছাড়ে নাই। তাহার মুখ বিশুষ্ক, বিবর্ণ ও ম্লান।

নিকোলাস বলিল, "তুমি এখনো শোওনি?"

"না।"

কেট তখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু নিকোলাস তাহাকে যাইতে দিল না। সে বলিল, "কেন, ঘুমোও নি?"

বন্ধুর প্রসারিত কর ধারণ করিয়া স্মাইক বলিল, "কোনমতেই ঘুম এল না।"

নিকোলাস বলিল, "তোমার শরীর ভাল নেই দেখ্‌ছি।"

তাড়াতাড়ি স্মাইক বলিল, "আমি ভালই আছি, অনেক ভাল আছি।"

সস্নেহে নিকোলাস বলিল, "তবে এমন মনমরা হয়ে আছ কেন? কি হয়েছে, আমাদের বল। স্মাইক, দিন দিন তুমি বদলে যাচ্ছ।"

স্মাইক বলিল, "তা হয়েছি বটে। একদিন আমি আপনাকে এর কারণ বলব, এখন নয়। আপনারা আমাকে কত ভালবাসেন, অথচ আমি মনমরা হয়ে থাকি, এজন্য নিজের ওপর ঘৃণা জন্মে গেছে। কিন্তু কি করব বলুন, মনের ওপর জোর নেই। আমার হৃদয় ভরপুর হয়ে আছে—বুক কতখানি ভরে আছে, তা আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

হাত মুক্ত করিবার পূর্ব্বে সে নিকোলাসের কর-[illegible] একবার চাপিয়া ধরিল। দণ্ডায়মান ভ্রাতা-ভগিনীর দিকে আর একবার সে চাহিয়া দেখিল। তাহারা তাহাকে কত স্নেহ করে, তাহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে তার পর ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সে কক্ষে তখন আর কেহ ছিল না। একাই সে বসিয়া রহিল।

৫০

হ্যাম্পটনের ছোট ঘোড়দৌড় ক্ষেত্র জনপূর্ণ হইয়াছিল। আকাশে সূর্য্য আলোক বিতরণ করিতেছিল। বিচিত্র বসন-ভূষণের বাহার ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখা যাইতেছিল। গাড়ীর উপর পতাকা উড়িতেছিল।

ঘোড়দৌড় শেষ হইয়াছে। চারিদিক্ হইতে জনতা ভাঙ্গিয়া বিজয়ী অশ্বকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিকে তাঁবু পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে সুরাপানের হল্লা শুনা যাইতেছিল। ভিড়ের মধ্যে পকেটমারও ঘুরিতেছিল। ভিড়ের সুযোগে তাহাদের কাজ ভালই চলিতেছিল।

জুয়ার আড্ডাগুলি জনাকীর্ণ।

একটি তাঁবুর মধ্যে সার মলবেরী হক্ ও তাঁহার বন্ধুর দল ছিলেন। দুর্ঘটনার পর আজ সর্ব্বপ্রথম তিনি বাহির হইয়াছেন। বহু পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইবে ভাবিয়াই তিনি আজ ঘোড়দৌড়ের মাঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আননে ক্ষতচিহ্ন মিলাইয়া যায় নাই। পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইলেই তিনি হাতের দস্তানা দিয়া ক্ষতস্থান আবৃত করিতেছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, অপমান কত তীব্রভাবে তাঁহার মনকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

সহসা এক জন পরিচিত ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এই যে হক্। কেমন আছ, বন্ধু?"

এই লোকটিকে সার মলবেরী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘৃণা করিতেন। উভয়ে করকম্পন করিলেন।

মলবেরী উত্তরে বলিলেন, "খুব ভাল আছি।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "ভাল কথা। ভেরিসফট্, আপনি কেমন আছেন? আমাদের এই বন্ধুটি এখনও ভাল ক'রে সারেন নি দেখ্‌ছি। কি বলেন আপনি?"

যুবক লর্ড উপেক্ষাভরে বলিলেন, "উনি ত ভালই আছেন। এখন কোন গ্লানি নেই।"

নবাগত বলিলেন, "শুনে খুসী হলুম। ক্রসেলস্ থেকে সবে ফিরে আস্‌ছেন নাকি?"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "কাল অনেক রাত্রে আমরা ফিরে এসেছি।"

সার মলবেরী অন্য পরিচিতের সঙ্গে কথা কহিবার অছিলায় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যেন তিনি কথাটা শুনিতেই পান নাই।

ভদ্রলোক ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি হক বাহিরে বেরিয়েছেন, এটা ভারী আশ্চর্য্য। ভারী সাহসের কথাও বটে। আমি পরামর্শচ্ছলেই বলছি, এত শীঘ্র বাহিরে আসা ঠিক হয়নি। সে ঘটনার কথা মানুষ এখনো ভোলেনি। কাগজে নানা কথা লিখ্‌ছে। আপনাদের উচিত সে সব মিথ্যে কথার প্রতিবাদ করা। অবশ্য কাগজ আমি পড়ি না। আমি সংবাদপত্র খুঁজে—"

সার মলবেরী হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, "কাগজে দেখ্‌ছেন? বেশ, আসছে কালকের বা পরশুর কাগজ প'ড়ে দেখবেন কি?"

লোকটি বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, কাগজ পড়া আমার অভ্যেস নেই। বেশ, আপনার কথামত আমি কাগজ প'ড়ে দেখব। কি দেখব বলুন ত?"

সহসা বন্ধুর হাত ধরিয়া হক্ বলিলেন, "তা হ'লে এখন আসি, নমস্কার।" বন্ধু লর্ডের হাত ধরিয়া তিনি বাহিরে চলিলেন।

শপথ সহকারে সার মলবেরী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "নরহত্যার কাহিনী পড়বার জন্ত ওঁকে আমি অবকাশ দেব না। তবে তার কাছাকাছি বটে—যদি চাবুকের আঘাত গভীর ক্ষত করতে পারে, সেই খবরই উনি পাবেন।"

তাঁহার সঙ্গী কোন কথাই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা লক্ষণ প্রকাশ পাইল যে, তাহাতে সার মলবেরী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন নিকোলাসকে কাছে পাইয়াছেন, এমনই ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"আজ সকাল ৮টার পূর্ব্বে আমি জেন্‌কিন্‌সকে বুড়ো নক্‌লবির কাছে পাঠিয়েছি। লোকটা আমার ভারী অনুগত। তখনই সে আমার লোকের সঙ্গে আমার কাছে আসে। ৫ মিনিটের মধ্যেই আমি সব কথা শুনে নিয়েছি। কোথায় কখন গেলে এই কুকুরটার দেখা পাও। যাবে, আমি জেনে নিয়েছি। যাক, সে বিষয় নিয়ে এখন আলোচনার প্রয়োজন নেই। কালকের দিনের ত আর বেশী বিলম্ব নেই।"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "কাল কি করতে হবে?"

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া সার মলবেরী পথ চলিতে লাগিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না। উভয়েই ক্রুদ্ধভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। এইভাবে উভয়ে জনতার বাহিরে আসিলেন। কাছে কোন লোক নাই দেখিয়া সার মলবেরী ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার সঙ্গী বলিলেন, "একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—বাজে কথা নয়। মুখ ফিরিয়ে নিও না। এস, এখানে খানিক বেড়াই।"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া সার মলবেরী বলিলেন, "কি বল্‌তে চাও তুমি!"

লর্ড বলিলেন, "হক্, সব বল আমাকে। আমি সব শুনতে চাই—"

বিদ্রূপভরে সার মলবেরী বলিলেন, "সব নিশ্চয় শুন্‌তে চাও? বেশ, ব'লে যাও। সবই যদি শুনতে চাও, আমাকে বল্‌তেই হবে। শুনবে সব তুমি?"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "হাঁ, সব কথা খোলাখুলিভাবে আমায় বল। সোজা সরল উত্তর দিও। সত্য ক'রে বল, যে কথাটা বল্‌লে, সেটা তোমার মনের আকস্মিক একটা খেয়াল, না সত্যি সত্যি সংকল্প করেছ?"

সার মলবেরী বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি এক দিন আমার বক্তব্য বলেছি। যখন আমি শয্যাশায়ী ছিলুম, মনে পড়ে?"

"হাঁ, আমার মনে আছে।"

সার মলবেরী বলিলেন, "তা হ'লে তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেলে? আর কোন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।"

যুবক লর্ড বলিলেন, "কিন্তু আমিও সে সময়ে কি বলেছিলুম, তা বোধ হয় তোমার মনে আছে। আমি বলেছিলুম, আমার জ্ঞাতসারে বা আমার অনুমোদনক্রমে এ কাজ তুমি করতে পাবে না।"

হাসিয়া মলবেরী বলিলেন, "কেন, তুমি বাধা দেবে নাকি?"

তখনই লর্ড বলিলেন, "হ্যাঁ, যদি আমার সাধ্যে থাকে।"

সার মলবেরী বলিলেন, "ওটা ত ঠিক কথা হ'ল না। দেখ, একটা কথা ব'লে রাখি। তোমার নিজের চরকায় তুমি তেল দিও, আমার ব্যাপারে নিজেকে জড়িও না।"

লর্ড ফ্রেডারিক বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপারটা আমারই যে। এটাকে আমার নিজের কাজ ব'লে মনে করেছি। সত্যি আমারই ব্যাপার। এ বিষয়ে আমার মতদ্বৈধ নেই।"

সার মলবেরী যথাসাধ্য সহজভাবে বলিলেন, "তা তোমার যেমন অভিরুচি, তেম্‌নি কাজ করো। তাতে তোমার মনে সন্তোষ আসবে। শুধু আমার জন্য কিছু করো না। আমার কাজে কেউ বাধা দেবে, এ আমি মোটেই পছন্দ করি না। তুমি আমাকে খুব ভাল করেই চেন। আমি দেখছি, তুমি আমায় উপদেশ দিতে চাইছ! তোমার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করলাম। চল, এখন গাড়ীতে ওঠা যাক। এখানে আর আমোদ কিছু নেই। এ বিষয়ের আলোচনা আর কাজ নেই। হয় ত তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে। সেটা বুদ্ধির কাজ হবে না।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সার মলবেরী মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি যুবক লর্ডের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। সার মলবেরী বুঝিয়াছিলেন যে, লর্ডের উপর যদি তিনি প্রভুত্ব করিতে চাহেন, তাহা হইলে এখনই তাহা করা দরকার। তিনি জানিতেন যে, তিনি ক্রোধপ্রকাশ করিলেই, লর্ডও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। অনেক সময় তিনি নীরব উপেক্ষা সহকারে ব্যবহার করায় সুফল লাভ করিয়াছেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও সার মলবেরী সেই পন্থা অনুসরণ করিলেন। ভাবিলেন, ইহাতেই তিনি সাফল্য লাভ করিবেন।

বাহিরে এইরূপ আচরণ করিলেও, নিকোলাসের উপর আক্রোশ চরিতার্থ করিবার উপায় চিন্তা করিতে তিনি বিরত হইলেন না। ভবিষ্যতে এই যুবক লর্ডকেও কিছু শিক্ষা দিবার বাসনা তিনি মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিলেন। যতক্ষণ লর্ড তাঁহার হাতের ক্রীড়নক থাকিবেন, ততক্ষণ তাহাকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপভাজন বলিয়া ব্যবহার করিয়া তিনি চলিবেন। কিন্তু লর্ড তাঁহার কাজের উপর কথা কহিবার এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত জানিয়া মলবেরী মনে মনে তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

অপর পক্ষে, যুবক লর্ড নিকোলাস্ সম্বন্ধে মলবেরীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন, ঐ ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত মনুষ্যোচিত ব্যবহার নিশ্চয়ই করিবেন। সার মলবেরী তাহার সম্বন্ধে অপমানজনক ব্যবহার করায় লর্ড ভেরিসফট্ মনে মনে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মিস্ নিকোলাসের প্রতি মলবেরীর ব্যক্তিগত হীন উদ্দেশ্য আছে। এজন্য লর্ড মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া মলবেরী এই তরুণীর প্রতি কুৎসিত মনোবৃত্তি পোষণ করিতেছেন এবং তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই চিন্তার ভারে যুবক লর্ড মনে মনে আপনাকে অপরাধী ভাবিয়াছিলেন। কাজেই তিনি মল-বেরীর ব্যবহারে সন্দিহান হইয়া ক্রমেই তাঁহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

উভয়ে এই প্রকার চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বন্ধুদের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়েরই মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রোধ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। যুবক লর্ড প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, নিকোলাসের উপর কোন অত্যা-চারের উপক্রম হইলেই তিনি তাহাতে সর্বপ্রযত্নে বাধা দিবেন।

সার মলবেরী লর্ড ফ্রেডারিক ভেরিসফটের শুষ্কভাব দেখিয়া ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ যুবককে কায়দা করিয়া ফেলিয়াছেন। জয়ের আনন্দ তিনি গোপন করিতে পারিতেছিলেন না। মিঃ পাইক, মিঃ প্লাক্ কর্ণেল চৌসার ও অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের কাছে সার মলবেরী নিজের প্রাধান্য দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সার মলবেরীর কথাবার্তা শুনিয়া যুবক লর্ড নীরবে থাকিয়া উঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিবেন ভাবিয়া-ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পূর্বে যে সকল বিদ্রূপ, উপহাসে তিনি আমোদ অনুভব করিতেন, সার মলবেরীর সে সকল বিদ্রূপ উক্তিতে ক্রমেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। উপহাস-বিদ্রূপে লর্ড, সার মলবেরীর সমকক্ষ ছিলেন না। তথাপি প্রথমতঃ উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল না। সকলে সহরে ফিরিলেন। বন্ধুর দল বলিতে লাগিলেন, সার মলবেরীর স্ফূর্তি যেন সীমা অতিক্রম করিতেছিল।

সকলে ডিনারে বসিলেন। সুরা পরিবেষিত হইতে লাগিল। অসুখের সময় সুরাপান বন্ধ ছিল, তাই সার মলবেরী আকণ্ঠ সুরা পান করিতে লাগিলেন। লর্ডও ক্রোধ-দমনের জন্য পুনঃ পুনঃ উৎকৃষ্ট সুরা পান করিতে লাগিলেন। নিশীথ রাত্রিতে সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় সকলে হোটেল হইতে বাহির হইল। তাহাদের রক্ত তখন সুরার উত্তেজনায় টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। জুয়ার আড্ডায় সকলের মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এইখানে তাঁহাদেরই মত আর একদল সুরাপানোন্মত্তের দেখা হইয়া গেল। বদ্ধ গৃহের উত্তাপ, আলোকের ঔজ্জ্বল্য, খেলার উত্তেজনায় কাহারও উন্মত্ততার উপশম হইল না, বরং বর্দ্ধিত হইল। উন্মাদনার মুহূর্তে টাকার কথা, সর্বনাশের

কথা কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না। বোতলের পর বোতল নূতন সুরা আসিতে লাগিল। গ্লাসের পর গ্লাস ফেন-পুষ্পিত সুরা তাঁহাদের কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে লাগিল। পানোন্মত্ত হইয়া যাহারা টাকা হারিতেছিল, তাহারা মুখে অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল। ব্যভিচার মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। হাত দিয়া গ্লাসপূর্ণ সুরা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিবার শক্তি তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল—ভূমিতলে গ্লাস নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইতে লাগিল। সকলেরই কণ্ঠে গর্জ্জন। কেহ কেহ বোতল-হস্তে টেবলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ বীভৎসভাবে নাচিতে লাগিল। কেহ কেহ পাগলের মত তাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। এমন সময় সমস্ত গোলমাল মথিত করিয়া দুই জনের গর্জ্জন শোনা গেল। তাহারা পরস্পরের কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

চীৎকার করিয়া অন্য সকলে যুধ্যমান দুই ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া দিতে গেল। উভয়ের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত শীতলমস্তিষ্করা ঝাঁপাইয়া পড়িল। উভয়কে তফাত করিয়া দেওয়া হইল।

কর্কশ ধরা-গলায় সার মলবেরী বলিলেন, "আমায় ছেড়ে দাও! ও আমাকে মেরেছে! শুনছ তোমরা? ও আমাকে মেরেছে। আমার বন্ধু কেউ এখানে আছে? কে তুমি? ওয়েষ্টউড। আমাকে ও মেরেছে, শুনছ!"

এক জন বলিল, "শুনেছি আমি। আজ রাতের মত চ'লে এস।"

তিনি বলিলেন, "না, তা হবে না। দশবারো জন লোক দেখেছে, ও আমাকে মেরেছে।"

বন্ধু বলিল, "কাল তার ব্যবস্থা হবে।"

সার মলবেরী বলিলেন, "না, কাল পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আজ রাত্রিতেই, এখানে এর মীমাংসা হয়ে যাক্।" ক্রোধে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। মুষ্টিবদ্ধ হস্তে, চুল টানিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে তিনি ভূমিতলে পদাঘাত করিতেছিলেন।

এক জন বলিল, "কি হয়েছে, লর্ড? মারামারি হয়েছে নাকি?"

রুদ্ধ নিশ্বাসে উত্তর হইল, "একটা ঘুষি মেরেছি। আমি ওকে মেরেছি, সে কথা আমি জোর-গলায় জানাচ্ছি। কেন মেরেছি, সে কথা ও জানে। আমি বল্‌ছি, এই বিবাদের নিষ্পত্তি এখানেই হয়ে যাক্।"

লর্ড পুনরায় বলিলেন, "ক্যাপ্টেন এডাম্‌স্, তোমার সঙ্গে কথা আছে, এদিকে এস।"

বন্ধুর হাত ধরিয়া লর্ড একধারে চলিয়া গেলেন। সার মলবেরী এবং তাঁহার বন্ধুও অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

যে আড্ডায় এই ব্যাপার ঘটিল, সেখানকার কোন লোকই এই ব্যাপারে বাধা দিল না। তাহাদের আপত্তি বা অনুমোদন কিছুই ছিল না। অন্যত্র এরূপ ঘটনা ঘটিলে সকলেই বাধা দিতে চেষ্টা করিত; বিবেচনার পর কার্য্য করিবার জন্য সকলে পরামর্শ দিত; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হইল না। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, সার মলবেরীর লক্ষ্যভেদ-শক্তি অসাধারণ। যাহারা অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিল, তাহারা গোলমাল করিতে করিতে সেইখানে পড়িয়া নাক ডাকাইতে লাগিল।

এ দিকে উভয়ের সহকারী পরামর্শের পর অন্য কক্ষে সম্মিলিত হইল। উভয় পক্ষের সহকারীই সহরের লোক এবং হৃদয়হীন। এরূপ কার্য্যে তাহাদের ইতস্ততঃ ভাব মোটেই নাই। নানাপ্রকার ব্যসনে তাহারা অভ্যস্ত। উভয়েই ঋণগ্রস্ত। মানুষের সম্মান সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান টনটনে।

এই দুই সহকারী এখন খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারটা প্রকাশ পাইলে, তাহাদের নাম বাহির হইয়া পড়িবে, তাহা তাহারা জানিত।

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মিঃ ওয়েষ্টউড বলিল, "ভারী বিশ্রী ব্যাপার, এডাম্‌স্।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "সত্যি ভাই। ঘুসী যখন মারা হয়েছে, তখন আর দ্বিতীয় পথও ত নেই।"

মিঃ ওয়েষ্টউড বলিল, "ক্ষমা-স্বীকারের চেষ্টা হবে না ত?"

"মোটেই না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলেও তা হবে না। এই ঝগড়ার মূল কারণ কোন তরুণী। তোমার কর্ত্তা সেই মেয়েটির সম্বন্ধে কতকগুলি সর্ত্ত করেছিলেন। লর্ড ফ্রেডারিক মেয়েটির পক্ষে দাঁড়িয়ে তাতে আপত্তি জানিয়েছেন। এটিকে উপলক্ষ ক'রে আরও অনেক অভিযোগ প্রত্যভিযোগ মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। সার মলবেরী খালি বিদ্রূপ করেছেন। লর্ড ফ্রেডারিক তাতে উত্তেজিত হয়ে ঘুসী মেরেছেন। সার মলবেরী যদি বিদ্রূপ প্রত্যাহার না করেন, লর্ড ফ্রেডারিক তার উপযুক্ত প্রতিশোধ দেবেন।"

"তা হ'লে আর কথা নেই। এখন কোথায় কখন্ যুদ্ধ হবে, সেটা ঠিক করতে হবে। সূর্য্যোদয়ের দিকে তোমার আপত্তি আছে?"

ক্যাপ্টেন বলিল, "অল্পেই কাজ শেষ হবে। আর এখন আলোচনা করবার সময় নেই।"

"দেখ, এ ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হ'তে পারে। কাজেই কাজ চটপট সেরে সহর ছেড়ে আমাদের চ'লে যেতে হবে। নদীর ধারে টুইকেনহামের বিপরীত দিকের মাঠে হলেই হবে বোধ হয়।"

ক্যাপ্টেনের ইহাতে আপত্তি ছিল না।

মিঃ ওয়েষ্টউড বলিল, "গাছের সারির মধ্যে আমরা স্থানটা নির্দ্দেশ ক'রে দেব। কি বল তুমি?"

ক্যাপ্টেন ইহাতেও আপত্তি করিল না। লোকের মনে যাহাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এমন ভাবে দলে দলে বিভক্ত হইয়া সকলে স্থানত্যাগ করিল।

ক্যাপ্টেন বলিল, "লর্ড মহোদয়, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমার ঘরে একজোড়া পিস্তল আছে। আপনার চাকরকে বাড়ী যেতে ব'লে দেই। আমার গাড়ীতেই আপনি যাবেন। আপনার গাড়ী দেখ্‌লে লোকে চিনে ফেলবে।"

তাহারা যখন রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উষার আলোক সবে দেখা দিয়াছে। উষার প্রথম বাতাসে লর্ডের দেহ শিহরিয়া উঠিল।

ক্যাপ্টেন বলিল, "ঠাণ্ডায় শীত পাচ্ছে আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"এই কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিন। ঠিক হয়েছে, এই-বার চলুন যাই।"

গাছপালা, প্রান্তর, উদ্যান, ঝোপ-ঝাড় সবই অতি রমণীয় বোধ হইতেছিল। যুবক কতবার এই পথে আসিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য কোনও দিন তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। চারিদিকে যেন স্থির শান্তি বিরাজিত। লর্ডের মনে কোনও আশঙ্কা জাগে নাই। কিন্তু চারিদিকে তিনি যতই চাহিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তরের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পুরাতন বন্ধুর সম্বন্ধে এখন তাঁহার মনে কোনও আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু এই অপদার্থ ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনে অনুতাপ জাগিল।

নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া বন্ধুর সহিত লর্ড গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভৃত্যের হাতে গাড়ীর ভার দিয়া ক্যাপ্টেন, লর্ডকে লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে চলিলেন। সবন্ধু সার মলবেরী অগ্রেই তথায় পৌছিয়াছিলেন। চারিজনই সম্পূর্ণ নীরবে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে একটি বৃক্ষমূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেখান হইতে সকলে মাঠে নামিলেন। দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে গিয়া জমীর পরিমাপ করা হইল। নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। সার মলবেরী এইবার তাঁহার প্রতিযোগীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, পরিধেয় বস্ত্র বিপর্য্যস্ত! চক্ষুযুগল রক্তাক্ত। চুল আলুথালু! তাঁহার দৃষ্টিতে দুষ্টপ্রবৃত্তির রেখা মুদ্রিত। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি প্রতিযোগীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিলেন। উভয়ের হাতে পিস্তল। সার মলবেরী সঙ্কেত-ধ্বনি শুনিবামাত্র গুলী নিক্ষেপ করিলেন।

প্রায় একই সময়ে উভয়ের পিস্তল হইতে শব্দ শোনা গেল। সেই মুহূর্ত্তে যুবক একবার তাড়াতাড়ি মাথা সরাইয়া লইলেন। প্রতিযোগীর দিকে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিনা শব্দে মাটীতে ঢলিয়া পড়িলেন।

ওয়েষ্টউড বলিল, "হয়ে গেছে।" উভয়েই তাড়াতাড়ি মৃতদেহের কাছে দৌড়িয়া গেল।

সার মলবেরী বলিলেন, "ও নিজের দোষেই নিজে [illegible]। আমাকে এ ব্যাপারে ও বাধ্য করেছে।"

ওয়েষ্টউড বলিল, "ক্যাপ্টেন এডাম্‌স্, এতে অন্যায় কিছু হয় নি, আপনি সেটা লক্ষ্য করবেন। হক্, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করা চলবে না এখনি চল, ব্রাইটনের দিকে যাই। তার পর ফ্রান্সে পালান যাক্। কাজটা ভাল হ'ল না। মুহূর্ত্ত দেরী করলে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে। এডাম্‌স্ পালাও। চল পালাই।"

এই বলিয়া মলবেরীর হাত ধরিয়া ওয়েষ্টউড তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে লাগিল। ক্যাপ্টেন এডামস্ যখন দেখিল, লর্ডের দেহে প্রাণ নাই, তখন সে সেই দিকেই চলিল। ভৃত্যকে দেহ অপসারিত করিবার আদেশ দিয়া সে ফ্রান্সের দিকে ধাবিত হইল।

যে ব্যক্তিকে অর্থ দিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, লর্ড ভেরিসফ্‌ট তাহারই হাতে নিহত হইলেন। এইভাবে না চলিলে, কালে তিনি সুখ ও শান্তিতে জীবনযাপন করিতে পারিতেন।

সূর্য্য পরিপূর্ণ তেজে আকাশে উদিত হইল। নদীর জলস্রোত কলধ্বনি সহকারে বহিয়া যাইতেছিল। পাখীর কণ্ঠে মধুর কাকলী, প্রজাপতির দল নৃত্যচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। চারিদিকে জীবনের কলোচ্ছ্বাস—তৃণপুঞ্জের উপর মৃতদেহ শায়িত। যুবকের মৃত্যুবিবর্ণ মুখ ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত।

৩১

একটি প্রাচীন, জীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধূলি-মলিন অট্টালিকায় আর্থার গ্রাইড বাস করিত। চেয়ারগুলি পুরাতন, টেবলগুলি জীর্ণ। বুড়া কৃপণের হৃদয় যেরূপ জীর্ণ ও শ্রীবর্জ্জিত, ঘরের আসবাবগুলিও তদনুরূপ। সোপানশ্রেণীর উপরের দেওয়ালে একটি বড়, অশোভনদর্শন ঘটিকাযন্ত্র সতর্ক ফিস্ ফিস্ শব্দ করিয়া উঠিতেছিল। ঘণ্টা বাজিবার শব্দগুলি বৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠের ধ্বনির অনুরূপ। মানুষ ক্ষুধার্ত্ত হইলে যেরূপ শব্দ করে, ঘড়ির শব্দও অনেকটা সেইরূপ।

অগ্নিকুণ্ডের ধারে আরাম করিবার জন্য কোনও কৌচ নাই। হাতলওয়ালা চেয়ার সেখানে সংস্থাপিত। কিন্তু তাহাদের মনে সর্ব্বদাই যেন এইরূপ উৎকণ্ঠা ছিল যে, তাহাদের বাহু মানুষের ভার বহন করিতে অসমর্থ। এজন্য সর্ব্বক্ষণই যেন আগন্তুকদিগের প্রতি ভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। আরও কতকগুলি চেয়ার প্রতিবেশীদিগের ঘাড়ের উপর কাত হইয়া রহিয়াছে বা দেওয়ালকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান। শয়ন-শয্যা দেখিলেই মনে হইবে, উহার দেহ আশ্রয় করিলে নিদ্রা কোনও সময়েই আসিবে না।

এই ক্ষুধার্ত্ত অট্টালিকার কোন কক্ষমধ্য হইতে এক দিন সকালবেলা বুড়া গ্রাইডের একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গানের সুর বাহির হইতেছিল—"

"পুরানো জুতা কেল ছুড়ে
বিয়েটা হয় যেন বেড়ে।"

গানের কলিটি বুড়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল। সহসা নিদারুণ কাসির বেগে তাহার গলা বন্ধ হইয়া গেল। সে তখন নীরবে তাহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিল।

একটা কীটদষ্ট পরিচ্ছদাধার হইতে সে পুরাতন পোসাকগুলি এক এক করিয়া নামাইতেছিল। প্রত্যেকটি আলোর কাছে ধরিয়া সে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তার পর আবার ভাঁজ করিয়া পরিচ্ছদগুলি সে তাহার পার্শ্বে গুছাইয়া রাখিতেছিল। দুইটি পরিচ্ছদ সে একসঙ্গে তুলিতেছিল না—সযত্নে এক একটি করিয়া বাছিয়া লইতেছিল।

একটি সুতা-ওঠা কোট লইয়া সে আপন মনে বলিল, "এ রকম পোষাকে আমায় কি রকম দেখাবে? দাঁড়াও, ভেবে দেখি।"

অধিক চিন্তার ফলে কোটটা তাহার মতের অনুকূল হইল না। পোষাকটি আবার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া এক পাশে রাখিল। তার পর একখানি চেয়ারের উপরে উঠিয়া সে অন্য পরিচ্ছদ বাহিরের জন্য প্রস্তুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল—

"তরুণী প্রেমময়ী তুমি সুন্দরী
কত সুখ বিলাইবে মরি মরি,
বিয়েটা নিশ্চয় হবে বেড়ে।"

বুড়া বলিল, "সকলেই তরুণী কথাটা গানে বসায়, কিন্তু ছন্দের জন্যই গান ঐ রকম ক'রে লেখা হয়। আমি যখন ছোট শিশু ছিলাম, গ্রামের লোকরা এই সব গান করত। আচ্ছা, থাম। তরুণ বা তরুণী কথাটাই ঠিক। কনেকেই লক্ষ্য ক'রে ঐ শব্দটা ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, ঠিক কথা। হি, হি, হি! কনেকেই বলা হচ্ছে। খুব ভাল কথাই বটে। শুধু তাই নয়, সত্য কথাও বটে!"

গ্রাইড পুনরায় গানটি আওড়াইতে লাগিল। কথায় সে যেন ভাবের অভিব্যক্তি ফুটাইবার প্রয়াস পাইল। তার পর আবার কাজ আরম্ভ করিল।

"গায় সবুজ রঙের পোষাকই ঠিক। শস্তাদামে এটা পুরোনো দোকান থেকেই কিনেছিলাম। ওয়েষ্ট কোটের পকেটে একটি শিলিংও ছিল। দোকানীটা সে কথাটা জানত না। আমি জানতুম। পোষাকটা দেখবার সময় ওটা আমার হাতে ঠেকেছিল। এই পোষাকটাই ঠিক হবে। এটা পরেই বিয়ে করব। হ্যাঁ, এটিই পরব। পেগ—পেগ, স্লাইডারস্কিউ—আমি এই পোষাকটাই পরব।"

উচ্চৈঃস্বরে এই নাম দুই তিনবার উচ্চারিত হইবার পর একটি খর্ব্বকায় বুড়ী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"আপনি আমায় ডাকছিলেন? কাণে ভাল শুন্‌তে পাই না। তবে একটা শব্দ কাণে যেতেই ভাবলাম, আপনিই বুঝি ডাকছেন?"

"হ্যাঁ, আমিই ডাকছিলুম।"

পেগ বলিল, "আপনি? কেন ডাকছিলেন?"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "আমি এই রঙের পোষাক প'রে বিয়ে করব।"

পোষাকটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া পেগ বলিল, "কর্ত্তা, বিয়ে করা ভাল। কিন্তু এর চেয়ে খারাপ পোষাক নেই কি?"

আর্থার বলিল, "না, তা নেই।"

পেগ বলিল, "কেন, রোজ যে পোষাক পরেন, তাই পরেই বিয়ে করুন না কেন?"

মনিব বলিল, "তাতে মানাবে না, পেগ।"

"কেন মানাবে না?"

"ঠিক যোগ্য হবে না।"

পেগ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "এত পুরোনো হবে না নাকি?"

আর্থার গ্রাইড তাহার গৃহকর্ত্রীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "তাতে আমাকে খুব চালাক ব'লে মানাবে না। আমাকে দেখতে যাতে ভাল হয়, তাই আমি চাই, বুঝেছ?"

পেগ বলিল, "ভাল দেখাবে না? কনেকে আপনি যে রকম সুন্দরী বল্‌ছেন, তাই যদি সে হয়, সে আপনার দিকে তাকাবে না, কর্ত্তা। আপনি যে রঙের পোষাকই পরুন না কেন, তার কাছে—আপনার পোষাকের জন্য বিশেষ কিছু যাবে আসবে না।"

আর্থার বলিল, "তোমার বেশ রসিকতা-জ্ঞান আছে দেখ্‌ছি, পেগ।"

"তা হবে না? আমার ওপর কেউ এসে মনিবানা ফলাবে, তা আমি হ'তে দেব না। কর্ত্তা, আপনাকে সে কথাটা জানিয়ে রাখলাম। এতকাল পরে পেগ স্লাইডারস্কিউর ওপর চেপে বস্‌বেন, তা আমি সহ্য করব না। সে কথা আপনি ভাল করেই জানেন। চেষ্টা ক'রে আপনি দেখুন, তাতে ধ্বংস হয়ে যাবেন!"

গ্রাইড বলিল, "আরে, না না, সে চেষ্টা আমি করব না। আমাকে ধ্বংস করা খুব সহজ। সুতরাং খুব সাবধান হ'তে হবে। আর একটা লোকের খাওয়া যোগাতে হবে ত। শুধু এইটুকু আমি চাই যে, তার সুন্দর চেহারা যেন বজায় থাকে। কারণ, তাকে আমি সুন্দরই দেখতে চাই।"

গৃহকর্ত্রী তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া বলিল, "কিন্তু সাবধান, ভাল চেহারা হলেই খরচ বাড়বেই।"

গ্রাইড বলিল, "কিন্তু সেও টাকা রোজকার ক'রে আনবে। সে ছবি আঁকতে জানে, সূচের কাজ জানে—নাম জানিনে এমন হাজার রকম কাজে সে পাকা। সে

পিয়ানো বাজাতে জানে, তার একটা পিয়ানো আছেও। চমৎকার গান গায়—পাখীর মত। খুব শস্তায় তার খাওয়া পরা চল্‌বে। কেমন, তুমি তাই মনে কর না কি?"

পেগ বলিল, "সে যদি আপনাকে বোকা না বানিয়ে ফেলে, তা হ'লে বটে!"

আর্থার বলিল, "আমাকে বোকা বানাবে? তোমার বুড়ো মনিবকে এত বোকা ঠাওরাও তুমি? সুন্দর মুখ দেখে আমি বোকা বনব না, এটা ঠিক।"

গৃহকর্ত্রী বলিল, "আমাকে বলতে চান না, অথচ আরও কিছু যেন আপনি বল্‌তে যাচ্ছেন। আমি ঠিক জানি।"

আর্থার বলিল, "আরে, মেয়েমানুষটার হ'ল কি? আমি বলছিলুম যে, পেগ, আমি তোমার উপর সব বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এই কথা বলছিলুম।"

"তাই কর্বেন, কর্ত্তা, তা হ'লে কোন ভাবনা থাকবে না।"

"তাই হবে গো, তাই হবে।"

তার পর গ্রাইড বলিল, "এই কোটটার বোতাম সব টেঁকে দাও। কনেকে আমি এখনো কিছু দেইনি। কিন্তু মেয়েরা উপহার চায়। সেই পুষ্পহারটা তুমি বেশ যত্নে মেজে পরিষ্কার ক'রে রাখবে। বিয়ের দিন সেটা আমি নিজের হাতে তার গলায় পরিয়ে দেব। পরদিন আবার সেটা খুলে নেব। হি, হি, হি! সেটা চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দেব। তার পর সেটা হারিয়ে যাবে। তা হ'লে বোকা বন্‌বে কে, পেগ?"

গৃহকর্ত্রী এ কৌশলের বিস্তর তারিপ করিল। তার পর সে দরজার দিকে চলিয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে ভাবী মিসেস্ গ্রাইডের মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

"মাগীটা ভারী ধূর্ত্ত! কিন্তু খুব হিসাবী। তা ছাড়া বদ্ধ কালা! ওর ভরণ-পোষণের জন্য আমার সামান্য ব্যয়ই পড়ে। ওত-পেতে যদি কথা শোনে, কিছুই বুঝতে পারবে না। না, মাগীটা আমার পক্ষে ভালই।"

এমন সময়ে দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইল। গ্রাইড বস্ত্রাগারের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খানিক পরে পেগ, নিউম্যান নগ্‌সকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

করে কর ঘর্ষণ করিয়া গ্রাইড বলিল, "এই যে, মিঃ নগস্! কি বন্ধু, কি মনে ক'রে আসা হয়েছে?"

বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগস্ বলিল, "একখানা চিঠি আছে। মিঃ নিক্‌লবি দিয়েছেন। উত্তর চান।"

"বসুন, বসুন।"

নিউম্যান বলিল, "থাক্, দরকার নেই। ধন্যবাদ।"

আর্থার কম্পিত হস্তে পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে নগ্‌স বলিল, "উত্তর চাই। আমি অপেক্ষা করছি।"

আর্থার বলিল, "ঠিক কথা। আমি ভুলে গিয়েছিলুম।"

নিউম্যান বলিল, "আমিও তাই মনে করেছিলুম।"

"মনে ক'রে দিয়ে ভালই করেছেন। মিঃ নগ্‌স। হ্যাঁ, আমি লিখে দিচ্ছি। সংবাদটা—"

নিউম্যান বলিল, "মন্দ নয় ত?"

"না না, মিঃ নগস্, ভাল খবর। ভারী সু-খবর। বসুন, বসুন। কালী-কলম এনে এখুনি উত্তর লিখে দিচ্ছি। বেশী দেরী হবে না। আমি জানি, আপনার মনিবের আপনি রত্নস্বরূপ। মাঝে মাঝে আপনার সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলেন যে, শুনলে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। আমিও তাই বলি। সব সময়েই আমি সে কথা বলি।"

গ্রাইড তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

নগ্‌স দেখিল, পত্রখানা মাটীতে পড়িয়া আছে। সে উহা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল—

"গ্রাইড—আজ সকালে ব্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তোমার কথামত আমি প্রস্তাব করিয়াছি, আগামী পরশ্ব বিবাহ হইবে। ইহাতে তাহার কোন আপত্তি নাই। তাহার কন্যার কাছে সব দিনই সমান। আমরা উভয়ে একসঙ্গে যাইব। তুমি সকাল সাতটায় আমার কাছে আসিবে। যথাসময়ে আসিবার জন্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

"ইতিমধ্যে মেয়েটির সহিত তুমি দেখা করিতে যাইবে না। ইদানীং তুমি বহুবার ওখানে গিয়াছ। মেয়েটি তোমার জন্য হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে না। তাহাকে বিরক্ত করিলে ফল ভাল হইবে না। ৪৮ ঘণ্টার মত তোমার আগ্রহকে দমন করিয়া রাখ। এ সময়টা মেয়েটিকে তাহার পিতার কাছে একা থাকিতে দেওয়া উচিত। বাপ যতটা কাজ আগাইয়া লইয়া আসে, তোমার ব্যবহারে তাহা কাঁচিয়া যায়।

তোমারই

রালফ্ নিক্‌লবি।"

বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। নিউম্যান ক্ষিপ্রহস্তে যথাস্থানে পত্রখানি ফেলিয়া দিল। তার পর পা দিয়া উহা চাপিয়া রাখিল। পাছে উড়িয়া না যায়। আসনে বসিয়া সে নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিল। আর্থার গাইড এদিক-ওদিক খুঁজিয়া পত্রখানি তুলিয়া লইল। একবার অপাঙ্গে নিউম্যানের দিকে চাহিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিউম্যান তখন দেওয়ালের দিকে চাহিয়াছিল।

নিউম্যানের দৃষ্টির গতি অনুসরণ করিয়া আর্থার বলিল, "মিঃ নগস্, কি দেখছেন আপনি?"

নিউম্যান বলিল, "মাকড়সার জাল দেখছি।"

"আর কিছু না?"

"হ্যাঁ, জালে মাছি পড়েছে।"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "অনেক মাকড়সার জাল এ ঘরে আছে।"

নগস্ বলিল, "আমাদের ওখানেও অনেক আছে, প্রত্যেকটাতে মাছি আছে।"

এইরূপ জবাব দিয়া নিউম্যান যেন পরম সন্তোষ লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার অঙ্গুলিগুলি মট্‌কাইতে লাগিল। মনে হইল, বহুদূর হইতে যেন কামান-গর্জ্জন হইতেছে। আর্থার ইতিমধ্যে পত্রলেখা শেষ করিল। তার পর উহা নিউম্যানের হাতে অর্পণ করিল।

নিউম্যান চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাইড তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "একটু কিছু পান ক'রে যাবেন না?"

অন্য সময় হইলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরাও সে আর্থার গ্রাইডের নিকট হইতে পান করিতে চাহিত না। কিন্তু লোকটা কি করে দেখিবার জন্য সে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

গ্রাইড তাক হইতে বোতল পাড়িয়া দুটি গ্লাস বাহির করিল।

আর্থার বলিল, "এমন জিনিষ কখনো আপনি খান নি। এর নাম হৈমসার। নামের জন্যই এটা আমি খুব পছন্দ করি। ভারী চমৎকার নাম। সোনার পানীয়!"

কিন্তু সুরা ঢালিবার সময় সে যেন আর পারিয়া উঠিল না।

নিউম্যান তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, গ্লাসে সুরা এখনও ঢালা হয় নাই।

সে বলিল, "একটু তাড়াতাড়ি করুন। আমাকে যেতে হবে।"

আর্থার বলিল, "তবে আপনাকে বলি, আমরা কোন মহিলার স্বাস্থ্য-কামনায় পান করব।"

নগস্ বলিল, "বেশ, মহিলাদের জন্য।"

"না, না, মহিলারা নন, এক জন মহিলা। আপনি শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছেন। ক্ষুদে মেডেলিন—তাঁরই স্বাস্থ্যপান, মিঃ নগস্।"

মনে মনে নগস্ বলিল, "মেডেলিন্! ভগবান্ তাঁকে রক্ষা করুন!"

সুরাপানে বৃদ্ধের উপর বিশেষ ক্রিয়া হইতে লাগিল। আর্থার সোজা হইয়া চেয়ারে উপবেশন করিল। নিউম্যান অবিচলিতভাবে সুরাপান করিয়া চলিল। তার পর সে সেখান হইতে বাহির হইল।

গ্রাইড তখন তাহার গৃহকর্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিল।

নিউম্যান রালফের কাছে ফিরিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "বড় দেরী হয়ে গেছে তোমার।"

নিউম্যান বলিল, "তিনিই দেরী ক'রে দিলেন।"

"কই চিঠি দেও। চ'লে যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

নিউম্যান পত্র দিল। মনিব যখন চিঠি খুলিতে লাগিলেন, সে নিরীহের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্রখানি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে রাল্‌ফ বলিলেন, "সে ঠিক আস্‌বে। সে কথা বলবার কি দরকার ছিল? নগস্ সে দিন পথে তোমার সঙ্গে যে লোকটিকে দেখেছিলুম, সে কে?"

নিউম্যান বলিল, "আমি চিনিনে ত?"

রাল্‌ফ ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখ।"

সাহস সহকারে নিউম্যান বলিল, "আমি ত বলেছি, আমি চিনিনে। সে দু'বার এখানে আপনার খোঁজে এসেছিল। আপনি বাড়ী ছিলেন না। সে আবার এসেছিল। আপনিই তাকে বিদায় ক'রে দিয়েছেন। সে নাম বলেছিল, ব্রুকার।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তা আমি জানি। তার পর?"

"তার পর? তার পর সে আমার পেছনে পেছনে পথে গিয়েছিল। সে রোজ আমার কাছে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে বলে। সে বলে, একবার মুখোমুখি হ'লে, আপনি তার কথা শুন্‌বেন।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি তাতে কি বলেছিলে?"

"বলেছিলুম, ও ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আমি তা পারব না। আমি বলেছিলুম, পথে সে আপনাকে ধরতে পারে। কিন্তু সে তা করবে না। সে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায়। তা হ'লে আপনি তার কথা শুন্‌বেন, এই তার বিশ্বাস।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "আচ্ছা বেহায়া কুকুর ত!"

নিউম্যান বলিল, "এর বেশী আমি কিছু জানিনে। সে যে কে, তাও আমি জানিনে। আমার মনে হয়, সে নিজেকেই জানে না। আপনি হয় ত তাকে দেখে থাক্‌বেন।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "বোধ হয়।"

নিউম্যান বলিল, "তাকে আমি চিনি, এ রকম মনে করতে পারেন না। এটা ভাল করেই জেনে রাখুন। এর পর আপনি হয় ত বলবেন, এ সব কথা আপনাকে বলিনি কেন। লোকে আপনার সম্বন্ধে কি বলে, তা যদি আপনাকে জানাই ত, আমায় আপনি কি বল্‌বেন? সময় সময় আমি যা করি, তার জন্য আপনি আমাকে কি বলেন? পশু, গাধা! আমি যেন ড্রাগন, এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে আঙুল মটকান হয়।"

রাল্‌ফ বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা বদমাস্। অপরাধ ক'রে সাগরপারে এত দিন ঘুরে বেড়িয়েছে। বেটা জোচ্চোর। এখন আমার ঘাড়ে চাপবার চেষ্টা করছে। এর পর যদি ব্যাটা তোমার কাছে আসে, অমনি তাকে পুলিসে ধরিয়ে দিও। পুলিসকে বলবে, লোকটা তোমার

কাছ থেকে জোর ক'রে টাকা আদায় করতে গিয়েছিল। বুঝেছ আমার কথা? তার পর যা করবার, তা আমি করব। জেলে গেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি জানি, অন্যের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করবে। আমার কথা শুনছ তুমি?"

নিউম্যান বলিল, "সব শুনছি।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তবে তাই করো। আমি তোমায় বকশিস্ দেব। আচ্ছা, এখন তুমি যাও।"

নিউম্যান আর কালবিলম্ব করিল না। সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। সমস্ত দিন সে ঘরের বাহির হইল না, সারাদিন উত্তেজিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। রাত্রিতে ছুটী পাইবার পর সে নিকোলাসের প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর সে দূরে নিকোলাসকে দেখিতে পাইল। কাছে আসিয়া নিকোলাস, নগ্‌সকে দেখিয়া খুসী হইল।

নিকোলাস বলিল, "তোমার কথাই আমি এতক্ষণ ভাবছিলুম।"

"আমিও আপনার প্রতীক্ষা করছিলুম। তাই এই রাত্রিতেই এসেছি। আমি একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারব ব'লে ভাব্‌ছি।"

হাস্যমুখে নিকোলাস বলিল, "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার কি, তা বুঝতে পারছি না। আপনার জ্যেঠা একটা গোপন ব্যাপারে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। তবে আমার ঘোর সন্দেহ হচ্ছে। এখন কোন ইঙ্গিত আমি দেব না, পাছে আপনি শেষে হতাশ হয়ে পড়েন।"

নিকোলাস বলিল, "আমি হতাশ হব? ব্যাপার কি? আমার সঙ্গে সংস্রব আছে?"

নিউম্যান বলিল, "তাই আমার মনে হচ্ছে। আমার মন বল্‌ছে, তাই হবে। একটা লোককে আমি পেয়েছি, সে অনেক কথা জানে। সে এমন ইঙ্গিত দিয়েছে, যাতে আমার ধোঁকা লেগে গেছে।"

নিকোলাস তাহাকে পুনঃ পুনঃ নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু নিউম্যান বিশেষ কিছুই বলিল না। অতঃপর তাহাকে লইয়া নিকোলাস একটা সরাইখানায় প্রবেশ করিল। নানা কথার পর ক্রমে মিস্ সিসিলিয়া ববস্‌টারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল।

নিউম্যান বলিল, "আপনি সে যুবতীর আসল নাম আমায় কোন দিন বলেন নি।"

নিকোলাস বলিল, "তাঁর নাম মেডেলিন।"

নিউম্যান সবিস্ময়ে বলিল, "মেডেলিন! পদবী কি তাঁর? শীঘ্র বলুন।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকোলাস বলিল, "ব্রে।"

"তবে ত সেই! ভারী দুঃখের কথা! আপনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবেন? এই শোচনীয় বিয়ে হয়ে যাবে?"

লাফাইয়া উঠিয়া নিকোলাস বলিল, "কি বল্‌ছ তুমি? বিয়ে? পাগল হ'লে নাকি তুমি?"

নিউম্যান বলিল, "আপনি কি অন্ধ? আপনার কি চোখ, কাণ, সব বন্ধ হয়ে গেছে? আপনি কি জানেন যে, একদিন পরেই আপনার জ্যেঠার সহায়তায় মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে—যার সঙ্গে বিয়ে হবে, সে অতি অপদার্থ ও বদ্‌লোক।"

নিকোলাস বলিল, "সাবধান হয়ে কথা বলো। যা বলবে, বিশেষ বিবেচনা ক'রে বলবে। আমি এখন একা। যাঁরা তাঁকে রক্ষা করতে পারেন, তাঁরা এখন অনেক দূরে। তোমার কথা স্পষ্ট ক'রে বল—"

নিউম্যান বলিল, "আমি আগে তাঁর নাম শুনিনি। আপনি কেন পূর্ব্বে আমায় তাঁর নাম বলেন নি? কি ক'রে আমি জানব? আগে জান্‌লে ভাববার সময় পাওয়া যেত।"

নিকোলাস বলিল, "কি বলছ, ভাল ক'রে বল, নিউম্যান।"

বহুকষ্টে নিকোলাস সকল কথা জানিয়া লইল।

শুনিয়া ক্রোধে ক্ষোভে নিকোলাস জ্বলিয়া উঠিল। তার পর তীরবেগে সরাইখানা হইতে বাহির হইল।

নিউম্যান বলিয়া উঠিল, "ওঁকে থামাতে হবে, নইলে এখুনি ভয়ঙ্কর কিছু ক'রে বসবেন। নিশ্চয় হয় ত কাকেও খুন ক'রে বসবেন। কে আছ, ওঁকে ধর! চোর! চোর!"

৩২

নিকোলাস দেখিল যে, নিউম্যান তাহাকে থামাইতে চাহে। নিশ্চয়ই ইহাতে তাহার মনে কোন সদুদ্দেশ্য আছে। সে যদি না থামে, তাহা হইলে, "চোর, চোর" শব্দ শুনিয়া যে কোনও পথিক তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, তখন নিস্তার পাওয়া কঠিন হইবে। ইহা ভাবিয়া নিকোলাস তাহার গতিবেগ সংবরণ করিল। অল্পক্ষণ পরে নিউম্যান হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার কাছে আসিয়া হাজির হইল।

নিকোলাস বলিল, "আমি সোজা ব্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর মনে যদি এতটুকু মনুষ্যত্বের আভাস থাকে, নিজের সন্তানের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণস্পৃহা থাকে, তা হ'লে মাতৃহীনা মেয়ের প্রতি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করতে পারবেন না।"

নিউম্যান বলিল, "তাতে কোন ফল হবে না। আপনি তাঁর মনে মনুষ্যত্ব জাগাতে পারবেন না।"

নিকোলাস সম্মুখদিকে পা বাড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে আমি সোজা রালফ্ নিক্‌লবির কাছে যাব।"

"আপনি সেখানে পৌঁছুবার আগেই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন।"

নিকোলাস বলিল, "আমি তাঁকে বিছানা থেকে টেনে তুলব।"

নগস্ বলিল, "আপনি শান্ত হোন্।"

নিকোলাস বলিল, "তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু। তোমার সাহায্যে আমি অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। এ মেয়েটিকে ভীষণ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে হবে। আমি মোরিয়া হয়ে পড়েছি। কি করব, বুঝে উঠতে পারছি না।"

উপায় কিছুই নাই। নিউম্যানের কথায় এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে এ বিবাহ বন্ধ করা যায়। রালফ্ ও গ্রাইড চুক্তিবদ্ধ হইয়া কাজ করিতেছে, ইহাতে কোনমতে বিবাহকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা যায় না। ব্রেও যে বিবাহ দিতে নিরস্ত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই।

নিকোলাস বলিল, "আশার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

নিউম্যান বলিল, "তাড়াতাড়ি কাজ করলে হবে না। ভেবে চিন্তে উপায় বার করতে হবে। চেরিবল ভ্রাতারা কোথায়?"

"জরুরী কাজে দুজনেই সহরে অনুপস্থিত। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা ফিরবেন না।"

নগস্ বলিল, "কাল রাত্রের মধ্যে তাঁদের মধ্যে কাউকে খবর দিয়ে আনা যায় না?"

নিকোলাস বলিল, "অসম্ভব। মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান। যদি অনুকূল বাতাস থাকে, তা হ'লে তিন দিনের আগে সেইখানে গিয়ে তাঁদের আনা যাবে না।"

নিউম্যান বলিল, "তাঁর ভাইপো, কেরাণী?"

নিকোলাস বলিল, "আমি যা পারব না, তাঁরা তা কি ক'রে পারবেন? তা ছাড়া তাঁদের কাউকে এখন খবর দেওয়া নিষেধ। আমার উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত আছে, তা আমি ভঙ্গ করতে পারব না। ভগবানের দয়া ছাড়া এ বিপদ থেকে রক্ষার কোন পথ নেই।"

নিউম্যান বলিল, "ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। আর কোন পথ নেই?"

নৈরাশ্যভরে নিকোলাস বলিল, "না, কোন পথ নেই। বাপ মেয়েকে বিয়ের জন্য জিদ্ ধরেছে—মেয়ে মত দিয়েছে। এই রাক্ষসরা মেয়েটিকে কায়দা ক'রে ফেলেছে। আইনের অধিকার, ধনবল, জনবল, সব রকম শক্তি ওদের পক্ষে। কি ক'রে আমি তাঁকে রক্ষা করব?"

নিকোলাসের পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া নগস্ বলিল, "শেষ পর্য্যন্ত আশা রাখুন। আশাশূন্য হবেন না। কখনো আশা ছাড়বেন না। তাতে কোন লাভ নেই। আমার কথা শুনছেন আপনি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এটা মনে রাখবেন। আশা রাখুন, আশা ছাড়বেন না।"

নিকোলাসকে উৎসাহ দিবার প্রয়োজন ছিল। দুই জন সুদখোরের কৌশলের কথা—চক্রান্তের কথা অকস্মাৎ জানিতে পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। চিন্তার সময়ও নাই, আর কয়েক ঘণ্টার পরেই মেডেলিন ব্রে তাহার আয়ত্তের বাহিরে যাইবে। চিরদিনের জন্য মেয়েটি দুঃখের সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। হয় ত অসময়ে তাহাতে এই সুন্দরীর মৃত্যুও হইতে পারে। এই সকল চিন্তা তাহাকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। এত দিন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিকোলাসের মনে যে সকল আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তাহার পদতলে নিক্ষিপ্ত হইল। নৈরাশ্যের তিক্ততায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রোধে ক্ষোভে নিকোলাস অধীর হইয়া উঠিল।

পথ চলিতে চলিতে সহসা নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "নিউম্যান, তুমি আমাকে ভাল শিক্ষা দিয়েছ। আমি সেই পথে চল্‌ব। কাল সকালে আমি নিজেই সে চেষ্টা করব।"

নগস্ বলিল, "কি বলুন ত? রালফ্‌কে ভয় দেখাবেন না ত? মেয়েটির বাপের সঙ্গে দেখা করবেন না ত?"

নিকোলাস বলিল, "না, আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করব। চেরিবল ভ্রাতারা থাকলে যা করতেন, আমি তাই করব। তাঁকে আমি সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্‌ব। তিনি ফাঁদে পা দিলে চিরদিনের মত কষ্ট পাবেন, তাও তাঁকে বুঝিয়ে দেব। আমি তাঁকে বলব যে, আপাততঃ তিনি বিয়ে বন্ধ করুন। তা হ'লে তিনি রক্ষা পাবেন।"

নিউম্যান বলিল, "বাঃ! ঠিক বলেছেন। এই ঠিক পথ।"

নিকোলাস বলিল, "আমি বলছি, এ ব্যাপারে আমার কোন হীন স্বার্থ নেই। তাঁর প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হয়েই এ কাজ আমি করছি। এই ঘৃণিত চক্রান্ত ভেঙ্গে দিতে হবে। যদি এতে বিশ জন এসে বাধা দেয়, তাও আমি শুনব না।"

নিউম্যান বলিল, "আমার বিশ্বাস, আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে; কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছেন?"

নিকোলাস বলিল, "বাড়ীর দিকে। তুমি আসবে, না, বাসায় যাবে?"

নগস্ বলিল, "আমি আর খানিকটা আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু অত দৌড়ুতে পারব না। একটু আস্তে চলুন।"

নিকোলাস বলিল, "আজ আমার আস্তে চল্‌বার ক্ষমতা নেই। তাড়াতাড়ি আমায় চল্‌তে হবে। তা না হ'লে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কাল আমি যা করব, তা তোমাকে পরে জানাব।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ক্ষিপ্রচরণে নিকোলাস অগ্রসর হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার মূর্ত্তি জনারণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নিউম্যান আপন মনে বলিল, "সময় সময় ভয়ানক দুর্জ্জয় হয়ে ওঠে এই যুবা। কিন্তু সেজন্য আমি ওঁকে পছন্দ করি। উত্তেজনার কারণও আছে। আমি ওঁকে আশা রাখতে বলেছি। কিন্তু একদিকে রালফ্ ও গ্রাইডের পাকা মাথা—অপরপক্ষে শুধু আশা! হো! হো!"

ম্লানচিত্তে নিউম্যান বাসার দিকে ফিরিল।

নিউম্যান যখন বাসায় পৌছিল, তখন মিসেস্ কেন-উইগসের সহিত তাহার কন্যা মর্লেনার বাদ-বিতণ্ডা চলিতে-ছিল। মর্লেনা তাহার কেশ এই রাত্রিতেই ছাঁটিয়া ছোট করিতে চাহে, মাতা তাহাকে একা ছাড়িয়া দিতে রাজি নহে।

নগ্‌সকে দেখিয়া মিসেস্ কেনউইগ্‌স্ তাহাকে নাপিতের দোকানে মর্লেনাকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। নগ্‌স্ ভাল মানুষ, সে মর্লেনাকে সঙ্গে করিয়া ক্ষৌরকারের দোকানে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া মর্লেনা বৃদ্ধ লিলি-ভিককে দেখিতে পাইল।

লিলিভিক পরামাণিককে বলিল, "মর্লেনার আগে আমায় ক্ষৌরী ক'রে দেও।"

খানিক পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেনউইগ্‌স্‌রা কি সে সময়ে খবর পেয়ে ভারী বিচলিত হয়ে পড়েছিল?"

নিউম্যান বলিল, "কোন্ খবর?"

"আমার বিয়ের ব্যাপারে?"

মিস্ মর্লেনা বলিল, "মা সে খবর শুনে কেঁদে ফেলে-ছিলেন। আমরা তবু অনেক দিন তাঁকে সে খবর শুনতে দেই নি। বাবাও ভারী মুসড়ে পড়েছিলেন! তবে এখন তিনি সুস্থ হয়েছেন! আমার অসুখ হয়েছিল, এখন ভাল আছি।"

লিলিভিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমার বুড়ো ঠাকুরদাকে একটা চুমো দেবে, মর্লেনা?"

"দেব বৈ কি। কিন্তু মিসেস্ লিলিভিককে দেব না। আমি তাঁকে কোন দিন দিদিমা ব'লে ডাকব না।"

মিঃ লিলিভিক্ এই কথা শুনিবামাত্র মিস মর্লেনাকে দুই বাহু দ্বারা ধারণ করিয়া চুমা খাইল। তার পর তাহাকে লইয়া মিঃ কেনউইগ্‌সের বৈঠকখানায় আসিল। কেনউইগ্‌স্ দম্পতি তখন ভোজনে বসিয়াছিল। লিলিভিক মর্লেনাকে একটা আসনে বসাইয়া দিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া মিসেস্ কেন-উইগ্‌স্ মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল। মিঃ কেনউইগস্ সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লিলিভিক বলিল, "কেনউইগ্‌স্, হাত দেও।"

মিঃ কেনউইগ্‌স্ বলিল, "মশাই, এমন একদিন ছিল, যখন আপনার সঙ্গে করকম্পন করা আমি গর্ব্বের বিষয় মনে করতাম। এক সময় আপনার কথা শুনলে আমরা সপরিবারে উৎসাহিত হয়ে উঠতাম। কিন্তু এখন আর তা হয় না, মশাই।"

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "সুসান্ কেনউইগ্‌স্, তুমি আমাকে কিছু বলবে না কি?"

সশব্দে টেবল চাপড়াইয়া মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্ বলিল, "ওঁর এখন কথা বল্‌বার অবস্থা নয়। সুস্থ সবল ছেলের লালন-পালন আর আপনার নির্দ্দয় ব্যবহার—এর জন্য রোজ ৪ পাঁইট বলকর সুরা ওঁকে রোজ পান করতে হয়। তবু শরীর ভাল নেই।"

মিঃ লিলিভিক বলিল, "ছেলেটি মোটা-সোটা হয়েছে শুনে আমি খুসী হলুম। বাস্তবিক খুসী হয়েছি।"

এ কথা শুনিবামাত্র মিসেস্ কেনউইগ্‌স্ কাঁদিয়া ফেলিল। মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্‌এরও মন উত্তেজিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল।

মিসেস্ কেনউইগ্‌স্ বলিল, "মামা, আপনি আমার ও আমার সন্তানদের উপর এমন বিমুখ হবেন কোন দিন ভাবিনি! এক সময়ে আমাদের আপনি কত ভালবাস্‌তেন। আপনার নামে কেউ কিছু বল্‌লে, আমরা জ্বলে উঠতাম। আমাদের প্রথম ছেলেটির নামকরণসময়ে আপনার নামই রাখা হয়।"

মিঃ কেনউইগ্‌স্ বলিল, "আমরা কি টাকার কাঙ্গাল ছিলুম? ধনসম্পত্তির কথা কি তখন আমরা ভেবেছিলাম?"

মিসেস্ কেনউইগ্‌স্ বলিল, "নিশ্চয়ই নয়। আমি ওটা ঘৃণা করি।"

মিঃ কেন্‌উইগ্‌স্ বলিল, "আমিও তাই—সব সময়ে আমার ওতে ঘৃণা ছিল।"

মিসেস্ কেনউইগ্‌স্ বলিল, "আমার মনকে আপনি ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছেন—আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমার নবজাত শিশু কোন অপরাধ করে নি। তাকে আপনি অসুখী করেছেন, মর্লেনা রোগা হয়ে গেছে এ সবই আমি ভুলে গেছি—ক্ষমা করেছি! আপনার সঙ্গে আমি বিবাদ করতে পারিনে। তবে তাকে আমি কোন দিন আমার এখানে গ্রহণ করতে পারব না। না, কোনমতেই না।"

মিঃ কেনউইগ্‌স্ বলিল, "সুসান্, প্রিয়তমে, তোমার ছেলের কথা ভেবে দেব।"

পত্নী চীৎকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ছেলের কথা আমি ভাবব বটে! সে আমার ছেলে, কোন মামা-খুড়োর জন্য তাকে আমি বঞ্চিত করতে পারব না।"

মিসেস্ কেনউইগ্‌স্ অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হইয়া পড়িল।

এতক্ষণ নিউম্যান নীরব দর্শকের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। কারণ, লিলিভিক তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া-ছিল।

লিলিভিক বলিল, "আমার স্ত্রীকে—তার নাম এখানে উল্লেখ করব না—এখানে গ্রহণ করবার জন্য আমি কোনদিন

অনুরোধ করব না। গতকল্য প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল সে নিবেভনের একজন কাপ্তেনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে।"

স্বামী ও স্ত্রী এ সংবাদে চমকিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ, সে পালিয়েছে। একজন কদাকার, খোঁটা নাক কাপ্তেনের সঙ্গেই পালিয়েছে। এই ঘরে হেন্‌রিয়েটা পেটো-কারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। এই ঘরেই আমি তাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলাম।"

এ সংবাদে সমস্ত অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মিসেস্ কেন্‌উইগ‌স্ মাতুলের গলা ধরিয়া নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। মাতুলের দুঃখের গভীরতা কিরূপ, তাহা সে এখন অনুভব করিতে পারিতেছে। মিঃ কেন্‌উইগ‌স্ মিঃ লিলিভিকের করকম্পন করিল। হেন্‌রিয়েটা পেটোকার সাপের ন্যায় খল, কুম্ভীরের ন্যায় হীন, এ কথা মিসেস্ কেন্‌উইগ‌স্ বলিতে লাগিল।

মিঃ লিলিভিক্ বলিল, "সুসান, কেন্‌উইগ‌স্ তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ—তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষবশতঃ নয়—কাল থেকে আমি তোমাদের এখানে থাকব—তোমাদের ছেলে-মেয়েদের দেখব। আমার টাকা-কড়ি সব তাদের দিয়ে যাব। কাল সব লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাব। মিঃ নগ‌স্ দলিলে সাক্ষী থাক্‌বেন। আমার এ প্রতিজ্ঞা পালন করব।"

এই মহদিচ্ছার প্রকাশে কেন্‌উইগ‌স্-দম্পতি, মর্লেনা, সকলেই অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই মিঃ লিলিভিককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

মিঃ লিলিভিক তার পর বলিল, "আমায় এখন কিছু খেতে দেও। ঘটনাটা সহর থেকে ২৫ মাইল দূরে ঘটেছিল। সকালবেলা আমি এখানে এসে পৌঁছেছি; কিন্তু তোমাদের সঙ্গে দেখা করব কি না, স্থির করতেই সারাদিন কেটেছে। আমি তাকে সকল কাজেই স্বাধীনতা দিয়েছিলুম, কোন ব্যাপারে বাধা দেইনি। তার পরিণামে সে গৃহত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। ১২টা রূপার চামচ ও ২৪ পাউণ্ড প্রথম হারায়। যাক্, যা গিয়েছে, তার সম্বন্ধে আর কথা ব'লে কাজ নেই।"

লিলিভিক অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। কেন্‌উইগস্-দম্পতি তাহার পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত হইল। লিলিভিক পত্নীর বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল।

৫৩

প্রত্যূষেই নিকোলাস তাহার কার্য্য সম্পাদনের জন্য যাত্রা করিল। পূর্ব্ব-রজনীতে সে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল, আজ সে তদনুসারে অগ্রসর হইবেই। সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে। এই চেষ্টার উপর তাহার আশার শেষ সূত্র নির্ভর করিতেছে। অশান্ত ও উত্তেজিত মানসিক অবস্থায় প্রাতঃকালই কার্য্য করিবার উপযুক্ত সময়। তখন মন প্রফুল্ল ও সুস্থ থাকে।

নিকোলাস অধীর মন লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। সে সোজা সহরের দিকে চলিল। সে জানিত, এত সকালে মেডেলিন ব্রের সাক্ষাৎ মিলিবে না। তথাপি সে আর কালবিলম্ব করিতে রাজি নহে।

রাজপথে পদচারণা করিতে করিতে সে ক্রমে বর্দ্ধমান জন-জাগরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। যতই সময় যাইতে লাগিল, তাহার মনে ততই নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। এক জন অপাপবিদ্ধা তরুণী সুন্দরী; একটা বৃদ্ধ বৃষকাঠের সহিত পরিণীতা হইবে—আত্মোৎসর্গ করিবে, এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র, নিকোলাসের মনে হইতেছিল, কোন না কোন দৈব উপায়ে সে এই নারীকে রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা সে গত রজনীতে সম্ভবপর বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে যখন ভাবিতে লাগিল, নিয়ম-শৃঙ্খলার সূত্র ধরিয়া দিন ও রাত হইতেছে, কত অঘটন নিত্য ঘটিতেছে, কত যৌবন ও সৌন্দর্য্য অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে, কৌশলী লুব্ধকের দল কেমন অনায়াসে ধনোপার্জ্জন করিতেছে, মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্য বাধ্য হইয়া সহ্য করিতেছে, তখন তাহার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইতে লাগিল।

কিন্তু জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্র দেখিয়া বিমূঢ় হওয়া যৌবনের ধর্ম্ম নহে। নিজের দায়িত্ব স্মরণ হইবামাত্র, নিকোলাস মনের মধ্যে উৎসাহ অনুভব করিল। সে তাড়াতাড়ি দোকানে বসিয়া প্রাতরাশ সমাপ্ত করিল। তার পর মেডেলিন ব্রের বাসার অভিমুখে অগ্রসর হইল। অল্পসময়ের মধ্যেই সে তথায় আসিয়া পৌঁছিল।

তাহার মনে হইল, হয় ত যুবতী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। হয় ত বাড়ীর লোক তাহার সহিত যুবতীর দেখা সাক্ষাতে বাধা প্রদান করিবে। বাসার কাছে পৌঁছিয়া সে দেখিল, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে দেখিল, ব্রে তাহার কন্যার সহিত বসিয়া আছে, আর কেহ তথায় নাই। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে মেডেলিনের সহিত তাহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দেখিল, এই কয়দিনেই যুবতীর দেহে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে বুঝিল, এই পরিবর্ত্তনের অর্থ কি। যুবতীর নয়নে যেন অস্থির চঞ্চলতা। কিন্তু ব্যবহারে অধীরতা নাই। নয়নের কোথাও অশ্রুচিহ্ন নাই।

সুন্দরী যুবতীর এই অবস্থা দেখিয়া সে বিশেষ বিচলিত হইল। নিকোলাস বুঝিল, তরুণী হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তরুণীর আননে তাহার ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

কন্যার ঠিক সম্মুখে পিতা উপবিষ্ট। তিনি কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন না, শুধু অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। স্ফূর্ত্তির সহিত কথা কহিলেও, মনের উৎকণ্ঠা তাহাতে চাপা পড়িতেছিল না। যুবতীর চিত্রাঙ্কনের দ্রব্যাদি টেবলের উপর ছিল না। ফুলদানীতে নিকোলাস সকল সময়েই ফুলের তোড়া দেখিত—আজ তাহা পুষ্পশূন্য। খাঁচার পাখীটা নীরব হইয়াছিল। রাত্রিকালে খাঁচার উপর যে ঢাকনা ছিল, তাহা অপসৃত হয় নাই। তাহার অধিকারিণী আজ উহা সরাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এমন অনেক সময় ঘটিয়া থাকে যে, এক দৃষ্টিতে অনেক বিষয় বুঝা যায়। নিকোলাস তাহাই বুঝিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রে চিনিতে পারিলেন। তিনি অধীরভাবে বলিলেন—"মশাই, কি চান্ আপনি? তাড়াতাড়ি আপনার আগমনের উদ্দেশ্য বলুন। কারণ, আমি ও আমার মেয়ে এখন বিশেষ জরুরী কাজে ব্যস্ত। শীঘ্র ব'লে ফেলুন, কেন আপনি এসেছেন।"

নিকোলাস বুঝিতে পারিল, এই অধীরতা ও চাঞ্চল্য ধার করা। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রে এই বাধায় অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। কারণ, ইহাতে তাঁহার কন্যার মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইতে পারে। কন্যার পিতার দিকে সে দৃষ্টি নত করিল।

মেডেলিন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নিকোলাসের দিকে অগ্রসর হইল। প্রত্যাশিত পত্রের জন্য তিনি নিকোলাসের দিকে হাত বাড়াইলেন।

অধীরভাবে পিতা বলিলেন, "মেডেলিন, কি করছ তুমি?"

নিকোলাস বলিল, "মিস্ ব্রে একখানা চিঠির প্রত্যাশা করেন। আমার মনিব এখন ইংলণ্ডে অনুপস্থিত। না হ'লে আমি পত্র আন্‌তাম। আশা করি, উনি আমাকে সময়—অল্প সময় দেবেন।"

মিঃ ব্রে বলিলেন, "এই জন্যই আপনি এসেছেন? তা যদি হয়, আপনার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। মেডেলিন, প্রাণাধিকা, এই লোকটা তোমার কাছে ঋণী, তা আমি জান্‌তাম না।"

ক্ষীণস্বরে মেডেলিন বলিলেন, "সে অতি সামান্য, আমার বিশ্বাস।"

চেয়ার ঘুরাইয়া নিকোলাসের দিকে মুখ করিয়া মিঃ ব্রে বলিলেন, "আপনি কি মনে করেছেন যে, আপনি যে সামান্য টাকা নিয়ে আসেন, তার অভাবে আমরা না খেয়ে মারা যাব?"

নিকোলাস উত্তর করিল, "এমন কথা আমি কোন দিন ভাবিনি।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মিঃ ব্রে বলিলেন, "তা আপনি ভাবেন নি? আপনি জানেন, আপনি তাই ভেবেছেন, এখানে আসবার সময়ও তাই ভেবেছেন। আপনি কি মনে করেন, এই সব ব্যবসায়ীরা কি রকম ধন-গর্ব্বিত, তা জানিনে। ভদ্রলোককে কায়দায় ফেলে জব্দ ক'রে থাকে।"

নিকোলাস সশ্রদ্ধভাবে বলিল, "আমার কাজ এক জন ভদ্র মহিলার সঙ্গে।"

পীড়িত ভদ্রলোক বলিলেন, "এক জন ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু মনের ভাবটা সেই একই রকমের। তবে আপনি হয় ত অর্ডার নিয়েই আসেন, কেমন?—আমার মেয়ের জন্য নতুন কোন অর্ডার এনেছেন নাকি?"

নিকোলাস মিঃ ব্রের মনের ভাব বুঝিল। কিন্তু নিজের দৌত্য স্মরণ করিয়া সে একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহাতে কতকগুলি বিষয়ে ছবি আঁকিবার বিষয় লিখিত ছিল। সে পূর্ব্ব হইতেই এজন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল।

মিঃ ব্রে বলিলেন, "ওঃ! এই বুঝি অর্ডার?"

নিকোলাস বলিল, "আপনি যদি সর্ত্ত কর্ত্তে চান, তা' হলে তাই বটে।"

কাগজখানা ছুড়িয়া দিয়া সোৎসাহে মিঃ ব্রে বলিলেন, "তা হ'লে আপনি আপনার মনিবকে বলবেন, আমার মেয়ে, মিস্ মেডেলিন ব্রে—অতঃপর এ সব কাজ কর্ব্বে না। আপনার মনিবের টাকায় জীবিকা নির্ব্বাহ করবার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে যে টাকা তিনি ধারেন, তা যেন কোন ভিখারীকে দান করেন। তাঁর অর্ডার সম্বন্ধে আমার এই ব্যবস্থা।"

নিকোলাস্ ভাবিল, 'যে নিজের মেয়েকে এমন ক'রে বিক্রী করে, তার স্বাধীনতার আদর্শ চমৎকার!"

নিকোলাসের মনে যে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আননে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছিল; কিন্তু নিজের বিষয় লইয়া ব্রে এমন বিব্রত ছিলেন যে, তিনি নিকোলাসের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ঐ নিন, আপনার অর্ডার। খবর দেওয়া ত হয়েছে, এখন আপনি যেতে পারেন। তবে যদি অন্য কোন কথা থাকে, বলতে পারেন।"

নিকোলাস বলিল, "না, তা নেই। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলব। এই যুবতী নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করছিলেন, কিন্তু আপনার ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে, আপনি তাকে আরও খারাপ কাজে নিযুক্ত কর্ত্তে যাচ্ছেন। এইটাই আমার আশঙ্কার কথা। আপনার বিবেক আপনাকে ব'লে দেবে, আমার অনুমান যথার্থ কি না।"

মেডেলিন শঙ্কাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবানের দোহাই, মনে রাখবেন, উনি পীড়িত।"

নিশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিয়া রুগ্ন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "পীড়িত! পীড়িত! একটা দোকানদার ছোকরা আমাকে যা তা ব'লে যাবে, আর আমার মেয়ে তাকে বলছে, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করতে!"

কিছুক্ষণ তিনি এমনভাবে কাসিতে লাগিলেন যে, নিকো-লাসের ভয় হইল, বৃদ্ধ বুঝি এখনই দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবেন। কিন্তু সে যখন দেখিল, তাঁহার সে অবস্থা দূরীভূত হইতেছে, তখন সে বাহিরের দিকে গেল। যাইবার সময় যুবতীকে ইঙ্গিত করিয়া গেল যে, সে বাহিরে গিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিবে। সে বাহিরে দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারিল, বৃদ্ধ ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। সে ঘরের বাহিরে নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নিকোলাস চিন্তা করিল, এই সামান্য সুযোগ সে কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। এক সপ্তাহের জন্য যদি সে যুবতীকে নিরস্ত রাখিতে পারে, তাহা হইলে হয় ত এই নিদারুণ দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

খানিক পরে মেডেলিন বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় কোন বিশেষ কথা আমায় বলবার জন্য এসেছেন। কিন্তু সে কথার জন্য এখন আমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না, আমার অনুরোধ। আগামী পরশু আপনি এখানে আস্‌বেন।"

নিকোলাস বলিল, "তখন এলে কাজ হবে না। সব নষ্ট হয়ে যাবে। আর তখন আপনিও এখানে থাক্‌বেন না। ম্যাডাম, আপনি একবার যদি তাঁর কথা ভেবে দেখেন, যিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁর কথা মন দিয়ে চিন্তা ক'রে দেখেন, তা হ'লে আমি যা বল্‌তে যাচ্ছি, তা আপনাকে দয়া ক'রে শুনতে হবে।"

সুন্দরী তাহার কাছ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। নিকোলাস বাধা দিয়া বলিল, "দয়া ক'রে কথাটা শুনুন। শুধু আমার কথা নয়, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁর কথাও বটে। তিনি এখন অনেক দূরে, আপনার বিপদের কথা তিনি জানেন না। ভগবানের দোহাই, আমার কথা শুনুন।"

ক্রন্দনস্ফীত আরক্তনয়না যুবতী স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। নিকোলাস এমন আবেগভরে বলিতে লাগিল যে, যুবতী পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া নিকোলাসকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

যুবতী বলিলেন, "আপনি দয়া ক'রে চ'লে যান।"

নিকোলাস বলিল, "না, এ ভাবে আপনাকে ছেড়ে আমি যাব না—যেতে পারব না। আমার যে গুরু দায়িত্ব আছে, তা আমাকে পালন করতেই হবে। আমি আপনাকে করযোড়ে মিনতি জানাচ্ছি, আপনি যে পথ ধরেছেন, তা থেকে প্রতি-নিবৃত্ত হন।"

ঈষৎ গর্ব্বভরে যুবতী বলিলেন, "আপনি কোন্ পথের কথা বল্‌ছেন?"

নিকোলাস বলিল, "আমি এই বিয়ের কথা বল্‌ছি। কাল যে বিয়ে হবে, তার কথাই বল্‌ছি। যাদের চক্রান্তে এটা হচ্ছে, তারা জীবনে কখনো ভাল কাজ করে নি। আপনাকে যে জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, তা আমি সব জানি। তারা কারা, তাও আমি জানি। তারা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে—টাকার জন্য আপনাকে বিক্রী করা হচ্ছে। সোনার টাকা—যার প্রত্যেকটি অশ্রুধারায় সিক্ত, রক্তের দ্বারা ধৌত যদি নাও হয়, সেই টাকা দিয়ে আপনাকে কিনে নিচ্ছে।"

মেডেলিন বলিলেন, "আপনি বল্‌ছেন, আপনি কর্ত্তব্য পালন করতে এসেছেন, আমারও সেই রকম কর্ত্তব্য আছে। ভগবানের সাহায্যে আমি সে কর্ত্তব্য পালন করব।"

নিকোলাস বলিল, "বরং বলুন শয়তানের সাহায্যে—সেই সব মানুষের সাহায্যে, তার মধ্যে এক জন শয়তান আপনার স্বামী যে হ'তে যাচ্ছে। যারা—"

একটা শিহরণ যুবতীর দেহে বহিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এ রকম কথা আমি শুন্‌ব না। এই মন্দ কাজ—যদি একে মন্দই বলেন—আমি নিজের ইচ্ছাতেই করছি। এ পথে কেউ আমাকে চল্‌তে বাধ্য করায় নি, নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এ পথে আমি চলেছি। আপনি দেখবেন, কেউ আমাকে বাধ্য করায় নি। এই সংবাদটা আপনি তাঁদের দেবেন। তার পর আপনি এখন দয়া ক'রে চ'লে যান।"

নিকোলাস বলিল, "আমি শেষ চেষ্টা না ক'রে যাব না। আপনি এক সপ্তাহের জন্য এ বিয়ে বন্ধ রাখুন। আপনি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তার কতখানি শয়তানী আছে, তা আপনি জানেন না। আপনি তাকে দেখেছেন। ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। সর্ব্বনাশের চরম সীমায় যাবার আগে ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখুন। সে কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক, পরে আপনি তার পরিচয় পাবেন, তখন কোন উপায় থাক্‌বে না। এই হতভাগ্য বদমাসের সাহচর্য্যে আপনি চিরদুঃখিনী হবেন। যত কষ্টই পান না কেন, ও লোকটার সান্নিধ্য থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, তবে আপনি সুখী হবেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি সত্য কথা বল্‌ছি। এ রকম লোকের স্ত্রী হয়ে সুখ ভোগ করায় চেয়ে, ভীষণ দারিদ্র্যও বাঞ্ছনীয়।"

নিকোলাসের কথায় সুন্দরী দুই করে মুখ আবৃত করিলেন। অজস্র ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বহু চেষ্টায় কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া তরুণী বলিলেন—

"আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর আমি বড় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি, সে কথা আজ লুকোবো না। এই ভদ্রলোককে আমি ভালবাসি না। উভয়ের বয়সের পার্থক্য, রুচি ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য এত বেশী যে, ভালবাসা হতেই পারে না। ভদ্রলোক তা জানেন। জেনে শুনেও তিনি আমার পাণিপ্রার্থী। তাঁকে বিয়ে করলে আমার বাবা ঋণমুক্ত হবেন। তা হ'লে তিনি আরো কিছু দিন বেঁচে যাবেন। আমি তাঁকে

শান্তি দিতে চাই। তিনি প্রাচুর্য্যের মধ্যেও থাকতে পাবেন। এ বিয়ে হ'লে, সেই মহানুভব ভদ্রলোক বন্ধু, যিনি আমার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, তাঁরও বোঝা লঘু হয়ে যাবে। আমি কিছু বুঝিনে, এমন মনে করবেন না। তাঁর কাছে, আমার সম্বন্ধে এত ছোট ক'রে বলবেন না। কারণ, সেটা আমার সহ্য হবে না। যে লোক এত টাকা দিয়ে আমার বাবার সুখ-শান্তি ও জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে আমি ভালবাসতে না পারলেও, পত্নীর যথাকর্ত্তব্য তাঁর সম্বন্ধে আমি পালন ক'রে যেতে পারব। তিনি আমার কাছে যা চান, তা পাবেন। তাতেই তিনি খুসী হয়ে আমাকে নিচ্ছেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি। সুতরাং সেজন্য আমি অশ্রুপাত করব না, আনন্দ করব। এক জন সহায়হীনা নারীর প্রতি আপনি যে দরদ দেখিয়েছেন, কর্ত্তব্যপালনের জন্য যে নিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এজন্য আমি অশ্রু-সংবরণ করতেও পারছি না। তবে আমার মনে অনুতাপ নাই, অসুখীও আমি নই। এত সহজে সব পাওয়া যাচ্ছে দেখে আমি সুখীই আছি। ভবিষ্যতেও আমি সুখী থাকব।"

নিকোলাস বলিল, "সুখের কথা বলতে গিয়ে আপনার চোখ দিয়ে জল বেশী করেই পড়ছে। ভবিষ্যতে আপনার ভাগ্যে যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সেটা আপনি এড়াবার চেষ্টাই করছেন। এক সপ্তাহ আপনি বিয়েটা বন্ধ রাখুন!"

মেডেলিন বলিলেন, "আপনি আসবার একটু আগেই বাবা যে রকম হাসিমুখে কথা বলছিলেন, তেমন হাসি তাঁর মুখে আমি আগে দেখিনি। স্বাস্থ্যকর স্থানে মুক্ত বাতাসে থাকতে পাবেন ব'লে তিনি কি রকম উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। চিন্তাতেও তাঁর মনে সন্তোষের দীপ্তি দেখেছি। আমি একঘণ্টার জন্যও বিয়ে বন্ধ রাখব না।"

নিকোলাস বলিল, "এ সব কৌশল মাত্র। আপনাকে এতে উৎসাহ দেবার চেষ্টার প্রকাশ আছে।"

মেডেলিন তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আর কোন কথা আমি শুনব না। যতটা শোনা উচিত, তায় চেয়ে অনেক বেশী আমি শুনেছি। আপনার কাছে আমি যা বলেছি, মশাই, সেই কথাগুলো আমার বন্ধুকে জানাবেন। আমার নূতন জীবনে আমি রপ্ত হবার পর, চিঠি লিখে তাঁকে আমি সব জানাব। এখন দেবদূতরা তাঁকে দীর্ঘজীবন, সম্পদ ও শান্তি দান করুন।"

যুবতী তাহার কাছ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় নিকোলাস তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

"তবে ফিরবার কোন পথ নেই! এ পথ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য আমি আর কি কথা বলব, তাই ভেবেছেন, করবার জন্য কি করি আমি!" ... আপনি কি

যুবতী বলিলেন, "কিছুই দরকার হবে না। আমার জীবনে এর চেয়ে কঠোর পরীক্ষা আর আসে নি। আমায় দয়া করুন। আর আমার হৃদয় ভেঙ্গে দেবেন না। ঐ বাবা আমায় ডাকছেন। আর আমি এখানে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারিনে।"

নিকোলাস দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "এটা যদি চক্রান্ত হয়, সময় পেলে আমি সব ভেঙ্গে দিতে পারি। আপনার যে সম্পত্তি আছে, সেটা যদি উদ্ধার করা যায়, তা হ'লে বিয়ে না হলেও আপনার আশা সফল হ'তে পারে। আপনি তবু ফিরবেন না?"

"না, না, না!—অসম্ভব। ওটা ছোট শিশুর গল্প! অপেক্ষা করতে গেলে বাবা বাঁচবেন না। ঐ তিনি আমায় আবার ডাকছেন।"

নিকোলাস বলিল, "এই হয় ত এ জগতে আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আর আমাদের দেখা না হলেই ভাল হবে।"

মেডেলিন বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের দুজনের পক্ষেই বটে। এমন সময় হয় ত আসবে, যখন আজকের এই দেখা-সাক্ষাতের কথা মনে ক'রে আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি তাঁদের বলবেন, আমি শান্তভাবে অদৃষ্টকে বরণ ক'রে নিয়েছি। ভগবান্ আপনার কল্যাণ করুন। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতাও আপনাকে নিবেদন করছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন। নিকোলাস টলিতে টলিতে সে বাড়ী হইতে বাহির হইল। দিনের পর রাত্রি আসিল। চিন্তার পর নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সে আবার বাটীর বাহির হইল।

আর্থার গ্রাইডের সেই রাত্রি চিরকৌমার্য্যের শেষ...; তাই সে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে ছিল। বরের পোষাকটিকে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার গৃহকর্ত্রী পেগও আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সহসা গ্রাইড বলিল, "কে ঘণ্টা বাজাচ্ছে না?"

বৃদ্ধা বলিল, "হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।"

যে ঘরে গ্রাইড বসিয়াছিল, তাহাতে একটি ল্যাম্প অনুজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। খানিক পরে সে চোখ তুলিয়া চাহিতেই একটি পুরুষের চেহারা দেখিতে পাইল।

বৃদ্ধ অত্যুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "চোর! চোর! ডাকাত! খুন!"

মূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "হয়েছে কি? অমন করছ কেন?"

বৃদ্ধ কম্পিত দেহে বলিল, "ঐখানে থাক, কাছে এস না। মানুষ ... না ...

আমাকে যা তা ব'লে ... আমাকে কি ভাবছ? আমি কি মানুষ বলছে, আমার প্রতি অনুর

করতলের দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া গ্রাইড বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষ বটে! ভূত নয়। মানুষই ত। ডাকাত! ডাকাত!"

আগন্তুক তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "চেঁচাচ্ছ কেন? আমি চোর নই।"

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া গ্রাইড বলিল, "তবে কেন তুমি এখানে এসেছ? তোমার নাম কি? কি চাও তুমি?"

উত্তর হইল, "আমার নামে তোমার দরকার নেই। তোমার চাকরাণী পথ দেখিয়ে দিয়েছে বলেই আমি এখানে এসেছি। দু'তিনবার কথা বলেছি, কিন্তু তুমি এই নিয়ে এত ব্যস্ত যে, আমার কথা শুনতে পাওনি। তাই আমি অপেক্ষা করছিলাম।"

গ্রাইড মনোযোগ সহকারে আগন্তুককে লক্ষ্য করিল। দেখিয়া বুঝিল যে, আগন্তুক ভদ্রলোক, ভদ্র-সন্তান বলিয়াই বোধ হইল। সে তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সে বসিল না।

নিকোলাস বলিল (আগন্তুক নিকোলাস ব্যতীত আর কেহ নহে), "ব'সে তোমার সুবিধা ক'রে দেব না। আমার কথা শোন। কাল সকালে তোমার বিয়ে হবে।"

গ্রাইড বলিল, "না ত। কে বল্‌লে, আমার বিয়ে? তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?"

নিকোলাস বলিল, "কি ক'রে জান্‌লুম, তাতে দরকার কি? জানি, তোমার বিয়ে হবে। যে সুন্দরী যুবতীকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ, তিনি তোমাকে ঘৃণা করেন, অশ্রদ্ধা করেন, তোমার নাম শুনলেই তাঁর শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। ভেড়া ও শকুনি, কুকুর ও ইঁদুর যদি পরস্পর মিলিত হয়, তা যতটা না খারাপ, ঐ সুন্দরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে তার চেয়েও খারাপ। তুমি বুঝতে পারছ, আমি তাঁকে জানি।"

গ্রাইড নীরব বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না।

নিকোলাস বলিয়া চলিল, "তুমি এবং আর এক জন লোক—রালফ্ নিকলবি, এই দু'জনে মিলে একটা চক্রান্ত করেছ। মেডেলিন ব্রেকে এই রকম ভাবে বেচে ফেলবার জন্য তুমি রালফ্‌কে টাকা দেবে। তোমার ঠোঁট দেখে বুঝতে পারছি, মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করছ।"

আর্থার কোনও উত্তর না দেওয়াতে নিকোলাস পুনরায় বলিয়া চলিল, "তুমি মেয়েটির সঙ্গে প্রতারণা করেছ। কি রকমে, সে কথা আমি জানিনে। তবে জেনে রেখ, এ ব্যাপারে আমি একা নই, আরও লোক আমার পেছনে আছেন। এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ভেব না, তুমি পার পাবে। আমরা তোমার চক্রান্ত সব ভেঙ্গে দেব। তার পর তোমাকে মাটিতে পেড়ে ফেল্‌ব।"

নিকোলাস থামিল। আর্থার গ্রাইড কোনও উত্তর করিল না।

নিকোলাস বলিয়া চলিল, "তোমার যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকৃত, তা হ'লে তুমি এই সুন্দরী যুবতীকে—এই বিপন্না মেয়েটিকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারতে না। তিনি পিতৃপরায়ণা ব'লে তোমরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করো নি, আবেদনে কর্ণপাত করো নি। তবে আমি তোমাকে একটা সর্ত্ত দিচ্ছি। কত টাকা হ'লে তুমি মেয়েটিকে অব্যাহতি দিতে পার? মনে রেখ, তোমাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে বিপদে তুমি পড়বে। এখন বল, কত টাকা তোমার চাই?"

বুড়া আর্থার গ্রাইড ওষ্ঠ সঞ্চালিত করিতে চাহিল, কিন্তু তাহা পারিল না। শুধু একটা কুৎসিত বাক্য বিকাশের মত ওষ্ঠাধর স্পন্দিত হইল।

নিকোলাস বলিল, "তুমি ভাবছ, টাকা তুমি পাবে না। মিস্ ব্রের ধনী বন্ধুজন আছেন। মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা যে কোন পরিমাণ টাকা দিতে রাজি হবেন। বল, কত মূল্য তোমার চাই? কয়েক দিন বিয়ে বন্ধ রাখ, টাকা তুমি পরে পাবে। শুনছ আমার কথা?"

নিকোলাস যখন প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, গ্রাইড ভাবিয়াছিল, রালফ্ নিকলবি বোধ হয় তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিন্তু নিকোলাসের কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল, রালফ্ খাঁটিই আছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত এ ব্যাপারের কোনও সংস্রব নাই। সে আরও বুঝিল, এই যুবক মেডেলিন সংক্রান্ত, তাহার পিতার ব্যাপারের বিষয়েও কিছু জানে না। বন্ধুজন ও টাকা দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে গ্রাইড মনে করিল, এ সব বাজে স্তোকবাক্য মাত্র। শুধু বিলম্ব ঘটাইবার একটা ছুতা মাত্র। সে মনে করিল, টাকা যদিও বা পাওয়া যায়, তথাপি সেই সুন্দরী তরুণীকে সে ছাড়িবে না।

ধূর্ত্ত গ্রাইড মনে মনে চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। সে বলিল, "তোমার কথা ত শুনলাম।" তার পর তাড়াতাড়ি বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

গ্রাইডের বাহু ধারণ করিয়া নিকোলাস বলিল, "কি করছ তুমি?"

বুড়া বলিল, "আমি চীৎকার ক'রে বলব, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, চোর এসেছে, খুনে লোক এসেছে। আশপাশের লোকজন এসে পড়বে। তখন তোমার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করব। অনেকটা রক্ত শরীর থেকে বের ক'রে দেখাব, তুমি আমায় খুন করতে গিয়েছিলে। এখনই যদি আমার বাড়ী থেকে না চ'লে যাও, তবে এই সব আমি করব, নিশ্চয়।"

নিকোলাস বলিল, "বদমাস্, শয়তান!"

বুড়া তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "আমার বাড়ীতে এসে তুমি আমায় গালাগালি দেবে, ভয় দেখাবে? ব্যর্থ প্রণয়ী তুমি। তুমি তাকে আর পাচ্ছ না। হি! হি! হি! সে আমার স্ত্রী হবে। তোমার ভাগ্যে ঢু ঢু! তুমি ভাবছ, তোমাকে না পেয়ে সে কষ্ট পাবে? সে চোখের জল ফেল্‌বে? তা সে কাঁদুক, আমি তার অশ্রুসিক্ত চোখ দেখতে ভালবাসি। তাতে আমার দুঃখ হবে না। যখন সে কাঁদে, তাকে দেখতে ভারী সুন্দর দেখায়।"

ক্রোধে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে নিকোলাস বলিল, "দুর্বৃত্ত!"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "আর এক মিনিট সময় দিলাম। এর পর এমন চীৎকার করব যে, পথ থেকে সকলে ছুটে আস্‌বে। যেন আর কেউ চেঁচাচ্ছে, এমনিভাবে আমি সুন্দরী মেডেলিনের বাহুপাশ থেকে জেগে উঠ্‌ব।"

নিকোলাস বলিল, "কুকুর! তোমার বয়স যদি আর একটু কম হ'ত—"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "হ্যাঁ, আমার বয়স আরও কম হ'লে ভালই হ'ত, তা হ'লে মেডেলিন ততটা দুঃখিত হ'ত না।"

নিকোলাস বলিল, "আমার কথা শোন। আমি তোমাকে জানালা দিয়ে এখনও পথে ফেলে দেইনি, সে জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেও। সে যুবতীর আমি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নই। আজ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে প্রেমের একটা কথারও আদান-প্রদান আমাদের মধ্যে হয়নি। এমন কি, তিনি আমার নাম পর্য্যন্ত এখনও জানেন না।"

আর্থার গ্রাইড্ বলিল, "তবু তাকে আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। চুমায় চুমায় ভ'রে দিয়ে আমি তার কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে নেব। তুমি দেখ, সে আমার কথা শুনবে। আমাকে চুমা ফিরিয়ে দেবে। তার পর দুজনে ভারি মজা ক'রে হাসব। সে আগে থেকেই আমার বাগ্‌দত্তা; তাই বেচারা যুবক তাকে পেল না, এ সব কথার আলোচনা ক'রে সুখ পাব।"

এই প্রকার বিদ্রূপবাণীতে নিকোলাসের মুখের ভাব এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইল যে, গ্রাইডের আশঙ্কা হইল, যুবক এখনই বুঝি তাহার কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া বসে—তাহাকে বাতায়নপথে রাজপথে নিক্ষিপ্ত করে। ইহা ভাবিয়া বাতায়নপথে সে মুখ বাড়াইয়া তাড়াতাড়ি চীৎকার করিয়া উঠিল। নিকোলাস বুঝিল, লোকটার কাছে থাকিয়া কোন লাভ নাই। সে তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া রাজপথে নামিয়া আসিল। আর্থার গ্রাইড্ যখন দেখিল যে, যুবক চলিয়া গিয়াছে, তখন সে বাতায়ন হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া উহা রুদ্ধ করিয়া দিল।

বুড়া মনে মনে বলিল, "কোন দিন মেডেলিন যদি বিষণ্ণ ও দুঃখিতভাবে থাকে, আমি তাকে এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করব। সে জানবে না যে, আমি ছোকরাকে জানি। তার পর যদি ঠিক চালাতে পারি, এই ভাবেই আমি তার তেজ ভেঙ্গে দেব। তাকে আঙুলে ক'রে নাচাব। কেউ যে আসেনি, এতে আমি সুখী। খুব চেঁচিয়েও আমি ডাকিনি। দেখ ত, সাহস একবার! আমার বাড়ীতে এসে আমায় চোখ রাঙ্গায়! কাল সকালে আমারই জয় জয়কার! ছোক্‌রা তখন নিরাশ হয়ে আঙুল কামড়াবে। হয় ত গলায় ছুরি মেরেই আত্মঘাতী হবে! আশ্চর্য্য নয়! বাঃ! তা হ'লে চমৎকারই হয়!"

এইরূপে আর্থার গ্রাইড আপনাকে সান্ত্বনা দিল। তার পর লোহার সিন্দুকের চাবি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া নীচে নামিয়া গেল। পেগ্‌কে সে তিরস্কার করিল, কেন সে যাহাকে তাহাকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেয়?

বুড়ী কিছুই জানিত না, কাজেই সে বিস্মিত হইল। তার পর বুড়া গ্রাইড সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল। সব জানালা-দরজা বন্ধ আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

"হ্যাঁ, এখন উপর নীচ সব খিলই ঠিক আছে। এখন আর কোন হতাশ প্রণয়ী আমাকে বিরক্ত করতে আস্‌বে না। এখন নিশ্চিন্ত আরামে সকাল ৫টা পর্য্যন্ত ঘুম দেওয়া যাক্‌। তার পর বিয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, পেগ।"

বুড়ীর চিবুকে হাত রাখিয়া আদর করিবার পর বুড়া তাহার কুঞ্চিত অধরে চুমা দিয়া শয়ন করিতে গেল।

৩৪

বিবাহের দিন সকালে কোন লোকই বেশী বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় না। একটা কাহিনী প্রচলিত আছে—এক ব্যক্তি অন্যমনস্কতা হেতু বিবাহের দিন সূর্য্যোদয়ের পর গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। আর এক জন যুবাপুরুষ গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিবার পর বিবাহের দিন শয্যাত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার পিতামহীর জন্য তাঁহাকে আবেগ অনুভব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল বিশিষ্ট ঘটনামাত্র। সাধারণতঃ এমন প্রায়ই হয় না।

মিসেস্ স্লাইডারসকিউ গাঢ় নিদ্রার পর শয্যাত্যাগ করিয়া মনিবের ঘরে উপস্থিত হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পেগ্ ভাবিতেছিল, "ভারী বিয়ে! বুড়ী পেগের চেয়ে এক জন ভাল সঙ্গিনী উনি চান। তাই স্ত্রী আন্‌তে চলেছেন। একটা যুবতীকে আন্‌ছেন! যদি বিয়ে করাই দরকার হয়েছিল ত, বয়সমাফিক এক জনকে আন্‌লেই হ'ত। যিনি আস্‌ছেন, তিনি আমার কাজে বাধা দেবেন না শুন্‌ছি। তা হয় ত দেবেন না, কিন্তু তা কি তুমি বোঝ, খোকা আর্থার?"

এ দিকে আর্থার গ্রাইড ভাবিতেছিল, "ছোকরা এ সব খবর জান্‌লে কি ক'রে? আমি কি ব্রের বাড়ীতে অসাবধানে কিছু ব'লে ফেলেছি, কেউ হয় ত তা গোপনে শুনেছে? তাই হয় ত হবে। বাড়ীর বার হয়ে মিঃ নিকলবির সঙ্গে ও বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেই রেগে উঠতেন। না, ব্যাপারটা সব ওঁকে বলা হবে না। তা হ'লে তিনি আমাকে বকবেন। আর সারাদিন আমি মনমরা হয়ে থাকব।"

দলের সকলেই রালফকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিত। আর্থার গ্রাইড এজন্য রালফকে ভয় করিত। সে রালফের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে গিয়া সে বলিল, এক জন অপরিচিত যুবক তাহার বাড়ীতে গিয়া কিরূপ ভয় দেখাইয়াছিল। এ বিবাহ যাহাতে না হয়, সে জন্য সে অনেক প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়া বুড়া থামিয়া গেল।

রালফ বলিলেন, "তার পর?"

গ্রাইড বলিল, "আর কিছু নয়।"

রালফ্ বলিলেন, "সে তোমায় ভয় দেখিয়েছিল। তুমিও ভয় পেয়েছিলে বোধ হয়। কি বল?"

গ্রাইড বলিল, "আমিই তাকে লোক ডাকবার ভয় দেখিয়েছিলাম। সে খুন করতে এসেছে ব'লে চেঁচিয়েছিলাম। একবার মনে হয়েছিল, সে বুঝি আমার টাকা কেড়ে নেবার জন্য এসেছিল।"

রালফ্ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওহো! ঈর্ষাও ছিল।"

করে কর ঘর্ষণ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বুড়া বলিল, "তাই বুঝুন!"

রালফ্ বলিলেন, "ওরকম মুখভঙ্গী করছ কেন? তোমার ঈর্ষা হয়েছিল, তার যথেষ্ট হেতুও আছে।"

স্খলিতকণ্ঠে আর্থার বলিল, "না না, না—কারণ কিছু নেই। আপনি কি মনে করেন, ঈর্ষার কোন কারণ আছে?"

রালফ্ বলিলেন, "কারণটা সোজা। তুমি জোর ক'রে এক জন যুবতীকে বিয়ে করতে চলেছ। তুমি থুড়থুড়ে বুড়ো—আর সে সুন্দর যুবাপুরুষ। কেমন, তুমিই ত বলেছ, ছোকরা প্রকৃত সুপুরুষ। কেমন, বল নি?"

আর্থার বলিল, "না।"

রালফ্ বলিলেন, "ও! আমি ভেবেছিলুম, তুমি যেন তাই বলেছ। ভাল, সে সুন্দরই হোক বা কুৎসিতই হোক—বুড়ার পরিবর্তে সে যুবা। সে স্পষ্টভাবায় তোমায় বলেছে যে, যুবতী তোমায় ঘৃণা করে। কেন সে সে কথা বলে? শুধু বিশ্বপ্রেমের খাতিরে?"

গ্রাইড বলিল, "মহিলাটিকে সে ভালবাসে না বলেছে। সে নিজের মুখেই বলেছে যে, যুবতীর সঙ্গে তার একটাও প্রেমের কথা হয় নি।"

অবজ্ঞাভরে রালফ বলিলেন, "সে বলেছে! যাক্, তার একটা কথায় আমি খুসী হয়েছি। তোমাকে সাবধান হ'তে বলেছে। যুবা প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে নবযুবতীকে ছিনিয়ে নেওয়ায় তোমার মত বুড়োর বাহাদুরী আছে! তবে যুবতীকে পেলেও খুব সাবধান! তাকে নিরাপদে রাখা সহজ নয়। এ কথাটা মনে রেখ।"

আর্থার গ্রাইড ভারী বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "হ্যাঁ, তাকে সাবধানে রাখতে হবে। সেটা বোধ হয় কঠিন ব্যাপার হবে না; কি বলেন?"

রালফ্ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বেশী বই কি সকলেই জানে, মেয়েমানুষকে দাবিয়ে রাখা ব্যাপারটা সহজ কি না। যাক্, এখন সময় হয়ে এল। তোমার সুখের সময় আগত। এখন আমায় তমশুক লিখে দেও। তা হ'লে ভবিষ্যতে হাঙ্গামা হবে না।"

আর্থার বলিল, "কি চমৎকার লোক আপনি!"

রালফ্ বলিলেন, "কেন নই বল? এখন থেকে ১২টা পর্য্যন্ত কেউ তোমাকে টাকার সুদ দেবে না। দেবে কি?"

আর্থারও কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আপনাকেও এখন কেউ টাকার সুদ দেবে না, তাও আপনি জানেন।"

"আর একটা কথা আছে। টাকাটা তোমার কাছে নেই। থাকলে তুমি সঙ্গে আন্‌তে। এজন্য তুমি প্রস্তুত ছিলে না। আমাকে খুসী রাখা তোমার বিশেষ দরকার এ বিষয়ে আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করি। যাক্, তুমি প্রস্তুত?"

গ্রাইড অবশেষে সম্মত হইল।

তার পর একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া কনের বাড়ীর দিকে চলিল।

গ্রাইডের মন ক্রমেই যেন উত্তেজনাহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা যখন ব্রের বাসায় পৌঁছিল, তখন কেহ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল না। তাহারা চোরের মত উপর তলায় উঠিল।

রালফ্ নিম্নস্বরে বলিলেন, "ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বিয়েবাড়ী নয়। যেন এখানে শবযাত্রা হবে।"

সঙ্গী বলিল, "হি, হি! আপনি এত মজার কথাও বল্‌তে পারেন!"

শুষ্ককণ্ঠে রালফ্ বলিলেন, "বলবার দরকার হয়েছে। ভারী অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। তুমি আরও একটু প্রফুল্ল হও।"

গ্রাইড বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হচ্ছি। কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে না, সে এখুনি আস্‌বে?"

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া রালফ্ বলিলেন, "বাধ্য না হ'লে সে আসবে না। এখনো আধঘণ্টা বাকী আছে। ধৈর্য্য ধর।"

আর্থার বলিল, "আমি অধীর হইনি। আমি কখনই তার প্রতি নির্দ্দয় হব না। না, না, কোনমতেই তা হব

না। যতক্ষণ পারে, অপেক্ষা করুক না। তার সময় ত আমাদেরই হবে।"

এমন সময় বাহিরে সোপানপথে পদশব্দ শোনা গেল। ব্রে নিঃশব্দচরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "চুপ! কাল রাত্রিতে ওর বড় অসুখ হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম, ওর বুক বুঝি ভেঙ্গে গেল। কাপড়-চোপড় প'রে সে নিজের ঘরে ব'সে কাঁদছে। তবে এখন সে অনেকটা শান্ত হয়েছে।"

রালফ্ বলিলেন, "তা হ'লে আপনার মেয়ে প্রস্তুত হয়েছেন?"

পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ, সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

রালফ্ বলিলেন, "তা হ'লে যুবতীর দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের আর বেশী বিলম্ব করতে হবে না?"

ব্রে বলিলেন, "না, এখন তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। আজ সকালে আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি। এ দিকে একবার আসুন।"

রালফ্ নিকলবিকে তিনি ঘরের প্রান্ত সীমায় লইয়া গেলেন। তখন গ্রাইড এককোণে চুপচাপ বসিয়াছিল। তাহার মুখে নীচতার রেখা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রে কথায় জোর দিয়া বলিলেন, "লোকটাকে দেখুন। ব্যাপারটা বড় নিষ্ঠুরতার কাজ হচ্ছে।"

রালফ্ প্রশ্ন করিলেন, "কোন্‌টা নিষ্ঠুরতার কাজ?"

ব্রে বলিলেন, "এই বিয়ে। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি যেমন জানি, আপনিও তা জানেন।"

রালফ্ একবার তাঁহার স্কন্ধদেশ আন্দোলিত করিলেন। কিন্তু যে উত্তর তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল, তাহা তখন তিনি বলিলেন না। সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ব্রে বলিলেন, "ওর দিকে চেয়ে দেখুন। এটা কি ঘোর নিষ্ঠুরতা নয়?"

সাহসভরে রালফ্ বলিলেন, "না।"

অত্যন্ত বিরক্তিভরে ব্রে বলিলেন, "আমি বলছি, নিষ্ঠুরতা। এমন মন্দ কাজ, এমন বিশ্বাসঘাতকতা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নয়?"

রালফ্ বলিলেন, "আপনি দেখছেন, লোকটা সম্পূর্ণ বুড়ো, শীর্ণ। যদি ওর বয়স কম হ'ত, তা হ'লে নিষ্ঠুরতা হ'ত। কিন্তু দু'দিন বাদেই লোকটা ম'রে যাবে, মিঃ ব্রে। তখন আপনার মেয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের রাণী হয়ে বিধবা হবেন। এবার মিস্ মেডেলিন আপনার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করছেন, তখন তিনি নিজের মর্জ্জিমত কাজ করবেন।"

করাঙ্গুলির নখ দাঁতে কাটিতে কাটিতে ব্রে বলিলেন, "সে কথা ঠিক। আমি তাকে এ প্রস্তাবমত কাজ করতে ব'লে ভাল কাজই করেছি। বলুন আপনি, ভাল করিনি?"

রালফ্ বলিলেন, "নিশ্চয়। আমি বলছি, পাঁচ মাইলের মধ্যে—এমন শত শত মেয়ের বাপ আছেন, যাঁরা তাঁদের যুবতী মেয়েকে ঐ বানরের মত লোকটার হাতে সঁপে দিতে ইতস্ততঃ করবেন না।"

ব্রে বলিলেন, "তাই আছে। আমিও সে কথা কাল ও আজ আমার মেয়েকে বলেছি।"

রালফ্ বলিলেন, "সত্য কথাই আপনি তাঁকে বলেছেন। ব'লে ভালই করেছেন। আমার যদি মেয়ে থাকত, তা হ'লে আমিও তাকে ঐ রকম উপদেশ দিতাম।"

ব্রে রালফের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আমি উপরে যাচ্ছি, পোষাকটা বদ্‌লে আসতে হবে। মেডেলিনকে সঙ্গে নিয়েই আমি আস্‌ব। কাল রাত্রিতে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন আপনার সঙ্গে গল্প করছি। তার পর আজ যেমন বেশ বদলাতে যাচ্ছি, সেই রকমভাবে আমি বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে যেমন মেডেলিনের দিকে হাত বাড়িয়েছি, অমনি যেন পা'র নীচ থেকে মেঝেটা স'রে গেল। আর আমি যেন সোজা কবরে নেমে গেলুম!"

রালফ্ বলিলেন, "কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে দেখলেন, আপনি বিছানাতেই শুয়ে আছেন? রাতে বদ হজমের জন্য ভাল ঘুম হয় নি, তাই ঐ রকম দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা। ওর জন্য মন খারাপ করবেন না। এখন আপনার স্ফূর্ত্তি করবার সময়। মন ভাল রাখুন।"

ব্রে যখন উপরে চলিয়া গেলেন, রালফ্ তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গ্রাইড, আমার কথাটা মনে রেখ, বেশী দিন ব্রেকে তোমায় খরচা দিতে হবে না। তোমার বরাত ভাল। আমি বলছি, মাস কয়েকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে, যদি না হয়, আমার মাথা মাথাই নয়, ওটাকে কমলা লেবু বলেই উল্লেখ করো।"

আর্থার কোন উত্তর দিল না। শুধু মহানন্দের ভরে একটা শব্দ করিল মাত্র। রালফ্ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন খানিক পরে এক জন পুরুষ ও নারীর বস্ত্রের খস্‌খস্ ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

অধীরভাবে কক্ষতলে পদাঘাত করিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "ওঠ, ওঠ আর্থার। ওরা আস্‌ছে। তাড়াতাড়ি কর—তোমার সুখের দিন আসন্ন।"

আর্থার তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিয়া গেল। দ্রুতপদে যাহারা প্রবেশ করিল, তাহারা ব্রে বা মেডেলিন নহে—নিকোলাস ও তাহার সহোদরা।

প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিলেও রাল্‌ফ নিকোলাস এমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন না। তাঁহার দুই বাহু এলাইয়া পড়িল। তাঁহার দেহ টলিয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে তিনি হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাশে দাঁড়াইয়া আর্থার গ্রাইড অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই লোকটাই কাল রাতে আমার বাসায় গিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই ছোকরাই বটে!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "আমারও মনে এই রকম হয়েছিল। সব সময়েই আমার পথে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমি যা করব, তাতেই ও এসে বাগড়া দেবে!"

নিকোলাসের মনে তখন কি ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা তাহার আননেই প্রতিফলিত হইয়াছিল। আপনাকে সংযত করিয়া নিকোলাস ভগিনীর হাত চাপিয়া ধরিল। তার পর উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইল।

ভ্রাতা ও ভগিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের নির্ভীক ভাবভঙ্গী তাহাদেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। উভয়ের আকৃতির সাদৃশ্য এমনই চমৎকার যে, তাহারা পাশাপাশি না থাকিলেও যে কোনও দর্শকের মন আকৃষ্ট করিত। ভ্রাতার আননের নির্ভীকতা এবং দৃঢ়তা ভগিনীর আননে প্রতিফলিত হইয়াছিল। শুধু নারী বলিয়া কেটের আননে একটা কোমল মাধুর্য্যের দীপ্তি জলজল্ করিতেছিল। রাল্‌ফের আননেও ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর আকারগত সাদৃশ্য ছিল, তবে তাহা ঠিক বর্ণনা করিয়া বোঝান যায় না। ভ্রাতা ও ভগিনীর সগর্ব্ব দৃষ্টির সম্মুখে, রাল্‌ফ তেমন নত হইয়া পড়েন নাই।

রাল্‌ফ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চ'লে যাও এখান থেকে! মিথ্যাবাদী, বদমাস্, চোর, এখানে কেন এসেছ, চ'লে যাও!"

মৃদু অথচ গাঢ়স্বরে নিকোলাস বলিল, "তোমার কবল থেকে, তোমার শিকারকে যদি রক্ষা করতে পারি, তাই এসেছি। সারা জীবনে তুমি মিথ্যা কথাই ব'লে এসেছ, আর বদমায়িসী ক'রে এসেছ; চুরী তোমার ব্যবসা, তুমি কাপুরুষ না হ'লে, আজ এখানে আসতে না। কড়া কথায় আমায় এখান থেকে নড়াতে পারবে না, বা ঘুষোঘুষিতেও আমি এক পা স'রে যাব না। যতক্ষণ না আমার কাজ শেষ হয়, এখানে আমি থাকব।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি বাছা, এখান থেকে স'রে যাও! ওর প্রতি আমরা বলপ্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু তোমার গায় আঘাত লাগে, সেটা ত আমি পারব না। বোকা মেয়ে, এখান থেকে চ'লে যাও। এই কুকুরটাকে আমরা ওর প্রাপ্য দিচ্ছি।"

প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া কেট বলিল, "না, আমি স'রে যাব না। আপনি ওর কি অনিষ্ট করতে পারেন? করতে গেলেই দাদা আপনাকে উল্টে সব ফিরিয়ে দেবে। আপনি আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করতে পারেন, কারণ, আমি মেয়েমানুষ। তা সেটা আপনার যোগ্য কাজই হবে। আমি ছোট মেয়ে ব'লে দুর্ব্বল হ'তে পারি, কিন্তু আমার অন্তরে নারীর হৃদয় আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাকে আমার কর্ত্তব্য থেকে টলাতে পারবেন না।" বলিতে বলিতে তাহার গণ্ডদেশে রক্তিমাভা উজ্জল হইয়া উঠিল।

রালফ্ বলিলেন, "তোমার কি উদ্দেশ্য, অয়ি গর্ব্বিতা নারী, শুনি?"

নিকোলাস উত্তর করিল, "যে অভাগিনী নারীর প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করছ, শেষ মুহূর্ত্তে তাঁকে সাহায্য করাই উদ্দেশ্য। তাঁকে আশ্রয় দেব, রক্ষা করব। তুমি এই মহিলাকে যে রকম স্বামী দিতে চলেছ, আমাদের কথায় যদি তিনি তা শুনতে রাজি না হন, তা হ'লে আর এক জন নারীর প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। অন্ততঃ সে চেষ্টাটা বাকি থাকে কেন। আমি যাঁর কাছ থেকে আসছি, যাঁর আদেশমত কাজ ক'রে চলেছি, তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় মেয়ের বাপের কাছে জানাব। তাঁর নিষ্ঠুরতা ও নীচতার জন্য তাঁর মেয়ের সর্ব্বনাশ হচ্ছে, এ কথাটা তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব। সুতরাং এখানে আমরা বাপ ও মেয়ের জন্য অপেক্ষা করব। তাই আমি ও আমার বোন এখানে এসেছি। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন কথা নেই। তাই এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আর কোন আলোচনা ক'রে নিজেদের হেয় করব না।"

রালফ বলিলেন, "তাই না কি? ম্যাডাম, তুমি তা হ'লে এখানে অপেক্ষা করতেই চাও?"

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বক্ষোদেশ ক্রোধে ও উত্তেজনায় স্ফীত হইয়া উঠিলেও, সে কোনও উত্তর দিল না।

রালফ বলিলেন, "শোন, গ্রাইড, এই ছোকরা—আমি দুঃখের সঙ্গেই বলছি—আমার ভাইপো—এর মত হতচ্ছাড়া, স্বার্থপর, বদমাস্ ছোকরা আমি দেখিনি। এ ছোকরা একটা পবিত্র ব্যাপার পণ্ড করবার জন্য এখানে এসেছে। আর এক জনের বাড়ীতে ওর আসা যে অনধিকারচর্চ্চা, তা জেনেও এসেছে, সুতরাং ওকে পদাঘাতে এখান থেকে দূর হ'তে হবে। রক্ষা-কবচের মত নিজের বোনকেও ও সঙ্গে এনেছে। এতে যে মেয়েটার কত অপমান সহ্য করতে হবে, তা ভেবে দেখেনি। আমি মেয়েটাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছি, তবু নড়ছে না। এই বুঝি কাল রাত্রে তোমাকে বড় বড় কথা শুনিয়েছিল?"

আর্থার গ্রাইড বলিল, "হ্যাঁ, আজকের মতই বড় বড় কথা ও কাল আমার বাড়ীতে চোরের মত ঢুকে শুনিয়েছিল। হি! হি! হি!—কিন্তু যখন ভয় দেখিয়েছিলুম, অমনি সুড় সুড় ক'রে পালিয়ে গিয়েছিল। ও মিস্ মেডেলিন্‌কে বিয়ে করতে চায়! আমরা তাকে ওর হাতে ছেড়ে দেই, এই ইচ্ছে। ও আরও বোধ হয় চায় যে, ওর দেনা শোধ ক'রে দেই, বাড়ীটা সাজিয়ে-গুজিয়ে দেই, ব্যাঙ্ক-নোট দিয়ে ওর দাড়ি কামায়, তার ব্যবস্থা ক'রে দেই! হি! হি! হি!"

কেটের দিকে ফিরিয়া রালফ্ বলিলেন, "শোন বাছা, তুমি সত্যি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? তা যদি থাক, তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হবে। কি, উত্তর দিচ্ছ না যে! এর পর তোমার ভাগ্যে যা ঘটবে,

তার জন্য তোমার ভাইকে ধন্যবাদ দিতে হবে কিন্তু! গ্রাইড, ব্রে'কে ডাক ত—তার মেয়েকে ডেকো না। সে যেন ওপরেই থাকে।"

দরজার কাছে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া নিকোলাস বলিল, "যদি মাথা বাঁচাবার ইচ্ছে থাকে, যেখানে আছ, ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক বলছি!"

রালফ্ বলিলেন, "ওর কথায় কাণ দিও না, আমি যা বলি শোন! ব্রে'কে ডাক।"

নিকোলাস বলিল, "নিজের কথা ভেবে দেখ, আমাদের কথায় কাণ দেবার দরকার নেই। যেখানে আছ, ঠায় দাঁড়িয়ে থাক।"

রালফ বলিলেন, "তুমি ব্রে'কে ডাক্‌বে কি না?"

নিকোলাস বলিল, "মনে রেখ, আমার কাছে এলে তোমার বিপদ আছে।"

গ্রাইড ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ব্যর্থলক্ষ্য হইলে যেমন ভীষণ হয়, রালফ ঠিক তেমনই ভাবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। কেটের পাশ দিয়া তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। নয়নে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া নিকোলাস, রালফের গলাবন্ধ ধরিয়া আকর্ষণ করিল। ঠিক সেই সময় উপরতলে একটি ভারী পদার্থ-পতনের শব্দ হইল। সেই মুহূর্ত্তেই একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

সকলেই স্থিরভাবে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ উঠিতে লাগিল। দ্রুতপদধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠের চীৎকার উত্থিত হইল। কেহ বলিয়া উঠিল—"মারা গেছেন!"

এতক্ষণ নিকোলাস আপনাকে সংযত রাখিয়াছিল। এবার সে প্রচণ্ডস্বরে বলিয়া উঠিল, "স'রে যাও! আমার অনুমান যদি সত্য হয়, শয়তানরা, তোরা নিজেদের ফাঁদে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছিস্!"

লম্ফে লম্ফে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, যেখান হইতে আর্ত্তনাদ আসিতেছিল, নিকোলাস সেই দিকে ধাবিত হইল। জনতাকে সরাইয়া দিয়া সে শয়নকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ব্রে ভূমিতলে পড়িয়া আছেন—তাঁহার দেহ প্রাণশূন্য। তাঁহার কন্যা মৃতদেহ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "কি ক'রে এমন হ'ল?"

অনেকগুলি কণ্ঠ হইতে যে কথা শোনা গেল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ যে, ব্রে একখানি আসনে অত্যন্ত অসুস্থভাবে পড়িয়াছিলেন, দরজার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিয়াছে। তাঁহাকে ডাকাডাকি করার পর কোনও উত্তর পাওয়া যায় নেই। সকলেই ভাবিয়াছিল, তিনি বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তার পর এক জন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেই, ব্রের দেহ ভূমিতলে সশব্দে পড়িয়া যায়। তার পর দেখা গেল, তাঁহার দেহে প্রাণ নাই।

নিকোলাস তাড়াতাড়ি বলিল, "এ বাড়ীর মালিক কে?"

এক জন বর্ষীয়সী মহিলাকে সকলে মালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। তাঁহার দিকে চাহিয়া কথা বলিতে বলিতে নিকোলাস অত্যন্ত সতর্কভাবে মৃতদেহ হইতে মেডেলিনের বাহু সরাইয়া লইল। তার পর বলিল, "এই মহিলার নিকটাত্মীয় বন্ধুদিগের আমি প্রতিনিধি, এঁর পরিচারিকা তা জানে। এখন এঁকে এই শোকদৃশ্য থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। এই আমার সহোদরা এর উপর আপনারা মিস্ মেডেলিনের ভার ছেড়ে দিতে পারেন। এই কার্ডে আমার নাম ঠিকানা আছে। এর পর যা যা করা দরকার, সে সম্বন্ধে আপনারা আমার কাছ থেকে নির্দ্দেশ পাবেন। ভগবানের দোহাই, সকলে পথ ছাড়ুন, বাতাস আস্‌তে দিন!"

সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। সকলেই এই আকস্মিক ব্যাপারে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিল। নিকোলাস মেডেলিনের দেহ তুলিয়া লইয়া উপরতল হইতে নিম্নতলের কক্ষে প্রবেশ করিল। কেট এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা তাহার অনুবর্ত্তী হইল। একখানি কৌচ সরাইয়া দিলে, নিকোলাস তাহার উপর মেডেলিনের দেহ রক্ষা করিল। কেট ও নিকোলাস সেই সুন্দরীর সংজ্ঞাশূন্য দেহে চেতনা-সঞ্চারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

রালফ্ ও গ্রাইড, এই আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় ভাবিতেছিল, তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। উভয়েই যেন স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় নিকোলাসের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। যখন রালফ্ বুঝিতে পারিলেন যে, মেডেলিনকে এখান হইতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন তিনি বলিলেন যে, এ কার্য্য হইতে পারে না।

নিকোলাস বলিল, "কে এ কথা বল্‌ছে?" তখনও মেডেলিনের সংজ্ঞাহীন দেহ তাহার বাহুমূলে রক্ষিত ছিল।

কর্কশকণ্ঠে রালফ্ বলিলেন, "আমি বল্‌ছি।"

ভীত গ্রাইড রালফের বাহু ধারণ করিয়া বলিল, "চুপ! চুপ! উনি কি বলেন, আগে শোন না।"

বাহু সরাইয়া লইয়া নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "কি ব'লে তা শুন্‌তে হবে। প্রকৃতির দেনায় তোমাদের দু'জনের ঋণ শোধ হয়ে গেছে। যে চুক্তিপত্র ছিল, ১২টার সময় যা কার্য্যকর হবার কথা, তা এখন চোতা কাগজে পরিণত হয়ে গেল। তোমাদের ষড়যন্ত্র, জুয়াচুরি এবার প্রকাশ পাবে। মানুষ তোমাদের ষড়যন্ত্র জান্‌তে পেরেছিল—ভগবান্ তা ব্যর্থ ক'রে দেছেন। হতভাগারা, এখন যা পার কর গে।"

রালফ্ বলিলেন, "এই ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রীর জন্য দাবী করছেন। ওকে দিতেই হবে।"

নিকোলাস বলিল, "যাতে ওর কোন দাবী নেই, তাই ও চাচ্ছে। ওর মত ৫০ জন লোক এসে দাবী করলেও ও তা পাবে না।"

"কে বাধা দেবে?"

নিকোলাস বলিল, "আমি।"

রাল্‌ফ্ বলিলেন, "কোন্ অধিকারে, তা আমি জান্‌তে চাই। বল, কি অধিকার?"

নিকোলাস বলিল, "এই অধিকার—আমি যা জানি, তার জন্য আমাকে বেশী দূর অগ্রসর হবার জন্য প্রলুব্ধ করো না। তা ছাড়া আরও অধিকার আছে—আমি যাঁদের কাজ করি, তাঁরা এই মেয়েটির অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও বন্ধু। তাঁদের নাম করেই আমি এঁকে নিয়ে যাচ্ছি। পথ ছাড় বলছি।"

রাল্‌ফ্ ফেনায়িত মুখে বলিলেন, "একটা কথা শোন।"

নিকোলাস বলিল, "কোন কথা নয়। একটা কথাও শুনব না। তোমরা নিজেদের পথ দেখ। আমি তোমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে গেলুম। তোমাদের পড়্‌তা ফিরে গেছে —এখন অন্ধকার রাত্রি তোমাদের সাম্‌নে।"

"ছোকরা, তোমাকে আমি অভিসম্পাত করছি।"

নিকোলাস বলিল, "অভিসম্পাত করবার উৎস তুমি পাবে কোথায়? তা ছাড়া, তোমার মত লোকের আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত সমান জিনিষ। আমি তোমাকে ব'লে যাচ্ছি, তোমার সব কথা প্রকাশ পেয়েছে, এখন তোমার দুর্দ্দশার দিন আসন্ন। এত দিন ধ'রে তুমি যা গ'ড়ে তুলেছিলে, তার ভিত্তি অধর্ম্ম। এখন তা চূর্ণ হয়ে যাবার অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। তোমার জীবনযাত্রার পথে গোয়েন্দারা ঘুরছে। আজই তোমার অধর্ম্ম ও কষ্টসঞ্চিত দশ হাজার পাউণ্ড দরিয়ায় ডুবে গেছে।"

দুই পদ পিছাইয়া গিয়া রাল্‌ফ্ বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা!"

"খুব সত্য কথা। তুমি নিজেই তা দেখ্‌তে পাবে। আর আমি বৃথা বাক্যব্যয় করতে রাজি নই। স'রে দাঁড়াও দরজার সাম্‌নে থেকে। কেট, তুমি আগে যাও। কেটের গা কেউ স্পর্শ করো না, ঐ মেয়েটিকেও ছুঁয়ো না, আমার কাছেও এসো না। ওদের কারও পোষাক তোমাদের পায়ে যেন লাগে না, ব'লে দিলুম! ওদের যেতে দেও। লোকটা দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে দেখ্‌ছি!"

আর্থার গ্রাইড তখন সত্যই দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিল কিম্বা হতভম্ব হইয়া পথরোধ করিয়াছিল, তাহা বুঝা গেল না। নিকোলাস তাহার ঘাড় ধরিয়া এত জোরে ধাক্কা দিল যে, বুড়া গ্রাইড গৃহকোণে নিক্ষিপ্ত হইল। নিকোলাস সুন্দরী যুবতীকে কোলে তুলিয়া দ্রুতবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহার গতিরোধের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে সাহসী হইল না। পথে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া সকলেই ব্যাপার কি দেখিতে আসিয়াছিল। মেডেলিনকে ক্রোড়ে করিয়া নিকোলাস গাড়ীর ভিতর তাহাকে তুলিয়া দিল। কেট ও পরিচারিকা পূর্ব্বেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিল। নিকোলাস অতঃপর গাড়োয়ানের পার্শ্বে উঠিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

৩৫

যদিও মিসেস্ নিকল্‌বি পুত্রের নিকট হইতে মেডেলিন ব্রে সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়াছিলেন, নিকোলাস কিরূপ দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া লইয়াছে এবং কেন লইয়াছে, সবই তিনি জানিয়াছিলেন, সেই যুবতীর ভার তাঁহাকে লইতে হইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনের সংশয় দূরীভূত হয় নাই।

মিসেস্ নিকল্‌বি কেটকে বলিলেন, "কেট, চেরিবল্‌স্ ভ্রাতারা এই মেয়ের বিয়ে দিতে যদি একান্তই নারাজ, তা হ'লে লর্ড চান্সেলারকে দরখাস্ত ক'রে মেয়েটিকে ফ্লিট কারাগারে কেন নিরাপদে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করেন নি? সংবাদপত্রে এ রকম অনেক সংবাদ আমি পড়েছি। নিকোলাস্ বল্‌ছে, মেয়েটির প্রতি তাঁদের খুব দরদ আছে, তা হ'লে তাঁদের কেউ ত মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারতেন? যদি এটা ধরে নেওয়া যায় যে, তাঁরা মেয়েটির বে দিতে চান না, নিজেরাও বিয়ে করবেন না, তা হ'লে নিকোলাস সারা বিশ্ব ঘুরে অন্যের বিয়েতে বাধা জন্মাচ্ছে কেন?"

কেট মৃদুভাবে বলিল, "মা, তুমি বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারছ না।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "তুমি খুব ভদ্রভাবে কথাটা বললে, কেট। আমার নিজের বিয়ে হয়েছিল, অন্য লোক বিয়ে করে, তাও দেখেছি। তবু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না?"

কেট বলিল, "মা, তোমার এ সব বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, আমি জানি। আমি শুধু বলছি, এ ব্যাপারটার আগা-গোড়া তুমি বুঝতে পারছ না। বোধ হয়, ভাল ক'রে আমরা তোমাকে কথাটা বুঝিয়ে দিতে পারিনি।"

"তা হয় ত হবে। খুব সম্ভব তোমরা ব্যাপারটা আমাকে ভাল ক'রে বোঝাতে পারনি। আমি জান্‌তে চাই, মিস্ মেডেলিন তাঁর চেয়ে বেশী বয়সের লোককে বিয়ে করতে গিয়েছিল ব'লে এত গণ্ডগোল কেন? তোমার বাবা আমার চেয়ে চার বছর কি সাড়ে চার বছরের বড় ছিলেন। জেন ডিবাবস্ তার চেয়ে বয়সে ঢের বড় পুরুষকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু স্বামীকে সে খুব ভালবাসত। তখন ত জেনের বিষয় নিয়ে মানুষ এত গণ্ডগোল করেনি। তারা স্বামি-স্ত্রীতে বেশ ভালভাবেই জীবন কাটিয়েছে। তাহলে এই মেডেলিনের সম্বন্ধে এত হাঙ্গামা হয় কেন?"

কেট বলিল, "এঁর যে স্বামী হ'তে যাচ্ছিল, সে লোকটা বয়সে অনেক বড়, আর মেডেলিন তাকে পছন্দও করেনি। এই লোকটার চরিত্র অতি খারাপ। সুতরাং তুমি যাদের কথা বলছ, তাদের সঙ্গে এর প্রভেদ অনেক বেশী।"

ইহার উত্তরে মিসেস্ নিকোলাস্ আপনাকে নির্ব্বোধ, বোকা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে বোকা ভাবে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার যদি বুদ্ধি-বিবেচনাই না থাকে, তবে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করাই বা কেন, ইত্যাদি নানা প্রকার অভিমানভরা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার এই প্রকার মানসিক অবস্থায় কেট ও নিকোলাস মেডেলিনকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মেয়েটিকে দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এমন সুন্দরী যুবতীর ভাগ্যে এমন দুর্দ্দশা ঘটিতে চলিয়াছিল জানিয়া, তিনি নিজেই মেডেলিনের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এমন অভিমতও প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র-কন্যারা ঠিক কাজই করিয়াছে।

এ দিকে চেরিবল ভ্রাতারা গৃহে ফিরিয়া নিকোলাসের কার্য্যতৎপরতার যখন ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন মিসেস্ নিকল্‌বির মন আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পিতৃহীনা যুবতী পিতৃশোকে এমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য চেরিবল ভ্রাতারা যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কঠিন আঘাতে মেডেলিন দীর্ঘকাল শয্যাশায়িনী রহিলেন। তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িল। কেটের একনিষ্ঠ সেবা ও পরিচর্য্যায় মেডেলিনও তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। সহোদরার দেহে নিকোলাসের বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়া মেডেলিনের মনে পুনঃ পুনঃ নিকোলাসের কথা মনে পড়িত। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিকোলাসের প্রতি এই তরুণীর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না।

মিসেস্ নিকোলাস সতর্কভাবে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "মা তুমি আজ কেমন বোধ করছ? বোধ হয় আজ অনেকটা ভাল আছ?"

উত্তরে কেট বলিত, "হ্যাঁ, মা, আজ অনেকটা ভাল।"

মিসেস্ নিকল্‌বি বলিয়া উঠিতেন, "অত জোরে কথা বলো না, কেট।"

তার পর হয় ত মিসেস্ নিকল্‌বি বলিতেন, "আমার ছেলে নিকোলাস, এখুনি বাড়ী এল। আজ সে তোমার নিজের মুখে শুনতে চায়, তুমি কেমন আছ। সে আমার মুখের কথা শুনে সন্তুষ্ট নয়।"

মেডেলিন উত্তরে বলিত, "আজ তিনি অনেক দেরী ক'রে এসেছেন। বোধ হয়, আধ ঘণ্টা দেরী হয়েছে।"

এ কথার উত্তরে মিসেস্ নিকোলাস বলিয়া উঠিতেন "তোমার মত এমন মেয়ে আমি দেখিনি। নিকোলাস যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পরে এসেছে, এটা আমার মনেও হয়নি। ক্ষিধে হচ্ছে সব চেয়ে ভাল ঘড়ি। কিন্তু মা, তোমার ত ক্ষিধে নেই, তা'হলে তুমি সময় ধরলে কি করে?"

উত্তরে কেট বলিল, "দাদার কথা আমরা এখন আলোচনা করছিলুম কি না।"

কোন কোন দিন নিকোলাস রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলে, সঙ্গে মিঃ ফ্রাঙ্ক থাকিতেন। তাঁহার উপর আদেশ ছিল, মিস্ মেডেলিন ব্রে কেমন আছেন, সে খবর চেরিবল ভ্রাতাদের দিতে হইবে। মিসেস্ নিকলবির মনে সন্দেহ হইত যে, চেরিবল ভ্রাতারা মেডেলিন ব্রের জন্য যতটা উৎকণ্ঠিত, মিঃ ফ্রাঙ্ক তাঁহার জন্য ততটা উৎকণ্ঠিত নহেন—তাঁহার আগমনের প্রধান লক্ষ্য কেট।

এক দিন মাতা ও পুত্র মিঃ ফ্রাঙ্কের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

নিকোলাস বলিল, "তোমার কথা খুব ঠিক, মা। মিঃ ফ্রাঙ্ক চমৎকার লোক।"

মাতা বলিলেন, "দেখ তেও বেশ সুন্দর।"

নিকোলাস বলিল, "নিশ্চয় খুব প্রিয়দর্শন।"

মা বলিলেন, "নাকটা কেমন বল ত?"

নিকোলাস বলিল, "সেটা ত আমি ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি, মা। এবার আমি ভাল ক'রে দেখে তোমায় জানাব।"

"হ্যাঁ, আমি জানতে চাই।"

নিকোলাস বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "উনি তোমায় খুব স্নেহ করেন, কেমন নয়?"

নিকোলাস হাসিতে হাসিতে বলিল যে, তাহার মাতার অনুমান মিথ্যা নয়। মিঃ ফ্রাঙ্ক তাহাকে বিশ্বাস করেন।

মাতা বলিলেন, "তা আমি জানতাম না। তবে সেটা খুব দরকার। এমন এক জন লোকের দরকার, যার কাছে মিঃ ফ্রাঙ্ক মনের গোপন কথা জানাতে পারেন।"

মাতা এইভাবে কথাটা পাড়িয়া আপনমনে অনেক কথা বলিয়া গেলেন। নিকোলাস বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। দীর্ঘ বক্তৃতার পর অবশেষে মিসেস্ নিকলবি বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস, মিঃ ফ্রাঙ্ক চেরিবল কেটের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "কার সঙ্গে?"

মিসেস্ নিকলবি পুনরায় কেটের নামোল্লেখ করিলেন।

"কি, আমাদের কেট—আমার বোন্?"

মাতা বলিলেন, "তা নইলে আবার কোন্ কেট হবে? আর তাতে আমার স্বার্থই বা কি? তোমার বোনের কথাই বলছি।"

নিকোলাস বলিল, "মা, এটা নিশ্চয়ই সত্য নয় ?"

মাতা বলিলেন, "বিশ্বাস না হয়, প্রতীক্ষা ক'রে থাক, দেখ্‌তে পাবে।"

নিকোলাসের মনে এ কথাটা পূর্ব্বে কখনও সমুদিত হয় নাই। সে ইদানীং বাসায় বড় একটা থাকিত না। মিঃ ফ্রাঙ্ক প্রায়ই মেডেলিনকে দেখিতে আসিতেন, তাহাতে তাহার মনে এইরূপ ঈর্ষাজনিত আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, ফ্রাঙ্ক মেডেলিনের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সন্ধানে আসিয়া থাকেন।

নিকোলাস বলিল, "তোমার কথা শুনে আমি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছি। তবু আমার মনে হচ্ছে, তোমার হয় ত ভুল হয়ে থাক্‌বে।"

মাতা বলিলেন, "তোমার মনে এমন সন্দেহ কেন হ'ল, আমি বুঝতে পারছি না। তবে জেনে রাখ, আমার ভুল হয় নি।"

"আচ্ছা, কেটের মনের অবস্থা কি রকম ?"

মা বলিলেন, "সেইটেই আমি এখনো বুঝতে পারিনি। মেডেলিনের রোগশয্যার পাশে সে অনুক্ষণ রয়েছে—এরা দুজন পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে। আমি এখন মাঝে মাঝে কেটকে সরিয়ে রাখি। তাতে যুবকের মনের অধীরতা টের পাওয়া যাবে।"

নিকোলাস কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে তাহার মাতাকে বলিল, "মা, সত্যি যদি মিঃ ফ্রাঙ্কের ঐ রকম অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাতে আমাদের উৎসাহ দেওয়া সঙ্গত হবে না। সেটা ঘোর অকৃতজ্ঞতার কাজ হবে। আমি তোমাকে কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা কত গরীব, সেটা মনে রেখো।"

মিসেস্ নিকল্‌বি মাথা নাড়িয়া বলিলেন যে, দারিদ্র্য পাপ নহে।

নিকোলাস বলিল, "না, তা নয়। কিন্তু দারিদ্র্য মানুষের যথার্থ গৌরব-গর্ব্বকে বিপন্ন ক'রে ফেলে। তার ফলে প্রলুব্ধ হয়ে আমরা অযোগ্য কাজ ক'রে ফেল্‌তে পারি। মনে ক'রে দেখ, এই চেরিবল ভ্রাতাদের কাছে আমরা কিরূপ ঋণী। তাঁরা আমাদের জন্য কি করেছেন, কত কি করছেন, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারী মিঃ ফ্রাঙ্কের সম্বন্ধে তাঁদের নিশ্চিত কোন রকম পরিকল্পনা আছে। যৌতুকহীন কোন মেয়েকে মিঃ ফ্রাঙ্কের জন্য হয় ত তাঁরা ঠিক ক'রে রাখেন নি। এমন অবস্থায় হয় ত তাঁরা মনে করতে পারেন যে, আমরা তিন জন কৌশল ক'রে মিঃ ফ্রাঙ্ককে ফাঁদে ফেলেছি। মা, কথাটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ। এর মধ্যে মিঃ ফ্রাঙ্ক যদি কেটকে বিয়ে ক'রে বসেন, আর চেরিবল ভ্রাতারা তা জান্‌তে পারেন, তা হ'লে কি সেটা ভাল কাজ হবে ?"

বেচারা মিসেস্ নিকল্‌বি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিতে লাগিলেন যে, মিঃ ফ্রাঙ্ক পিতৃব্যদের অনুমতি না লইয়া কোন কাজ করিবেন না।

নিকোলাস বলিলেন, "তা হ'লে মিঃ ফ্রাঙ্কের ভাল কাজ করা হবে সত্য। কিন্তু আমাদের উপর সন্দেহ যাবে না। এটা যদি হয়, তা হ'লে আমাদের মনের মধ্যে অকৌশল জন্মাবে। আমার বিশ্বাস, কেট আমার কথা বুঝতে পারবে। তুমিও একটু ভেবে দেখলে আমার কথার যৌক্তিকতা বুঝতে পারবে।"

পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অতঃপর মাতা অঙ্গীকার করিলেন যে, নিকোলাসের কথাটা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক যদি কেটের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের চেষ্টা করেন, মিসেস্ নিকলবি তাহাতে প্রশ্রয় দিবেন না। কেটের কাছে এ প্রসঙ্গ যাহাতে উত্থাপিত না হয়, মাতার নিকট হইতে নিকোলাস সে প্রতিশ্রুতিও আদায় করিয়া লইল।

স্মাইক হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে হইলে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হইতে লাগিল। দিন দিন সে দুর্ব্বলতর ও কৃশতর হইতে লাগিল। যে চিকিৎসক প্রথমে স্মাইককে দেখিয়াছিলেন, তিনি নিকোলাসকে বলিয়া দিলেন যে, অনতিবিলম্বে তাহাকে লণ্ডন সহর হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া না দিলে, তাহার বাঁচিবার আশা অল্প। বাল্যকালে ডিভনশায়ারের যে অঞ্চলে নিকোলাস লালিত-পালিত হইয়াছিল, ডাক্তার সেই অঞ্চলেই স্মাইককে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। তবে তিনি এইমাত্র বলিয়া দিলেন যে, রাজযক্ষ্মা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, স্মাইক জীবিত অবস্থায় আর সহরে ফিরিতে পারিবে না।

সহৃদয় চেরিবল ভ্রাতারা হতভাগ্য স্মাইকের এই অবস্থার কথা শুনিয়া টিম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তারের মতামত শুনিয়া তিনি ভ্রাতৃযুগলকে সকল কথা জানাইলেন। তাঁহারা তখনই নিকোলাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

ভাই চার্লস বলিলেন, "আর সময় নষ্ট করা যেতে পারে না। ছেলেটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। নতুন জায়গায় তাকে একা পাঠানো যেতে পারে না—যদি সত্যই মারা যায়, একা নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তা ঘট্‌তে দেওয়া হবে না। কাল সকালেই তাকে ডিভনশায়ারে নিয়ে যেতে হবে। মিঃ নিকোলাস, আপনি তার সঙ্গে থাক্‌বেন, যাতে সকল রকম স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতেই হবে। যতক্ষণ প্রয়োজন, আপনি ওর সঙ্গে থাক্‌বেন। আপনাকে এ সময় ছাড়া কষ্টকর। তবু তা করতে হবে। টিম্ আজ আপনার কাছে থাক্‌বেন। ভাই নেড, মিঃ নিকোলাস তোমার করকম্পন করতে চাইছেন। বেশীদিন মিঃ নিকল্‌বিকে সেখানে থাক্‌তে হবে না। ছোকরা শীঘ্র

আরাম হবে যাবে। তার পর সেখানে ভাল আশ্রয়ে তাকে রাখা যাবে। তখন মঃ নিকল্‌বি যাতায়াত করতে পারবেন। ভাই নেড, মনমরা হয়ে থেক না। ছোকরা শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠবে। কেমন তাই নয় কি ভাই, নেড?"

পরদিন প্রভাতে নিকোলাস স্মাইককে লইয়া যাত্রা করিল। বিদায়ক্ষণে স্মাইকের মনে কি যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা সেই জানে।

গাড়ীর বাতায়ন-পথে নিকোলাস চাহিয়া স্মাইককে বলিল, "এখনো ওদের দেখা যাচ্ছে। ঐ দেখ, কেট দাঁড়িয়ে। আসবার সময় তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারনি। সে এখন রুমাল নাড়ছে। তুমিও একটা সঙ্কেত ক'রে বিদায় নেও।"

কম্পিত দেহে সঙ্গী বলিল, "আমি পারব না। আপনার বোন্‌কে এখনো দেখা যাচ্ছে কি? এখনো ওখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন?"

সাগ্রহে নিকোলাস বলিল, "হাঁ। এখনো সে হাত নাড়ছে। তোমার হয়ে আমি হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়েছি। আর এখন তাদের দেখা যাচ্ছে না। বন্ধু, এত অধীর হয়ে পড়ো না। আবার তুমি ওদের দেখা পাবে।"

নিকোলাস যাহাকে উৎসাহিত করিল, সে তাহার শীর্ণ হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আবার উভয় কর যুক্ত করিল।

সে বলিল, "স্বর্গে—আমি নতশিরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—স্বর্গে—দেখা হবে।"

ভগ্ন হৃদয়ের প্রার্থনার ন্যায় উহা শুনাইল।

৩৬

মৃত্যু অতর্কিতভাবে যে গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, গত পরিচ্ছেদে, রাল্‌ফ্‌ ও গ্রাইডকে আমরা সেখানেই ফেলিয়া আসিয়াছি।

রাল্‌ফ্‌ যেভাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত শেষকথা বলিয়াছিলেন, সেইভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল। অন্যান্য বিষয়ে তিনি নিশ্চলভাবেই ছিলেন—যেন পাথরের ক্ষোদিত মূর্ত্তি। ক্রমে তিনি ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দ্বারের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অবশেষে তিনি উহা বক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন। তার পর তিনি সঙ্গীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। গ্রাইড তখনও ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে নাই।

ভীত কাপুরুষের সর্ব্বদেহ তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার বিরলকেশ মস্তকের গোটা কয়েক শ্বেত কেশও সেই সঙ্গে স্পন্দিত হইতেছিল। রাল্‌ফের দিকে চাহিয়া সে কোনও মতে স্খলিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বলিল যে, তাহার কোনও অপরাধ নাই।

রুদ্ধকণ্ঠে রাল্‌ফ বলিলেন, "কে বল্‌ছে দোষ তোমার?"

ভীতভাবে গ্রাইড বলিল, "আপনি যে ভাবে আমার দিকে চাইছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, আমারই বুঝি সব দোষ।"

চেষ্টাকৃত হাস্য-সহকারে রাল্‌ফ বলিলেন, "ফুঃ! আমি তাকে দোষ দিচ্ছি—আর একঘণ্টা যদি সে বেঁচে থাক্‌ত। আর একঘণ্টা হলেই কাম ফতে হ'ত। তাকে ছাড়া আর কারও দোষ এতে নেই।"

গ্রাইড বলিল, "আর কেউ দোষী নয়?"

রাল্‌ফ বলিলেন, "এই দুর্ঘটনার জন্য নয়। যে ছোকরা তোমার ভাবী স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে আমার পুরানো শত্রুতা আছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। এই দুর্ঘটনা না ঘটলে তাকে আমরা কলা দেখাতাম।"

রাল্‌ফের তখনকার মূর্ত্তি এমন ভীষণ দেখাইতেছিল যে, গ্রাইড তাহাতে ভীত হইল।

রাল্‌ফ বলিলেন, "আমরা যে গাড়ীতে এসেছিলাম, সেটা বোধ হয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন নয়?"

খুসী মনে গ্রাইড বাতায়নের কাছে গিয়া দেখিয়া আসিল। রাল্‌ফ তখন আপন মনে বলিতেছিলেন, "দশ হাজার পাউণ্ড! সে বলেছে, দশ হাজার পাউণ্ড! এই টাকাটাই গতকল্য বন্ধক রাখবার জন্য দিয়েছিলুম। আস্‌ছে কাল সেই টাকাটা বাড়তি সুদে লাগাতে পারতাম। যাদের টাকাটা দেওয়া হয়েছে, তারা যদি দেউলে হয়ে থাকে, আর ছোকরা যদি সে সংবাদ জেনে থাকে! ওহে, গাড়ীটা ওখানে আছে?"

কঠোর কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া গ্রাইড বলিল, "হাঁ, আছে। আপনার ভীষণ মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় করছে।"

হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "এদিকে এস। আমরা বিচলিত হয়েছি, এ ভাবটা দেখান হবে না। চল, দুজনে হাত-ধরাধরি ক'রে বাইরে যাই।"

"কিন্তু আপনি চিমটি কেটে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌বেন যে!"

গ্রাইড অধীর চঞ্চলচরণে নীচে নামিয়া গেল; কিন্তু রাল্‌ফ দৃঢ়চরণে সোপানশ্রেণী বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। তার পর ধীরে সুস্থে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গ্রাইড পরে গাড়ীতে উঠিল। কোথায় যাইতে হইবে, রাল্‌ফ নির্দ্দেশ না করায়, গ্রাইড নিজের বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিল।

পথিমধ্যে রাল্‌ফ গাড়ীর এক কোণে নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিল। তখন রাল্‌ফ প্রশ্ন করিলেন, গাড়ী কোথায় আসিয়াছে?

গ্রাইড কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ী।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তাই ত দেখছি। এতক্ষণ আমি দেখিনি, গাড়ী কোন্ পথে এসেছে। এক গ্লাস জল আমার চাই। তোমার বাড়ীতে তা পাব হয় ত ?"

গ্রাইড বলিল, "আপনি জল কেন, এক গ্লাস যা খুসী চান, তাই পাবেন। গাড়োয়ান, দরজায় ধাক্কা দিও না, ঘণ্টা বাজাও।"

গাড়োয়ান পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। তার পর দরজায় ঘা দিতে লাগিল—এত জোরে যে, সমস্ত রাজপথ সে ধ্বনিতে অনুরণিত হইয়া উঠিল। তার পর ছিদ্রপথে সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কেহ আসিল না। বাড়ীটা যেন সমাধিক্ষেত্রের মত শব্দহীন।

অধীরভাবে রাল্‌ফ বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

গ্রাইড উৎকণ্ঠা ও শঙ্কাভরে বলিল, "পেগ বদ্ধ কালা। গাড়োয়ান, আবার ঘণ্টা বাজাও, সে ঘণ্টার দিকে চেয়ে আছে।"

গাড়োয়ান আবার ঘণ্টা বাজাইল—দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আশ-পাশের বাড়ীর বাতায়ন উন্মুক্ত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, বোধ হয়, আর্থার গ্রাইডের পরিচারিকা মরিয়া পড়িয়া আছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা গাড়ীর চারিপাশে সমবেত হইয়া নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, সে হয় ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেহ অনুমান করিল যে, বুড়ী হয় ত আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে, কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল, বোধ হয়, বৃদ্ধা মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছে, এক জন মোটা লোক বলিল, চাকরাণী তাহাকে কিছু খাইতে দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। এই কথাটা সকলেরই মনে লাগিল। তখন সকলে প্রস্তাব করিল যে, প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ব্যাপারটা দেখা যাউক। ইহাই সব নহে। পাড়ায় সংবাদ রটিয়াছিল যে, আর্থার গ্রাইডের সেই দিন সকালেই বিবাহ হইবার কথা। কনের কথা সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মিঃ রাল্‌ফ নিকল্‌বিকে সকলেই কনে বলিয়া মনে করিল—তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে রহিয়াছেন, ইহাই অনেকের ধারণা হইল। সুতরাং প্যাণ্টালুন ও কোট-পরিহিত রালফ্‌কে লইয়া নানা বিদ্রূপ চলিতে লাগিল—কেহ কেহ ক্রোধও প্রকাশ করিল। ব্যাপার ক্রমে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে, অবশেষে রালফ ও আর্থার গ্রাইড পাশের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। পরে একটা মই সংগ্রহ করিয়া পশ্চাতের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাহারা অপর পারে নীত হইলেন।

আর্থার বলিল, "আমার ভেতরে যেতে ভয় করছে। হয় ত তাকে কেউ খুন ক'রে গেছে।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "ধর, তাই যদি হয়ে থাকে। হওয়া অসম্ভব নয়। তুমি কাঁপছ; আমারও সেই অবস্থা!"

কলের জলের নল খুলিয়া রাল্‌ফ আকণ্ঠ জলপান করিলেন, মাথায় দিলেন। তার পর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া পাইয়া তিনি অগ্রে চলিলেন, গ্রাইড পশ্চাতে চলিল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে এক ঘরে উভয়ে প্রবেশ করিলেন; ঘড়ীটা তেমনই শব্দ করিয়া চলিতেছিল। তাঁহাদের পদধ্বনি ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঊর্ণনাভ তাহার জালের মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া আছে।

দুইজন কুসীদজীবী দরজা খুলিয়া প্রত্যেক ঘর পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পেগ কোথাও নাই। অবশেষে শ্রান্তদেহে উভয়ে একটি ঘরে উপবেশন করিলেন।

প্রস্থানের উপক্রম করিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "তোমার বুড়ী চাকরাণী, বিয়ের উৎসব করবার আয়োজনে বাইরে গেছে। এই দেখ, তোমার দলিল, সব আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। এর আর প্রয়োজন হবে না।"

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে মারিতে একটা বড় সিন্দুকের সম্মুখে নতজানু হইয়া গ্রাইড ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

রাল্‌ফ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি হ'ল আবার ?"

আর্থার গ্রাইড চীৎকার করিয়া বলিল, "সব চুরি গেছে!"

"কি রকম ? টাকাকড়ি নাকি ?"

"না, না, না! তার চেয়েও বেশী!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "খুলেই বল না, কি গেছে!"

সিন্দুক হইতে কাগজপত্র টানিয়া বাহির করিতে করিতে গ্রাইড বলিল, "আরও বেশী দামী জিনিষ। এর চেয়ে টাকা চুরী করলে ঢের ভাল ছিল। সব টাকাও যদি নিত, সেও ভাল ছিল। টাকা আমার বেশী নেই। আমাকে পথের ভিখিরী করলেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "কি করেছে বল্‌লে ? খুলে বল শয়তান!"

গ্রাইড তথাপি কোন উত্তর দিল না। সে দুই হাতে তাহার মাথার চুল টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল—শোক করিতে লাগিল।

তাহার কণ্ঠদেশে হাত রাখিয়া ভীষণ ঝাঁকানি দিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি কিছু হারিয়েছ দেখছি, কি হারিয়েছ বল ?"

"কাগজ, দলিল। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—জাহান্নমে গেলাম এবার! আমার সব গেছে, সব চুরি গেছে। সে আমাকে দলিলটা পড়তে দেখেছিল—সেদিনও আমি পড়ছিলাম—প্রায়ই পড়তাম—সে আমাকে লক্ষ্য করত—বাক্সের মধ্যে দলিলখানা সে আমাকে রাখতে দেখেছে—সে বাক্সটা নেই। সে চুরি করেছে—সর্ব্বনাশ হোক্ তার—আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "জিনিষটা কি বল না?" তিনি গ্রাইডের হাত চাপিয়া ধরিলেন।

প্রশ্নের দিকে কাণ না দিয়া গ্রাইড বলিয়া চলিল, "সে জানে না, জিনিষটা কি। সে পড়তে জানে না। এই দলিলের সাহায্যে বড় মানুষ হওয়া যেত। কেউ তাকে প'ড়ে শোনাবে, কি করতে হবে, তা তাকে ব'লে দেবে। সে ও তার সঙ্গী ঐ দলিলের সাহায্যে অনেক টাকা পেয়ে যাবে। শেষে সাক্ষী দেবে যে, আমার কাছে ওটা ছিল। আমিই শেষে মারা যাব!"

তাহাকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "ধৈর্য্য ধর। আমার কথা শোন। বেশীক্ষণ সে যায়নি। আমি পুলিসকে খবর দেই। শুধু কি জিনিষ হারিয়েছে, তাই তুমি ব'লে দেবে। তা হ'লে পুলিস ওকে ধ'রে ফেল্‌বে। আমাকে বিশ্বাস কর। কে আছ কোথায়, এ দিকে এস!"

গ্রাইড রালফের মুখে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, না, না, তা আমি পারব না, আমার সাহস হয় না।"

রাল্‌ফ আবার চীৎকার করিলেন, "কে কোথায় আছ, এ দিকে এস!"

উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া গ্রাইড বলিল, "না, না, না! আপনাকে বলছি, চেঁচাবেন না, আমার ভরসা হয় না!"

রালফ বলিলেন, "এই চুরির কথা তুমি লোককে জানাতে চাও না?"

গ্রাইড অধীরভাবে বলিল, "না! চুপ! চুপ! এ সম্বন্ধে কোন কথা কাকেও বল্‌বেন না। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। যে দিকে আমি যাব, তাতেই সর্ব্বনাশ হবে। আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। আমাকে ধরবে। নিউগেটের কারাগারে আমাকে যেতে হবে!"

রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, শোকে অভিভূত হইয়া ক্রমে গ্রাইড অনেকটা শান্ত হইল। সিন্দুকের কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে সে আরও ক্ষতির পরিচয় পাইল। রাল্‌ফ তাহাকে সেইখানে রাখিয়া বাহিরে গেলেন। সমবেত জনতাকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ব্যাপার কিছুই নহে। তার পর গাড়ীতে উঠিয়া তিনি বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

টেবলের উপর একখানা পত্র ছিল। কিছুক্ষণ তিনি পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন না। খুলিবার সাহস তাঁহার ছিল না। অবশেষে পত্র খুলিয়া পড়িতেই তাঁহার মুখমণ্ডল মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। তারা দেউলিয়া হয়ে গেছে। কাল রাত্রিতেই এ কথা সহরে ছড়িয়ে পড়েছে, সদাগরদের কাণে সে কথা পৌছেছে। তার পর!"

ভীষণভাবে তিনি ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

"দশ হাজার পাউণ্ড! এক দিনের জন্য সেখানে ছিল। দশ হাজার পাউণ্ড সঞ্চয় করতে কত বছর, কত দিন, কত রাত অনিদ্রায় আমাকে কাটাতে হয়েছে!—হায়, দশ হাজার পাউণ্ড! কত লোকের চোখের জলে ঐ টাকাটা গ'ড়ে উঠেছিল! কোন দিকে তাকাই নি। কারও কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করিনি। কত মিথ্যা কথা, কত নীচতা, কত রূঢ় ব্যবহারই লোকের সঙ্গে করেছি।"

টাকার শোকে রালফ্‌ ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

"এমন সময় ছিল, যখন এ রকম ক্ষতিতে আমি বিচলিত হতুম না। কিন্তু সে আমাকে এই ক্ষতির কথা জয়গর্ব্বে জানিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সেই যেন এটা ঘটিয়েছে। আমি ওকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। এর প্রতিশোধ ওকে দিতে হবে। ধীরে ধীরে হলেও, তাতে আমি পেছ্‌পা নই। ওকে শাস্তি দিতেই হবে—তা হ'লে এই টাকার শোক আমার সহ্য হবে।"

বহুক্ষণ ধরিয়া রালফ্‌ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর মিঃ স্কুইয়ারসের নামে একখানা পত্র লিখিয়া তিনি নিউম্যান্‌কে দিয়া সারাসন হেড হোটেলে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, স্কুইয়ারস্‌ এখানে আসিয়া থাকিলে যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। উত্তরের জন্য তিনি নিউম্যানকে সেখানে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া দিলেন। নিউম্যান আসিয়া জানাইল যে, সেই দিন সকালে স্কুইয়ারস্‌ লণ্ডনে পৌছিয়াছে। সে সংবাদ পাঠাইয়াছে যে, মিঃ নিকলবির সহিত সে দেখা করিবে।

পত্র পাঠাইবার অল্পক্ষণ পরেই স্কুইয়ারস্‌ আসিয়া হাজির হইল। রালফ্‌ তখন উত্তেজনার সকল প্রকার চিহ্ন আনন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-স্বভাবকে তিনি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

চিরাভ্যস্ত হাস্য সহকারে রালফ্‌ বলিলেন, "মিঃ স্কুইয়ারস্‌, তুমি আছ কেমন?"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "ভালই আছি। বাড়ীর সবাইও ভাল আছে।"

রালফ্‌ বলিলেন, "মিঃ স্কুইয়ারস্‌।"

"আজ্ঞে!"

"আমরা বাজে কথা এখন কইব না—কাজের কথা পাড়ব।"

স্কুইয়ারস্‌ বলিল, "খুব ভাল কথা। কিন্তু আমাকে প্রথমে বল্‌তে দিন—"

"আমিই প্রথমে বল্‌ছি—নগস্‌!"

দুই তিনবার আহ্বানের পর নগস্‌ হাজির হইয়া বলিল যে, তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে কি?

"হ্যাঁ, ডেকেছি। তুমি এখন খেতে যেতে পার। এখুনি যাও, শুনছ?"

"এখনো ত সময় হয়নি।"

রাল্‌ফ্ বলিলেন, "আমি যখন বলছি, তখন যাও।"

নিউম্যান বলিল, "আপনি রোজ সময় বদলে দেন। এটা ভাল নয়।"

বিদ্রূপস্বরে রাল্‌ফ বলিলেন, "তোমার ত রাঁধুনী নেই যে, তার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। চ'লে যাও।"

আদেশ করিয়া রাল্‌ফ কাগজ আনিবার অছিলায় দেখিয়া আসিলেন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল কি না। নিউ-ম্যান বাহিরে চলিয়া গেলে, তিনি দরজায় তালা-চাবি দিয়া বন্ধ করিলেন। যাহাতে সে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

আফিস-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "লোক-টাকে আমার সন্দেহ হয়। যত দিন ওর সর্ব্বনাশ না ক'রে তাড়িয়ে দেই, তত দিন ওকে দূরে দূরে রাখাই ভাল।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ওর সর্ব্বনাশ করা শক্ত কাজ নয়।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "সম্ভবতঃ তাই। অনেকেরই সর্ব্বনাশ করা কঠিন কাজ নয়। তুমি বল্‌তে যাচ্ছিলে ?—"

স্কুইয়ারস্ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি এ কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে, বুড়ো স্নলের অকৃতজ্ঞতায় আমি বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমার ভাল লাগে।"

শুষ্ককণ্ঠে রাল্‌ফ বলিলেন, "তা ত হবেই।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। তবে সেই সঙ্গে বলি, আড়াইশ মাইল দূর থেকে একটা এফিডেফিট নেবার জন্য আসার বড় কষ্ট, দায়িত্বের কথা ত আলাদা।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "দায়িত্বটা কিসের ?"

"দায়িত্ব ? সে কথা না বলাই ভাল। কোন কোন প্রসঙ্গের আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি কোন্ দায়িত্বের কথা বলছি, তা আপনি জানেন।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তোমাকে আমি কতবার বলেছি যে, তোমার বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। তুমি যা শপথ ক'রে বলেছ, যে অমুক সময়ে স্মাইক নামে একটি ছেলেকে তোমার কাছে রাখা হয়েছিল। সে তোমার স্কুলে কয়েক বছর ধ'রে ছিল, তার পর এইরকম অবস্থায় সে হারিয়ে যায়, এইরকম অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়, অমুকের কাছে সে আছে, তা তুমি সনাক্ত ক'রে বলেছ, এ সবই ত সত্য কথা। নয় কি ?"

স্কুইয়ারস বলিল, "হ্যাঁ, এ সব সত্য কথা।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তা হ'লে তোমার বিপদ কোথায় ? স্নলে মিথ্যে কথা বলেছিল। তাকে আমি তোমার চেয়ে ঢের কম টাকা দিয়েছি।"

স্কুইয়ারস বলিল, "খুব কম টাকায় স্নলে করেছিল বটে।"

রাল্‌ফ বিদ্রূপমিশ্র কণ্ঠে বলিলেন, "অল্প টাকাতেই সে যা করেছিল, তুমি তা করনি। তবে তোমার বিপদের কথা কেন বলছ ? সার্টিফিকেটগুলি সবই খাঁটি। স্নলের আর একটা ছেলে ছিল, সে দুবার বিয়ে করেছিল। তার প্রথমা স্ত্রী মারা গেছে, সে যে ঐ পত্র লেখেনি, প্রেতাত্মা ছাড়া কেউ প্রতিবাদ করতে আস্‌বে না। স্নলে ছাড়া কেউ বল্‌তে পারবে না, স্মাইক তার ছেলে নয়। তোমার বিপদ তা হ'লে কোথায় বল ? জুয়াচুরি যদি কিছু থাকে, তা স্নলের, তোমার নয়।"

স্কুইয়ারস চেয়ারের উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল, "আপনি যদি এ কথা বলেন, তা হ'লে আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনারই বা আশঙ্কার কারণ কোথায় ?"

রাল্‌ফ বলিলেন, "আমার আশঙ্কা কোথায়, তুমি বল্‌তে পারতে! তা তুমি বল্‌তে পার! এ ব্যাপারে তোমারও সংস্রব নেই, আমারও নেই। স্নলে যদি তার গল্পটা শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে পারে, তাতে তারই স্বার্থ বজায় থাক্‌বে। যদি সে তা না পারে, বিপদ তারই হবে। এ ষড়যন্ত্রে তোমার দায়িত্ব কিছুই নেই।"

স্কুইয়ারস্ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ও কথা বল্‌বেন না। অনুগ্রহ ক'রে করা যাচ্ছে, এ কথা বল্‌বেন না।"

বিরক্তিভরে রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি যা ইচ্ছে বল্‌তে পার, কিন্তু আমার কথাটা শোন। এই গল্পটা প্রথমতঃ তোমার শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই রচা হয়েছিল। সে তোমাকে মেরে আধমরা ক'রে ফেলেছিল, তাই তুমি ছেলেটাকে হাতে পাবার জন্য এ সব করেছিলে। তোমার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হবে, আর ছেলেটাকেও ফিরে পাবে, এই ছিল তোমার লক্ষ্য। কেমন, তাই নয় কি, মিঃ স্কুইয়ারস্ ?"

রাল্‌ফ যে ভাবে কথাটা পাড়িলেন, তাহাতে বেচারা স্কুল-মাষ্টার আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে বলিয়া ফেলিল, "কতকটা তাই বটে!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তার মানে ?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "অর্থাৎ সবটাই আমার জন্য নয়; আপনার ও লোকটার ওপর আক্রোশ ছিল, সেটা চরিতার্থ করবার বাসনাও আপনার ছিল।"

বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "তাই যদি আমার না থাকবে, তা হ'লে আমি তোমার সাহায্য করেছিলুম কেন ?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "না, তা আপনি করতেন না। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা সরল হয়ে যাওয়া উচিত।"

রাল্‌ফ টিটকারী দিয়া বলিলেন, "তাই ত চাই। আমি বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করেছি, আর তুমি পকেটজাত ক'রে তোমার বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলে। তুমি যেমন অর্থলিপ্সু, তেমনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ—আমিও তাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে লাভ কার বেশী ? একই উপায়ে তোমার টাকা লাভ, আর প্রতিশোধ

গ্রহণ, অন্ততঃ টাকাটা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা নেই। আর আমি? আমার টাকাটা ব্যয় হবে নিশ্চয়, হয় ত প্রতিশোধস্পৃহা শেষকালে চরিতার্থ হতেও পারে।"

স্কুইয়ারস্ হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিতে গেল। রাল্ফ তাহাকে নীরব হইতে বলিলেন। তার পর ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলেন।

প্রথমতঃ, নিকোলাসের চেষ্টায় এক জনের বিবাহ-ব্যাপারে রাল্ফকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইয়াছে। মেয়েটির বাপ হঠাৎ মারা যাওয়ায় নিকোলাস সেই সুন্দরী যুবতীকে করতলগত করিয়াছে। ইহাতে তাহার জয় হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন লিখিত দলিলের বলে—সেই যুবতীর নাম দলিলে নিশ্চয় আছে—এই মেয়েটি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। দলিলটার বলে এই যুবতীকে যে বিবাহ করিবে (রাল্ফ ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিকোলাস নিশ্চয় এই সুন্দরীকে বিবাহ করিবে), সে প্রচুর ধনবান হইবে। তখন সে শত্রু দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে।

তৃতীয়তঃ, এই দলিলখানা যাহার কাছে ছিল—সে জুয়াচুরি করিয়াছিল—তাহার নিকট হইতে চুরি গিয়াছে। কে চুরি করিয়াছে, তাহা তিনি জানেন।

মিঃ স্কুইয়ারস্ লুব্ধ আগ্রহভরে এই সব কথা শুনিতেছিল। সে সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল, রাল্ফ কি জন্য আজ তাহার সহিত এমন গোপন কথা আলোচনা করিতেছেন? তাঁহার অভিপ্রায় কি?

স্কুইয়ারসের বাহুমূলে হাত রাখিয়া অবশেষে রাল্ফ বলিলেন, "এখন শোন, আমার মতলবটা তোমাকে বলি। জিনিষটাকে পাকিয়ে তুলে কার্য্য সমাধা করতে হবে। এ দলিলটা আর কেউ পেলে কাজ হবে না। শুধু সেই মেয়েটি বা তার স্বামী যে হবে, তারা ছাড়া আর কেউ লাভবান হ'তে পারবে না। এটা আমি সুনিশ্চিত আবিষ্কার করেছি, সেই দলিলখানা এখানে উদ্ধার ক'রে আনা চাই। যে আনতে পারবে, তাকে ৫০ খানা মোহর আমি দেব। তার পর দলিলখানা পুড়িয়ে ফেলব—তারই সামনে।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "কিন্তু কে তা উদ্ধার করবে?"

"না, সহজে কেউ তা পারবে না। তবে কেউ যদি পারে ত তুমি!"

স্কুলমাষ্টার প্রথমতঃ উহাতে সম্পূর্ণ অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিল। কিন্তু রাল্ফ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। স্কুলমাষ্টারের কথা শেষ হইলে, তিনি আবার কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মিসেস্ স্লাইডারস্ কিরূপ দুর্ব্বল, কিরূপ বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িতা, কিরূপ নির্ব্বোধ প্রকৃতির। তাহার সহযোগী কেহ নাই। বেশী লোকের সঙ্গে তাহার পরিচয়ও নাই। কারণ, সে যেখানে সারা জীবন কাটাইয়া দিয়াছে, সে বাড়ীতে বাহিরের লোকজন কোনদিন আসে নাই। সুতরাং চুরির অন্তরালে কোন সঙ্ঘবদ্ধ দলের যোগাযোগ নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে বৃদ্ধা অনেক টাকাও চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারিত। দলিলে কি আছে, তাহা সে জানে না, ইহার পর বৃদ্ধা নিজের কাজের জন্যই নিজেকে বিপন্ন মনে করিবে। যদি কেহ তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে এবং তাহার আশঙ্কা বাড়াইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে বুড়ী তাহাকে কাগজপত্র দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না। মিঃ স্কুইয়ারস্ সহরে থাকে না, অন্য দেশে থাকে। সুতরাং সহসা অন্য কেহ তাহাকে সন্দেহও করিবে না যে, সে বুড়ীর সহিত কি জন্য ঘনিষ্ঠতা করিতেছে। স্কুলমাষ্টারকে পরে কেহ চিনিতেও পারিবে না। রাল্ফ এ কাজ নিজেই করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বহুজন-পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহাকে দেখিলেই বুড়ী চিনিতে পারিবে। এ দিকে স্কুইয়ারসের পক্ষে কাজটা খুবই সোজা। এই কার্য্য সাধন করিতে পারিলে নিকোলাসকে চূর্ণ করিবার সুযোগ হইবে। সে ভাবিতেছে যে, সে এক জন ধনিকন্যাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু শেষে জানিতে পারিবে, সে পথের ভিখারীর মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে নিকোলাসকে খুবই জব্দ করা হইবে। রাল্ফ চমৎকার বাক্যচ্ছটায় ব্যাপারটা স্কুলমাষ্টারের কাছে লোভনীয় করিয়া বর্ণনা করিলেন। অবশেষে তিনি এমন ইঙ্গিতও করিলেন যে, ৫০ মোহরের স্থানে তিনি ৭৫ মোহরও দিতে রাজি আছেন। এমন কি, এজন্য এক শত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।

এই সকল যুক্তি শুনিবার পর স্কুইয়ারস্ একবার পায়ের উপর পা দিয়া বসিল, আবার উভয় পদ বিস্তারিত করিল, মাথা চুলকাইল, চোখ মুছিল, নিজের করতল পরীক্ষা করিল, দুই একবার নখও কামড়াইল। এইভাবে অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল যে, মিঃ নিকলবি মোটমাট এক শত স্বর্ণমুদ্রাই ব্যয় করিবেন, না আরও কিছু উঠিবেন? উত্তর শুনিয়া সে আবার ইতস্ততঃ করার পর বলিল, আরও ৫০ স্বর্ণমুদ্রা তিনি বাড়াইয়া দিবেন কি না? রাল্ফ বলিলেন, তিনি আবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বন্ধুর জন্য চেষ্টা করা তাঁহার স্বভাব। স্কুইয়ারস্ অতঃপর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল।

সে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু মেয়েমানুষটির খোঁজ পাওয়া যাবে কি ক'রে? সেটাই আমি ভাবছি।"

র‍্যালফ বলিলেন, "হয় ত তার খোঁজ না পাওয়াই যেতে পারে, তবে চেষ্টা করতে হবে। এর আগেও আমি এই সহরে মানুষ খুঁজে বের করেছি। সে সব লোক ভাল-ভাবেই আত্মগোপন ক'রে থাকত। সহরের এমন জায়গা আছে আমি জানি, যেখানে দুই এক গিনি ব্যয় করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমার লোকটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে শুন্‌ছি। এখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এস। তুমি এখন চুপচাপ ঘরে গিয়ে ব'সে থাক্‌বে। এখানে সেখানে বেরিও না। আমি তোমায় খবর দেব।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "বেশ কথা! আপনি যদি তার সন্ধান না পান, সারাসেন হোটেলে আমার থাকবার খরচটা আপনাকে কিন্তু দিতে হবে।"

র‍্যালফ বিদ্রূপস্বরে বলিলেন, "ভাল, তাই হবে! আর তোমার কিছু বলবার নেই?"

স্কুইয়ারস্ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। র‍্যালফ তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহির্দ্বারে গেলেন। তার পর প্রকাশ্যভাবে বলিতে লাগিলেন, এমন করিয়া দরজা বন্ধ রাখিবার কি কারণ? তার পর স্কুইয়ারস্‌কে বিদায় দিয়া তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

তার পর আপন মনে বলিলেন, "কি হয় দেখা যাক। এখনও আমি নিশ্চিন্ত। আমার ক্ষতি ও অপমানের খানিকটা শোধ যাবে—তাকে হারাতে হবে—তার যে প্রিয়তমা, তার সর্বস্ব নষ্ট ক'রে দিতে হবে। এমন শিক্ষা দেব যে, সে জীবনে ভুলতে পারবে না।"

৩৭

হেমন্তের আর্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। ল্যাম্বেথএর সন্নিহিত একটা অপরিজ্ঞাত গলির দ্বিতলস্থ কক্ষে এক জন একচক্ষু-বিশিষ্ট লোক বসিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ বিশ্রী, হয় ত বস্ত্রাভাব বশতঃ অথবা ছদ্মবেশের জন্যই এই ব্যবস্থা।

সে এমনভাবে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল, এমন ছদ্মবেশে ছিল যে, তাহার পত্নী মিসেস্ স্কুইয়ারস্‌ও তাহার স্বামীকে সহসা চিনিতে পারিত না। টেবলের উপর একটা কালো বোতল ছিল, মিসেস্ স্কুইয়ারসের স্বামী উহা হইতে তরল-পদার্থ ঢালিয়া মাঝে মাঝে পান করিতেছিল।

ঘরের মধ্যস্থ আসবাবপত্র যৎসামান্য। শয়নের খাট এবং দুই একটা সামান্য জিনিষ ছাড়া ঘরের মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। পথ কর্দমাক্ত এবং জনশূন্য।

মিঃ স্কুইয়ারস্ খানিক অপ্রসন্নমনে বসিয়া রহিল। তার পর আর এক গ্লাস সুরা পান করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বেড়ে আছি কিন্তু এখানে। ক'সপ্তাহ এখানে আছি? বোধ হয় দু'সপ্তাহ হবে। বুড়ীটার সন্ধানেই আছি। ছোঁড়া নিকলবির পাল্লায় প'ড়ে প্রাণ গেল আর কি! কবে যে কাজ শেষ হবে, কে জানে! এক আনা চাইলে কিন্তু এক পাউণ্ড পাওয়া যায়।"

আর এক গ্লাস সুরা মুখবিবরে ঢালিয়া সে আবার বলিয়া চলিল, "এমন মানুষ কিন্তু জীবনে দেখিনি। ওর মনের খবর পাবার যো নেই। লোকটা অসাধারণ চতুর বল্‌তে হবে। বুড়ী পেগকে ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করেছে।"

স্কুলমাষ্টার অতঃপর পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। বহুবার সে পত্র সে পড়িয়াছে। তথাপি আবার পড়িতে তাহার ভাল লাগিল।

"শূকরগুলি ভাল আছে। গরুগুলিও ভাল। ছেলেরা তেমনই আছে।"

পত্রখানি পকেটে রাখিয়া সে আপনমনে বলিল, অনেক দিন লণ্ডনে থাকা গেল। এই রকম সর্তে থাকা মানুষের পক্ষে কি কষ্টকর, তা বুঝছি। তবে একশ পাউণ্ড—পাঁচটি ছেলের দাম। কাজেই লোকসান কিছু নেই। এখন মিসেস্ স্কুইয়ারসের স্বাস্থ্যপান করা যাক্।"

শিক্ষক এমনভাবে তাহার এক চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত করিল, যেন তাহার পত্নী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! পূর্ণ এক গ্লাস সুরা ঢালিয়া সে মুহূর্তে উহা পান করিয়া ফেলিল। উত্তেজক সুরা পুনঃ পুনঃ পান করায় তাহার স্ফূর্ত্তি বোধ হইল।

শিক্ষক অবশেষে বোতলটি বগলে চাপিয়া, বাতি নিভাইয়া দিয়া ঘরের বাহির হইল। তাহার ঘরের বিপরীত দিকের একটি ঘরের রুদ্ধ দরজায় দাঁড়াইয়া সে ধীরে ধীরে উহাতে করাঘাত করিতে লাগিল।

অবশেষে সে আপনমনে বলিল, "দরজায় ঘা মেরে লাভ কি? বুড়ী ত শুন্‌তেই পায় না। আর পেলেই বা কি।"

স্কুইয়ারস্ দরজার হাতল ঘুরাইয়া উহা খুলিয়া ফেলিল। তার পর গলা বাড়াইয়া সেই অপরিচ্ছন্ন কক্ষের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল, এক জন বৃদ্ধা অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া আছে, আর কেহ সেখানে নাই। তখন সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার স্কন্ধে ধীরে ধীরে আঘাত করিল।

বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমার স্লাইডার!"

পেগ্ বলিল, "ওঃ! তুমি না কি?"

"হ্যাঁ, আমি গো আমি। উত্তম পুরুষ, একবচন, কর্ত্তা-কারক, ক্রিয়াপদ ইহা হয়ের সহিত সম্বন্ধ। শুধু স্কুইয়ারস্ শব্দটা উহ্য আছে।"

কথাগুলি মৃদুস্বরে সে উচ্চারণ করিল, যাহাতে পেগ না শুনিতে পায়। তার পর একখানা টুল টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। পদতলে সে বোতল ও গ্লাস রাখিয়া দিল।

"আমার স্লাইডার, খবর কি?"

পেগ বলিল, "তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি।"

স্কুইয়ারস্ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কথামত আমি ঠিক এসেছি।"

পেগ বলিল, "আমি যে দেশ থেকে এসেছি, সেখানকার লোক ঐ রকমই ব'লে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় তৈলই ভাল।"

মৃদুস্বরে গালাগালি দিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে স্কুইয়ারস্ বলিল, "কিসের চেয়ে ভাল?"

পেগ বলিল, "না, না, তা নয়।"

স্কুইয়ারস্ বিড়্‌বিড় করিয়া বলিল, "তোমার মত রাক্ষুসী আমি কখনো দেখিনি।" পেগের চক্ষু তাহার উপর ছিল। সুতরাং যথাসাধ্য প্রসন্নভাব বজায় রাখিয়া স্কুইয়ারস্ প্রকাশ্যে বলিল, "এটা দেখছ? এটা একটা বোতল।"

পেগ বলিল, "তা ত দেখছি।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "আর এটাও দেখছ? এটা একটা গ্লাস।"

পেগ তাহাও দেখিয়াছিল।

স্কুইয়ারস বলিল, "তবে দেখ। বোতল থেকে গ্লাসটা ভ'রে ফেলি, তার পর স্লাইডার, তোমার স্বাস্থ্যকামনায় পান করি। তার পর বাকিটুকু গ্লাসে ভ'রে তোমায় দেই।"

পেগ বলিল, "তোমার স্বাস্থ্যকামনায়।"

মৃদুস্বরে স্কুইয়ারস্ বলিল, "এটা ত বেশ বুঝতে পারছে দেখছি।"

সুরাপান করিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "তার পর, এস গল্প করা যাক্। তোমার বাত আজ কেমন?"

পেগ, স্কুইয়ারসের ভাবভঙ্গী, চেহারা প্রভৃতির তারিফ্ করিয়া বলিল যে, তাহার বাতের অসুখ আজ অনেক কম।

তখন স্কুইয়ারস বলিল, "তার কারণটা কি? বাতের হেতু কি? তারা কি বলে? মানুষের বাত হয় কেন?"

পেগ তাহা জানিত না। বলিল যে, বাত এড়াইতে পারা যায় না বলিয়াই বাত মানুষকে আশ্রয় করে।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "হাম, বাত, কাসি, জ্বর, আমবাত সবই দার্শনিক মতানুসারে একই কারণে হয়। জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী হচ্ছে দর্শন শাস্ত্র, পার্থিব বস্তুগুলিও তাই। পার্থিব বস্তু সমূহের কোন একটা স্ক্রু যদি আলগা হয়ে যায়, তা হলেও তাকে দার্শনিক তত্ত্ব বলতে হবে। আমি দর্শন-শাস্ত্র বুঝি ভাল। কোন ছেলের বাপ মা যদি সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অঙ্ক শাস্ত্রের ক্লাসে কোন প্রশ্ন করেন, আমি গম্ভীরভাবে বলি, 'মশাই, আপনি কি এক জন দার্শনিক পণ্ডিত?' তিনি বলেন, 'না, তা নই।' তখন আমি বলি, তা হ'লে মশাই, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তখন বাপ-মা চ'লে যান।"

স্কুইয়ারস্ পেগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বোতলটি পেগের দিকে সরাইয়া দিল। সেও বোতলের অভ্যন্তরস্থ পদার্থের সম্মান রক্ষা করিল।

মিঃ স্কুইয়ারস বলিল, "এই ত চাই। এখন তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। প্রথম দিন তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তার চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্ছে।"

পেগ, মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু সে দিন তুমি আমায় ভয় দেখিয়েছিলে।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তাই না কি! সত্যি কথা, এক জন অপরিচিত লোক তোমার কাছে বসেছিল, সে তোমার কথা সব জানে, কেন একা এখানে আছ, তাও জানে, তা হ'লে ভয় হবারই কথা বৈ কি।"

পেগ অনুকূলভাবে মাথা নাড়িল।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "কিন্তু সত্যি আমি সব জানি। আমি জানিনে, এমন কিছু নেই। আমি এক জন আইনজীবী, স্লাইডার। আমার খুব নাম-ডাক আছে, পসারও আছে। অনেক পুরুষ ও মেয়েমানুষের আমি বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। যারা বিপদে পড়ে, আমি তাদের সাহায্য ক'রে থাকি। আমি—"

পেগ সহসা তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিল, "হা, হা, হা! তা হ'লে তার বিয়ে হয়নি? মোটেই বিয়ে হয়নি?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "না, বিয়ে হতেই পারে নি।"

পেগ বলিল, "এক জন যুবক মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে গেল?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তার সাম্‌নে থেকে। আমি শুনেছি, সে ছোকরা তার বাড়ীতে ঢুকে তাকে খুব প্রহারও দিয়েছে। লোকটা ম'রে যাবার মত হয়েছিল।"

পুরাতন মনিবের পরাজয়ে পেগ এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে, সে বলিল, "ভাল ক'রে সব কথাটা আমায় শোনাও। গোড়া থেকে সুরু কর। প্রত্যেকটি কথা আমি শুন্‌তে চাই। তুমি জান, কখন্ সে সেই বাড়ীতে গিয়েছিল?"

স্কুইয়ারস্ যেমন শুনিয়াছিল, তাহার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া আগাগোড়া ঘটনাটি বলিয়া গেল। সব শুনিয়া পেগ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

পেগ বলিল, "বুড়ো জন্ম-বিশ্বাসঘাতক। আমাকে নানা-রকম প্রলোভন দেখিয়েছিল, মিথ্যে আশা দিয়ে ভুলিয়েছিল। যাক্ সে কথা। তবু আমি তার সঙ্গে ভাল, সরল ব্যবহার ক'রে এসেছি।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তুমি খুব ভাল ব্যবহারই তার সঙ্গে ক'রে এসেছ। তার বিয়ে হলেও আরও ভাল ব্যবহার করতে। কিন্তু, স্লাইডার, তুমি ত এখন স'রে পড়েছ। একটা কথা তোমায় বলি, শোন। তার যে কাগজপত্র তোমার কাছে আছে, তার কোন্‌গুলো রাখবে, আর কোন্‌-গুলো পুড়িয়ে ফেল্‌বে, তাই তোমার এখন বিশেষ ক'রে দেখা উচিত।"

পেগ বেশ বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তার জন্য আর তাড়াতাড়ি কিসের?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তা বেশ! আমার তাতে দরকারই বা কি? তুমি আমায় বলেছিলে, তাই বল্লুম। আমি তোমার বন্ধু, সে জন্য তোমাকে পয়সা ব্যয় করতে হবে না।

তবে তোমার ব্যাপার, তুমিই বোঝ ভাল। কিন্তু এ কথা বলব, স্লাইডার, তুমি ভারী সাহসী।"

পেগ বলিল, "তার মানে? সাহসী হলুম কিসে?"

"আমার কথার মানে এই যে, আমি যদি তুমি হতুম, তা হ'লে এমন কাগজপত্র কাছে রাখতুম না, যাতে আমি ফাঁসী যেতে পারি। বিশেষতঃ যদি কাগজপত্র দিয়ে কিছু টাকা রোজগার করা যায়, তা হ'লে তাই করতুম। সেগুলো অকেজো, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতুম। দরকারী কাগজপত্র নিরাপদে রাখতুম। আমার কথা এই, সব কাগজ কাছে রেখে আমি বিপদকে ডেকে আনতুম না।"

পেগ বলিল, "তা হ'লে তুমি সেগুলো প'ড়ে দেখবে, চল।"

উপেক্ষাভরে স্কুইয়ারস্ বলিল, "না, আমার দেখবার দরকার নেই। অন্য কাউকে তুমি সেগুলো দেখিও, আর তাদের পরামর্শ নিও।"

স্কুইয়ারস্ বেশীক্ষণ তাহার ঔদাসীন্যভাব চালাইতে সাহস করিল না—পাছে সব হাতছাড়া হইয়া যায়। সুতরাং পেগ তাহাকে দুই একবার পীড়াপীড়ি করিতেই সে আর আপত্তি করিল না।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "বেশ, তা হ'লে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেও।"

পেগ দরজার দিকে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইল, তার পর দরজার খিলের উপর হাত রাখিল। তার পর ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া কয়লার স্তূপের অন্তরাল হইতে একটা ছোট বাক্স টানিয়া বাহির করিল। বাক্সটি স্কুইয়ারসের পদতলে ভূমির উপর রাখিয়া, সে শয্যার তলদেশ হইতে চাবী বাহির করিয়া আনিল। তার পর স্কুইয়ারস্‌কে ইঙ্গিতে বাক্স খুলিতে বলিল। স্কুইয়ারস্ আগ্রহভরে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না, ডালা খুলিয়া সে ভিতরের দলিলগুলি বিমূঢ়ের ন্যায় দেখিতে লাগিল।

তাহার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া পেগ বলিল, "যেগুলো অকেজো, তা আমরা পুড়িয়ে ফেলব, যা থেকে টাকা পাওয়া যেতে পারবে, তা আমরা রেখে দেব। যে সব দলিল থেকে লোকটাকে বিপদে ফেলা যেতে পারবে, প্রাণ ভেঙ্গে দিতে পারব, সেগুলো খুব ভাল ক'রে রাখব। সেই উদ্দেশ্যেই আমি ওখান থেকে এগুলো নিয়ে এসেছি।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমি ভেবেছিলুম, লোকটার উপর তোমার মোটেই দরদ নেই। তবে কিছু টাকাও সঙ্গে আননি কেন?"

পেগ বলিল, "কি বললে? কিছু কি?"

চীৎকার করিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "কিছু টাকা। আমার বিশ্বাস, মেয়েমানুষ আমার কথা শুনতে পায়। স্লাইডার, টাকা—কিছু টাকা!"

ঘৃণাভরে পেগ্ বলিল, "তুমি কি রকম লোক! টাকা চুরি ক'রে আনলে, আর্থার গ্রাইড সমস্ত পৃথিবী চুঁড়ে আমায় খুঁজে বের করত। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর কূপের তলদেশে যদি সে টাকা লুকিয়ে রাখতাম, তাও সে খুঁজে বের করত। না, না, তাকে আমি খুব ভাল ক'রে চিনি। তার গোপন জিনিষই আমি নিয়ে এসেছি। এমন জিনিষ চুরি গেছে, তা সে প্রকাশ করতে সাহস করবে না। লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষ হ'লেও সে চুপ ক'রে থাকবে। সে ভারী চতুর কুকুর, হৃদয়হীন, কৃতজ্ঞতাহীন কুকুর। প্রথমে আমাকে না খেতে দিয়ে রেখে, শেষে আমার সঙ্গে চালাকী করেছে। আমি যদি পারি, তাকে খুন করব।"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "বেশ কথা, খুব ভাল কথা। কিন্তু স্লাইডার, সকলের আগে বাক্সটাকে পুড়িয়ে ফেল। মনে রেখ, এমন জিনিষ রাখবে না, যা থেকে সব বেরিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং আগে টুকরো টুকরো ক'রে বাক্সটা ভেঙ্গে ফেলে আগুনে দেও। আমি ততক্ষণ কাগজগুলো প'ড়ে দেখি। তার পর তোমায় সব বলব।"

পেগ্ ইহাতে সম্মত হইলে, স্কুইয়ারস্ বাক্সটা উপুড় করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় কাগজপত্র ঢালিয়া ফেলিল। তার পর বাক্সটা পেগের হাতে দিল। স্কুইয়ারস্ বাক্স ভাঙ্গিবার ব্যাপারে বৃদ্ধাকে নিযুক্ত রাখিতে চাহে, সে তাহা হইলে অন্যমনস্ক হইবে।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ঠিক হয়েছে। এইবার টুকরোগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দেও। আচ্ছা, তা হ'লে আমি পড়তে আরম্ভ করি।" বাতিটা কাছে আনিয়া আগ্রহভরে স্কুইয়ারস্ দলিলগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা যদি বিশেষরূপে শ্রবণশক্তিহীন না হইত, তাহা হইলে সে যখন প্রথম দ্বারের কাছে গিয়াছিল, তখন দ্বারান্তরালে অবস্থিত দুই জন লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইত। তাহারা বুড়ীকে ভাল করিয়া জানিত, তাই তাহারা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দরজার হুড়কা বুড়ী লাগায় নাই। কারণ, উহার বন্ধনী অংশ ছিল না। আগন্তুক-যুগল নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

স্কুইয়ারস্ ও বৃদ্ধা এমন আত্মবিস্মৃতভাবে কাজ করিতেছিল যে, তাহাদের আগমন জানিতে পারিল না। উহারা ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকের অভাব, কক্ষতল সেঁত-সেঁতে, কাজেই তাহাদের পদশব্দ হইতেছিল না।

দুই জন নবাগতের মধ্যে এক জন ফ্রাঙ্ক চেরিবল, অপর জন নিউম্যান নগস। নগসের হাতে একটা ডাণ্ডা। উহা সে যে কোনও মুহূর্ত্তে স্কুইয়ারসের মস্তকে আঘাত করিবার জন্য আন্দোলিত করিতেছিল। ফ্রাঙ্ক তাহাকে তখন নিষেধ করিলেন। তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া স্কুইয়ারসের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। স্কুল-মাষ্টার যাহা পড়িতেছিল, তাহা তখন ফ্রাঙ্ক বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলেন।

পেগ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হা! হা! হা! ওটাতে কি লেখা আছে?"

পেগের দিকে কাগজখানা ছুড়িয়া দিয়া স্কুইয়ারস্ বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। ওটা একটা পুরোনো দলিল। ওটা আগুনে ফেলে দিতে পার।"

সে কার্য্য সমাধা করিয়া পেগ বলিল, "তার পর, ওখানা?"

"এগুলোও বাজে কাগজ—দরকার নেই, অগ্নিসাৎ ক'রে দেও।"

পেগ্ তাহাই করিল।

স্কুইয়ারস্ আর একখানা কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিল, "এটা একটা বিক্রীর দলিল। ওটা থাক্, যত্ন ক'রে রাখ। এর পর এটা থেকে আমি টাকা আদায় করতে পারব।"

পেগ বলিল, "তার পর, ওখানা?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "এটাও দরকারী। পল্লীগ্রামের এক জন ধর্ম্মযাজকের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট নেওয়া হয়েছে। কুড়ি পাউণ্ডের জায়গায় ৪০ পাউণ্ড। সঙ্গে দুখানা পত্র আছে, তা থেকে তাই বোঝা যায়। এটা থেকে টাকা আদায় হ'তে পারবে।"

সহসা পেগ বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল? ওটা কি?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "ও কিছু না, আমি দেখছি—"

নিউম্যান্ আবার ডাণ্ডা তুলিল। ফ্রাঙ্ক আবার তাহাকে নিষেধ করিলেন।

স্কুইয়ারস্ বলিল, "এখানা একটা দলিল—ভাল ক'রে রাখ। এ কাগজখানা বাজে, পুড়িয়ে ফেল। আঃ! 'মেডেলিন ব্রে—বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে বা বিয়ে হ'লে—এই মেডেলিন'—এটা পুড়িয়ে ফেল!"

বলিয়াই সে একটা পার্চমেণ্ট কাগজ তুলিয়া ধরিল। পেগ্ মুখ অপর দিকে ফিরাইতেই মাষ্টার কাগজখানা নিজের বুক-পকেটে তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিল। তাহার মুখে তখন বিজয়-গর্ব্ব।

স্কুইয়ারস্ বলিয়া উঠিল, "পেয়েছি! পেয়েছি! হুরে! চমৎকার মতলব! আমাদের জয়!"

পেগ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে অমন করিতেছে। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। নিউম্যানের হস্তকে আর নিবৃত্ত করা সম্ভবপর ছিল না। সেই ডাণ্ডা প্রচণ্ডবেগে স্কুইয়ারসের মাথার উপর আপতিত হইল। সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল—তাহার চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

৫৮

গৃহ হইতে বাহির হইবার দুইদিন পরে নিকোলাস নির্দ্দিষ্ট-স্থানে তাহার সঙ্গীকে লইয়া পৌছিল। বাল্যকালে এইখানে সে পরম সুখে জীবন যাপন করিয়াছিল। আজ সে দিনের স্মৃতি তাহার মনে আনন্দ ও বিষাদের সঞ্চার করিতে লাগিল।

এখানে আসিয়া সে স্মাইকের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। রোগীর মনে উৎসাহের সঞ্চার করিবার জন্য, তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য নিকোলাস চেষ্টার ত্রুটি করিত না।

এখানে আসিবার পর প্রথমতঃ স্মাইক হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিত। নিকোলাসের যে সকল স্থান বাল্যকালে প্রিয় ছিল, সেই সকল স্থানে স্মাইকের সহিত সে বেড়াইতে যাইত। তার পর একখানি টাটু-ঘোড়া-বাহিত গাড়ীতে করিয়া নিকোলাস স্মাইককে নানা স্থান দেখাইয়া আনিতে আরম্ভ করিল।

বাল্যকালে নিকোলাস্ কোন্ গাছে চড়িয়া পাখীর সন্ধান করিত, সে তাহা স্মাইককে দেখাইত। এইরূপভাবে প্রত্যহ স্মাইককে নানাস্থান দেখাইবার পর একদিন নিকোলাস স্থানীয় ধর্ম্ম-মন্দিরে গমন করিল। এখানে তাহার পিতার সমাধি ছিল। নিকোলাস গল্প করিল, একদিন কেট হারাইয়া গিয়াছিল, এক ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহার পিতা কেটকে কোলে করিয়া আনিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, যেখানে কেট ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানেই যেন তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সে বাসনা সফল করা হইয়াছিল।

সে সময় স্মাইক কিছু বলিল না। কিন্তু সেই রাত্রিতে স্মাইকের পাশে যখন নিকোলাস বসিয়াছিল, তখন তন্দ্রা-ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে স্মাইক তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

নিকোলাস বলিল, "কি হয়েছে বল? তোমার কোন সাধ থাকে ত বল? আমি তা পূর্ণ করব।"

স্মাইক বলিল, "আপনি তা করবেন জানি। আপনি অঙ্গীকার করুন, আমি যখন ম'রে যাব, যে গাছটা আপনি দেখিয়েছেন, ওর যতদূর কাছে পারেন, আমায় গোর দেবেন?"

নিকোলাস অঙ্গীকার করিল। স্মাইক পুনরায় ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিকোলাসের হাত তখনও সে ছাড়িয়া দেয় নাই।

পক্ষকালের মধ্যে স্মাইক এমন পীড়িত হইয়া পড়িল যে, নড়াচড়া করা তাহার সাধ্যাতীত হইল।

একদিন নিকোলাস স্মাইককে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিল—তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। পূর্ব্ব-দিবস সমস্ত রাত্রি নিকোলাস স্মাইকের জন্য জাগিয়াছিল, এজন্য সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের আসনে বসিয়া সহসা নিকোলাসের তন্দ্রা আসিল।

একটা চীৎকার শুনিয়া নিকোলাস জাগিয়া উঠিল। সে দেখিল, স্মাইক উঠিয়া বসিয়াছে। তাহার চোখ দুইটি যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, ললাটে স্বেদবিন্দু—তাহা

সর্ব্বদেহ থর থর কাঁপিতেছিল। সে নিকোলাসকে সভয়ে ডাকিতেছিল।

নিকোলাস তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "দোহাই ভগবানের! কি হয়েছে? ঠাণ্ডা হও, তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলে।"

তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্মাইক বলিল, "না, না, না! আমাকে জোরে ধ'রে রাখুন, ছেড়ে দেবেন না। ঐ দেখুন—ঐ গাছের পেছনে চেয়ে দেখুন।"

নিকোলাস সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কিছুই তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল না।

"ওটা তোমার খেয়াল্ স্মাইক। ও কিছু নয়। স্থির হও তুমি।"

স্মাইক বলিল, "আমি ঠিক জানি। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। আপনি বলুন, আমাকে ছেড়ে দেবেন না—আপনার কাছেই রাখবেন বলুন।"

নিকোলাস বলিল, "তোমায় আমি ছেড়ে দেব? শুয়ে পড়। দেখছ ত, আমি তোমার কাছেই রয়েছি। এখন বল ত, কি দেখেছ?"

নিম্নস্বরে স্মাইক বলিল, "আপনার মনে আছে কি, যে লোকটা আমাকে প্রথম স্কুলে দিয়ে আসে, তার কথা মনে আছে ত?"

"নিশ্চয়, খুব মনে আছে।"

"আমি গাছটার দিকে চাইতেই দেখি, সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।"

নিকোলাস বলিল, "আচ্ছা, তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখ। আচ্ছা, ধ'রে নিলুম, সে লোকটা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছে, তোমার দিকে চেয়ে দেখেছে; কিন্তু বল দেখি, এত কাল পরে তাকে দেখে তুমি চিনতে পারবে কি?"

স্মাইক বলিল, "নিশ্চয়। সে যে বেশে, যখন যে ভাবেই আসুক না, আমি তাকে চিনতে পারবই। তার কাপড়-চোপড় ময়লা—ধূলি-মলিন, ছেঁড়া, কিন্তু আমি দেখবামাত্রই তাকে চিনতে পেরেছি। আমি তাকে চিনতে পেরেছি দেখে, লোকটা ভড়কে গেছে মনে হ'ল। আমি দিনরাত তাকে স্বপ্ন দেখি। একদিনও তাকে ভুলিনি।"

নিকোলাস তাহাকে কত প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, কল্পনায় সে ঐ লোকটাকে দেখিয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে সে লোক নাই। কিন্তু স্মাইক কোনও মতেই তাহা বুঝিতে চাহিল না। নিকোলাস স্মাইককে পাহারায় রাখিয়া স্বয়ং চারি দিকে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু লোকটির কোনও পাত্তা পাইল না। অবশেষে সে স্মাইককে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্মাইকের বিশ্বাস অচল, অটল রহিল। সে যে ঠিকই সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল, এ বিষয়ে তাহার ধারণা অভ্রান্ত বলিয়াই সে মনে করিয়া রাখিল।

নিকোলাস ক্রমে বুঝিল যে, স্মাইকের জীবনের আর কোন আশাই নাই। তাহার দুঃখময় জীবনের সঙ্গী এবং তাহার সৌভাগ্য-জীবনের অংশীদারের জীবনের উপর যবনিকাপাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। যন্ত্রণা সামান্য বটে, অস্বস্তি অধিকও নহে, কিন্তু নিরাময় হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামে জীবনের স্ফূর্ত্তির কোনও প্রকাশ স্মাইকে ছিল না। তাহার দেহের ক্ষয় চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহার কণ্ঠের স্বর এত মৃদু হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার কথা অনেক সময়েই বুঝিতে পারা যাইত না। প্রকৃতি সম্পূর্ণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে মরিবার জন্য শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

একদা শান্ত হেমন্ত-প্রভাতে, চারি দিকে তখন অখণ্ড শান্তি বিরাজিত, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে সে সময় নিস্তব্ধ কক্ষ-মধ্যে মৃদু বায়ু-প্রবাহ প্রবেশ করিতেছিল, কোথাও কোনও শব্দ নাই—শুধু বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি—নিকোলাস রুগ্নশয্যাপার্শ্বে নিয়মিতভাবে বসিয়াছিল। সে বুঝিল, স্মাইকের চিরবিদায়ক্ষণ আসন্ন। স্মাইক তখন নিদ্রাচ্ছন্নভাবে শয্যায় শুইয়াছিল। নিকোলাস মাঝে মাঝে মাথা নত করিয়া তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস-শব্দ শুনিতেছিল। তখনও জীবন-প্রবাহ বহিতেছে কি না, ইহাই ছিল নিকোলাসের চিন্তার বিষয়। না, এখনও সে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে নাই।

সে ঐ ভাবে দেখিতেছে, এমন সময় স্মাইক নেত্র উন্মীলিত করিল। তাহার বিবর্ণ মুখে একটা শান্ত হাস্য-দীপ্তি প্রতিভাত হইল।

নিকোলাস বলিল, "ঘুমটা তোমার পক্ষে ভাল।"

উত্তর হইল, "এমন মধুর স্বপ্ন দেখেছি! চমৎকার সে স্বপ্ন!"

নিকোলাস বলিল, "কি রকম বল ত?"

পরপারের যাত্রী তাহার দিকে ফিরিল—তাহার বাহুর দ্বারা নিকোলাসের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল, "শীঘ্র আমি সেখানে যাচ্ছি!"

অল্প নীরবতার পর সে আবার বলিল, "মরতে আমার ভয় হচ্ছে না। আমি বেশ তৃপ্ত। এমন মনে হচ্ছে যে, আমি যদি সেরে উঠতে পারি, তাও আমি চাই না। আপনি বরাবর ব'লে এসেছেন, আমরা আবার মিলিত হব। এখন সেটা এত সত্য ব'লে আমার মনে হচ্ছে, কি আর বলব। কিন্তু আপনার কাছ থেকে চ'লে যেতে হবে ব'লে যে দুঃখ, তাও আমার সহ্য হবে।"

শেষ কথাগুলির সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠ, অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দৃঢ় বেষ্টন হইতে বুঝা গেল, বক্তার হৃদয় তখন কিরূপ আবেগভরে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; শ্রোতার অন্তর এই কথা-গুলিতে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহারও প্রকাশ্য প্রমাণের অভাব হইল না।

অবশেষে নিকোলাস বলিল, "তুমি ভাল কথাই বলছ, এতে আমার মনে সান্ত্বনাও আসছে, বন্ধু। তুমি বল যে, তুমি সুখী হয়েছ।"

"আগে আপনাকে একটা কথা বলব। আপনার কাছ থেকে কোন কিছু আমি গোপন করতে চাই না। এ সময়ে আপনি আমায় সে জন্য দোষ দেবেন না, তা আমি জানি।"

নিকোলাস বলিল, "আমি তোমায় দোষ দেব!"

"আমি নিশ্চয় জানি, আপনি তা করবেন না। আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আমার এমন পরিবর্ত্তন ঘটেছে কেন, এমন একা একা থাকি কেন। কেন, তা কি আপনাকে বলতে পারি?"

নিকোলাস বলিল, "যদি কষ্ট হয় ত ব'লে কাজ নেই। আমি শুধু তোমাকে সুখী করব বলেই জানতে চেয়েছিলুম।"

বন্ধুকে আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া স্মাইক বলিল, "তা আমি জানি—সে সময় আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। না ক'রে উপায় ছিল না, অথচ তাঁকে সুখী করবার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারতাম। আমার বুক ভেঙ্গে যেত—তবু আমি জানি, তিনি তাঁকে প্রাণভরে ভালবাসেন—ও! আমি ছাড়া কে তা সকলের আগে জানতে পেরেছিল?"

তার পর ধীরে ধীরে, একে একে সে যে সব কথা বলিল, তাহা হইতে নিকোলাস সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিল, এই মৃত্যুপথযাত্রী কিশোর, সমগ্র অন্তর দিয়া তাহার সহোদরা কেটকে ভালবাসিয়াছিল।

সে কেটের একগুচ্ছ কেশ সংগ্রহ করিয়াছিল, উহা তাহার বক্ষোদেশে বিলম্বিত ছিল। সেই সঙ্গে কেটের ব্যবহৃত দুই এক টুকরা ফিতাও ছিল। স্মাইক সকাতরে নিবেদন করিল যে, তাহার মৃত্যুর পর, নিকোলাস যেন উহা খুলিয়া লয়, অন্য কেহ যেন উহা দেখিতে না পায়। তার পর যখন তাহার দেহ কফিনে ন্যস্ত হইবে, সেই সময় অর্থাৎ সমাহিত করিবার সময় নিকোলাস যেন উহা পুনরায় তাহার গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়। তাহা হইলে উহা কবরে তাহার সহিত থাকিবে।

নিকোলাস জানু পাতিয়া বসিয়া সে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। তার পর তাহাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল যে, স্মাইক যেখানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিতে চাহে, সেই বৃক্ষতলেই তাহার দেহকে সমাহিত করা হইবে। উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল—পরস্পর পরস্পরের গণ্ডে চুম্বন প্রদান করিল।

স্মাইক মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "এবার আমি সুখী।"

সে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; জাগিয়া উঠিয়া মৃদু হাসিল। তার পর সুন্দর উদ্যানের কথা বলিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে বিস্তীর্ণ উদ্যান, তন্মধ্যে কত নর-নারীর মেলা, বালক-বালিকার সম্মেলন। সকলেরই মুখে আনন্দের আলোক-দীপ্তি; সে অস্ফুটস্বরে বলিল, উহা স্বর্গোদ্যান—তার পর তাহার শেষ নিশ্বাস পড়িল।

৫৯

যে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া রালফ, আহার্য্য গ্রহণ করিতেন, সেই ঘরে তিনি একা বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে, টেবলের উপর অনাস্বাদিত প্রাতরাশ পড়িয়াছিল, তাহারই পার্শ্বে পকেট-ঘড়ী টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিতেছিল। রালফের তখন কোনও দিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি এক হাতের উপর মাথা রাখিয়া নতদৃষ্টিতে চাহিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

তাঁহার মত নিয়মানুগ পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাঁহার শরীর ও মন যে অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁহার ভাব দেখিয়া তাহাই অনুমিত হয়।

তিনি আপন মনে বলিলেন, "এ কি ব্যাপার! কোনমতেই ঝেড়ে ফেলতে পাচ্ছি না—অনুক্ষণ যেন ঘাড়ে চেপে রয়েছে, কি এ? এমন ত কোন দিন আমার হয় নি। কল্পনা নিয়ে কাল কাটান ত আমার কোষ্ঠীতে লেখে না। তবে এমন হচ্ছে কেন?"

তিনি ললাটে হাত চাপিয়া ধরিলেন।

"প্রতি রাত্রিতেই এক দৃশ্য, বিশ্রাম নেই, ঘুমুতে পারিনে। যদি বা ঘুমিয়ে পড়ি, অমনি অবিচ্ছিন্ন স্বপ্ন—সেই সকল মুখ আমার চারিদিকে ঘিরে থাকে। যাদের দেখতে পারিনে, তাদের মুখ দেখি। জেগে যখন থাকি, তখনও তাই। কিসের ছায়া ঘিরে থাকে। না, আমার বিশ্রাম চাই। একরাত যদি পূর্ণ বিশ্রাম করতে পাই, তা হলেই আবার আগের মানুষ হব।"

বলিতে বলিতে তিনি টেবল সরাইয়া দিলেন, যেন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তাঁহার ঘোর বিতৃষ্ণা। ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ১২টা বাজিয়াছে।

তিনি বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! ১২টা বাজে অথচ নগ্‌স এখানে নেই? কোথায় হয় ত মদ খেয়ে প'ড়ে আছে। ওটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে যদি নিয়ে যায়, আমি কিছু টাকা ব্যয় করতে রাজি। ওটাকে আমি এড়াতে চাই। তবে আরও ভাল হয়, যদি লোভ দেখিয়ে ওকে আমার টাকাকড়ি চুরি করাতে পারি, তা হ'লে ওকে জেলে দেওয়া যায়। লোকটা বিশ্বাসঘাতক। কবে, কোথায়, কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা জানিনে; তবে আমার সন্দেহ হয়।"

আরও অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি পরিচারিকাকে নিউম্যান্ নগ্‌সের বাসায় তাহার সন্ধানে পাঠাইলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, গত রাত্রিতে নিউম্যান্ বাসায় ফিরে

নাই এবং বাসার অন্যান্য লোক তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

অবশেষে পরিচারিকা বলিল,"মশাই, নীচে এক জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্ম অপেক্ষা করছেন। তিনি বল্‌ছেন—"

ক্রুদ্ধভাবে চাহিয়া রাল্‌ফ্ বলিলেন, "কি বল্‌ছেন তিনি? আমি ত তোমাকে ব'লে দিয়েছি, কোন লোকের সঙ্গে আমি দেখা করব না।"

পরিচারিকা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "তিনি বল্‌ছেন যে, বিশেষ জরুরী কাজে তিনি এসেছেন। দেখা করাই চাই। আমি ভাবলুম, বোধ হয়—"

রাল্‌ফ্ বলিলেন, "কি বোধ হয়? তুমি গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছ দেখ্‌ছি। কার সঙ্গে আমার কিসের প্রয়োজন, এ সব বুঝি আলোচনা ক'রে থাক?"

"না, মশাই! আপনি মিঃ নগসের জন্ম চিন্তিত, আমি ভাবলুম, এই ভদ্রলোক হয় ত সে বিষয়ে খবর দিতে পারবেন।"

রাল্‌ফ্ বলিলেন, "আমায় তুমি চিন্তিত হ'তে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেছ? সবাই এখন আমার কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করে। কোথায় সে লোকটা? আমি এখনো নীচে নামিনি, সে কথা তাকে বলনি ত?"

পরিচারিকা বলিল যে, তিনি আপিস-ঘরেই আছেন। সে তাহাকে বলিয়াছে যে, তাহার মনিব এখন কাজে ব্যস্ত আছেন। যাহাই হউক, এখন সে সংবাদ দিতে যাইতেছে।

রাল্‌ফ্ বলিলেন, "থাক্, এখন আমি তার সঙ্গে দেখা করব। তুমি এখন রান্না-ঘরে যাও, সেখান থেকে নড়ো না। বুঝেছ?"

মুক্তি পাইয়া খুসীমনে পরিচারিকা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। যথাসম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া রাল্‌ফ্ নীচে নামিয়া গেলেন। নিউম্যানের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি মিঃ চার্লস্ চেরিবলকে দেখিতে পাইলেন।

রাল্‌ফ কোন সময়েই এই ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইতে রাজি ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, নিকোলাসের পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষাকর্ত্তার সম্মুখীন হইয়াছেন, ইহাতে প্রেতযোনি দর্শনের ন্যায় তিনি অন্তরে ভীত হইলেন। ইহাতে তাঁহার একটা উপকার হইল। তাঁহার অন্তরে বহুদিনের রুদ্ধ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সুপ্ত শক্তি সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল।

দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া রাল্‌ফ্ বলিলেন, "হুম্! এ আপনার অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ!"

ভাই চার্লস্ বলিলেন, "এবং অবাঞ্ছনীয়ও বটে। তা আমি জানি।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "লোক বলে, আপনি মূর্ত্তিমান সত্য। এখন যা বল্লেন, তা খাঁটি সত্য কথা। সুতরাং আমি তার প্রতিবাদ করব না। এই আগমন যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অতর্কিত। এর বেশী বলবার শক্তি আমার নেই।"

ভাই চার্লস বলিলেন, "মশাই, সহজ কথায় বলি—"

বাধা দিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "আমিও সরলভাবে বল্‌ছি যে, আমাদের আলোচনা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল, আরম্ভের সঙ্গে শেষ হলেই ভাল হয়। বুঝতে পাচ্ছি, আপনি কি বিষয়ে আলোচনা করতে চান, কিন্তু আমি তা শুন্‌তে রাজি নই। সরল কথা আপনি ভালবাসেন, আমিও তাই বলেছি। সামনে দরজা খোলা, তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমাদের উভয়ের গন্তব্য পথ পরস্পর-বিরোধী। আপনার পথ ধরুন, আমার পথে আমাকে নীরবে চল্‌তে দিন।"

ভাই চার্লস্ তাঁহার দিকে করুণাভরে চাহিয়া বলিলেন, "নীরবে! উনি নীরবে, শান্তিতে চল্‌তে চান!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "মশাই, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার বাড়ীতে আপনি অবশ্য বিলম্ব করবেন না। যে আপনার কোন কথায় কাণ দিতে রাজি নয়, তাকে কথা শুনিয়ে ফল যে কি হবে, তাও অবশ্য বুঝতে পারেন। আমি আপনার কোন কথাই শুনব না।"

দৃঢ় অথচ মৃদুভাবে ভাই চার্লস্ বলিলেন, "মিঃ নিকল্‌বি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এখানে এসেছিলাম—সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসেছি। এর আগে কখনো এখানে আসিনি, ভবিষ্যতেও কোন দিন আস্‌বার বাসনা রাখি না। আমি কি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলুম, তা আপনি অনুমান করতে পারেন নি। আমি ঠিক জানি, যদি তা জান্‌তেন, তা হ'লে আপনার ব্যবহার অন্য রকম হ'ত।"

রাল্‌ফ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সাধুচরিত্র বৃদ্ধ বণিকের সরল আননে কোনও ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি সহজভাবে রাল্‌ফের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ চেরিবল বলিলেন, "যে জন্য এসেছি, তা কি আপনাকে বল্‌তে পারি?"

শুষ্ককণ্ঠে রাল্‌ফ বলিলেন, "যদি ইচ্ছা করেন, ব'লে যেতে পারেন। ঘরের দেওয়াল আছে, তাদের কাছে বল্‌তে পারেন। ডেস্ক আছে, টুল আছে—তারা আপনার কথায় বাধা দেবে না—শুনে যাবে। বলে যান। আমার বাড়ী নিজের বাড়ী মনে করুন। আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসি। তার মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ হবে, তখন আমার বাড়ীর অধিকার আমায় ফিরিয়ে দেবেন।"

রাল্‌ফ কোটের বোতাম আঁটিলেন এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া নিজের টুপী তুলিয়া লইলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাল্‌ফ বাধা দিয়া বলিলেন, "একটা কথাও নয়। আপনি ধার্ম্মিক পুরুষ হলেও স্বর্গ-দূত হ'তে পারেন

ন। লোকের বাড়ীতে এসে, বাড়ীর অধিকারীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে কোন কথা শোনাতে পারেন না। দেওয়ালকে শুনিয়ে বলুন—আমাকে নয়!"

মস্তক আন্দোলিত করিয়া মিঃ চার্লস বলিলেন, "আমি দেবদূত নই, ভগবান্ তা জানেন। আমার ভুল-ভ্রান্তি আছে, আমি সামান্য মানুষ মাত্র। তবে সকল মানুষের মধ্যেই একটা গুণ বিদ্যমান, তার নাম দয়া—করুণা। করুণাপরবশ হয়েই আমি এখানে এসেছিলুম। আমাকে সে কথা বল্‌তে অনুমতি দিন।"

জয়দৃপ্ত হাস্য-সহকারে রাল্‌ফ বলিলেন, "আমি কারও প্রতি দয়া করি না। কাজেই আমি কারও কাছে তা চাই না। দয়া আমার কাছে পাবেন না, বিশেষতঃ যে আপনার শিশুসুলভ বিশ্বাসপ্রবণতার আশ্রয়ে আপনাকে বিচলিত করেছে, তার সম্বন্ধে আমার কিছুই করণীয় নেই। আমি তার যতদূর সর্ব্বনাশ করতে পারি, তা করব।"

গাঢ় কণ্ঠে মিঃ চার্লস বলিলেন, "যে আপনার কাছে দয়া চায়, তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন। এখন যদি আপনি আমার কথা না শুন্‌তে চান, এমন সময় আস্‌বে, যখন শুন্‌তেই হবে, তখন আপনি কি বল্‌বেন, তা আমি বুঝেই রেখেছি; কিন্তু তখন আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা আপনি করবেন। আপনার ভাইপো, মহৎচরিত্রের ছোকরা—সাধুপ্রকৃতি, মহৎচরিত্রের যুবা। আপনি কি, মিঃ নিকল্‌বি, তা আমি বল্‌ব না। কিন্তু আপনি কি করেছেন, তা আমি জানি। সংপ্রতি আপনি যে কাজ ঘাড়ে নিয়েছেন, তাতে যখন ব্যর্থ হবেন, তখন আমাদের কাছে আস্‌বেন—আমি, আমার ভাই নেড ও টিম্ লিংকিন্‌ওয়াটারের কাছে যাবেন। তখন সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌ব। তাড়াতাড়ি আস্‌বেন, বিলম্ব হ'লে ফল ভাল হবে না। কিন্তু তখন মোলায়েম কথা হয় ত শুন্‌তে পাবেন না। আমি এসেছিলুম করুণাপরবশ হয়ে। এখনো আমি সেই মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে সব কথা আপনাকে জানাতে চাই।"

টুপী মাথায় দিয়া মিঃ চার্লস রাল্‌ফের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া আসিলেন। রাল্‌ফ তাঁহার গতিশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না। তার পর বিদ্রূপভরে হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমাকে দয়া দেখাতে এসেছেন! ফুঃ! নির্ব্বোধ বুড়ো পাগল হয়ে গেছে দেখছি!"

কিন্তু রাল্‌ফ যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে একটা অমূর্ত্ত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নিউম্যান নগ্‌সের কোনও সংবাদ নাই। অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতীক্ষায় থাকিয়া দুশ্চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তার পর সোজা মিঃ স্নলের বাসায় গিয়া পৌঁছিলেন। তাহার পত্নী রালফের সহিত দেখা করিল। রালফ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার স্বামী বাড়ী আছে কি না?

মিসেস্ স্নলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "না, নেই। তা ছাড়া শীঘ্র তিনি বাড়ী ফিরবেন, তাও মনে হয় না।"

রালফ বলিলেন, "আপনি জানেন, আমি কে?"

"তা জানি বৈ কি—ভাল রকমই জানি। তিনিও বেশ জানেন। এ কথা বল্‌তে হ'ল ব'লে আমি বড়ই দুঃখিত।"

রালফ বলিলেন, "আপনি তাকে বলুন গিয়ে যে, আসবার সময় জানলার কাছে আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। তার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে। শুন্‌তে পাচ্ছেন আমার কথা?"

মিসেস্ স্নলে রালফের কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "শুন্‌তে পাচ্ছি বৈ কি।"

রালফ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি জানি, এ মেয়েমানুষটা ভণ্ড। কিন্তু জান্‌তাম না, মেয়েমানুষটা মদ খেয়েছে।"

মিসেস্ স্নলে তাহার পরিপুষ্ট দেহ দ্বারা দরজা আগ্‌লাইয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন! ভেতরে যাবেন না। অনেক রকম কাজের কথা আপনি আমার স্বামীকে এর আগে বলেছেন। আমি তাঁকে বরাবরই বলেছিলুম, আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে কাজ করলে ফল কি দাঁড়াবে। হয় আপনি নয় ঐ মাষ্টারটা, দুজনের এক জন চিঠিটা জাল করেছিলেন। কথাটা মনে রাখবেন! আমার স্বামী ওসব করেন নি, সুতরাং তাঁর ওপর দোষ চাপাতে পারবেন না।"

ভীতভাবে চারিদিকে চাহিয়া রালফ বলিলেন, "চুপ কর তুমি, বাজে বকো না।"

স্নলে-পত্নী বলিল, "কখন্ কথা বল্‌তে হবে, কখন্ চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে, তা আমি জানি, মিঃ নিকলবি। অপর কাউকে কখন্ চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে, সেটা তার জেনে রাখা দরকার।"

রালফ বলিলেন, "ওরে বেটী! তোমার স্বামী যদি বোকার মত তোমার কাছে তার গোপন কথা ব্যক্ত ক'রে থাকে, তা হ'লে চুপ ক'রে থাক। তুমি শয়তানী!"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "তাঁর নিজের কোন গুপ্ত কথা নেই, অন্যের গুপ্তকথা। তোমার গোপন কথা তিনি জানেন। ও রকম ক'রে আমার দিকে চেয়ো না। অন্য সময়ে তোমার ও রকম দৃষ্টি কাজে লাগবে। এখন ওসব রেখে দেও।"

স্ত্রীলোকটির মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া যথাসাধ্য ক্রোধ দমন পূর্ব্বক রালফ বলিলেন, "তুমি তোমার স্বামীর কাছে গিয়ে বলবে কি যে, আমি জানি, সে বাড়ী আছে, আর তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই? তা ছাড়া আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবার তোমাদের কারণ কি, তাও জানতে চাই।

বলপূর্ব্বক আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া রমণী বলিল, "না, আমি বল্‌ব না।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করছ?"

"হ্যাঁ, তাই।"

রাল্‌ফ প্রহার করিবার উদ্দেশ্যে হাত তুলিলেন; কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া তিনি বকিতে বকিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। শাসাইয়া গেলেন যে, ইহার প্রতিফল তিনি দিবেন।

সেখান হইতে স্কুইয়ারস্ যে পান্থশালায় থাকিত, সেখানে তিনি গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মাষ্টার সাফল্যই লাভ করুক বা ব্যর্থমনোরথই হউক, এত দিনে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলেন, দশদিন হইল স্কুইয়ারস্ সেখানে অনুপস্থিত। তাহার জিনিষপত্র সেখানে আছে কি না, তাহাও কেহ বলিতে পারিল না।

সহস্র প্রকার বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া রাল্‌ফ ভাবিলেন যে, স্কুইয়ারস্ তাঁহার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাহার কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে কি না। আসল ব্যাপার বুঝিবার জন্য তিনি স্বয়ং লাম্বেথে গিয়া মাষ্টারের নিকট হইতে সব কথা জানিবার জন্য সংকল্প করিলেন। ইহাতে বিপদ ঘটিতে পারে, কিন্তু তখন তাঁহার মনের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, সকল প্রকার বিপদকে বরণ করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত। তদনুসারে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। পূর্ব্ববিবরণ অনুসারে তিনি স্কুইয়ারসের ঘর কোন্ দিকে, তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। সিঁড়ি বাহিয়া তিনি উপরে উঠিলেন।

ঘরের দরজায় বারবার করাঘাত করিয়া যখন কোনও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন, ঘরের মধ্যে কেহ নাই। তিনি একবার মনে করিলেন যে, মাষ্টার হয় ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এক একবার মনে হইল, তিনি যেন নিদ্রামগ্ন মাষ্টারের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাইতেছেন। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি বুঝিলেন, ঘরে কেহ নাই, তখন তাহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর তিনি উপবেশন করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, কোনও কাজে হয় ত স্কুইয়ারস্ গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে।

সিঁড়ি দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল, কিন্তু স্কুইয়ারসের দেখা নাই। বহুক্ষণ ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর রাল্‌ফ হতাশ হইলেন।

অবশেষে তাঁহার মনে হইল, প্রতীক্ষা করিয়া কোনও লাভ নাই। তখন তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। অন্য ভাড়াটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মিঃ স্কুইয়ারস্ কোথায়, সে জানে কি না। অবশ্য নিজের নাম গোপন করিয়া এখানে স্কুলমাষ্টার আসিয়াছিল, সে ছদ্মনাম রাল্‌ফ জানিতেন। সেই নামেই তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক জন ভাড়াটিয়ার কাছে রাল্‌ফ জানিতে পারিলেন যে, গত রাত্রিতে, সেই ব্যক্তি অপর দুই জন লোকের সহিত তাড়াতাড়ি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা এক বুড়ীর জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। উক্ত ভাড়াটিয়া এই সব ব্যাপারে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে সে তাহাদিগকে কোন প্রশ্ন করে নাই। পরেও সে কোনও সন্ধান লয় নাই।

এই সংবাদ পাইয়া রাল্‌ফ মনে করিলেন যে, পেগ স্লাইডারস্‌কিউয়ের উপর ডাকাতি হইবার আশঙ্কা জন্মিয়া থাকিবে। মিঃ স্কুইয়ারস্‌কে তাহার সহকারী বলিয়া সন্দেহও হয় ত হইয়া থাকিবে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আর্থার গ্রাইড হয় ত সব জানে। রাল্‌ফ তখন গ্রাইডের বাড়ীর দিকে চলিলেন। এইবার রাল্‌ফের মনে আশঙ্কা জন্মিল। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য নিশ্চয়ই কোনও নূতন চক্রান্ত হইয়া থাকিবে।

বৃদ্ধ কুসীদজীবীর গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, বাড়ীর বাতায়নগুলি রুদ্ধ। সমস্ত অট্টালিকা যেন জনমানব-বর্জ্জিত বলিয়াই মনে হইল। রাল্‌ফ দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তিনি একখানা কাগজে পেন্সিলে কিছু লিখিয়া ভিতরে ফেলিয়া দিবার সময় দেখিলেন, উপরের একটা জানালা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। উহার অন্তরাল হইতে গ্রাইডের মুণ্ড দেখা গেল। তাঁহাকে দেখিয়াই মুণ্ড অপসৃত হইল। রাল্‌ফ তাহাকে দেখিতে পাইয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

পুনঃ পুনঃ আহ্বানের পর সতর্কভাবে গ্রাইড আবার মাথা বাড়াইল। সে বলিল, "চুপ! এখান থেকে চ'লে যান!"

হাতছানি দিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে রাল্‌ফ বলিলেন, "নেমে এস!"

অধীরভাবে গ্রাইড বলিল, "চ'লে যান্ আপনি! আমার সঙ্গে কথা বল্‌বেন না। দরজায় ঘা মারবেন না। অন্য বাড়ীর লোকজন যেন শব্দ শুন্‌তে না পায়। আপনি চ'লে যান!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "শীঘ্র নেমে এস, নৈলে আমি চেঁচামেচি কর্‌ব। ও-রকম ক'রে লুকিয়ে আছ কেন, কুকুর?"

গ্রাইড বলিল,"আপনার সব কথা শুন্‌তে পাচ্ছি নে, কিন্তু কথা কইবেন না, তাতে বিপদ হবে। আপনি চ'লে যান।"

প্রচণ্ডস্বরে রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি নেমে এস, বল্‌ছি।"

গ্রাইড বলিল, "না—না!" সে মাথা সরাইয়া লইল। আর তাহার মূর্ত্তি দেখা গেল না।

"ব্যাপার কি? সবাই আমার কাছ থেকে স'রে দাঁড়াচ্ছে কেন? যারা আগে আমার পদলেহন কর্‌ত, তারা সবাই আমাকে ত্যাগ কর্‌ছে! তবে কি আমার দিন—আমার প্রভাব চ'লে গেছে? এ সব কি রাত্রির

আগমনের সূচনা? যাই হোক, ব্যাপারটা কি জান্‌তে হবে—যেমন ক'রেই হোক, সব জান্‌তে হবে। আমি এখন খুব শক্ত আছি—আগে কখনো এমন ছিলাম না।"

গ্রাইডের দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া তিনি সহরের দিকে চলিলেন। ক্রমে তিনি চেরিবল ভ্রাতাদিগের ব্যবসায়-কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজার কাছে টিম্ লিংকিনওয়াটারকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার নাম নিকল্‌বি।"

চশমার ভিতর দিয়া রালফকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি আপনাকে চিনি।"

রালফ প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের এখানকার এক জন লোক আমার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি কে?"

"মিঃ চার্লস্।"

"তা হ'লে তাঁকে বলুন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।"

ক্ষিপ্রগতিতে টুল হইতে নামিয়া টিম্ বলিলেন, "তাঁর দেখা পাবেন। শুধু তিনি নন, তাঁর ভাই মিঃ নেডএরও দেখা পাবেন।"

টিম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া রালফকে উভয় ভ্রাতার সম্মুখে লইয়া গেলেন। নিজেও তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিঃ চার্লস্‌কে লক্ষ্য করিয়া রালফ বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই।"

মিঃ চার্লস্ শান্তস্বরে বলিলেন, "আমার ভাই নেড ও টিম্ লিংকিনওয়াটার এ দু'জনের কাছে আমার কোন কিছু গোপন নেই।"

রালফ বলিলেন, "কিন্তু আমার আছে।"

মিঃ নেড বলিলেন, "মিঃ নিকল্‌বি, যেজন্য সকালে আমার ভাই চার্লস্ আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন, তা আমরা এই তিন জনই জানি। তা' ছাড়া অপর লোকও জানে। শীঘ্র আরও অনেকে তা জান্‌তে পারবে। অবশ্য সেটা দুঃখের বিষয় বটে ব্যাপারটা বড় দুঃখের বলেই আমার ভাই সকালে আপনার সঙ্গে নিজে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আপনার সম্বন্ধে সে রকম বিবেচনা করা সঙ্গত হবে না। আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে হ'লে, আমরা তিন জনই থাকব, নইলে কোন আলোচনাই হবে না, জানবেন।"

ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া রালফ বলিলেন, "আপনাদের কথা ধাঁধায় ভরা দেখছি। আপনারা দুই ভাই-ই সমান। আপনাদের কেরাণীও তাই দেখছি। বেশ, তা হ'লে আপনাদের কথাই থাক। যা বলবার বলুন। আমি আপনাদের খেয়ালমতেই চলব।"

আরক্তমুখে টিম্ বলিয়া উঠিলেন, "খেয়াল! চেরিবল ভ্রাতাদের সঙ্গে এই রকম কথা! শুনছেন আপনারা এঁর কথা?"

ভ্রাতৃযুগল একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "টিম্, অনুরোধ করি, ওরকম করো না।"

টিম্ উদ্ধত ক্রোধ সংবরণ করিয়া মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতে লাগিলেন।

চারিদিকে চাহিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "আমাকে কেউ ত বস্‌তে পর্য্যন্ত বল্‌লেন না। আমি নিজেই বস্‌লাম। কারণ, আমি পর্য্যটনে বড় শ্রান্ত হয়েছি। এখন বলুন, আপনারা আমাকে কি বল্‌তে চান? আমি বুঝতে পারছি, আমার কাজে আপনারা গোপনে হস্তক্ষেপ করেছেন, এটা অনেক দিন ধরেই আপনারা ক'রে আস্‌ছেন। আমি সোজা কথায় ব'লে রাখছি, পৃথিবীর লোক আমায় কি বলে, তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নই। আমার নামে কেউ ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করলে, তাও আমি গ্রাহ্য করিনে। একটা সোজা কথা জেনে রাখুন, আপনারা অন্যের প্ররোচনায় যত সহজে তার সঙ্গে দল পাকিয়ে বসেন, আমি তেমন লোক নই। তাই ব'লে রাখলাম, আমার কাছ থেকে কারুর সম্বন্ধে দয়া আপনারা প্রত্যাশা করবেন না।"

এমন প্রশান্তভাবে রাল্‌ফ কথাগুলি বলিলেন যে, অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ দশ জনের মধ্যে নয় জনই এমন মনে করিবেন যে, প্রকৃতই রালফের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

ভাই চার্লস বলিলেন, "বেশ কথা, মশাই, ভাল কথা। ভাই নেড, তুমি একবার ঘণ্টাটা বাজাও।"

মিঃ নেড বলিলেন, "একটু থাক, ভাই চার্লস। মিঃ নিকলবির কাছে একটা অনুরোধ, আমরা যতক্ষণ কথা বলব, তিনি কোন বাধা দেবেন না। এটা তিনি জেনে রাখুন।"

ভাই চার্লস বলিলেন, "ঠিক কথা—খুব ঠিক কথা।"

রাল্‌ফ হাসিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। এক জন লোক ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাল্‌ফ চাহিবামাত্র মিঃ নগ্‌সের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল।

তিক্তকণ্ঠে রাল্‌ফ বলিলেন, "সূচনাটাও চমৎকার দেখছি! আপনারা সরল, সাধুচরিত্র, সদাশয়, ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু আপনাদের প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় আমার আগেই জানা ছিল। যে লোক মদ পেলেই সব কথা ব'লে ফেলে, নিজের আত্মাকে বেচে ফেল্‌তে পারে, তাকে আপনারা হাত করেছেন। ওর সব কথাই ত মিথ্যাতে ভরা! বাঃ, চমৎকার সূচনা দেখছি!"

নগ্‌স বলিয়া উঠিল, "আমাকে বল্‌তে দিন! ওগো মশাই, শোন, বুড়ো নিকলবি, তুমি ওসব কি বলছ বল ত? আমাকে বলা হচ্ছে এই লোকটা! তা আমাকে এ অবস্থায় কে এনেছে? মদ পেলেই যদি আমি আত্মবিক্রয় করি, তা হ'লে আমি চোর, গাঁটকাটা, ডাকাত হইনি কেন? তোমার কাছে দুঃখের জীবন যাপন ক'রে এসেছি কেন?

আমার সব কথাই যদি মিথ্যা, তবে এতদিন আমাকে বিশ্বাস করা হয়েছিল কেন? মিথ্যাবাদী আমি! কবে মিথ্যা বলেছি বলতে পার? আমি বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার কাজ ক'রে এসেছি। আমি গরীব ব'লে তোমার কত কাজ আমি করে দিয়েছি। বিনিময়ে তুমি খালি আমায় গালাগালি দিয়েছ। আমি গরিব বলেই তোমার কাজ ক'রে এসেছি। আমার কিছু নেই, সব দরিয়ায় ডুবে গেছে, তা তুমি জানতে। আমি যদি অন্য জায়গায় কাজ করতাম, তা হ'লে আমার এমন দুঃস্থ অবস্থা থাকত না। তুমিই আমাকে ক্রীতদাসের মত রেখেছিলে। কেমন, এ সব অভিযোগ অস্বীকার করতে সাহস হয়?"

টিম বলিলেন, "অত রূঢ়ভাবে বলো না। তুমি ত বলেছিলে যে, তুমি বিচলিত হবে না।"

নিউম্যান বলিল, "হ্যা, তা বলেছিলাম। কিন্তু এখন আর বলবেন না। শোন নিকল্‌বি, তুমি অমন ক'রে আমাকে অগ্রাহ্য করো না। আমি তোমায় ভালই চিনি। একটু আগে তুমি বলছিলে, তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কিন্তু স্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল কে? গ্রাইডকেই বা কে পরামর্শ দিয়েছিল?"

রাল্‌ফ অসাধারণ শক্তিবলে আপনাকে সংযত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

নিউম্যান বলিল, "কেমন, এখন আমার কথা শুনবার মত মনের অবস্থা হয়েছে বোধ হয়? এই লোকটার মনে তার মনিবের সম্বন্ধে ঈর্ষা কে জাগিয়ে তুলেছিল? এই মনিব তার নিজের রক্তমাংসে গঠিত আত্মীয়ের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণ, এবং এক নির্দোষ কিশোরীর সর্বনাশসাধনের চেষ্টা করেছিল। তাতেই না তার ভৃত্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল? তাই আমি আজ এখানে। আমি এই ভদ্রলোকদের খুঁজে বের করেছিলুম। ওঁরা আমাকে খুঁজে আনেন নি। আমি ওঁদের বলেছিলুম, তোমার সব ষড়যন্ত্র ফাঁস ক'রে দিয়ে, যারা ধর্মপথে চলছে, তাদের রক্ষা করতে হবে। সে কাজ হয়েছে, তাই আজ তোমার মুখের উপর সব কথা ব'লে দিলাম। ব্যাস্, আমার যা বলবার বলেছি, অন্যের যা বলবার আছে, তাঁরা তা বলতে পারেন।"

নিউম্যান কথা শেষ করিয়া সোজাভাবে আসনে বসিয়া রহিল।

রাল্‌ফ একবার তাহার দিকে চাহিয়া, পদতলে পদাঘাত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ব'লে যান, ভদ্রমহোদয়গণ, ব'লে যান। আমি ধৈর্য্য ধ'রে সব শুনছি, তবে দেখতে পাচ্ছেন, বোধ হয়, আইন আছে, আইনের সাহায্য আমি নেব। এ জন্য আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে। যা বলবেন, সাবধান হয়ে বলবেন। আমি আপনাদের কাছে প্রমাণ চাইব।"

মিঃ চার্লস বলিলেন, "প্রমাণ প্রস্তুতই আছে। আমাদের কাছেই রয়েছে। কাল রাত্রে স্নলে সব স্বীকার করেছে।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "কে এই স্নলে? তার স্বীকার-উক্তিতে আমার কি?"

বৃদ্ধ চার্লস সে কথার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন যে, রাল্‌ফের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে, তাঁহাদের কাছে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। এই বলিয়া তাঁহারা একে একে সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাহা এইরূপ :—

স্মাইক স্নলের পুত্র নহে। স্নলে তাহা স্বীকার করিয়াছে। প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সে প্রমাণ খাঁটি সত্য। রাল্‌ফের প্রতিশোধস্পৃহা এবং স্কুইয়ারসের হিংসার ফলেই ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্নলে বিপদে পড়িবে বুঝিতে পারিয়া অবশেষে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। স্কুইয়ারস ও রাল্‌ফের গোপন ষড়যন্ত্র যখন চলিতেছিল, তখন নগস্‌কে অন্যত্র পাঠান হয়। কিন্তু স্কুল-মাষ্টারের উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য গোপনে ব্যবস্থা হয়েছিল। তাহার ফলে মিসেস্ স্লাইডারস্‌কিউর ব্যাপার প্রকাশ পায়।

আবার গ্রাইডকে বলা হয় যে, সে সাহায্য করিবে কি না। কিন্তু সে কোনও মতেই ঐ বৃদ্ধাকে গ্রেপ্তার করাইবার ব্যবস্থার অনুমোদন করে নাই। তখন ক্রমে প্রকাশ পাইল, একটা অপহৃত দলিল উদ্ধারের জন্য রাল্‌ফ ও স্কুইয়ারস একযোগে কাজ করিতেছে। আইনের সহায়তা গ্রহণ করা হইল। অপহৃত দলিল মেডেলিন ব্রে সংক্রান্ত, তাহা নিউম্যান গোপনে শুনিয়াছিল। অনুসন্ধান করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির হইয়া গেল। তার পর উপযুক্ত সময়ে ফ্রাঙ্ক ও নিউম্যান গোপনে স্কুইয়ারস্ ও পেগের কথোপকথন শ্রবণ করিল—কার্য্য লক্ষ্য করিল। তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা জানেন। মিঃ স্কুইয়ারস্ ও পেগ্‌কে কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়। স্নলের কাছে সে সংবাদ যাইবামাত্র সে ভীত হইয়া গোপন কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। সে পরিষ্কার স্বীকার করিল যে, স্মাইক তাহার পুত্র নহে—রাল্‌ফের প্ররোচনায় সে এ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্কুইয়ারসকে ম্যাজেষ্ট্রেট পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহার কাছে দলিল কিরূপে আসিল, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ সে হাকিমকে দিতে পারে নাই। কাজেই সে এখনও এক সপ্তাহের জন্য হাজতে আছে।

সমস্ত কথা শ্রবণ করিবার পর রাল্‌ফ মাথা তুলিয়া কি বলিতে গেলেন। তখন ভাই চার্লস বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি আজ সকালে ব'লেছিলাম যে, করুণা-পরবশ হয়ে আমি আপনার কাছে গিয়েছিলুম। এ ব্যাপারে আপনার কতখানি যোগাযোগ আছে, এতে আপনাকে বন্দী কতখানি বিজড়িত করবে, তা আপনিই ভাল জানেন। কিন্তু

হতভাগ্য বালকের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। আমি বা আমার ভাই, আপনাকে এ বিষয়ের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সাহায্য করতে পারব না। শুধু আপনাকে গোড়া থেকে সতর্ক ক'রে দিতে পারি, এইটুকুই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল। আপনি নিজেকে যাতে রক্ষা করতে পারেন, আগে থেকে তার অবকাশ ক'রে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আপনার মত এক জন বৃদ্ধ এ বয়সে লাঞ্ছিত হন বা শাস্তি পান—আপনার নিকট আত্মীয়ের দ্বারা সেটা ঘটে, এ আমরা চাই না—তা হ'তে দিতে আমরা পারি না। আপনি রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু সে যে সে রকম করবে, তা আমরা হ'তে দিতে চাই না। আমরা ৩ জনেই আপনাকে অনুরোধ করছি যে, লণ্ডন ছেড়ে আপনি অন্যত্র চ'লে যান—সেখানে আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন। সেখানে থেকে আপনি ভবিষ্যতে নিজের কৃত কার্য্যের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার প্রতিকার ক'রে যাতে ভাল লোক হ'তে পারেন, এই আমাদের কামনা।"

রাল্‌ফ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আপনারা কি মনে করেন, এত শীঘ্র আপনারা আমায় চূর্ণ ক'রে ফেলবেন? আপনারা কি মনে করেন যে, শত শত সুচিন্তিত কৌশল, শত শত সাক্ষী বা শত শত মিথ্যাবাদী কুকুর বা এমন শত শত তৈলসিক্ত বক্তৃতায় আমি বিচলিত হব? আপনাদের পরিকল্পনার কথা ব'লে দিয়েছেন ব'লে আমি কৃতজ্ঞ হলুম। আমাকে যে রকম লোক মনে করেছেন, আমি তা নই। চেষ্টা ক'রে দেখুন। আমি আপনাদের কথায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছি। আপনারা আমার অনিষ্ট-চেষ্টা ক'রে একবার দেখুন না। আমি আপনাদের গ্রাহ্য করি না।"

এইরূপে সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু প্রতীক্ষিত ভীষণ অবস্থা তখনও আসে নাই।

৬০

বাড়ী না গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া রাল্‌ফ সোজা পুলিস আপিসের দিকে চলিয়া গেলেন। এইখানেই স্কুইয়ারস ছিল। রাল্‌ফ ঠিক সময়েই গিয়াছিলেন। কারণ, অত্যল্পকাল পরেই স্কুইয়ারস্ এক সপ্তাহের জন্য হাজতে যাইবে। সে জন্য গাড়ী ভাড়া করিতে বলা হইয়াছে।

রাল্‌ফ বন্দীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলেন। একটি ঘরে উভয়ের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইল। সে এক জন পণ্ডিত লোক—বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এজন্য তাঁহাকে এই সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল।

স্কুইয়ারস্ তখন সুরাপানের পর নিদ্রিত ছিল। সহজে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তাহার মাথায় একটি ব্যাণ্ডেজ।

রাল্‌ফ বলিলেন, "তোমার মাথায় কি হয়েছে?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "এ আপনার লোকেরই কীর্ত্তি। সেই আমার মাথা ভেঙ্গে দিয়েছে। অতঃপর আপনি এসেছেন দেখছি।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি ত আমার কাছে খবর পাঠাও নি? আমি ত খবর জান্‌তাম না। এখন খবর পেয়েই এসেছি।"

চিক্কা তুলিতে তুলিতে স্কুইয়ারস্ বলিল, "আমার পরিবার! আমার মেয়ে, আমার ছেলে, যারা আমার পরিবারের গর্ব্বস্বরূপ, তারা এ ব্যাপারে কি ব্যথাই পাবে! আমার বংশের প্রদীপ্তসূর্য্য সমুদ্র-তরঙ্গে অস্তমিত হয়ে গেছে!"

রাল্‌ফ বলিলেন, "তুমি খালি মদ খেয়েছ। এখনও ভাল ক'রে ঘুমোও নি ব'লে যা তা বকছ।"

"আমি আপনার স্বাস্থ্য পান করিনি, সুতরাং ও বিষয়ে কোন কথা বলা আপনার শোভা পায় না।"

ক্রোধ দমন করিয়া রাল্‌ফ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, স্কুলমাষ্টার কেন তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরণ করে নাই?

স্কুইয়ারস্ বলিল, "তাতে আমার কি লাভ হ'ত? আপনি এ ব্যাপার জান্‌লে আমার কোন সাহায্যই করতেন না। ওরা যে জামিন দেবে, তাও এখন হবে না। ভাল ক'রে না জেনে শুনে জামিন দেবে না। কাজেই আমি হাজতে আছি, আর আপনি দিব্যি মুক্ত আছেন, হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন।"

রাল্‌ফ বলিলেন, "আর ক'দিন বাদে তুমিও আমার মত থাকবে। ওরা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।"

"আমি যদি সব কথা খুলে বলি, কেমন ক'রে ঐ বিশ্রী মেয়েমানুষটির কাছে আমি গিয়েছিলুম, তা যদি প্রকাশ ক'রে দেই, তা হ'লে ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না। আজ সকালে পাউডার-মাখা লোকটি আমায় বলেছিলেন, 'বন্দি! ঐ মেয়েমানুষটার সঙ্গে তোমাকে দেখা গিয়েছে, তোমার কাছে দলিল পাওয়া গেছে, ওর সঙ্গে তুমি অন্য কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলছিলে, এ সবের জন্য তুমি কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারনি। তাই তোমাকে আবার হাজতে রাখবার হুকুম দিলুম। সাত দিনের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে সব খোঁজখবর করা হবে—এখন তোমায় জামিন দিতে পারব না।' এখন আমি যদি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেই, যদি বলি যে, আমার মত লোক এ কাজ যে করেছে, তাতে আমার কোন দোষ নেই, তা হ'লে কি হবে? আমি বলব, আমার কোন দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল না, আমায় যিনি নিযুক্ত করেছিলেন, আমার বন্ধু মিঃ রাল্‌ফ নিকলবি সব জানেন। তাঁকেই ডেকে পাঠান হোক্। তিনিই আসল লোক, আমি নই।"

রাল্‌ফ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে কোন্ দলিল ছিল?"

"মেডেলিনের নামে যে দলিল, সেইখানাই ছিল।"

রাল্‌ফ প্রশ্ন করিলেন, "দলিলটা কি প্রকৃতির? কার উইল? কোন্ তারিখে সেটা হয়েছিল? তাতে মেডেলিনের কি উপকার হ'ত? কি রকম উপকার হ'ত?"

স্কুইয়ারস্ বলিল, "দলিলটা মেডেলিনের জন্যই হয়েছিল, এইটুকু জানি। আপনার মাথায় যদি লাঠি পড়ত, তবে তার বেশী আপনিও জানতে পারতেন না। আপনি যদি তখন ব'লে দিতেন যে, দলিলটা পুড়িয়ে ফেলো, তা হ'লে সব ছাই হয়ে যেত—আমার পকেটে সুস্থ অবস্থায় থাকত না।"

রাল্‌ফ বলিয়া উঠিলেন, "পদে পদে হেরে যাচ্ছি!"

স্কুইয়ারস্ তখন মদের মুখে ছিল। সে আবল-তাবল বকিয়া চলিল। ইতিমধ্যে রাল্‌ফ আত্মসংবরণ করিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইলেন যে, সে যদি কোন কথা না প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার কোন বিপদই হইবে না।

"আমি বলছি, ওরা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। বরং শুধু শুধু তোমায় বন্দী ক'রে রাখার জন্য তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে। এমনভাবে ব্যাপারটার গল্প গ'ড়ে তুলব যে, তোমার কিছু করতে পারবে না। যদি হাজার পাউণ্ড জামিন দরকার হয়, তাও ব্যবস্থা হবে। তোমাকে শুধু এই করতে হবে যে, তুমি কোন কথা প্রকাশ করবে না। আজ তুমি বড় বিচলিত, ভাল ক'রে আজ ঘুমিও। তার পর তোমার বুদ্ধি ফিরে আসবে।"

স্কুইয়ারস্ ধূর্ত্তের মত চাহিয়া বলিল, "ও! আমাকে ঐ রকম করতে হবে? তা হ'লে আমার দুই একটা কথা শুনে রাখুন। আমার সম্বন্ধে কোন বাজে গল্প রচনা করা হবে না। আর আমি তা ধ'রে থাকব না। যদি দেখি, ব্যাপার আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তা হ'লে আপনার অংশটা আপনাকেই ঘাড়ে করতে হবে, সেটা জেনে রাখুন। আপনি আমাকে বিপদের কথা বলেন নি। এ রকম বিপদ হবে ব'লে আমি কাজের ভার নেইনি। এ রকম নীরবেও আমি থাকব না। যদি আমার কোন অনিষ্ট না হয় বুঝি, আমি এই রকমই থাকব। তা যদি না হয়, তা হ'লে আমাকে বাঁচাবার জন্য যা দরকার হবে, আমি তা বলব। সেজন্য কারও উপদেশ আমি নেব না। আমার স্ত্রী, কন্যাপুত্রের ছবি আমার সামনে ভাসছে। সুতরাং আর কোন বিষয় বিবেচনাযোগ্য ব'লে আমি মনে করিনে।"

তাহার প্রলাপোক্তি কতক্ষণ চলিত, বলা যায় না, কিন্তু এই সময় গাড়ী আসায় তাহার কথায় বাধা পড়িল। যে পুলিস-কর্ম্মচারী তাহাকে লইয়া যাইবে, সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। মাষ্টার তাহার সঙ্গে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

রাল্‌ফ আপনমনে বলিলেন, "লোকটা দেখ্‌ছি আমার বিরুদ্ধেই যাবে। কাল পর্য্যন্ত সবাই আমার পা পূজো করেছে, আজ সবাই ফিরে দাঁড়িয়েছে। যাক্, এতে আমায় বিচলিত করতে পারবে না। এক ইঞ্চ আমি নড়ছি না। দেখি কে কি করে!"

তিনি বাসায় ফিরিয়া শুনিলেন, তাঁহার পরিচারিকা পীড়িত। ইহাতে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘরে বাতি জ্বালিয়া তিনি একা বসিলেন।

গতরাত্রি হইতে তিনি কোনও আহার্য্যই স্পর্শ করেন নাই। সারাদিন পর্য্যটনে তিনি শ্রান্ত। শরীর অবসন্ন বোধ হইল, আপনাকে তিনি পীড়িত বলিয়া মনে করিলেন।

রাত্রি দশটার সময় সদর দ্বারে কে করাঘাত করিল। পুনঃ পুনঃ করতাড়নার শব্দ শোনা গেল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

বাতায়নের কাছে দাঁড়াইয়া কেহ বলিল, "মিঃ নিকলবি, ভারী খারাপ সংবাদ। আপনি সোজা আমার সঙ্গে আসুন।"

স্বর শুনিয়া রাল্‌ফ বুঝিলেন, টিম লিংকিনওয়াটার কথা বলিতেছেন।

রাল্‌ফ বলিলেন, "কোথায় যেতে হবে?"

"আমাদের বাড়ীতে—যেখানে সকালে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে।"

"কেন আমি যাব?"

"কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না, শুধু আমার সঙ্গে আসুন।"

দরজা বন্ধ করিবার সংকল্প করিয়া রাল্‌ফ বলিলেন, "সকালবেলার আর একটা সংস্করণ হবে না কি?"

রাল্‌ফের বাহু ধারণ করিয়া টিম বলিলেন, "না, না। একটা ব্যাপার ঘটেছে, সেটা আপনার শোনা দরকার। অতি ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে, মিঃ নিকলবি। এ ব্যাপারের সঙ্গে শুধু আপনারই সংস্রব আছে। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে কি আমি আপনার কাছে আস্‌তাম?"

রাল্‌ফ তাঁহার দিকে নিবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিলেন। টিম্‌কে বিশেষভাবে তিনি উত্তেজিত অবস্থায় দেখিলেন। রাল্‌ফ কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

টিম্ বলিলেন, "কথাটা এখুনি আপনার শোনা দরকার —এর পর শুনলে চলবে না। শুনলে আপনি নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। ভগবানের দোহাই, আপনি আসুন!"

অন্য সময় হইলে হয় ত রাল্‌ফ এরূপ আবেদনে কর্ণপাত করিতেন না; কিন্তু এখন তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া হলঘরে টুপী আনিবার জন্য গমন করিলেন।

এ ঘটনার কথা টিমের এত মনে ছিল যে, পরে তিনি বলিয়াছিলেন, রাল্‌ফ যখন টুপী আনিবার জন্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতালের মত টলিয়া পড়িয়াছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া রাল্‌ফ যেরূপ বিবর্ণমুখে টিমের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা টিম কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। রাল্‌ফের দৃষ্টি যেমন শূন্যতাপূর্ণ, তেমনই উদ্দাম। টিম্ সে দৃষ্টি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

গাড়ীর মধ্যে কোনও কথা হইল না। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার পর রালফ টিমের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। একটি ঘরে দুই ভ্রাতা বসিয়াছিলেন। রালফ সেখানে নীত হইলেন। তাঁহাদের ব্যবহারে এমন একটা করুণার ভাব ছিল যে, তাহা দেখিয়া রালফ ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

আসনগ্রহণের পর রালফ অতিকষ্টে বলিলেন, "যা আপনারা আগে বলেছেন, তা ছাড়া আর আপনাদের কি বলবার আছে?"

যে ঘরে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত পুরাতন ও বৃহৎ। ঘরের সমস্ত অংশ তখন আলোকিত ছিল না। ঘরের এক প্রান্তের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল, রালফ দেখিলেন যে, এক জন লোক সেখানে বসিয়া আছে।

রালফ বলিলেন, "কে ওখানে ব'সে?"

ভাই চার্লস বলিলেন, "এই লোকটি দুই ঘণ্টা আগে আমাদের কাছে সংবাদ এনেছে। তার কাছে খবর পেয়েই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম। ও এখন ব'সে থাকুক, ওকে ডাকবেন না এখন, মশাই।"

ক্ষীণকণ্ঠে রালফ বলিলেন, "খালি ধাঁধা দেখছি। বেশ বলুন, মশাই!"

সেই ঘরের অদৃশ্য লোকটির জন্য রালফ্ অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। বার বার তিনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

উভয় ভ্রাতা মৃদুস্বরে আপনাদের মধ্যে যেন কি আলোচনা করিয়া লইলেন। তাঁহারা তখন অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। রালফ্ দুই তিনবার তাঁহাদের দিকে চাহিলেন। তার পর প্রচণ্ড শক্তিতে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা কি বলুন? এত রাতে বাড়ী থেকে আমাকে ডেকে এনেছেন, এখন কি বলবার আছে বলুন।" তার পর খানিক প্রতীক্ষার পর বলিলেন, "আমার ভাইঝি কি মারা গেছে?"

তিনি এমন একটি তারে ঘা দিলেন যে, ভ্রাতৃযুগলের পক্ষে কথা বলাটা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হইল। ভাই চার্লস তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন যে, মৃত্যু-সংবাদই তাঁহারা বিজ্ঞাপিত করিবেন সত্য, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ভালই আছেন।

রালফের দৃষ্টি সহজভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আপনারা তবে কি বল্‌তে চান যে, তার ভাই মারা গেছে? সেটা ত ভাল খবরই। আপনারা সে কথা অবশ্য বল্‌বেন না। সেটা যদি সত্য হয়, তবে আমি সে সংবাদ সানন্দে গ্রহণ করব।"

ভাই নেড্ বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্ আপনাকে! আপনি অতি কঠোরহৃদয় অস্বাভাবিক মানুষ! আমরা যে সংবাদ দেব, তার জন্য প্রস্তুত হন। আপনার যদি হৃদয় ব'লে কিছু থাকে, তা হ'লে সে সংবাদ শুনে আপনার মত মানুষও কেঁপে উঠবে। আপনাকে যদি বলি যে, এক জন হতভাগ্য গরীব বালক—যে কোন দিন বাপ-মায়ের বা অন্য কারও আদর পায়নি, যার জীবনে কোন দিন এতটুকু সুখস্মৃতির অবকাশ পর্য্যন্ত ছিল না, সেই নিরপরাধ, নিরীহ বালক—আপনার কাছে যে কোন অপরাধ করে নি, অথচ আপনি তার উপর ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ চরিতার্থ করতে ছাড়েননি; যদি আপনাকে বলা যায়, যার ওপর আপনার এত রাগ, সে আপনার অত্যাচারফলেই চূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার ভাইপোর উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার জন্যই, সেই বালক নানা যন্ত্রণা পেয়ে ম'রে গেছে! তা হ'লে আপনি কি জবাব দেবেন?"

রালফ বলিলেন, "আপনারা যদি বলেন, সে ম'রে গেছে, তা হ'লে আপনাদের আমি ক্ষমা করব। সে যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হ'লে আমি আপনাদের কাছে ঋণী—সারা জীবন ঋণী থাকব। আপনাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, কথাটা ঠিক। এখন তা হ'লে কে জয়লাভ করলে? এই কি আপনাদের সাংঘাতিক সংবাদ? দেখছেন ত, আমি এ খবর শুনে কি রকম বিচলিত হয়েছি? আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভালই করেছেন। সে ম'রে গেছে, এ খবরটা জানবার জন্য আমি কাদামাটী-অন্ধকার-পূর্ণ পথে হেঁটে একশ মাইল পর্য্যন্ত যেতে রাজি ছিলুম। এ সময়ে এ খবরটা পেয়ে আমি খুসীই হয়েছি।"

পৈশাচিক আনন্দে অভিভূত হইয়া রালফ ভ্রাতৃযুগলের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের সকলেরই আননে বিতৃষ্ণা, বিভীষিকার রেখা সত্ত্বেও এক প্রকার অবর্ণনীয় করুণার ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে।

রালফ্ বলিলেন, "ঐ লোকটাই এ খবর নিয়ে এসেছে। ও ভেবেছে, এ খবর শুনে আমি একবারে ধরাশায়ী হব—দুঃখে ভেঙ্গে পড়ব। হা, হা, হা! কিন্তু ওকে আমি ব'লে রাখছি, অনেক দিন ধ'রে আমি ওর পাশে কাঁটার মত জেগে থাকব। আপনারা দুজনে ওকে জানেন না, আমি জানি। ঐ হতভাগাটার প্রতি দয়া দেখিয়ে আপনারা পরে কি রকম শাস্তি ভোগ করেন, তা জানতে পারবেন।"

শুষ্কগর্ভ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "তুমি আমাকে তোমার ভাইপো ব'লে মনে করেছ। তাই যদি হ'ত, তা হ'লে তোমার ও আমার উভয়ের পক্ষেই ভাল হ'ত।"

মূর্ত্তি অন্ধকার গৃহকোণ হইতে উত্থিত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। রালফ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে নিকোলাস নহে, ব্রুকস্ দাঁড়াইয়া।

রালফ্ জানিতেন, ইহাকে ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তাহাকে কোন দিন ভয় করেন নাই। কিন্তু তাহার মুখের বিবর্ণ ভাব দেখিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তাহার দিকে অবিচলিতভাবে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"ও লোকটা এখানে কি ক'রে এল? আপনারা জানেন কি, ও এক জন দণ্ডিত আসামী—বদমাস—এক জন সাধারণ চোর?"

উভয় ভ্রাতা বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ নিক্‌লবি, ও যেই হোক, ওর কথা শুনুন।"

রালফ্ যন্ত্রচালিতবৎ ব্রুকের দিকে চাহিলেন।

লোকটা বলিল, "এই ভদ্রলোকরা যে ছেলেটির কথা বলছিলেন, সে—"

শূন্য দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রালফ্ বলিলেন, "সেই ছেলেটা—"

"যাকে আমি শয্যায় মৃত অবস্থায় দেখেছি, এখন যে কবরে আছে—"

কথার প্রতিধ্বনি করিয়া রালফ্ বলিলেন, "হঁ্যা, যে কবরে আছে!"

লোকটা তাহার নয়নযুগল তুলিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "সে তোমার একমাত্র পুত্র! ভগবান আমার সহায় হোন্!"

পূর্ণ নীরবতার মধ্যে রালফ্ দুই হাতে কপোলদেশ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এক মিনিট পরে তিনি হাত সরাইয়া লইলেন। জীবিত কোন মানুষ মুহূর্তমধ্যে এমন বিবর্ণ হইয়া যাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ব্রুক অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, রালফ্ তাহার দিকে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটি শব্দও নির্গত হইল না, একবারও শরীরের কোনও অঙ্গ সঞ্চালিত করিলেন না।

লোকটি বলিল, "ভদ্র মহোদয়গণ, আমার জন্য কোন কৈফিয়ৎ আমি দেব না। কৈফিয়ৎ দেবার অবস্থা অনেক দিন আগে গত হয়েছে। কেমন ক'রে এমন হ'ল, তা যদি জানতে চান, তা হ'লে আমি বলব, অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার পেয়েই আমার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আমি যে কাহিনী বলব, এটা তার একটা অংশ। আমি নিজেকে কোন রকমে রক্ষা করবার জন্য বানিয়ে কোন কথা বলব না। আমি দোষী।"

রালফের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল। তার পর অতি বিনীতভাবে বলিল—

"ভদ্র মহোদয়গণ, বিশ হ'তে পঁচিশ বছর আগে, যারা এই লোকটির সঙ্গে কাজকারবার করেছিল, তাদের মধ্যে এক জন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি শেয়াল শিকার ক'রে, মদ খেয়ে বেড়াতেন। এই রকম ক'রে তাঁর যা কিছু ছিল, সব তিনি উড়িয়ে দেন। তার পর তাঁর সহোদরার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাও উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এই দুইটি ভাই-বোনের বাপ-মা ছিল না। তাঁদের শৈশবেই তাঁরা গত হয়েছিলেন। বোন্‌টি সেই ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম চালাতেন। ভদ্রলোকের পৃষ্ঠপোষক তা করবার জন্যই হোক বা মেয়েটিকে বাধ্য করবার জন্যই হোক—আমি ঠিক জানিনে, উনি"—বলিয়া সে রালফ্‌কে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। "লিসেষ্টারশায়ারে, ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন, সেখানে অনেক সময় থাক্‌তেনও। ওঁরা একসঙ্গে অনেক রকম কাজ করতেন। উনি সেই জন্যই সেখানে যেতেন, মক্কেলের সুখ-সুবিধা দেখবার চেষ্টা করতেন—তখন সম্পত্তির অবস্থা খুবই খারাপ, যায় যায় অবস্থা—অবশ্য উনি নিজের লাভের জন্যই যেতেন। সেই ভদ্র মহিলা তখন কিশোরী ছিলেন না, যুবতী ও সুন্দরী ছিলেন বলেই আমি শুনেছি। তাঁর সম্পত্তিটি ছোটখাট ছিল না, ভাল সম্পত্তিই বটে। কিছু দিন বাদে উনি তাঁকে বিয়ে করেন। যে লোভ ও লাভের বশবর্ত্তী হয়ে উনি তাঁকে বিয়ে করেন, সেই উদ্দেশ্যবশেই বিয়েটা উনি গোপন রাখেন। ভদ্র মহিলার পিতার উইলে এই রকম সর্ত্ত ছিল যে, ভাইয়ের সম্মতি ব্যতীত তিনি যদি বিয়ে করেন, তা হইলে যে সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারিণী হবেন—কুমারী অবস্থায় থাকলে যার উপস্বত্ব তাঁর জীবিত-কাল পর্য্যন্ত থাকবে—তা বংশের অন্য লোকের হাতে চ'লে যাবে। টাকা বেশী না পেলে ভাই বিয়েতে সম্মতি দেবেন না, এটা ঠিক ছিল; কিন্তু মিঃ নিকলবি টাকা দিতে রাজি ছিলেন না। সুতরাং বিয়ের কথাটা গোপনই থাকল, বাইরে প্রকাশ পেল না। উনি প্রতীক্ষায় রৈলেন, ভদ্রলোক কবে ঘোড়া থেকে প'ড়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা যান, বা জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু ভদ্রলোকটির কিছুই হ'ল না। এই গুপ্ত বিবাহের ফলে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করল। ধাত্রীর কাছে ছেলেটিকে রাখা হ'ল। সে ধাত্রী অনেক দূরে থাকত। ছেলেটির মা দুই একবারমাত্র তাঁর সন্তানকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাও অতি গোপনে। ছেলের বাপ কোন দিন তাঁর সন্তানকে দেখেন নি। তিনি তখন শুধু অর্থের সন্ধানেই ফিরছিলেন। সে সময় তাঁর শালা পীড়িত, দিন দিনই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। কাজেই মিঃ নিকল্‌বির হাতের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ এগিয়ে আস্‌ছিল। সে ভদ্রলোকের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। অসুখ অবস্থায় ভদ্রলোক বেঁচেই রইলেন। মিঃ নিকল্‌বির পত্নী স্বামীকে পুনঃ পুনঃ বিয়ের কথা প্রকাশ করবার জন্য ব্যস্ত ক'রে তুললেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হলেন না। পল্লীভবনে সেই মহিলা একলাই থাকতেন। কারও সঙ্গে মিশতেন না। সঙ্গী শুধু মাতাল ভাই। মিঃ নিকল্‌বি লণ্ডনেই থাক্‌তেন—নিজের ব্যবসা চালাতেন। ক্রমে স্বামি স্ত্রীর মধ্যে কলহ বাড়িতে লাগল। এই রকমে বিয়ের পর সাত বছর চ'লে গেল। ভাইটি মারা যান যান, এমন অবস্থায় সেই মহিলা এক জন যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন।"

বক্তা নীরব হইল, রালফ্ কোন কথা বলিলেন না। ভ্রাতৃযুগল তাহাকে কাহিনীটি বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

বক্তা বলিয়া চলিল, "ওঁর নিজের মুখ থেকে আমি এই সব ঘটনা জান্‌তে পারি। কথাটা তখন গোপন ছিল না। ভাই এবং আরও অনেকে কথাটা জান্‌তে পারেন। আমাকে এ কথাটা জানান হয়েছিল, তার মানে আমার দ্বারা কোন কার্য্য উদ্ধার করা হবে। উনি পলাতকদের সন্ধানে যাত্রা করেন—কেউ বলে, স্ত্রীর এই লজ্জাজনক ব্যাপার থেকে উনি কিছু অর্থ সংগ্রহের সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তা নয়। উনি ভীষণ প্রতিশোধ নেবার জন্যই অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। কারণ, ওঁর স্বভাবই ঐ রকমের। উনি তাঁদের দেখা পাননি। মহিলাটি কিছু দিন পরে মারা যান। আমি জানিনে, উনি ছেলেটিকে ভালবাসবেন ব'লে কি না বা পাছে ছেলেটি মার হাতে পড়ে, সেটা বন্ধ করবার জন্য কি না, স্ত্রীর সন্ধানে যাবার আগে আমাকে দিয়ে উনি ধাত্রীর কাছ থেকে ছেলেটিকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তা আমি করেছিলাম।"

লোকটি ক্রমে কণ্ঠস্বরকে আরও বিনীত করিল এবং রালফ্‌কে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—

"উনি আমার সঙ্গে ভারী রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন, ঘোর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা সে দিন রাজপথে দেখা হবার পর আমি ওঁকে জানিয়ে দিয়েছিলুম। এ জন্য ওঁকে আমি ঘৃণা করি। ছেলেটিকে এনে আমি ওঁরই বাড়ীতে রাখি। সামনের উপরের ঘরেই তাকে রাখা হয়েছিল। উপেক্ষা এবং পরিচর্য্যার অভাবে ছেলেটি খুব রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। আমি তাই এক জন ডাক্তার ডেকে আনি। তিনি বলেন, ছেলেটিকে স্বাস্থ্যকর স্থানে না নিয়ে গেলে, সে ম'রে যাবে। সে কথা শুনে আমার মাথায় একটা ফন্দী আসে। আমি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলি। উনি তখন দেড় মাস অনুপস্থিত। উনি ফিরে এলে আমি ওঁকে জানালাম যে, ছেলেটি মারা গেছে, তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমাকে কেউ সন্দেহ করলে না। ওঁর যে সংকল্প ছিল, হয় ত তাতে উনি হতাশ হলেন, অথবা স্বাভাবিক যে স্নেহ ছিল, তার জন্য হয় ত ব্যথা পেয়ে থাকবেন। কারণ, কথাটা শুনে উনি সত্যই শোকার্ত্ত হয়েছিলেন। তখন আমি ঠিক করলাম যে, এক সময়ে গোপন কথাটা ওঁকে জানাব। কারণ, ওঁর কাছ থেকে টাকা আদায়ের মতলব আমার ছিল। অন্য লোকের মুখে আমি ইয়র্কশায়ারের স্কুলের কথা শুনেছিলাম। স্কুইয়ার্স্‌ নামে এক ব্যক্তির একটা স্কুলে আমি ছেলেটিকে রেখে আসি। তার নাম দিয়েছিলাম, স্মাইক। প্রতি বছর ২০ পাউণ্ড ক'রে আমি তার জন্য পাঠাতাম। এই রকম ক'রে ছ বছর আমি তার খরচা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা আমি কাকেও জানাইনি। কারণ, ছেলের বাপের সঙ্গে আমার ঝগড়া হওয়ায় আমি ওঁর কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার পর দেশ থেকে আমি নির্ব্বাসিত হই। ৮ বছর আমি বিদেশে ছিলাম। দেশে ফিরে এসেই আমি ইয়র্কশায়ারের স্কুলে খোঁজ নিতে যাই। সেখানে গিয়ে শুনলাম, ছেলেটি এক জন যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে। সেই যুবকের নাম, ছেলের বাপের পদবীযুক্ত। ছেলের বাপকে আমি খুঁজে বের করলাম। ওঁকে জানালাম যে, আমি কিছু টাকা পেলেই তাঁকে একটা ভাল খবর দেব। কিন্তু উনি আমাকে তাড়িয়ে দেন—কোন কথা শুনতে চান নি, বরং আমাকে শাস্তি দেবার ভয় দেখিয়েছিলেন। তার পর ওঁর কেরাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ক্রমে ক্রমে আলোচনা হ'তে হ'তে প্রকাশ পায়, ছেলেটির বাপ ব'লে যে লোকটা দাঁড়িয়েছে, সে তার বাপ নয়। এত দিন আমি ছেলেটির দেখা পাইনি। তার পর ওঁর কেরাণীর কাছ থেকে খবর পাই যে, ছেলেটির সাংঘাতিক পীড়া হয়েছে। সে কোথায় আছে, তাও জান্‌তে পারি। আমি সেখানে নিজে যাই। ছেলেটি সেই কি না, সেটা আমার জানা দরকার ছিল। সন্ধানে জানতে পারি, সেই ছেলেই স্মাইক। হঠাৎ আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। সে আমাকে দেখেই চিন্‌তে পারে। চিন্‌বার কারণও ছিল। তাকে আমি ভিন্ন দেশে দেখলেও চিনতে পারতাম। কয় দিন বাদে আমি যুবক ভদ্রলোকটির কাছে লিখে সব জানালেম। তখন জান্‌তে পারলাম, ছেলেটি মারা গেছে। সে ছেলেটি স্কুলে দেবার সময় আমাকে দেখেছিল, চিন্‌তেও পেরেছিল। ভদ্রলোকটির কাছে সে সব কথা বলেছিল। বাপের বাড়ীর ছোট ঘরে ছিল, সে ঘরটার বর্ণনাও দিয়েছিল। এই আমার কাহিনী। স্কুল-মাষ্টারের মুখোমুখি দেখা করতে আমি চাই। আমি সব প্রমাণ দিতে পারি। আমার কথা যে সত্য, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই পাপের ছাপ আমার আত্মার ওপর পড়েছে।"

দুই ভ্রাতাই বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগ্য মানুষ! এর কি প্রায়শ্চিত্ত তুমি করতে পার?"

সে বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমার কোন আশাই নেই। বুড়ো হয়েছি, দুঃখে কষ্টে আমার সব আশাই নিভে গেছে। এই স্বীকার উক্তিতে শুধু আমার যন্ত্রণাই বেড়ে চলেছে, শাস্তিও পাচ্ছি এবং পাব। তবে আমি সব সহ্য করতে প্রস্তুত। প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি দায়ে প'ড়ে যা কিছু করেছি, কিন্তু এই লোকটা তার নিজের দুষ্ট বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে নিজের ছেলেকেই অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে। এই পাপের শাস্তি আমাকেও স্পর্শ করেছে। এ জীবনে ত নয়ই, পরজীবনেও আমায় অসহ্য দণ্ড ভোগ করতে হবে।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই টেবলের উপর যে আলোকাধার হইতে আলোক নির্গত হইতেছিল, তাহা উল্টাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সমস্ত ঘরটা ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গেল। আর একটা আলো আনিতে কিছু বিলম্ব

হইল। আলো আসিলে দেখা গেল, রালফ নিক্‌লবি ঘরের মধ্যে নাই।

তাঁহারা ভাবিলেন, মিঃ রালফ হয় ত আবার ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তিনি আসিলেন না। তখন তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, রালফ যেরূপ নিঃশব্দে ও স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, তাহাতে হয় ত তিনি নিতান্ত অসুস্থ হইয়া থাকিবেন। এত রাত্রিতে তাঁহাকে আর ডাকিয়া আনা সঙ্গত নহে। ব্রুক সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা তখন স্থির হইল না। সকলেই সে রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে গেলেন।

৬১

পরদিবস নিকোলাস ফিরিয়া আসিল। স্মাইকের বিয়োগে নিকোলাস অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিয়োগ-দুঃখ সকলকেই বিচলিত করিয়াছিল।

সংবাদ শুনিয়া মিসেস্ নিক্‌লবি অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন, "আমার জীবনে তার বিয়োগদুঃখ ভুলতে পারব না। সে আমার এমন অনুরক্ত ভক্ত ছিল। আমাদের বাগানের জন্য কত যত্ন! এদিকে চাইলেই আমার বুক ফেটে যায়। তোমাকে সে বড় ভালবাসত, নিকোলাস। সুতরাং তোমার বুকে তার শোক তীব্র হবারই কথা। তোমার চেহারা বদ্‌লে গেছে, বাবা। কিন্তু আমার বুকে কি আঘাত লেগেছে, তা কেউ বুঝতে পারবে না।"

কেটও স্মাইকের বিয়োগবেদনায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। মেডেলিনও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মিস্ লা ক্রিভি সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "নিকোলাসকে একা ফিরে আসতে দেখে আমি অধীর হয়ে পড়েছি। কিন্তু নিকোলাস অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আত্মসংবরণ ক'রে রয়েছে।"

নিকোলাস বলিল, "তাই ত করা দরকার। কেমন, নয় কি? তার শেষ সময়টুকু যে সে শান্তিতে থাক্‌তে পেয়েছিল, এর জন্য আমি সান্ত্বনা লাভ করেছি। আমি সকল সময়েই তার কাছে থাক্‌তাম। সুতরাং আমার মনে ক্ষোভ নেই।"

নিকোলাস অত্যন্ত শ্রান্ত ছিল। সে শয়নগৃহে গিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। ঘুম ভাঙ্গিলে নিকোলাস দেখিল, কেট তাহার পাশে বসিয়া আছে।

কেট বলিল, "তুমি বাড়ী ফিরে এসেছ, এজন্য আমি বড় খুসী, দাদা।"

"কিন্তু কেট, আমার যে কত আনন্দ, তা ব'লে বোঝাতে পারছি না।"

"তোমার ফিরে আসার জন্য আমি, মা, মেডেলিন, সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিলাম।"

আরক্ত মুখে তাড়াতাড়ি নিকোলাস্ বলিল, "তোমার শেষ চিঠিতে লিখেছিলে, মেডেলিন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি যখন এখানে ছিলুম না, তখন তাঁর সম্বন্ধে চেরিবল ভ্রাতারা কি করবেন, তা কিছু বলেছেন কি?"

কেট বলিল, "না, কোন কথা হয়নি। ওঁকে বিদায় দিতে আমার ভারী কষ্ট হবে। দাদা, তুমিও বোধ হয় চাও না যে, উনি চ'লে যান।"

আবার নিকোলাসের আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। সহোদরার পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিকোলাস বলিল, "না, কেট, তা আমার ইচ্ছে নয়। তোমার কাছে আমি কোন কথা গোপন করব না। আমি তোমাকে সোজা ভাষায় বলছি, আমি তাঁকে ভালবাসি।"

কেটের চক্ষু-যুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিকোলাস সহোদরার বাহুমূল স্পর্শ করিয়া বলিল, "তুমি জান্‌লে, কিন্তু আর কাউকে এ কথা জানিও না। বিশেষতঃ তিনি যেন মোটেই জান্‌তে না পারেন।"

"দাদা!"

"হাঁ, ওঁকে বিন্দুমাত্র আভাস কখনও দিও না। অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হয় যে, এমন দিন আস্‌তে পারে, যখন আমি সরলভাবে তাঁকে আমার মনের কথা জানাতে পারব। কিন্তু সে দিন অনেক দূরে। বহু বছর সে জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। হয় ত তখন আমার যৌবন চ'লে যাবে, আমি এখন যেমন আছি, তখন তেমন থাক্‌ব না। অবশ্য তাঁকে ভালবেসে আমি আত্মজয় করতে পারব—সব আশাকে দাবিয়ে রাখব। অবশ্য তাতে বড় ব্যথা পাব, কিন্তু তবু তা করতে হবে। না, কেট! আমি এখানে যখন ছিলাম না, তখন চেরিবল ভ্রাতারা যে প্রচুর দয়া আমাদের দেখিয়েছেন, বেচারা স্মাইকের জন্য যা করেছেন, সর্ব্বদা তার স্মৃতি আমার মনে জেগে আছে! তাঁদের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে, তা আমাকে পালন করতেই হবে। সুতরাং প্রলোভনের বস্তুকে আমার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে হবে।"

বিবর্ণ মুখে কেট বলিল, "তুমি আর কিছু বলবার আগে আমি যা বলব, তোমাকে তা শুনতে হবে। সে জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি, কিন্তু বল্‌তে ভরসা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার সাহস হচ্ছে।"

বলিতে বলিতে কেট কাঁদিয়া ফেলিল।

নিকোলাস অবস্থা দেখিয়া শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল। অশ্রুধারার প্রাবল্যে কেট প্রথমতঃ কথা বলিতে পারিল না।

নিকোলাস বলিল, "বোকা মেয়ে, ধৈর্য্য ধর, মানুষের মত সাহস দেখাও! তুমি কি বল্‌বে, তা আমি বুঝতে পারছি। তুমি মিঃ ফ্রাঙ্কের কথাই বল্‌বে, কেমন, নয় কি?"

কেট সহোদরের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ।"

নিকোলাস বলিল, "তিনি বোধ হয়, তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন? তাই কি? হ্যাঁ। ভাল, ভাল। আমাকে এ কথা জানাতে কষ্ট পেতে হবে না। তিনি বিয়ের প্রস্তাব করেছেন ত?"

কেট বলিল, "কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।"

"বটে? কিন্তু কেন?"

কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "আমি তাঁকে বলেছি—তুমি যাকে যে কথা বলছিলে, তা শুনে, সেই কথাই বলেছি। আমি তাঁর কাছেও গোপন করতে পারিনি, তোমার কাছেও পারছি না—এর জন্য আমার বুকে ব্যথা লেগেছে। তবু আমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি তাঁকে সানুনয়ে বলেছি, তিনি যেন আর আমায় দেখা না দেন।"

সহোদরার করপল্লব স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিকোলাস বলিল, "এই ত আমার বোন কেটের মতই কথা! আমি জানতুম, তুমি প্রত্যাখ্যান করবে।"

কেট বলিল, "তিনি আমার সংকল্পে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ব'লে গেছেন, আমার সংকল্প যাই হোক না কেন, তিনি তাঁর পিতৃব্যদিগকে এবং তোমাকে খোলাখুলিভাবে সব জানাবেন। দাদা, আমি তাঁকে খুব জোর ক'রে বোঝাতে পারিনি যে, তাঁর ভবিষ্যৎ সুখ ও উন্নতির জন্য আমি সর্ব্বদা প্রার্থনা করছি। কিন্তু তাঁর প্রেম এমন নিঃস্বার্থ যে, জোর ক'রে সব কথা আমি জানাতে পারিনি। তোমার সঙ্গে কথা হ'লে, তুমি সব কথা ভাল ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে বলো। আমার ইচ্ছে যে, তিনি সেটা যেন ভাল ক'রে বোঝেন।"

নিকোলাস কোমল স্বরে বলিল, "কেট, তুমি যে আত্মত্যাগ করেছ, সে দৃষ্টান্ত দেখে আমিও কি স্বার্থত্যাগ করতে পরাঙ্মুখ হব? যা সত্য, যা ধর্ম্ম, যা সঙ্গত, সে কাজ আমি করব না?"

"না, তোমার অবস্থা যদি তাই হয়, তবে করবে বৈ কি; কিন্তু—"

"কিন্তু অবস্থা তাই। আমাদের উপকারী বন্ধুদের মেডেলিন নিকটাত্মীয় নন। কিন্তু তবু তিনি অন্তরঙ্গতার বন্ধনে ওঁদের কাছে আবদ্ধ। আমাকে ইস্পাতের মত দৃঢ় জেনেই তাঁরা মেডেলিনের সমগ্র ইতিহাস আমার কাছে ব'লে কাজের ভার দিয়েছিলেন। অবস্থার সুবিধা যদি আমি নেই, তা হ'লে সেটা ঘোর নীচতার কাজ হবে। তাঁরা ওঁকে নিজের মেয়ের মত মনে করে, তাঁকে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে চাইবেন। আমি সামান্য সাহায্য করেছি ব'লে যদি সেই সুযোগে তাঁর মন হরণ করি, তবে তার মত জঘন্য নীচতার কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। না, আমি আমার মনের অবস্থা মিঃ চেরিবলকে জানাব—তাঁকে অনুরোধ করব যে, এই তরুণীকে তাঁরা শীঘ্র অন্যত্র নিয়ে যান।"

"আজই, এত শীঘ্র?"

"বহু দিন ধ'রে আমি কথাটা ভেবে দেখেছি। সুতরাং কেন এ কাজ স্থগিত রাখব? যে দৃশ্য দেখে আমি ফিরে এসেছি, তা থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, তার ফলে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাকে আরও উৎকণ্ঠিত ক'রে তুলেছে। সেটা তাজা থাকতে থাকতে আমি ব্যবস্থা করতে চাই। না, কেট, তুমি আমাকে বাধা দিও না।"

কেট বলিল, "কিন্তু তুমি ত ধনী হ'তে পার।"

ম্লান হাস্য সহকারে নিকোলাস্ বলিল, "আমি ধনবান হব! কিন্তু যখন হব, তখন বুড়ো হয়ে যাব। ধনী হই বা গরীব থাকি, বুড়ো বা যুবা থাকি না কেন, আমরা পরস্পরের কাছে এক রকমই থাকব। তাতেই আমাদের মনের সন্তোষ। ধর, আমাদের দুজনের একই বাড়ী থাকবে। তাতে তুমি ও আমি কি নির্জ্জনতা অনুভব করব? এই ত সে দিন তোমাতে আমাতে একসঙ্গে খেলা করেছি, কেট! আর দুদিন বাদে তুমি ও আমি বুড়ো হয়ে পড়ব। তখন আমরা অতীতের দিকে চেয়ে দেখব—এখন যেমন অতীত বাল্যকালের কথা স্মরণ করি। তখন বিষণ্ণতা-পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে মনে হবে যে, কেমন ক'রে সে সময়ে আমরা বিচলিত হয়েছিলাম! হয় ত তখন, যখন আমরা বুড়ো হব—আমরা আমাদের যৌবনের কথা আলোচনা করব, আর ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জানাব যে, আমরা দুজনেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি—আমাদের জীবন তখন নিস্তরঙ্গ স্রোতোধারায় ভেসে যাবে। হয় ত, আমাদের কাহিনী জানতে পেরে, তখনকার তরুণ-তরুণীরা সহানুভূতি দেখাবার জন্য আমাদের কাছে আস্‌বে। আমরা তখন তাদের উপদেশ দিতে পারব। তারা বুড়া, চিরকুমার ও চিরকুমারীর কথা শুনে আশার আলো দেখতে পাবে।"

অশ্রুসিক্ত-নয়না কেট হাসিয়া উঠিল। সে অশ্রু দুঃখ-জনিত নহে।

খানিক পরে নিকোলাস বলিল, "কেট, আমি কি ঠিক পথে চল্‌ছি না?"

"খুব ঠিক, দাদা। তুমি যেমন চেয়েছিলে, সেই ভাবে কাজ করেছি ব'লে আমি যে কত সুখী, তা বল্‌তে পারব না।"

"তোমার অনুতাপ হচ্ছে না?"

কেট ঈষৎ খিন্ন কণ্ঠে বলিল, "না। যা সম্মানজনক, যা ন্যায়সঙ্গত, তার জন্য আমার দুঃখ হবে কেন? তবে এটা ঘটেছে ব'লে আমি দুঃখিত—অন্ততঃ সময় সময় আমার

তাই মনে হয়। যাক্, আমি কি বলছি, নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি দুর্ব্বলা নারী, দাদা। এতে আমি উত্তেজিত হয়েও পড়েছি।"

যদি সে সময়ে নিকোলাসের দশ হাজার পাউণ্ডের সঙ্গতি থাকিত, তাহা হইলে সহোদরার সুখের জন্য সে তখনই তাহার ব্যবস্থা করিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকোলাস সহোদরাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিল; উৎসাহ-জনক কথা বলিতে লাগিল। কেট তখন ভ্রাতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল যে, সে আর কাঁদিবে না।

নিকোলাস গর্ব্বভরে মনে মনে বলিল, "কেটের মত এমন অন্তর যার বোনের আছে, তার কাছে ঐশ্বর্য্য সম্পদ কত তুচ্ছ। কুবেরের ভাণ্ডারও সে অনায়াসে এমন বোনের জন্য ত্যাগ করতে পারে। সোনা-রূপা সেখানে ভারী। হৃদয় লঘুভার। ফ্রাঙ্কের টাকা আছে, আর কিছু তিনি চান না। কেটের মত এমন নারীরত্ন কোথায় তিনি টাকার বিনিময়ে পাবেন? কিন্তু অসমান বিয়েতে ধনী ভাবেন, তিনি স্বার্থত্যাগ করেছেন, অপর পক্ষ জয়ী হয়েছে! আমি যেন প্রেমিকের মতই ভাবছি বা গাধার মত চিন্তা করছি—দুইই সমান বোধ হয়।"

যে কার্য্যের জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছিল, এরূপ চিন্তা তাহার উপযোগী নহে মনে করিয়া নিকোলাস আপনাকে সংযত করিল। তার পর সে আপিসে গিয়া টিম্ লিংকিন-ওয়াটারের সঙ্গে দেখা করিল।

টিম্ বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, মিঃ নিকলবি! ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন! কেমন আছ তুমি? সব ভাল? তুমি সুস্থ আছ, এ খবর জান্‌তে চাই।"

দুই হাতে টিম্‌কে নাড়া দিয়া নিকোলাস বলিল, "খুব ভাল।"

টিম্ বলিলেন, "আঃ! কিন্তু তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ব'লে মনে হয়। ঐ দেখ, ডিক্ শব্দ করছে, শুনতে পাচ্ছ? কালো পাখীটা, তুমি চ'লে যাবার পর থেকে বড় অস্থির হয়ে পড়েছিল। তোমাকে ছাড়া ও থাক্‌তে পারে না। সে আমাকে যেমন ভাবে, তোমার সম্বন্ধেও তাই।"

নিকোলাস বলিল, "ডিক্‌কে তা হ'লে বুদ্ধিমান্ পাখী বলা চলে না। সে যদি আমাকে এমন যোগ্য ব'লে মনে ক'রে থাকে, তা হ'লে তার বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না।"

খাঁচার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া টিম্ নিজের অভ্যস্ত ভঙ্গী সহকারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই পাখীটা ভারী অদ্ভুত। সে মিঃ চার্লস, মিঃ নেড, তুমি ও আমি ছাড়া আর কাকেও বড় একটা লক্ষ্য করে না।"

টিম্ নিকোলাসের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া থাকিলেন; তার পর পাখীর চোখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আর আমি, শুধু তুমি আর আমি।" নিকোলাসের দিকে চাহিয়া, তাহার কর চাপিয়া ধরিলেন। তার পর বলিলেন, "আমার যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা আমি চেপে রাখতে জানিনে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে ছিল না, তবে বেচারা ছেলেটার সম্বন্ধে কতকগুলো ব্যাপার জানবার ইচ্ছে আছে। চেরিবল ভ্রাতাদের কথা সে কিছু বলেছিল কি?"

নিকোলাস বলিল, "হ্যাঁ, অনেকবার।"

নয়ন মার্জ্জনা করিয়া টিম বলিলেন, "ঠিক কাজই সে করেছিল। খুব ঠিক কাজ।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার নামও সে অন্ততঃ বিশবার বলেছিল। সে আমাকে বলেছিল, মিঃ লিংকিনওয়াটারের কাছে তার ভালবাসা যেন জানান হয়।"

ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে টিম বলিলেন, "না, না, তাই কি বলেছিল? বেচারা! সহরে তার কবর দিতে পারলেই ভাল হ'ত। বেচারা আমাকে ভালবাসা জানিয়ে-ছিল! আমি ভাবিনি, সে আমার কথা ভাববে। আহা বেচারা! তার স্নেহ ভালবাসা!"

টিম এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আর কোনও আলোচনায় তাঁহার পক্ষে যোগ দেওয়া অসম্ভব হইল। নিকোলাস সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। চেরিবল ভ্রাতার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল।

এতক্ষণ সে যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইতেছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ আয়াস ছিল, বহু যন্ত্রণাও সে জন্য তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। চেরিবল ভ্রাতা যে ভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে সে বিচলিত হইল। সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

মিঃ চার্লস বলিলেন, "আসুন, আসুন, মশাই! অভিভূত হ'লে চল্‌বে না। না, না। দুঃখকে সহ্য করতে হবে। মৃত্যুতেও অনেক সময় অনেক সান্ত্বনার উৎস থাকে। যত দিন বেচারা বালক বেঁচে ছিল, জগতে বেঁচে থাকার যোগ্যতা তত তার কম ছিল। নিজের দৈন্যের জন্য সে অত্যন্ত অসুখী ছিল। যা হয়েছে, ভালই হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি ভাল হয়েছে।"

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া নিকোলাস বলিল, "আমিও ঐ সব ভেবে দেখেছি। আমিও তাই অনুভব করেছি, সে কথা আপনাকে বল্‌তে পারি।"

চার্লস বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই। আমার ভাই নেড কোথায়? টিম্, আমার ভাই কোথায়?"

টিম্ বলিলেন, "তিনি হাঁসপাতালে গেছেন। মিঃ ট্রিমারসের ছেলে-মেয়েদের জন্য এক জন ধাত্রী ঠিক করতে গেছেন।"

"আমার ভাই নেড, চমৎকার লোক। আপনাকে দেখে সে খুব সুখী হবে। আমরা রোজ আপনার কথা আলোচনা করতাম।"

নিকোলাস বলিল, "আপনাকে একা দেখে আমি ভারী সুখী হয়েছি। কারণ, একটা কথা আপনাকে জানাবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। কয়েক মিনিট সময় আপনি দিতে পারবেন?"

উদ্বিগ্নভাবে নিকোলাসের দিকে চাহিয়া মিঃ চার্লস বলিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! ব'লে যান, কি বল্‌তে চান্ বলুন।"

নিকোলাস বলিল, "কি ক'রে কোথা থেকে আরম্ভ করব, তা ভেবে পাচ্ছি না। নশ্বর মানুষের মনে যদি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা সম্ভব হয়, তা হ'লে আমার মনে আপনাদের জন্য যে শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও ভক্তি-ভালবাসা আছে, সেটা বিশ্বাস করুবেন?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "সে বিশ্বাস আমার আছে। সে বিশ্বাসের জন্য আমি সুখী। কোন দিন তাতে সন্দেহ হয় নি, হবেও না।"

নিকোলাস বলিল, "আপনি বল্‌লেন ব'লে আমার সাহস বেড়ে গেল। আপনি প্রথম যখন বিশ্বাস ক'রে গোপন কাজের ভার দেন এবং মিস্ ব্রের কাছে পাঠান, তখন আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল যে, তাঁকে অনেক আগেই দেখেছিলাম, আর তাঁর সৌন্দর্য্য আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল যে, তা মুছবার নয়। আমি তাঁর সন্ধানের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলাম। তাঁর ইতিহাসও জান্‌তে পারিনি। তখন আপনাকে সে কথা বলিনি, তার মানে আমি বৃথা গর্ব্বে উৎসাহিত হয়ে ভেবেছিলাম, আমি মনের দুর্ব্বলতাকে জয় করতে পারব। আর কর্ত্তব্যের কাছে সকল রকম চিন্তাকে বিসর্জ্জন দেব।"

মিঃ চার্লস বলিলেন, "মিঃ নিকলবি, আপনি সুযোগ পেয়েও সে ন্যস্ত বিশ্বাসের অমর্য্যাদা ত করেন নি। আমি জানি, তা করেন নি।"

দৃঢ়তার সহিত নিকোলাস বলিল, "না, তা করিনি। অথচ আমি দেখছিলাম যে, আত্মসংবরণ, আত্মজয় করা দিন দিনই দুর্ঘট হয়ে উঠছিল। আমি তাঁর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি, বা তাঁর দিকেও চেয়ে দেখিনি, অবশ্য আপনারা কাছে থাক্‌লে তা হয় ত করতাম। মুহূর্ত্তের জন্যও আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি, এখনও তাই। কিন্তু এখন আমি দেখছি, অনবরত তাঁর সাহচর্য্যে থাকলে আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং যে সংকল্প ক'রে কাজে নেমেছিলুম, তা রাখতে পারব না। সংক্ষেপে বলছি, মশাই, আমার নিজের উপর আর বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই অনুনয় সহকারে জানাচ্ছি, অবিলম্বে আমার মা ও বোনের আশ্রয় থেকে তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যান। এই যুবতী আপনাদের আশ্রিতা। তাঁর সম্বন্ধে আপনাদের একটা ব্যবস্থা করবার বাসনা আছে। আমি যদি চিন্তাতেও তাঁকে ভালবাসি, তা হ'লে সেটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার কাজ হবে। সে কথা আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু আমি তাঁর জীবনের সব কথা জানি, তাঁর অবস্থা আমি দেখেছি। তাঁকে ভাল না বেসে থাকা সম্ভব নয়। আমি যখন প্রলোভন থেকে পালাতে পারছি না, নিজের মনকেও দমন করতে পারছি না, সকল সময়েই তিনি আমার চোখ ও মনের সামনে রয়েছেন, তখন তাঁকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া পথ কোথায়? আমি তা হ'লে হয় ত তাঁকে ভুল্‌তে চেষ্টা করতেও পারব।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক খানিক নীরবতার পর বলিলেন, "মিঃ নিকলবি, এ ছাড়া আপনার আর কিছু করবার নেই। এরূপ পরীক্ষায় আপনার মত যুবককে নিক্ষেপ করা আমার অন্যায় হয়েছিল। এটা গোড়া থেকেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ। মেডেলিনকে সরিয়ে নিয়ে যাব।"

"একটা নিবেদন আছে। আমার এই স্বীকৃতি যেন তিনি জান্‌তে না পারেন—তা হ'লে হয় ত তাঁকে কষ্ট পেয়ে আমার কথা স্মরণ করতে হবে।"

মিঃ চেরিবল বলিলেন, "সে বিষয়ে আমি সতর্ক হব। এই ত আপনার কথা? আর কিছু নেই ত?"

তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া নিকোলাস বলিল, "না! আর কিছু নেই।"

এই ত্বরিত উত্তরে যেন অনেকটা স্বস্তিলাভ করিলেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া মিঃ চার্লস বলিলেন, "বাকিটা আমি জানি। কখন্ আপনি এ খবর পেলেন?"

"আজ সকালে বাড়ীতে আস্‌বার পরই।"

"আপনার বোন এ কথা আপনাকে জানাবার পরই আপনি কর্ত্তব্যবোধে আমাকে জানাতে এসেছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, তাই। তবে মিঃ ফ্রাঙ্ককেও আমার এ বিষয়ে বলবার ইচ্ছে ছিল।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "কাল রাত্রে ফ্রাঙ্ক আমার কাছে ছিল। মিঃ নিকলবি, আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন। আবার আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

অতঃপর নিকোলাস বলিল যে, তাহার আশা আছে, সে যে সব কথা বলিল, তাহাতে কেট ও মেডেলিনের মধ্যে যে ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। নহিলে উভয়েরই মনে তীব্র বেদনা জন্মিবে। এ সকল ব্যাপার চুকিয়া গেলে, তাহার সহিত মিঃ ফ্রাঙ্কের যে বন্ধুত্ব হইয়াছে, তাহাও যেন বজায় থাকে। নিকোলাস সেই সঙ্গে সহোদরার সহিত তাহার এ বিষয়ে কি আলোচনা হইয়াছিল, তাহারও অধিকাংশ বিবৃত করিল। তাহারা স্বার্থবুদ্ধিকে জয় করিবে, এইরূপ ভাবে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও মিঃ চার্লসকে জানাইল। স্বার্থকে পরিহার করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী যথাসম্ভব শান্তিতে কাল-যাপন করিবার চেষ্টা

করিবে, এই কথাগুলি নিকোলাস যে ভাবে বলিল, তাহা শুনিয়া কোনও মানুষ অবিচলিত থাকিতে পারে না। তার পর নিকোলাস বলিল, চেরিবল ভ্রাতাদিগের কার্য্যে সে জীবন সমর্পণ করিয়াই চলিবে।

গম্ভীর নীরবতা সহকারে মিঃ চার্লস্ সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি তাঁহার চেয়ার এমন ভাবে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিকোলাস তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে পাইল না। তিনি যেরূপ স্বাভাবিকভাবে কথা বলিয়া থাকেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। আজ যেন তিনি একটু রুক্ষ ও বিরক্তভাবেই কথা কহিলেন—উহা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া অনুমিত হইল। নিকোলাসের আশঙ্কা হইল, সে হয় ত তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছে। সে কথার আভাস দিলে, তিনি শুধু বলিলেন, "না, না, ঠিকই হয়েছে।" ইহার অতিরিক্ত তিনি কিছুই বলিলেন না।

নিকোলাসের বক্তব্য শেষ হইলে, মিঃ চেরিবল বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক বড় নির্বোধ ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ছোকরা। এমন ব্যাপার যাতে আর না ঘটে, আমি তার ব্যবস্থা করব। আর এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নেই। এতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আধ ঘণ্টা পরে আপনি আমার কাছে আস্‌বেন। আপনাকে ভারী আশ্চর্য্য খবর শোনাব। আপনার জ্যেঠা মশাই আজ অপরাহ্ণে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, সে সময় আপনাকে থাকতে বলেছেন।"

নিকোলাস বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, আর আমাকেও থাকতে বলেছেন?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই। আধ ঘণ্টা পরে আপনি আস্‌বেন, তখন আপনাকে আরও খবর দেব।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিকোলাস তাঁহার সহিত দেখা করিল। তখন সে শুনিল, গত পূর্ব্বদিবস কি ঘটিয়াছিল। আজ রাত্রিতে রাল্‌ফ্ দেখা করিতে আসিবেন। সুতরাং নিকোলাস এখন বাসায় গিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেই ভাল হয়। নিকোলাস দেখিল, মিঃ চার্লস্ তাহার উপর বিরক্ত হন নাই, ইহাতে সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তবে তিনি তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন, যাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। সে ইহার হেতু খুঁজিয়া পাইল না।

৬২

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, চোরের মত শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন চরণে তিনি কোনও মতে রাজপথে পৌঁছিলেন। অন্ধ যেমন করিয়া চলে, তেমনই ভাবে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। চলিবার সময় প্রায়ই পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি কি যেন দেখিতে লাগিলেন। কেহ যেন তাঁহাকে তাড়া করিয়াছে, এমনই ভাবে রালফ্ অগ্রসর হইলেন। এইভাবে নগর পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি নিজের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, শীতার্ত্ত বাতাস তখন বহিতেছিল, বাতাসের বেগে আকাশের মেঘমালা দ্রুত সঞ্চালিত হইতেছিল। তাঁহার মনে হইল, একটা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার-স্তূপ অনুক্ষণ যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। কোনও মতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে না। বারবার তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই সঞ্চরণমান অন্ধকার-স্তূপের দিকে চাহিতেছিলেন।

একটা অনাবৃত সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া রালফকে পদাতিবাহন করিতে হইল। দরিদ্রগণ এইখানে সমাহিত হইয়া থাকে। এইখান দিয়া চলিবার সময় রালফের মনে পড়িল যে, তিনি একবার জুরির আসনে বসিয়াছিলেন। একটা লোক গলায় অস্ত্র দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই লোকটিকে এই সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া হয়। কতবার তিনি এই পথে গতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু কোনও দিন তাহার কথা রালফের মনে হয় নাই। আজ সে কথা কেন মনে পড়িল? সমাধিক্ষেত্রের লোহার বেড়া ধরিয়া তিনি লোকটির সমাধিস্থান দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

তিনি এইভাবে দেখিতেছেন, এমন সময় কয়েক জন লোক মত্তাবস্থায় গোলমাল করিতে করিতে সেই দিকে আসিল। তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে করিতে আরও কয়েক জন লোক তাহাদের সঙ্গে আসিতেছিল। সকলেই খুব স্ফূর্ত্তিতে ছিল, তন্মধ্যে এক জন কুব্জ লোক, আনন্দাতিশয্যে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পথের লোকজন হাসিতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখিয়া রালফেরও হাসি পাইল। তিনি এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার পার্শ্বের লোকটি বিস্ময়ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। দলটি চলিয়া গেলে, রালফ্ আবার একা হইলেন।

রাল্‌ফ্ আত্মহত্যাকারীর কবরটি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না বটে, তবে লোকটির চেহারা তাঁহার মনে পড়িল। বাড়ীর সন্নিহিত হইলে পর তাঁহার মানসপট হইতে ঐ চিন্তা অন্তর্হিতপ্রায় হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, তাঁহার বাড়ী আজ তাঁহার কাছে অত্যন্ত নির্জ্জন।

এই চিন্তা তাঁহার মনে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, বাড়ীর দরজা খুলিবার পূর্ব্বে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পর মনে হইল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, সমগ্র জগৎকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইবে—জগতের সহিত কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। অবশেষে তিনি সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কোথাও আলো ছিল না। বাস্তবিক, সমগ্র অট্টালিকা কি নির্জ্জন, কি ভীষণ!

তাঁহার সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি তদবস্থায় উপরে উঠিতে লাগিলেন। গৃহে না ফেরা পর্য্যন্ত তিনি কোন চিন্তা করিবেন না সংকল্প করিয়াছিলেন। এখন তিনি গৃহে ফিরিয়াছেন, এখন চিন্তা করা যাইতে পারে।

তাঁহার নিজের সন্তান—পুত্র! না, এ কাহিনীকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না। উহা সত্য; নিছক সত্য। হাঁ, সে তাঁহারই পুত্র। এখন সে মৃত। নিকোলাসের সম্মুখেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। সে নিকোলাসকে ভালবাসিত, দেবদূতের ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় কথা। তাহারা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। যখন বিশেষ প্রয়োজন, সেই সময়েই তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে এখন পাওয়া যাইবে না—সবই এখন প্রকাশ পাইবে, সকলেই সব কথা জানিতে পারিবে। যুবক লর্ড মৃত, তাঁহার সঙ্গী বিদেশে পলাতক, দশ হাজার পাউণ্ড একই নিশ্বাসে দরিয়ায় ডুবিয়া গিয়াছে। গ্রাইডের সহিত যে সর্ত্ত হইয়াছিল, জয়ের মুহূর্ত্তে তাহা ফাঁসিয়া গিয়াছে। তার পর যে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি সে জন্য বিপদগ্রস্ত হইবেন। তিনি যাহার উপর অত্যাচার করিতেছিলেন, নিকোলাসের সেই প্রিয়পাত্র, তাঁহারই সন্তান, কিন্তু সবই এখন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে। তিনি সকল বিষয়েই পরাজিত, লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

যদি তিনি জানিতেন, তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া আছে, যদি কোন প্রকার প্রবঞ্চনা না ঘটিত, তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে পুত্র বর্দ্ধিত হইত। হয় ত তিনি পুত্রের প্রতি ততটা মনঃসংযোগ করিতেন না, কঠোরস্বভাব পিতা তিনি হইতেন সত্য, কিন্তু কে বলিতে পারে তাঁহার মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিত না? তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সুখ ও শান্তি দিত, উভয়ে হয় ত সুখে দিনাতিপাত করিতে পারিতেন। এখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ ও পত্নীর পলায়নেই তিনি এমন কঠোরপ্রকৃতির লোক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, আগে ত তিনি এমন কঠোরস্বভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন না। নিকোলাসের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, শুধু সে সাহসী যুবক বলিয়া।

নিজের পরাজয় হেতু গ্লানির জন্যই নিকোলাসের উপর তাঁহার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। তিনি স্বয়ং পুত্রের পরিত্রাতা রক্ষক হইলেন না কেন? তাহাই ত হওয়া উচিত ছিল। তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া সাগ্রহে প্রতিপালন করাই ত তাঁহারই একমাত্র কর্ত্তব্য। জন্মাবধি সে পিতৃমাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহাকে পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত করাই ত তাঁহার অধিকার ছিল। মৃত বালক নিকোলাসকে ভালবাসিত, তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাই ত তাঁহার মর্ম্মান্তিক এবং অসহনীয় যন্ত্রণা। রুগ্নশয্যাপার্শ্বে নিকোলাস দাঁড়াইয়া, তাঁহার পুত্র তাহাকেই হৃদয়ের অন্তিম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছে, তাহারই বাহুর আশ্রয়ে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিয়াছে, এই চিন্তা রালফকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। তিনি দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিলেন। উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"আমায় পদতলে পিষ্ট ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে! হতভাগাটা ঠিকই বলেছে। রাত্রি সমাগত। তাহারা আরও জয়লাভ করিবে, তাহাকে বাধা দিবার কিছু নেই কি? তাহাদের দয়াকে উপেক্ষা করবার কোন পথ কি নেই? কে আমাকে এখন রক্ষা করবে?"

সেই মৃত ব্যক্তির চেহারা অকস্মাৎ তাঁহার মানস-দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, তাহার প্রসারিত, নিস্পন্দ দেহ তিনি যেন দেখিতে পাইতেছেন। নিস্পন্দ, প্রস্তর-কঠিন দেহ—সবই তাঁহার বেশ স্মরণ হইতেছে। মৃতের আত্মীয়রা আসিয়া যে সব কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, সবই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এক আঘাতে লোকটা মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে কোনমতে সেই কক্ষ হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিঁড়ি বাহিয়া সর্ব্ব-উচ্চতলের ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি সেইখানেই রহিলেন।

ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্যে আসবাবপত্র ছিল, কিন্তু এখনও একটা খাট ও শয্যা সেখানে আছে। সেই শয্যায় তাঁহার পুত্র এক সময় নিদ্রা যাইত। সে ছাড়া আর কেহ এ ঘরে কখনও বাস করে নাই। শয্যা হইতে বহুদূরে তিনি বসিয়া রহিলেন।

পথের আলোকরশ্মি ম্লানভাবে এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। বাতায়ন মুক্ত—আবরণহীন ঘরের সমস্তই সেই ম্লান আলোকে দেখা যাইতেছিল। অব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এখানে পড়িয়াছিল—পুরাতন, দড়িবাঁধা বাক্স, ভাঙ্গা ছবি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঘরের ছাদের একাংশ উচ্চ। সেই দিকটায় রালফ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। একটা বাক্স টানিয়া লইয়া তিনি তাহার উপর দাঁড়াইয়া ছাদের প্রাচীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কড়িকাঠের গায়ে একটা হুক দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। তিনি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

সেই সময় নিম্নে সদর দরজায় কেহ জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। তিনি ঈষৎ ইতস্ততঃ করিবার পর বাতায়ন খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কে ডাকিতেছে?

একটা কণ্ঠস্বরে উত্তর হইল, "আমি মিঃ নিকলবিকে খুঁজছি।"

"তাঁকে কি দরকার?"

উত্তর হইল, "মিঃ নিকলবি নিজে কথা বলছেন কি? সে রকম ত মনে হচ্ছে না।"

সত্যই তাই। কিন্তু রালফই কথা বলিতেছিলেন।

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, যমজ ভ্রাতা জানিতে চাহিয়াছেন, যে লোকটাকে রালফ আজ রাত্রিতে দেখিয়াছেন,

তাহাকে কি তাঁহারা আটকাইয়া রাখিবেন? সঙ্গতভাবে কাজ করিবার জন্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত, তাই তাঁহার মত জানিতে চাহিয়াছেন।

রালফ বলিলেন, "হ্যাঁ, কাল পর্য্যন্ত তাকে আটকে রাখা দরকার। তার পর তাঁরা যেন তাকে এখানে নিয়ে আসেন। আমি তাঁদের প্রতীক্ষায় নিশ্চয় থাকব।"

প্রশ্ন হইল, "কটার সময়?"

রালফ্ ভীষণ কণ্ঠে বলিলেন, "যখন ইচ্ছে। সন্ধ্যার দিকেই ভাল। যে কোন সময়। সব সময়ই আমার পক্ষে সমান হবে।"

লোকটা চলিয়া গেল। রালফ তাহার বিলীয়মান পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন। তার পর তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন সেই কৃষ্ণবর্ণ স্তূপ—যাহা তাঁহাকে পথে অনুসরণ করিয়াছিল, তাহা যেন বাড়ীর উপর আসিয়া জমিয়াছে।

তিনি আপন মনে বলিলেন, "এর অর্থ এখন বেশ বুঝতে পারছি। ইদানীং আমার অস্থিরতা, অনিদ্রা, এ সবের কারণ বেশ বুঝতে পারছি। মানুষ যদি তার আত্মাকে বেচে ফেলে, কতক্ষণ সে থাকতে পারে—আজ রাত্রে আর কতক্ষণ আমার সময় আছে!"

এমন সময় বাতাসে ঘটিকাযন্ত্রের শব্দ ভাসিয়া আসিল—একটা।

কুসীদজীবী বলিয়া উঠিলেন, "পুনর্জন্মের জন্ত বাজতে থাক—আনন্দভরে শব্দ করতে থাক। নরকে যে বিয়ে হয়, তারই জন্ত বাজতে থাক্। তাদের ডাক, যারা দেবতার মত নিষ্পাপ—তারা প্রার্থনা করবে, কারণ, তাদের স্বরূপ প্রকাশ পায় নি। আমার জন্ত গির্জ্জার ঘণ্টা বাজবে না, কোন বইও আমাকে প'ড়ে শোনান হবে না। আমাকে আবর্জ্জনাস্তূপের ওপর ফেলে দেও, সেখানে আমি পচতে থাকব এবং বাতাসকে দুর্গন্ধে কলুষিত ক'রে তুলব!"

উন্মত্তের মত চারি দিকে চাহিয়া, ঘৃণা, নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি শূন্যে মুষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলেন—তখনও আকাশ ঘনান্ধকারে পূর্ণ—তার পর বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৃষ্টি ও শিলাখণ্ড বায়ুতাড়িত হইয়া কাচ-বাতায়নে প্রতিহত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ুতাড়নে সমস্ত গৃহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। যেন অধীর হস্তে কেহ রুদ্ধ বাতায়ন চূর্ণ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু কাহারও হস্ত বাতায়ন মুক্ত করিল না।

* * * * * *

এক জন বলিল, "ব্যাপার কি? ভদ্রলোকরা বলছেন, ওঁদের ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। অথচ দু'ঘণ্টা ধ'রে ওঁরা ডাকাডাকি করছেন।"

আর এক জন বলিল, "তিনি কাল রাত্রে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন, এটা ঠিক। কারণ, ওপর থেকে তিনি নীচে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, শুনেছি।"

একদল লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। যে বাতায়নের কথা বলা হইল, উহা দেখিবার জন্ত কয়েক জন পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই দেখিল, বাড়ীর দরজা জানালা সবই রুদ্ধ। বাড়ীর চাকরাণী কাল গৃহে ছিল না। ইহাতে নানা জনে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে দুই তিন জন সাহসী লোক বাড়ীর পশ্চাদ্দিক্ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অন্যান্য সকলে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা একে একে প্রত্যেক কক্ষ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কাহারও দেখা পাইল না। এক জন বলিল, সর্ব্বোচ্চতলের ঘরটি দেখা হয় নাই। ঐ ঘরেই তাঁহাকে শেষ দেখা গিয়াছিল। সকলে শঙ্কা-কম্পিতহৃদয়ে সর্ব্বোচ্চতলের দিকে চলিল।

রুদ্ধ দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া ঘরের মধ্যে এক জন চাহিয়া দেখিল। তখনই সে সভয়ে পিছাইয়া আসিল।

"ভারী আশ্চর্য্য, দরজার পেছনে লুকিয়ে রয়েছেন! দেখ!"

সকলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এক জন তাড়াতাড়ি একখানা ছোরা লইয়া দোদুল্যমান দেহের রজ্জুবন্ধন ছেদন করিল।

পুরাতন একটা বাক্সের দড়ি লইয়া লৌহকীলকে ঝুলাইয়া দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ঠিক ঐ স্থানটিই শৈশবে প্রত্যহ দেখিত।

৬৩

এই ভীষণ ব্যাপারের আঘাত-বেদনা অনেকটা হ্রাস পাইবার পর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মেডেলিনকে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ফ্রাঙ্ক অনুপস্থিত, নিকোলাস ও কেট স্ব স্ব দুঃখকে জয় করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। মিসেস্ নিকোলাস কিন্তু এ দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এমন সময় মিঃ লিংকিনওয়াটার আসিয়া জানাইলেন, পরদিবস চেরিবল ভ্রাতাদিগের গৃহে সকলেরই ডিনারে নিমন্ত্রণ। শুধু নিকোলাস, কেট, মিসেস্ নিকল্‌বি নহেন, মিস্ লা ক্রিভিকেও যাইতে হইবে।

টিম্ চলিয়া গেলে, মিসেস্ নিকল্‌বি বলিলেন, "এর অর্থ ত বোঝা যাচ্ছে না।"

নিকোলাস হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার কি মনে হচ্ছে, মা?"

মাতা বলিলেন, "এই ডিনারের নিমন্ত্রণের অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি?"

নিকোলাস বলিল, "আমার মনে হয়, সে দিন আমরা পেট ভ'রে খাব, পান করব, তাঁরা আমাদের আদর দেবেন।"

"তুমি শুধু তাই মনে করেছ, বাবা ?"

"না, মা, তার চেয়ে গভীর অর্থে আমি প্রবেশ করতে পারিনি।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "তবে তোমাদের একটা কথা বলি, শোন। তোমরা সবাই বিস্মিত হবে; এই আমার কথা। ডিনার ভোজ ছাড়াও আরও কিছু আছে।"

নিকোলাস বলিল, "তার পর চা, আর নৈশ ভোজ।"

মিসেস্ নিকলবি বলিলেন, "আমি যদি তুমি হতুম, তা হ'লে এমন বাজে কথা বলতাম না। কারণ, সেটা উচিত হবে না। তোমাদের যোগ্য কথাও নয়। আমার বক্তব্য এই যে, শুধু ডিনারে খাওয়াবার জন্য মিঃ চেরিবল এমন ভাবে ডাকেন নি। যাক্—কলেন পরিচীয়তে। তোমরা অবশ্য এখন বিশ্বাস করবে না। অপেক্ষা ক'রে থাকাই সব চেয়ে ভাল। এ বিষয়ে তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি ব'লে রাখ্ছি, আমার কথাটা মনে ক'রে রেখ।"

ইহার পর সারাদিন-রাত্রি মিসেস্ নিকলবি উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষায় রহিলেন, কখন্ কোন্ লোক সংবাদ লইয়া আইসে যে, নিকোলাসকে ব্যবসায়ের অংশী করা হইয়াছে।

তিনি বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্যের বিষয়, মিস্ লা ক্রিভিকে তাঁরা বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করিয়াছেন। সত্যি এতে আমার তাক লেগে গেছে। অবশ্য তাঁকে নেমন্তন্ন করায় আমি খুসী হয়েছি, কারণ, মিস্ ক্রিভি বড় ভাল লোক।"

নিমন্ত্রণের দিন বেশভূষার পারিপাট্যসাধন কিরূপে করা যাইবে, সে সম্বন্ধে মাতা কন্যার সহিত পরামর্শ করিলেন।

প্রত্যাশিত দিবস আসিল। মিসেস্ নিকলবি যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত প্রসাধন শেষ করিলেন। মিস্ লা ক্রিভিও বেশভূষা করিয়া আসিলেন। নিকোলাস আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবে। চেরিবল ভ্রাতারা যে গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আরোহণ করিয়া চারিজন যাত্রা করিলেন।

পুরাতন গৃহ-সর্দার তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল। ড্রইংরুমে তাঁহারা নীত হইলেন। ভ্রাতৃযুগল সে ঘরে ছিলেন। তাঁহারা সমাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। কেট্ ভ্রাতৃযুগলের ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়াছিল। এরূপ সমাদর লাভের প্রত্যাশা সে করে নাই। কম্পিত-দেহা কেটকে মিঃ চার্লস হাত ধরিয়া ঘরের অপর প্রান্তে লইয়া গেলেন।

তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পর, মেডেলিনের সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়েছে, মা ?"

কেট বলিল, "না মশাই, একবারও হয়নি।"

"তার কাছ থেকে কোন চিঠিপত্রও পাওনি ?"

মৃদুস্বরে কেট্ বলিল, "একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলুম, এত শীঘ্র তিনি আমাকে ভুলতে পারবেন না।"

তাহার শিরোদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আঃ, তাই ত! ভাই নেড, এ থেকে তোমার কি মনে হয়? মেডেলিন মাত্র একখানা চিঠি লিখেছিল—মাত্র একখানা চিঠি। উনি মনে করেছেন, মেডেলিন এত শীঘ্র ওঁকে ভুলতে পারে না।"

নেড বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা—সত্যি, বড় দুঃখের কথা।"

উভয় ভ্রাতার মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। উভয়েই কেটের দিকে চাহিয়া পরস্পর পরস্পরের করকম্পন করিলেন। যেন কোনও বিষয়ের জন্য তাঁহারা কাহাকেও অভিনন্দিত করিতেছেন।

ভাই চার্লস বলিলেন, "আচ্ছা বেশ। ঐ ঘরে তুমি যাও, মা। ঐ যে দরজা দেখা যাচ্ছে, ঐ ঘরে। সেখানে দেখে এস ত, তোমার জন্য একখানা চিঠি আছে কি না। আমার মনে হচ্ছে, তার একখানা চিঠি যেন টেবলের উপর আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আস্বার দরকার নেই, প্রাণাধিকা। এখনও খাবার সময় হয়নি, সুতরাং ঢের সময় আছে।"

আদেশমত কেট চলিয়া গেল। কেটের সুন্দর দেহের গতিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিবার পর মিঃ চার্লস, মিসেস্ নিকলবিকে বলিলেন, "যে সময়ে ডিনার হবে, তার এক ঘণ্টা আগে আপনাদের আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কারণ, সামান্য একটু কাজের কথা আলোচনা করা যাবে ব'লে, ম্যাডাম। নেড, ভাই, এইবার তুমি কাজের কথাটা বল, আমাদের মতটা জানাও। মিঃ নিকলবি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

মিসেস্ নিকলবি, মিস্ লা ক্রিভি ও ভাই নেড সেখানে রহিলেন। নিকোলাস মিঃ চার্লসের অনুবর্ত্তী হইল। তিনি তাহাকে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। নিকোলাস বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। সে সেই ঘরে মিঃ ফ্রাঙ্ককে দেখিতে পাইল। সে জানিত, মিঃ ফ্রাঙ্ক তখন সাগর-পারে।

মিঃ চেরিবল বলিলেন, "যুবকগণ, পরস্পর করকম্পন কর।"

নিকোলাস নিজের হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "হুকুম না পেলেও আমি করতাম।"

নিকোলাসের কর দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আমিও।"

এই দুই সুন্দর যুবকের দিকে প্রসন্নভাবে চাহিয়া ভাই চার্লস্ মনে করিলেন যে, এমন সুন্দর যুবক-যুগল সহসা পাশাপাশি দেখা যায় না। কিয়ৎকাল তাহাদিগের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া মিঃ চার্লস আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,

"তোমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হোক। যদি তা আমার মনোবাসনা না হ'ত, তা হ'লে এ কথা বল্‌তাম না। ফ্রাঙ্ক, এদিকে চাও! মিঃ নিকল্‌বি, এদিকে আসুন।"

উভয় যুবক তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। মিঃ চার্লস্ একখানা কাগজ ডেস্কের টানা হইতে বাহির করিলেন।

তিনি বলিলেন, "মেডেলিনের মাতামহ যে উইল করেছেন, এটা তার নকল। তিনি তাকে ১২ হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছেন। সাবালিকা হ'লে অথবা বিয়ে করলে, সেটা সে পাবে। দেখা যাচ্ছে, এই ভদ্রলোক মেডেলিনের উপর রেগে গিয়েছিলেন। কারণ, সে তাঁর কাছে থাকতে চায় নি। বাপের পুনঃ পুনঃ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের জন্য, তিনি মেডেলিনকে নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছিলেন। সে তার মাতামহের কাছে না থাকায়, শেষকালে তিনি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে উইলের দ্বারা তাঁর সব টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন। শেষে বোধ হয় তাঁর অনুতাপ হয়েছিল। কারণ, সেই উইল করবার ৩ সপ্তাহ পরে তিনি আবার এই উইলটা করেন। জুয়াচোররা এটা জানতে পেরে শেষের উইলখানা তাঁর মৃত্যুর পর চুরি করে। কাজেই প্রথম উইলখানাই বলবৎ হয়ে পড়ে। আমরা পরে ঘটনাটা জানতে পারি। তার পর শেষ উইলখানা পাওয়া গেছে। যারা সাক্ষী ছিল, অনেক কষ্টে তাদের আবিষ্কার করা গেছে। শেষ দলিলের সর্ত্ত অনুসারে ১২ হাজার টাকা দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরিয়ে পাওয়া গেছে। মেডেলিন এখন এই টাকার মালিক। আমার কথা বুঝতে পারছ?"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন যে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। পাছে তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, এজন্য নিকোলাস কোন কথা না বলিয়া মাথা নত করিয়া থাকিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "এখন শোন ফ্রাঙ্ক, তুমিই এই দলিল উদ্ধার করেছ। টাকাটা নিতান্ত কম নয়—কিন্তু আমরা মেডেলিনকে ভালবাসি—সুতরাং আমরা এ কথা বলি যে, তুমি টাকাটা নিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হও। অন্য মেয়ে এই টাকার ৩ গুণ মূল্যসম্পন্ন হলেও, মেডেলিনকে তুমি বিয়ে করতে পার। তুমি তাতে রাজি আছ?"

"না, মশাই। আমি জিনিষটা উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলাম এই বিশ্বাসে যে, মেডেলিনকে আর এক জন ভালবাসে এবং মেডেলিন সেই যুবকের কাছে হাজার গুণে কৃতজ্ঞ। আর আমার বিশ্বাস, সে সেই যুবকের কাছে শুধু কৃতজ্ঞ নয়, তার হৃদয়ও তার কাছে বাঁধা। সুতরাং তার পাণিপ্রার্থনা আমি বা অপর কেউ করতেই পারে না। সম্ভবতঃ আমি এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে ধারণা করেছিলাম।"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া ভাই চার্লস্ বলিলেন, "ওটা তোমার স্বভাব। ফ্রাঙ্ক, তুমি কি ক'রে ভাবলে যে, টাকার জন্য আমরা তোমার বিয়ে দেব? যৌবন, রূপ, অন্যান্য সদ্‌গুণ যে প্রেমের দ্বারা লাভ করা যায়, তার পরিবর্ত্তে টাকা? মিঃ নিকল্‌বির বোনের কাছে তুমি প্রেম-নিবেদন করলে কোন্ সাহসে—আমাদের না জানিয়ে? অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য আমাদের না ব'লে কেন এমন করতে গেলে?"

"আমার আশা করতে সাহস হয় নি—"

"আশা করতে সাহস হয় নি! তা হ'লে আমাদের সাহায্যেরই ত আরো দরকার ছিল! মিঃ নিকল্‌বি, মশাই, ফ্রাঙ্ক, যদিও সে সব কাজই হঠাৎ ক'রে ফেলে, কিন্তু এবার সে ঠিকই করেছিল। মেডেলিনের হৃদয় অন্যত্র আবদ্ধ—কই আপনার হাত দেখি; আপনিই তার মন অধিকার ক'রে ফেলেছেন। সেটা খুবই ঠিক হয়েছে। এই টাকাটা আপনারই প্রাপ্য; কিন্তু মেডেলিনের মত রত্ন আরও মূল্যবান্—টাকায় সে রত্নের পরিমাপ হয় না। চল্লিশ গুণ দিলেও পাওয়া যায় না। মিঃ নিকল্‌বি, সে আপনাকেই বরণ ক'রে নিয়েছে। আমরা যেমনটি চাই, ঠিক সেইভাবেই সে কাজ করেছে। ফ্রাঙ্কও আমাদের পছন্দমত স্ত্রী বেছে নিয়েছে। আপনার বোন যদি বিশবার তাকে প্রত্যাখ্যান করত, তা হ'লেও ঐ মেয়ের সঙ্গে আমরা ওর বিয়ে দিতাম। আমাদের মনের ভাব আপনি জানতেন না, অথচ আপনি মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখন আমাদের আদেশ পালন করতে হবে। কি! এক জন গুণী ভদ্রলোকের আপনারা সন্তান! এমন এক দিন ছিল, যখন আমি ও আমার ভাই নেড, নগ্নপদে সহরে উদরান্নের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমাদের আর সবই আছে, শুধু বয়স ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নেড, ভাই নেড, আজ তোমার ও আমার কি সুখের দিন! এখন যদি আমাদের মা বেঁচে থাকতেন, তিনি কত সুখী হতেন, তাঁর হৃদয় কত গর্ব্বভরে স্ফীত হ'ত!"

ভাই নেড, এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ নিকল্‌বি আসিলেন। তিনি আসিয়াই ভাই চার্লসকে প্রায় আলিঙ্গন করিয়া বসিলেন।

মিঃ চার্লস্ বলিলেন, "আমার স্কুলে কেটকে এখানে নিয়ে এস। নেড, ভাই, তুমি তাকে আন। কেটকে দেখব—তাকে চুমো দেব। এখন আমার সে অধিকার হয়েছে। সে যখন প্রথম এসেছিল, তখুনি তাকে চুমু দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। এই যে! চিঠি পেয়েছিলে, আমার মা? মেডেলিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? সে তোমার প্রতীক্ষায় ছিল, তা বুঝেছিলে? সে তোমাকে, তার বন্ধুকে ভোলেনি, তা জেনেছিলে? সে তার মধুরস্বভাবা সঙ্গিনীর জন্য লালায়িত হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছ?"

নেড বলিলেন, "থাম, ভাই থাম। ফ্রাঙ্কের হিংসে হবে, তার ফলে ডিনারের আগেই কার গলা কাটা যাবে, তা বলা যায় না।"

"তা হ'লে, নেড, ওকে বল, কেটকে এখান থেকে নিয়ে যাক্। পাশের ঘরে মেডেলিন আছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা আমাদের সাম্‌নে থেকে চ'লে যাক্। তারা নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজোব করুক গে। নেড, ওদের সব এ ঘর থেকে তাড়িয়ে দেও।"

ভাই চার্লস, আরক্ত-অধরা কেটকে দরজার কাছে নিজে লইয়া গেলেন, তাহার গণ্ডে একটা চুমা দিয়া বিদায় দিলেন। ফ্রাঙ্ক তাহার অনুসরণ করিতে মুহূর্ত বিলম্ব করিল না। নিকোলাস সকলের আগেই সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে মিসেস্ নিকলবি, মিস্ ক্রিভি, ভ্রাতৃযুগল ও টিম্ রহিলেন। টিমের গোলাকার আনন তখন আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সকলেরই সহিত আনন্দে কর-কম্পন করিতেছিলেন।

ভাই চার্লস বলিলেন, "টিম্, এখন যুবক-যুবতীরা সুখী।"

টিম্ বলিলেন, "কিন্তু আপনি যতক্ষণ ওদের কিছু জানুতে দেবেন না বলেছিলেন, ততক্ষণ বিলম্ব করেন নি। মিঃ নিকলবি ও মিঃ ফ্রাঙ্ক আপনার ঘরে কতক্ষণ ছিলেন, তাদের আগে আপনি কি বলেছিলেন, জানিনে।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "নেড্, টিমের মত বদমাস্ লোক কখনো দেখেছ? আমাকে অধীরতার জন্য দোষ দিচ্ছে, অথচ দিনরাত্রি সব সময়ে আমাকে খুঁচিয়েছে যে, তখনি গিয়ে সে ওদের সব কথা ব'লে দেয়। কি ব্যবস্থা হয়েছে, সব জানাবার জন্য টিম পাগল হয়ে উঠেছিল। অথচ তখনো আমাদের সব ব্যবস্থা পাকা হয়নি। কি বিশ্বাস-ঘাতক কুকুর বল ত!"

নেড বলিলেন, "সত্যি ভাই। টিম্ বিশ্বাসঘাতক কুকুর। না, আর ওকে বিশ্বাস করা চলে না। ও যুবকের মত বাচাল—মোটে গম্ভীর হতে জানে না।"

এইরূপ হাস্য-পরিহাস চলিতে লাগিল। তার পর মিসেস্ নিকলবিকে লইয়া ভ্রাতৃযুগল অন্য ঘরে পরামর্শ করিতে গেলেন।

ঘরের মধ্যে টিম্ ও মিস্ লা ক্রিভি রহিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। উভয়েই বেশ সরস আলোচনায় যোগ দিতেন। আজ উৎসবের দিনে উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। মিস্ লা ক্রিভির তখন চোখে জল।

টিম্ বলিলেন, "কাঁদবেন না!"

মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "অবশ্য কাঁদব।"

টিম্ বলিলেন, "না, তা করবেন না।"

মিস ক্রিভি বলিলেন, "আজ আমার এত আনন্দ হচ্ছে!"

টিম্ বলিলেন, "তা হ'লে হাসুন। নইলে আমি কাঁদব।"

হাসিতে হাসিতে মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "আপনি কাঁদবেন কেন?"

"কারণ, আমিও সুখী। দুজনেই যখন সুখী, তখন আপনি যা করবেন, আমিও তাই করব।" টিম পাশের কাচ-বাতায়নে সজোরে আঘাত করিলেন। মিস্ ক্রিভি তাঁহাকে বলিলেন যে, অত জোরে আঘাত করিলে কাচ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

"তা জানি। সে দৃশ্যে আপনি খুসী হবেন।"

মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "আমার জন্য আপনার এত দরদ বোধ, এজন্য আমি কৃতার্থ হলুম।"

কিন্তু উভয়ে এত মৃদুস্বরে এ সব কথা বলিতেছিলেন কেন? এ সব ত গোপনীয় কথা নহে! টিম অমন ভাবে মিস্ ক্রিভিকে দেখিতেছিলেন কেন? আর মিস্ ক্রিভিই বা কেন ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন?

টিম্ বলিলেন, "আমাদের মত একক-জীবন বয়স্ক লোকরা আমাদের প্রিয় যুবক যুবতীদিগকে মিলিত হ'তে দেখে অবশ্যই আনন্দ পাবে।"

সর্ব্বান্তঃকরণে মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন, "খুব সত্যি কথা।"

টিম্ বলিলেন, "অথচ মনে হচ্ছে, আমাদের জীবন কি নিঃসঙ্গ!"

মিস্ লা ক্রিভি বলিলেন যে; তাহা তিনি জানেন না।

টিম্ বলিলেন, "এ ঘটনা থেকে এই ইঙ্গিত করছে যে, আমরাও বিয়ে ক'রে ফেলি, কেমন, তাই নয় কি?"

হাসিতে হাসিতে মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "বোকার মত কথা বলছেন! আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।"

টিম্ বলিলেন, "একটুও নয়। অনেক দিন চিরকুমার থাকা গেছে, আর নয়। আসুন না, আমরা দুজনে বিয়ে করি। শীতকালে একা একা অগ্নিকুণ্ডের ধারে ব'সে থাকা আর চলে না। দু'জনের একটা অগ্নিকুণ্ড ক'রে নিলেই ভাল হয়। আসুন, আমরা বিয়ে করি।"

"মিঃ লিংকিনওয়াটার, আপনি ঠাট্টা করছেন!"

"একটুও ঠাট্টা নয়। আপনি যদি রাজি হন, আমি আপনাকে বিয়ে করব। তাই করুন, প্রিয়তমে!"

"লোক হাস্‌বে যে!"

"তা হাসুক। আমরাও তাদের সঙ্গে হাস্‌ব। আগেও ত আমরা দুজন কত প্রাণখোলা হেসেছি।"

"তা করেছি বটে!" টিমের মনে হইল, মিস্ ক্রিভি যেন একটু নরম হইয়াছেন।

"আমার ভারী সুখ হবে। আপনি রাজি হোন্। বলুন রাজি?"

"না, না, এ সব চিন্তা ত্যাগ করুন। চেরিবল ভ্রাতারা কি ভাববেন বলুন ত?"

"কি যে আপনি বলেন! তাঁদের না জানিয়ে আমি কোন কাজ করি? ওঁরা জানেন বলেই আমাদের দুজনকে এখানে রেখে চ'লে গেছেন।"

ক্ষীণকণ্ঠে মিস্ ক্রিভি বলিলেন, "এর পর আমি ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।"

টিম্ বলিলেন, "ও সব ভুলে যান। আমরা পরম সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করব। এই বাড়ীতেই আমরা থাকব। এখানে ৪৪ বছর আমি আছি। পুরাণো গির্জ্জায় আমরা যাব। সেখানে প্রতি রবিবার সকালে আমি যাই। পুরাণো বন্ধুরা আমাদের চারপাশে থাক্‌বে। মিঃ ক্র্যাঙ্কের ছেলেমেয়ে, মিঃ নিকলবির ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে থাকবে। আমরা তাদের ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুরমার মত থাকব। আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখব। যদি আমরা খোঁড়া, অন্ধ বা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি, আমাদের দেখবার লোকের অভাব হবে না। আপনি রাজি হোন্।"

পাঁচ মিনিট পরে উভয়ে এমনভাবে গল্প করিতে লাগিলেন যেন, বিশ বৎসর তাঁহারা দাম্পত্য জীবন যাপন করিতেছেন। তার পর মিস্ ক্রিভি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দর্পণে দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু-যুগল আরক্ত হইয়াছে কি না। টিম বলিয়া উঠিলেন, "সারা সহরে এমন আর এক জন মেয়েমানুষ নেই, তা আমি জান্‌তাম।"

গৃহসর্দ্দারের আহ্বানে নিকোলাস ডিনার টেবলে তাড়াতাড়ি যাইবার সময় দেখিল, একজন অর্দ্ধ-খঞ্জ ব্যক্তি অগ্রসর হইতেছে।

আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিকোলাস বলিল, "নিউম্যান্ নগস্!"

"হ্যাঁ, আপনার বিশ্বস্ত নিউম্যান্! প্রিয় নিক্, আপনার স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন কামনা করছি। এত আনন্দ আমার সহ্য হচ্ছে না, আজ যেন আমি শিশু হয়ে পড়েছি।"

নিকোলাস বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? কি করছিলে? আমি কতবার তোমার খোঁজ করেছি। উত্তর পেয়েছি, শীঘ্র দেখা হবে।"

নিউম্যান বলিল, "তা জানি। ওঁরা চেয়েছিলেন, আনন্দ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। আমি ওঁদের কাজে সাহায্য করছিলাম। আমার দিকে চেয়ে দেখুন!"

নিউম্যান ভদ্র পরিচ্ছদে আসিয়াছিল।

সে বলিল, "আবার যে ভদ্রলোকের পোষাক আমি পরব, তা মনে ছিল না। ওঁরা আমার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমি অন্য মানুষ হয়েছি, নিক। এখন আমি কথা বল্‌তে পারছি না। বেশী কথা এখন আমায় জিজ্ঞাসা করো না—আমার চোখে জল দেখে আমার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করো না। আজ আমার মনে কি হচ্ছে—তা তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।"

হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ে ডিনারের টেবলের দিকে অগ্রসর হইল। এমন ভোজের আয়োজন বোধ হয় জগতে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। আপিসের যাবতীয় লোক সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

ভোজশেষে মিসেস্ নিকলবি কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ, মা, কথাটা কি সত্যি? মিস্ লা ক্রিভি ও মিঃ লিংকিনওয়াটারের কথা যা শুন্‌লাম, তা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, মা, সত্যি।"

মিসেস নিকলবি বলিলেন, "আমার জীবনে এমন কথা কখনো শুনিনি।"

কেট বলিল, "মিঃ লিংকিনওয়াটার ভারী চমৎকার লোক। বয়সের তুলনায় তাঁকে ছোটই দেখায়।"

"হ্যাঁ, তাঁর কথা আমি বল্‌ছি না। শুধু আমি তাঁকে দুর্ব্বল ও বোকা লোকই বলব। আমি মিস্ ক্রিভির বয়সের কথাই বল্‌ছি। এ বয়সে ওঁর কি বিয়ে করা উচিত? আমি ভারী বিরক্ত হয়েছি।"

মিস্ লা ক্রিভিকে তিনি এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

৬৪

দুর্ভাগ্য জীবনে যাহারা বন্ধুজন ছিল, সৌভাগ্যের দিনে তাহাদিগকে আনন্দের অংশ দিতে না পারিলে যাহারা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, নিকোলাস তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আশা ও প্রেমের যাবতীয় মনোমুগ্ধকর অবস্থার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহার বন্ধুবৎসল, সদানন্দ হৃদয় জনব্রাউডির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জনের সহিত প্রথম দিনের সাক্ষাতের কথা স্মরণ হইতেই নিকোলাসের আননে হাস্যরেখা প্রতিভাত হইল। দ্বিতীয় সাক্ষাতের স্মৃতি তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত করিল। তাহার মনে হইল, বোকা-স্মাইক তাহার পাশে পাশে চলিয়াছে। ইয়র্কশায়ারের সরলপ্রাণ বন্ধুর উৎসাহ-উদ্দীপক কথাগুলিও তাহার মনে পড়িল।

মেডেলিন ও নিকোলাস কত দিন পাশাপাশি বসিয়া জনকে একখানি চিঠি লিখিবার চেষ্টা করিল—তাহাকে সকল অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার অদৃষ্ট এখন প্রসন্ন, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইয়াছে, এ কথা জানাইয়া বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধীরতা নিকোলাসকে উদ্দাম করিয়া তুলিল। কিন্তু চিঠি লেখা কোন দিনই সমাপ্ত হইল না। প্রতিদিনই গভীর আগ্রহভরে চিঠি লিখিতে বসিয়া এই যুবক-যুবতী অন্য কথার আলোচনায় মগ্ন হইয়া পড়িত। শেষে নিকোলাস দেখিল, পত্রে সে যাহা ব্যক্ত করিতে চাহে, তাহার অর্দ্ধেকও সে প্রকাশ করিয়া লিখিতে পারিতেছে না। অর্দ্ধসমাপ্ত পত্র পুনরায় পাঠের পর নিকোলাসের মনে হইত, পত্রে আন্তরিক আগ্রহের উচ্ছ্বাস নাই। তখনই সে উহা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিত। প্রতিদিন এইরূপে ঘটিবার পর নিকোলাস আপনাকে তিরস্কার করিল এবং অবশেষে সঙ্কল্প করিল, দুই এক দিনের জন্য সে স্বয়ং ইয়র্কশায়ারে গিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া আসিবে। পূর্ব্বে বন্ধু-দম্পতিকে সে কোনও কথা জানাইবে না।

সুতরাং একদা সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে নিকোলাস কেটকে লইয়া সারাসানহেড গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইল। টিকিট পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করিবার জন্যই তাহারা গিয়াছিল। যাত্রার উপযোগী কয়েকটি বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য উভয়ে সেখান হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইল। তার পর ভাইবোনে পরামর্শ হইল, তাহারা পদব্রজেই বাসায় ফিরিবে।

সেই অংশে মেডেলিন, ফ্রাঙ্ক ও নিকোলাসের ঘটনা বিজড়িত ছিল যে, সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাহারা পথ চলিতেছিল। এ-গলি ও-গলি করিয়া তাহারা এমন স্থানে উপস্থিত হইল যে, নিকোলাস শেষে পথ হারাইয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে পরিচিত কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না।

একটা ছোট গলির মধ্যে আসিয়া তাহারা পথচারী কাহারও দেখা পাইল না। অদূরে একটা আলোকরেখা দেখিয়া সেই দিকে চলিল। দরজার কাছে গিয়াই একটা গোলমাল শুনিয়া সে চমকিয়া দাঁড়াইল।

কেট বলিল, "দাদা, চ'লে এস। ওরা কারা মারামারি করছে। তোমার আঘাত লাগতে পারে।"

ভ্রাতা বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, কেট। ব্যাপারটা শোনা যাক্। চুপ!"

এক জন নারী ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া বলিল, "তুমি কুড়ের সর্দ্দার, যাচ্ছেতাই, বদমাস, পশু। তুমি কাপড় ইস্ত্রীর কাজ কর না কেন?"

পুরুষের কণ্ঠ বলিল, "আমার জীবনাধিকা, তাই ত বরাবর ক'রে আসছি। বরাবরই ইস্ত্রী ক'রে আসছি। চিরদিনই ত কল ঘুরুতে ঘুরুতে কেটে গেল।"

নারী বলিল, "যাও না যুদ্ধে, সৈনিকের কাজ কর না। আমি তাতে খুসী হব।"

পুরুষ বলিল, "লড়ায়ে সেপাই হব আমি! আমি লড়ায়ের পোষাক প'রে বেড়াব? তুমি কি চাও যে, আমাকে তারা ধরে মারুক? বন্দুক ছুড়ব আমি, তুমি তাই চাও? আমার জুলপি কামিয়ে ফেলে, চাল খাট ক'রে ফেলব?"

কেট মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা! লোকটাকে তুমি জান না। এ লোক ম্যাণ্টালিনী না হয়ে যায় না।"

নিকোলাস বলিল, "ঠিক বলছ ত? উঁকি মেরে দেখ। আমি ততক্ষণ পথের সন্ধান নেই। একটু এদিকে স'রে এস।"

নিকোলাস সহোদরাকে কাছে লইয়া আসিল। তাহারা দেখিল, ম্যাণ্টালিনী একটি মহিলাকে তোয়াজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার বেশ পূর্ব্ববৎ। মহিলাটি ম্যাডাম ম্যাণ্টালিনী নহে—ব্যবসায়ের স্বত্বাধিকারিণী।

ম্যাণ্টালিনীর মুখে চপেটাঘাত করিতে উদ্যত হইয়া মহিলাটি বলিল, "বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী।"

মিঃ ম্যাণ্টালিনী বিনীতভাবে বলিলেন, "মিথ্যাবাদী! ওগো সুন্দরি, তুমি শান্ত হও।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "না, হব না। তোমার চোখ উপড়ে ফেল্‌ব!"

মিঃ ম্যাণ্টালিনী বলিলেন, "ও কি উগ্রপ্রকৃতির মেষ তুমি!"

স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমাকে বিশ্বাস নেই। কাল সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছ। তোমাকে জেলখানা থেকে খালাস ক'রে আনবার জন্য আমার ছ পাউণ্ড ১৪ শিলিং খরচ হয়ে গেছে। আর তুমি ভদ্রলোকের মত যাতে থাক্‌তে পার, তার জন্য কত খরচা করেছি। তবু তুমি আমার বুক ভেঙ্গে দেবার জন্য এই রকম কাজ ক'রে বেড়াবে?"

"তোমার বুক আমি ভাঙ্গব না। আমি এবার থেকে ভাল ছেলের মত থাকব। আর কোন দুষ্টুমি করব না, দেখ। আমায় ক্ষমা কর। আমায় দয়া কর। তোমাকে খুসী করবার চেষ্টা করব।"

স্ত্রীলোকটি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রোধভরে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিকোলাস পিকাডিলি যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ ম্যাণ্টালিনী ফিরিয়া চাহিয়া কেটকে দেখিতে পাইলেন। আর একটি কথাও না বলিয়া তিনি এক লম্ফে একটা খাটের উপর উঠিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া ক্রমাগত পা ছুড়িতে লাগিলেন।

তিনি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! এ যে স্বপ্নে নিকল্‌বি দেখছি! শীঘ্র দরজা বন্ধ ক'রে দেও, বাতি নিভিয়ে ফেল, আমাকে খাটের উপর উপুড় ক'রে দেও। হায়! হায়! হায়!"

স্ত্রীলোকটি একবার ম্যাণ্টালিনী, আরবার নিকোলাসের দিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় ম্যাণ্টালিনী নাকের ডগা বাহির করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন যে, দর্শকেরা চলিয়া গিয়াছে কি না। স্ত্রীলোকটি অমনি একটা কাপড়ের বস্তা তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। ইহাতে ম্যাণ্টালিনী জোরে জোরে পা ছুড়িতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মাথা সেই বোঝার চাপ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। নিকোলাস এই সুযোগে কেটকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

পরদিবস সকালে নিকোলাস ইয়র্কশায়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। তখন শীতকাল। নিকোলাসের মনে প্রথম দিনের যাত্রার কথা মনে পড়িল। সেবারও সে শীতকালে যাত্রা করিয়াছিল। সারা পথটি সে একাই গাড়ীতে রহিল। বাতায়নপথে চাহিয়া সে অনেক পরিচিত দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহার এক এক সময় মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে কি না।

গ্রেটাব্রিজের পান্থশালায় সে রাত্রিযাপন করিল। পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়াই সন্নিহিত সহরে গিয়া জন ব্রাউডির

বাড়ীর সন্ধান লইল। সহরের প্রান্তভাগে ইদানীং সে সস্ত্রীক বাস করিতেছিল। একটি ছোক্‌রা তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে সম্মত হইল।

ফটকের কাছে ছোকরাকে পুরস্কার দিয়া নিকোলাস দ্রুত ভিতরে চলিল। বাগানের শোভা দেখিবার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত তখন তাহার ছিল না। রান্নাঘরের দরজায় সে যষ্টির আঘাত করিতে লাগিল।

ভিতর হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "কে! ব্যাপার কি? সহরে আগুন লেগেছে নাকি? ভারী জোরে শব্দ করছ যে হে!"

জন ব্রাউডি স্বয়ং দ্বার মুক্ত করিল। তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তার পর উভয় করে তালি দিয়া সে আনন্দভরে বলিয়া উঠিল, "আরে এ যে, আমাদের ছেলের ধর্ম্মপিতা। টিলি, মিষ্টার নিকল্‌বি এসেছেন। আপনার হাত দিন। আসুন, আসুন। আপনাকে দেখে ভারী খুসী হলুম।"

নিকোলাসকে এক রকম টানিয়া লইয়াই ব্রাউডি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। বোতল হইতে কিছু উগ্র মদিরা গ্লাসে ঢালিয়া, বন্ধুর হাতে সে প্রদান করিল। তার পর আনন্দ-উৎফুল্ল দৈত্যের ন্যায় সে সম্মুখে দাঁড়াইল।

জন বলিল, "শব্দ শুনেই আমার মনে করা উচিত ছিল, আপনি ছাড়া কেউ নন। স্কুলমাষ্টারের দরজায় ঐ রকম ক'রেই আপনি আঘাত করতেন। হা, হা, হা! ভাল কথা, স্কুলমাষ্টারের কি হ'ল?"

নিকোলাস বলিল, "তুমি তা হ'লে সব শুনেছ?"

জন্ বলিল, "কাল রাত্রে সকলে সহরে বলাবলি করছিল। কিন্তু কেউ ভাল বুঝতে পারে নি।"

নিকোলাস্ বলিল, "অনেক বিলম্বের পর স্কুলমাষ্টারকে ৭ বছরের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠান হয়েছে। সে উইল চুরি করেছিল, তার কাছে সেটা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছাড়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল ব'লে দণ্ড বেশীই হয়েছে।"

জন বলিল, "ষড়যন্ত্র? কিসের ষড়যন্ত্র?"

"স্কুলের ব্যাপার—সে সব কথা পরে বল্‌ব'খন।"

জন বলিল, "বেশ, তাই হবে। প্রাতরাশের পর সে সব কথা হবে। নিশ্চয় তোমার ক্ষিধে পেয়েছে। আমারও তাই। টিলিও সব শুন্‌বে। আমি সব কথা ওকে জানাই, সেও আমাকে সব বলে—এই আমাদের বন্দোবস্ত। হাঃ হাঃ হাঃ।"

এমন সময় মিসেস্ ব্রাউডি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশের আয়োজন করিল। নানাবিধ উপচারে টেবল পূর্ণ হইল। আহার-শেষে বৈঠকখানাঘরে গিয়া সকলে বসিল।

নিকোলাস্ তখন আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিল। উভয় শ্রোতার বক্ষোদেশ সে কথা শুনিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিল। জন কখনও আনন্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কখনও সহানুভূতিভরে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সে এক সময় চেরিবল ভ্রাতাদের দেখিয়া আসিবার জন্য লণ্ডনে যাইবে বলিল। নিকোলাস্ যখন মেডেলিনের কাহিনী আরম্ভ করিল, তখন জন হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে পত্নীর গায় কনুইয়ের মৃদু আঘাতও করিতে ভুলিল না। তার পর যখন তাহারা শুনিল যে, যুবক-বন্ধু এ সকল কথা স্বয়ং তাহাদিগকে জানাইবার জন্য এখানে আসিয়াছে, তখন তাহারা অভিভূত হইল। মেডেলিনের সহিত তাহার বিবাহ হইলে ব্রাউডি-দম্পতি তাহাদের কাছে কয়েকদিন অবস্থান করিবে, এ কথাও নিকোলাস তাহাদিগকে জানাইল। এ কথায় জন ব্রাউডির নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল।

তার পর জন বলিল, "এখন স্কুলমাষ্টারের কথা হোক্। আজ যদি স্কুলে এ খবর পৌঁছে থাকে, তা হ'লে বুড়ীর একখানা হাড় আস্ত থাক্‌বে না। ফ্যানীরও দুর্দশা হবে।"

মিসেস্ ব্রাউডি বলিল, "জন!"

জন ব্রাউডি বলিল, "ছেলেরা যে কি না করবে, তা বলা যায় না। স্কুলমাষ্টারের বিপদের কথা শুনেই, অনেকে তাদের ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে গেছে। যারা আছে, তারা যদি সব ব্যাপার জানতে পারে, তা হ'লে সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। হয় ত তারা রক্তপাত ক'রে বসবে!"

জন ব্রাউডি এইরূপ আশঙ্কা করিয়া এমন ব্যস্ত হইল যে, সে স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া ব্যাপারটা দেখিবার জন্য যাইতে প্রস্তুত হইল। বিলম্ব অনিষ্টকর হইবে বলিয়া তাহার ধারণা হইল। সে নিকোলাসকেও সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু নিকোলাস রাজি হইল না। সে বলিল যে, তাহাকে দেখিলে উহাদের মন তিক্ততায় পূর্ণ হইবে।

জন বলিল, "সে কথা ঠিক! এ কথাটা আমি ভাবিনি।"

নিকোলাস্ বলিল, "আমি কালই ফিরে যাব। তবে আজ তোমার এখানে আমি খাব। আর মিসেস্ ব্রাউডি যদি ঘুমোবার জায়গা দিতে পারেন—"

জন বলিল, "ঘুমোবার জায়গা। আমার ইচ্ছে, আপনাকে ফুলের বিছানায় শুইয়ে রাখি। সব ঠিক থাক্‌বে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি, কোথাও যাবেন না যেন। তার পর আজ বেশ আনন্দে কেটে যাবে।"

পত্নীর গণ্ডে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া, নিকোলাসের করকম্পন করিয়া জন ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিল। মিসেস্ ব্রাউডি অতিথির পরিচর্য্যায় রত হইল। নিকোলাস্ সহরের পূর্ব্ব-পরিচিত স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইল।

জন ঘোড়া হাঁকাইল। যথাসময়ে ডোথেবয়েজ হলেও সে পৌঁছিল। সে সোজা স্কুলঘরের দিকে অগ্রসর হইল। স্কুলঘরের দরজা তখন ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ভিতরে

ভীষণ কোলাহল শোনা যাইতেছিল। দেওয়ালের ফাটলে চক্ষু রাখিয়া সে ভিতরের ব্যাপার দেখিতে লাগিল। সে গোলমালের অর্থ বুঝিতে পারিল।

মিঃ স্কুইয়ারসের পতনের সংবাদ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ছোক্‌রারা সব শুনিয়া বিদ্রোহের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিল—বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল।

অভ্যাসমত মিসেস্ স্কুইয়ারস্ স্কুলঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। বালক ওয়াকফোর্ডও সেখানে ছিল। পিতার অনুপস্থিতিকালে সে পিতার স্থান অধিকার করিয়া দুর্ব্বল বালকদিগকে পদাঘাতে জর্জ্জরিত করিত। ইহাতে তাহার মাতা খুবই খুসী হইত। তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, বিদ্রোহের ইঙ্গিত ঘোষিত হইল। এক দল তখনই দৌড়িয়া গিয়া দ্বার চাবিবদ্ধ করিল। আর এক দল ডেস্কের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। নবাগত বালকদিগের মধ্যে এক জন বলবান্ ছাত্র বেতগাছা তুলিয়া লইল। সে মিসেস্ স্কুইয়ারসের মাথার টুপী এবং জামা কাড়িয়া লইল—টুপীটা নিজের মাথায় পরিল। কাঠের চামচ কাড়িয়া লইয়া বালক বৃদ্ধাকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে আদেশ করিল। বলিল যে, তাহাকে এক চামচ তরল পদার্থ গিলিতেই হইবে। কোন বাধা দিবার পূর্ব্বেই বলপূর্ব্বক মিসেস্ স্কুইয়ারস্‌কে হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। বলপূর্ব্বক তাহার মুখের মধ্যে অপূর্ব্ব তরল পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া হইল। মাষ্টার ওয়াকফোর্ডের মাথার উপর খানিকটা তরল পদার্থ ঢালিয়া দিবার জন্য আর একদল বিদ্রোহী নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম দফায় কৃতকার্য্য হইয়া তাহারা দ্বিতীয় দফা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মিসেস্ স্কুইয়ারসকে আর এক চামচ গলাধঃকরণ করাইবার জন্য প্রস্তাব হইল। মাষ্টার স্কুইয়ারসের মস্তকে আর এক দফা তরল পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া হইল। মিস্ স্কুইয়ারসের উপরও আক্রমণের সূচনা হইল।

জন ব্রাউডি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এক পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তাহাদের উদ্ধারের জন্ম ধাবিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ছাত্রদের চীৎকার, পদাঘাত অকস্মাৎ থামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে গাঢ় নীরবতা জাগিয়া উঠিল।

জন বলিল, "বাঃ! খাসা ছেলে ত তোমরা। ওরে বাচ্চা কুকুর, তোরা এ সব কি করছিস্?"

একটি বালক চীৎকার করিয়া বলিল, "স্কুইয়ারস্ জেলে গেছে, আমরা সব এখান থেকে পালাব। এখানে আমরা থাকব না!"

জন বলিল, "বেশ ত, তোদের থাকবার দরকার নেই। কে তোদের থাক্‌তে বল্‌ছে? যা দৌড়ে পালা, কিন্তু মেয়েদের গায় হাত তুলতে পাবি নে।"

কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল, "হুররে!"

জন বলিল, "হুররে! এই তোরা শোন্। হিপ্, হিপ্, হুররে!"

"হুররে!"

জন বলিল, "খুব জোরে বল্—হুররে!"

বালকরা তাহাই করিল।

জন বলিল, "যা, তোরা এবার চ'লে যা! স্কুইয়ারস্ জেলে, স্কুল ভেঙ্গে গেছে। সব চ'লে যা! হুররে!"

ডোরোথিবয় হলে এমন আনন্দ-চীৎকার কখনও শোনা যায় নাই। শব্দ যখন থামিয়া গেল, তখন ঘর খালি। একটি ছাত্রও সে বাড়ীতে রহিল না।

মিস্ স্কুইয়ারস্ বলিল, "বাঃ! চমৎকার, মিঃ ব্রাউডি! আপনি ছেলেদের উত্তেজিত ক'রে পালাতে বল্‌লেন। দেখবেন, এ জন্ম আপনার কাছ থেকে খেসারৎ আদায় করি কিনা! বাবার দুর্ভাগ্য, শত্রুরা তাঁকে পদদলিত করেছে। তা ব'লে আপনি ও টিলডা যে এমনভাবে আমাদের জয় করবেন, তা হবে না।"

জন বলিল, "এ কথা বলছ কেন? ফ্যানী, আমাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা না ক'রে ভাল ধারণা কর না কেন? অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বুড়ো শেষকালে ধরা প'ড়ে শাস্তি পেয়েছে। সেজন্য আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু তোমাদের আমি কষ্ট দিতে চাইনে। বরং জেনে রাখ, এখান থেকে তোমরা যদি স'রে যেতে চাও, আমরা সে জন্ম যথাসাধ্য সাহায্য করব। আমি যা করেছি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই। কারণ, আবার আমি বলছি—হুররে! স্কুল-মাষ্টারের পতন হয়েছে, ভালই হয়েছে।"

কথা শেষ করিয়াই জন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। তার পর গ্রাম্য গীতির চরণ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রফুল্লমনে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

কয়েকদিন ধরিয়া সন্নিহিত গ্রাম ও সহরগুলিতে পলাতক ছাত্রগণ ফিরিতে লাগিল। মিঃ ও মিসেস্ ব্রাউডি গোপনে তাহাদিগকে আহার্য্য ও অর্থসাহায্য করিতে লাগিল। তাহারা যাহাতে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইতে পারে, এ জন্ম ব্রাউডি-দম্পতি যত্নে সাহায্য করিতে কৃপণতা করিল না। অবশ্য কেহ এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, জন অম্লানমুখে সকল কথা অস্বীকার করিল।

ক্রমে সকলে ডোরোথিবয় হলএর কথা ভুলিয়া গেল।

৬৫

পিতৃশোকের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে নিকোলাসের সহিত মেডেলিনের বিবাহ হইল। একই দিনে একই সময়ে ফ্র্যাঙ্কের সহিত কেট পরিণয়-বন্ধনে যুক্ত হইল। সকলেই ভাবিয়াছিল যে, টিম্ ও মিস্ লা ক্রিভির পরিণয়ও একই দিনে হইবে। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন না। উক্ত ঘটনার দুই তিন সপ্তাহ পরে উভয়ে এক দিন বাহির

হইয়া গেলেন। তার পর যখন ফিরিয়া আসিলেন, সকলেই বুঝিল, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে।

মেডেলিনকে বিবাহ করায় যে টাকা হস্তগত হইল, নিকোলাস তাহা চেরিবল ভ্রাতাদিগের কারবারে নিয়োগ করিল। কয়েক বৎসর পরে নিকোলাস উক্ত কারবারের অংশী হইল। মিসেস্ নিকোলাসের ভবিষ্যদ্বাণী অতঃপর সফল হইল।

ভ্রাতৃযুগল কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তখন আপনাদের রচিত আনন্দের মধ্যে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হইলেন।

অনেক সাধ্যসাধনার পর টিম্ লিংকিনওয়াটার ব্যবসায়ের একটা অংশ লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি তাহা ঘোষণা করিতে দিলেন না। পূর্ব্ববৎ কেরাণীর কাজ নিজেই করিয়া যাইতে লাগিলেন।

টিম্ স্ত্রীর সহিত সেই বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। সেই একই ঘরে, একই শয্যায় উভয়ে শয়ন করিতেন। উভয়ের মুখে আনন্দ প্রফুল্লতা বিরাজ করিত।

কালো পাখী ডিক তখন গৃহকোণে পরম আরামে নূতন স্থান অধিকার করিল। মিসেস্ লিংকিনওয়াটারের অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র পাখীর খাঁচার সন্নিকটে থাকিত। এই বৃদ্ধ দম্পতিকে যাহারা দেখিত, তাহারাই তাহাদের প্রশংসা করিত।

রালফের অপর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁহার শত্রুরাই তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক বলিয়া ঘোষিত হইল; কিন্তু নিকোলাস ও কেট রালফের টাকা গ্রহণে স্বীকৃত ছিল না—পাপার্জ্জিত অর্থে ধনী হইতে তাহাদের মোটেই স্পৃহা ছিল না; সুতরাং তাহারা কোনও দাবী করিল না। কাজেই সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইল। ইহাতে নিকোলাস ও কেট সুখী হইল।

উইল বে-আইনীভাবে কাছে রাখার জন্য আর্থার গ্রাইড অভিযুক্ত হইল। কৌশলী আইনজ্ঞের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করিল বটে; কিন্তু তাহার প্রচুর অর্থ আছে, এই সন্ধান পাইয়া দস্যুরা তাহার গৃহে গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহার মৃতদেহ শয্যায় পাওয়া গেল।

মিসেস্ স্লাইডারসকিউ সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে গিয়াছিল। সেখান হইতে বৃদ্ধা আর ফিরে নাই। স্কুইয়ারসেরও ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। সার মলবেরী হক্ বিদেশে দীর্ঘকাল থাকিবার পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। এখানে ঋণের দায়ে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হয়। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিকোলাস ধনী হইবার পর সর্ব্বপ্রথম ডিভনশায়ারের পৈতৃক ভবন পুনরায় ক্রয় করিয়া তথায় বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের কয়েকটি সুন্দর পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। নিকোলাস পিতার আমলের কোনও পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন করে নাই। একটি পুরাতন বৃক্ষও কাটিয়া ফেলে নাই।

নিকোলাসের বাড়ীর অদূরে আর একটি বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে কেট ও ফ্রাঙ্ক বাস করিতেন। কেট ভ্রাতার তেমনই অনুরাগিণী ছিল।

মিসেস্ নিকলবি কখনও নিকোলাসের গৃহে, কখনও কেটের ভবনে বাস করিতেন। মাঝে মাঝে লণ্ডনেও যাইতেন। মিসেস্ লিংকিনওয়াটারকে অনেক দিন পরে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন।

নিকোলাসের বাড়ীর নিকটেই একটি কুটীরে একটি বৃদ্ধ বাস করিত। সে নিউম্যান্ নগস্। সে ছেলেমেয়েদের লইয়া সর্ব্বদা খেলা করিত। তাহাতেই তাহার আনন্দ ছিল। নিউম্যান্ নগস্‌কে নহিলে ছেলেমেয়েদের চলিত না।

বালকের সমাধিক্ষেত্রে সব সময়েই শ্যামল তৃণ থাকিত। ডেজিফুল সকল সময়ে সমাধির উপর ঝরিয়া পড়িত। শিশু-হস্তের পুষ্পমাল্যে গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতু সমাধিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিত। মালা কখনও শুকাইত না। একটির পর অপর একটি মালা সে স্থান অধিকার করিত। বালক-বালিকারা কথা বলিবার সময় মৃদুকণ্ঠে কথা বলিত। সে সময় তাহাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত। মৃত ভ্রাতার কথা বলিতে গিয়া নিকোলাস ও কেট অশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না।

বারনাবি রজ

১

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, লণ্ডন হইতে দ্বাদশ মাইল দূরে এপিং অরণ্যের সীমান্তদেশে মেপোল্ নামক একটি সাধারণ পান্থাবাস ছিল। ত্রিশ ফুট উচ্চ একটি ঋজু সেগুন গাছ ঐ পান্থাবাসটিকে নিরক্ষর পরিব্রাজকগণকে জানাইয়া দিত—এইখানে আহার ও শয়নের স্থান পাওয়া যাইবে। গাছের নামানুসারেই বাড়ীটির নামকরণ হইয়াছিল—মেপোল্।

এই অট্টালিকাটি বহুদিনের পুরাতন। বাড়ীটিতে প্রকাণ্ড অষ্টাবক্র চিম্‌নী ছিল। উহা হইতে ধূমও নানা বিচিত্র আকারে নির্গত হইত। অট্টালিকা-সংলগ্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসপ্রায় বহু আস্তাবলও ছিল। রাজা অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, শিকার-ব্যপদেশে আসিয়া রাণী এলিজাবেথ এক রাত্রি এইখানে বাস করিয়াছিলেন এবং পরদিবস সকালে কুমারী সাম্রাজ্ঞী অশ্বারোহণ করিবার সময়, রেকাবে পা দিয়া, কোনও ভাগ্যহীন ভৃত্যের কর্ম্মশৈথিল্যের জন্য তাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন।

কাহিনীগুলি সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, মেপোল যে একটি প্রাচীন অট্টালিকা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার বাতায়নগুলি পুরাতন, কক্ষতল অসমতল, ছাদের কড়িবরগা এবং উপরিভাগ সময়ের প্রভাবে মলিন। সদর দরজার সম্মুখে একটা চাদনী আছে। গ্রীষ্মঋতুতে অনুগ্রহভাজন ক্রেতারা এইখানে বসিয়া মদ্য ও ধূমপান করিয়া থাকে।

অব্যবহৃত কক্ষের ধূম-নির্গমনের চিমনির মধ্যে সোয়ালো পাখীরা নীড়রচনা করিয়া নিরাপদে অবস্থান করিতেছে। আস্তাবলে অসংখ্য পারাবত বাসা বাঁধিয়াছে। সারাদিবস পাখীর কূজন এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে। বাড়ীর ইষ্টকগুলি কালের প্রভাবে পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে—বৃদ্ধের গাত্রচর্ম্মের ন্যায় উহা বিবর্ণ। কড়িকাঠগুলিও কালের প্রভাবে জীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীরগাত্রে আইভি-লতার শ্যাম আভা দেখা যাইতেছে।

গ্রীষ্ম ও শরতের অপরাহ্ণে, অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভা সন্নিহিত অরণ্যের ওক এবং বাদাম গাছের উপর পতিত হইয়া, পুরাতন অট্টালিকাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলে—মনে হয়, বাড়ীটি আরও অনেক দিন সগর্ব্বে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গ্রীষ্ম বা শরৎ কাল নহে। মার্চ্চ মাসের প্রদোষকালে বাদাম বৃক্ষগুলিকে কাঁপাইয়া সগর্জ্জনে বায়ু বহিতেছিল, বৃষ্টির ধারা মেপোল অট্টালিকার বাতায়নে প্রতিহত হইতেছিল। সে সময়ে পান্থনিবাসে যাহারা ছিল, দুর্য্যোগ দেখিয়া তাহারা সেখানেই রাত্রিবাসের সংকল্প করিতেছিল। পান্থনিবাসের অধ্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছিলেন যে, রাত্রি ১১টার সময় আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই সময়েই তিনি পান্থশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন।

যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, তাঁহার নাম জন উইলেট্। তাঁহার মস্তকটি প্রকাণ্ড, মুখমণ্ডল গোলাকার। লোকটির বুদ্ধি অল্প, কিন্তু নিজেকে তিনি অভ্রান্ত বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিলে, তিনি তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন।

মিঃ উইলেট্ ধীরে ধীরে বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কাচ-বাতায়নে নিজের খাঁদা নাক চাপিয়া ধরিলেন। তার পর চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কার্য্য শেষ হইলে তিনি চিমনির ধারে নিজের আসনে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন। অতিথিদিগের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "এগারটায় ঝড়বৃষ্টি থেমে যাবে। এর আগেও নয়, পরেও নয়।"

বিপরীত দিকে একটি ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি বসিয়াছিল। সে বলিল, "আপনি জান্‌লেন কি ক'রে? পূর্ণিমা চ'লে গেছে, চাঁদ ৯টার সময় উঠবে।"

জন গম্ভীরভাবে প্রশ্নকারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চাঁদের কথা ভাববার আপনার দরকার নেই। তাকে একা থাক্‌তে দিন। আপনিও একা থাকুন।"

ক্ষুদ্রকায় লোকটি বলিল, "আপনি রাগ করবেন না।"

জন আবার চুপ করিয়া রহিলেন। কথাটা হৃদয়ঙ্গম হইলে তিনি বলিলেন, "না, এখনো রাগ করিনি।" তার পর তাম্রকূটনলে আগুন ধরাইয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার দৃষ্টি আর এক ব্যক্তির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এই ব্যক্তির অঙ্গে অশ্বারোহীর বেশ। কোটের বোতামগুলি ধাতু-নির্ম্মিত। লোকটি একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার টুপী চক্ষুর উপর নামিয়া আসিয়াছিল। লোকটি কাহারও সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করিতেছিলেন না।

ঘরের মধ্যে আর এক জন অতিথি ছিলেন। তাঁহারও পায় বুট পরা—অশ্বারোহীর বেশ। অগ্নিকুণ্ড হইতে কিছু দূরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখস্থ টেবলের উপর সুরা ছিল; কিন্তু তিনি উহা স্পর্শও করেন নাই। উভয় বাহু সংযুক্ত করিয়া বক্ষোদেশে স্থাপন করিয়া তিনি কি ভাবিতেছিলেন—ললাটে ভ্রূকুটির রেখা সুস্পষ্ট। কোনও আলোচনা তিনি শুনিতেছিলেন না। এই অতিথি যুবা-পুরুষ, বয়স অষ্টাবিংশ হইবে। দেহ একহারা হইলেও সুন্দর এবং বলব্যঞ্জক। তাঁহার মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ। পরিহিত বুট জুতার দিকে চাহিলে মনে হইবে, পথটি কত খারাপ ছিল। পথাতিবাহনের চিহ্ন পরিচ্ছদে থাকিলেও, তাঁহার বেশ-ভূষা যে মূল্যবান্ এবং তিনি যে সাহসী ভদ্রসন্তান, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

টেবলের উপর ভারী চাবুক ও মাথার টুপী পড়িয়া ছিল। এক জোড়া পিস্তল আধারে সংরক্ষিত এবং ঘোড়ায় চড়িবার উপযোগী বহিরঙ্গাবরণও টেবলের উপর রক্ষিত ছিল। তাঁহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছিল না। নয়নযুগলের ঘন কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্মগুলি তাঁহার চক্ষু-তারকাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুরুষোচিত লালিত্য বিদ্যমান।

মিঃ উইলেট এই যুবকের দিকে একবার চাহিলেন। যুবক ভদ্রলোক ও জন একাধিকবার পরস্পরের দেখা লোক, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। জন অতঃপর অপর লোকটির দিকে চাহিলেন। অগ্নিকুণ্ডের ধারে আর যাহারা বসিয়াছিল, তাহারাও লোকটির দিকে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিল।

এই অপরিচিত লোকটি সকলের দৃষ্টির আঘাতে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি চারিদিকে তাড়াতাড়ি চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ইহাতে সন্দিগ্ধ মনে তিনি অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপবিষ্ট লোকদিগের প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সকলেই চিমনির দিকে দৃষ্টি ফিরাইল—শুধু জন উইলেট তখনও নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "এর মানে ?"

কথাটা সংক্ষিপ্ত। পান্থশালার অধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনি কিছু চাইলেন ব'লে মনে হ'ল।"

অপরিচিত ব্যক্তি মাথার টুপী খুলিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, ভদ্রলোক ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। সময়ের প্রভাব মুখমণ্ডলের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। তাঁহার মাথার উপর একখানি কালো রুমাল বাঁধা ছিল, তাহাতে তাঁহার মুখের ভঙ্গীর উন্নতি দেখা গেল না। ইহাতে তাঁহার মুখের পূর্ব্বার্দ্ধ আবৃত হওয়ায় ভ্রূযুগলও দেখা যাইতেছিল না। তাঁহার আননে অস্ত্রাঘাতের গভীর ক্ষতচিহ্ন গোপনের জন্য যদি রুমাল ঐ ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টিপথে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার গাত্রবর্ণ ভাল নহে। তিন সপ্তাহ তিনি ক্ষৌরকার্য্য করেন নাই, তাহার চিহ্নস্বরূপ বড় বড় শ্মশ্রু মুখমণ্ডলকে আরও কদাকার করিয়া তুলিয়াছিল। পরিধেয় বসনও যৎসামান্য। লোকটি আসন ত্যাগ করিয়া কোণের দিকে গিয়া চিমনির পাশে বসিলেন।

টম্ কব্, পার্কেসকে বলিল, "লোকটা ডাকাত।"

পার্কেস্ বলিল, "তোমার ধারণা, ডাকাতরা ভাল কাপড় পরে না ? তুমি যা ভাবছ, তা নয়, টম্। ডাকাতরা এমন অপরিচ্ছিন্ন হয়ে থাক্‌বে, তার কোন মানে নেই। আমার কথাটা মনে রেখ।"

যে লোকটির সম্বন্ধে এই প্রকার অনুমান চলিতেছিল, তিনি তখন কিছু পানীয় দিবার জন্য আদেশ করিলেন। পান্থশালার অধ্যক্ষপুত্র জো তখনই সে আদেশ পালন করিল। তাহার বয়স বিশ বৎসর—ছোকরা বৃষস্কন্ধ, জোয়ান। লোকটি কর-যুগল প্রসারিত করিয়া অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এখান থেকে মাইল-টাক দূরে যে বাড়ী আছে, তার নাম কি বল্‌তে পারেন ?"

পান্থশালার অধ্যক্ষ বলিলেন, "সাধারণের থাকবার জায়গা।"

জো বলিল, "বাবা, সাধারণের থাকবার জায়গা! মেপোল ছাড়া এক মাইলের মধ্যে আবার পান্থশালা কোথায় ? উনি বল্‌ছেন, ঐ বড় বাড়ীটার কথা—ওয়ারেনের কথা। বাগানের মধ্যে লাল ইটের পুরাণো বড় বাড়ীটার কথা বল্‌ছেন।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "বটে ?"

যুবক বলিল, "পনের বিশ বছর আগে পাঁচ গুণ বড় বাগানের মধ্যে বাড়ীটা ছিল। অন্য সম্পত্তির সঙ্গে বাড়ীটার মালিক পরিবর্ত্তন হ'তে হ'তে ওর সবই নষ্ট হয়ে গেছে। ভারী দুঃখের কথা!"

উত্তর হইল, "হ'তে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, বাড়ীর মালিক কে। আগে কি ছিল, তা আমার জিজ্ঞাস্য নয়, এখন কি হয়েছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

অধ্যক্ষের পুত্র—মেপোলের উত্তরাধিকারী ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত যুবক ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিল, "মালিকের নাম হেয়ারডেল—মিঃ জিওফ্রে হেয়ারডেল এবং—"সে পুনরায় যুবকের দিকে চাহিয়া বলিল, "তিনি খুব ভদ্রলোক, হুম্!"

অপরিচিত ব্যক্তি যুবকের চেষ্টাকৃত কাসির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসবার সময় দেখলাম, একজন যুবতী গাড়ী চড়ছেন, তিনি কে ? তাঁর মেয়ে ?"

জো বলিল, "তা আমি কি ক'রে জানব ? আমি তো সে মহিলাকে দেখিনি। ওঃ, আবার ঝড় বাড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে—বিশ্রী রাত আজকে।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "ভারী দুর্যোগ বটে!"

প্রসঙ্গ এড়াইবার অভিপ্রায়ে জো বলিল, "এ রকম দুর্যোগে আপনি বোধ হয় অভ্যস্ত আছেন?"

"তা সত্যি। কিন্তু সেই যুবতী—মিঃ হেয়ারডেলের কি মেয়ে আছেন?"

ভীতভাবে যুবক বলিল, "না, না। তিনি একাই থাকেন। আপনি চুপ করুন, দেখতে পাচ্ছেন না, আপনার আলোচনা উনি পছন্দ করছেন না?"

অস্ফুট প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া চলিলেন, "মানুষ একা থাকলেও, মেয়ে থাকে না, এমন নয়। বিয়ে না করলেও ঐ যুবতীটি তাঁর মেয়ে হ'তে পারে।"

জো নিম্নস্বরে বলিল, "আপনি কি বলছেন? এর জন্য এখুনি আপনাকে ফল পেতে হবে। আমি জানি, আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।"

সাহসভরে পান্থ বলিলেন, "আমি কারও অনিষ্টকর কথা বলছি না। এমন কোন খারাপ কথাও বলিনি। বিদেশী লোক, তাই কয়েকটা প্রশ্ন করেছি মাত্র। এতে অস্বাভাবিকতা কোথায়? এমন একটা প্রসিদ্ধ পরিবার—তাঁদের সম্বন্ধে কৌতূহল হয়েছিল, তাই জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন, রাজা জর্জের বিরুদ্ধে কোন কথা ব'লে ফেলেছি। এর কারণ কি, আমায় বল ত? আমি বিদেশী, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

যে যুবককে লক্ষ্য করিয়া জো উইলেট সন্ত্রস্তভাবে বিদেশীকে নিরস্ত হইতে বলিতেছিল, সেই যুবক তখন আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রাবরণ গায়ে দিয়া স্থানত্যাগের উপক্রম করিতেছিলেন। জো অপরিচিত ব্যক্তিকে বলিল যে, সে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিবে না। অপর যুবক তখন জোকে আহ্বান করিলেন। তিনি পান্থনিবাসের আহার্য্যাদির মূল্য প্রদান করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে গেলেন। জোও তাঁহার অনুসরণ করিল। সে একটা বাতি জ্বালিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

তাহারা বাহিরে গেলে বৃদ্ধ উইলেট ও তাঁহার তিন জন সঙ্গী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তখন অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থিত তাম্র-নির্ম্মিত জলাধারের উপর ন্যস্ত ছিল। কিছুকাল পরে জন উইলেট ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন। তাঁহার বন্ধুরাও সেইভাবে মাথা নাড়িল; কিন্তু কাহারও দৃষ্টি সেই আধার হইতে অন্যত্র নিক্ষিপ্ত হইল না। সকলেরই মুখমণ্ডল অসম্ভব গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত হইয়াই রহিল।

অবশেষে জো ফিরিয়া আসিল। সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া চারিদিকে চাহিল। যেন সকলের সহানুভূতি সে আকর্ষণ করিতেছে। তার পর বলিল, "প্রেমের টান্ অম্নি বটে। এই রাত্রে উনি হেঁটে লণ্ডনে চল্লেন। এতটা পথ জল-কাদা ভেঙ্গে চল্লেন। এখানে আস্তেই ওঁর ঘোড়ার পা মচ্‌কে গেছে। আমাদের আস্তাবলে ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। আমরা এখানে ভাল বিছানা, গরম খাবার দিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। মিস্ হেয়ারডেল্ সহরে ছদ্ম অভিনয় করতে গেছেন। সেখানে গিয়েই তাঁর সঙ্গে উনি দেখা করতে চান। ভারী সুন্দরী হলেও আমি কিন্তু তা কখনো করতাম না। তবে আমি ত প্রেমে পড়িনি, তাই।"

আগন্তুক বলিলেন, "তা হ'লে উনি প্রেমে পড়েছেন?"

জো বলিল, "তাই ত মনে হয়। এর চেয়ে বেশী প্রেমে তিনি পড়তে পারেন না।"

পিতা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চুপ কর!"

লং পার্কেস্ বলিলেন, "জো, তুমি কি রকম ছোক্‌রা বল ত?"

টম্ কব্ বলিল, "ভারী অবিবেচক ছোকরা।"

পল্লী-গির্জ্জার কেরাণী বলিল, "বাপের গায়ে নিজের নাক ঘষতে চায়!"

বেচারা জো বলিল, "কি করলাম আমি?"

তাহার পিতা বলিলেন, "চুপ কর তুমি! তোমার চেয়ে তিনগুণ বয়সে বড় যারা, তারা চুপ ক'রে আছে দেখ্‌ছ। আর তুমি সেখানে যা তা বল্‌তে আরম্ভ করেছ!"

বিদ্রোহীভাবে জো বলিল, "সেই রকম সময়েই ত আমার কথা বলা দরকার। তাই নয় কি?"

পিতা বলিলেন, "সময়! সময় তোমার কোন দিনই হ'তে পারে না।"

পার্কেস্ বলিল, "ঠিক কথাই ত!"

জন্ উইলেট বলিলেন, "তোমার মত যখন আমার বয়স ছিল, তখন আমি কথা বলতাম না। শুধু সকলের কথা শুনে যেতাম—শুনে নিজের উন্নতি করতাম।"

পার্কেস বলিল, "তোমার বাবাকে যুক্তি-তর্কে কেউ হারাতে পারে না, সেটা মনে রেখ।"

জন বলিলেন, "ফিল্, কথাটা যখন তুল্‌লে, তখন বলি—যুক্তিটা প্রকৃতিদত্ত ব্যাপার। যা তা বল্‌লে চল্‌বে না।"

পার্কেস্, যুবক জোর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার বাবা যা বল্‌লেন, তা শুন্‌লে ত, জো? বাবার সঙ্গে তর্ক করতে যেও না।"

জন বলিলেন, "প্রকৃতি যদি আমাকে যুক্তি দেবার শক্তি দিয়ে থাকেন, সে কথা স্বীকার করব না কেন? সে জন্য আমি গৌরব অনুভবই বা করব না কেন? হাঁ, আমাকে যুক্তিতে হঠান, সহজ ব্যাপার নয়। তুমি ঠিক বলেছ। এই ঘরে অনেকবার আমি যুক্তির প্রমাণ দিয়েছি, তোমরা

সবাই তা জান। যদি না জেনে থাক, আমি তার জন্ম কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই।"

তিন জন বন্ধুর পুনঃ পুনঃ মস্তক-সঞ্চালন হইতে বুঝা গেল, তাহারা তাহা জানে। জন সকলের দিকে চাহিয়া গর্ব্বভরে ধূমপান করিয়াই চলিলেন।

জো মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "সবাই ত বেশ ব'লে যাচ্ছেন! আপনারা সবাই যদি বলেন যে, আমি কখনো মুখ খুলব না—"

তাহার পিতা ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর তুমি! না, মুখ তুমি খুলবে না। কেউ যদি তোমার মতামত জানতে চায়, তখন মুখ খুলো। কেউ যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন কথা কইতে পার। কেউ যখন তোমার মতামত জান্‌তে চায় না, তখন কথা বলো না। আমাদের যুগে এক রকম ছিল, এখন সব বদ্‌লে গেছে দেখ ছি। আমার ধারণা হয়েছে, এ যুগে যেন ছেলেমানুষ নেই—খোকা ও বয়স্ক পুরুষের তফাৎ এ যুগে দেখা যাচ্ছে না। রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা সব বুড়ো মেরে গেছে।"

তার পর অপরিচিত ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া জন উইলেট বলিলেন, "বয়স্ক কোন লোককে যদি আপনি প্রশ্ন করতেন—ধরুন, আমাকে বা আমার বন্ধুদের কাউকে জিজ্ঞাসা করতেন, আপনি সন্তোষজনক জবাব পেতেন। তা হ'লে বাজে কথা শুনে সময় নষ্ট হ'ত না। মিস্ হেয়ারডেল, মিঃ জিওফ্রে হেয়ারডেলের ভাইঝি।"

বিদেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর বাবা কি বেঁচে আছেন?"

পান্থনিবাসের অধ্যক্ষ বলিলেন, "না। তিনি বেঁচে নেই, মরেও যান নি।"

অপরিচিত ব্যক্তি সবিস্ময়ে বলিলেন, "মরেন নি!"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "সাধারণতঃ আমরা যাকে মৃত্যু বলি, তা তাঁর হয় নি।"

তিন জন বৃদ্ধ পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল। মিঃ পার্কেস মাথা নাড়িয়া নিম্নস্বরে যেন বলিল, "কেউ আমার কথার প্রতিবাদ করো না। কারণ, আমি ওঁর কথা বিশ্বাস করি না।"

অপরিচিত ব্যক্তি কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "আপনার কথার মানে বুঝলাম না।"

জন উইলেট বলিলেন, "বন্ধু, আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ওর মানে। আপনি যা সন্দেহ করছেন, তার চেয়েও গভীর অর্থবাচক ব্যাপার।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "তা হয় ত থাকতে পারে। কিন্তু এ রকম রহস্যজনকভাবে কথা বলছেন কেন? আপনি প্রথমে বল্‌লেন, এক জন মানুষ বেঁচে নেই। মরেনও নি। তার পর বল্‌লেন, যাকে আমরা মৃত বলি, সে রকম মৃত্যু তার হয়নি। শেষে বলছেন যে, যা আমি ভাবছি, তার চেয়েও গভীর অর্থবাচক। এ থেকে এই মনে হয়, আপনার কথার কোন মানে হয় না। আমি আমার জিজ্ঞাসা করছি, কথাটা বুঝিয়ে বলুন।"

পান্থনিবাসের স্বত্বাধিকারী যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "মেপোল এই রকম গল্প রচে রেখেছে ২৪ বৎসর আগে এটা ঘটেছিল। সলোমন ডেজি এই গল্পটা বলেছিল। ঐ বাড়ীর গল্প! সলোমন ডেজি ছাড়া এ কাহিনী এখানে আর কেউ বলেনি—বল্‌বেও না।"

পল্লী-গির্জ্জার কেরাণীর দিকে তিনি চাহিলেন। বুঝা গেল, এই ব্যক্তিই সলোমন ডেজি। লোকটা ওভারকোট গায়ে জড়াইয়া, জোরে ধূমপান করিতে করিতে গল্পটা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বাহিরে তখন বাতাস গর্জ্জন করিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরের মধ্যে বাতাসের বেগও মাঝে মাঝে প্রবেশ করিয়া ঘরের আলোককে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। সলোমন ডেজি গল্প আরম্ভ করিল।—

"মিঃ জিওফ্রের বড় ভাই মিঃ রুবেন্ হেয়ারডেল—"

লোকটি সহসা থামিয়া গেল। ইহাতে জন উইলেট পর্য্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন যে, সলোমন ডেজি থামিয়া গেল কেন?

সলোমন ডেজি বলিল, "জন্, আজ মাসের কোন্ তারিখ?"

"উনিশে।"

সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সলোমন বলিল, "উনিশে মার্চ্চ। ভারী আশ্চর্য্য ত!"

সকলেই সে কথা স্বীকার করিল। সলোমন বলিয়া চলিল—

"চব্বিশ বছর আগে মিঃ রুবেন্ হেয়ারডেল, মিঃ জিওফ্রের বড় ভাই, ওয়ারেণের মালিক ছিলেন। জো, একথাটি বলেছে বটে, কিন্তু তখন ওর জন্ম হয়নি। আমার কাছেই ও এ সব ব্যাপার শুনেছে, তাই ওর মনে আছে। তখন জায়গাটা খুব ভাল ছিল, সম্পত্তির দামও তখন বেশী ছিল। তাঁর স্ত্রী তখন মৃত—অল্পদিন আগেই গত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর কোন সন্তান ছিল না। মশাই, আপনি যাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—সেই মিস্ হেয়ারডেলের তখন এক বছরও বয়স হয়নি।"

সলোমন ডেজি যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলিল, তিনি ইহাতে কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, বা কোনও প্রশ্ন করিলেন না। সলোমন ভাবিয়াছিল, বোধ হয়, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। সলোমন তখন বন্ধুদিগের প্রতি চাহিল।

সলোমন অপরিচিত ব্যক্তির দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিয়া চলিল, "স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিঃ হেয়ারডেল ঐ

বাড়ী থেকে চ'লে গেলেন। এখানে তাঁর আর থাকতে ভাল লাগ্‌ল না, তিনি লণ্ডনে গেলেন। সেখানে কয়েকমাস তিনি ছিলেন। কিন্তু সেখানেও থাকতে ভাল না লাগায় আবার তিনি এখানে ফিরে এলেন, তাঁর মেয়েটিকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে আরো দুজন মেয়েমানুষ অর্থাৎ চাকরাণী আর তাঁর গোমস্তা ফিরে এল। এক জন মালীও সঙ্গে এল।"

মিঃ ডেজি নলে একবার টান দিল। আগুন নিভিয়া যাইতেছিল, আবার জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার বলিয়া চলিল—

"আর সবাই লণ্ডনেই রয়ে গেল। তারা পরের দিন আস্‌বে, এই রকম ব্যবস্থা। সেই রাত্রে, চিস্‌ওয়েল রোর এক জন বুড়ো ভদ্রলোক মারা যান। তিনি বড় গরীব ছিলেন। রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় আমার ওপর হুকুম এল যে, আমি তাঁর জন্য গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি করব।"

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে তখন একটা অসহিষ্ণুভাব দেখা গেল। অত রাত্রিতে ঐ রকম ব্যাপারে যাওয়াটা যেন ভারী অস্বস্তি-কর, এমনই ভাবে সকলেই যেন প্রকাশ করিতে লাগিল। সলোমন ডেজি আবার গল্পারম্ভ করিল—

"ভারী মুস্কিলের কাজ। যে কবর খুঁড়বে, সে লোকটা অসুস্থ হয়ে তখন শয্যাশায়ী, কাজেই একা আমাকে যেতে হ'ল। তখন অন্য সঙ্গী পাবারও উপায় ছিল না। আমি অবশ্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। ভদ্রলোকটি অনেক দিন ধ'রে ভুগছিলেন, তিনি আমাকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, দেহ থেকে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হবার পরই যেন তাঁর জন্য ঘণ্টা বাজান হয়। আমি তখন এক হাতে লণ্ঠন জেলে, অপর হাতে গির্জ্জার চাবি নিয়ে চল্‌লুম।"

অপরিচিত ব্যক্তির বস্ত্রের খস্‌খসধ্বনি এবার শ্রুতি-গোচর হইল। যেন তিনি এই অংশটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন।

সলোমন বলিয়া চলিল, "সে রাত্রিটা আজকের মতই দুর্য্যোগভরা ছিল। হ্যারিকেনের আলো নিভে যাচ্ছিল, জোরে বৃষ্টি পড়ছিল, ভারী অন্ধকার রাত—এমন অন্ধকার আমি জীবনে কখনো দেখিনি। এটা আমার কল্পনা হ'তে পারে। 'পল্লীর সব বাড়ীর দরজা তখন বন্ধ। বাইরে জন-মানব নেই। আমি বরাবর গির্জ্জায় গেলাম, দরজায় শিকল দিয়ে রাখলাম, যেন হঠাৎ দরজা বন্ধ না হয়ে যায়—খোলাই থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, তখন একা সেখানে থাকতে আমার ভয় করছিল। যেখানে ঘণ্টার দড়ি ঝুলছিল, তার পাশে লণ্ঠনটা রেখে বাতিটা ঠিক ক'রে বেব ব'লে বস্‌লাম।

"যখন বাতিটা ঠিক হ'ল, তখন কিন্তু বাকি কাজ করবার মত উৎসাহ আমার রৈল না। কেন এমন হ'ল, তা বুঝলাম না, তবে তখন রাজ্যের ভূতের গল্প মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়বার সময় যে সব ভূতের গল্প শুনেছিলুম, স্তাও যেন তখন মনে পড়তে লাগল। এক একবারে গ গুলো মনে এলো না—হুড়মুড় ক'রে সব গল্পই একসঙ্গে মা এলো। গ্রামেতে একটা গল্প শুনেছিলুম—এক রাত্রে রাজ্যের মৃতলোক মাটী ফুঁড়ে উঠে সকাল পর্য্যন্ত নিজে নিজের কবরের উপর বসেছিল। এ গল্পটা মনে পড়তো আমার জানা যত লোককে এই গির্জ্জার মধ্যে গোর দেও হয়েছিল, সকলের কথা মনে পড়ল। তাদের মাঝখান দিে হাঁটতে আমার সাহস হ'ল না। গির্জ্জার প্রত্যেক অং আমার সুপরিচিত; কিন্তু ছায়া দেখে মনে হ'তে লাগ, কারা যেন উঁকি-ঝুঁকি মারছে। যে ভদ্রলোক মারা গেছেন তাঁর কথা মনে হতেই চেয়ে দেখলাম। মনে হ'ল, তিনি যে চাদর মুড়ি দিয়ে শীতে কাঁপছেন। এতক্ষণ আমি বসে ছিলাম, আমার নিশ্বাস পড়ছিল না। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে আমি ঘণ্টার দড়ি হাতে ক'রে নিলাম। ঠিক সেই সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল—কিন্তু আমি যে ঘণ্টার দড়ি ধ'রে ছিলাম, সেটা নয়, আর একটা ঘণ্টা!

"স্পষ্ট শুনলাম, আর একটা ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে। বাতাসে সে শব্দ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও আমি ঠিক ঘণ্টার শব্দ শুন্‌তে পেলাম। অনেকক্ষণ কাণ পেতে রৈলাম, কিন্তু আর কোন শব্দ শুন্‌তে পেলাম না। আমার মনে হ'ল, কেউ মারা গেছে, তাই এই ঘণ্টা বাজছে। আমি তখন ঘণ্টা বাজাতে লাগলাম। কতক্ষণ বাজিয়েছিলাম, মনে নেই। তার পর দৌড়ে বাড়ীতে গেলাম।

"সমস্ত রাত ঘুম হ'ল না। ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠলাম। প্রতিবেশীদের কাছে আমি গল্পটা করলাম। কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ হেসে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু সেদিন সকালে মিঃ রুবেন হেয়ারডেলকে নিহত অবস্থায় তাঁর বিছা-নায় পাওয়া গেল। তাঁহার হাতে বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টার দড়ির একাংশ ছিল। দড়িটা তাঁর ঘরেই ঝুলছিল। দড়িটা কেউ যেন কেটে ফেলেছে। সম্ভবতঃ হত্যাকারী নিজেই সে কাজ করেছিল।

"সেই ঘণ্টার শব্দই আমি শুনেছিলুম।

"তাঁর সিন্দুক খোলা—একটা ক্যাসবাক্স, যেটা সে দিন তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে নাকি অনেক টাকা ছিল—সে বাক্সটা পাওয়া গেল না। গোমস্তা ও মালী দুজনই পলাতক। সকলেই তাদের উপর সন্দেহ পোষণ করেছিল। লোক দুটোকে সন্ধান ক'রে পাওয়া যায়নি, যদিও তাদের যথেষ্ট সন্ধান করা হয়েছিল। তবে অনেক মাস পরে গোমস্তা মিঃ রজের দেহ জল থেকে তোলা হয়। তাঁর শরীরের পোষাক ও আংটী থেকে তাঁকে সনাক্ত করা হয়, কিন্তু শরীর এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁকে চেনা যায় নি। তাঁর বুকে গভীর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল না। সকলে সে সময় বলেছিল যে, তিনি নিজের ঘরে ব'সে পড়ছিলেন। কারণ, তাঁর ঘরেও রক্তের দাগ ছিল।

াৎ তাঁর ওপর আক্রমণ হয়, তার পর তাঁর মনিবকে ত্যা করা হয়।

"সকলেই বিশ্বাস করেছিল যে, মালীটারই এই কাজ। কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি, তবে এটা ঠিক, একদিন সে ধরা পড়বেই। আজ ২২ বছর হ'ল এ ঘটনা ঘটেছে—সে দিন ছিল ১৯শে মার্চ্চ। মজা এই যে, ঠিক এই তারিখেই আমরা এই গল্প নিয়ে আলোচনা করি। আমার মনে হয়, যে কোন বছরের ১৯শে মার্চ্চএ সেই লোকটা নিশ্চয় ধরা পড়বে।"

২

যাহার জন্ম এই কাহিনীর পুনরুল্লেখ হইল, তিনি বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য গল্প ত! আপনি যে ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তাও আশ্চর্য্যতর। গল্পটা এখানেই শেষ, আর কিছু নেই?"

সলোমন ডেজি এই প্রশ্নে যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। পুনঃ পুনঃ কাহিনীটি বলিয়া, মাঝে মাঝে রঙ্গ চড়াইয়া বলিয়া সে অসংখ্য শ্রোতার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়াছে, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ প্রশ্ন করে নাই, "এই শেষ, আর কিছু নেই?" এরূপ মন্তব্য সে কোন দিন শুনিতে অভ্যস্ত ছিল না।

সে বলিল, "হ্যাঁ, এইখানেই শেষ। বোধ হয়, তাই যথেষ্ট!"

"আমারও তাই মনে হয়। ছোকরা, আমার ঘোড়াটা। একটা বেতো ঘোড়া পথের মধ্যে ভাড়া করেছিলুম; কিন্তু ওতে চড়েই আজ রাতে লণ্ডনে যেতে হবে।"

জো বলিল, "আজ রাতে?"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই। অমন ক'রে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখছ কেন? আশেপাশের যত কর্ম্মহীন লোক এখানে এসে গল্প শুনেই দিন কাটায়!"

এই মন্তব্য শুনিবামাত্র জন্ উইলেট ও তাঁহার তিন জন সঙ্গী আবার অগ্নির উপরিস্থিত পাত্রটির উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিল, কিন্তু জো তাহা করিল না। সে অপরিচিত ব্যক্তির ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ রাতে আপনি যাবেন, সেটা এমন সাহসের কাজ নয় যে, কেউ বিস্মিত হবে। এর চেয়েও ভাল ঋতুতে প্রত্যেক পান্থশালার লোক, অতিথিকে থাকবার জন্ম অনুরোধ ক'রে থাকে, তা বোধ হয় আপনার জানা নেই; কারণ, এখানে আপনি অপরিচিত।"

"পথের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, পথ চেনেন আপনি?"

ভদ্রলোক ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পথ জেনে নেব। দামটা দিয়ে নিন, মশাই।"

জন উইলেট টাকা লইতে কোনও দিন কোনও সময় অলসতা দেখান না। তিনি তাড়াতাড়ি সে কার্য্য শেষ করিলেন। অতিথি বেশভূষা করিয়া লইলেন। তার পর কোন কথা না বলিয়া আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হইলেন। জো তাঁহার ঘোড়া বাহির করিয়া আনিল।

ঘোড়ার গলদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া জো বলিলেন, "ঘোড়াটার যাবার ইচ্ছে নেই। আমি বাজি রাখতে পারি, আজ যদি আপনি থেকে যান, ও খুসী হবে। আমার চাইতেও খুসী হবে।"

"কিন্তু ওর সঙ্গে আমার মত মিলবে না। এখানে আসবার সময় পথে ঘোড়াটা নড়তে চায় নি।"

"আমিও তাই ভাবছি। ওর গায়ে আপনার রেকাবের ক্ষতচিহ্ন আছে।"

অপরিচিত ব্যক্তি কোটের কলার তুলিয়া দিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাপিয়া বসিয়া তিনি যুবককে বলিল, "এর পর আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তখন আমাকে জান্‌তে পারবে।"

জো বলিল, "যে মানুষ পথ চেনেন না, অথচ এই রাত্রিতে যেতে চান, তাঁকে জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক।"

"তোমার তীক্ষ্ণ চোখ ও স্পষ্ট কথা বলবার অভ্যাস আছে দেখছি।"

"আমার স্বভাবই তাই। তবে শেষেরটা মরচে ধ'রে এসেছে, অভ্যেস নেই ব'লে।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "দৃষ্টিটা সর্ব্বদা ব্যবহার করো না—স্ত্রীর জন্ম রেখো।"

অপরিচিত ব্যক্তি তাহার করকম্পন করিয়া, চাবুকের দ্বারা তাহার মাথায় একটা মৃদু আঘাত করিলেন। তারপর অশ্বকে প্রধাবিত করিলেন। কর্দ্দম ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া তিনি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন। পথ-ঘাট পরিচিত থাকিলেও কোনও অনভিজ্ঞ অশ্বারোহী এমনভাবে অশ্বচালনা করিতে পারিতেন না। এ পথে অন্ধকার রাত্রিতে বিপদের আশঙ্কা ছিল।

লণ্ডন সহর বারো মাইল দূরবর্তী হইলেও, সে যুগে পথের অবস্থা ভাল ছিল না। ভারী গাড়ী চলিয়া পথের স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। গর্ত্তগুলি এখন জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত তেজস্বী অশ্বকেও ভূপাতিত করিতে পারিত। অশ্ব-পদচালনায় তীক্ষ্ণ পাথরের খণ্ডগুলি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। অশ্বারোহী এক হস্ত দূরের বস্তুও দেখিতে পাইতেছিলেন না। সে যুগে প্রত্যেক পথেই দস্যু-তস্করের ভয় ছিল। এরূপ দুর্য্যোগময়ী নিশায় দস্যু-তস্করেরা নির্ভয়ে রাহাজানি করিতে বাহির হইত।

কিন্তু অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন। কর্দ্দম ও জল, অশ্বপদ-তাড়নায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। অন্ধকারে দস্যু-তস্করের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি পথের মধ্যস্থান ধরিয়া চলিলেন। মাতালের ন্যায় তিনি তখন অশ্বকে কশাঘাত করিতেছিলেন। তিনি তখন প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির ন্যায়ই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রকৃতির অস্থিরতা তাঁহাকে উন্মদ আগ্রহে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, অথবা কোনও সুদৃঢ় উদ্দেশ্য লইয়া যে কোনও প্রকারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা গেল না। শুধু প্রেতযোনি-তাড়িত হইলে মানুষ যেরূপ বেগে ধাবিত হয়, তিনি সেইভাবেই উল্কাবেগে চলিতে লাগিলেন। এইরূপ বেগে চলিতে চলিতে তিনি একখানি গাড়ীর উপর আসিয়া পড়িলেন। বিপরীত দিক্ হইতে গাড়ীখানি আসিতেছিল। অশ্বকে তাড়াতাড়ি সংযত করিতে গিয়া তিনি প্রায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

মনুষ্যকণ্ঠে শ্রুত হইল, "কে গো! কি হ'ল? কে যায়?"

অশ্বারোহী বলিলেন, "বন্ধুজন!"

পূর্ব্ব-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "বন্ধুজন! যে বন্ধু হবে, সে এমন ভাবে ঘোড়া চালায়? এতে তার নিজের ঘাড় ত ভাঙ্গত, অন্যেরও অনিষ্ট হ'ত যে?"

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আপনার কাছে লণ্ঠন আছে দেখ্‌ছি। একটু দয়া ক'রে ওটা দিন না। ধাক্কা লেগে আমার ঘোড়া হয় ত জখম হয়েছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "আহত হয়েছে! যদি ম'রে না গিয়ে থাকে, তাই ভাগ্য। রাজপথে এমনভাবে ঘোড়া চালাবার কি দরকার হয়েছিল?"

লণ্ঠনটা ছিনাইয়া লইয়া পর্য্যটক বলিলেন, "আলোটা দিন না। এখন বাজে কথা বল্‌বেন না।"

সেই কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "আপনার যদি কথা বলবার মত মন না থাকে, তা হ'লে আমারও লণ্ঠন দেবার মত অভিপ্রায় নেই। যাক্ বেচারা ঘোড়াটা নিয়ে যখন কথা, আপনি আলোটা নিতে পারেন।"

কথার কোনও উত্তর না দিয়া পর্য্যটক অশ্বের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অপর ব্যক্তি শান্তভাবে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিলেন। গাড়ীর মধ্যে অনেক যন্ত্রপাতি ছিল। তিনি নীরবে অশ্বারোহীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই ব্যক্তি বেশ জোয়ান—স্বাস্থ্য চমৎকার। জীবনের বহুদিন তিনি কাটাইয়া দিয়া বৃদ্ধত্বে উপনীত হইয়াছেন।

পর্য্যটক পরীক্ষার পর বলিলেন, "না, ঘোড়ার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এতক্ষণ দেখবার পর এই স্থির করলেন? আপনার চেয়ে আমার চোখের দীপ্তি ভাল।"

"তার মানে?"

"মানে! পাঁচ মিনিট আগেই আমি ব'লে দিতে পারতাম, ঘোড়ার গায়ে আঘাত লাগেনি। বন্ধু, এখন লণ্ঠনটা দিন। বেশ ধীরে ধীরে আপনি এবার চ'লে যান। শুভরাত্রি!"

লণ্ঠনটির আলো বক্তার মুখের দিকে নিক্ষেপ করিতেই উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল। তখনই লণ্ঠনটা ভূমিতলে ফেলিয়া তিনি উহা পদাঘাতে চূর্ণ করিলেন।

গাড়ীর বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কি আগে লোহার কামার দেখেননি যে, আপনি ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠলেন? অথবা"—বলিয়াই বৃদ্ধ গাড়ীর মধ্য হইতে একটা লোহার মুগুর তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমাকে লুঠ করবার মতলব? পথটা আমি চিনি, বন্ধু। এ পথে চলবার সময় দুই একটা শিলিং ছাড়া সঙ্গে কিছু রাখিনে। সুতরাং গণ্ডগোল বাঁচাবার জন্য ব'লে রেখেছি, আমার বুড়ো হাত থেকে গোটাকয়েক আঘাত ছাড়া বেশী কিছুর প্রত্যাশা করবেন না। এটা আমি খুব চমৎকার চালাতে জানি, বন্ধু। পরীক্ষা করবার ইচ্ছে থাকে, দেখ্‌তে পারেন।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "গেব্রিয়েল ভার্ডেন, আমাকে যা মনে করেছেন, আমি তা নই।"

কর্ম্মকার বলিলেন, "তা হ'লে আপনি কে, মশাই? আমার নামও আপনি জানেন দেখ্‌ছি। মশায়ের নামটা কি বলুন ত?"

"আপনার গাড়ীর উপর যে নাম লেখা আছে, তা থেকেই আমি আপনার নাম জেনেছি। সারা সহরের লোক গাড়ী দেখেই আপনাকে চেনে।"

গাড়ী হইতে লঘুপদক্ষেপে অবতরণ করিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "আপনার চোখের দৃষ্টি ত খুব তীক্ষ্ণ দেখছি; কিন্তু ঘোড়ার বেলা সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কোথায় ছিল? কে আপনি? দেখি আপনার মুখ?"

অপরিচিত ব্যক্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিয়াছেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তিনি ভার্ডেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভার্ডেন পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"দেখি আপনার মুখ?"

"স'রে দাঁড়ান বল্‌ছি!"

ভার্ডেন বলিলেন, "ও সব চালাকী চলবে না। কাল্ ক্লাবের সকলে বল্‌বে যে, গেব্রিয়েল ভার্ডেন, কর্কশ কণ্ঠের স্বরে ভয় পেয়েছিল, তা হবে না। দাঁড়ান—মুখ দেখি।"

বাধা দিবার ফলে পাছে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়, সেই জন্য অশ্বারোহী উপরের জামা খুলিয়া ফেলিয়া কর্ম্মকারের দিকে মুখ নত করিলেন।

সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুই ব্যক্তি পূর্ব্বে এমন ভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হন নাই। ভার্ডেনের আরক্ত মুখমণ্ডল, আর অশ্বারোহীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ। উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

ভার্ডেন পরীক্ষার পর বলিলেন, "না, আপনাকে আমি চিনি না।"

পূর্ব্বের ন্যায় গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া অশ্বারোহী বলিলেন, "জানবার ইচ্ছাও করবেন না যেন।"

"বন্ধু, আপনার মুখে পূর্ব্ব-পরিচয়ের কোন চিহ্ন পেলাম না।"

অশ্বারোহী বলিলেন, "আমার ইচ্ছাও তা নয়। কেউ চিনতে না পারে, এই আমার অভিপ্রেত।"

ভার্ডেন বলিলেন, "ভাল, আপনার ইচ্ছে আপনারই থাক্।"

অশ্বারোহী বলিলেন, "একটা কথা মনে রাখবেন, এই কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনি এমন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা আপনার কখনো হয় নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনার জীবন শেষ হ'ত। আজ রাতে আপনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে গেলেন।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"কার হাতে মৃত্যু হ'ত?"

অশ্বারোহী বলিলেন, "আমারই হাতে।"

সঙ্গে সঙ্গে অশ্বকে তিনি চালনা করিলেন। অশ্ব দ্রুততর বেগে ধাবিত হইল, দূরে তাহার পদশব্দ বিলীন হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রচণ্ডবেগে তিনি ধাবিত হইলেন।

ভাঙ্গা লণ্ঠন হাতে লইয়া ভার্ডেন পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অশ্বপদধ্বনি যখন আর শোনা গেল না, তখন তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

"কে এই লোকটি? পাগল না কি? ডাকাত না চোর? তাড়াতাড়ি চ'লে না গেলে দেখা যেত, বিপদ হ'ত কার বেশী? আজ রাতে আমি মৃত্যুর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলুম! আসছে ২০ বছরের মধ্যে আমার মরণ হচ্ছে না। আমাকে ভয় দেখান হয়!"

গেব্রিয়েল আবার গাড়ীতে উঠিলেন। যে দিক হইতে অশ্বারোহী আসিয়াছিলেন, সেই দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"এখান থেকে মেপোল দু মাইল। অন্য পথে আমি ওয়ারেন্ থেকে আস্ছি। মেপোলএ ত যাব না বলেই এ ব্যবস্থা। মার্থার কাছে শপথ করেছি, মেপোলএ যাব না। লণ্ডনে বিনা আলোতে যাওয়ায় বিপদ আছে। হাফ্‌ওয়ে হাউসও এখান থেকে সাড়ে ৪ মাইল দূরে। মেপোল আর ঐ হাফ্‌ওয়ে হাউস্‌এ দুজায়গার একজায়গায় না গেলে আলো পাওয়া যাবে না। মেপোল দু'মাইল দূরে! মার্থাকে বলেছি, সেখানে যাব না। যখন যাব না বলেছি, তখন নিশ্চয় যাব না।"

কিন্তু অবশেষে তিনি গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া মেপোলের দিকেই অগ্রসর হইতে সংকল্প করিলেন।

সেখানে পৌঁছিতেই জো ছুটিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, দরজা খোলা, ভিতরে উজ্জ্বল আলোক। রান্নাঘর হইতে পেয়ালা-পিরিচের টুং টুং শব্দ আসিতেছে। গেব্রিয়েলের দৃঢ়তা আর রহিল না। মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখিতে পাইলেন। না, এমন গৃহ ও আহার্য্যাদির সুযোগ পরিত্যাগ করা যায় না।

তিনি বলিলেন, "জো, ঘোড়াটার জন্য দুঃখ হচ্ছে। খানিক এখানে আমি থাকব।"

বাহির হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু অবিকৃত মানুষের পক্ষে কর্দ্দমাক্ত পথে, অন্ধকারে, জলঝড়ের মধ্যে অগ্রসর হওয়া কি অস্বাভাবিক নহে? অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আহারের আয়োজন হইতেছে, দলের পরিচিত ব্যক্তিরা রহিয়াছে। এ সুখ কি পরিত্যাগ করা যায়!

৩

কর্ম্মকার যখন উত্তপ্ত গৃহের সুখসেব্য আসনে বসিলেন, তখন তাঁহার মনে ঐ প্রকার চিন্তা উদিত হইয়াছিল। তার পর তাঁহার নয়নযুগলে যখন বাতাসের বেগ অনুভূত হইল, তখন তিনি মনে করিলেন, এরূপ দুর্য্যোগের সময় তাঁহাকে গৃহাশ্রয়ে অবশ্যই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বার কয়েক বসিলেন, যেন তাঁহার শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে। একঘণ্টাকাল তাঁহার এইরূপ চিন্তা মনে রহিল। নৈশভোজ সমাপ্ত হইবার পর তিনি গৃহকোণে বেশ ফূর্ত্তির সহিত বসিয়া রহিলেন। সলোমন ডেজি তখন গল্প বলিয়া চলিয়াছিল, তিনি তাহাই শুনিতে লাগিলেন।

সলোমন বলিল, "আমার মনে হয়, লোকটা সাধু প্রকৃতির হলেই ভাল।"

কর্ম্মকার বলিলেন, "আমরা সকলেই তাই আশা করি। কেমন, নয় কি?"

জো বলিল, "না, আমার তা মনে হয় না।"

"গেব্রিয়েল বলিলেন, "তাই না কি?"

"হ্যাঁ। লোকটা আমার মাথায় যাবার সময় ছড়ির ঘা মেরেছিল। কাপুরুষ কোথাকার! সে তখন ঘোড়ার পিঠে, আমি নীচে দাঁড়িয়ে। এখন যদি ফিরে এসে সে শোনে, আমি তার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করি, তা হ'লে আমি খুসী হই।"

"তোমার ধারণাটা কি, জো?"

"ভাল না, মিঃ ভার্ডেন। বাবা, আপনি যতই মাথা নাড়ুন না, আমি বলব, লোকটা ভাল নয়, একশবার বলব, সে ভাল নয়। এখন ফিরে এলে তাকে আমি উপযুক্ত প্রতিশোধ দেব।"

জন উইলেট বলিলেন, "চুপ কর তুমি বলছি।"

"না, বাবা, আমি তা পারব না। আপনাদের জন্যই লোকটা আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেছে। আপনারা আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যেন আমি কচি ছেলে, আমি বোকা। তাই সে আমাকে ঐ রকম ছড়ির ঘা

…রতে পেরেছে। কিন্তু লোকটা যে ভুল করেছে, তা আমি …কে সমঝিয়ে দেব—বেশী দেরী হবে না।"

জন উইলেট বলিলেন, "কি বলছে, সে সম্বন্ধে ছেলেটার …কাণ্ডজ্ঞান আছে কি?"

জো বলিল, "বাবা, আমি যা বলছি, তার মানে আছে। …র পরে তা ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন। আপনার …বহার আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমাকে তুচ্ছ করার …ন্য অন্য সকলে আমাকে তাচ্ছীল্য করবে, তা আমার সহ্য …য় না। আমার মত যাদের বয়স, তাদের কথা ভেবে …খুন। তাদের কি কোন স্বাধীনতা নেই, তারা স্বাধীন …মত বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পায় না কি? তারা … মুখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে? তাদের শুধু হুকুম করবেন, …র তারা হুকুম পালন ক'রে অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ …বে? চিগওয়েলের সকলেই আমাকে অবহেলা করে। …তরাং আপনি বেঁচে থাকতে থাকতেই বলা ভাল যে, …র পর আমি এ'রকম অধীনতার বাঁধন ভেঙ্গে ফেলব। … যদি করি, তখন আমাকে দোষ দিতে পারবেন … সে দোষ তখন আপনারই হবে। আর কারো নয়।"

জন উইলেট পুত্রের নির্ভীক উক্তিতে অত্যন্ত বিস্মিত …লেন। তিনি স্তব্ধভাবে এক দিকে চাহিয়া বসিয়া …হিলেন। কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অন্য …কলেও নির্বাক হইয়া রহিল। তার পর সকলে সুরা-…নের পর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল।

শুধু ভার্ডেনই উভয় পক্ষকে কয়েকটি মিষ্ট কথা …লিলেন। জো যে এখন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হইয়াছে, সে …থাটা পিতাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। সুতরাং তাহার …ম্বন্ধে বুঝিয়া সঙ্গত ব্যবহার করাই উচিত। জোকেও …লিলেন যে, পিতাকে তাহারও সমীহ করিয়া চলা উচিত। …তার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা সঙ্গত নহে। পিতা ও পুত্র …ই সদুপদেশ শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তবে জো …লিল যে, ভবিষ্যতে সে কাহারও দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া …জের পথেই চলিবে।

বাহিরে চাঁদনীর নীচে দাঁড়াইয়া জো বলিল, "মিঃ …র্ডেন, আপনি চিরদিনই আমার প্রতি বন্ধুবৎ আচরণ …'রে আসছেন। আপনার এ সব কথা বলা খুবই ভাল …য়েছে, কিন্তু এমন সময় এসে পড়েছে যে, মেপোল থেকে …মাকে চ'লে যেতে হবে।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "জো জানত, যে পাথর কেবল …ড়িয়ে বেড়ায়, তার গায় কিছু জন্মাতে পারে না।"

জো বলিল, "মাইনজাপক স্থিতিশীল পাথরেও কিছু …ন্মে না। এখানে থাকলে সংসার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা …রতে পারব না।"

চিন্তিতভাবে ভার্ডেন বলিলেন, "তা হ'লে জো, তুমি কি …রতে চাও? কি হ'তে চাও তুমি? যাবে কোথায় শুনি?"

"অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে থাকব, মিঃ ভার্ডেন।"

"সেটা ঠিক হবে না, জো। আমি ওটা পছন্দ করিনে। আমার মেয়ের সঙ্গে যখন বিয়ের কথা হয়, তখন তাকে এই কথা বলি যে, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা চলবে না। গোড়া থেকে দেখতে হবে, তার নির্ব্বাচিত স্বামী ভাল লোক কি না, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে কি না। তা হ'লে অদৃষ্টের ফলে তাকে কষ্ট সহ্য করতে হবে না। ও কি করছ, জো? ঘোড়ার লাগাম ছেঁড়েনি ত?"

জো বলিল, "না, ও কিছু না। মিস্ ডলি বেশ ভাল আছেন?"

"খুব ভাল আছে। ধন্যবাদ। দেখতে ভালই আছে, সুতরাং স্বাস্থ্যও ভাল আছে।"

"তিনি সব সময়েই ভাল থাকেন, মশাই—"

"সে কথা ঠিক, ধন্যবাদ।"

খানিক ইতস্ততঃ করিয়া জো বলিল, "আশা করি, আমার সম্বন্ধে এ সব বিষয়ের গল্প যেন কারও কাছে করবেন না। আমাকে খোকা ভেবে লোকটা মেরেছে, তাও যেন কাকেও জানাবেন না। অন্ততঃ যত দিন লোকটার সঙ্গে আমার দেখা না হয় এবং এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না হয়ে যায়, তত দিন কাকেও বলবেন না। তখন গল্পটা ভালই শোনাবে।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "আমি এ কথা অন্যকে বলব কেন? এখানকার যারা—তারা সব শুনেছে। এদের কারও সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হবার সম্ভাবনা নেই।"

যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে কথা সত্য। আমি ভুলে গিয়েছিলুম। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।"

কথাটা বলিয়াই সে তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল উন্নত করিল। বৃদ্ধের হাতে সে লাগাম তুলিয়া দিল, আবার দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "শুভরাত্রি। আমি যা বলছিলাম, সে কথাটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ। গোঁয়ারতুমি ক'রে কোন কাজ করো না। তুমি ছোকরা ভাল। তোমার ওপর আমার নজর আছে। তোমার একটা কিছু অত্যাহিত হয়, তা আমি চাইনে। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি।"

তাঁহার প্রফুল্ল বিদায়-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়া জো অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ীর চাকার শব্দ দূরে মিলাইয়া গেলে, সে বিষণ্ণচিত্তে পান্থশালায় প্রবেশ করিল।

গেব্রিয়েল ভার্ডেন লণ্ডনের দিকে গাড়ী চালাইলেন। তখন নানা ঘটনার কথা তিনি ভাবিতেছিলেন। মেপোলে গমনের কথাটা কি করিয়া পত্নীর কাছে বলিবেন, সে সম্বন্ধেও তিনি মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করিয়া রাখিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রার সঞ্চার হয়। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

সামান্য মদ্যপান করিয়া গেব্রিয়েল ভার্ডেনের শরীর ও মন তন্দ্রাতুর হইয়াছিল। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই গাড়ী চালাইতেছিলেন—এক একবার জাগিয়া উঠিতেছিলেন। পথ তাঁহার সুপরিচিত। ক্রমেই তিনি গৃহের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। পথের মাঝে এক স্থানে ফটক ছিল, উহা বন্ধ ছিল। রক্ষক পথ খুলিয়া দিবার পূর্ব্বে গাড়ী অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। ভার্ডেন রক্ষককে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া আবার অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তাঁহার তন্দ্রাভাব গাঢ় হইল, সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে সহর সম্মুখে দেখা গেল। উহা তখন গাঢ় অন্ধকারের মত অনুভূত হইতেছিল। ক্রমে ক্ষীণ আলোক-রেখা দুর্য্যোগের রাত্রিতে দেখা দিল। দোকান-ঘরের মৃদু আলোক বলিয়া তাঁহার অনুমিত হইল। স্বল্পালোকিত গলির মধ্য দিয়া তিনি চলিলেন। দুই পার্শ্বে দোকান-ঘর। কুক্কুরের চীৎকার, গির্জ্জার ঘড়ীর শব্দ তাঁহার কাণে আসিল। ক্রমে মানব-কণ্ঠের কোলাহল শব্দ জানাইয়া দিল যে, সহরের জনাকীর্ণ অংশে তিনি পৌঁছিয়াছেন। লণ্ডন সহর সন্নিহিত।

ভার্ডেন তখনও গাড়ী চালাইয়া অর্দ্ধ-তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে চলিয়াছেন। ক্রমে উচ্চ চীৎকারধ্বনি শুনিয়া ভার্ডেন সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল, যেন কোন বিচিত্র দেশে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ক্রমেই পরিচিত দৃশ্য সমূহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি চক্ষু মার্জ্জনা করিবার পর আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় আবার চীৎকারধ্বনি পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইল। ক্রমেই শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। এবার সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া গেব্রিয়েল জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন, তিনি ভীরু নহেন। উৎসাহভরে তিনি ঘটনাস্থানের দিকে গাড়ী চালাইলেন।

ঘটনাস্থলে আসিয়া তিনি দেখিলেন, ব্যাপার সাংঘাতিক। তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি নিস্পন্দ অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত। তাহার চারি দিকে এক ব্যক্তি অধীরভাবে মশাল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ব্যাপার কি? এ কি—কে, তুমি বারনাবি?"

মশালধারী তাহার দীর্ঘ কেশযুক্ত মস্তক সঞ্চালিত করিল, তার পর ভার্ডেনের দিকে আগ্রহ দৃষ্টি ন্যস্ত করিল।

ভার্ডেন বলিলেন, "তুমি আমায় চেন, বারনাবি?"

সে মাথা নাড়িল—একবার বা দুইবার নহে, অনেকবার। মনে হইল, তাহার মাথা নাড়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলিবে। কিন্তু কর্ম্মকার তাহার একটা আঙ্গুল চাপিয়া ধরিতেই সে মস্তকান্দোলন থামাইল। তার পর ভূলুণ্ঠিত দেহের প্রতি ইঙ্গিত করিল।

বারনাবি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ওর গায়ে রক্ত, তাই আমি এমন কচ্ছি।"

ভার্ডেন প্রশ্ন করিলেন, "কেমন ক'রে হ'ল?"

হস্তের দ্বারা অস্ত্রাঘাত নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল, "ইস্পাত! ইস্পাত!"

ভার্ডেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকাতে লুঠ করেছে?"

তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া বারনাবি মাথা নাড়িয়া বলিল, "হঁ্যা!" তারপর সহরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

বৃদ্ধ নত হইয়া শায়িত দেহের দিকে চাহিলেন। তিনি কথা বলিতেই বারনাবির আনন বিচিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—উহা বুদ্ধিবৃত্তির আলোক নহে। "ডাকাতটা ঐ দিকে পালিয়েছে? যাক্, সে কথা এখন থাক। মশালটা এদিকে ধর—আর একটু সরিয়ে নেও—হঁ্যা, ঠিক হয়েছে। এখন চুপ ক'রে দাঁড়াও, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখি, কি হয়েছে।"

ভূলুণ্ঠিত দেহ তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। বারনাবি তাঁহার নির্দ্দেশমত মশাল ধরিয়া রহিল। তাহার আননে কৌতূহল কিন্তু এক প্রকার গোপন শঙ্কায় সে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

বারনাবির মুখে আলোক-রেখা পড়িয়াছিল। তাহার বয়স তেইশ হইবে। তাহার দেহ বলব্যঞ্জক। মাথার কেশরাশি প্রচুর এবং মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার আননে শঙ্কা, নয়নে অদ্ভুত দীপ্তি। কিন্তু আত্মার অবিদ্যমানতা তাহাতে যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরিধেয় বস্ত্র সবুজ বর্ণের, সম্ভবতঃ নিজেই সে তাহার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। উহার বর্ণ সময়ে সমুজ্জ্বল থাকিলেও, পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তাহার টুপীতে ময়ূরের পালক সন্নিবিষ্ট। তাহার কটিবন্ধে ফলাহীন তরবারির উত্তমার্দ্ধ।

সতর্কভাবে আহত ব্যক্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "বারনাবি, লোকটা এখনো মরেনি। তবে পাশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। লোকটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।"

করতালি দিয়া বারনাবি বলিয়া উঠিল, "আমি একে চিনি।"

ভার্ডেন বলিলেন, "চেন না কি?"

ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বারনাবি বলিল, "চুপ! উনি প্রেম কর্ত্তে বেরিয়েছিলেন। উনি আর যেন প্রেম কর্ত্তে না যান। যদি যান, তা হ'লে কারও চোখ স্থির হয়ে যাবে। চোখের কথা বলবার সময় আমার মনে তারার কথা জাগে। ও কার চোখ? যদি দেবদূতের চোখ হয়, অমন ক'রে তবে চাইবে কেন? আর তাদ মানুষটির এমন আঘাত লাগবে কেন? শুধু চোখ তারার মত জল্ জল্ করতে থাকবে।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বলিলেন, "বোকা ছেলেটাকে ভগবান রক্ষা করুন। এ ভদ্রলোককে কি সত্যি ও চেনে? ওর মার বাড়ী বেশী দূর নয়। ওর মা কিছু পরিচয় দিতে পারে কি না দেখা যাক্। বারনাবি ভাই, আমি একে গাড়ীতে তুলি, তুমি একটু সাহায্য কর। তার পর গাড়ীতে চড়েই আমরা বাড়ী যাব।"

পশ্চাতে হটিয়া গিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বারনাবি বলিল, "আমি ওকে ছুঁতে পারব না। ওর গায়ে রক্ত!"

ভার্ডেন আপন মনে বলিলেন, "জানি ওর ঐ রকম স্বভাব। ওকে জিজ্ঞাসা করাই নিষ্ঠুরতা, কিন্তু একা ত পারব না, সাহায্য চাই। বারনাবি—সোনা মাণিক বারনাবি, ভদ্রলোককে তুমি সত্যি যদি চেন, তা হ'লে ওঁর জীবন রক্ষার জন্ত ওঁকে ধ'রে তোল।"

"তা হ'লে ওঁর গায় কাপড় জড়িয়ে দিন—আমি যেন দেখতে না পাই, এমনিভাবে জড়িয়ে দিন, রক্তের গন্ধ যেন না পাই, একটা শব্দও যেন শুনতে না পাই। আপনি কথা বলবেন না।"

"না, তা বলব না। এই দেখ, আমি সব ঢেকে দিয়েছি। খুব আস্তে। বাঃ, বেশ হয়েছে, খুব ভাল!"

ধরাধরি করিয়া অনায়াসে সেই দেহ গাড়ীতে তোলা হইল। বারনাবির গায় খুব শক্তি এবং কাজেও সে তৎপর। কিন্তু তুলিবার সময় বারনাবি কেবল কাঁপিতেছিল। সে যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল।

ভার্ডেন তাঁহার ওভারকোট দিয়া আহত ব্যক্তির দেহ ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তার পর গাড়ী দ্রুতগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। এমন ব্যাপার ঘটায় মিসেস্ ভার্ডেনকে নির্ব্বাক করিতে পারিবেন ভাবিয়া ভার্ডেন খুশী হইলেন। এ ব্যাপারের পর মেপোলের কথা আর উঠিবে না।

৪

তখনও ক্লার্কেন্‌ওয়েল সহরতলী ছিল। সুন্দর উপকণ্ঠ প্রদেশ। বর্ণিত ঘটনার যুগে এই সহরতলীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। ৬৬ বৎসর পরে উহা লণ্ডন সহরের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছিল। এই ক্লার্কেনওয়েল সহরতলীর বৃক্ষচ্ছায়াবহুল রাজপথগুলির পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু বাসভবন ছিল। অনেক বাড়ীতেই পুষ্পোদ্যান ছিল। প্রান্তর—মুক্তপ্রান্তরও অদূরে বিস্তৃত। বহু ব্যবসায়ী—হীরা জহরতের বহু কারবারী লোক এখানে থাকা সত্ত্বেও পল্লীর বিশুদ্ধ বায়ু এখানে প্রবহমান ছিল।

গেব্রিয়েল ভার্ডেন এই পল্লীতেই থাকিতেন। তাঁহার কর্মশালাও এখানে। আহত ব্যক্তির সহিত দেখা হইবার পরদিবস প্রাতঃকালে গেব্রিয়েল ভার্ডেন বাসভবনের সদর-দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি দোকানঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ঘরটি তিমিরায় ধূমে অন্ধকারাচ্ছন্ন; হাপরের ধারে লেদের উপর এক জন যুবক লোহা পিটিতেছিল।

গেব্রিয়েল খানিক পরে পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর দ্বিতলের বাতায়নের দিকে তাড়াতাড়ি গোপন দৃষ্টি-ক্ষেপ করিলেন। সেই সময় একটি বাতায়ন উন্মুক্ত হইল, মুক্ত বাতায়নপথে একখানি দুষ্টামিভরা মুখ দেখা গেল। তাহার চক্ষুযুগল সুন্দর, তরুণীর মুখখানি হাসি হাসি। স্বাস্থ্যের বিমল দীপ্তি তাহার আননে—যৌবনপুষ্পিত দেহ সুন্দর।

তরুণী বাতায়নের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ করুন। মা এখনও ঘুমুচ্ছেন!"

সেইরূপ অস্ফুটভাবে ভার্ডেন বলিলেন, "মা, তুমি এমনভাবে কথা বলছ, যেন তিনি সারারাতই ঘুমিয়েছেন। মাত্র আধঘন্টা ঘুমুচ্ছেন, তা নয়। যাই হোক্, তোমায় ধন্যবাদ। ঘুম হওয়া ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

তরুণী কন্যা বলিল, "কিন্তু বাবা, সারারাত আপনি এলেন না, আমরা ভেবে মরি; কোথায় গেছলেন, খবরও দেননি।"

মাথা নাড়িয়া পিতা বলিলেন, "ডলি, ডলি মা! আর তোমরা ওপরে গিয়ে ঘুমুচ্ছিলে, সেটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? পাগলী, নীচে নেমে আয়, প্রাতরাশ করতে হবে। আস্তে আস্তে নেমে আসিস্। না হ'লে তোর মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবে। উনি ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই!"

ভার্ডেন দোকানঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহকারীর দিকে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। সে যেন গোপনে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। ভার্ডেনকে আসিতে দেখিয়াই সে সে স্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং আবার হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

গেব্রিয়েল স্বগত বলিলেন, "আবার শুনছিলে, সাইমন। এটা ভাল নয়, মেয়েটা যখনই কথা বলে, এ লোকটা অমনি শুনতে থাকে। অন্য সময় তা করে না। ভারী বিশ্রী স্বভাব। সিমের এ স্বভাবটা বড় খারাপ বলতে হবে। লুকিয়ে কথা শোনা বদ অভ্যাস। যতই হাতুড়ি চালাও না কেন, আমাকে ঠকাতে পারবে না।"

আপন মনে ঐরূপ আলোচনা করিতে করিতে তিনি কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন। সহকারীর তিনি মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ভার্ডেন বলিলেন, "ঢের হয়েছে, আর শব্দ করতে হবে না, বাপু। প্রাতরাশ প্রস্তুত।"

অত্যন্ত বিনীতভাব ধারণ করিয়া সিম বলিল, "আমি এখুনি আসছি, স্যার!"

গেব্রিয়েল মৃদু গুঞ্জনে বলিলেন, "কোন কেতাবী কেতা হবে বোধ হয়। এখন নিজেকে সুন্দর ক'রে তুলবার জন্ত গেল দেখছি—ভারী বাসা বাঁধার বটে।"

মনিব অন্তরাল হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া সিম মাথার উপরের কাগজের টুপী খুলিয়া

ফেলিল, আসন হইতে লাফাইয়া উঠিল। তার পর নৃত্যচ্ছন্দে দুই লাফে জলপূর্ণ বালতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তার পর মুখের ময়লা প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিল। তার পর কোন গোপন স্থান হইতে একখানি ছোট আয়নার কেস টানিয়া বাহির করিয়া, কেশ সুবিন্যস্ত করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাহার নাসিকায় কার্ব্বাঙ্কল ফোড়ার যে ক্ষতচিহ্নটি ছিল, তাহার অবস্থাও পরীক্ষা করিয়া লইল। এইরূপে প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া দর্পণখণ্ডটুকু সে একটা বেঞ্চের উপর রাখিল এবং তাহার চরণযুগলের প্রতিবিম্ব তাহাতে যতটুকু পড়িল, তাহা দেখিয়া লইল।

ছোকরার নাম মিঃ সাইমন ট্যাপেরটিট। সে পাঁচ ফুটের উপর দীর্ঘ নহে। মুখখানি রোগা, নাসা ছুঁচালো, চক্ষুযুগল ক্ষুদ্র। তাহার ধারণা, সে খর্ব্বকায় নহে— মধ্যমাকার। সিমের কৃশ দেহ হইলেও সে মনে করিত, তাহার দেহ সুগঠিত। তাহার চরণযুগল ক্ষুদ্র। তাহার চক্ষু-যুগলের দৃষ্টি সম্বন্ধে তাহার নিজের ধারণা ছিল, তাহার দৃষ্টিতে শক্তি আছে। তাহার মনে এমন বিশ্বাস ছিল যে, যে কোনও গর্ব্বিতা সুন্দরী, তাহার চোখে চোখ মিলাইলেই অমনই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু নারী দূরে থাকুক, কোনও নির্ব্বাক পশুও তাহার দৃষ্টির আঘাতে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, এমন প্রমাণ সে কখনও দিতে পারে নাই।

উল্লিখিত ব্যাপারগুলি অনুধাবন করিলে, ইহাই মনে হয় যে, মিঃ ট্যাপেরটিটের ক্ষুদ্র দেহের অন্তরালে উচ্চাভিলাষকে যেন তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কোন কোন সুরা যতক্ষণ বোতলে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার ফেনপুষ্পিত উৎক্ষিপ্ত গতির তীব্রতা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ছিপি খুলিয়া কোনও পাত্রে ঢালিবামাত্র তাহার ফেনপুষ্প কানা ছাপাইয়া উঠে। মিঃ ট্যাপেরটিটের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ উন্মাদনা তাহার অন্তরে আছে বলিয়াই অনেক সময় তাহাকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তবে সে সকল কথা সে সযত্নে তাহার মনিবের নিকট গোপন রাখিত।

তাহার এইরূপ প্রকৃতির সম্বন্ধে চাকরাণী মাঝে মাঝে প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ করিত যে, ছোকরার হাতে লাঠি থাকে না, তাই মঙ্গল,নচেৎ কোন্ দিন সে কোন নাগরিকের মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এই যুবক কোন কোন লোকের কাছে এমন কথাও বলিয়া ফেলিত যে, তাহার সহিত এমন একদল গোঁয়ার লোকের জানাশুনা আছে যে, কোন সিংহবিক্রম লোক তাহাদের সর্দ্দার হইয়া দাঁড়াইলে, লর্ড মেয়রকে পর্য্যন্ত ভয়ে কাঁপাইয়া তুলিবে।

নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ সাজসজ্জা সম্বন্ধে সিম্ ট্যাপেরটিট্ কম উৎসাহী বা উদ্যমশীল ছিল না। রবিবার রাত্রিতে সে পথের কোণের দোকান হইতে সুন্দরতম বস্ত্রের পরিচ্ছদ টানিয়া লইত, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। উহা সে তাহার কোটের পকেটে লুকাইয়া রাখিত। তার পর বাসায় যাইত। প্রত্যেক বড় বড় উৎসব উপলক্ষে ছুটীর দিন সে তাহার সাধারণ ইস্পাত-নির্ম্মিত জানুরক্ষক পদার্থের বিনিময়ে সমুজ্জ্বল জানুরক্ষক পদার্থ বন্ধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইত, ইহা সকলেই জানিত। তাহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর, চেহারায় মনে হইত, আরও বেশী; কিন্তু সে যেরূপ চাল দেখাইত, তাহাতে মনে হইত, সে দুই শত বৎসরের বুড়া। মনিব-কন্যার সম্বন্ধে তাহার মনের এক-প্রান্তে যে গভীর আগ্রহ আছে, এ বিষয়ে কেহ প্রকাশ্যে তাহাকে বিদ্রূপ করিলে সে কোনও আপত্তি প্রকাশ করিত না। কোনও অপ্রকাশ্য পান্থশালায় কোনও বিষয় লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, যদি কোনও মহিলার নাম লইয়া শপথ করিতে হইত, তাহা হইলে সে এক জন সুন্দরী তরুণীর নামোচ্চারণ করিত, যাহার নামের আদ্যক্ষর ডি দিয়া আরম্ভ। যুবক সহকারী অতঃপর তাহার মনিবের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাতরাশ টেবলে সমুপস্থিত হইল।

আহারটি বেশ পুষ্টিকর হইয়াছিল। শুধু চা নহে, মাংসও অনেক প্রকার দেখা দিল। মাখন-মিশ্রিত কেক অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু—লৌহ-কর্ম্মকারের সুন্দরী কন্যা।

কোনও যুবক উপস্থিত থাকিতে কোনও পিতা তাঁহার কন্যাকে চুম্বন করেন, ইহা সিমের কাছে সহনাতীত বোধ হইল। গেব্রিয়েল তাঁহার কন্যার গোলাপী ওষ্ঠাধরে চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিলেন— ঐ ওষ্ঠযুগল সিমের এত কাছাকাছি থাকিয়াও কত দূরে! মনিবের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহার মনে হইল, কেকের টুকরা কেন বুড়ার কণ্ঠরোধ করিতেছে না?

পিতার নিকট হইতে আদর লাভের পর কন্যা আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাবা, কাল রাত্রের কথা যা শুনছি, সেটা কি?"

"ডলি, মা, যা শুনেছ, সব সত্যি, একবিন্দু মিথ্যা নয়।"

"যুবক মিঃ চেষ্টারকে ডাকাত অস্ত্রাঘাত করে, সব লুটে নিয়েছে, এমন সময় আপনি সেখানে এসে পড়েছিলেন, বাবা?"

"হ্যাঁ, তাই। তাঁর পাশে বারনাবি ছিল। সে তখন লোক ডাকাডাকি করছিল। পথ তখন জনমানববর্জ্জিত ছিল, শীতও খুব বোধ হচ্ছিল। বেচারা বারনাবি একেই বোকা, তাতে ঐ রকম ব্যাপার দেখে ভয়ে আরও বোকা ব'নে গিয়েছিল। যুবক ভদ্রলোক আর একটু দেরী হলেই মারা যেতেন।"

শিহরিয়া উঠিয়া কন্যা বলিল, "কথাটা ভাবতে গেলেও ভয় হয়। আপনি তাঁকে চিনলেন কি ক'রে, বাবা?"

ভার্ডেন বলিলেন, "আমি ত তাঁকে চিনতুম না। কেমন ক'রে চিনব? কোন দিন তাঁকে দেখিনি। তাঁর কথা

সর্ব্বদা শুনতাম বটে। আমি তাঁকে নিয়ে মিসেস রজের বাড়ীতে যাই। তিনি ওঁকে দেখবামাত্র চিনতে পারলেন।"

"বাবা, মিস্ ইমার কাছে এ খবর পৌঁছুলে, তিনি পাগল হয়ে যাবেন।"

কর্ম্মকার বলিলেন, "দেখ, ভাল লোক যে, তাকে কি রকম কষ্ট পেতে হয়। মিস্ ইমা কার্লাইল ভবনে ছন্ম নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন, ওয়ারেনের লোকরা সে কথা আমায় বলেছিল। তাঁর মোটেই বাবার ইচ্ছে ছিল না। মিসেস্ রজের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমার বোকা বাবা সেখানে গেল—তার চেয়ে বাড়ীতে এসে ঘুমুলেই হ'ত। সেখানে যেতেই একটা ছদ্মবেশ পরতে হ'ল, দলে ভিড়তে হ'ল।"

পিতার গণ্ডে আগ্রহভরে চুম্বন করিয়া কন্যা বলিয়া উঠিল, "আপনাকেও তাঁর মত করতে হ'ল!"

"হ্যাঁ, তাই। তাঁর মত পোষাকই হয়েছিল। যাক্, তার পর দলে মিশে পড়লাম। আমার কাণের কাছে কত লোক এসে কত কথা ব'লে গেল। ভারী বিরক্তি বোধ হ'ল। ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে দেখি, এক জন তরুণী মহিলা মুখোস খুলে ব'সে আছেন। সে ঘরটা ভারী গরম! তিনি একলাই ছিলেন।"

কন্যা বলিয়া উঠিল, "উনিই তিনি ত?"

পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনিই। ব্যাপারটা তাঁর কাণের কাছে বলবামাত্রই তিনি চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।"

কন্যা প্রশ্ন করিল, "তার পর কি হ'ল, বাবা? আপনি কি করলেন?"

"ছদ্মবেশধারীরা চারিদিক থেকে ছুটে এল। সেই সুযোগে আমি স'রে পড়লাম। তার পর কি হয়েছে, বাড়ী আসবার পর যা ঘটেছে, সব তুমি জান। বেচারার মনে আনন্দ নেই—ওটা ওখানে রাখ।"

পাত্রটি তুলিয়া ধরিয়া ভার্ডেন আকণ্ঠ সুরা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

সিম্ উল্লিখিত আলোচনায় যদিও যোগ দেয় নাই, কারণ, কেহ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কোন কথা বলে নাই; কিন্তু সে নীরবে সব কথা শুনিয়া যাইতেছিল। সে তখন তাহার চক্ষুর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিয়া ডলির প্রতি নিক্ষেপ করিতেছিল। সেই সময় গেব্রিয়েল তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন।

"ব্যাপার কি হে? অমন করছ কেন? গলায় কিছু আটকে গেছে না কি?"

"সিম্ বলিল, "কার?"

ভার্ডেন বলিলেন, "কার আবার! তোমার। খাওয়াদাওয়া খেতে খেতে ওরকম ভীষণ মুখভঙ্গী করছ কেন?"

কিছু বিবর্ণ হইয়া সিম্ বলিল, "ওটা মানাই, যার যে রকম রুচি!"

সে দেখিল, মনিবকন্যা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

উচ্চহাস্ত করিয়া গেব্রিয়েল বলিলেন, "সিম্, বোকার মত কাজ করো না। তোমার মাথা ঠিক আছে, তার পরিচয় দাও,—এটাই আমার ইচ্ছে। এই সব ছোকরা সব সময়েই একটা না একটা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করবেই। জন উইলেট আর তার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেছে। অবশ্য জোর যে তাতে বেশী দোষ আছে, তা আমার মনে হয় না। এক দিন শুনবে, সে কোথায় পালিয়ে গেছে। নিজের ভাগ্য গ'ড়ে তুলবার জন্য সে বুনো হাঁসের পেছনে হয় ত দৌড়ুতে থাকবে। কি হ'ল, ডল? তুমি এখন দেখছি মুখ ভ্যাংচাচ্ছ। মেয়েরা ছেলেদের মত বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছি!"

ডলির আনন একবার আরক্ত, একবার সাদা হইয়া গেল। সে বলিল, "চার জন্য এরকম হচ্ছে, বাবা। ভারী গরম।"

মিঃ ট্যাপেরটিট্ টেবলের উপরিস্থিত একখানি রুটীর দিকে চাহিয়া কষ্টে শ্বাসত্যাগ করিল।

পিতা বলিলেন, "তাই না কি? আর কিছু নয়? আচ্ছা, ওতে আর একটু দুধ ঢেলে দাও। হ্যাঁ, ঠিক। আমি তার জন্য দুঃখিত, তাকে বেশ পছন্দ হয়, খাসা ছোকরা সে। একবার দেখলেই আবার তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে ওখান থেকে চ'লে যাবে, আমাকে বলেছে!"

ক্ষীণকণ্ঠে ডলি বলিল, "তাই নাকি! অ্যাঁ, তাই নাকি!"

কর্ম্মকার কহিলেন, "চা-টা কি এখনও গলায় লাগছে, মা?"

কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কন্যা ডলি ভয়ানক কাসিতে লাগিল। কাসি যখন থামিল, তখন তাহার উজ্জ্বল চোখে জল। পিতা তখনও কন্যার পৃষ্ঠে করাবমর্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় খবর আসিল যে, মিসেস্ ভার্ডেন ভারী অসুস্থ। সারা রাত্রি উৎকণ্ঠায় যাপন করিবার পর এখন তিনি নামিয়া আসিতে পারিবেন না। তাঁহার ঘরে চা, কেক, মাংস যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুই খণ্ড প্রোটেষ্টাণ্ট ম্যানুয়েলও যেন পাঠান হয়। স্বামীর সহিত স্ত্রীর যখন মতান্তর ঘটিত, তখনই স্ত্রী এই বই পড়িতেন।

সকলেই এই ব্যাপারে আসল বিষয় বুঝিতে পারিল। ডলি মার কাছে চলিয়া গেল, গেব্রিয়েলও বাহিরের কাজে গেলেন; সিম্ তাহার দৈনন্দিন কাজ করিবার জন্য কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিল। সিম্ খানিক পদচারণা করিল, সম্মুখে যাহা পাইল, তাহা পদাঘাতে সরাইয়া দিল। তার পর তাহার মুখে একটা অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সে বলিয়া উঠিল—"জো!"

"কর্ত্তা যখন ঐ ছোকরার কথা বলছিলেন, আমি ডলির দিকে চেয়েছিলাম। এ জন্যই ডলির অত বিষম লেগেছিল জো!"

সে আবার ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে আসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "জো।" পনের মিনিট পরে সে আবার কাজ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। না, আজ আর কাজ করা চলিবে না।

সিম্ আপন মনে বলিল, "আজ আর কাজ করতে পারছি না। যন্ত্রগুলোতে আজ শাণ দেই। হ্যাঁ, মনের এ অবস্থায় শাণ দেওয়াই ঠিক! জো!"

শাণ-যন্ত্র চলিতে লাগিল। স্ফুলিঙ্গ উঠিতে লাগিল। এই কাজই এখন তাহার মানসিক অবস্থার অনুকূল।

জামার হাতায় কপালের স্বেদ মুছিয়া ফেলিয়া সিম্ বলিয়া উঠিল, "এ থেকে অনেক কিছু ঘটতে পারে। হ্যাঁ, তাই সম্ভব"

আবার যন্ত্র চলিল—ঘস্, ঘস্, ঘস্!

৩

দিনের কাজ সমাপ্ত হইলে, কর্ম্মকার রাত্রির আহত ভদ্রলোককে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি এখন কেমন আছেন, কতদূর উপকার হইল, তাহা জানিবার জন্য ভার্ডেনের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সাউদার্কের একটি গলীর মধ্যে সেই বাড়ী অবস্থিত। লণ্ডন সেতু হইতে ঐ স্থান অধিক দূরে অবস্থিত নহে। ভার্ডেন সেই বাড়ীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। শীঘ্র সে কার্য্য সারিয়া তিনি বাড়ীতে আসিয়া নিদ্রা যাইতে চাহেন।

সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বেগে বাতাস বহিতেছিল। গত রাত্রির অপেক্ষা বায়ুবেগ কম নহে। বাতাস যেরূপ বেগে বহিতেছিল, তাহাতে গেব্রিয়েলের মত স্থূলদেহ ব্যক্তির দ্রুত ধাবন অসম্ভব হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তিনি দুই তিন পদ পিছাইয়া আসিতেছিলেন। কখনও কখনও কাহারও দ্বারান্তরালে আশ্রয়ও লইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বাতাসের বেগে দুই একটা টুপী কাহারও মস্তকচ্যুত হইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। কোন কোন পুরাতন বাড়ীর বালি খসিয়া ভূমিতলে পড়িতেছিল। ইহাতে পথিকের যাত্রাপথ নিরানন্দময় হইয়া উঠিতেছিল।

বিধবার দ্বার-সন্নিধানে উপনীত হইয়া ভার্ডেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "আমার মত লোকের পক্ষে এ রকম রাত্রিতে পথ চলা মুস্কিল। এমন সময় অগ্নিকুণ্ডের পাশেই থাকা আরামের।"

তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে শব্দ হইল, "কে ডাকে?"

ভার্ডেন উত্তর দিলে তাড়াতাড়ি দ্বার মুক্ত হইল। তাঁহাকে ভিতরে যাইবার জন্য সাদরে আহ্বান করা হইল।

যিনি দ্বার খুলিলেন, সেই নারীর বয়স ৪০ হইবে। দুয়ে-দুই তিন বৎসর অধিকও হইতে পারে। মুখখানি এককালে সুন্দর ছিল, এখনও সে আননে তাহার চিহ্ন আছে। নারীর মুখমণ্ডলে অনেক দুঃখ ও উদ্বেগের চিহ্ন বর্ত্তমান। কালের প্রভাবে সে সকল দুঃখ যেন অনেকটা সহনীয় হইয়াছে। কেহ বারনাবির দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিত, এই নারীর সহিত তাহার মুখের সাদৃশ্য আছে। ইনি তাহার মাতা। তবে বারনাবির চোখে শূন্যতা এবং উদাসীনতা, ইহার নয়নযুগলে ধীরতা ও নম্রতার দীপ্তি।

তাঁহার মুখ দেখিলে একটা বিচিত্র ভাবের সমাবেশ মনে আসে। যখন তিনি বেশ প্রফুল্ল থাকেন, তখনও মনে হইবে, এখনই যেন শঙ্কাভরে অধীর হইয়া উঠিবেন। চক্ষু, মুখ, গণ্ড প্রভৃতি এক একটি করিয়া লক্ষ্য করিলে এরূপ কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিলে মনে হইবে, অনবরতই এই নারী যেন গোপন শঙ্কা মনে পোষণ করিতেছেন! মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সেই ভাব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

যাহারা মেপোলের কাহিনী অবগত আছে, তাহারা স্মরণ করিতে পারে যে, তাঁহার স্বামী ও মালিকের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে এই রমণীর কি অবস্থা ছিল। তাহারা স্মরণ করিতে পারে, কিরূপে ঐ ভাবটি ক্রমশঃ তাঁহার মধ্যে সঞ্জাত হইয়াছে। যে দিন ঐ ঘটনা ঘটে, সেই দিনই এই নারী বারনাবিকে প্রসব করেন। শিশুর মণিবন্ধে সে সময় রক্তের দাগ ছিল, তাহাও সকলে দেখিয়াছিল।

রমণীর অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মকার বলিলেন, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

উভয়ে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আগুন জ্বলিতেছিল।

রমণী হাসিয়া বলিলেন, "আপনারও ভগবান্ মঙ্গল করুন। আপনার দয়ার শরীর, তাই আবার এসেছেন কিছুই আপনাকে বাড়ীতে আটকে রাখতে পারেনি। আমি আপনাকে জানি কি না।"

হাতে হাত ঘর্ষণ করিয়া কর্ম্মকার বলিলেন, "তুমি থাম, বাছা। মেয়েমানুষে এত কথা বলতে পারে। এখন রোগী কেমন আছেন?"

"তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। দিনের বেলা ভারী অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। খালি বিছানার উপর এ পাশ ও পাশ করেছিলেন। এখন জ্বর নেই। ডাক্তার বলছেন, শীঘ্র সেরে উঠবেন। কাল পর্য্যন্ত তাঁকে এখান থেকে নড়ান যাবে না, বলেছেন।"

গেব্রিয়েল কুটিলনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কেউ ওঁকে দেখতে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। বুড়ো মিঃ চেষ্টার এসেছিলেন। তিনি এইমাত্র চ'লে গেছেন। তার পরই আপনি এসেছেন।"

হতাশভাবে গেব্রিয়েল বলিলেন, "স্ত্রীলোক কেউ আসেন নি?"

বিধবা বলিলেন, "একখান. [illegible] দাহিয়া [illegible] ছে।"

কর্ম্মকার বলিলেন, "বেশ। [illegible]। চিঠি কে এনেছিল?"

"বারনাবি নিজে এনেছে।"

ভার্ডেন বলিলেন, "বারনাবি একটা বস্তুবিশেষ! যেখানে আমরা যেতে সাহস করিনে, ও সেখানে অনায়াসে গতায়াত করে। আজ সে আর ঘুরতে বেরোয়নি ত?"

"না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। সারাদিন খালি ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছে। আজ সে ভারী পরিশ্রান্ত। এই রকম যদি ও রোজ করে, অমন অধীর হয়ে না বেড়ায়—"

কর্ম্মকার সহৃদয় কণ্ঠে বলিলেন, "সময়ে সব ঠিক হবে। অমন হতাশ হয়ে পড়ো না। আমার মনে হয়, দিন দিন ওর বুদ্ধি খুলছে।"

বিধবা মাথা নাড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, প্রতিবেশী কর্ম্মকার, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বাজে স্তোকবাক্য বলিতেছেন, স্থিরবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিতেছেন না। তথাপি পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ প্রশংসাবাক্য শুনিয়া তিনি খুসী হইলেন।

কর্ম্মকার বলিলেন, "এখনো সে একটু বোকা আছে বটে। আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, এ অবস্থায় বারনাবি যাতে আমাদের লজ্জায় না ফেলে, সে জন্য সাবধান হ'তে হবে। কিন্তু আমাদের সে বন্ধুটি কোথায়? সে ভারী চতুর, ভারী চালাক।" এই বলিয়া ভার্ডেন টেবলের নীচে ও ভূমির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন।

বিধবা ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, "সে বারনাবির ঘরে আছে।"

মাথা নাড়িয়া ভার্ডেন বলিলেন, "ভারী ওস্তাদ ওর সামনে গোপন কথা বলা চলে না। ভারী ধূর্ত্ত ওটা। আমার সন্দেহ হয়, ওটা লিখতে পড়তে পারে। দরকার হ'লে হিসাব নিকাশ করতেও মজবুত। ওটা কি—দরজায় ঘা দিচ্ছে নাকি?"

বিধবা বলিলেন, "না। সদর দরজায় কে শব্দ করছে। শুনুন! হ্যাঁ, তাই। আবার শব্দ হ'ল! কে আস্তে আস্তে জানালায় শব্দ করছে। কে ও?"

তাঁহারা খুব নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিলেন। কারণ, রোগী উপরের ঘরে শায়িত। বাড়ীর প্রাচীর ও ছাদ পাতলা ভাবে নির্ম্মিত। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা উপরে শ্রুত হইতে পারে। তাহাতে রোগীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বাহিরে যে করাঘাত করিতেছিল, সে তাঁহাদের আলোচনা শুনিতে পাইতেছিল না। কাচ-বাতায়ন দিয়া আলোকরশ্মি নির্গত হইতে দেখিয়া এবং কক্ষ নিস্তব্ধপ্রায় দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, একজনের অধিক লোক ঘরের মধ্যে নাই।

কর্ম্মকার বলিলেন, "হয় ত কোন চোর বা বদমাস্। আলোটা দাও ত আমার হাতে।"

রমণী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না। আমাদের মত গরীবের বাড়ীতে চোর আসবে না। আপনি দাঁড়ান, আমি দেখে আসি। আপনি ত কাছেই আছেন, দরকার হ'লে আপনাকে ডাকব। আমি বরং একলাই দেখে আসি।"

অনিচ্ছুকভাবে ভার্ডেন বলিলেন, "কেন?" কিন্তু তিনি বাতিটা বিধবার হাতে দিলেন।

বিধবা বলিলেন, "তা জানিনে। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে যে, আমি নিজে গিয়েই দেখব। ঐ শুনুন— আমাকে বাধা দেবেন না, দয়া করুন।"

গেব্রিয়েল তাঁহার দিকে চাহিলেন। বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইলেন। এই নারী সকল সময়েই এমন শান্তভাবে থাকেন, কিন্তু আজ যেন তিনি উত্তেজিতা। অথচ কোন হেতু নাই। বিধবা ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ভেজাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তিনি ইতস্ততঃভাবে দাঁড়াইলেন। তালার উপর তাঁহার হাত। আবার শব্দ হইল। বাতায়নের ধারে কাহারও গলার স্বর শোনা গেল। সে স্বর যেন কর্ম্মকারের পরিচিত বলিয়া মনে হইল। সেই মনুষ্যকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "শীঘ্র খোল!"

এমন স্বরে কথা উচ্চারিত হইল—নিদ্রিত ব্যক্তির সে শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভয়ে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। কর্ম্মকার সেই শব্দে চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বাতায়ন-সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

চিম্‌নীতে বাতাসের শব্দ এমনভাবে প্রতিহত হইতেছিল যে, কি কথা হইল, তাহা শোনা গেল না। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, দরজা যেন উন্মুক্ত হইল। একটা মানুষের পদশব্দও শ্রুতিগোচর হইল। মুহূর্ত্ত পরে যেন একটা চাপা গোঙানি শব্দ শোনা গেল। কেহ যেন সাহায্য চাহিল। সেই সঙ্গে "হা ভগবান!" শব্দটি তাঁহার শরীরের রক্তকে যেন জমাইয়া দিল।

ভার্ডেন দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইলেন। বিধবার নয়নে একটা শঙ্কিত দৃষ্টি তিনি দেখিলেন। এমন পূর্ব্বে তিনি কখনও দেখে নাই। বিধবা যেন বরফ স্তূপের মত জমিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টি শূন্য, গণ্ডস্থল আরক্ত। ভার্ডেন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে গত কল্যকার সেই অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া। উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল। পর-মুহূর্ত্তেই মূর্ত্তি বিদ্যুতের মত সরিয়া গেল।

ভার্ডেন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সেই ব্যক্তির লম্বিত পরিচ্ছদের প্রান্তদেশ তাঁহার হাতের কাছে। সেই মুহূর্ত্তে বিধবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওদিকে যান! অন্যদিকে সে চ'লে গেছে ফিরুন। ফিরুন।"

ভার্ডেন বলিলেন, "ঐ ত যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। ঐ আলোর পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। কে ও লোকটা? ছেড়ে দাও, আমি যাই।"

তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বিধবা বলিলেন, "ফিরে আসুন। ফিরে আসুন। জীবনে যদি মমতা থাকে ওকে ছোঁবেন না। আপনাকে বলছি ফিরুন। নিজের জীবন ছাড়া ওর অন্য জীবন আছে। ফিরে আসুন!"

কর্ম্মকার বলিলেন, "এর মানে কি?"

"মানে যাই হোক, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও বিষয়ে কিছু ভাববেন না। ওর পেছনে যাবেন না, বাধা দেবেন না। ফিরে আসুন।"

বৃদ্ধ বিস্ময়ভরে বিধবার দিকে চাহিলেন। রমণী তাঁহাকে তখনও জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। বাধ্য হইয়া ভার্ডেন ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। রমণী দ্বার ডবল তালা দিয়া বন্ধ করিলেন। বিধবার আননে তখনও বিভীষিকার ছায়া নৃত্য করিতেছিল। একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তিনি দুই হাতে মুখ আবৃত করিলেন। মনে হইল, তিনি যেন মৃত্যুর দ্বারা আহত হইয়াছেন।

৬

এই বিচিত্র ঘটনাগুলি এমন দ্রুত আকস্মিকভাবে ঘটিয়া গেল যে, কর্ম্মকার বিস্ময়ে অতিমাত্র অভিভূত হইয়া চেয়ারে উপবিষ্টা বেপথুমতী নারীর দিকে বিস্ময়াবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিলেন। তিনি এই ভাবে আরও কতক্ষণ হয় ত নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; কিন্তু দুঃখ ও সহানুভূতিভরে সহসা তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে কথা বাহির হইয়া গেল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "ভারী অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি। পাড়াপড়শীদের কাউকে আমি ডেকে আনি।"

মুখমণ্ডল তেমনই ভাবে ফিরাইয়া রাখিয়া বিধবা তাঁহার কম্পিত হাত তুলিয়া বলিলেন, "না না, এমন কাজ করবেন না। আপনি একা এ সব দেখেছেন, তাই যথেষ্ট।"

কর্ম্মকার কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "এটা কি সঙ্গত কাজ হচ্ছে? দীর্ঘকাল ধ'রে তুমি আমাকে দেখছ, আমার পরামর্শ নিয়ে কাজ ক'রে আসছ। তুমি ত কখনো এমন করো নি। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, তোমার হৃদয় দুর্ব্বল নয়, তোমার অসাধারণ সহিষ্ণুতা আছে।"

বিধবা বলিলেন, "আমার শক্ত হওয়া দরকার। দিন দিনই বুড়ো হয়ে পড়ছি—বয়সেও বটে, দুঃখেও বটে। দুঃখ-কষ্টের জন্যই আগের চেয়ে মনটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে বোধ হয়। এখন আমার সঙ্গে দয়া ক'রে কথা বলবেন না।"

ভার্ডেন বলিলেন, "যা আমি দেখেছি, তাতে কি ক'রে আমি চুপ ক'রে থাকব? ও লোকটা কে, আর তাকে দেখে তোমার এমন পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?"

বিধবা নীরব হইয়া রহিলেন। তবে পাছে পড়িয়া যান, এজন্য চেয়ারের [illegible] জোর করিয়া ধরিয়া রহিলেন।

ভার্ডেন বলিলেন, "মেরি! আমি পুরোনো বন্ধুত্বের দাবী জানাচ্ছি। আমি বরাবর তোমাকে শ্রদ্ধা করি, স্নেহ করি। প্রয়োজন হ'লে তার প্রমাণও দিয়েছি। বল এ লোকটা কে? কেন সে তোমার কাছে এসেছিল? অন্ধকার জল-ঝড় ছাড়া এ ভূত কোথাও বেরোয় না দেখছি, কে এ ব্যক্তি? তোমাকে সে চিনলে কি ক'রে? এখানে এল কেন? কে লোকটা?"

বিধবা বলিলেন, "এ বাড়ীতে সে হানা দিয়াছে, এ কথাটা আপনি ঠিক বলেছেন। তার ছায়া এই বাড়ী এবং আমার উপর পড়েছে। আলো বা অন্ধকার সকল সময়েই সে ছায়া ফেলে রয়েছে। অবশেষে সে দেহ ধারণ ক'রে এসেছে।"

ঈষৎ বিরক্তিভরে ভার্ডেন বলিলেন, "কিন্তু সে দেহ নিয়ে পালাতে পারত না। তুমি যদি আমার হাত ধ'রে না রাখতে, তা হ'লে আমি তাকে পালাতে দিতুম না। এ কি সমস্যা?"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার সময় রমণী বলিলেন, "এ রহস্য চিরদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। এর বেশী বলবার ক্ষমতা আমার নেই।"

কর্ম্মকার সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলতে তোমার সাহস হয় না?"

বিধবা বলিলেন, "আমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না। আমার শরীর বড় অসুস্থ, মনে হচ্ছে, আমার কোন ইন্দ্রিয়ের সাড়া পর্য্যন্ত নেই। না, আমাকে এখন স্পর্শ করবেন না!"

গেব্রিয়েল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ কথা শুনিবামাত্র পিছাইয়া আসিলেন। তার পর নীরব বিস্ময়ে বিধবার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মৃদুকণ্ঠে বিধবা বলিলেন, "আমাকে একলা যেতে দিন। কোন সাধু ব্যক্তির স্পর্শ যেন আজ আমার শরীরে না লাগে।"

দ্বারের দিকে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়া বিধবা আবার বলিলেন, "আজকার এ ব্যাপারটা ভারী গোপনীয়। আশা করি, আপনি এটা গোপন রাখবেন। আমি জানি, আপনি ভাল লোক। চিরদিন আপনি আমাকে স্নেহ দিয়াছেন, এজন্য আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। যদি ওপরে কোন দয়া দিয়ে থাকে, আপনি যে কোন কৈফিয়ৎ দেবেন। শুধু দয়া ক'রে এ ঘটনার কথা প্রকাশ করবেন না। ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যেও এ বিষয় নিয়ে যেন আলোচনা না হয়। সব আমি আপনার উপর ফেলে দিলাম। মনে রাখবেন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনাকে কতদূর বিশ্বাস ক'রে থাকি, সে ধারণা আপনার নেই।"

কর্ম্মকারের দিকে একবার চাহিয়া ভার্ডেন, তার পর ঘর ত্যাগ করিলেন। গেব্রিয়েল একা রহিলেন।

তখন তাঁহার চিন্তা করিবারও শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল। দরজার দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, সম্প্রতি যাহা ঘটিয়া গেল, তাহার সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। কোনমতেই অনুকূলভাবে তিনি ব্যাপারটা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই বিধবাকে তিনি বহুকাল ধরিয়া দেখিতেছেন; কাহারও সহিত ইঁহার মেলামেশা নাই, পুত্রসহ দুঃখ-কষ্টে নীরস দিনপাত করিয়া আসিতেছেন। কেহ কোনও দিন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে নাই—সকলেরই তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা আছে। সেই শান্তপ্রকৃতি, বিশুদ্ধ-চরিত্রা বিধবা একটা অজ্ঞাত-চরিত্র, অশুভদর্শন ব্যক্তির সহিত রহস্যজনকভাবে কিরূপে সংসৃষ্ট হইলেন, ভার্ডেন তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। বিধবা কেন এই লোকটার পলায়নের সুযোগ করিয়া দিলেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি ব্যথিত ও চমৎকৃত হইলেন। বিধবা তাঁহাকে ব্যাপারটা গোপন রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, নির্ভরতা প্রকাশ করিলেন, তিনিও 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণং' প্রকাশ করিলেন, ইহাতে ভার্ডেনের মনের অস্বস্তি বর্দ্ধিত হইল। যদি তিনি জোর করিয়া বলিতেন, পুনঃ পুনঃ কৈফিয়ৎ চাহিতেন, বিধবা গৃহত্যাগ করিতে চাহিলে যদি জোর করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া রাখিতেন, তাঁহার কথা গোপন রাখিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে এতটা অশান্তির উদ্ভব হইত না।

পরচুলা খুলিয়া রাখিয়া, মসৃণ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভার্ডেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "কেন আমি তাকে বলতে দিলাম যে, এ ব্যাপারটা গোপনীয়, কেন সে আমাকে বিশ্বাস রাখবার জন্য অনুরোধ করলে, আর আমি তাতে সায় দিলাম! আমি কেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম না, 'এ কথা গোপন রাখবার তোমার কোন অধিকার নেই, আমি সব কথা শুনতে চাই, তুমি আমাকে সব বল।' তা না ক'রে বোকা গরুর মত আমি তার দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইলাম কেন? এটা আমার দুর্ব্বলতা। পুরুষের কাছে আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ, কিন্তু মেয়েমানুষ আমাকে নিয়ে যা তা করতে পারে দেখছি।"

গেব্রিয়েল কাপে মস্তকে রুমাল গরম করিয়া চাপিতে লাগিলেন।

খানিক পরে তিনি আপন মনে হাসিয়া বলিলেন, "হয় ত ব্যাপারটা কিছুই নয়। কোন মাতাল বদমাস জোর ক'রে ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল, তাই হয়ত ও ভয় পেয়ে থাকবে। কিন্তু—" আবার তাঁহার মুখে অসন্তোষের ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু সেই লোকটা এখানে এল কি ক'রে? ওর এত প্রভাব বিধবার উপর হ'ল কোথা থেকে? আর মেয়েটাই বা ওকে পালাবার সুযোগ ক'রে দিল কেন? তার পর সব চেয়ে বড় কথা, মেয়েটা বললে না কেন যে, সে হঠাৎ ভয় পেয়েছে, তার বেশী কিছু নয়? এক মিনিটে বহুদিনের পরিচিত জনের সম্বন্ধে এ রকম অবিশ্বাস গজিয়ে ওঠা বড় দুঃখের কিন্তু। আমি ওকে ত ছেলেবেলা থেকে জানি। আমিই বা ও ছাড়া আর কি করতে পারতাম!—বাইরে কে দাঁড়িয়ে, বারনাবি না কি?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বারনাবি বলিল, "হাঁ, আমি ছাড়া আর কে! কিন্তু আপনি বুঝলেন কি ক'রে?"

"তোমার ছায়া দেখে।"

ঘাড় বাঁকাইয়া পশ্চাতের দিকে চাহিয়া বারনাবি বলিল, "ওহো! ভারী মজার লোক ওটা কিন্তু। এই ছায়াটার কথা বলছি। বোকা হলেও ও আমার সঙ্গ নিয়েই রয়েছে। আমি যখন দৌড়ই, ঘাসের ওপর খেলা করি, ও সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কোন সময় গির্জ্জার মত মস্ত লম্বা হয়ে দেখা দেয়, আবার কখনো বামনের মত বেঁটে হয়ে পড়ে। সব সময়েই সঙ্গে থাকে—আমি থাকলে থাকে, চললে চলে। আমি সব সময়েই ওকে লক্ষ্য করি, কিন্তু ও ভাবে, আমি বুঝি দেখতে পাই না। ভারী মজার লোক ও। আচ্ছা বলুন ত, ও বোকা কি না? আমার মনে হয়, ওটা বোকা।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কেন বল ত?"

"কারণ, সারাদিন ও আমাকে বিদ্রূপ ক'রে বেড়ায়, ক্লান্তি নেই যেন। আচ্ছা, আপনি আসছেন না কেন?"

"কোথায়?"

"ওপরে। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। থামুন—ওঁর ছায়াটা কোথায়? আসুন। আপনি ত বুদ্ধিমান্ লোক, বলুন না!"

কর্ম্মকার বলিলেন, "বারনাবি, সেটা তাঁর পাশেই আছে বোধ হয়।"

মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "না! ভাল ক'রে ভেবে দেখুন।"

"কোথাও হয় ত বেড়াতে গেছে।"

বারনাবি তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "তাঁর ছায়া বদলে নারীমূর্ত্তি ধরেছে। সেই নারীর ছায়া সব সময়েই তাঁর কাছে আছে। আর ওঁর ছায়াও নারীর কাছে আছে। বোধ হয় খেলা করে, কেমন নয় কি?"

গম্ভীরভাবে ভার্ডেন বলিলেন, "বারনাবি, এ দিকে এস।"

দূরে দাঁড়াইয়া বারনাবি বলিল, "আপনি কি বলতে চান, তা বুঝেছি। কিন্তু আমি চালাক, আমি নির্ব্বাক্। যতটুকু দরকার, তাই আপনাকে বলি—আপনি প্রস্তুত আছেন ত?"

বারনাবি বাতিটা তুলিয়া ধরিয়া পাগলের ন্যায় হাসিল।

তাহাকে শান্ত করিবার জন্ত ডার্ভেন অনেক চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আস্তে, আস্তে। আমি ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ "

চক্ষুযুগল বিস্ফারিত করিয়া বারনাবি বলিল, "হ্যাঁ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার মুখের কাছে অনেক বড় বড় মুখ ভেসে উঠছিল, চ'লে যাচ্ছিল। অনেক দূরে স'রে যাচ্ছিল, মাটীর নীচে লুকিয়ে পড়ছিল। অনেক বিচিত্র জানোয়ার যেন জড় হয়ে চেয়ে দেখছিল—ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিছানায় উঠে বসলুম—এটাকে কি ঘুম বলবেন ?"

কর্ম্মকার বলিলেন, "তুমি স্বপ্ন দেখছিলে, বারনাবি !"

তাঁহার কাছে সরিয়া আসিয়া সে বলিল, "স্বপ্ন ! না, ওসব স্বপ্ন নয় !"

কর্ম্মকার বলিলেন, "স্বপ্ন নয় ত, কি ?"

ডার্ভেনের গায় হাত রাখিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বারনাবি বলিল, "এখুনি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন একটা কিছু—মানুষের মত—আমার পেছু নিয়েছে। সে যেন আস্তে আস্তে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছ ছাড়তে চায় না—সব সময়েই যেন আমার পেছনে লুকিয়ে আছে, বেরালের মত গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে, আমি চ'লে গেলে সে আমার পেছু নেবে ; তার পর সে আবার আমার সঙ্গ নিলে—আপনি আমাকে কখনো দৌড়ুতে দেখেছেন ?"

"অনেকবার, তুমি ত তা জান।"

"কিন্তু স্বপ্নে আমি যে রকম ভাবে দৌড়েছিলাম, তেমন ভাবে দৌড়ুতে আপনি আমায় কখনো দেখেন নি। তবু সে আমার সঙ্গ ছাড়লে না। কেবল আমাকে বিরক্ত করতে চায়। আমি যত জোরে দৌড়ুই, অমনি সেও কাছে এসে দাঁড়ায়—লাফালেও নিস্তার নেই। লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালেম, সেখানেও পথে সে দাঁড়িয়ে—আমাদের প্রতীক্ষা করছে। এবার আপনি আসবেন ?"

ডার্ভেনের মনে হইল, বাস্তবের সহিত বারনাবির স্বপ্নের কোনও সামঞ্জস্য আছে। তিনি বলিলেন, "বারনাবি, পথে কি দেখলে ?"

বারনাবি তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিয়া উঠিল। তার পর বাতিটা তুলিয়া মাথার উপর আন্দোলিত করিল। একবার হাসিয়া, ডার্ভেনের বাহু আকর্ষণ করিয়া সোপানপথে উপরের দিকে চলিল।

একটি পরিচ্ছন্ন শয়নঘরে সকলে প্রবেশ করিল। একখানি আরাম কেদারায় অগ্নিকুণ্ডের ধারে এডোয়ার্ড চেষ্টার বিবর্ণমুখে শুইয়াছিলেন। এই যুবকই মেপোল হইতে জলঝড়ে রাত্রিকালে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি জীবনরক্ষক কর্ম্মকারকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

[illegible] বলিলেন, "বেশী কথা বল্‌বেন না। অন্য কেউ হ'লেও আমি ঐ রকমই কর্‌তাম। আপনার জন্য করব, সে আর বেশী কথা কি। কোনও যুবতী ভদ্রমহিলা আমাদের অনেক উপকার ক'রে থাকেন, এজন্য আপনি আমার অপরাধ নেবেন না—আমরা তারী কৃতজ্ঞ।"

যুবক হাসিয়া মাথা নাড়িলেন। সেই সঙ্গে যন্ত্রণাভরে একবার একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন।

কর্ম্মকারের সহানুভূতিস্নিগ্ধ ব্যবহারের উত্তরে যুবক বলিলেন, "না না, আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। অনেকক্ষণ এক অবস্থায় শুয়ে আছি, তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছে আপনি বসুন, মিঃ ভার্ডেন।"

"মিঃ এডোয়ার্ড, আমাকে চেয়ারের উপর একটু নত হ'তে দিন। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলি। আজ বারনাবির মনের অবস্থা ভাল নয়। এ সময়ে কথা বলাতে তার সুবিধা হবে না।"

উভয়ে বারনাবির দিকে চাহিলেন। সে তখন অগ্নিকুণ্ডের অপর ধারে একখানি আসনে বসিয়াছিল। শূন্যদৃষ্টিতে সে অর্থহীনভাবে হাস্য করিতেছিল।

ভার্ডেন কণ্ঠস্বর মৃদুতর করিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল, দয়া ক'রে আপনি যদি বলেন ! আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আছে। আপনি একা মেপোল হ'তে বেরিয়েছিলেন ত ?"

"হ্যাঁ। তার পর পায় হেঁটেই প্রায় বাড়ীর কাছে পৌঁছেছিলাম। আপনি আমাকে যেখানে দেখতে পান সেখানে আসবার পর হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাই।"

"আপনার পেছনে ?"

"ঠিক তাই—পেছনে। এক জন ঘোড়সওয়ার। সে তখুনি আমার উপর এসে পড়ল। ঘোড়া থামিয়ে সে লণ্ডনের পথ আমায় জিজ্ঞাসা করলে।"

ভার্ডেন বলিলেন, "পথে চোর-ডাকাতের উপদ্রবের কথা ত আপনি জানতেন ; সুতরাং আপনি সতর্ক ছিলেন ত ?"

"তা আমি জানতাম। কিন্তু আমার হাতে শুধু একগাছা ছড়ি ছিল। আমার পিস্তল জোড়াটা হোটেলওয়ালার ছেলের কাছে বোকার মত রেখে দিয়ে এসেছিলাম। আমি লোকটাকে পথ দেখিয়ে দিলাম। আমার মুখ থেকে কথাটা বেরুতে না বেরুতেই লোকটা তীব্রবেগে ঘোড়াসমেত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে যেন আমাকে ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলতে চেয়েছিল। এক পাশে লাফিয়ে স'রে দাঁড়াবার সময় পা পিছলে আমি প'ড়ে গেলাম। তার পর আপনি আমাকে আহত অবস্থায় দেখতে পান। আমার টাকার থলিটা অপহৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে বেশী কিছু ছিল না।

লোকটার পরিশ্রমই বৃথা গেছে। মিঃ ভার্ডেন, তার পর যা ঘটেছে, আপনি সব জানেন। সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

বারনাবির দিকে সতর্কভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, ভার্ডেন আরও নিম্নস্বরে বলিলেন, "তবে ডাকাতের কথাটা জানিনে। তার চেহারাটা কেমন বলুন ত? খুব আস্তে বল্‌বেন। বারনাবির দ্বারা কোন অনিষ্টের অবশ্য আশঙ্কা নেই, কিন্তু আমি ওকে আপনার চেয়ে ভাল জানি। ও এখন আমাদের কথা শুনছে।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "ভারী অন্ধকার রাত। তাতে এমন হঠাং আমি আক্রান্ত হই যে, লক্ষ্য করবার সুযোগ পাইনি। লোকটা মুখ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। আমার মনে হয়—"

বারনাবির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "নামটা আপনি উচ্চারণ করবেন না। আমার মনে হয়, বারনাবি তাকে দেখেছিল। আমি শুধু জান্‌তে চাই, আপনি কি দেখেছিলেন।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমার যতটা মনে আছে, তাতে বল্‌তে পারি, সে যখন ঘোড়া থামিয়েছিল, তখন তার টুপীটা বাতাসে খুলে গিয়েছিল। সে যখন টুপীটা মাথায় বসিয়ে দিচ্ছিল, তখন আমার বোধ হ'ল যে, তাতে একটা কালো রুমাল জড়ান আছে। আমি যখন মেপোলে বসেছিলাম, সে সময় এক জন অপরিচিত লোক সেখানে আসে, তাকে আমি ভাল ক'রে তখন লক্ষ্য করিনি। কারণ, আমি নিজে একান্তে বসেছিলাম। ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় একবার সে দিকে চেয়ে দেখেছিলাম—ভাল দেখতে পাইনি। সেই লোকটা আর ডাকাতটা যদি স্বতন্ত্র লোক হয়, তাদের গলার স্বরে কিন্তু ভারী সাদৃশ্য ছিল। কারণ, লোকটা যখন আমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তার কণ্ঠস্বর চিন্‌তে পেরেছিলাম।"

ভার্ডেনের মুখের চেহারা অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "যা ভেবেছি, তাই। এর পেছনে কি অন্ধকারময় ইতিহাস আছে,—কে জানে!"

তাঁহার কাণে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল, "ওগো, ওগো! ওগো! কি হয়েছে? ওগো!"

বক্তা একটা বৃহদাকার দাঁড়কাক। ভার্ডেন উহার কণ্ঠস্বরে ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিলেন। দাঁড়কাকটা সকলের অলক্ষ্যে কখন্ আরাম-কেদারার উপরিভাগে আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা তিনি বা এডোয়ার্ড কেহই জানিতে পারেন নাই। সে এমন নিবিষ্টমনে সকল কথা শুনিতেছিল, যেন প্রত্যেক কথা সে বুঝিতে পারিয়াছে। সে উভয়ের মুখের দিকে পর্য্যায়ক্রমে চাহিল। প্রত্যেক কথাটি সে শুনিয়াছে, এমন ভাব তাহার ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল।

ভয়ে ও বিস্ময়ে ভার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "পাখীটার দিকে চেয়ে দেখুন। এ রকম বুদ্ধিমান্ শয়তান কখনো দেখেছেন? তাজ্জব পাখী কিন্তু এটা!"

দাঁড়কাকটা একদিকে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার উজ্জ্বল চক্ষুযুগল মেলিয়া রহিল, খানিক যেন কি চিন্তা করিল। তার পর কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, ওগো, ওগো! এখানে হয়েছে কি? হতাশ হয়ো না। মরবার কথা বলো না। আমি শয়তান, আমি শয়তান, আমি শয়তান! হুরূরে!" পাখীটা তখন আনন্দভরে শিশ দিতে লাগিল।

ভার্ডেন বলিলেন, "আমার আধা বিশ্বাস, পাখীটা সত্য কথা বলছে। সত্যি বলছি আমি। দেখছেন, পাখীটা কেমন ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে? যেন সে বুঝতে পেরেছে, আমি কি বল্‌ছিলাম।"

এ কথা শুনিবার পর পাখীটা পায়ের উপর ভর দিল এবং দেহকে আন্দোলিত করিল। তার পর বলিয়া উঠিল, "আমি শয়তান, আমি শয়তান, আমি শয়তান!" এই বলিয়া সে যেন পাখার ঝাপটা দিয়া লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। আনন্দের আতিশয্যে বারনাবি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল—করতালিধ্বনি করিল।

মাথা নাড়িয়া উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করার পর ভার্ডেন বলিলেন, "চমৎকার সঙ্গী বটে! পাখীটার বেশ রসবোধ আছে।"

এডোয়ার্ড পাখীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "খুব আশ্চর্য্য বটে! ওর বয়স কত?"

কর্ম্মকার বলিলেন, "খোকা পাখী। বোধ হয় একশ কুড়ি বছর হবে। বারনাবি, ওকে তোমার কাছে ডেকে নেও।"

মেঝের উপর বসিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে গেব্রিয়েলের দিকে চাহিয়া বারনাবি বলিল, "আমি ওকে ডাকব! ওকে কে ডেকে কাছে নিতে পারে? বরং ওই আমাকে ডাকে। ওর ডাক শুনে ওর পেছু পেছু আমাকে যেতে হয়। ও আগে চলে, আমি ওর পেছনে যাই। ও হ'ল মনিব, আমি ওর চাকর! গ্রিপ, বল ত কথাটা ঠিক কি না?"

কাকটা এমনভাবে ডাকিয়া উঠিল, যেন কথাটা সত্য। সে শব্দে এই অর্থ বুঝাইল, "আমাদের গোপন কথা এদের জানিও না! তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ। সব ঠিক!"

পাখীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বারনাবি বলিল, "ও আমার ডাক শুনে আমার কাছে আস্‌বে? সারারাত ও ঘুমোয় না, জেগে থাকে। একবার চোখের পাতাও বোজে না। রাত্রিবেলা চাইলেই দেখা যাবে, অন্ধকারে ওর চোখ দুটো জ্বলছে। সব সময়েই ও জেগে থাকে, আপন মনে কথা বলে। কাল কি করবে, তা বল্‌তে থাকে। কোথায় যেতে হবে, কাল কি চুরী করতে হবে, কেমন ক'রে লুকিয়ে রাখতে হবে, সব ব'লে দেয়। ওকে আমি কাছে ডাকব কি ক'রে? হা, হা, হা!"

অতঃপর পাখীটা যেন আপনা হইতেই তাহার কাছে অগ্রসর হইল। চারিদিকে চাহিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া,

পাখীটা ভূমিতলে উড়িয়া বসিল। তার পর বারনাবির দিকে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইল। বারনাবির প্রসারিত বাহুমূলে আসন গ্রহণ করিয়া সে বার কয়েক শব্দ করিল।

কর্ম্মকার বার কয়েক মাথা নাড়িলেন—পাখীটা দ্বিপদ খেচর ছাড়া আর কিছু নহে? এ সম্বন্ধে যেন সন্দেহ পোষণ করিলেন। পাখীটাকে হাতে লইয়া বারনাবি মাটীতে খানিক গড়াগড়ি দিল। সে মাথা তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, তাহার মাতা ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তাঁহার মুখমণ্ডল তখনও বিবর্ণ। তবে উত্তেজনা যেন তিনি দমন করিয়া ফেলিয়াছেন। স্বাভাবিক দৃষ্টি তাঁহার নয়নে। ভার্ডেনের মনে হইল, বিধবা যেন তাঁহার দিকে চাহিতে পারিতেছেন না। পীড়িতের শুশ্রূষার দিকে অবহিত হইয়া ভার্ডেনকে যেন তিনি এড়াইয়া চলিয়াছেন।

বিধবা বলিলেন যে, আর রাত্রিজাগরণ পীড়িতের পক্ষে উচিত নহে। এক ঘণ্টার অধিককাল তিনি জাগিয়া রহিয়াছেন। এখন নিদ্রা যাওয়াই সঙ্গত। ভার্ডেন বুঝিলেন, এইবার তাঁহাকে বিদায় লইতে হইবে।

কর্ম্মকারের সহিত করকম্পন করিয়া বিধবার দিকে চাহিয়া এডোয়ার্ড বলিলেন, "ভাল কথা মনে পড়েছে। নীচে তখন কিসের গোলমাল হচ্ছিল? আপনার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলাম। আরও আগে আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, কিন্তু আলোচনায় সব ভুলে গিয়াছিলাম। ব্যাপার কি?"

বিধবার দিকে চাহিয়া কর্ম্মকার ওষ্ঠ দংশন করিলেন। বিধবা চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি তখন ভূমিতল-সংলগ্ন। বারনাবিও কথাটা কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল।

বিধবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভার্ডেন অবশেষে বলিলেন, "কোন মাতাল বাড়ী ভুল ক'রে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল।"

বিধবা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার শরীর নিস্পন্দপ্রায়। কর্ম্মকার তখন শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিলেন। বারনাবি বাতিটা তুলিয়া লইল। বিধবাও ভার্ডেনের সঙ্গে আসিলেন। দাঁড়-কাকটাও তাঁহাদের অনুসরণ করিল। সদর দরজার কাছে তাঁহারা আসিলে দাঁড় কাক সিঁড়ির শেষ ধাপে স্থির হইয়া রহিল।

কম্পিত হস্তে বিধবা দরজার শিকল ও তালা খুলিলেন, অর্গল অপসৃত করিলেন। কর্ম্মকার মৃদুস্বরে বিধবাকে বলিলেন, "মেরি! আজ তোমার জন্য জীবনে আমি প্রথম মিথ্যাকথা বলেছি। পুরানো বন্ধুত্বের কথা স্মরণ ক'রে আজ যা বল্‌লাম, তাকে আমি ঘৃণা করি। অন্য কেউ হলে আমি কখনো মিথ্যাকথা বলতাম না। আশা করি, এজন্য কারও কোন ক্ষতি যেন না হয়। তোমার ব্যবহারে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে, সেটা আমার দোষ নয়। মিঃ এডোয়ার্ডকে এখানে রেখে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সাবধান, তাঁর যেন কোন ক্ষতি না হয়। এখানে নিরাপদ থাকায় খুব সন্দেহ আছে। তিনি শীঘ্র চ'লে যাচ্ছেন, এজন্য আমি খুব খুসী। আচ্ছা, এখন চলি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত বিধবা হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না। সর্ব্বপ্রযত্নে উত্তর দিবার চেষ্টা তিনি সংবরণ করিলেন। তিনি দ্বার মুক্ত করিলেন। এক জন লোক কোনও মতে নির্গত হইতে পারে, এমনভাবে দ্বার ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে আসিয়াই কর্ম্মকার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়কাক একবার ডাকিয়া উঠিল।

কর্ম্মকার আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, সে বদ-লোকটার সঙ্গে সংশ্রব রয়েছে। কাল রাত্রে বারনাবিই প্রথম সেখানে দাঁড়িয়েছিল। এত দিন পর্য্যন্ত বিধবা সুনাম অর্জ্জন ক'রে জীবন কাটিয়েছে। এখন কি এই সব পাপে তার সহযোগিতা আছে? আমি যদি মিথ্যা ধারণা ক'রে থাকি, ভগবান আমায় ক্ষমা করুন। আহা, বেচারা বিধবা বড় গরীব। সুতরাং অর্থের প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। ঐ পাখীটা এর ভেতরে নিশ্চয় আছে। এটা আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।

৭

মিসেস্ ভার্ডেনের প্রকৃতিটা সব সময়ে ঠিক থাকে না। হঠাৎ তিনি এমন উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, অনেকে তাহাতে ভারী অস্বস্তি অনুভব করিয়া থাকে। যখন অন্য সকলে বেশ প্রফুল্ল, সে সময়ে মিসেস্ ভার্ডেন যেন অতিমাত্রায় বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। আবার অন্য সকলে যখন ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন, তখন মিসেস্ ভার্ডেন অতিমাত্রায় প্রফুল্ল হইয়া উঠেন। বাস্তবিক মিসেস্ ভার্ডেন অত্যন্ত খামখেয়ালী নারী।

মিসেস্ ভার্ডেনের এক পরিচারিকা ছিল। তাহার নাম মিস্ মিগ্‌স্। ইহারই উপরে প্রধানতঃ গৃহকর্ত্রীর ক্রোধ পর্য্যবসিত হইত। মিগ্‌স দীর্ঘকার তরুণী। সে দেখিতে তেমন সুশ্রী নহে, তবে ভারী মুখরা। পুরুষজাতিকে সে অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিত।

ভার্ডেন বাড়ী আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে এই মিগস্‌ই সাড়া দিল। সে তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করিল, "কে ডাকে?"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "আমি গো, বাছা, আমি।"

বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া, দ্বার খুলিয়া সে বলিল, "আপনি এখুনি এলেন, সার? আমরা টুপী প'রে আপনার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকবার যোগাড় করছিলাম। আমি ও ঠাকরুন দুজনে। তাঁর শরীর ভারী খারাপ।"

বৈঠকখানার দরজা খোলা ছিল। গেব্রিয়েল বুঝিলেন, কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া পরিচারিকা ঐ কথাগুলি বলিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার অগ্রে দৌড়াইয়া গিয়া মিগ্‌স্ বলিল, "কর্তা এসেছেন, মিম্। আপনার ভুল হয়েছে, আমার কথাই ঠিক। আমি বলেছিলুম, দুরাত ধ'রে তিনি আমাদের জাগিয়ে রাখবেন না, মিম্। কর্তার দরদ-বোধ আছে। আমার ঘুম পেয়েছে, সে কথা গোপন করব না। তবে আপনি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ঘুম পায়নি। যাক্, তাতে কিছু এসে যায় না, মিম্।"

কর্ম্মকারের মনে হইল, বারনাবির দাঁড়কাকটা যেন মিগসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুমি ঘুমোও গে, মিগ্‌স্।"

মিগস্ বলিল, "ধন্যবাদ, সার। কর্ত্রী যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আমার কিছু ভাল লাগে না, এমন কি, ভগবানের নাম পর্য্যন্ত করতে ভুলে যাই। এতক্ষণ গিন্নী-মার শুতে যাওয়া উচিত ছিল।"

উপরের ভারী কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "তুমি আজ বড় বাজে বকছ।"

আরক্তমুখে মিগ্‌স্ বলিল, "গিন্নীমার জন্য দরদ দেখিয়েছি ব'লে যদি আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তা হ'লে সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইব না। ওঁর জন্য আমি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি।"

মিসেস্ ভার্ডেন এতক্ষণ "প্রোটেষ্টাণ্ট ম্যানুয়েল" পাঠে অবহিত ছিলেন। তিনি এইবার মুখ তুলিয়া মিগ্‌স্‌কে নীরব থাকিতে আদেশ করিলেন।

পরিচারিকার কণ্ঠ যেন আক্রোশভরে ফুলিয়া উঠিল। সে বলিল, "এই যে মা, আমি থামছি।"

পত্নীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "এখন কেমন আছ, প্রিয়তমে?"

পুস্তকের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া, উপর হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত চোখ বুলাইয়া লইয়া মিসেস ভার্ডেন পাঠে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

কম্মকার বলিলেন, "প্রিয়তমে মার্থা!"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আমার খবর জানবার জন্য তুমি বড় ব্যস্ত নয় কি? সারাদিন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে ছিলে। আমি ম'রে যদি যেতাম, তবু কাছে আসতে না।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "প্রিয়তমে মার্থা!—আচ্ছা, এ সব কথা তুমি বললে কি ক'রে? অথচ তোমার মন ও রকম কথা বলে না। তুমি যদি ম'রে যেতে! সে রকম কিছু আশঙ্কা থাকলে কি আমি তোমার কাছ ছেড়ে থাকতাম? সব সময়েই তুমি আমাকে পাশে দেখতে পেতে।"

কাঁদিয়া ফেলিয়া মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "হ্যাঁ! তা তুমি করতে, নিশ্চয়, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, ভার্ডেন। নিঃসন্দেহ, তুমি আমার চার পাশে শকুনির মত ঘুরে বেড়াতে—কখন্ আমার প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, তারই প্রতীক্ষা করতে। তার পর আর এক জনকে গিয়ে বিয়ে করতে।"

মিগ্‌স্ যেন সহানুভূতিভরে মৃদুভাবে কাতরোক্তি করিল। সে যেন ইহাই বলিতে চাহিল যে, নিষ্ঠুর মনিবের ব্যবহারে তাহাকে বাধ্য হইয়া ঐরূপ শব্দ করিতে হইল।

নিতান্ত হতাশভরে মিসেস্ ভার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "আমার বুক তুমিই ভেঙ্গে দেবে—বেশী দেরী তার নেই। তখন তুমিও সুখী হবে, আমিও শান্তি পাব। এখন আমার একমাত্র দুর্ভাবনা ডলির জন্য। একটা ভাল বর দেখে দিতে পারলেই আমি বাঁচি। তার বিয়েটা হয়ে গেলেই তুমি আমার শেষ ক'রে দিও।"

মিগস্ বলিয়া উঠিল, "আঃ!"—তার পর কাসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বেচারা গেব্রিয়েল তাঁহার পরচুল পাকাইতে লাগিলেন। তার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "ডলি কি ঘুমিয়েছে?"

মিস্ মিগ্‌সের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া মিসেস ভার্ডেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মনিব তোমাকে জিজ্ঞাসা করছেন।"

কম্মকার বলিলেন, "না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "মিগস্, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? তুমিও দেখছি, আমায় তাচ্ছীল্য করতে আরম্ভ করেছ। তাই ত দেখছি।"

এই নিষ্ঠুর তিরস্কারে মিগ্‌সের চোখে সাঁতার-পানি বহিল। সকল সময়েই সে অশ্রুত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিল। চোখের জল তাহার হুকুমে প্রবাহিত হইত। মিসেস্ ভার্ডেনও এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল দিয়া দরদরধারে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইল।

গতকল্য হইতে কম্মকার অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন। তিনি চেয়ারে বসিয়া কেবল মাথা নাড়িতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে তিনি হয় ত চেয়ারের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। কিন্তু পত্নীর কণ্ঠস্বর তাঁহাকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

কাতরভাবে প্রতিবাদ জানাইয়া মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আমার মনে একটু স্ফূর্ত্তি যদি এল, যদি আমি দু'টো কথা ব'লে শান্তি পাই, অমনি আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার।"

মিগস্ বলিল, "আধ ঘণ্টা আগে আপনার মনে সেই রকম ভাব এসেছিল, মিম্।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আমি কারও কাজে বাধা দেই নে, কারও কথা বলা বন্ধ করি নে। কে কোথায় গেল না গেল, সে সম্বন্ধে প্রশ্নও করি নে। আমি সব সময়েই আমার মনের রাশ টেনে ধ'রে রাখি। সেজন্য দেখছি, সকলেই আমার সঙ্গে যা তা ব্যবহার ক'রে থাকে।"

কর্ম্মকার যথাসাধ্য চেষ্টা সহকারে নিদ্রাকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "মার্থা, তোমার অভিযোগ যে কি, তা ত বুঝলাম না। সুখী হবার আশা নিয়েই আমি বাড়ীতে ফিরে এসেছি।"

পত্নী বিদ্রূপভরে বলিলেন, "আমার অভিযোগ কি? কারও স্বামী বাড়ী এসেই গোমড়া-মুখে থেকে, ঘুমোবার চেষ্টা করলে, সেটা ভারী ভাল লাগবার কথা, না? অগ্নি-কুণ্ডে জল ঢেলে দেবার ব্যবস্থা একে বলে না কি? উনি যে কাজের জন্য বাইরে ছিলেন, তার সম্বন্ধে আমার আগ্রহ যে কতখানি, তা ব'লে জানান যায় না। অথচ সে সম্বন্ধে উনি নিজে থেকে আমাকে কিছুই জানান দরকার বোধ করেন নি। এটা কি স্বাভাবিক?"

সদাশয় ভার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "মার্থা, আমি বড় দুঃখিত হলাম। আমার মনে ভয় ছিল যে, তুমি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে সুখ পাবে না। সব কথা আমি তোমাকে বলছি। সত্যি, তোমাকে ব'লে আমি ভারী আনন্দ পাব।"

মর্য্যাদাভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পত্নী বলিলেন, "না, ভার্ডেন, ধন্যবাদ! আমি খুকী নই যে, আমাকে একবার বকবে, আবার আমার পিঠে চাপড়ে আদর করবে। আমার সে বয়স এখন নেই। মিগ্স, আলোটা তুলে নাও। মিগস্, এখন তোমার একটু স্ফূর্ত্তি হবে বোধ হয়।"

মিস্ মিগস্ মাথা তুলিয়া একবার মনিবের দিকে তাকাইল। তার পর প্রভু-পত্নীর হাত ধরিয়া আলো লইয়া চলিল।

অগ্নিকুণ্ডের ধারে চেয়ার সরাইয়া লইয়া ভার্ডেন মনে মনে বলিলেন, "এই মেয়ে-মানুষটিকে কে সুখী করতে পারে? কিন্তু ইচ্ছে করলেই উনি সুখী হ'তে পারেন। যাক্, আমাদের সকলেরই দোষ-ত্রুটি আছে। আমি ওঁর উপর কঠোর হব না। অনেক দিন আমাদের বিয়ে হয়েছে।"

তিনি আবার তন্দ্রাভরে ঢুলিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে তাহার আনন্দ ছিল না। তাঁহার নয়নযুগল নিদ্রাভারে মুদ্রিত হইবামাত্র উপরতলে যাইবার সিঁড়ির দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। মুক্তপথে একটি মাথা দেখা গেল। ভার্ডেনকে দেখিয়াই মাথাটা আবার ভিতরের দিকে অপসৃত হইল।

দ্বারখোলার শব্দে গেব্রিয়েলের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "মিগস্‌কে কেউ যদি বিয়ে ক'রে নিয়ে যায় ত ভাল হয়। কিন্তু তা হবার নয়। এমন পাগল কে আছে যে, মিগস্‌কে বিয়ে করবে?"

চিন্তা করিতে করিতে তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন গেব্রিয়েলের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। তিনি সব-দরজা তালা চাবি বন্ধ করিয়া চাবি পকেটে রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন।

তিনি অন্ধকার গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার কয়েক মিনিট পরে দ্বারপথে আবার মাথাটা দেখা গেল। সিম্ ট্যাপারটিট্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা ছোট দীপ।

সিম্ আপন মনে বলিল, "এতক্ষণ বুড়ো এখানে কি করছিল?" বলিতে বলিতে সে কামারশালায় প্রবেশ করিল। আলোটা হাপরের উপর রাখিয়া সে বলিল, "অর্দ্ধেক রাত ত এম্নি চ'লে গেল। এখানে কাজ ক'রে আমার ভারী ত লাভ হচ্ছে!"

সে পকেটের মধ্য হইতে একটা বড় চাবি বাহির করিল। উহার সাহায্যে সে সদর-দরজার তালা খুলিয়া ফেলিল। তখন চাবিটা আবার সতর্কভাবে পকেটে রাখিয়া দিল। আলো জ্বলিতে লাগিল। সযত্নে দ্বার নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া সে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনিব তখন নিদ্রাঘোরে মগ্ন। তিনি এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না।

৮

কর্ম্মকারের বাড়ী ছাড়াইবামাত্র সিম্ ট্যাপারটিট সতর্ক-ভাব পরিহার করিল। সে তখন বেপরোয়াভাবে পথ চলিতে লাগিল,—যেন পথে কাহাকেও দেখিতে পাইলে সে তখনই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে, এমনই আচরণ প্রকাশ পাইল। এইরূপভাবে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে সে পকেটে হাত দিয়া দেখিতেছিল, মনিবের বাড়ীর দরজার চাবিটা ঠিক আছে কি না। সে বার্বিকানের দিকে দ্রুত চলিতে লাগিল। একটা অতি সঙ্কীর্ণ গলিপথে প্রবেশ করিবার পর সে গতিবেগ হ্রাস করিয়া দিল। গন্তব্য স্থান বেশী দূর নাই দেখিয়া সে ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিল।

নিশীথ রাত্রিতে এইরূপ স্থানে অভিযান প্রীতিপ্রদ ব্যাপার নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এখানে এমন লোক বাস করে, যাহাদের চরিত্র ও কার্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ অনিবার্য্য। কাহারও কাহারও আকারও বিশেষ রুচ্য নহে। রাজপথ হইতে গলিপথে প্রবেশ করিয়া সে একটি

ছোট দরজার কাছে দাঁড়াইল। সেই দ্বারপথ দিয়া একটি নির্গমন-পথহীন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণটি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন এবং বন্ধুর। সমস্ত স্থানটি দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ। এই অশোভন প্রাঙ্গণে কর্ম্মকারের নকলনবীশ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া প্রবেশ করিল। এইভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে একটি বাড়ীর দরজার কাছে থামিল। দরজার উপরে একটা বোতাম ঝুলিতেছিল। একটি লৌহদ্বারের উপর সিম্ তিনবার পদাঘাত করিল। কোনও উত্তর পাওয়া যায় কি না, সে জন্য সে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। কোনও উত্তর না আসাতে সিম্ ট্যাপারটিট অধীরভাবে পুনরায় তিনবার পদাঘাত করিল।

এবার তাহাকে বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। তাহার পদতলের মৃত্তিকা যেন ফাঁক হইয়া গেল। সেই পথে একটি মাথা দেখা গেল।

সেই মূর্ত্তি বলিয়া উঠিল, "সর্দ্দারজি নাকি?"

মিঃ ট্যাপারটিট উদ্ধতভাবে বলিল, "হাঁ। আবার কে হবে?" এই বলিয়া সে নামিতে আরম্ভ করিল।

সেই কণ্ঠস্বর আবার বলিয়া উঠিল, "এত দেরী দেখে আমরা আপনার আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম। আজ বড় দেরী হয়ে গেছে, প্রভু।"

গম্ভীরভাবে সগর্ব্বে সিম্ বলিল, "এগিয়ে চল। যখন তোমাকে প্রশ্ন করব, তখন মন্তব্য প্রকাশ ক'রো। চল।"

শেষোক্ত কথাটা অভিনয়ের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইল। উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভূগর্ভস্থ পথটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছিল। অসতর্কভাবে পদক্ষেপ করিলেই পদস্খলন ও জলের মধ্যে পতন অনিবার্য্য। মিঃ ট্যাপারটিট আদেশের স্বরে বলিল, "এগিয়ে চল।" এইভাবে তাহারা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের এক কোণে একখণ্ড তাম্র সন্নিবিষ্ট ছিল। ঘরের মধ্যে খানকয়েক চেয়ার, একটা টেবল, অগ্নিকুণ্ড ও একটি শয্যা।

এক জন লোক নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বলিল, "আসুন, সদাশয় সর্দ্দার!"

সর্দ্দার মাথা নাড়িল। তার পর উপরের কোট খুলিয়া ফেলিয়া সে তাহার সঙ্গীর দিকে গম্ভীরভাবে চাহিল।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পর সে বলিল, "আজ রাত্রির খবর কি?"

লোকটা বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। আজ আপনার দেরী হ'ল কেন?"

সর্দ্দার বলিল, "তাতে কোন দরকার নেই তোমার। ঘরটা ঠিক আছে?"

অনুচর বলিল, "সব ঠিক আছে।"

"কমরেড, বন্ধু,—সে এখানে আছে?"

"হাঁ, আরও অনেকে আছে। তাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না?"

"খেলা হচ্ছে। ভারী খেলো লোক সব!"

ভূগর্ভস্থ ঘরগুলি স্যাঁতসেঁতে। বাতাস ভারী, দুর্গন্ধময়।

এই চমৎকার স্থানের মালিক এই সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা অন্ধ।

সেই লোকটার দিকে চাহিয়া সিমের অনুচর বলিল, "ষ্ট্যাগ পর্য্যন্ত আজ ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

অন্ধ বলিয়া উঠিল, "সর্দ্দার, কি খাবেন বলুন? ব্রাণ্ডি, রম্, না আর কিছু? যা বল্‌বেন, তাই এনে দেব। বিশপের বাড়ীর মদই বলুন বা রাজা জর্জ্জের ভাণ্ডারের হৈমসার, যা বল্‌বেন, তাই দেব।"

গর্ব্বিতভাবে সিম্ বলিল, "খুব ভাল যা পাবে, তাই তাড়াতাড়ি আন।"

অন্ধ বলিল, "মহৎহৃদয় সর্দ্দার ভারী চমৎকার কথা বলছেন। হা, হা, হা!"

মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "শোন, একটা কথা বলি। ঐ রকম চেঁচামেচি যদি কর, তা হ'লে সর্দ্দার কিন্তু ঠাট্টা-তামাসা বুঝবে না, তা ব'লে রাখ্‌লাম।"

একটা বোতল তাক হইতে পাড়িয়া অন্ধ ষ্ট্যাগ বলিল, "এবার আমার উপর সর্দ্দারজির নজর পড়েছে। চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি। সর্দ্দারজি, দয়া ক'রে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে নিন।"

মিঃ ট্যাপারটিট একটু হাসিল। তার পর তাহাকে কাছে আসিবার জন্য আদেশ করিল

গ্লাসটি চাপিয়া ধরিয়া অন্ধ অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "সর্দ্দারের আদেশ পালন করছি।" তার পর গ্লাসটি সিমের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "সর্দ্দার এবার এটা পান করুন। সব মনিব যেন ম'রে যায়, যারা এমনি খাটে, তারা বেঁচে থাকুক। সুন্দরী মেয়েরা ভাল থাকুক। বীর সর্দ্দার, পান করুন—আপনার বীর হৃদয় উত্তপ্ত হয়ে উঠুক!"

মিঃ ট্যাপারটিট দয়া করিয়া গ্লাসটি গ্রহণ করিল। ষ্ট্যাগ্ তখন নত হইয়া সিমের পায়ের জুতার উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

সিম্ সে দিকে চাহিয়া বলিল, "স'রে যাও, স'রে যাও, ষ্ট্যাগ্! বেঞ্জামিন, গ্লাসটা ধর। তার পর কাজের কথা হোক।"

এই বলিয়া গর্ব্বিত চরণক্ষেপে সিম্, অনুচর সহ সে কক্ষ হইতে ক্ষুদ্র দ্বারপথে নির্গত হইল। ষ্ট্যাগ্ সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

যে খিলান করা ভূগর্ভস্থ কক্ষে তাহারা প্রবেশ করিল, তাহাতে করাতের গুঁড়া ছড়ান। কক্ষটির মধ্যে মৃদু আলোক জ্বলিতেছিল। অনেকগুলি লোক সেখানে বালা খেলিতেছিল। দীর্ঘাকার লোকটির সহিত সিম্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। এক জন যুবক তাক হইতে একখানি জানু অস্থি লইয়া আসিল। সে উহা

মিঃ ট্যাপারটিটের হাতে অর্পণ করিল। রাজদণ্ডের ন্যায় উহা ধারণ করিয়া সিম্ মাথার টুপীটা ভাল করিয়া বসাইয়া দিল। তার পর একটা টেবলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একখানি কেদারা ছিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মাথার খুলি ঝুলিতেছিল।

সিম্ এই আসনে উপবেশন করিবামাত্র আর এক জন যুবক একখানা প্রকাণ্ড খাতা লইয়া আসিল এবং দীর্ঘাকার অনুচরের হাতে অর্পণ করিল। দীর্ঘাকার লোকটি টেবলের উপর আর একখানি নীচু কেদারায় উপবেশন করিল। এক ব্যক্তি নীরবে পাশে দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘাকার লোকটি তাহার পৃষ্ঠদেশে বইখানি রাখিল। তার পর একটা মোটা কলম দিয়া সেই খাতায় কি লিখিতে লাগিল।

কার্য্য সমাপ্ত হইলে সে মিঃ ট্যাপারটিটের দিকে চাহিল। সিম্ তখন সেই অস্থিদণ্ড লইয়া একটা মাথার খুলিতে নয়বার আঘাত করিল। শেষ আঘাত হইবামাত্র অপর এক জন যুবক দ্বারপথে বাহির হইয়া আসিল। সে আভূমি নত হইয়া সিমকে অভিনন্দন প্রদান করিয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

সর্দ্দার গম্ভীরভাবে বলিল, "কর্ম্মি, বাইরে কে আছে?"

কর্ম্মী জানাইল যে, বাহিরে এক জন আগন্তুক আসিয়াছে। সে এই সমিতির সভ্য হইতে চাহে। সর্দ্দার ইহা শুনিয়া অপর খুলির উপর নয়বার দণ্ডাঘাত করিল। তার পর বলিল, "তাকে নিয়ে এস।"

দুই জন কর্ম্মী অপর এক ছোকরাকে লইয়া আসিল। তাহার মাথায় একটা ফেটি বাঁধা। আগন্তুক একখানি হাত বুকের উপর রাখিয়া নতভাবে অভিবাদন করিল। সর্দ্দার তাহার মাথার ফেটি অপসারিত করিতে আদেশ দিল।

তার পর ছোকরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এবার ব'লে যাও।"

দীর্ঘাকার লোকটি বিবরণ পাঠ করিল, "মার্ক গিলবার্ট। বয়স উনিশ। এলডগেটের গোল্ডেনক্রিসের টমাস্ কর্জ্জন নামক মোজা-বিক্রেতার দোকানে কাজ করে। কর্জ্জনের মেয়েকে ছোকরা ভালবাসে। কর্জ্জনের মেয়ে তাহাকে ভালবাসে কি না, তাহা জানে না। হয় ত ভালবাসে। গত সপ্তাহে—মঙ্গলবার কর্জ্জন ইহার কাণ মলিয়া দিয়াছিল।"

চমকিতভাবে সর্দ্দার বলিল, "কেন?"

আগন্তুক বলিল, "তার মেয়ের দিকে চেয়েছিলাম ব'লে।"

সর্দ্দার বলিল, "লিখে রাখ, কর্জ্জনকে শাস্তি দিতে হবে। কর্জ্জনের নামে কালো চিহ্ন দিয়ে রাখ।"

আগন্তুক ছোকরা বলিল, "সে তার কর্ম্মচারীদের বোকা গাধা ব'লে গাল দেয়। তার পছন্দমত কাজ করতে না পারলে কর্ম্মীর বীয়ার মদ বন্ধ ক'রে দেয়। ডচ্ পনীর খেতে দেয়। নিজে কিন্তু চেকেয়ার পনীর খায়। মাসে একটা রবিবার শুধু ছুটী দেয়।"

সিম্ গম্ভীরভাবে বলিল, "ভারী খারাপ কথা। কর্জ্জনের নামে ছুটো কালো দাগ দিয়ে রাখ।"

নবাগত ছোকরার চেহারা কদর্য্য, শীর্ণ। তাহার চক্ষুর দুই কোণ বসা। সে বলিল, "সমিতি যদি তার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিতে পারে ত ভাল হয়। ওর বাড়ী ইনসিওর করা নয়। অথবা সে যখন রাত্রে বাড়ী ফিরবে, সে সময় যদি তার মাথা লাঠি মেরে ভেঙ্গে দেওয়া যায়, বা তার মেয়েকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যায়—মেয়ের মত থাকুক বা না থাকুক—তা হ'লে—"

মিঃ ট্যাপারটিট দণ্ডের শব্দ করিয়া ছোকরার প্রসঙ্গকে বাড়িতে দিল না। তবে কর্জ্জনের নামে তিনটি কালো দাগ দিয়া রাখিতে আদেশ দিল।

সে বলিল, "এর মানে, পূর্ণ-প্রতিশোধ। ছোকরা, তুমি নিয়মকানুন ভালবাস?"

ছোকরাকে উহার অর্থ বুঝাইয়া দিলে সে বলিল, "হ্যাঁ, আমি আইনের ভক্ত।"

"ধর্ম্মমন্দির, রাজা, যা কিছু স্থাপিত হয়েছে—এবং প্রভুর দল?"

নবাগত বলিল, "হ্যাঁ।"

সর্দ্দার তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল। শিক্ষানবিশরা, কর্ম্মীরা আগে অনেক ছুটী পাইত, মানুষের মাথা ভাঙ্গিয়া দিত, মনিবদিগকে অগ্রাহ্য করিত, রাজপথে নরহত্যা করিত; সে সব অধিকার হইতে ক্রমশঃ তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। সময়-স্রোতের পরিবর্ত্তনে এই সব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে। এ জন্য এই সমিতি পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই সকলে দলবদ্ধ হইয়াছে। পুরাতন ইংরাজ রীতি-নীতি তাহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। ইহাতে তাহারা সিদ্ধিলাভ করিবে, নয় ত তাঁহাদের পরাজয় ঘটিবে। সর্দ্দার তার পর সমিতির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল। অত্যাচারী প্রভুর দলকে তাহারা শাস্তি দিয়া সায়েস্তা করিবে। মনিবদিগের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য পুরাতন অধিকার তাহারা ফিরিয়া পাইতে চাহে। তাহাদের দল এখনও প্রবল হয় নাই। তাহারা এখন মাত্র কুড়ি জন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। এই অল্পসংখ্যক সদস্যরা এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সকলেই বন্দুক ও তরবারি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। যে শপথ গ্রহণ করিয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সর্দ্দার বিবৃত করিল। সর্দ্দারের আদেশ পাইবামাত্র সদস্যরা লর্ড মেয়র বা গির্জ্জার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে কুণ্ঠিত নহে। তবে কোনও মতেই টেম্পলবারকে অপমান করা হইবে না। কারণ, উহা আইনসঙ্গত। উহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। এই সকল কথা বলিয়া মিঃ ট্যাপারটিট অবশেষে যুবককে প্রশ্ন করিল, সে এই সকল কথা শুনিবার

পর শপথ গ্রহণে স্বীকৃত আছে কি না। যদি অনিচ্ছা থাকে, সে এখনও সরিয়া যাইতে পারে।

নবাগত শপথ-গ্রহণে স্বীকৃত হইল। তখন মাথার খুলির মধ্যে বাতি জ্বালিয়া অস্থি ঘুরাইয়া নবাগতকে দীক্ষা দান করা হইল। তার পর অস্থিদণ্ডকে যথাস্থানে রাখা হইল। চারিদিকের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে তখন আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইল।

সর্দ্দার কিন্তু এ সকল আমোদে যোগ দিল না। সে একখানি বেঞ্চের উপর ক্লান্তভাবে হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। সে তখন কর্ম্মকারের কন্যার কথা শুধু চিন্তা করিতেছিল।

গৃহকর্ত্তা তাহার পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "আমাদের মহৎ-হৃদয় সর্দ্দার জুয়াও খেলেন না, নাচেনও না। কিন্তু সুরা পান করুন, সর্দ্দারজি!"

সিম্ নিঃশব্দে পূর্ণ গ্লাস খালি করিয়া ফেলিল। তার পর কোটের পকেটে হাত রাখিয়া সে বালাক্রীড়ারত ব্যক্তিগণের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে আপন মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি যদি জলদস্যু বা তস্করের ঘরে জন্ম নিতাম, তা হ'লে ভালই ছিল। এ রকম জীবন, কেউ আমাকে জান্‌লে না, চিন্‌লে না—এ রকম জীবন ধারণ বিড়ম্বনা। কিন্তু ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হবে। এখনও প্রসিদ্ধিলাভ ঘটতে পারে। আমার ভেতরে কে যেন বল্‌ছে, আমি নিশ্চয় বড় হব। এক দিন আমার নাম হঠাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তখন কে আমার উন্নতিতে বাধা দেবে? এ কথাটা মনে হতেই আমার আত্মাটা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করেছে ব'লে মনে হচ্ছে। শোন, আর এক গ্লাস মদ আনো!"

তার পর বিকৃত কণ্ঠে সে বলিল, "নতুন ছোকরা কোথায় গেল?"

ষ্ট্যাগ্ বলিল, "আমার পাশে কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নতুন লোক ব'লে মনে হচ্ছে।"

সিম্ তাহার দিকে চাহিতেই বুঝিতে পারিল, এই ছোকরাই দলের নূতন সভ্য বটে। তাহাকে কাছে ডাকিয়া সে বলিল, "তুমি তোমার মনিবের মেয়েকে ভালবাস?"

"খুব ভালবাসি। একটুও মিথ্যা নয়।"

তাহার মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া সিম্ বলিল, "তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে?"

সে বলিল, "যতদূর জানি, তাতে কেউ নেই।"

"যদি কেউ থাক্‌ত, তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা তুমি করতে চান?"

নবাগত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। মুখে ভীষণ ভ্রূকুটী।

মিঃ ট্যাপারটিট তাড়াতাড়ি বলিল, "যথেষ্ট, যথেষ্ট। আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি। সকলে আমাদের লক্ষ্য করছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

এই কথা বলিবার পর সে নবাগত যুবককে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘাকার অনুচরের হাত ধরিয়া তাহাকে একধারে লইয়া গেল। তার পর সে তাহাকে দিয়া লিখাইল যে, জোসেফ উইলেট (সাধারণতঃ জো নামে পরিচিত) নামক চিগ্ওয়েলের এক জন যুবককে এতদ্দ্বারা সমাজে স্থগিত করা হইতেছে। এই দলের কোনও সভ্য যেন তাহার সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক না রাখে। তাহার দেখা পাইলেই সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে শাস্তি দিতে সমিতির সভ্যগণ চেষ্টা করিবে। ইচ্ছা করিয়া তাহার সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহাকে প্রহার, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা প্রভৃতি দিয়া তাহাকে কঠোর দণ্ড-দানের জন্য সদস্যবৃন্দ দায়ী রহিল। ঐভাবে বিবৃতিপত্র লিখিয়া প্রাচীরগাত্রে সেই বিজ্ঞপ্তিপত্র লটকাইয়া দিবার আদেশ দান করিয়া সিম্ নিরস্ত হইল।

উল্লিখিত কার্য্যসম্পাদনের পর সে আরও সুরা পান করিল এবং আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিল গৃহকর্ত্তা অবশেষে জানাইল যে, প্রভাত হইতে আর একঘণ্টা মাত্র সময় আছে। বারবিকানের যাবতীয় কুক্কুট ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র সমিতির সদস্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তার পর একে একে যে যাহার গৃহের উদ্দেশে পলায়ন করিল। সকলের শেষে তাহাদের নেতা সমিতিগৃহ ত্যাগ করিল।

অন্ধ গৃহকর্ত্তা সর্দ্দারের কাণে কাণে বলিল, "বিদায়, সর্দ্দার, বিদায়! আপনার ভাল হোক্।"

৯

লেখকগণের সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার। তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, দ্বারের ছিদ্রপথে কাণ রাখিয়া কথা শুনিতে পান, চোখ রাখিয়া অন্ধকারে ঘরের ভিতরের বস্তু দেখিতে পান, বাতাসে ভর করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন—সময় ও স্থানের ব্যবধান তাঁহার গতিকে প্রহত করিতে পারে না। ইহারই প্রভাবে আমরা মিগসের নিভৃত শয়নকক্ষের মধ্যে প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়াছি।

মিস্ মিগস্ তাহার প্রভুপত্নীকে শয্যায় শায়িত করিয়া দ্বিতলস্থ নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কর্ম্মকারকে যদিও সে বলিয়াছিল যে, তাহার নিদ্রাবোধ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার ঘুমাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। টেবলের উপর প্রজ্বলিত বাতিটা রাখিয়া সে বাতায়নের পর্দ্দা সরাইয়া দিল। তার পর নিশীথ রাত্রির আকাশের দিকে নয়ন মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

সহসা তাহার মনে হইল যে, কেহ যেন ধীরে ধীরে দরজা খুলিল। মৃদু ও সতর্ক পদশব্দও শোনা গেল। শুনিবামাত্র মিস্ মিগসের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল, হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইল। মিস্ মিগসের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাহার মনে হইল, পদশব্দ তাহার দরজার কাছেই

হইতেছে। ইহাতে সে আরও ভীত হইয়া উঠিল। "চোর", "খুনে" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু ভাল করিয়া না দেখিয়া চীৎকার করা উচিত নহে ভাবিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার রেলিংএর উপর গলা বাড়াইয়া দেখিল যে, মিঃ ট্যাপারটিট বেশভূষা করিয়া ধীরে ধীরে বৈঠকখানা-ঘরের দিকে চলিয়াছে। ইহাতে সে বিস্ময়াভিভূত হইল। সিম্ তাহার পাশের ঘরেই থাকিত। মিগস্ সিম্‌কে লক্ষ্য করিতে লাগিল। একটু সে আগাইয়া গেল। সে দেখিল, সিম্ বৈঠকখানা ঘরের দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া আবার টানিয়া লইল। তার পর ফিরিয়া আসিতে লাগিল। মিস্ মিগস্‌ও তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

"রহস্য! ভারী রহস্য আছে দেখছি!"

খানিক পরে মিস্ মিগস্ আবার পূর্ব্বপ্রকার পদশব্দ শুনিতে পাইল। সে পূর্ব্বের ন্যায় নিঃশব্দে বাহির হইল। দেখিল, মিঃ ট্যাপারটিট পূর্ব্ববৎ বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল। কিন্তু এবার আর মাথা সরাইয়া লইল না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিগস্ তাহার শয়নঘরে ফিরিয়া আসিয়া বাতায়নের কাছে দাঁড়াইল। সে দেখিল, সিম্ সদর দরজা খুলিয়া রাজপথে আসিল এবং সযত্নে দ্বার ভেজাইয়া দিল। তার পর পকেটে কিছু রাখিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে মিগস্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "হা ভগবান্!" তার পর প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা লইয়া সে নীচে নামিয়া গেল। কামার-শালায় প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, বাতি জ্বলিতেছে। সিম্ যে অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিল, মিগস্ তাহা সব লক্ষ্য করিল।

"ছোকরা নিজের জন্য তালার চাবি তৈরী করেছে নিশ্চয়! আচ্ছা শয়তান ত!"

মিস্ মিগস্ খানিক কি ভাবিল। তার পর এক টুকরা কাগজ লইয়া নলের মত পাকাইয়া কয়লার গুঁড়া তাহার মধ্যে পূর্ণ করিল। তার পর সদর দরজার কাছে গিয়া সে তাহার ছিদ্রপথে কয়লা-গুঁড়া ফুঁ দিয়া পূর্ণ করিল। সুকৌশলে সমস্ত ছিদ্রটি ভাল করিয়া বন্ধ করিবার পর সে উপরতলে চলিয়া গেল।

মিগস্ নিজের ঘরে গিয়া করে করঘর্ষণ করিল। তার পর বলিল, "এবার দেখা যাক্, তুমি এখন থেকে আমার দিকে মনোযোগ দেও কি না! হি, হি, হি! এখন মিস্ ডলি ছাড়া অন্যের দিকে তোমার নজর দিতেই হবে। সে মেয়েটার ত মুখ গোল-গাল, তাতেই মজেছ তুমি!"

অতঃপর সে দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিল। দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল।

বাতায়নের ধারে দুইখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া মিগস্ একখানি শাল দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিল। তার পর একখানিতে বসিয়া অপরখানির উপর পা চাপাইয়া দিয়া সে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "আজ সারা রাত ঘুমুবো না! তুমি যতক্ষণ বাড়ী ফিরে না আসছ, ততক্ষণ এই রকম ব'সে থাকব।"

তাহার মুখে দুষ্টামি, চতুরতা, হিংসা এবং জয়োল্লাস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল। চুপ করিয়া বসিয়া সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শিকার ফাঁদে পা দিলে হয়!

সারারাত্রি ধরিয়া সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে উষার প্রারম্ভে সে রাজপথে পদশব্দ শ্রবণ করিল। সে দেখিল, মিঃ ট্যাপারটিট দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিল, সিম্ চাবি দিয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ফুৎকার-সাহায্যে তালার ময়লা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিল। বারংবার সে ধাক্কা দিয়া ময়লা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা পাইল। চাবিটা লইয়া সন্নিহিত আলোকস্তম্ভের কাছে গিয়া পরীক্ষা করিল, একটা কাঠি কুড়াইয়া চাবির ছিদ্রপথ পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার তালার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। খুব জোরে চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও মতেই দ্বার খুলিল না। চাবিও শেষে তালার মধ্য হইতে বাহির হইতে চাহিল না। বিপন্নভাবে সে প্রাণপণ শক্তিতে চাবি আকর্ষণ করিল। চাবি খুলিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেও ঠিকরাইয়া পথে পড়িয়া গেল। অবশেষে সে দ্বারে পদাঘাত করিল, কিন্তু দ্বার খুলিল না। তখন সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এই সময়ে মিগস্ যেন ভয় পাইয়া বাতায়নের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে দ্বারে ঐভাবে আঘাত করিতেছে?"

মিঃ ট্যাপারটিট চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "চুপ!"

মিগস্ বলিল, "চোর নাকি? কে ওখানে?"

সিম্ বলিল, "না, না, চোর নয়!"

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শঙ্কিতকণ্ঠে মিগস্ বলিল, "তবে কি আগুন লেগেছে? কোথায় আগুন লেগেছে, মশাই? আমাদের বাড়ীর কাছে বুঝি?"

মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "মিগস্! তুমি আমায় চিনতে পারছ না? সিম্, আমি সিম্—তুমি ত আমায় জান—"

করে কর চাপিয়া মিগস্ বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে তার? তার কি কোন বিপদ হয়েছে? সে কি আগুনের মধ্যে পড়েছে না কি? হা ভগবান্!"

বুকে করাঘাত করিয়া সিম্ বলিল, "কি বলছ তুমি! এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে? আমায় দেখতে পাচ্ছ না কি? মিগস্, তুমি কি বোকা বনে গেলে?"

সে কথায় কাণ না দিয়া মিগস্ বলিয়া উঠিল, "তাই ত ভারী মুস্কিলের কথা দেখছি! এর মানে কি—সিম্ এই দেখুন—"

মিগসের মুখ চাপিয়া ধরিবার অভিপ্রায়ে পথের উপর সিম্ পায়ের ডগায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি কর, তুমি! ও-রকম করো না—আমি বিনা এত্তেলায় বাইরে এসেছি। এখন দেখছি, দরজার তালা বিগড়েছে। তুমি নীচে এসে জানালার কপাট খুলে দেও, আমি ভেতরে ঢুকব।"

মিগস্ বলিল, "সে আমার সাহস হয় না, সিম্। এই রাত্রিতে বাড়ীর সকলে ঘুমুচ্ছে। এ সময়ে আমি তোমার কাছে নীচে যেতে পারব না।"

পথের আলোকস্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া সিম্ বলিল, "কিন্তু মিগস্, প্রিয়তমে মিগস্—"

মিগস্ অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সিম্ বলিল, "তোমাকে আমি ভারী ভালবাসি, মিগস্—আমার জন্ম এ কাজটি কর!"

মিগস্ বলিল, "ওটা আরো খারাপ। আমি যদি নেমে আসি, তা হ'লে—"

"তা হ'লে কি?"

মিগস্ বলিল, "তুমি আমায় চুমু খাবার চেষ্টা করবে বা ঐ রকম আরো কিছু করবার চেষ্টা করবে। আমি জানি, তুমি তা করবে।"

গভীর আগ্রহভরে সিম্ বলিল, "আমি শপথ করছি, ও-সব কিছুই করব না। বেলা হয়ে গেল, চারিদিকে শেনি লোকজন জেগে উঠবে। তুমি যদি এসে আমায় ভেতরে ঢুকতে দেও, আমি অঙ্গীকার করছি, আমি তোমাকে কোন রকমে কষ্ট দেব না, মিগস্।"

মিগসের কোমল হৃদয় ইহাতে যেন আর্দ্র হইল। পাছে সিম্ কোন শপথ করিয়া ফেলে, এ জন্ম সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া স্বহস্তে বাতায়ন খুলিয়া দিল। সিম্ ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র মিগস্ বলিয়া উঠিল, "সিমন্ এখন নিরাপদ!"

এই কথা বলিবার পরই সে যেন চেতনাহীন হইয়া পড়িল।

ইহাতে বিব্রত হইয়া সিম আপন মনে বলিল, "আমি জানতুম, ওকে হাত করব। ঠিক বুঝেছিলুম, এই রকম হবে। আমি যদি ওর ওপর দৃষ্টির আঘাত না করতুম, তা হ'লে ও কখনই নীচে আসত না। মিগস্, একটু ধৈর্য্য ধর। কি পিছ্লে দেহ ওর! ওকে ভাল ক'রে ধ'রে রাখতেও পারছি না যে। মিগস্, একটু ধৈর্য্য ধর!"

কিন্তু মিগসের কর্ণে কোন অনুরোধই স্থান পাইল না। সিম তাহাকে দেওয়ালের কোণে ভ্রমণযষ্টির মত দাঁড় করাইয়া দিয়া বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল। তার পর তাহার দেহ বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া, অতি কষ্টে সোপানপথে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। সিমের অপেক্ষা মিগস্ আকারে দীর্ঘ। তথাপি কোনওমতে সে তাহার দেহ মিগসের শয়নকক্ষে লইয়া স্থাপিত করিল।

সিম চলিয়া যাইবার পর মিগস্ চেতনালাভ করিয়া বলিল, "ছোকরা ইচ্ছে করেই ধৈর্য্যধারণ করেছে বটে, কিন্তু এখন ও আমার হাতের মধ্যে। এখন আর আমাকে এড়াতে পারবে না।"

১০

না শীত, না গ্রীষ্ম, না আর্দ্র, না শুষ্ক, এমনই এক প্রভাতে বৃদ্ধ জন উইলেট্ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বাতায়নপথে দেখিল যে, এক জন ভদ্রবেশী অশ্বারোহী মেপোলের সদর দরজায় ঘোড়া থামাইলেন। ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ মূল্যবান্ এবং সুদৃশ্য।

জন তখনই অশ্বারোহীর কাছে ছুটিয়া গেলেন এবং অশ্ববল্গা ধারণ করিলেন।

নবাগত ভদ্রলোক মিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ মজার জায়গা এটা দেখছি। এ বাড়ীর মালিক কি আপনি?"

জন উইলেট বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ভাল আস্তাবল আছে ত? আমার ঘোড়াটা আস্তাবলে রেখে, সকাল সকাল আমাকে খেতে হবে। একটা থাকবার ঘরও বোধ হয় পাব, কি বলেন?" এই বলিয়া তিনি বাড়ীটার উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন।

জন বলিলেন, "সবই আপনি পাবেন, সে জন্ম চিন্তা নেই।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি স্বল্পেই সন্তুষ্ট হই।" এই বলিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

জন ডাকিলেন, "ওরে, হিউ! মশাই, আপনি মাপ করবেন। আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু আমার ছেলে একটা কাজে সহরে গেছে। সে আমায় অনেক সাহায্য ক'রে থাকে। সে না থাকলে বড় অসুবিধা ঘটে। হিউ!—ব্যাটা বড় কুড়ে। দিনরাত ঘুমুবে। ওরে হিউ!—ব্যাটা মরেছে নাকি!"

"তা হ'তে পারে। নইলে এত ডাকছেন, আর সে শুনতে পাচ্ছে না! বেঁচে থাকলে, আপনার ডাক নিশ্চয় শুনতে পেত।"

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "যখন ও ঘুমায়, কোন সাড়া থাকে না। তখন যদি ওর কাণের কাছে কামানই ছোড়েন, তবু ওর ঘুম ভাঙ্গবে না।"

অতিথি এবার কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ উইলেটের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

জন এইবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই যে, এতক্ষণে আসা হ'ল। বদমাস্, তুমি আমার ডাক্ শুনতে পাওনি?"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলা হইল, সে তখন অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া আস্তাবলের দিকে ঘোড়াকে লইয়া চলিল।

অতিথি বলিলেন, "জেগে থাকলে ত খুব চটপট কাজ করে দেখছি!"

"তা ঠিক, মশাই। এই দেখছেন, ও বসে আছে, পরক্ষণেই দেখবেন, সেখানে নেই।"

জন উইলেট অতিথিকে লইয়া উপরতলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষ হইলেও তাহার অতীত সৌন্দর্য্য এখন নাই। এক সময়ে এই গৃহে নারীর চটুল চক্ষুর বিদ্যুদ্দীপ্তি কক্ষতলকে উদ্ভাসিত করিত। হাস্য, গান ঘরের বাতাসকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিত। এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। এই কক্ষে কোনও শিশুর কলকণ্ঠের ধ্বনি কখনও শ্রুত হয় নাই। এখানে এখন আদান-প্রদান—টাকা আর পাইয়ের আদান-প্রদানই চলিয়া থাকে। কোনও পুরাতন বৃহৎ বাসগৃহ যখন পান্থশালায় পরিণত হয়, তখন তাহার এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে।

সেই কক্ষে অতিথিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জন উইলেট পাচকের সহিত রন্ধনের পরামর্শ করিতে গেলেন। কিরূপে অতিথিকে পরিতুষ্ট করিবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

অতিথি চেয়ারে, অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপবেশন করিয়া পান্থশালার অধ্যক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

জন আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অতিথি লিখিবার সরঞ্জাম চাহিলেন—কালি, কলম, দোয়াত, কাগজ তাঁহার চাই। তাকের উপর সকল প্রকার সরঞ্জাম ছিল। জন সব নামাইয়া আনিয়া টেবলের উপর স্থাপন করিলেন। অধ্যক্ষ সরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় অতিথি তাঁহাকে ইঙ্গিতে থামিতে বলিলেন।

কয়েক ছত্র লিখিয়া অতিথি বলিলেন, "এখান থেকে কিছু দূরে একটি বাড়ী আছে। আপনারা সে বাড়ীকে ওয়ারেন্ ব'লে জানেন। কেমন, তাই নয় কি?"

জন মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ তাই।

লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া অতিথি বলিলেন, "তাড়াতাড়ি পত্রখানা সেখানে পাঠাতে হবে। চিঠির জবাব আমার দরকার। আপনার কাছে লোক আছে ত?"

জন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, সেরূপ লোক তিনি দিতে পারিবেন।

অতিথি বলিলেন, "তাকে ডেকে আনুন ত।"

জন একটু বিপদে পড়িলেন। জো বাড়ী নাই। হিউ ঘোড়া লইয়া ব্যস্ত। তিনি বারনাবিকে এই কাজে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। বারনাবি ঠিক সেই সময়ে সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল। হয় ত সে যাইতে পারে।

জন চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "যাকে পাঠাব মনে করেছি, সে খুব চট্‌পট বটে; কিন্তু কথা বলতে ভাল পারে না। তবে সে খুব বিশ্বাসী।"

অতিথি জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি বারনাবির কথা বলছেন?"

বিস্ময়ভরে জন বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তারই কথা বলছি।"

চেয়ারে হেলান দিয়া অতিথি বলিলেন, "সে এখানে এল কি ক'রে? আমি কাল রাত্রে তাকে লণ্ডনে দেখেছি।"

জন বলিলেন, "সে এখানে খ'টাখানেক হ'ল এসেছে। আবার খানিক পরেই হয় ত অন্য জায়গায় চ'লে যাবে। সে কখনো হাঁটে, কখনো দৌড়ায়। পথের দু'ধারের সব লোকই তাকে চেনে। কোন কোন সময় সে গাড়ী চড়েও আসে। কখনো ঘোড়ায়ও চাপে। ঝড়, বৃষ্টি, করকাপাত, অন্ধকার রাত্রি, সব সময়েই সে যায় আসে। কিছুতেই ওর কিছু হয় না।"

উপেক্ষাভরে অতিথি বলিলেন, "ওয়ারেন্‌এ সে গিয়ে থাকে, কেমন নয় কি? কাল ওর মা আমাকে তাই যেন বলেছিল ব'লে মনে পড়ছে। তার সঙ্গে আমার ত প্রায় দেখা হয় না।"

জন বলিলেন, "ঠিক বলেছেন আপনি! ওর বাবাকে ঐ বাড়ীতে হত্যা করা হয়।"

মিষ্ট হাস্য সহকারে সোনার কাঠিতে দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে অতিথি বলিলেন, "আমিও তাই শুনেছি। বাস্তবিক ব্যাপারটা বড়ই শোচনীয়।"

জনের মনে হইল যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে অতি হাল্কাভাবে আলোচনা চলিতেছে। তিনি বলিলেন, "বড়ই শোচনীয় ব্যাপার বটে।"

অতিথি যেন আপন মনে বলিয়া চলিলেন, "হত্যাকাণ্ডের পর যে সব ব্যাপার ঘটেছিল, সবই অপ্রীতিকর—তখন চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল—এক বিষয় নিয়েই সকলে আলোচনা করেছিল—এ সব ব্যাপার সত্যি অসহ্য। কারও ভাগ্যে এমন হয়, এটা আমার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। এতে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। বন্ধু, আপনি বলছিলেন—"

জন বলিলেন, "ওঁরা মিসেস্ রজকে সামান্য বৃত্তি দিয়ে থাকেন। বারনাবি ঐ বাড়ীতে ইচ্ছামত যায় আসে। তাকে দিয়ে আপনার সংবাদ পাঠাব কি, মশাই?"

অতিথি বলিলেন, "নিশ্চয়। সেই চিঠিখানা নিয়ে যাক্। তাকে এখানে ডেকে আনুন। আমি তাকে তাড়াতাড়ি জবাব আনবার কথা ব'লে দেব। সে যদি না আসতে চায়, তাকে বলবেন, মিঃ চেষ্টার তাকে ডাকছেন। সে আমার নাম জানে।"

এই নাম শুনিবামাত্র জন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, কে আজ তাঁহার পান্থশালায় অতিথি হইয়াছেন। তিনি দশ মিনিট পরে বারনাবিকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ছোকরা, এ দিকে এস। তুমি বোধ হয় মিঃ ডিওক্রে হেয়ারডেলকে চেন ?"

বারনাবি হাসিতে লাগিল এবং পান্থশালার অধ্যক্ষের দিকে চাহিল। যেন সেই দৃষ্টিতে সে এই কথাই বলিতে চাহেন, "শুন্‌ছেন একবার ওঁর কথা ?" জন তাহার এই প্রকার ব্যবহারে বিচলিত হইলেন। তার পর বলিলেন, "ও তাকে চেনে। আমরা যেমন জানি, ও তেমনই জানে।"

অতিথি বলিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। আপনাদের থাকতে পারে। সুতরাং তুলনাটা আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখ্‌বেন, বন্ধু।"

যদিও সহজভাবে, সুমিষ্ট বাক্যের সহিত অতিথি কথাটা বলিলেন বটে; কিন্তু জন ইহাতে যেন একটু দমিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধটা বারনাবির উপর গিয়া পড়িল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, বারনাবির কাককে একটা পদাঘাত করেন।

অতিথি ইতিমধ্যে পত্রটিকে মোহরাঙ্কিত করিয়া বারনাবিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "চিঠিখানা মিঃ হেয়ারডেলের নিজের হাতে দেবে। তিনি কি জবাব দেন, তা নিয়ে তুমি আমাকে এনে দেবে। তুমি যদি গিয়ে দেখ যে, মিঃ হেয়ারডেল কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে বলবে—ও কি, কথাটা মনে রাখতে পারবে ?"

জন বলিলেন, "ও যদি মনে করে ত, ভুলবে না।"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় কি ?"

জন শুধু বারনাবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। সে তখন নিবিষ্টদৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়াছিল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তিনি যদি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, তা হ'লে তাঁকে বলো, বারনাবি! তাঁর যখন সুবিধা হবে, যেন এখানে আসেন। আমি তাঁর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। অবশ্য সন্ধ্যার দিকে। মিঃ উইলেট, এখানে শোবার জন্য বিছানা পাব ত ?"

এই পরিচিত ব্যবহারে প্রসন্ন হইয়া মিঃ উইলেট বলিলেন, "তা পাবেন বৈ কি, স্যর।" তার পর বারনাবিকে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য তিনি ইঙ্গিত করিলেন।

পত্রখানি বক্ষোদেশে জামার অন্তরালে রাখিয়া বারনাবি বলিল, "তাড়াতাড়ি! যদি রহস্যও তাড়াতাড়ি দেখতে চান ত এখানে আসবেন। হ্যাঁ, এখানেই!"

এই বলিয়া বারনাবি অতিথির জামার হাতায় হাত রাখিয়া তাঁহাকে বাতায়নের ধারে লইয়া গেল। ইহাতে জন অত্যন্ত অস্বস্তি ও শঙ্কা অনুভব করিলেন।

বারনাবি মৃদুস্বরে বলিল, "নীচে চেয়ে দেখুন, দেখছেন, ওরা পরস্পরের কানে কানে কি কথা বলছে? তার পর নাচছে, লাফাচ্ছে—যেন জানাচ্ছে ওরা খেলা করছে। দেখছেন, মুহূর্তের জন্য কেমন থামছে? কেউ ওদের দেখছে না যখন ভাবে, তখন থেমে যায়। তার পর আবার খেলা করতে থাকে, যেন কা'র ক্ষতি বা সর্বনাশ করবার চক্রান্ত করছে। আচ্ছা, ওরা কিসের চক্রান্ত করছে, বলতে পারেন ? আপনি জানেন কি ?"

অতিথি বলিলেন, "ওগুলো ত কাপড়-চোপড় হে। বাতাসে ওরা শুকুচ্ছে!"

তাঁহার মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিবার পর সরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "কাপড়চোপড়! হা! হা! আপনাদের মত বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে বোকা হওয়া ভাল! ছায়ামূর্তি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, জানালার শার্সিতে চোখও আপনারা দেখতে পান না, বাতাসে ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পান না। আকাশে মাঝরাত্রে চলাফেরা করছে, তাও দেখতে পান না আপনারা! আপনারা হাজার বুদ্ধিমান হোন্ না কেন, আমি আপনাদের চেয়ে ঢের স্ফূর্তিতে থাকি। আপনারা বুদ্ধিমান হলেও আমি আপনাদের বুদ্ধি চাই না।"

সে তাহার টুপী তুলিয়া উহা আন্দোলিত করিল, তারপর সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

একটি সুদৃশ্য কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে এক টিপ নস্য লইয়া অতিথি বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য জীব বটে!"

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর জন ধীরে ধীরে বলিলেন, "ওর কল্পনাশক্তির অভাব আছে। আমি ওর মনে কল্পনাশক্তি জাগাবার চেষ্টা অনেকবার করেছি। কিন্তু তা হবার যো নেই।"

অতিথি মৃদু ও মিষ্টভাবে হাসিলেন। তার পর অগ্নিকুণ্ডের ধারে চেয়ার টানিয়া লইলেন। জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ডিনার যখন প্রস্তুত হইতেছিল, জন তখন গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। সন্নিহিত স্থানের সকলেই জানিত যে, মিঃ হেয়ারডেলের সহিত মিঃ চেষ্টারের ঘোর শত্রুতা। অথচ মিঃ চেষ্টার মিঃ হেয়ারডেলের সহিত এখানে দেখা করিতে আসিয়াছেন। জন এই ব্যাপারের কোন মীমাংসা করিতে পারিতেছিলেন না। চিন্তিতমনে তিনি বারনাবির প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বারনাবির ফিরিতে অসম্ভব বিলম্ব হইতে লাগিল। অতিথির ডিনার সমাপ্ত হইল। তিনি সুরাপানের জন্য বসিলেন। অগ্নিকুণ্ডে নূতন ইন্ধন প্রদত্ত হইল। বাহিরে বাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া আসিল। প্রদোষান্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তথাপি বারনাবির দেখা নাই। জন উইলেটের মনে নানাপ্রকার দুর্ভাবনার সঞ্চার হইলেও, অতিথি আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মূর্তি প্রশান্ত, স্থির, ধীর। তাঁহার মুখে চিন্তার আভাসমাত্র নাই।

টেবলের উপর তিন ফুট দীর্ঘ বাতি স্থাপন করিয়া গৃহকর্তা সাহস করিয়া বলিলেন, "বারনাবির বড় দেরী হচ্ছে।"

সুরাপাত্রে চুমুক দিয়া অতিথি বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বটে! কিন্তু আর বেশী দেরী বোধ হয় হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

জন কাসিয়া অগ্নিকুণ্ডের আগুন উস্‌কাইয়া দিলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনাদের রাস্তার সুনাম নেই। কারণ, আমার ছেলের সম্বন্ধে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে। আমার মাথায় কেউ লাঠি মারে, তা আমি চাইনে। কাজেই এখানে আমি রাত্রে ঘুমুবো। আপনি ত বলেছেন, বিছানা দিতে পারবেন।"

জন বলিলেন, "বিছানা আপনি খুবই ভাল পাবেন। দু'শ বছরের পুরোনো খাট। আপনার ছেলে সেই খাটে এক দিন শুয়েছিলেন। সে প্রায় ছ'মাস আগের কথা।"

অগ্নিকুণ্ডের দিকে চেয়ারটা সরাইয়া লইয়া অতিথি বলিলেন, "এটা তা হলে দেখছি প্রশংসা পাবার যোগ্য। মিঃ উইলেট, তা হলে ঘরের মধ্যে আগুনটা জ্বালাতে ব'লে দিন। বাড়ীটা বড় স্যাঁতসেঁতে ও ঠাণ্ডা।"

জন আর একবার আগুনটা খোঁচাইয়া দিয়া গৃহত্যাগের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সোপানে দ্রুতপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। বারনাবি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিল, "এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি ঘোড়ায় চ'ড়ে আসবেন। সারাদিন তিনি ঘোড়ার পিঠেই ছিলেন—এখুনি বাড়ীতে এসেছেন—খাবার পরই তিনি আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে তাঁর স্নেহের বন্ধুকে দেখতে আসবেন।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া অতিথি বলিলেন, "এ খবর কি তিনিই দিয়েছেন?"

বারনাবি বলিল, "শেষের কথাটা ছাড়া আর সব তাঁরই কথা। তাঁর কথার ঐ মানে আমি তাঁর মুখ দেখে বুঝে নিয়েছি।"

বারনাবির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া, তাহার হাতে অর্থ গুঁজিয়া দিতে দিতে অতিথি বলিলেন, "এই নেও তোমার পুরস্কার। ধর, বারনাবি, রাখ।"

পুরস্কারের অর্থ গণনা করিতে করিতে বারনাবি বলিল, "গ্রিপ, আমি ও হিউ এটা ভাগাভাগি ক'রে নেব। গ্রিপ এক, আমি দুই, আর হিউ তিন পাবে। কুকুর, ছাগল, বেরাল—সকলে মিলে এগুলো শেষ ক'রে ফেলব। দাঁড়ান—চেয়ে দেখুন ত! আপনারা জ্ঞানী লোক, ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কি?"

জানু পাতিয়া বসিয়া সে ধূম্রকুণ্ডলীর দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিল। জন্ উইলেটও সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বারনাবি প্রশ্ন করিল, "ওরা অত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছে? একটার পেছনে আর একটা চলেছে—অত তাড়া কেন ওদের? ওরা চ'লে গেলে আবার এক দল আসবে। বাঃ, কি চমৎকার নাচ ওরা নাচছে! আমি ও গ্রিপ্ যদি ঐ রকম নাচতে পারতাম!"

চিমনীর দিকে বারনাবি আগ্রহভরে যখন চাহিয়াছিল, সেই সময় অতিথি বলিয়া উঠিলেন, "ওর পিঠের ঝোলায় কি আছে?"

জন উইলেটকে বলিবার অবকাশ না দিয়া বারনাবি সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এতে কি আছে! কি আছে এখানে? বলুন ওঁকে!"

কর্কশকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "শয়তান! শয়তান! শয়তান!"

টাকা বাজাইয়া বারনাবি বলিল, "গ্রিপ, টাকা আছে। তোমাকে খাওয়াব!"

কাক বলিয়া উঠিল, "হুর্‌রে! হুর্‌রে! হুর্‌রে! মন তাজা রাখ। মরবে, এ কথা বলো না। কে, ও, ও!"

জন্ উইলেট মনে করিলেন, একজন ভদ্রবেশী অতিথির সম্মুখে এরূপ ব্যাপার অত্যন্ত অসভ্যতার দ্যোতক। এই জন্য তিনি বারনাবির হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় অতিথিকে অভিবাদন করিয়া গেলেন।

১১

মেপোলে যাহারা নিত্য আসিত, তাহাদিগের নিকট জন উইলেট জানাইলেন যে, উপরের শ্রেষ্ঠ ঘরে মিঃ চেষ্টার অতিথি। মিঃ হেয়ারডেল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। সম্ভবতঃ মিঃ চেষ্টার যে পত্র বারনাবিকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে মিঃ হেয়ারডেলকে ভয় দেখাইয়া থাকিবেন।

যাহারা নিষ্কর্মা—বসিয়া বসিয়া ধূমপান ও পরের কথা আলোচনা করিয়া সময়ক্ষেপণ করে, এ সংবাদ তাহাদের কাছে পরম হৃদ্য বলিয়া মনে হইল। সকলেই অনুমান করিল, একটা অতীব রহস্যমূলক ব্যাপার আসন্ন।

এই দলের মধ্যে যাহারা ছিল, তন্মধ্যে দুই জন এ সকল আলোচনায় কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিল না। তন্মধ্যে বারনাবি এক জন। সে এককোণে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, অথবা নিদ্রার ভাণ করিতেছিল। অপর ব্যক্তি হিউ। সে একখানি বেঞ্চের উপর চিৎ হইয়া ঘুমাইতেছিল। পাশে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল।

তাহার নিদ্রিত বলিষ্ঠ সুন্দর দেহের উপর আলো পড়িয়াছিল। তাহার দেহে অসুরের ন্যায় শক্তি, দেহ ব্যায়ামপুষ্ট ও সুগঠিত। এই যুবা যে কোনও শিল্পীর মডেল হইবার যোগ্য। মেপোলের যাবতীয় ক্রেতা এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। লংপার্কেস্ শুধু বলিল, ছোকরাকে অন্ধ রাত্রিতে যেন ডাকাতের মত দেখাইতেছে।

সলোমন বলিল, "ও বোধ হয় মিঃ হেয়ারডেলের ঘোড়ার জন্তই অপেক্ষা করছে।"

জন উইলেট বলিলেন, "ঠিক তাই। সব সময়ে সে বাড়ী থাকে না, তা সবাই ত জানে। মানুষের অপেক্ষা ঘোড়ার কাছে ও ভালই থাকে। আমি নিজেই ওকে পশু ব'লে মনে ক'রে থাকি।"

জন ঐ কথা বলিবার পর তাম্রকূটের নল মুখে ধারণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নল খুলিয়া লইয়া জন উইলেট বলিলেন, "ও ছোকরার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু সব যেন বোতলে ছিপি-আঁটা হয়ে আছে।"

পার্কেস্ বলিল, "বেশ কথা বলেছ। ভারী চমৎকার উপমা দিয়েছ।"

জন বলিলেন, "বারনাবির যেমন কল্পনা-শক্তি নেই, ও ছোকরারও সেইরূপ কম। কিন্তু কেন বল ত?"

তিন বন্ধু মাথা নাড়িতে লাগিল।

জন আবার বলিয়া উঠিলেন, "কেন বল ত? ও যখন বালক ছিল, তখন বুদ্ধিবৃত্তিকে টেনে বার করা হয় নি, এই হচ্ছে কারণ। আমার বাবা, তোমার বাবা, আমাদের সকলের পিতারা যদি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ হবার অবসর না দিতেন, তা হ'লে আমরা কি হতাম? আমি যদি জোর ক'রে বুদ্ধিকে টেনে বার না করতাম, তা হ'লে কি হ'ত। তোমরা আমার কথা শুনছ ত?"

পার্কেস্ বলিল, "সবাই শুনছি। তুমি ব'লে যাও।"

উইলেট বলিলেন, "তাই ধর। ওর মাকে যখন ফাঁসী দেওয়া হয়, ও তখন শিশু। তখন ও যা খুসী তাই ক'রে বেড়াত। তখন গরু, পাখী নিয়েই থাকত। যা দু'চার পয়সা পেত, তাতেই খাওয়া-পরা চালাত। ক্রমে ঘোড়ার দিকে ওর মন বদল। বিচালীর গাদার উপর শুয়ে থাকত। লেখাপড়া ও কিছু শেখেনি। কাজেই পশু নিয়েই ওর কারবার। কাজেই ওর মতিগতি সেই রকমই হয়েছে।"

সলোমন ডেজি এই সময় বলিয়া উঠিল, "উইলেট, আজ যখন মিঃ চেষ্টার এখানে এসেছিলেন, তখন কি তিনি বড় ঘরটায় থাকবেন বলেছিলেন?"

উইলেট বলিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়!"

মৃদুস্বরে সলোমন বলিল, "তা হ'লে মিঃ চেষ্টার মিঃ হেয়ারডেলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধই করবেন দেখছি।"

এই শঙ্কাজনক মন্তব্য উচ্চারিত হইবামাত্র সকলেই জন উইলেটের দিকে চাহিল। মিঃ উইলেট অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে তাঁহার পান্থনিবাসের সম্বন্ধে জনসাধারণের কিরূপ ধারণা জন্মিবে, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে জন বলিলেন, "তা জানিনে। তবে আমি যখন ওঘরে শোধবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম যে, তাকের উপর তিনি বাতিটা জ্বেলে রেখেছেন।"

সলোমন বলিল, "এটা ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে যে, ওঁরা ঐ ঘরের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন। কোন সহকারী না নিয়ে কাফিখানায় ভদ্রলোকরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রে থাকেন, খবরের কাগজ প'ড়ে আমরা সে সংবাদ জেনে থাকি। দু'জনের এক জন হয় আহত হবেন, নয় ত মারা যাবেন।"

জন বলিলেন, "তা হ'লে বারনাবি যে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, তাতে যুদ্ধের আহ্বান ছিল, কি বল?"

ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটি বলিল, "তরবারির মাপ ঐ চিঠিতে ছিল, এ সম্বন্ধে আমি এক মোহর বাজি রাখতে রাজি আছি। মিঃ হেয়ারডেল কি রকম প্রকৃতির ভদ্রলোক, তা আমরা সবাই জানি। তোমরা আমাদের বলেছ, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বারনাবি কি দেখেছিল। আমি ঠিক অনুমান করেছি, এতে ভুল হবার যো নেই।"

সকলেই আবার ধূমপানে মনোনিবেশ করিল। জল্পনা চলিতে লাগিল—দ্বন্দ্বযুদ্ধ আসন্ন। সেজন্য পান্থনিবাসের শ্রেষ্ঠ শয্যারও বরাত দেওয়া হইয়াছে!

জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরবারি না পিস্তল, কি ওঁরা ব্যবহার করবেন?"

"ভগবান্ জানেন। হয় ত দু'রকমই হ'তে পারে। ভদ্রলোকদের কোমরে তরবারি আছে, পকেটে পিস্তলও থাকতে পারে। খুব সম্ভব, তাই আছে। পিস্তলের গুলীতে যদি কাজ না হয়, তখন তরবারির সাহায্য নেবেন।"

সলোমনের এই কথায় পান্থশালার অধ্যক্ষের মুখে অন্ধকারচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিল। জানালা হয় ত ভাঙ্গিয়া যাইবে, আসবাবপত্র তছনছ হইয়া যাইতে পারে। তবে দুই জনের এক জন ত বাঁচিয়া যাইবেন, তিনি কি ক্ষতিপূরণ করিবেন না? জনের মুখ আবার প্রসন্ন হইল।

সলোমন বলিল, "মেঝেতে রক্তের যে দাগ পড়বে, তা আর মুছে যাবে না। মিঃ হেয়ারডেল যদি জেতেন, তা হ'লে ক্ষত গভীর হবে। যদি হেরে যান, তা হ'লেও ক্ষত সামান্য হবে না। একবারে কাবু না হ'লে তিনি ছাড়বেন না। আমরা তাঁকে ভাল করেই জানি।"

সকলেই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই ভাল জানি।"

সলোমন বলিল, "দাগ মোটেই মুছবে না। আমি ব'লে রাখছি, কোন দিন দাগ উঠে যাবে না। অন্য একটা বাড়ীতে সে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সবাই জানে, সে দাগ মুছে যায় নি।"

জন বলিলেন, "ওয়াল্লেন! ঠিক কথা!"

"হ্যাঁ, তাই অল্পলোকেই সে খবর জানে। তবু কাণাকাণি হয়েছে। ধুয়ে ফেলা হয়েছিল, তবু দাগ আছে। খুব ভাল ক'রে পরিষ্কার করা হয়েছিল, কিন্তু রক্তের দাগ মোছেনি।

নতুন কাঠ দেওয়া হয়েছিল, তবু দাগ আছে। এ দিকে স'রে এস—শোন বলি। মিঃ জিওফ্রে সেই ঘরে ব'সে বই পড়েন। সেই দাগটার ওপর পা দিয়ে তিনি ব'সে থাকেন। তাঁর বিশ্বাস, যত দিন না তিনি হত্যাকারীর সন্ধান পান, ও দাগ মুছে যাবে না।"

সকলে অগ্নিকুণ্ডের ধারে সমবেত হইল। এমন সময় অশ্বখুর-শব্দ সকলের শ্রুতিগোচর হইল।

জন বলিয়া উঠিলেন, "তিনিই আসছেন। হিউ! হিউ!"

নিদ্রিত যুবক উঠিয়া বসিল। জনের পশ্চাতে সে ছুটিয়া গেল। তখনই জন মিঃ হেয়ারডেলের সহিত সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জুতার শব্দ করিতে করিতে ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিলেন—চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছিল। তিনি এ অঞ্চলের জমীদার।

গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "উইলেট, এখানে এক জন লোক এসেছেন। কোথায় তিনি?"

জন বলিলেন, "ওপরের বড় ঘরে তিনি আছেন, হুজুর।"

"আমায় নিয়ে চল। তোমার সিঁড়ি বড় অন্ধকার আমি জানি। নমস্কার, ভদ্র মহোদয়গণ!"

জন তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। আলোকবর্ত্তিকা তাঁহার হাতে।

উপরে উঠিয়াই মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "থাম! আমি নিজেই যাচ্ছি, তোমার আসবার দরকার নেই।"

দরজায় হাত দিয়া তিনি উহা মুক্ত করিলেন। তার পর উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া কোন কথা শুনা যাইবে না জানিয়া জন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন।

১২

মিঃ হেয়ারডেল দরজা চাবিবন্ধ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তার পর পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উভয়ের মধ্যে ভিতরে ভিতরে কোনও প্রকার সহানুভূতি না থাকিলেও বাহিরে তাহার কোন প্রকাশ দেখা গেল না। তথাপি পরস্পরের সাক্ষাৎ যে প্রীতিজনক নহে, তাহা বোঝা গেল। উভয়ের মধ্যে বয়সের তেমন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। এক জনের কথাবার্ত্তা মিষ্ট ও সুস্পষ্ট, অপরের পোষাক-পরিচ্ছদে তেমন নিপুণতা নাই—স্বরেও কঠোরভাষী। এক জনের মুখে শান্ত হাস্য, অপরের আননে ভ্রূকুটী। নবাগতের ব্যবহারে বুঝা গেল, তিনি অপরের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বেশ আদর দেখাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "হেয়ারডেল, আপনাকে দেখে আমি খুশী হলুম।"

নবাগত হাত নাড়িয়া বলিলেন, "ছেঁদো কথা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়। কি আপনি বলতে চান, সোজা ক'রে বলুন। আপনি আমাকে আসতে বলেছেন, আমি এসেছি। আমাদের এরূপ সাক্ষাতের কারণ কি?"

"আপনি সেই এক রকমই আছেন—তেমনি স্পষ্টবাদী দৃঢ়চেতা।"

আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট ভদ্রলোকের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভাল মন্দ যাই হই না কেন, আমি তাই আছি। আমার ভাল লাগা, মন্দ লাগা সমানই আছে। স্মৃতিশক্তির একচুল তফাৎ হয় নি। আপনি দেখা করতে চেয়েছেন, আমি এখানে এসেছি।"

নস্যদানীতে টোকা মারিয়া মিঃ চেষ্টার হাসিমুখে ধীরভাবে বলিলেন, "হেয়ারডেল, আমাদের এই সাক্ষাতের অর্থ আলোচনা ও শান্তিস্থাপন।" বলিতে বলিতে সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারে একবার তিনি পার্শ্বের টেবলের উপরিস্থিত তরবারির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "আপনি বলেছেন, তাই আমি এসেছি। আপনার সঙ্গে মিষ্ট কথার আদান-প্রদান, বা ফাঁকা কথার আলোচনা করবার জন্য আসিনি। আপনি সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, মশাই। এ রকম খেলায় আমি আপনার কাছে নগণ্য। পৃথিবীতে একমাত্র মিঃ চেষ্টারের সঙ্গে আমি মৃদু মধুর ভাষায়, ছদ্ম অভিনয় করতে রাজি নই, এ কথাটা বলেই রাখলাম। এরূপ অস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আর আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আপনার সমকক্ষতা করবার শক্তি কারও নেই।"

প্রশান্তভাবে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমি আপনার এ কথায় বড় সম্মানিত হলুম, হেয়ারডেল। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আমি খোলাখুলি কথাই বলব—"

"ক্ষমা করবেন। কি বললেন আপনি?"

"সোজা কথা, সরলভাবে খোলা কথা বলব।"

নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "হাঁ! আপনার কথায় আমাকে যেন প্রতিবাদ করতে না হয়।"

ধীরে ধীরে সুরার স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমিও সেই ভাবে চলব। আপনার সঙ্গে কোনমতে ঝগড়া না হয়, এজন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং কোন রকম গরম কথা যাতে আদান-প্রদান করতে না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হব।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এ ব্যাপারেও আপনি আমার উপর টেক্কা দেবেন। আপনার আত্মদমন—"

শান্তভাবে বাধা দিয়া অপর ব্যক্তি বলিলেন, "এতে ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে আপনি হয় ত বলবেন, তথাস্তু। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনও আছে। আপনারও তাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের দুজনের উদ্দেশ্য একই। আমরা দুজনেই এখন প্রবীণ—ছেলেমানুষ

নই, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তির মত সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা দরকার। আপনি সুরা পান করেন ত?"

"বন্ধুজনের সঙ্গে, হ্যাঁ।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "অন্ততঃ আপনি আসন গ্রহণ করবেন ত?"

অধীরভাবে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমি দাঁড়িয়েই থাকব। এখানটা আমি বিদ্রূপ-ঠাট্টায় কলুষিত করতে চাইনে। আপনি ব'লে যান।"

পায়ের উপর পা দিয়া, সুরাপূর্ণ গ্লাস অগ্নিকুণ্ডের আলোকে ধারণ করিয়া ধীর কণ্ঠে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এ আপনার অন্যায়, হেয়ারডেল। সত্যি আপনি অন্যায় করছেন। এই বিরাট বিশ্বে আমরা ঘটনার অধীন হয়ে বেশ মানিয়ে ক'রে নিতে পারি। কোন দার্শনিক এ কথা বলেন নি যে, জগৎটা ফাঁপা। প্রকৃতি যদি ঠিক তার কাজ ক'রে যায়, তা হ'লে সেটাই হওয়া উচিত।"

"আপনি তাই ভাবেন না কি?"

সুরার গ্লাসে চুমুক দিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমি এ কথা বলতে চাই যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খেলা করতে করতে দুরদৃষ্টক্রমে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। পৃথিবীর লোক যাদের বন্ধু ব'লে থাকে, আমরা পরস্পর তা নই। কিন্তু তা হলেও আমরা পরস্পর পরস্পরের স্নেহভাজন বন্ধু। আপনার একটি ভাইঝি আছে, আমারও পুত্র আছে। হেয়ারডেল, আমার ছেলে ভারী চমৎকার, কিন্তু নির্বোধ। এরা দুজন পরস্পরের প্রণয়াসক্ত। আমাদের এই জগৎ যাকে আসক্তি ব'লে থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীর সব জিনিসই যেমন অর্থহীন, ফাঁকা, এও সেই রকম। যদি বাধা না পায়, তা হ'লে এই আকর্ষণ সময়ে বুদ্বুদের ন্যায় ফেটে পড়বে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমরা দুজনে, সমাজ আমাদের পরস্পরকে শত্রু বলেই ঘোষণা করেছে, চুপচাপ থাকব, ওদের পরস্পরকে পরস্পরের বাহুর আশ্রয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার অবকাশ দেব, অথবা তাদের মিলনে বাধা জন্মাব?"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার ভাইঝিকে আমি স্নেহ করি—ভালবাসি। কথাটা হয় ত আপনার কর্ণে বিসদৃশ ঠেকতে পারে, কিন্তু সত্যি আমি তাকে ভালবাসি।"

অলসভাবে গ্লাস সুরাপূর্ণ করিতে করিতে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "না, না, তা নয়। আমিও নেড্‌কে পছন্দ করি, অথবা আপনারা যাকে ভালবাসা বলেন, তাই। আমি নেডের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সে বড় ভাল ছেলে, দেখতেও সুপুরুষ—তবে নির্বোধ ও দুর্বলচেতা, এই যা। কিন্তু হেয়ারডেল, আমি স্পষ্টই বলছি—পছন্দ অপছন্দর কথা নয়—আমাদের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এ রকম বিয়েতে আমি মত দিতে পারিনে। না, তা অসম্ভব।"

ক্রোধভরে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এই আলোচনা যদি চালাতে চান, তা হ'লে আপনার রসনাকে সংযত করা দরকার। আমি ত বলেছি, আমার ভাইঝিকে আমি ভালবাসি। আপনি কি মনে করেন, যাকে আমি ভালবাসি, তাকে এমন লোকের হাতে দিতে পারি, যার ধমনীতে আপনার শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে?"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া অপর ব্যক্তি বলিলেন, "আপনি দেখছেন, সরলভাবে স্পষ্ট কথা বলার কত সুবিধা? আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমি নেডের প্রতি বিস্ময়করভাবে আকৃষ্ট। তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আমরা যদি দূরে সরেও থাকতে পারি, তবু ঐ আপত্তিটাই অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠবে—আমার ইচ্ছে, আপনি একটু সুরা গ্রহণ করেন।"

টেবলের ধারে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পুষ্ট, ভারী হাত তদুপরি স্থাপন করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার কথা শুনুন। যদি কারও মনে এমন বিশ্বাস থাকে, অথবা এমন ধারণা জন্মে থাকে যে, আমি কথায়, কাজে, বা স্বপ্নেও ঘুণাক্ষরে এমন কল্পনা ক'রে থাকি যে, ইমা হেয়ারডেলকে আপনার সম্পর্কিত কোন লোকের হাতে ভ্রমেও সম্প্রদান করব, তা হ'লে সে মিথ্যা কথা বলে। শুধু মিথ্যা বলে না, আমার ঘোর অনিষ্ট ক'রে থাকে—চিন্তাতেও অনিষ্ট ক'রে বসবে।"

এই উক্তির সমর্থনে মিঃ চেষ্টার যেন বারকয়েক চেয়ারে দোল দিলেন। তার পর বলিলেন, "হেয়ারডেল, এ ঠিক পুরুষোচিত উক্তি, এই রকম স্পষ্টভাবে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন, এজন্য আপনার উদারতাকে আমি প্রশংসা করি। আমারও মনের ভাব ঠিক এই রকম। আপনি বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলছেন, পার্থক্য শুধু এইটুকু। আপনি ত জানেন যে, আমি কথায় তত দড় নই। সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন।"

কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার ভাইঝি যাতে আপনার ছেলের সঙ্গে কোন রকম সংস্রব না রাখে—পত্রাদি ব্যবহার না করে, সে জন্য আমি ব্যবস্থা করব। তাতে যদি তার মৃত্যুও হয়, তবু আমি নিরস্ত হব না। অবশ্য আমি যতদূর সম্ভব কোমলভাবে এ ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করব। এ দায়িত্ব পালন করতে হবে, তবে ব্যাপারটা আমি বুঝিনি। ওদের মধ্যে প্রণয় জন্মেছে, আজ রাত্রিতে প্রথম জানতে পারলাম।"

মিঃ চেষ্টার সরলভাবে বলিলেন, "এতে আমার কত আনন্দ যে হ'ল, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার ধারণার সঙ্গে আপনার ধারণার অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে দেখছি। এখন বুঝে দেখুন, আমাদের এই দেখা-সাক্ষাতে কতটা উপকার হ'ল। আমরা পরস্পরের মনের

ভাব বুঝে নিলাম। আমাদের এ বিষয়ে মতের ঐক্য আছে। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেল। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে, তা ঠিক হয়ে গেল—ভাল, আপনার প্রজার সুরাটা পরখ করতে আপত্তি কি? ভারী চমৎকার সুরা।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "অনুগ্রহ ক'রে বলুন ত, ইমা ও আপনার ছেলের মধ্যে দূতীগিরি করেছে কে? জানেন আপনি?"

মিঃ চেষ্টার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এখানকার সবাই সে কথা জানে। তাদের মধ্যে যে লোকটাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে সব চেয়ে বেশী জানে।"

"ঐ বোকা বারনাবিটা?"

"আপনি বিস্মিত হচ্ছেন? কিন্তু এতে আমি নিজে খুসী আছি। ওর মা ভারী ভদ্র স্ত্রীলোক, তার কাছ থেকে আমি কথাটা আদায় ক'রে নিয়েছি। তাতেই জানতে পারলাম, ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাই আজই ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি এখানে এসেছি—আপনার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছিল। হেয়ারডেল, আপনি আগের চেয়ে আরও মোটা হয়েছেন, আপনার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ব'লে মনে হচ্ছে।"

অধীরতা গোপন করিতে না পারিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমাদের কাজ বোধ হয় শেষ হয়েছে। আপনি জেনে রাখুন, মিঃ চেষ্টার, আমার ভাইঝি এখন থেকে বদলে যাবে। আমি তার কাছে আবেদন জানাব—সে নারী, তার হৃদয়ের কাছে প্রার্থনা জানাব। তার আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান, তার গর্ব্ব এবং কর্ত্তব্য—"

পা দিয়া এক টুকরা কাষ্ঠ অগ্নিকুণ্ডে ঠেলিয়া দিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমিও নেডের সম্বন্ধে ঐ রকম ব্যবস্থা করব। পৃথিবীতে যদি সত্য ব'লে কিছু থাকে, পিতা-পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ এবং অনুরাগ তার মধ্যে প্রধান। নৈতিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মনোভাবের দ্বারা আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব যে, এ কাজ হতে পারে না। আমি তাকে এ কথাই বলব যে, পিতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধ যদি তার থাকে, তা হ'লে কোন ধনী কন্যাকে নিয়ে সে যেন পালিয়ে যায়।"

দস্তানা বাহির করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আর যত শীঘ্র হয় তার বুক যেন ভেঙ্গে দিতে পারে, কেমন?"

সুরায় চুমুক দিতে দিতে অপর ব্যক্তি বলিলেন, "সেটা নেড্ যেমন ইচ্ছা করতে পারে। কারণ, সেটা তার নিজের ব্যাপার। একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া, হেয়ারডেল, আমার ছেলের ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করব না। আপনি কি কোনমতেই এক গ্লাস সুরা গ্রহণ করবেন না? যাক্, আপনার যেমন খুসী, তা করবেন বৈ কি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "চেষ্টার, প্রবঞ্চনায় আপনার মাথা ও হৃদয়ে বোধ হয় শয়তানের যোগ আছে।"

ঘাড় নাড়িয়া চেষ্টার বলিলেন, "আপনার স্বাস্থ্যপান করছি। কিন্তু আপনার কথায় বাধা দিলাম—"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এখন যদি আমরা এই তরুণ-তরুণীকে তফাৎ ক'রে দিতে না পারি, তাদের মেলামেশা বন্ধ করতে না পারি, আপনি যদি সে দিকে বাধা পান, তা হ'লে কোন্ পথ আপনি অবলম্বন করতে চান?"

মিঃ চেষ্টার পদযুগল অগ্নিকুণ্ডের দিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া বলিলেন, "সে খুব সোজা কাজ। তখন আমি নিজের শক্তি প্রয়োগ করব—যে শক্তির আপনি এত প্রশংসা করেছেন, সেই শক্তির প্রভাব চালাব। আমি ক্রোধ এবং ঈর্ষা তার মনে জাগিয়ে তুলব। বুঝতে পারছেন?"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "অর্থাৎ কার্য্যোদ্ধারের জন্য শেষকালে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নিয়ে ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাব।"

এক টিপ নস্য লইয়া অপর ব্যক্তি বলিলেন, "আরে, না, না! ছি! ছি! মিথ্যা কথা বলব কেন? একটু চালাকী, একটু বুদ্ধির মারপেঁচ মাত্র! আর কিছু নয়।"

মিঃ হেয়ারডেল এদিক ওদিক ঘুরিয়া থামিলেন। তার পর আবার পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার মনে শান্তি নাই। তার পর বলিলেন, "এটা গোড়া থেকে বন্ধ করতে পারলেই ভাল ছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে এবং আমাদের বাধা দেওয়া দরকার, তখন আর অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই। বেশ! আমি আপনার এ কাজে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব। এই একটা বিষয়ে আমরা দু'জনেই একমত। আমরা আলাদাভাবে এক মতে কাজ করবো। এজন্য আমাদের দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না।"

সুকুমার অলস ভঙ্গীতে আসন হইতে উঠিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনি তা হ'লে চ'লে যাচ্ছেন? চলুন, আলো ধ'রে আপনাকে সিঁড়ি থেকে নামিয়ে দেই।"

অপর ব্যক্তি শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "না, না, আপনি বসুন। পথ আমি চিনি।"

হস্ত ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া মিঃ হেয়ারডেল টুপীটা মাথায় বসাইয়া দিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সশব্দে তিনি সোপানপথে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

মিঃ চেষ্টার আরামকেদারায় উপবেশন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা বর্ব্বর। জানোয়ার বললেই হয়!"

বন্ধুজন সহ জন উইলেট্ তরবারির ঘাতপ্রতিঘাত অথবা পিস্তলের গুলীর শব্দ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শব্দ শুনিবামাত্র সকলে সেখানে দৌড়িয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াও ছিলেন। জন্ উইলেট্ ঠিক

করিয়াছিলেন, তিনি সকলের পশ্চাতেই থাকিবেন। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, মিঃ হেয়ারডেল অক্ষত শরীরে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঘোড়া আনিতে আদেশ করিলেন। ঘোড়া আসিলে তিনি উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, মিঃ হেয়ারডেল অপর ভদ্রলোককে হত্যা করিয়া এইরূপ কৌশলে পলায়ন করিতেছেন।

সুতরাং স্থির হইল, সকলেই উপরে যাইবে। কে অগ্রে থাকিবে, কে পরে থাকিবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। সেইভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে উপরে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অতিথির ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল! সকলেই মনে করিল যে, জোরে ঘণ্টা বাজিতেছে। ইহাতে সকলেই সন্দেহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে স্থির হইল যে, মিঃ উইলেট, হিউ ও বারনাবিকে সঙ্গে লইয়া উপরে যাইবেন। উহারা দরজাদি সরাইয়া লইবার অছিলায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে।

এইরূপ ভাবে সুরক্ষিত হইয়া সাহসী জন অতিথির কক্ষমধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিলেন। অতিথি তাঁহাকে বুটজুতা খুলিবার যন্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন। উহা আনিয়া জন্ আড়চোখে দেখিলেন, অতিথি জুতা খুলিতেছেন। চরণে কোন ক্ষত বা রক্তের দাগ দেখিতে না পাইয়া জনের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। ভদ্রলোককে তিনি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহের কোনও স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না; বরং অতিথিকে তিনি বেশ সহজ ও শান্তভাবে অবস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জন্ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন যে, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় নাই।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "উইলেট, তা হ'লে এবার তোমার ঘর দেখাও। তোমার প্রসিদ্ধ শয্যার গুণাগুণ এখন বুঝা যাবে।"

উইলেট ইঙ্গিতে বারনাবি ও হিউকে সঙ্গে আসিতে আদেশ করিলেন। পাছে অতিথি আভ্যন্তরীণ আঘাতে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়েন! অতিথিকে পথ দেখাইয়া লইবার সময় তিনি বলিলেন, "ঘরটি ভারী আরামপ্রদ বারনাবি, ঐ বাতিটা তুলে আন! হিউ সঙ্গে এস— আরাম কেদারাটা নিয়ে চল!"

বাতিটা অতিথির সন্নিকটে ধরিয়া জন্ তাঁহার দেহটি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন। শয়নকক্ষটিও সুবৃহৎ। ঘরের মধ্যে খাট পাতা।

মধুর হাস্যের সহিত মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "বন্ধুগণ, তা হ'লে এখন তোমরা আসতে পার—শুভরাত্রি! বারনাবি, ঘুমোবার আগে তুমি স্তোত্র পাঠ কর ত?"

বারনাবি ঘাড় নাড়িল। জন্ বলিয়া উঠিলেন, "যা তা ব'লে বারনাবি স্তোত্র পাঠের ভাণ করে, মশাই। ওর কোন মানেই হয় না।"

হিউয়ের দিকে ফিরিয়া অতিথি বলিলেন, "আর তুমি?"

বারনাবিকে নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল, "আমি কিছু করিনে। বারনাবি করে। ও যখন স্তোত্র পাঠ করে, আমি শুনি।"

অতিথির কাণে কাণে জন্ বলিলেন, "ও একটা পশুর মত। ওর কথা ধরবেন না। ওর আত্মাটা এত ছোট যে, ও কি করে না করে, সেজন্য এসে যায় না। আচ্ছা, তা হ'লে আসি!"

অতিথি বলিলেন, "ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন।"

জন্ তাঁহার সহচরদিগকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

১০

জোসেফ উইলেট যদি সে সময় উপস্থিত থাকিত—মিঃ চেষ্টার অতিথিরূপে যখন তাহাদের পান্থশালায় আসিয়া মিঃ হেয়ারডেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে সময় যদি সে সেখানে থাকিত, তাহা হইলে সে যে কোনও উপায়ে মিঃ চেষ্টারের আগমনের গোপন রহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিত। তাহা হইলে প্রেমিকযুগল যথাসময়ে সতর্ক হইতে পারিতেন। জো, যুবক এডোয়ার্ডের বিশেষ ভক্ত ছিল, ইমাকেও সে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। এই তরুণযুগলের প্রতি তাহার আকর্ষণ বিশেষ স্বাভাবিক।

কিন্তু সে দিন ২৫শে মার্চ্চ। এই তারিখে জন্ উইলেট লণ্ডন সহরের কোনও মদ্যব্যবসায়ীর সহিত হিসাব-নিকাশ করিতেন। একটি থলিভরা টাকা তিনি সেই ব্যবসায়ীর কাছে প্রতি বৎসর ঐ তারিখে পাঠাইয়া দিতেন। জোকে ঐ থলে লইয়া প্রতি বৎসর যাইতে হইত। জন্ উহাতে একটি কপর্দ্দকও অধিক দিতেন না; যাহা পাওনা, ঠিক তাহাই পাঠাইতেন।

একটি ধূসরবর্ণের ঘোটকীর পৃষ্ঠে চড়িয়া জো লণ্ডনে যাইত। সে দিন হিউ ঘোটকীকে লইয়া আসিলে জন্ পুত্রকে বলিলেন, "ওর প্রতি যত্ন নিও। খুব জোরে চালিও না।"

"না বাবা, তা করব কেন?" বলিয়া জো বৃদ্ধা ঘোটকীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিল।

জন্ বলিলেন, "তোমার যে রকম মেজাজ, তাতে বুনো জেব্রা বা বুনো গাধার পিঠে চাপলেও তোমার আরাম হবে না। সিংহের পিঠে চেপে গেলেই তোমার আমোদ।"

জো কোন কথা বলিল না।

পিতা পুত্রের বুকে ফুলের তোড়া দেখিয়া বলিলেন, "ওটা কি?"

"ফুলের তোড়া, বাবা। এতে ত কোন দোষ নেই।"

"তুমি ব্যবসাদারের ছেলে, তোমার এত বাবুয়ানী কেন, বাপু?"

পুত্র বলিল, "মিঃ ভার্ডেনের বাড়ীতে এটা নিয়ে যাব।"

সঙ্গ প্রীতিকর। হতাশ হয়ো না, কর্মকারের কন্যাকে তুমি পাবে। তার হৃদয় জয় করতে পারবে।"

জো মাথা নাড়িল, কিন্তু তাঁহার কথার ভঙ্গীতে এমন আশা ও উদ্দীপনার সমাবেশ ছিল যে, তাহাতে জো'র মুহ্যমান হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল।

রাত্রি বৃষ্টিহীন এবং সুন্দর; আকাশে চাঁদ উঠিতেছিল। তাহার কিরণ-সম্পাতে চারিদিক্ শান্তিপূর্ণ। বৃক্ষের দীর্ঘ ছায়া যেন নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর প্রতিবিম্ব বিম্বিত করিয়া পথিকদিগের সম্মুখে কার্পেটের আসন বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। মৃদু পবনহিল্লোলে বৃক্ষপত্র আন্দোলিত হইয়া যেন প্রকৃতিকে সস্নেহে ঘুম পাড়াইতেছে। অশ্বারোহি-যুগল ক্রমে কথা বন্ধ করিয়া নীরবে, বিমুগ্ধ-হৃদয়ে পাশাপাশি চলিতে লাগিলেন।

কিছুদূর চলিবার পর পত্রহীন বৃক্ষরাজির অন্তরালে দূরে পান্থনিবাস দেখা গেল। এডোয়ার্ড বলিলেন, "আজ রাত্রিতে মেপোলে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে।"

রেকাবে পা দিয়া দাঁড়াইয়া, সেই দিকে চাহিয়া জো বলিল, "তাই বটে। সব চেয়ে বড় ঘরে আলো জ্বলছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শয়নগৃহে আগুনও জ্বালা হয়েছে দেখ্‌ছি। কে আজ ওখানে এলেন, জানি না!"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "কোন অশ্বারোহী হয় ত লণ্ডনে যাচ্ছিলেন। রাত্রি সমাগত দেখে তিনি ওখানেই বিশ্রাম করছেন—আমাদের বন্ধু ডাকাতটির গল্প হয় ত তিনি শুনে থাক্‌বেন।"

"ইনি বোধ হয় সামান্য লোক নন। কারণ, উপরের বড় ঘরে যার তার থাকবার কথা নয়। হয় ত আপনি যে বিছানায় শুয়েছিলেন—"

"তাতে কিছু যাবে আস্‌বে না। অন্য যে কোন একটা ঘর হলেই আমার চ'লে যাবে। শীঘ্র চল—রাত্রি ৯টা বাজছে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

উভয়েই অপেক্ষাকৃত বেগে অশ্বচালনা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া এডোয়ার্ড ঘোড়া হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তার পর লঘুচরণে অট্টালিকার দিকে চলিলেন।

উদ্যান-প্রাচীরের ধারে—একটা ছোট দরজার কাছে এক জন পরিচারিকা দাঁড়াইয়াছিল। সে অনতিবিলম্বে তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিল। উদ্যানপথে দ্রুতগতিতে চলিয়া, সোপান-পথে একটি বড় হল-ঘরে তিনি প্রবেশ করিলেন। এইখানে তিনি একটু থামিলেন। চারিদিকে চাহিবার পর তিনি দেখিলেন, একটি সুন্দরী তরুণী সেখানে দেখা দিলেন। পর-মুহূর্ত্তে সুন্দরীর রুক্ষাভ কেশরাজি যুবকের বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একখানি বলিষ্ঠ, ভারী বাহু যুবতীর বাহুমূল স্পর্শ করিল। এডোয়ার্ড মনে করিলেন, কেহ যেন তাঁহাকে দূরে হঠাইয়া দিল। মিঃ হেয়ারডেলের মূর্ত্তি উভয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কঠোর দৃষ্টিতে তিনি যুবকের দিকে চাহিলেন, মাথার টুপী খুলিলেন না। এক হাতে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ধারণ করিয়া, ঘোড়ার চাবুক-ধৃত অপর হস্ত তুলিয়া তিনি যুবককে দ্বারদেশ দেখাইলেন। যুবক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এ অতি চমৎকার, মশাই! আমার চাকর-চাকরাণীকে মন্দ কাজে ভিড়িয়ে, অনাহূত হয়ে আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ—চোরের মত গোপনে আসা-যাওয়া চমৎকার ব্যাপার! আপনি চ'লে যান, এখানে ভবিষ্যতে আস্‌বেন না।"

যুবক বলিলেন, "এখানে মিস্ হেয়ারডেল উপস্থিত, বিশেষতঃ আপনি তাঁর আত্মীয়। এই সব অধিকার আছে ব'লে, কিন্তু তার অপব্যবহার করবেন না, মশাই। বাধ্য হয়ে আপনি আমাকে এই পথ লইয়েছেন। দোষ আপনার, আমার নয়।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "এ কাজ মহতের নয়, সাধুজনোচিতও নয়—খাঁটি লোক এমন কাজ করে না, মশাই। নির্ভরশীলা, দুর্ব্বলচেতা বালিকাকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলা উচিত কাজ নয়। ওর অভিভাবক ও প্রতিপালকের মত না নিয়ে ওর সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করা অপরাধ। দিনের আলোতে আপনার মুখ দেখাতে লজ্জা হবে না? যাক্, আপনাকে আর বেশী কিছু বলব না। শুধু এইটুকু ব'লে রাখলাম—এ বাড়ী আপনার কাছে নিষিদ্ধ। এখন আপনি চ'লে যান।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "গোয়েন্দার কাজ করাও মহৎ, সাধু, খাঁটিলোকের কাজ নয়। আপনার কথা অসম্মানজনক। আমি ঘৃণাভরে আপনার কথা উপেক্ষা করলাম।"

শান্তভাবে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "যে দ্বারপথে আপনি এসেছেন, সেখানে আপনার বিশ্বাসভাজন দূত দাঁড়িয়ে আছে। আমি গোয়েন্দাগিরি করিনি। হঠাৎ দেখলাম, আপনি ঐ পথে আস্‌ছেন। আপনার পাছু নিলাম। একটু আস্তে যদি পথ চল্‌তেন, বা বাগানে প্রতীক্ষা করতেন, আপনি শুনতে পেতেন, আমি দরজা খুলবার জন্য শব্দ করছিলাম। এখন আপনি যান। এখানে আপনার উপস্থিতি আপত্তিজনক এবং আমার ভাইঝির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক।" এই কথা বলিয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর শঙ্কাকম্পিত দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কাছে টানিয়া আনিলেন। যুবতী তখন অশ্রুপাত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক কঠোরতার কোনও পরিবর্ত্তন না হইলেও তাঁহার কার্য্যে বুঝা গেল যে, যুবতীর এই বিপন্ন অবস্থায় যেন তিনি দয়া ও সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

এডোয়ার্ড বলিলেন, "কিন্তু হেয়ারডেল, আপনি যাঁকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করেছেন, তাঁর উপর আমার সমস্ত চিন্তা ও আশা আমি ন্যস্ত ক'রে রেখেছি। এজন্য এক মুহূর্ত্তের

আনন্দের বিনিময়ে আমি আমার জীবন দিতে পারি। আমার জীবনের মহামূল্য রত্ন এই বাড়ীর আধারে রক্ষিত। আপনার ভাইঝি, আমাকে বিশ্বাস করেছেন, আমিও বিশ্বাস ক'রে আমার প্রেম অর্পণ করেছি। জানি না, আমার কোন্ অপরাধে আপনি আমার সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা পোষণ করেছেন এবং আমার প্রতি এমন অশিষ্ট উক্তি করছেন ?"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আপনি যা করেছেন, মশাই, তা ফিরিয়ে নিতে হবে। এখানে আপনি যে প্রেমের বাঁধন দিয়েছেন, সেটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে। আমি যা বল্‌লাম, তা ভাল ক'রে স্মরণ রাখবেন। রাখতেই হবে। আমি আপনাদের দুজনের বাঁধন ছিঁড়ে দিলাম। আপনাকে ত্যাগ করলাম—আপনার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই ত্যাগ করলাম। ওরা সকলেই কপট, অন্তঃসারশূন্য, হৃদয়হীন।"

অন্যভাবে এডোয়ার্ড বলিলেন, "বড় গালাগালি দিচ্ছেন আপনি।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "এসব করার মানে আছে, পরে দেখ্‌তে পাবেন। কথাগুলো মনে ক'রে রাখবেন।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আপনিও তা হ'লে শুনে রাখুন। আপনার আগ্রহহীন, অপ্রসন্ন প্রকৃতির জন্য আপনার আত্মীয়-স্বজন সকলেরই মন বিরূপ হয়ে পড়েছে। তার ফলে স্নেহের পরিবর্ত্তে বিভীষিকাই বেড়ে উঠেছে। সেজন্য আমরা গোপনতার আশ্রয় নিয়েছি। অথচ এরূপ পথ আমাদের কাছেই ঘৃণিত। আমরা এ রকম চাই না। আপনিও যেমন এর বিরোধী, আমারও ঠিক তাই। আমি কপট, অন্তঃসারশূন্য, হৃদয়হীন মানুষ নই। সে চরিত্র আপনার। আপনি সত্যকে বিকৃত ক'রে দেখেছেন। তাই আপনাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমাদের মধ্যে যে বাঁধন আছে, তা আপনি ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন না। আমি এ পথ থেকে বিচ্যুত হব না। আপনার ভাইঝির সত্য ও সম্মানের প্রতি যে অটুট নিষ্ঠা আছে, আমি তা বিশ্বাস করি, সুতরাং আপনার প্রস্তাব আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ওঁর উপর বিশ্বাস রাখি। কোন দিন সে বিশ্বাস আমার যাবে না। আপনি চেষ্টা করেও কিছু করতে পারবেন না। আপনি ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি চ'লে যাচ্ছি।"

মিঃ হেয়ারডেলের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি যুবতীর শীতল হস্তে চাপ দিয়া বিদায় লইলেন।

ঘোড়ায় চড়িতে চড়িতে অল্পকথায় তিনি জোকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তার পর বিমর্ষভাবে চলিতে লাগিলেন। উভয়ে মেপোলে আসিলেন, পথে কেহ কোন কথা কহিলেন না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পান্থনিবাসের দ্বারদেশে এডোয়ার্ড আসিয়া থামিলেন।

বৃদ্ধ জন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া হিউকে ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে আসিলেন। তার পর বলিলেন, "তিনি পরম আরামে ভাল বিছানায় শুয়েছেন। চমৎকার ভদ্রলোক। এমন হাসিমুখ, ভদ্র ব্যবহার, আমি আর কারও দেখিনি।"

অশ্ব হইতে অবতরণকালে এডোয়ার্ড উপেক্ষাভরে বলিলেন, "কে, উইলেট ?"

জন বলিলেন, "আপনার বাবা। সম্মানভাজন ভদ্রলোক।"

জো'র দিকে বিস্ময় ও শঙ্কামিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া এডোয়ার্ড বলিলেন, "কি বল্‌ছেন উনি ?"

জো বলিল, "বাবা, আপনার কথার অর্থ কি ? মিঃ এডোয়ার্ড আপনার কথা বুঝতে পারছেন না, তা দেখ্‌ছেন কি ?"

নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া জন বলিলেন, "সে কি, আপনি কিছু জানেন না, মশাই ? ভারী আশ্চর্য্য ত। উনি দুপুরবেলা থেকে এখানে আছেন। মিঃ হেয়ারডেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ওঁর কি কথাবার্ত্তা হয়েছে। এক ঘণ্টাও হয় নি, তিনি এখান থেকে গেছেন।"

"আমার বাবা, উইলেট ?"

পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাতায়নের দিকে চাহিয়া জন বলিলেন, "হ্যাঁ, মশাই! তিনি ত সেই রকমই বল্‌লেন। দেখ্‌তে বেশ সুন্দর, ছিপছিপে গড়ন, সোজা চেহারা। আপনি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরেই তিনি আছেন। আপনি তাঁর কাছে যেতে পারেন। এখনও তিনি বাতি নিবিয়ে দেন নি দেখ্‌ছি।"

এডোয়ার্ড সেই বাতায়নের দিকে স্বয়ং দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কি একটা ভুলিয়া আসিয়াছেন—এখনই তাঁহাকে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

এডোয়ার্ড একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিলেন। তার পর জোরে ঘোড়া হাঁকাইয়া দিলেন। পিতাপুত্র নির্ব্বাক্‌ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

১৩

পর দিবস জন উইলেটের অতিথি আপনার গৃহে প্রাতরাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার চারিদিকে আরামের বিবিধ উপকরণ।

সুখসেব্য আসনে উপবেশন করিয়া মিঃ চেষ্টার বিবিধ উপচারে প্রাতরাশ করিতেছিলেন। অশ্বারোহীর বেশ তখন নাই—প্রভাতকালে ব্যবহারোপযোগী মূল্যবান্ পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ ভূষিত। পায়ে চটিজুতা। পূর্ব্বদিবস পান্থশালায়

যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সে কথা আজ আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

প্রাতরাশের পর তিনি সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বাতায়ন-পথে তিনি সন্নিহিত উদ্যানে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এক জন যুবক একা একখানি বেঞ্চের উপর চিন্তামগ্নভাবে বসিয়া আছেন।

সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ চেষ্টার আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "নেডকে ভারী ধৈর্য্যশীল ব'লে মনে হচ্ছে। আমি যখন কাপড় পরছি, তখন থেকে ওকে ওখানে ব'সে থাক্‌তে দেখেছি। একই ভাবে ব'সে আছে। ভারী খেয়ালী কুকুর ত!"

তিনি দেখিলেন, মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছে।

হাই তুলিয়া সংবাদপত্র তুলিয়া লইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার কথাটা যেন শুনতে পেয়েই ও আস্‌ছে! প্রিয় নেড!"

ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতা হাস্যমুখে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।

এডোয়ার্ড বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে বলব, শুন্‌বার সময় হবে কি?"

"নিশ্চয় হবে, নেড। সব সময়েই আমার অবসর আছে। তুমি ত আমার নিয়ম জান। সকালবেলা কিছু খেয়েছ কি?"

"তিন ঘণ্টা আগে সে কাজ সেরেছি।"

দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে পিতা বলিলেন, "এত সকালে!"

একখানা চেয়ার টানিয়া টেবলের ধারে স্থাপন করিয়া এডোয়ার্ড বলিলেন, "আসল কথা, কাল রাতে ভাল ঘুমুতে পারিনি। কাজেই খুব ভোরে উঠেছি। আমার এই অস্থিরতার হেতু আপনার হয় ত অবিদিত নেই। সেই বিষয়েই আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

পিতা বলিলেন, "কথাটা বলেই ফেল, বাবা। তবে আমার নিয়ম ত জান। নীরস কথা বলো না, নেড।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমি সোজা ভাবে, সংক্ষেপে সব বল্‌ছি।"

একখানি পায়ের উপর অপর চরণ চাপাইয়া পিতা বলিলেন, "অত জোর দিয়ে বলো না। হয় ত বল্‌তে পারবে না। তুমি আমায় বল্‌তে চাচ্ছ—"

পুত্র বলিলেন, "কাল আপনি কোথায় ছিলেন, তা আমি জানি। কারণ, আমি নিজেই সেখানে গিয়েছিলুম। কার সঙ্গে আপনি দেখা করেছিলেন, তাও আমি জানি। কেন দেখা করেছিলেন, তাও আমার অজানা নেই।"

পিতা বলিলেন, "নেই নাকি! বেশ, শুনে সুখী হলাম এতে উভয় পক্ষের কৈফিয়তের হাঙ্গামা অনেক কমে গেল। সেটা কম কথা নয়। সে বাড়ীতে তুমি গিয়েছিলে! আমার সঙ্গে দেখা করো নি কেন? তোমাকে দেখ্‌লে আমি খুসী হতুম।"

পুত্র বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম যে, যে কথা আপনাকে বল্‌তে হবে, একটা রাত্রি বিবেচনা ক'রে দেখবার পর বল্‌লেই ভাল হয়, এই মনে করেই আপনার সঙ্গে দেখা করিনি। কারণ, তখন আমরা উত্তেজনা থেকে দূরে থাকব।"

পিতা বলিলেন, "কাল রাত্রে আমি বেশ ঠাণ্ডাই ছিলাম। বাড়ীটা যাচ্ছেতাই। কি কৌশলে জানিনে, বাড়ীটা বাতাস ধ'রে রাখে, আর বেশ ভাল বাতাসই পাওয়া যায়। পাঁচ সপ্তাহ আগে কি রকম পূবে হাওয়া বয়েছিল, তোমার মনে আছে হয় ত? যাক্—তুমি কি যেন বল্‌তে চেয়েছিলে—"

"আমি বল্‌তে চাই, আপনি আমাকে ভারী অসুখী করেছেন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ধীরভাবে আমার কথা শুনবেন কি?"

পিতা বলিলেন, "প্রিয় নেড, আমি বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে তোমার কথা শুনব। দুধের পাত্রটা সরিয়ে দাও ত, বাবা!"

পিতার অনুরোধ পালনের পর এডোয়ার্ড বলিলেন, "কাল রাত্রে আমি মিস হেয়ারডেলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর জ্যেঠার সাম্‌নেই দেখা হয়েছিল। আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরই মিঃ হেয়ারডেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী থেকে তখনি চ'লে যেতে আদেশ করেন।"

পিতা বলিলেন, "তাঁর ব্যবহারের সম্বন্ধে আমি কিন্তু দায়ী নই। সেটার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। লোকটা ভারী গোঁয়ার, অসভ্য। সমাজে তার কোন স্থান নেই।"

এডোয়ার্ড চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা চায়ের পেয়ালায় নিশ্চিন্তমনে চুমুক দিতে লাগিলেন।

যুবক, পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা, এ বিষয় ছেলেখেলা ব'লে ভাববেন না। পরস্পরকে বঞ্চনা করা সঙ্গত হবে না। এ বিষয়ে আমি মানুষের মত যা করতে চাই, তা আপনাকে সরলভাবে বল্‌ছি। আপনি আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।"

পিতা বলিলেন, "আমার কথা শুন্‌লেই তুমি বুঝতে পারবে, আমি তোমার ব্যাপারে গুরুত্ব স্থাপন করছি কি না। কর্দ্দমাক্ত ২৫।৩০ মাইল পথ ঘোড়ায় চ'ড়ে যাওয়া, মেপোলের আতিথ্য গ্রহণ, হেয়ারডেলের সঙ্গে কথা বলা, মেপোলের শয্যায় শয়ন প্রভৃতি কাজ আমার কাছে প্রীতিকর ছিল না। সুতরাং বুঝতে পার, তোমাকে কত স্নেহ করি, তাই আমাকে এ সব দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল। এখন বুঝতে পারবে, আমি তোমার কি রকম স্নেহময় পিতা।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আপনি বুঝে দেখুন, আমার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। মিস্ হেয়ারডেলকে আমি ভালবাসি—"

সহানুভূতিভরা হাস্য সহকারে তাঁহার পিতা বলিলেন, "বাবা, ওসব তোমায় কিছুই করতে হবে না। কি করতে হবে, তা তুমি জান না। আমার কথা তুমি শোন। তোমার সুবুদ্ধি আছে। নেহাৎ অর্থহীন কথা তুমি বলো না। সত্যি তোমার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

দৃঢ়স্বরে পুত্র বলিলেন, "আমি আবার বলছি, আমি তাঁকে ভালবাসি। আপনি আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হয়েছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাদের ভালবাসার কথাটা আপনি আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। আপনি কি সত্যই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চান?"

এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া পিতা বলিলেন, "প্রিয় নেড, ঠিক তাই। আমার ঐ রকমই অভিপ্রায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

পুত্র বলিলেন, "আমি তাঁকে ভালবাসতে আরম্ভ করার পর, তাঁর মূল্য বুঝতে পারার পর, সময় এত দ্রুত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চ'লে গেছে যে, আমার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা করতে আমি পারিনি। আমার অবস্থাটা কি বলুন ত? ছেলেবেলা থেকে আমি ভোগ-বিলাসে অত্যন্ত অলস জীবন যাপন ক'রে আসছি। এমন ভাবে গ'ড়ে উঠেছি যে, মনে হয়, আমার স্বাধীন সম্পত্তি, আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। শৈশব থেকেই বুঝে এসেছি, আমি ধনীর সন্তান। এমন ভাবে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমার ঐশ্বর্য্য প্রচুর। আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য আপনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কিন্তু এখন আমি দেখ্ছি যে, আমাকে আপনার উপর নির্ভর করেই চলতে হবে। আমার নিজের কিছুই নেই, সবই আপনার। আমার জীবনের এ রকম অবস্থা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে আমি আপনার মতে স্বীকৃতি দিতে পারি না। আপনি আমাকে যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে বলেছেন, আমি এ যাবৎ তাদের এড়িয়েই চলেছি। লাভ-লোকসানের হিসেব করেই আপনি সেই রকম লোকের সঙ্গে আমাকে অন্তরঙ্গতা করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি তা করতে পারি নি। সে দোষ আমার নয়। আমি আপনাকে স্পষ্টভাষায় সব কথা বলছি, তার কারণ, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমরা ভবিষ্যতে পরস্পরকে বিশ্বাস যাতে করতে পারি, সে জন্যই খোলাখুলি সব বললাম।"

হাস্যমুখে পিতা বলিলেন, "তোমার কথা শুনে আমি আহত হয়েছি সত্য, তবু তুমি ব'লে যাও। কিন্তু তোমার অঙ্গীকার ভুলো না। তোমার কথায় আন্তরিকতা আছে, খোলাখুলিভাবেই সব বলছ, কিন্তু গদ্যময় হয়ে যাচ্ছে ব'লে আমার মনে হয়।"

"সেজন্য আমি দুঃখিত।"

"আমিও দুঃখিত হলুম, নেড। তবে এটাও তুমি জান, একটা বিষয় নিয়ে আমি বেশীক্ষণ আলোচনা ভালবাসি না। তোমার বক্তব্যবিষয়টি সরলভাবে ব'লে ফেল; আচ্ছা, দুধের পাত্রটা সরিয়ে দেও। বেশীক্ষণ কাণ পেতে কথা শুনতে গেলে, আমার জ্বরভাব হয়।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমার কথা এই যে, আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, আমার সহ্য করার ক্ষমতা নেই। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এখনো আমি যুবাপুরুষ, দোষ সংশোধন ক'রে নিতে পারব। আমি যাতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি, এমন কোন কাজ করতে চাই। আপনি সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন। ধরুন, সেজন্য আমি পাঁচ বছর সময় চাইছি। এই পাঁচ বছর আমি নিজের উন্নতির চেষ্টা করব। তার পর আমার বিবাহিত জীবনে আমি আপনার গলগ্রহ হব না। আমি যাঁকে বিয়ে করব, তাঁর রূপ ও গুণই তাঁর প্রধান যৌতুক। এটা আপনি করবেন কি? এই পাঁচ বছর আমি বিয়ে করব না। পাঁচ বছর অতীত হ'লে তখন এ বিষয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে এ বিষয়ে কোন কথাই আর হবে না।"

সংবাদপত্রখানার দিকে উপেক্ষাভরে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পিতা বলিলেন, "প্রিয় নেড, তুমি জান, পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। কিন্তু তুমি যখন ভুলের বশবর্ত্তী হয়ে সেই ব্যাপারটাই খাঁটিয়ে তুলছ, তখন আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। তবে আগে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস।"

পিতার আদেশ এডোয়ার্ড পালন করিলেন। তখন পকেট হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়া পিতা নখ কাটিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "এডোয়ার্ড, তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, এজন্য তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে। তোমার মা সুন্দরী ছিলেন—তার পর ভাঙ্গা বুকে মারা যান। তিনি কিন্তু বংশমর্য্যাদার গৌরব করতে পারেন না।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "তাঁর বাবা এক জন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন।"

"ঠিক কথা, নেড, খুবই ঠিক তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন, তাঁর নামডাক ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু তিনি নগণ্য বংশ থেকে বড় হয়েছিলেন। আমি বরাবরই তাঁর প্রস্তাবে উপেক্ষা ক'রে এসেছিলাম। তাঁর বাপ এক সময়ে কসাইয়ের ব্যবসা করেছিলেন। যাক্, তোমার মাতামহ তাঁর কন্যাকে আমার বিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। আমি বনেদি বংশের ছোট ছেলে, আমার

দিকে তাঁর নজর ছিল। অবশেষে আমি বিয়ে করি। আমার টাকার দরকার—টাকা পেলাম তোমার মা ভাল বংশে বিবাহিতা হ'তে চেয়েছিলেন, তাঁর সাধও মিটল। অর্থ-সম্পদ ঢের পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন কিছুই নেই। অনেক দিন সব গেছে। তোমার বয়স কত হ'ল, নেড? আমার মনে থাকে না।"

"সাতাশ বছর।"

"তাই না কি? এত হয়েছে? সম্পত্তি সব নষ্ট হয়েছে আজ প্রায় ১৮।১৯ বছর। সেই সময়ে এই বাড়ীতে আমি এসে বাস করি। এটাও তোমার মাতামহের বাড়ী। সেই থেকে সামান্য বাৎসরিক আয় আর প্রতিপত্তির জোরে আমার খরচ চ'লে যাচ্ছে।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আপনি কি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছেন, বাবা?"

গম্ভীরভাবে পিতা বলিলেন, "মোটেই না। এ সব পারিবারিক ব্যাপারের আলোচনা অত্যন্ত নীরস, কাজেই এতে বিদ্রূপ করবার অবকাশই ঘটে না। যাক! পরের সব খবর তোমার জানা আছে। তুমি দূরদেশে থেকে লেখাপড়া ক'রে এসেছ, অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছ। তোমাতে আমাতে অল্পসময়ই একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেয়েছি। তাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ দূর হ'তে পারেনি। তার পর লেখাপড়া শেষ ক'রে তুমি বাড়ী ফিরে এলে। যদি দেখতাম, তুমি বেয়াড়া হয়ে গেছ, তা হ'লে আমি তোমাকে খুব দূরদেশে পাঠিয়ে দিতাম।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "তা হ'লে খুব ভাল কাজই হ'ত।"

পিতা বলিলেন, "না, তা হ'ত না, নেড্। তোমার ভুল হচ্ছে। আমি তোমাকে সুপুরুষ, শিক্ষিত ও প্রিয়দর্শন দেখে তোমাকে সমাজে মিশতে দিয়েছিলুম। সমাজে এখনও আমার মান-সম্ভ্রম আছে। আমি মনে করেছিলুম, এতে তোমার ভাল হবে। আরও মনে করেছিলুম, তোমার একটা কিনারা হ'লে আমারও কিনারা হয়ে যাবে।"

"আপনার কথাটা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।"

"কথাটা এই, নেড্! আমি যেমন করেছিলুম, তুমিও তাই করবে। অর্থাৎ ধনীর কন্যাকে বিয়ে ক'রে তুমি বড়মানুষ হবে, আমারও দুঃখ ঘুচবে।"

সক্রোধে পুত্র বলিয়া উঠিলেন, "অর্থই একমাত্র লক্ষ্য?"

পিতা বলিলেন, "তবে তুমি কি হ'তে চাও? সব মানুষই টাকা খুঁজে বেড়ায়। আইন ব্যবসায় বল, ধর্ম্ম বল, বিচারালয় বল, সব জায়গাতেই মানুষ অর্থের সন্ধানে ফিরছে। তোমার যদি নীতিজ্ঞান এত প্রবল হয়ে থাকে, নেড, তা হ'লে এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিও যে, অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে তুমি শুধু এক জন লোককেই অসুখী করবে। কিন্তু আর সকলে দেখত, অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে কত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে?"

যুবক হাতের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

পিতা বলিলেন, "নেড, এ কথার আলোচনা ক'রে আমি চমৎকৃতই হয়েছি। এর ফলে আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারব। এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তুমি যে কেন তা বুঝতে পারনি, তা বুঝতে পারছি না। এই মেয়েটির সম্বন্ধে তোমার নজর আছে, এ কথা জানবার আগে পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের মধ্যে এ সব বিষয় ঠিক হয়েই আছে।"

মুহূর্ত্তের জন্য মাথা তুলিয়া যুবক বলিলেন, "বাবা, আপনি হয় ত শুনলে বিরক্ত হবেন, কিন্তু এ রকম একটা চুক্তি আপনার সঙ্গে আমার হয়েছে, এ রকম ধারণা আমার ছিল না। আপনি যে ভাবে জীবন-যাপন ক'রে আসছেন, তা থেকে কি ক'রে অনুমান করতে পারা যায় যে, আমাদের কিছু নেই?"

পিতা বলিলেন, "প্রিয় পুত্র, তুমি এখন খোকার মত কথা বলছ। তোমাকে শিক্ষা দেবার জন্য আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলুম, তাতে বাজারে আমার সুনাম হয়েছিল। আর আমার জীবনযাত্রাপদ্ধতি? সে আমি যেমন চালিয়ে এসেছি, তেমনি চালিয়ে যেতে হবে। আমার এ সকল সখ মেটা চাই, সৌখীন জিনিস আমার দরকার। চিরজীবন আমি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে অভ্যস্ত। সুতরাং এ সব না হ'লে আমার চলবে না। আমার অবস্থা? সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এ আমি চালিয়ে যাবই। মোরিয়া হয়েই চালাব। তুমিও যে ভাবে চলছ, তাও মন্দ নয়। তোমার ও আমার পকেট-খরচে যা ব্যয় হয়, তাতে আমাদের সব আয় গ্রাস ক'রে ফেলে। এটা খাঁটি সত্যকথা।"

"এ সব কথা আগে আমায় জানান নি কেন? এ রকম খরচ করতে আপনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন কেন? যে অর্থে আমার কোন স্বত্ব নেই, অধিকার নেই, তেমন অর্থ আমাকে কেন ব্যয় করতে দিয়েছিলেন?"

পিতা বলিলেন, "তুমি যদি ঐ রকম জাঁকজমক ক'রে সমাজে না মিশতে, তা হ'লে আমি যে জন্য তোমাকে গ'ড়ে তুলেছিলুম, তা সিদ্ধ হ'ত কি ক'রে? প্রত্যেক মানুষই ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চায়, আমরাও করেছি। এ না করাই দোষ। আমাদের ঋণের পরিমাণ খুব বেশী, তা আমি অস্বীকার করব না; আর তোমার মত যুবার পক্ষে সে ঋণ তাড়াতাড়ি শোধ দেবার ব্যবস্থা করাও উচিত।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "অজ্ঞাতসারে আমি শয়তানের ভূমিকা অভিনয় ক'রে এসেছি! এরকমভাবে চ'লে আমি

ইমা হেয়ারডেলের হৃদয় জয় করেছি। এ যদি আগে জানতুম, তা হ'লে আমার মরাই ভাল ছিল!"

পিতা বলিলেন, "এখন বুঝতে পারছ, সে দিক থেকে টাকার কোন আশা নেই। টাকার কথা ছেড়ে দিলেও, আর একটা দিক আছে। ধর্ম্মের দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে তুমি এক জন ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীর মেয়েকে বিয়ে করতে পার না—অবশ্য যদি প্রচুর অর্থলাভ করবার সুযোগ থাকত, সে কথা আলাদা। তুমি প্রোটেষ্টাণ্ট বংশের ছেলে—বনেদি ঘরের ছেলে। নীতির দিক দিয়েও এ কাজ করা ঠিক নয়। তার পর নীতির কথাটা বাদ দিলেও, আর একটা ভাববার কথা আছে। মেয়েটির বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। এ রকম হতব্যক্তির কন্যাকে বিয়ে করা, তার ভাইকে শ্বশুর ব'লে মেনে নেওয়া চলতে পারে না। জুরাররা বিচারকালে কি বলেছিল, সেটা মনে ক'রে দেখ। যার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে করোনার তদন্ত করে, তার মেয়েকে বিয়ে করা চলে না। এতে বংশমর্য্যাদার ক্ষতি হয়। ও-রকম মেয়েকে ফাঁসী দেওয়াই উচিত ছিল। ও-রকম মেয়ের, যার বাপের পারিবারিক অবস্থান সন্দেহজনক, তাকে মেরে ফেলে এর সম্ভাবনা বন্ধ করাই সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। যাক্, তুমি বোধ হয় আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছ। এখন হয় ত একা থাকবার ইচ্ছে তোমার হয়েছে। আচ্ছা, তাই তুমি থাক। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি এখনি বাইরে যাব। আজ রাত্রে আবার আমাদের দেখা হবে। যদি তাতে অসুবিধা হয়, কাল সকালে দেখা হবে। আমাদের দু'জনের কথা ভেবে তুমি সাবধান হও। তোমার উপর আমার আশা-ভরসা আছে, নেড। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

পিতা দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেশ বিন্যস্ত করিলেন। তার পর গুণ গুণ স্বরে গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাহির হইয়া গেলেন। পুত্র চিন্তামগ্নভাবে তথায় বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে পিতা স্ফূর্ত্তির সহিত বেড়াইতে বাহির হইলেন। পুত্র একই ভাবে সেই ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন তখন সংজ্ঞা ছিল না।

১৬

যে সময়ের কাহিনী বর্ণিত হইতেছে, তখন লণ্ডন সহরে রাত্রিকালে নানাবিধ দৃশ্য-বৈচিত্র্য ঘটিত। লণ্ডনের রাজপথ সে সময়ে আদৌ নিরাপদ ছিল না। দোকান-ঘরগুলির আলোক নির্ব্বাপিত হইবার পর দুঃসাহসী ব্যক্তিও নিশীথ রাত্রিতে রাজপথে একা চলিতে সাহস করিত না। পথিমধ্যে দস্যুতস্কর ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। প্রতি রজনীতেই কোন না কোন রাজপথে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার কথা শোনা যাইত। অন্ধকার রাত্রিতে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নিশাচর মানুষরা অসঙ্কোচে পথে বাহির হইত।

সহরের মধ্যে রাত্রিসমাগমে এক ব্যক্তি প্রত্যহ পথে বাহির হইত। তাহাকে দেখিয়া তাহারই মত মলিনবেশী নিশাচরগণও তাহাকে ভয়ে এড়াইয়া চলিত। সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিলেও, কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না। কেহ তাহার পরিচয়ও জানিত না। তাহার নাম সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। আট দিন পূর্ব্বে কেহ তাহাকে কখনও দেখে নাই। পাকা বদ্মাসগণের ভিতর দিয়া সে অকুণ্ঠিতভাবে চলাফেরা করিত, যুবকগণকেও গ্রাহ্য করিত না। সে গুপ্তচর নহে। কারণ, সে কখনও তাহার টুপী খুলিয়া কোনও দিকে চাহিত না, কাহারও সহিত কথা বলিত না, কে যাইতেছে আসিতেছে, তাহার কোন সন্ধান রাখিবারও চেষ্টা করিত না। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেই সে উচ্ছৃঙ্খল জনগণের মধ্যে আবির্ভূত হইত।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আবির্ভাব। কাহারও সহিত সে মিশিত না, সকল সময়েই সে একা থাকিত। কোথাও সে দাঁড়াইত না, কেবল হন্ হন্ করিয়া চলিতে থাকিত। শুধু মাঝে মাঝে সে ঘাড় বাঁকাইয়া পশ্চাতে দেখিত, আবার দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিত। সহরের সকল পথেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত। সে যেন ছায়ার ন্যায় চলিয়াছে। অন্ধকারে তাহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যাইত।

তাহাকে লইয়া নানা বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। এমন দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে তাহাকে দেখা যাইত যে, অনেকে ভাবিত, দুই জন একই আকারের লোক সহরে আছে। থানার পাশে তাহাকে ভূতযোনির ন্যায় মানুষ যাইতে দেখিয়াছে। ভিখারীরা তাহাকে সেতুর উপর দেখিয়াছে—মূর্ত্তি নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়াছে। যাহারা মৃতদেহ সমাহিত করিয়া থাকে, তাহারা তাহাকে গোরস্থানে দেখিয়াছে। মনুষ্য-সমাগমে মূর্ত্তি কবরগুলির পাশ দিয়া সহসা অন্তর্হিত হয়, তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। যখন লোক তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ব্যস্ত, এমন সময় তাহাকে পথে অনেকে দেখিয়া থাকে।

অবশেষে এক জন কবরখননকারী ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিবে বলিয়া সংকল্পবদ্ধ হইল। লোকটা যখন এক স্থানে বসিয়া সামান্য খাদ্য ভক্ষণ করিতেছিল, তখন কবরখননকারী তাহার পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "রাত্রিটা ভারী অন্ধকার!"

"হ্যাঁ, তাই।"

"কালকের চেয়েও আজ অন্ধকার বেশী। কাল কি অক্সফোর্ড রোডএ তোমাকে আমি দেখিনি?"

"হ'তে পারে। আমার মনে নেই।"

সঙ্গীদিগের উৎসাহে সে বলিল, "ভাই, অত একা একা থাক কেন? আমাদের সঙ্গে মিশ্‌লে পার। ভদ্রলোকের মত আমাদের সঙ্গে কথা বল না। আমরা বলাবলি ক'রে থাকি, তুমি শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী করেছ।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "আমরা সবাই তাই করেছি। আমাদের সংখ্যা কম হ'লে শয়তান আমাদের ভাল বেতন দিত।"

"তোমার বোধ হয় ভারী কষ্ট। তাতে কি? আমোদ কর, ভাই। একটা গান কর ত—"

তাহাকে ধাক্কা দিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "তুমিই গান কর। যদি বুদ্ধিমান হও, আমাকে স্পর্শ করো না। আমার সঙ্গে এমন অস্ত্র আছে, যা এখুনি তোমাকে আঘাত করবে। এর আগেও এমন হয়েছে। আমার গায়ে হাত দিলে এরকম হবেই।"

"আমাকে ভয় দেখাচ্ছ না কি?"

তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "তাই।"

তাহার ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সকলেই তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "তোমরা যেমন, আমিও তেমনি। যেমন তোমরা লুকিয়ে আছ, আমিও তাই। আমি একা থাকতে ভালবাসি। আমাকে তাই থাকতে দাও। তোমরা যদি না শোন, তবে মুস্কিল করিবে। অবশ্য তোমরা দলে ভারি হলেও নিস্তার নেই।"

এই আগন্তুকের সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের যে ধারণা ছিল, এই কথায় তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহারা সকলেই সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছিল। এই ব্যক্তির চারিদিকে একটা রহস্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, ইহা তাহাদের বিশেষভাবেই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিবামাত্র একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিল যে, ইহাকে ঘাঁটাইয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা। কোনও ভদ্রলোকের যদি গোপনীয় কিছু থাকে, তিনি অনায়াসে তাহা গোপন করিতে পারেন। সুতরাং তাহারা অন্যান্য ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিল—উহার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করা কল্যাণকর হইবে না। ইহার পর অপরিচিত ব্যক্তি একটি বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। অতঃপর যখন তাহার প্রসঙ্গে আলোচনা চলিল, তখন দেখা গেল, সে ব্যক্তি নাই।

পরের রাত্রিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবামাত্র আবার তাহাকে বাহিরে দেখা গেল। সে তখন পথে পথে ঘুরিতেছে। কর্ম্মকার-ভবনের পার্শ্বে সে একাধিকবার গমন করিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর সকলেই তখন কোথায় গিয়াছেন—দ্বার রুদ্ধ। লোকটি লণ্ডনসেতু অতিক্রম করিয়া সাউদার্কএ গমন করিল। একটা গলির ভিতর দিয়া বাহির হইবামাত্র সে একটি নারীর দেখা পাইল। রমণীর হাতে একটা ছোট ঝুড়ি। স্ত্রীলোকটিকে দেখিবামাত্র সে আত্মগোপন করিল। নারীমূর্ত্তি সেখান হইতে চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইল না। তার পর সতর্কভাবে সেই মূর্ত্তির অনুসরণ করিল।

নারী গৃহস্থালীর নানাবিধ দ্রব্য কিনিবার জন্য নানা দোকানে প্রবেশ করিতেছিলেন। লোকটিও তাঁহার প্রতীক্ষায় অন্ধকারের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিতেছিল। রাত্রি তখন প্রায় এগারটা বাজিয়াছে। রাজপথে জনস্রোত ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। অবশেষে রমণী যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য চলিতে লাগিলেন, তখন ঐ ছায়ামূর্ত্তির লোকটিও তাঁহার অনুসরণ করিল।

যে ছোট গলির মধ্যে ঐ স্ত্রীলোকটিকে সে প্রথমে দেখিয়াছিল, সেই গলিতে নারীটি প্রবেশ করিলেন। ঐ গলিতে কোনও দোকান ছিল না। সমস্ত পথটি ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। নারী এই পথে আসিয়াই দ্রুত চলিতে লাগিলেন। হয় ত তাঁহার মনে এমন আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, দস্যু-তস্করগণ হয় ত তাঁহার সামান্য জিনিস লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে। পথের অপর পার্শ্ব দিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন।

অবশেষে ঐ নারী, তিনি সেই বিধবা, নিজের বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য একটু থামিয়া তিনি ঝুড়ি হইতে একটা চাবি বাহির করিলেন। অনেকটা নিশ্চিন্তমনে তিনি চাবিটা টানিয়া বাহির করিয়া মাথা তুলিতেই তিনি দেখিলেন, মূর্ত্তি তাঁহার পার্শ্বে ভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তাহার হাত নারীর মুখের উপর, কিন্তু উহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল—কথা কহিবার বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না।

"আমি অনেক রাত্রি ধ'রে তোমার খোঁজ করছি। বাড়ীটা খালি আছে ত? উত্তর দেও। বাড়ীর মধ্যে আর কেউ আছে?"

নারীর কণ্ঠমধ্যে একটা ঘর্ ঘর্ শব্দ হইল।

"সঙ্কেত বা ইঙ্গিত দ্বারা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

বোধ হইল, নারীটি যেন বলিতেছেন, বাড়ীতে অপর কোনও লোক এখন নাই। লোকটি চাবিটি নিজের হাতে গ্রহণ করিল—দ্বার খুলিয়া সে তাঁহাকে বহন করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। তার পর দরজাটি সযত্নে রুদ্ধ করিয়া চাবি দিল।

১৭

রাত্রিতে বেশ শীত ছিল। বিধবার বৈঠকখানা-ঘরের অগ্নিকুণ্ডে তখন মৃদু অগ্নি জ্বলিতেছিল।

অদ্ভুত প্রকৃতির অপরিচিত ব্যক্তি বিধবাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া দিল। তার পর ছাই-ঢাকা আগুন উস্‌কাইয়া দিয়া তাহাতে টুপীর বাতাস করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকাইয়া সে বিধবার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল; উহার এই অর্থ যে, তিনি যেন চুপচাপ করিয়া থাকেন। সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কোনও চেষ্টা না করেন। এইভাবে সে আগুন করিতে লাগিল।

লোকটার এরূপ কষ্ট করিবার একটা হেতু ছিল। বিধবার পোষাক হিমে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাহারও প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল। শীতে সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। গত রাত্রিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া বারিপাত হইয়াছিল। অদ্য সকালেও কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়াছিল। তবে দ্বিপ্রহর হইতে আর বৃষ্টি ছিল না। লোকটা অন্ধকারে পথে বাহির হইবার পর লক্ষ্য করিয়াছিল, অনেক লোককেই আকাশতলে বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল। লোকটার আর্দ্র বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত, তাহার মুখে দাড়ি, কপোল-দেশ গালের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন লোকটি স্নান করে নাই। এমন শোচনীয় অবস্থার লোক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সে আরক্ত-নয়নে অগ্নি-শিখার দিকে চাহিয়াছিল।

পাছে লোকটিকে দেখিতে হয়, এই আশঙ্কায় বিধবা দুই হাতে মুখ আবৃত করিয়া বসিয়াছিলেন। এইভাবে কিয়ৎকাল উভয়ে নীরবেই রহিল।

অবশেষে বিধবার দিকে চাহিয়া লোকটি বলিল, "এটা কি তোমার বাড়ী?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কেন এখানে ছায়াপাত করতে এলে?"

মুক্তকণ্ঠে লোকটি বলিল, "তুমি আমাকে মাংস ও দুধ খেতে দেও। নইলে এর চাইতেও ভয়ঙ্কর কাজ আমি করতে পারি। শীতে আমার সমস্ত শরীর বরফ হয়ে গেছে—ক্ষিদের পেটের নাড়ী ছিঁড়ে পড়ছে। আমার খাবারও চাই, আগুনেরও দরকার। এখানে দুই পাব।"

"চিগ্‌ওয়েলের পথে তুমিই ডাকাতি করেছিলে।"

"হ্যাঁ, তা করেছিলুম।"

"আর একটু হলেই মানুষ খুন করতে।"

"ইচ্ছে ছিল বটে, কিন্তু আর এক জন এসে প'ড়ে চেঁচামেচি আরম্ভ করেছিল ব'লে হয়ে উঠ্‌ল না। তারও হয়ে এসেছিল, তবে সে ভারী ক্ষিপ্র ব'লে বেঁচে গেছে। আমি তার দিকেও ছোরা চালিয়েছিলাম।"

"বিধবা ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাকেও তুমি ছোরা মারতে গিয়েছিলে! ভগবান্! তুমি এ লোকটার কথা শুনছ! তুমি শুনেছ, দেখেছ!"

এই নারীকে যুক্তকরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আবেদনের স্বরে কথা বলিতে শুনিয়া লোকটা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বিধবার দিকে অগ্রসর হইল।

বিধবা চাপা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান! আমার শরীরে তোমার আঙুলের ছোঁয়াচ্ যেন না লাগে। তা হলেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে। দেহেরও বটে, আত্মারও বটে। একবারেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে।"

তাঁহার কথায় লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

হাত তুলিয়া ভয় দেখাইয়া লোকটা বলিল, "আমার কথা শোন। মানুষের দেহে আমি এখন নির্য্যাতিত পশুর মত বেঁচে আছি। দেহে আত্মা আছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর লোকের কাছে আমি ভূতযোনি। আমার কাছ থেকে সকলে ভয়ে স'রে যায়। শুধু ভিন্নজাতের আত্মারা আমায় ত্যাগ করে না। আজ রাত্রিতে আমি সকল ভয় অতিক্রম করেছি। দিনরাত আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি। কিন্তু আজ আর আমার ভয় নেই। তুমি লোক ডাক, চীৎকার কর, আমাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার কর, আমি তোমার অঙ্গে আঘাত করব না। কিন্তু জীবিত অবস্থায় আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, আমিও ব'লে রাখছি, আমাকে কেউ ধরতে এলে, আমি তোমার বাড়ীর দরজাতেই ম'রে প'ড়ে থাকব। আমার শরীরের রক্ত তোমার ও তোমার যে কেউ আছে, তাঁদের অভিসম্পাতের কারণস্বরূপ হবে।"

বলিতে বলিতেই লোকটা বুকের অন্তরাল হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া দৃঢ়ভাবে উহা ধারণ করিল।

বিধবা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, এ লোকটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। দয়া ক'রে এর মনে মুহূর্ত্তের জন্য অনুতাপের আগুন জ্বালিয়া দেও, তার পর ওকে মেরে ফেল!"

লোকটা বিধবার মুখামুখী দাঁড়াইয়া বলিল, "ওর তা ইচ্ছে নেই। ওর কাণ নেই যে কথা শুনতে পাবে। আমায় খাবার দেও। নইলে আমি যে কি করব, তা বল্‌তে পাচ্ছি না।"

"তুমি যা চাচ্ছ, তা পেলে তুমি এখান থেকে চ'লে যাবে? আর এখানে আস্‌বে না?"

টেবলের ধারে বসিয়া সে বলিল, "প্রতিজ্ঞা আমি কিছু করব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর, তা হ'লে আমি যা বলেছি, তা করব।"

বিধবা অবশেষে চেয়ার হইতে উঠিয়া তাকের কাছে গেলেন। কিছু ঠাণ্ডা মাংস, কিছু রুটী আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া দিলেন। লোকটা ব্রাণ্ডি ও জল চাহিল। বিধবা তাহাও আনিয়া দিলেন। লোকটা ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের ন্যায় সবই উদরস্থ করিল। সে যখন আহারে নিযুক্ত, তখন বিধবা দূরে দূরে থাকিয়া গৃহকর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই ঐ লোকটির

উপর ন্যস্ত ছিল। মুহূর্তের জন্যও তিনি তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরেন নাই। যখনই লোকটির পার্শ্ব দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইতেছিল, তিনি আপনার পরিধেয় বসন গুটাইয়া লইতেছিলেন, পাছে উহা লোকটার গায়ে লাগে। লোকটির প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

লোকটার আহার শেষ হইলে অগ্নিকুণ্ডের দিকে সে তাহার চেয়ার সরাইয়া লইল। আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "আমি সমাজপরিত্যক্ত জীব। আবৃত স্থানে বাস করবার সৌভাগ্যও আমার নেই। ভিক্ষুকের পরিত্যজ্য আহার্য্যও আমার কাছে লোভনীয় খাদ্য। তুমি এখানে বেশ আরামে আছ দেখছি। তুমি কি একা থাক ?"

চেষ্টা করিয়া বিধবা বলিলেন, "না, একা থাকি না।"

"তুমি ছাড়া আর কে এখানে থাকে ?"

"এক জন—কে সে, তা তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি এখনি চ'লে যাও, নইলে সে তোমায় দেখতে পাবে। তুমি দেরী করছ কেন ?"

আগুনের উপর হাত ছড়াইয়া দিয়া লোকটা বলিল, "আগুন পোহাচ্ছি। তোমার বেশ টাকা-কড়ি আছে বোধ হয় ?"

ক্ষীণ কণ্ঠে বিধবা বলিলেন, "অনেক। খুব ধনী আমি। আমি যে ধনী, তাতে সন্দেহ নেই।"

"অন্ততঃ তুমি কপর্দ্দকহীন নও। কিছু টাকা নিশ্চয় তোমার আছে। আজ তুমি জিনিষ কিনছিলে দেখেছি।"

"সামান্য কিছু আছে—কয়েক শিলিং মাত্র।"

"দেখি তোমার টাকার থলি। দরজার কাছে দেখেছিলুম, থলিটা তোমার হাতে রয়েছে। ওটা আমার হাতে দেও।"

টেবলের কাছে অগ্রসর হইয়া বিধবা উহা তাহার উপর রাখিলেন। লোকটা উহা হাতে তুলিয়া লইল। তার পর থলির মুদ্রা গণনা করিতে লাগিল। সেই সময় বিধবা যেন কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিলেন। পর-মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিলেন।

"ওতে যা আছে, সব নেও। কিন্তু আর মুহূর্ত্ত দেরী করো না—চ'লে যাও। বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কে আসছে, আমি জানি। এখুনি সে ঘরে আসবে। যাও—চ'লে যাও!"

"কি বলছ তুমি ?"

"বলবার সময় নেই। প্রশ্ন করো না। আমি জবাব দেব না। তোমাকে স্পর্শ করতে আমার ভয় হয়। তবু যদি আমার শক্তি থাকত, জানি তোমাকে টেনে নিয়ে যেতাম। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়। হতভাগ্য জীব! এখনি এখান থেকে চ'লে যাও।"

ভয়ে বিবর্ণ হইয়া লোকটা বলিল, "বাইরে যদি গোয়েন্দা থাকে! এখানে আমি নিরাপদ আছি। আমি যাব না। যতক্ষণ বিপদ স'রে না যাবে, আমি এখান থেকে নড়ব না।"

কর্ণ পাতিয়া পদশব্দ শ্রবণ করিবার পর বিধবা বলিলেন, "না, আর উপায় নেই! ঐ শোন পায়ের শব্দ। শুনে ভয়ে তোমার শরীর কাঁপছে না? আমার ছেলে—বুদ্ধিহীন ছেলে আসছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। লোকটা বিধবার দিকে চাহিল, বিধবাও তাহার দিকে চাহিলেন।

কর্কশ-কণ্ঠে লোকটা বলিল, "ওকে আসতে দেও। অন্ধকারের অপেক্ষা আমি ওকে কম ভয় করি। ঐ আবার দরজায় ঘা মারছে। ওকে আসতে দাও।"

বিধবা বলিলেন, "এই রকম ঘটনার আশঙ্কা বরাবরই আমার মনে জেগেছিল। এই মুহূর্ত্তকে আমি ভারী ভয় ক'রে এসেছি। না, তা আমি হ'তে দেব না। তোমার দিকে চাইলেই, তুমি ওর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমার ছেলের সর্ব্বনাশ ঘটবে। আমার ভাগ্যহত সন্তান! স্বর্গের দেবদূতগণ, তোমরা আমার মত দুঃখিনী মায়ের প্রার্থনা শোন—এই লোকটা যে কে, আমার ছেলে যেন তা জানতে না পারে!"

লোকটা বলিল, "জানলার খড়খড়ি নাড়ছে। তোমাকে ডাকছে। এ স্বর যে আমি চিনি! পথে ঐ ত আমাকে জাপটে ধরতে গিয়েছিল! ওই না সে!"

বিধবা জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যাইতেছিল না। লোকটা অনিশ্চিতভাবে নারীর দিকে চাহিল, সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এমন সময় খড়খড়ির পাখী খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই টেবলের উপর হইতে কোষমুক্ত ছোরাখানা তুলিয়া লইয়া সে খাপের মধ্যে বন্ধ করিল। তার পর বস্ত্রাভ্যন্তরে উহা লুকাইয়া রাখিয়া সে দেওয়ালস্থ আলমারীর মধ্যে আত্মগোপন করিল। এমন সময় বারবার খড়খড়ি তুলিয়া শার্শিতে আঘাত করিতে লাগিল। শার্শি খুলিয়া গেলে সে বলিয়া উঠিল, "আমাকে ও গ্রিপ্‌কে কে বাইরে রাখতে পারে? মা, তুমি ওখানে আছ নাকি? আর কতক্ষণ আলো ও আগুন থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখবে?"

মাতা অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিতে বলিতে হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বিনা সাহায্যেই সে লাফ দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে তাঁহাকে চুমা দিতে আরম্ভ করিল।

"আমরা ভয় পেয়েছিলুম, মা। খানা ডিঙিয়ে, বেড়া পার হয়ে, নদীর তীর ধ'রে ছুটে ছুটে আমরা আসছিলাম। জোরে বাতাস বইছে, গাছপালা নুইয়ে পড়ছে। যেন

ওর ভয় পেয়েছে—ভীরু! গ্রিপ—হা, হা, হা, সাহসী গ্রিপ—ও কিছুতে ভয় পায় না! বাতাস ওকে মাটিতে ফেলে দিলে, ঠোঁট দিয়েও তাকে কামড়াতে যায়। বীর গ্রিপ, তরুলতা সবাইয়ের সঙ্গে লড়াই করেছে। ও আমাকে বলেছে, তারা ওকে বিদ্রূপ করেছে বলেই ও ঝগড়া করেছে। হা, হা, হা!"

দাঁড়কাক পুনঃ পুনঃ তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া কুক্কুটের ন্যায় কয়েকবার ডাকিয়া উঠিল। তার পর সে যতগুলি কথা শিখিয়াছিল, পর্যায়ক্রমে তাহা বলিয়া চলিল।

বারনাবি বলিল, "তা ছাড়া ও আমাকে এত যত্ন করে। মা, সত্যি এমন যত্ন করে। যতক্ষণ আমি ঘুমুই, ও জেগে থাকে। আমি ঘুমোবার ভাণ ক'রে চোখ বুজে যখন থাকি, ও যা শেখে, তা আস্তে আস্তে আওড়াতে থাকে। কিন্তু ওর চোখ থাকে আমার উপর। আমাকে ও যদি হাস্‌তে দেখে, বড় একটা তা হয় না, অমনি ও থেমে যায়। ভাল রকম না শিখে ও আমাকে কোন কথা শুনিয়ে চমকে দিতে চায় না।"

দাঁড়কাক যেন উৎসাহে অধীর হইয়া কা-কা করিয়া উঠিল। সে যেন বলিতেছিল, "উহা আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সে জন্য আমি গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।"

ইতিমধ্যে বারনাবি বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল। অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে আসিয়া সে দেওয়াল আলমারীর দিকে মুখ করিয়া বসিবার উপক্রম করিল। কিন্তু তাহার জননী নিজেই সেই আসনে বসিয়া অপর দিকের আসনটিতে পুত্রকে বসিতে বলিলেন।

নিজের যষ্টির উপর ভর দিয়া বারনাবি বলিল, "মা, আজ তোমার মুখ এমন বিবর্ণ কেন? গ্রিপ, আমরা নিষ্ঠুরের মত দেরী ক'রে মাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছি।"

শ্রোতা তাহার গুপ্তস্থানের দরজা ফাঁক করিয়া বিধবার পুত্রকে দেখিতে লাগিল। গ্রিপ সকল বিষয়েই সতর্ক। সে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

বারনাবি মুখ ফিরাইতেই লোকটা আলমারীর দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া ফেলিল। বারনাবি উহা দেখিতে পাইল না। সে বলিল, "গ্রিপ এত জোরে ডানা ঝাড়ছে, যেন নতুন লোক কাকেও এখানে দেখেছে। কিন্তু গ্রিপ এমন কল্পনাপ্রবণ নয় ত। নেমে এস গ্রিপ।"

গ্রিপ স্কন্ধদেশ অতিক্রম করিয়া বারনাবির প্রসারিত বাহুর উপর উপবেশন করিল। তার পর ঘরের মেঝেতে নামিয়া আসিল। বারনাবি ঝুড়িটির বাঁধন পৃষ্ঠদেশ হইতে খুলিয়া ঘরের এক কোণে রাখিল। তাহার ডালা উন্মুক্তই রহিল। গ্রিপ ডালাটা নামাইয়া দিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিল। আর কেহ তাহাকে এখন ঐ ঝুড়ির মধ্যে বন্ধ রাখিতে পারিবে না মনে করিয়া গ্রিপ নানাপ্রকার শব্দ করিয়া তাহার আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

টুপী ও লাঠিটা এক পাশে রাখিয়া বারনাবি বলিল, "মা, আমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলাম, তোমায় বলি শোন। কি করেছি সারাদিন, তাও বলছি। বলব কি, মা?"

মাতা পুত্রের হাত নিজের করপ্রকোষ্ঠে তুলিয়া লইয়া ঘাড় নাড়িলেন।

বারনাবি আঙুল তুলিয়া বলিল, "তুমি কাকেও বলো না যেন—এটা গোপন কথা। শুধু আমি, গ্রিপ আর হিউ, এই তিন জন জানি। আমাদের সঙ্গে একটা কুকুর ছিল, কিন্তু সে গ্রিপের মত চালাক নয়। সে কিছু বুঝতে পারে নি। তুমি অমন ক'রে আমার পেছনে চাইছ, কেন বল ত?"

ক্ষীণস্বরে মাতা বলিলেন, "তাই না কি? আমার ত মনে পড়ে না। তুই আমার কাছে আরো সরে বস্, বাবা।"

বিবর্ণমুখে বারনাবি বলিল, "তুমি ভয় পেয়েছ দেখছি! মা, তুমি দেখছ না—"

"কি দেখ্‌ব?"

তাহার মণিবন্ধের দাগটা চাপিয়া ধরিয়া, মাতার কাছে ঘেঁসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এ রকম দাগ এখানে কোথাও নেই। কিন্তু আমার ভয় হয়, কোথাও যেন এমন দাগ আছে। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন? এই ঘরে কি এই রকম লাল দাগ আছে? স্বপ্নে আমি দেখতে পাই, ঘরের ছাদ—দেওয়াল সব লাল হয়ে গেছে। বল না, মা, তাই কি?"

সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, আলোটা হাত দিয়া আড়াল করিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার দেহের শিহরণ থামিয়া গেল। তার পর সে মুখ তুলিয়া চাহিল।

তাহাকে প্রবোধ দিতে দিতে মাতা বলিলেন, "এখানে ত কিছু নেই। চেয়ে দেখ, বারনাবি, তুমি ও আমি ছাড়া আর কেউ এখানে নেই।"

শূন্যদৃষ্টিতে সে মাতার দিকে চাহিল। ক্রমে আশ্বস্ত হইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

চিন্তান্বিতভাবে সে বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা, আমরা কি কথা যেন বলছিলাম? তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছিল—না, মা? আমরা কোথায় গিয়েছিলুম, মা?"

"কোথাও ত যাইনি, বাবা। এখানেই—আছি।"

বারনাবি বলিল, "হ্যাঁ—হিউ আর আমি। ঠিক কথা। মেপোলের হিউ আর আমি। আমি, গ্রিপ, আর হিউ তিন জনে বনের মধ্যে শুয়েছিলুম, পথের ধারে। এমন সময় একটা চোরা লণ্ঠন হাতে লোকটা কাছে এল।"

"কে সে?"

"সেই ডাকাতটা। আমরা অনেক দিন ধ'রে তাকে খুঁজছি। একদিন তাকে ধরবই। হাজার লোকের মাঝ-খানেও আমি তাকে খুঁজে পাব। মা, এ দিকে চাও। লোকটা এই রকম। দেখ!"

সে তাহার রুমাল পাকাইয়া মাথায় বাঁধিল। তার পর টুপীটা মাথার উপর চাপিয়া বসাইল। কোটটা ভাল করিয়া গায়ে আঁটিয়া দিয়া মাতার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাস্তবিক, তাহাকে ঠিক যেন ডাকাতটির মত দেখিতে হইল। আলমারীর মধ্য হইতে লোকটা উহা দেখিয়া মনে করিল, যেন সে নিজেই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

সেরূপ পরিচ্ছদ তাড়াতাড়ি ত্যাগ করিয়া বারনাবি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "তাকে ঠিক ধরব। তুমি তাকে দেখতে পাবে, মা। হাত-পা বাঁধা লোকটাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে লণ্ডনে আনা হবে। হিউও তাই বলে। মা, তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ—কাঁপছ কেন তুমি? বার বার আমার পেছনে কি দেখছ?"

তিনি বলিলেন, "কিছুই ত না। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়। আমি এখানে ব'সে থাকি খানিক।"

"বিছানায় যাব? না, আমার ভাল লাগে না। আমি আগুনের পাশে শুয়ে ঘুমোব। আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে। গ্রিপও সারাদিন কিছু খায় নি। আমাদের খেতে দেও। গ্রিপ, এস খেয়ে নেহ।"

কাক ডানা ঝাড়িতে লাগিল। কা-কা করিয়া সে আনন্দজ্ঞাপন করিতে লাগিল। বারনাবি তাহার মুখে কয়েকখণ্ড মাংস অর্পণ করিল। সে গিলিয়া ফেলিল।

"ব্যস্, আর নেই।"

গ্রিপ চীৎকার করিয়া আরও চাহিল।

কিন্তু আর কিছু না পাইয়া সে এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

বারনাবি জননীকে আহারের জন্য বারবার অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি আহারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। আলমারী হইতে সে রুটী বাহির করিয়া আনিবার জন্য উঠিয়াছিল, কিন্তু মাতা তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া অন্তস্থান হইতে তাহাকে রুটী আনিয়া দিলেন।

বারনাবি মাতার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আজ কি আমার জন্মদিন, মা?"

মাতা বলিলেন, "আজ কিসের জন্মদিন! সে যে এখনও অনেক দেরী আছে, বাবা।"

বারনাবি বলিল, "তা ত আমি জানি। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার জন্মদিন।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথা কেন তাহার মনে হইতেছে?

সে বলিল, "বলছি, কেন! আমার জন্মদিনে তুমি যেন কেমন হয়ে যাও, দেখে আস্‌ছি। সে দিন তুমি কেবল কেঁদে থাক। সে দিন তোমার হাত ভারী ঠাণ্ডা হয়—আজও দেখছি তাই। একবার আমার জন্মদিনে, রাত্রি একটার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি যে, তুমি হাঁটু গেড়ে কি যেন বলছ। কথাগুলো এখন আমার মনে নেই। গ্রিপ, বল ত, কি কথা সেদিন মা বলেছিলেন—?"

দাঁড়কাক বলিয়া উঠিল, "আমি শয়তান।"

বারনাবি বলিল, "না, না, ও কথা নয়। তুমি যেন কি ব'লে প্রার্থনা করছিলে। সে সময় উঠে দাঁড়াবার পর তোমার যে রকম চেহারা দেখেছিলাম, আজ যেন সেই রকম দেখছি। আমি বোকা হলেও তা বুঝতে পারি। তাই মনে হ'ল, আজ আমার জন্মদিন বুঝি।"

বিধবা বারনাবির মন্তব্যটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য অন্য কথা পাড়িলেন। উহা খুবই সহজ ব্যাপার। মাতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আহারের পর বারনাবি আগুনের ধারে আসনে শুইয়া পড়িল। গ্রিপ তাহার পায়ের উপর গিয়া বসিল। সে একবার ঝিমাইতেছিল, আবার নূতন শেখা কোন শব্দ উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

খানিক পরে বারনাবি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসশব্দে উহা বুঝা গেল। কিন্তু দাঁড়কাকটা তখনও জাগিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার চীৎকারে বারনাবির ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। কাকটাও ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

বিধবা নিঃশব্দে আসন ত্যাগ করিলেন। লোকটা আলমারীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। সে বাতিটা নিবাইয়া দিল।

কাকটা আবার শব্দ করিয়া উঠিল—"কেৎলি চড়াও"!, "হুররে!", "আমি শয়তান!", "মন তাজা রাখ!", "মরবার কথা বলো না!"

উভয়ে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে শব্দ যেন কবর হইতে উত্থিত হইতেছিল।

লোকটা অস্ফুটস্বরে বলিল, "থাম। তোমার ছেলেকে ভাল শিক্ষা দিয়েছ।"

"আজ যা শুনলে, সে সব শিক্ষা আমি তাকে দেইনি। এখুনি তুমি চ'লে যাও। নইলে আমি ওকে জাগিয়ে দেব।"

"ইচ্ছা হয়, জাগাতে পার। আমি জাগিয়ে দেব কি?"

"সে সাহস তোমার হবে না।"

"আমি সব করতে পারি। সে কথা ত বলেছি। ও আমাকে ভাল ক'রে চেনে দেখছি। আমি ওকে ভাল ক'রে চিনে রাখতে চাই।"

বিধবা উভয়ের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঘুমন্ত ছেলেকে মেরে ফেলবে না কি?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া লোকটা বলিল, "নারী! আমি কাছে গিয়ে ওকে ভাল ক'রে দেখতে চাই। যদি আমাদের এক জনকে মেরে ফেলতে চাও, ওকে জাগাতে পার।" এই বলিয়া সে বিধবাকে বলপূর্ব্বক একপাশে সরাইয়া দিল।

লোকটা অগ্রসর হইয়া বারনাবির পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া স্বল্পালোকে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধবার কাণে কাণে সে বলিল, "শুনে রাখ, ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত দিন আমি অজ্ঞান ছিলাম। এখন জানলুম—এখন থেকে তুমি আমার মুঠার মধ্যে এসেছ। সুতরাং সাবধান হয়ে আমার সঙ্গে ব্যবহার করো। আমি নির্ব্বান্ধব, নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি ধীরে ধীরে অমোঘ প্রতিশোধ নিতে জানি।"

"তোমার কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না—কিন্তু কথাটা ভয়ানক ব'লে মনে হচ্ছে।"

"কথার মানে তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ। বহুদিন ধ'রে এটা তুমি ঘটবে ব'লে মনে ক'রে রেখেছ। অনেক কথা তুমি আমায় বলেছ। কথাগুলো নিজেই এখন হজম ক'রে ফেল। আমার সতর্কবাণী কিন্তু ভুলে যেও না।"

নিদ্রিত মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লোকটা সে স্থান ত্যাগ করিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে সে ঐ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে নামিয়া গেল। নিদ্রিত পুত্রের পাশে জানু পাতিয়া মাতা বসিলেন। তিনি যেন তখন পাথরে পরিণত হইয়াছেন। আশঙ্কায় এতক্ষণ যে অশ্রু জমাট বাঁধিয়া ছিল, এইবার তাহা গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমাকে শিখিয়েছ, আমার জীবনের এই একমাত্র অবশেষকে প্রাণভরে ভাল-বাসতে শিখিয়েছ, নাথ! তোমার আশীর্ব্বাদে আমার এক-মাত্র সন্তান আমার দুঃখময় জীবনের ধ্রুবতারা—অবলম্বন। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ওকে যত্ন করবার আর কেউ নেই, ভগবান! আমি ছাড়া ওকে দেখবার আর কেউ নেই! তুমি ওকে রক্ষা করো, নাথ! অন্ধকারময় পথে ওকে তুমি আশ্রয় দিও। তা না হ'লে ওর রক্ষা নেই। ও না থাকলে আমি বাঁচব না, আমার বুক ভেঙ্গে যাবে, প্রভো!"

১৮

বিধবার গৃহ হইতে বাহির হইয়া লোকটা জনহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলিতে লাগিল। যেখানে অন্ধকার গাঢ়তম, সেইখানেই তাহার গতি। লণ্ডনসেতু পার হইয়া সে সহরে আসিয়া পৌঁছিল, অলি-গলির অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সে করন্‌হিল ও স্মিথফিল্ডের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে পথ চলিতেছিল।

তখন রাত্রি গভীর, চারিদিক নীরব। মাঝে মাঝে পথের উপর তন্দ্রাতুর প্রহরীর পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে-ছিল। পথে কাহাকেও দেখিবামাত্র লোকটা এখানে ওখানে আত্মগোপন করিতেছিল। তারপর আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিতেছিল।

হতভাগ্য লোকটি পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতে তখনও বহু বিলম্ব ছিল! মাঝে মাঝে নৃত্য-গীত-জনিত উচ্চ চীৎকার পথে ভাসিয়া আসিতেছিল। যে বাড়ীতে ঐরূপ শব্দ হইতেছিল, লোকটা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বহু লোকের চীৎকার ও উচ্চহাস্য সে শুনিতে পাইল। বার বার সে ঐ স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেল। অবশেষে লোকটা দেখিল, সেই বাড়ীর লোকগণ সকলেই চলিয়া গেল।

লোকটা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। একটা জঘন্য গলী-পথে চলিতে চলিতে তাহার কাণে উন্মত্ত আনন্দজনিত চীৎকার প্রবেশ করিল। সে দেখিল, প্রায় ১০।১২ জন মাতাল গোলমাল করিতে করিতে গলীপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর পরস্পর বিদায় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেল।

লোকটা ভাবিল, নিকটে কোথাও নিম্নশ্রেণীর প্রমোদা-গার আছে। সেখানে সে আজিকার মত আশ্রয় পাইতে পারে। সকলে চলিয়া গেলে, সে সেই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একটা অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজা বা আলোকিত বাতায়নের সন্ধান করিতে লাগিল। স্থানটি সম্পূর্ণ অন্ধ-কারাচ্ছন্ন। সে কোনও কিছু আবিষ্কার করিতে না পারিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তাহার পদতলের সন্নিহিত একটা স্থান হইতে এক ঝলক আলোক দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। সে একপাশে, অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়াইল।

আলো ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া আসিল। এক ব্যক্তি মশাল ধরিয়া সেখানে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই ব্যক্তি লোহার জালের দরজা খুলিয়া যেন আর এক ব্যক্তিকে বাহির হইবার অবকাশ দিতেছে। এক জন যুবক; খর্ব্বাকৃতি যুবক গম্ভীর ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল।

মশালধারী বলিল, "শুভ রাত্রি, সদাশয় সর্দ্দার! আপ-নার মঙ্গল হোক্—বিদায়।"

যুবক তাহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিল।

"সর্দ্দার, আপনি মিগস্‌কে আমার অভিবাদন জানা-বেন। মিগসের চাইতে বড় জিনিষ সর্দ্দারের লক্ষ্য আছে। হা, হা, হা! আমাদের সর্দ্দার যেন ঈগলপাখী। চোখের দৃষ্টিতেও বটে, ওপরে ওড়ার জন্যও বটে। আমার সর্দ্দার মানুষের বুক ভেঙ্গে দেন। চিরকুমাররা যেমন প্রাতরাশের সময় ডিম ভাঙ্গে।"

মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "ষ্টাগ্, তুমি বড় বোকা।" এই কথা বলিয়া সে তাহার পা ঝাড়িতে লাগিল।

ষ্টাগ্ বলিল, "কি চমৎকার পা আপনার। মিগস্ কি এ পায়ের অধিকারী হ'তে পারে? না, না, সর্দ্দার! আমরা সুন্দরী মেয়ে এনে আপনার বিয়ে দেব।"

মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "দেখ, এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করো না। জিজ্ঞাসা না করলে কোন কথা তুমি বলবে না, ব'লে রাখলুম। এখন মশালটা উঁচু ক'রে ধর, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাই। তার পর তোমার কোটরে তুমি যেও।"

"সদাশয় সর্দার! হুকুম আপনার শুনেছি।"

গর্ব্বিতভাবে মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "আদেশ পালন কর।" সে গর্ব্বভরে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিল।

তাহার অনুচরটি মশাল উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুপ্তস্থান হইতে অপরিচিত ব্যক্তি তখন দেখিল যে, মশালধারী অন্ধ। লোকটা সরিয়া আসিতেই বলিয়া উঠিল, "কে আসে?"

আগাইয়া আসিয়া সে বলিল, "মানুষ—বন্ধুজন!"

অন্ধ বলিল, "নতুন লোক দেখছি। অপরিচিত লোকরা আমার বন্ধু নয়। এখানে তুমি কি করছ?"

"তোমার লোকরা সব চ'লে গেল, দেখলাম। আমি এখানে থাকবার জায়গা খুঁজছি।"

আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ষ্ট্যাগ বলিল, "এমন সময় বিশ্রাম? দেখছ না, ভোর হচ্ছে?"

অপর ব্যক্তি বলিল, "তা জানি। সারা রাত্রি ধ'রে আমি এই নিষ্ঠুর সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

নীচে নামিবার উপক্রম করিয়া অন্ধ বলিল, "আবার তাই কর গে। তার পর যদি তোমার থাকবার মত জায়গা খুঁজে পাও, সেখানে থেকো। আমি কাউকে এখানে থাকতে দিইনে।"

তাহার বাহু আকর্ষণ করিয়া লোকটা বলিল, "দাঁড়াও।"

অন্ধ বলিল, "তোমার মুখে আমি মশাল ছুড়ে মারব বলছি। পাড়ার লোককে এখনি ডেকে জড় করব। ছেড়ে দেও আমার হাত। আমি নেমে যাব। শুনতে পাচ্ছ?"

কয়েকটা শিলিং তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া লোকটা বলিল, "তুমিও শুনতে পাচ্ছ ত? তোমার কাছে আমি আর কিছু চাইনে। আমাকে থাকতে দেও, পরিবর্ত্তে আমি তোমায় টাকা দেব। নইলে আমি ম'রে যাব। শুধু আশ্রয় চাই আমি। পাড়াগাঁ থেকে আমি এসেছি। কেউ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না, এমন জায়গায় আমি থাকতে চাই। বড় ক্লান্ত আমি। শরীরে আর শক্তি নেই। কুকুরের মত আমায় প'ড়ে ঘুমুতে দাও। এ ছাড়া আর কিছু আমি চাইনে। এর পর যদি তুমি আমায় থাকতে দিতে না চাও, আমি কাল সকালেই অন্য জায়গায় চ'লে যাব—"

অনেকটা নরম হইয়া ষ্ট্যাগ্ বলিল, "কোন ভদ্রলোক পথ হেঁটে যদি শ্রান্ত হয়ে থাকেন, তাঁর থাকবার জায়গার বদলে টাকা দেন—"

"আমার যা কিছু আছে, সব আমি তোমাকে দেব। খাবার তৃষ্ণার প্রয়োজন এখন আমার নেই। শুধু আশ্রয় চাই আমার। নীচে আর কে আছে?"

"কেউ নেই।"

"তা হ'লে দরজা বন্ধ কর। পথ দেখাও—তাড়াতাড়ি কর।"

মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধ তাহার আদেশ পালন করিল। উভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল। উভয়ের মধ্যে অল্পক্ষণেই উল্লিখিত আলোচনা হইয়া গেল। লোকটার বিস্ময় অপনোদিত হইবার পূর্ব্বেই এক জঘন্য কক্ষমধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল।

লোকটা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ দরজা দিয়া কোথায় যাওয়া যায়, আমি একবার দেখতে চাই। এতে তোমার আপত্তি নেই?"

"চল, আমি নিজেই তোমাকে দেখাচ্ছি। আমার সঙ্গে এস, নয় ত' আগে আগেই চল। যা ইচ্ছে করতে পার।"

লোকটা অন্ধকে অগ্রসর হইতে বলিল। মশালের আলোকে লোকটা সব কুঠরী পর্য্যবেক্ষণ করিল। সে বুঝিল, অন্ধ এখানে একাই থাকে। আগন্তুক প্রথম কুঠরীতে ফিরিয়া আসিল। এখানে আগুন জ্বলিতেছিল। সে মাটীর উপর একটা শব্দ করিয়া শুইয়া পড়িল।

অন্ধ অন্য কোন দিকে মন না দিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আগন্তুক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। অন্ধ তখন তাহার পাশে বসিয়া হাত দিয়া লোকটার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিল।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে লোকটা মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া উঠিতেছিল। তাহার দুই কর মুষ্টিবদ্ধ, ললাট রেখাঙ্কিত এবং মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অন্ধ এ সবই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিল। তাহার কৌতূহল উদগ্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হইল। সে যেন এই নবাগত লোকটির রহস্যময় জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। বসিয়া বসিয়া সে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কাণ পাতিয়া সে তাহার প্রত্যেক অর্দ্ধোচ্চারিত কথা শুনিতে লাগিল। প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ধ সেইভাবে বসিয়া রহিল।

১৯

ডলি ভার্ডেনের সুন্দর মস্তিষ্কে সে দিনের নৃত্য-গীতের প্রভাব প্রবলভাবে তাহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছিল। দলের এক জন যুবা তাহার নৃত্যের সঙ্গী ছিল। ডলির সহিত নৃত্য করার পর সেই যুবক এমন প্রেম প্রকাশ করিয়াছিল যে, জীবনে সে ডলি ছাড়া আর কাহাকেও চাহে না। এ সকল কথা ডলির মাথায় বিভ্রম উৎপাদন করিতেছিল। সে ঐ সব কথা ভাবিতেছে, এমন সময় মিঃ এডোয়ার্ড চেষ্টারএর মূর্ত্তি অদূরে দেখা গেল। মিগস্ সে

সময় কাচ-বাতায়নের শার্সি মুছিতেছিল। সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল।

ভার্ডেন অন্য দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এডোয়ার্ডকে দেখিতে পান নাই। মিসেস্ ভার্ডেন দেখিলেন, সিম দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। মিঃ এডোয়ার্ড চেষ্টার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদনানন্তর মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আপনাকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি ব'লে ক্ষমা করবেন। ভার্ডেন ভারী অন্যমনস্ক। সিম্! একখানা চেয়ার আন ত।"

মিঃ ট্যাপারটিট আদেশ পালন করিল বটে, কিন্তু তাহার ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল, যেন সে এ বিষয়ে আপত্তি জানাইতেছে।

লৌহকার বলিলেন, "তুমি এখন যেতে পার, সিম।"

সিম এবার পূর্ব্ববৎ আপত্তিজ্ঞাপক ভাব দেখাইয়া আদেশ প্রতিপালন করিল। সে তালা-চাবি প্রস্তুত করিবার কামারশালে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার মনিবকে সে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবে কি না।

মিঃ এডোয়ার্ড চেষ্টার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। মিস ডলি স্বহস্তে এক পেয়ালা চা তাঁহাকে প্রদান করিল।

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আপনার কোন কাজে আমাদের দরকার আছে কি? আমি, ডলি, ভার্ডেন— সবাই আনন্দচিত্তে আপনার কাজ ক'রে দেব।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "এ জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার কথায় আমার সাহস হচ্ছে—সত্যি আমি আপনাদের সাহায্য চাই।"

এ কথায় মিসেস্ ভার্ডেন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ডলির দিকে চাহিয়া এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমার মনে হয়েছে, আপনাদের সুন্দরী কন্যা ওয়ারেণে হয় ত যেতে পারেন। আজ যদি না হয়, কাল হয় ত যাবেন। তা যদি হয়, তা হ'লে, অনুগ্রহ ক'রে আমার এই চিঠিখানার ভার তাঁকে নিতে হবে, ম্যাডাম। এতে আমি ভারী উপকৃত হব। কথাটা এই যে, চিঠিখানা ঠিক জায়গায় পৌঁছান দরকার। অন্য কোন উপায়ে এ চিঠি পাঠাতে পারব না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য অপরিহার্য্য।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আজ কি কাল, কিংবা এ সপ্তাহে ডলি ওদিকে যাবে না, কিন্তু আপনার জন্য আমাদের অসুবিধা ত্যাগ করতে হবে। আপনার যদি অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে আজই চিঠিখানা ঠিকানায় পৌঁছে দেব। আপনি হয় ত ভাবছেন, ভার্ডেন বুঝি এ প্রস্তাবে আপত্তি জানাচ্ছেন। না, তা নয়। উনি বাড়ীতে গম্ভীর-ভাবেই ব'সে থাকেন। বাড়ীর বার হলেই ওঁর স্ফূর্ত্তি দেখে কে। তখন মুখে যেন খৈ ফুটতে থাকবে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভার্ডেন প্রসন্নচিত্তেই বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। তবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কেন যে তাঁহাকে অযথা আক্রমণ করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভার্ডেন সত্যই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন।

তিনি বলিলেন, "প্রিয়তমে মার্থা—"

বিদ্রূপ ও হাস্যমিশ্রিত কণ্ঠে মিসেস্ ভার্ডেন বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি যা বল্‌ছি, তা খুব ঠিক। আমরা সবাই তা জানি।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "না, তুমি ভুল করছ। তুমি এত শীঘ্র সম্মত হয়েছ দেখে বরং আমি বেশী খুসীই হয়েছি। তুমি কি বল, তারই প্রতীক্ষা আমি করছিলাম।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "তাই নাকি! ধন্যবাদ, ভার্ডেন। হ্যাঁ, প্রতীক্ষাই করছিলে বটে! বরাবরই তাই ক'রে থাক। এটা আমার অদৃষ্টই বল্‌তে হবে। বেশ! বেশ!"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "আমি শপথ করে বলছি, মার্থা—"

পত্নী প্রকৃত খৃষ্টানের মত হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি যে, বিবাহিত দম্পতির কথাবার্ত্তা তাদের নিজেদের মধ্যেই হওয়া উচিত। সুতরাং ভার্ডেন, ও কথার আলোচনা এখন থাক্। ও নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। দয়া ক'রে ও কথা আর তুলো না।"

ভার্ডেন বলিলেন, "না, আমি আর কিছু বল্‌তে চাই না।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "বেশ, তবে চুপ ক'রে থাক।"

স্বামী বেশ সহজ প্রফুল্লতার সহিত বলিলেন, "কথাটা ত আমি তুলিনি, মার্থা। এ কথাটা অবশ্যই আমি বলব।"

সমবেত সকলের দিকে চাহিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "তুমি কথাটা আরম্ভ কর নি! না, না, তা তুমি কি করতে পার! সত্যি তুমি কেন আরম্ভ করবে!"

ভার্ডেন বলিলেন, "যাক্, ও কথা এখন ছেড়ে দেও।"

পত্নী বলিলেন, "ঠিক কথা। তুমি যদি বল যে, ডলি কথাটা তুলেছিল, আমি তাতে আপত্তি করব না। আমার কর্ত্তব্য কি, তা আমি জানি। সেটা যে আমার জানা দরকার। মাঝে মাঝে ভুলবার ইচ্ছে হলেও, কথাটা সর্ব্বদা আমার মনে থাকে। ধন্যবাদ ভার্ডেন।"

স্বামী ও স্ত্রীর এইরূপ আলোচনায় উপস্থিত সকলেই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। দুই একটা কথা বলিয়াই এডোয়ার্ড বিদায় লইবার জন্য উঠিলেন। তিনি ডলির কাণে কাণে বলিলেন যে, কাল তিনি একবার আসিবেন, যদি পত্রের উত্তর কিছু পান, লইয়া যাইবেন।

বিদায় দিবার জন্য গেব্রিয়েল, এডোয়ার্ডের সহিত দ্বার-প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তার পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি ডলিকে প্রশ্ন করিলেন, সে কিরূপে ওয়ারেণে গমন

করিবে। ডলি বলিল যে, মেপোলগামী গাড়ীতে চড়িয়াই সে যাইবে।

গেব্রিয়েল ডাকিলেন, "মার্থা—"

চেয়ারে বসিয়াই পত্নী বলিলেন, "তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, ভার্ডেন।"

স্বামী বলিলেন, "মেপোল সম্বন্ধে তোমার গুরু আপত্তি আছে। তা না হলে, আজ দিনটা খুব চমৎকার। শনিবারে কাজের ভিড়ও নেই। আমরা তিন জন গাড়ীতে চড়ে চিপ্‌ওয়েলএ গেলে বেশ হ'ত। সারাদিনটা বেশ স্ফুর্ত্তি হ'ত।"

মিসেস্ ভার্ডেন বই পড়া বন্ধ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, তিনি এখন উপরে যাইবেন।

স্বামী বলিলেন, "আবার এখন কি হ'ল, মার্থা?"

মার্থা বলিলেন, "আমার সঙ্গে কথা বলো না।"

গেব্রিয়েল দ্বারপথে বাধার স্বরূপ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মার্থা, বল আমি কি দোষ করলুম! সত্যি বল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। খুকী, তুই জানিস কি? না, কেউ জানে না। শুধু মিগ্‌স্‌ই জানে!"

ক্ষীণকণ্ঠে মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "মিগ্‌স্ আমার অনুরক্ত। তাই বাড়ীর সবাই তাকে ঘৃণা করে। ওই আমাকে শান্তি-সুখ দেয়।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কিন্তু ও আমায় মোটেই শান্তি দেয় না। ও আমার জীবনের দুষ্টগ্রহ। ওর মধ্যে খালি শয়তানী।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "ওর সম্বন্ধে তোমাদের সকলের ঐ রকম ধারণা; তা আমি জানি। সেজন্য আমি প্রস্তুতই আছি। আমার মুখের ওপরেই তুমি আমাকে যখন ঠাট্টা বিদ্রূপ কর, তখন ওর অসাক্ষাতে ওকে ঐ সব কথা বলবে, এ আর বেশী কি!"

মিসেস্ ভার্ডেন অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা হাসিয়া উঠিলেন, কখনও বা ফোঁপাইতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি উপরতলে চলিয়া গেলেন।

এ সকল ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, মিসেস্ ভার্ডেন চিপ্‌ওয়েলএ যাইতে ইচ্ছুক। তবে তাঁহার ইচ্ছা আছে, ইহা প্রকাশ করিতে তিনি সম্মত নহেন। সকলে তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে, ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন।

পত্নীর ব্যবহারে স্বামী অত্যন্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পিতাকে উপরতলে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ডলি বলিল, "আপনি ওপরে যান, তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ভার্ডেন বলিলেন, "ডল্, মা আমার, যদি তোমার বিয়ে কখন হয়—"

ডলি দর্পণের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

পিতা বলিলেন, "যখন তোমার বিয়ে হবে, কখনো মূর্চ্ছা যেও না, মা। সব সময়ে মূর্চ্ছা গেলে গৃহে সুখ থাকে না। একটা কথা মনে রেখ, মা আমার। তোমার স্বামী যদি সুখী না হয়, তা হ'লে তোমারও সুখ হবে না। আর একটা কথা কাণে কাণে ব'লে রাখি। মিগ্‌সের মত চাকরাণীকে কখনো রেখ না।"

এই বলিয়া তিনি নবযৌবনা কন্যার গণ্ডে সস্নেহে চুমা দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উপরতলে পত্নীর কক্ষে গমন করিলেন। পত্নী সেখানে বিবর্ণ মুখে কোচের উপর শায়িতা ছিলেন। মিগ্‌স্ একটা টুপী লইয়া গৃহিণীকে দেখাইতেছিল।

মিগ্‌স্ বলিল, "এই যে কর্ত্তা এসেছেন। স্বামী ও স্ত্রী যখন এক জায়গায় হন, তখন কি আনন্দের ব্যাপার। কে বলবে, ওঁরা দুজন কথা কাটাকাটি করছিলেন!

বলিতে বলিতে টুপীটা মাথায় দিয়া মিগ্‌স্ অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করিল।

সে বলিল, "আমি না কেঁদে পারিনে। গিন্নীমা এমন ক্ষমশীলা! একটুতেই সব ভুলে যান। মশাই, উনি আপনার সঙ্গে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত!"

মিসেস্ ক্ষীণ হাস্য করিয়া মৃদুভাবে তাঁহার পরিচারিকার উৎসাহে বাধা দিয়া বলিলেন যে, তিনি এত অবসন্ন যে, আজ তাঁহার কোথাও যাওয়া অসম্ভব।

মিগ্‌স্ বলিল, "না, না, আপনার অসুখ হবে কেন? আমি কর্ত্তাকে জানাচ্ছি, উনি জানেন, আপনি অসুস্থ নন। বাইরের বাতাস ও গাড়ীর ঝাঁকানিতে আরাম বোধ করবেন। ওঁকে যেতেই হবে। কর্ত্তা, আপনি ওঁকে চেপে ধরুন, তা হ'লে উনি না বলতে পারবেন না।"

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া মিসেস্ ভার্ডেন আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু স্বামীর সাগ্রহ অনুরোধে অবশেষে তিনি যেন অনিচ্ছাভরে যাইবার অনুমতি দিলেন। তখন বেশ-ভূষার আয়োজন হইতে লাগিল। মিগ্‌স্ তাঁহার প্রসাধনে সহায়তা করিতে লাগিল। যথাসময়ে বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া মার্থা নিম্নে নামিয়া আসিলেন।

সুন্দরী ডলিও সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া আসিল। সিম্ ঘোড়ার মুখ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তরুণী ডলিকে দেখিয়াই তাহার মনে হইল, সে বলপূর্ব্বক ডলিকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু ধরা পড়িবার আশঙ্কা ত আছে। সে ভাবিল, হয় ত ভবিষ্যতে ভার্ডেন তাহার সহিত ডলির বিবাহ দিতে পারেন। এইরূপে সে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ভার্ডেন তথায় আসিলেন।

সকলে গাড়ীতে আরোহণ করিলে, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। প্রফুল্ল মুখে ভার্ডেন গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। মিসেস্ ভার্ডেনও প্রফুল্লমুখী।

পথে ভার্ডেন পত্নীকে এটা ওটা দেখাইতে লাগিলেন।

এই ভাবে চলিতে চলিতে তাঁহারা অরণ্যের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষবীথির মধ্যস্থ পথ দিয়া ক্রমে গাড়ী মেপোলে পৌঁছিল। ভার্ডেনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ জন বাতায়নের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে জোও আসিল। তাহারা উভয়ে এ দৃশ্যে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের কণ্ঠে কয়েক মুহূর্ত্ত অভ্যর্থনা-সূচক শব্দও বাহির হইল না।

পর-মুহূর্ত্তে জো এক লম্ফে গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিল। প্রথমেই সে ডলিকে হাত ধরিয়া নামাইল। এই স্পর্শসুখ মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও, ইহাতে সে আপনাকে ধন্য মনে করিল।

জো, মিসেস্ ভার্ডেনকেও অবতরণে সাহায্য করিল। জন বলিলেন, এই মহিলাটি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহেন, তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি আমাকে দশ কথা শুনাইয়া দিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন কি না। কিন্তু অবশেষে জন তাঁহাকে সমাদরে ভিতরে লইয়া চলিলেন। মিসেস্ ভার্ডেন প্রসন্নভাবে সে অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন।

নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, পানীয় বোতল-পরিপূর্ণ সুখসেব্য ঘরের মধ্যে আসিয়া মিসেস্ ভার্ডেন প্রীত হইলেন।

এ দিকে ডলি উদ্যান-পথে নামিয়া মাঠ পার হইয়া পত্র লইয়া চলিল। এ সকল পথ তাহার সুপরিচিত। সে দ্রুত চরণে ওয়ারেণ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

২০

মিস্ হেয়ারডেল ডলির বহুদিনের বন্ধু। একই ধাত্রীর স্তন্য উভয়ে পান করিয়াছিল। সে ওয়ারেণএ পৌঁছিয়া, লাইব্রেরী-ঘরের মধ্য দিয়া ইমার কক্ষে উপনীত হইল।

বাড়ীর মধ্যে এই ঘরখানি অতি চমৎকার। ইমা তাহাকে দেখিয়াই সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি ডলিকে তাঁহার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া ডলির নেত্র অশ্রুসিক্ত হইল।

ডলি বলিল, "মিস্, আমি সব শুনেছি। ভারী দুঃখের কথা। কিন্তু সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ইমা বলিলেন, "ব্যাপারটা কি সত্যি বড় শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে?"

ডলি বলিল, "তাই ত মনে হচ্ছে। তবে আমি একখানা চিঠি এনেছি!"

"এডোয়ার্ড লিখেছেন নাকি?"

ডলি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। তার পর পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সে ইমার হাতে অর্পণ করিল। ইমা তাড়াতাড়ি শীলমোহর ভাঙ্গিয়া পত্রখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রখানি দীর্ঘ—চারি পৃষ্ঠাব্যাপী ছোট অক্ষরে পূর্ণ। কিন্তু সে পত্রে সান্ত্বনার কথা ছিল না। পত্র পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে ইমা রুমালে নেত্র মার্জ্জনা করিতেছিলেন। ডলি ইহাতে বিস্মিত হইল। তাহার ধারণা ছিল যে, প্রেমের ব্যাপারটা আগা-গোড়াই হাসি-ঠাট্টায় পূর্ণ। জীবনে উহার মত আনন্দের ব্যাপার আর নাই। ডলি মনে মনে এই স্থির করিল, মিস্ হেয়ারডেল একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিয়াছেন বলিয়া এত কষ্ট পাইতেছেন। তিনি যদি অপর কোনও যুবকের সহিত নির্দোষভাবে মিশিতেন এবং প্রথম প্রণয়ীকে শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়া চলিতেন, তাহা হইলে এতটা দুঃখবোধ করিতে হইত না।

ডলি মনে মনে বলিল, "আমি হলে তাই করতাম। প্রণয়পাত্রীকে একটু দুঃখ দেওয়া মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখে অভিভূত করে ফেলাটা বড় দোষ।"

কিন্তু সে কথাটা মুখে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিল না। শুধু নীরবে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মিস্ হেয়ারডেল দীর্ঘ পত্র একবার পড়িবার পর আবার পাঠ করিতে লাগিলেন। তিন চারিবার পাঠের পর তিনি যখন আবার পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন, ডলি তখন আঙ্গুলে চুল জড়াইয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

সব বিষয়েরই একটা শেষ আছে। যুবতীরাও অনন্তকাল ধরিয়া পত্র পড়িয়া চলিতে পারেন না। পড়া শেষ হইলে ইমা উহা মুড়িয়া রাখিলেন। এখন শুধু উত্তর দিতে পারিলেই হয়।

ইমা আহারাদির পর উত্তর লিখিয়া দিবেন স্থির হইল। ডলিকেও তিনি সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। ডলি এ প্রস্তাবে রাজি হইল। তখন দুই তরুণী উদ্যানে বেড়াইতে গেলেন।

উভয়ে ভ্রমণ কালে নানা প্রকার কথার আলোচনা করিতে লাগিল। ডলির সংসর্গে ইমাও অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন।

ভ্রমণশেষে ডিনারের ডাক আসিল। আহারশেষে ইমা চিঠির উত্তর লিখিলেন। পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া মিস্ হেয়ারডেল, ডলিকে একটি ছোট কঙ্কণ উপহার দিলেন। উহা স্নেহের ও প্রীতির উপহার। ডলি অবশেষে বিদায় লইল।

উপরতলা হইতে নামিয়া সে লাইব্রেরী ঘরের মধ্য দিয়া চলিল। এই ঘরটিকে সে অত্যন্ত ভয় করিত। সে নিঃশব্দে কক্ষটি অতিক্রম করিতে যাইতেছে, এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। সে দেখিল, দ্বারপ্রান্তে মিঃ হেয়ারডেল দণ্ডায়মান। ডলি বাল্যকাল হইতেই এই লোকটিকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং তাঁহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চাহিত। তাঁহাকে দেখিয়াই সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল, মিঃ হেয়ারডেলের সান্নিধ্য হইতে সে ছুটিয়া পলায়ন করে। সে একবার চমকিত হইয়া উঠিয়া, নিম্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইল।

তাহার হাত ধারণ করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এদিকে এস ত, বাছা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

স্খলিত-কণ্ঠে ডলি বলিল, "আমায় এখুনি যেতে হবে, মশাই। আপনি এখানে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন যে, আমি ভয় পেয়ে গেছি। আপনি দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন; আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

মিঃ হেয়ারডেল তাহাকে পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাকে এখুনি ছেড়ে দেব। তুমি এখন ইমার কাছ থেকে আসছ?"

"হ্যাঁ, মশাই, এখুনি সেখান থেকে আসছি। বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, সার! আপনি যদি আমায় ছেড়ে দেন—"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তা আমি জানি। তুমি একটা কথার উত্তর দাও। তুমি আজ তাকে কি এনে দিয়েছ?"

স্খলিত কণ্ঠে ডলি বলিল, "এখানে এনেছি, সার?"

"হ্যাঁ। আমি জানি তুমি সত্য কথাই বলবে।"

ডলি ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি একখানা চিঠি এনেছিলুম।"

"মিঃ এডোয়ার্ড চেষ্টারের কাছ থেকেই বোধ হয় এনেছিলে? তা হলে তুমি সে পত্রের উত্তরও নিয়ে যাচ্ছ?"

ডলি আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া সে সহসা কাঁদিয়া ফেলিল!

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, বাছা। এমন বোকা মেয়ে কেন তুমি? তুমি আমার কথার উত্তর দিতে পার। আমি ইমাকে জিজ্ঞাসা করবামাত্র সত্য কথা জানতে পারব। পত্রের জবাব তোমার কাছে আছে?"

ডলির সাহসের কথা সকলেই জানিত। এখন কোণঠেসা হইয়া সে আরও সাহসী হইয়া উঠিল।

সে ভীত হইয়া কাঁদিতেছিল বটে, কিন্তু তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সার। জবাব আমার কাছে আছে। আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু এ চিঠি আমি হাত-ছাড়া করব না। এ জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু চিঠি আমি ছাড়ব না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার দৃঢ়তা ও সরল কথায় আমি খুসী হলুম। তোমার জীবন নেবারও আমার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি চিঠিও আমি নেব না। তুমি খুব সাবধানী দূতী এবং ভাল মেয়ে।"

তিনি জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইবেন কি না, ইহা জানিতে না পারিয়া সে তাঁহার নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত সে আত্মরক্ষা করিবে, কোনমতেই পকেট হইতে পত্র লইতে দিবে না।

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার মনে কিছুদিন থেকে একটা সংকল্প জেগেছে। আমি ইমার একজন সঙ্গিনী খুঁজছি। কারণ, সে বড় একা একা থাকে। তুমি তার পুরাতন বন্ধু, সে তোমাকে খুব ভালও বাসে।"

সে ভাবিল যে, মিঃ হেয়ারডেল তাহাকে কথায় ভুলাইবার হয় ত চেষ্টা করিতেছেন। তাই সে বলিল, "তা জানি না, সার! আমি তা বলতে পারি না। বাড়ীর সবাই কি বলবেন, তাও আমার জানা নেই; সুতরাং আমি কোন কথা এখন বলতে পারব না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার আত্মীয়দের যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে তোমার অনিচ্ছা নেই ত? এ সহজ প্রশ্নের তুমি অনায়াসে উত্তর দিতে পারবে।"

ডলি বলিল, "না, আমার নিজের কোন আপত্তিই নেই। মিস্ ইমার কাছে থাকতে পেলে আমি খুসীই হব। এতে আমি বরাবরই আনন্দ অনুভব ক'রে থাকি।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এ খুব ভাল কথা বলেছ। তোমাকে এই কথাটাই আমার বলবার ইচ্ছে ছিল। তুমি যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছ। আমি আর তোমাকে আটক ক'রে রাখব না।"

ডলি আর কালবিলম্ব করিল না। মিঃ হেয়ারডেলের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কথাগুলি শেষ না হইতেই সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সোজা বাড়ীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিল। সে মাঠে পড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঠে আসিয়া সে প্রথমতঃ একচোট কাঁদিয়া লইল। তার পর যখন মনে পড়িল, কত সহজে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তখন তাহার হাসি পাইল। অশ্রুধারা শুকাইয়া, হাসির বিমলদীপ্তি প্রকাশ পাইল। হাস্যবেগে সে এমন অধীর হইয়া পড়িল যে, অবশেষে একটি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে যখন সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে টুপীটা সুবিন্যস্ত করিল, অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তার পর ওয়ারেণ প্রাসাদের চিম্নীর দিকে চাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

প্রদোষান্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই রাত্রি সমাগত হইবে। কিন্তু পথটি তাহার এতই সুপরিচিত যে, এ সকল কথা তাহার মনেই স্থান পাইল না। মনে তাহার কোনরূপ আশঙ্কাও উদিত হইল না। ইহা ছাড়া নবপ্রাপ্ত কঙ্কণটির গঠনসৌন্দর্য্য সে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। ভাল করিয়া মুছিয়া দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত করিয়া সে উহা ভাল করিয়া দেখিল। তাহার মণিবন্ধে উহা চমৎকার মানাইয়াছিল। বার বার নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে উহা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহার পর ভাবিল, পত্রখানি না জানি কতই রহস্যে ভরা। সে উহা পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতে লইল। সে ভাবিতে লাগিল, পত্রের আরম্ভ কিরূপেই বা হইয়াছে এবং শেষ হইয়াছে বা কি কথা বলিয়া। ডলি একবার চিঠি,

আর বার কঙ্কণখানির কথা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দিত-মনে পথ চলিতে লাগিল।

পথ চলিতে চলিতে যেখানে পথটি সরু হইয়া আসিয়াছে, তাহার সন্নিহিত কাঠের বেড়া পার হইবার সময় সে বনের মধ্যে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দ শুনিয়াই সে সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এবার সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল, অবশ্য ভয় সে পায় নাই।

সে চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র আবার অনুরূপ শব্দ শুনিতে পাইল। কেহ যেন শুষ্ক পত্রের উপর সতর্কভাবে পাদক্ষেপ করিতেছে। যে স্থান হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে সে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, কেহ যেন গুঁড়ি মারিয়া আসিতেছে। সে আবার থামিল। তখন সে আর কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। এবার সে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততরপদে চলিতে আরম্ভ করিল। সে গুন্ গুন্ স্বরে একটা গানের কলি ভাঁজিতে লাগিল। সে ভাবিল, বোধ হয় বাতাসের শব্দ সে শুনিয়াছে।

কিন্তু সে থামিলেই শব্দ থামিয়া যায় কেন? আবার চলিতে আরম্ভ করিলেই শব্দ শুনা যায়, ইহার কারণ কি? এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্রই সে আবার চলা বন্ধ করিল। আবার খস্ খস্ ধ্বনি থামিয়া গেল। এখন সে সত্যই ভীতা হইল। সে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এমন সময় ঝোপ সরাইয়া এক জন লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

২১

সেই লোকটিকে দেখিয়াই ডলি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। লোকটি আর কেহ নহে, মেপোলের হিউ। সেই তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডলি বিস্ময়ভরে তাহার নাম উচ্চারণ করিল।

সে বলিল, "ও, তুমি, হিউ? তোমাকে দেখে আমি খুসী হয়েছি। তুমি আমাকে ভয় দেখালে কেন?"

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া সে ডলিকে শুধু দেখিতে লাগিল।

ডলি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছ?"

হিউ ঘাড় নাড়িল। সে যেন বলিতে চাহিল যে, সে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আরও আগে ডলি আসিবে, সে ভাবিয়াছিল।

এই কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ডলি বলিল, "আমি ভেবেছিলুম, তারা কাউকে হয় ত পাঠিয়ে দেবে।"

রুক্ষ স্বরে হিউ বলিল, "আমাকে কেউ পাঠায় নি। আমি নিজেই এসেছি।"

এই লোকটির বর্ব্বর স্বভাব এবং অপরিচ্ছন্ন দেহ সকল সময়েই ডলির মনে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার সঞ্চার করিত। বহু লোক কাছে থাকিলেও, এই ভীতি হইতে সে নিস্তার পাইত না। সে হিউয়ের সংস্রব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে চাহিত। এরূপ নির্জ্জন স্থানে তাহার অবাঞ্ছনীয় আবির্ভাবে সে সত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ অন্ধকার দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাতে তাহার শঙ্কা আরও বাড়িল।

বিশেষতঃ হিউয়ের বর্ব্বর দৃষ্টিতে এমন একটা লোলুপতা ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া তরুণী ডলি বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে অপাঙ্গে তাহার দিকে চাহিল। সে অগ্রসর হইবে, কি পশ্চাতে ফিরিবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। লোকটা নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সাহসে ভর করিয়া ডলি তাহার পার্শ্ব দিয়া দৌড়িয়া বাহির হইল।

তাহার পাশে পাশে চলিতে চলিতে হিউ বলিল, "আমাকে এড়াবার জন্য তুমি অত দৌড়ুচ্ছ কেন?"

ডলি বলিল, "আমি তাড়া-তাড়ি যেতে চাই। তুমি আমার অত কাছে এসো না।"

তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হিউ বলিল, "বড় কাছে এসেছি! কত কাছে এসেছি? মিসট্রেস্, তুমি আমার গর্ব্বের বস্তু।"

তাহার নিশ্বাস ডলির ললাটে অনুভূত হইল।

ডলি বলিল, "আমি কারও গর্ব্বের বস্তু নই। পেছিয়ে যাও, অথবা আগে যেতে পার।"

তাহার বাহু নিজ বাহুপার্শ্বে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া হিউ বলিল, "না, মিসট্রেস্! আমি তোমার পাশে পাশেই হাঁটব।"

ডলি হাত ছাড়াইয়া লইয়া নিজের ক্ষুদ্র কর মুষ্টিবদ্ধ করিল। তার পর বেশ বলের সহিতই হিউয়ের শরীরে আঘাত করিল। ইহাতে মেপোলের হিউ প্রচণ্ডবেগে হাস্য করিয়া উঠিল, এবং তাহার বাহুর দ্বারা ডলির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া অনায়াসে তাহার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে তাহাকে ধরিয়া রাখিল। সে যেন একটা ক্ষুদ্রকায়া পাখী মাত্র।

"হা, হা, হা! বেশ করেছ, মিসট্রেস্! আবার মার। তুমি আমার মুখে ঘুষি মার, চুল ছিঁড়ে দেও, দাড়ি উপড়ে ফেল, তোমাকে কিছু বলব না। তোমার চমৎকার চোখের খাতিরে আমি একটুও রাগ করব না। মার, আবার মার! হা, হা, হা! আমি খুব পছন্দ করি!"

তাহাকে দুই হাত দিয়া ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ডলি বলিল, "ছেড়ে দেও আমাকে, এখুনি ছেড়ে দেও।"

হিউ বলিল, "ওগো মধুরাধরা, আমার উপর দয়া কর। তোমার তা করা উচিত। শোন, শোন বলছি। তুমি এত গর্ব্বিতা কেন? অবশ্য সে জন্য আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি না। বরং তোমার গর্ব্বিত ভাব দেখলে তোমাকে আরও ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। হা, হা, হা! গরীবের চোখেও তোমার সৌন্দর্য্য লুকুতে পার না, এটাও সুখের।"

ডলি তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। হিউ এখনও তাহার গতি বন্ধ করে নাই। সুতরাং ডলি আগাইয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে দ্রুত ধাবন এবং হিউয়ের আলিঙ্গনে পিষ্ট হওয়ায় ডলির সমস্ত শক্তি যেন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিল। সে আর চলিতে পারিল না।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডলি বলিল, "হিউ, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি আমায় ছেড়ে দেও। আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দেব। আর কাকেও এ সব কথা আমি বলব না।"

হিউ বলিল, "না যদি বল, তাতে ভালই করবে। ওগো, ক্ষুদ্র পাখী, শুনে রাখ, এ সব কথা বলো না বলছি। এখানকার সবাই আমায় ভাল ক'রে চেনে—জানে যে, আমি যা মনে করি, তা ক'রে থাকি। এ সব কথা বলবার ইচ্ছে যদি থাকে, কথা ঠোঁটে বার করবার আগে ভাল ক'রে ভেবে দেখো। কারণ, তার ফল মোটেই ভাল হবে না। কোন নিরপরাধ ব্যক্তির কাছে এ সব কথা বলবার পর তার ভয়ানক সর্ব্বনাশ ঘটবে, তা' বলে রাখলাম। আমাকে ঘাঁটালে, আমি চুপ ক'রে থাকব না। আমি কাউকে গ্রাহ্য করিনে। সকলকে কুকুরের মত দেখি। একটা কুকুরকে মেরে ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, তার চাইতে কম সময়ে আমি একটা মানুষকে খুন করতে পারি। মানুষকে খুন ক'রে আমি এক দিনের জন্যও দুঃখ বোধ করিনি। কুকুরের মতই মানুষের প্রাণ আমার কাছে নগণ্য।"

সে যেরূপ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে কথাগুলি বলিল, তাহাতে ডলির মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভয় পাইবামাত্র তাহার দেহে যেন নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। সে সহসা আপনাকে হিউয়ের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দ্রুত-ধাবনে হিউ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। একশত গজ যাইতে না যাইতেই হিউ ডলিকে গিয়া বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

"ধীরে, প্রাণাধিকা, ধীরে! হিউয়ের কাছ থেকে তুমি পালাবে? আমি যে তোমাকে সকলের চেয়ে ভালবাসি।"

আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে করিতে ডলি বলিল, "ছাড় বলছি। এখুনি আমি লোক ডাকব।"

হিউ বলিল, "চেঁচাচ্ছ, তার জরিমানা আদায় করে নেই। হা, হা, হা! তোমার ঐ সুন্দর ঠোঁট থেকে জরিমানা আদায় ক'রে নেই। হা, হা, হা!"

প্রাণপণ শক্তিতে ডলি চীৎকার করিয়া উঠিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! রক্ষা কর!" সেই চীৎকারের উত্তর আসিল। একবার নহে—তিনবার।

আনন্দে অভিভূত হইয়া তরুণী বলিয়া উঠিল, "জয় ভগবান্! জো, প্রিয়তম জো, এ দিকে এস—রক্ষা কর।"

আক্রমণকারী মুহূর্ত্তমাত্র, কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। যে উত্তর দিয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমেই কাছে আসিতেছিল। সে তখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে বাধ্য হইল। ডলিকে ছাড়িয়া দিয়া, ভয় দেখাইয়া বলিল, "ওকে সব কথা ব'লে তার ফল কি হয় দেখো!" এক লম্ফে বেড়া ডিঙ্গাইয়া সে তখনই অন্তর্হিত হইল। ডলি ছুটিয়া গিয়া জোর প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

জো বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে? আঘাত পেয়েছ? কি রকম আঘাত? কে সে? কোথায় গেল? কি রকম দেখতে?" এইরূপ অজস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সে ডলির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিল। কিন্তু বেচারা ডলি এত বিচলিত হইয়াছিল যে, কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। সে তাহার বুকে মাথা রাখিয়া খালি ফোঁপাইতে লাগিল। তাহার বুক যেন তখন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

ডলি তাহার বুকে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ইহাতে জোর বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। তবে এ অবস্থায় ডলির মাথার টুপি স্থানচ্যুত হইয়াছিল। জো ডলির এ ক্রন্দন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া জো অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে ডলিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কাণে কাণে অনেক কথা বলিল। কেহ কেহ বলে, সে ডলির বিম্বাধরে চুম্বনরেখাও মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা হউক, সে অনেক মিষ্ট আশ্বাস বাক্য প্রদান করিল। ডলি ইহাতে তাহাকে বাধা দিল না। প্রায় দশ মিনিট জোর বুকে মাথা রাখিয়া, তার পর ডলি সুস্থ হইয়া উঠিল।

জো প্রশ্ন করিল, "তুমি কিসে ভয় পেয়েছিলে?"

সে উত্তর দিল, একটা অপরিচিত ব্যক্তি তাহার পাছু লইয়াছিল। সে প্রথমে ভিক্ষা চাহে, পরে তাহাকে ভয় দেখাইয়া লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। জো আসিয়া না পড়িলে, সে ডলির সমস্ত লুঠ করিয়া লইত। সে যেরূপ ইতস্ততঃ করিয়া অসংলগ্নভাবে কথা বলিতেছিল, তাহাতে জোর মনে হইল, ডলি বড় ভয় পাইয়াছে, তাই ঐরূপ করিতেছে। কাজেই তাহার মনে একবারও কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিল না।

সে দিন রাত্রিতে এবং তার পর অনেকবার হিউয়ের সতর্ক বাণী তাহার কর্ণে উদিত হইয়াছিল। কাজেই আসল ঘটনা প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে চাপিয়া গেল। ডলির মনে হিউ সম্বন্ধে ভীষণ আতঙ্ক দৃঢ়মূল হইয়া

বসিয়াছিল। লোকটা সবই করিতে পারে। ডলি যদি হিউয়ের কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ ভীষণ নর-পশুটা নিশ্চিতই সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে। এ দিকে জোই তাহাকে নিদারুণ পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছে। জোর কল্যাণকামনায় বাধ্য হইয়া ডলি প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া রাখিল।

ডলির হৃৎকম্প তখনও থামে নাই। কাহারও সাহায্য ব্যতীত, তাহার এক পাও অগ্রসর হইবার শক্তি ছিল না। সুতরাং জোর দেহে ভর দিয়া ডলি অতি ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল। ইহাতে জো খুবই আনন্দ অনুভব করিল। ক্রমে দূরে মেপোলের আলো দেখা গেল। এই সময় সহসা ডলি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "চিঠি কোথায় গেল!"

জো বলিল, "কিসের চিঠি?"

নিজের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া ডলি বলিল, "যে চিঠি আমি আনছিলুম—সেটা আমার হাতেই ছিল। আমার কঙ্কণটাও ত নেই দেখছি! দুটোই হারালাম!"

জো বলিল, "এখুনি হারালে না কি?"

"হয় সে সময় আমার হাত থেকে প'ড়ে গেছে, অথবা সে নিয়েছে।" বলিতে বলিতে সে নিজের পকেট হাতড়াইতে লাগিল।

"না, নেই। দুটোই গেছে! কি অদৃষ্ট আমার!" বলিয়া ডলি আবার কাঁদিবার উপক্রম করিল।

জো তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, ডলিকে পান্থ-নিবাসে পৌছাইয়া দিয়া সে আলো আনিয়া সমস্ত পথটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে। খুব সম্ভব উহা পাওয়া যাইবে। এর মধ্যে কোন লোক এ পথে চলে নাই, সুতরাং জিনিষগুলি খোয়া যাইবে না। ডলি তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। তার পর উভয়ে মেপোলে পৌছিল। সেখানে তখন ভার্ডেন পত্নী বৃদ্ধ জনের সহিত খুব গল্পগুজব করিতেছিলেন।

ডলির বিপদের কথা মিঃ উইলেট গম্ভীরভাবে শ্রবণ করিলেন। মিসেস্ ভার্ডেন কন্যাকে বিলম্ব করিয়া আসিবার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ভার্ডেন একবার কন্যাকে চুমা দিলেন, পরে জোকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

বৃদ্ধ জন শুধু এ ব্যাপারে তত্তটা উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। যদি ডাকাতটার সহিত মারামারি হইত, তাহা হইলে জোর আহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেরূপ ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ও হইত এবং মেপোলের সুনামেরও ব্যাঘাত ঘটিত। পুত্র যে অন্যের ব্যাপারে নিজেকে এমনভাবে বিজড়িত করে, ইহা বৃদ্ধের অভিপ্রেত ছিল না সে ভাবটা জানাইবার জন্য তিনি বার বার জোর দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

এ দিকে জো লণ্ঠন জ্বালিয়া একটা মোটা লাঠি গ্রহণ করিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল, হিউ আস্তাবলে আছে কি না।

মিঃ উইলেট বলিলেন, "সে রান্নাঘরে আগুনের ধারে ঘুমুচ্ছে। তাকে তোমার কিসের দরকার?"

জো বলিল, "সে আমার সঙ্গে গিয়ে চিঠি আর কঙ্কণ খুঁজবে। হিউ! হিউ, তুমি কোথায়?"

ইহাতে ডলির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম ঘটিল। খানিক পরে হাই তুলিতে তুলিতে, আড়ামোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হিউ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, এইমাত্র সে গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

লণ্ঠনটা তাহার হাতে দিয়া জো বলিল, "ওরে ঘুম-পাগলা, লণ্ঠনটা নিয়ে চল্। কুকুরটাকে সঙ্গে নেও। আর তোমার সে ছোট লাঠিটাও নিতে ভুলো না। সে লোকটার দেখা যদি পাই, তার দফা শেষ ক'রে দেব।"

চক্ষু রগড়াইয়া হিউ বলিল, "কোন্ লোকটা? কার কথা বল্‌ছ?"

জো সাহস প্রদর্শন করিয়া বলিল, "কে সে, তাকে তোমার জানা উচিত। তুমি এত বড় একটা জোয়ান শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছ, আর ভদ্র ঘরের মেয়েদের উপর সে লোকটা অত্যাচার করতে সাহস পায়?"

হাসিতে হাসিতে হিউ বলিল, "কই, আমার কাছ থেকে ত, কেউ কিছু কেড়ে নিতে সাহস করে না। তারা ক'জন ছিল?"

সকলেই ডলির দিকে চাহিতে, সে বলিল, "একটা লোক।"

জোর দিকে একবার চাহিয়া হিউ বলিল, "কার মত দেখতে বলুন ত? আমার মত মাথায় ঢ্যাঙ্গা হবে?"

"না, অত লম্বা নয়।" ডলি কি বলিতেছিল, তাহা যেন তাহার খেয়ালই ছিল না।

তরুণীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া হিউ বলিল, "কি রকম পোষাক তার দেহে ছিল? আমাদের কারও মত নয় ত? এখানকার সবাইকে আমি চিনি। সব শুন্‌লে, আমি ঠিক লোকটাকে ধরতে পারব।"

ডলির মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভাল করিয়া সব কথা বলিতে পারিল না। সে বলিল যে, লোকটা রুমালে মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ছাড়া সে লোকটার বিষয় সে আর বেশী কিছু বলিতে পারে না।

হিউ ঈর্ষাপ্রণোদিত কণ্ঠে বলিল, "তাকে দেখলে চিন্‌তে হয় ত পারবে না?"

কাঁদিতে কাঁদিতে ডলি বলিল, "না, তা হয় ত পারব না। আমি তার মুখ দেখতে চাইনে। তার কথা আমার চিন্তা করতেও ইচ্ছে নেই। তার সম্বন্ধে আমি আর

আলোচনা করতে চাইনে। মিঃ জো, জিনিষগুলোর খোঁজে যাবার দরকার নেই। ও লোকটার সঙ্গে আপনি যাবেন না।"

হিউ বলিল, "আমার সঙ্গে যাবে না! আমি সবার উপরে কড়া। সবাই আমাকে ভয় করে। কেন, আমার মন ত খুব নরম। সব মহিলাকেই আমি ভালবাসি।" শেষের কথাটা সে মিসেস্ ভার্ডেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

মিসেস্ ভার্ডেন তাহাকে বলিলেন যে, কথাটা প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টানের মত কথা নহে। মুসলমান ও বুনো দ্বীপবাসীর মত কথা। তিনি তাহাকে বলিলেন, ভাল করিয়া প্রোটেষ্টান্ট ম্যানুয়েল বই পড়িয়া দেখা উচিত। এখন হইতে পয়সা জমাইয়া একখণ্ড ঐ পুস্তক তাহার ক্রয় করিলে ভাল হয়।

তিনি আরও অনেক কথা বলিতেছিলেন, ইতিমধ্যে হিউ তাহার যুবক প্রভুর অনুসরণ করিল।

অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না। জো সমস্ত পথ ও পাশের ঝোপ-ঝাড় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোন জিনিষই পাওয়া যায় নাই। ডলি অবশেষে মিস্ হেয়ারডেলকে সংক্ষেপ কাল্পনিক গল্প রচনা করিয়া সংবাদটি জ্ঞাপন করিল। জো পরদিবস পত্রখানি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিল।

পান-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া ভার্ডেন-পরিবার সহরে ফিরিবার কল্পনা করিলেন। জো কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে আগাইয়া দিবার জন্য জেদ ধরিল। পথের যে অংশ নির্জ্জন ও বিপদসঙ্কুল, ততদূর পর্য্যন্ত সে অশ্বারোহণে আগাইয়া দিয়া আসিবে।

২২

রাত্রিটা যেমন সুন্দর, তেমনই মনোরম। ডলির মনটা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে নক্ষত্রচিত্রিত আকাশের দিকে বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। পথটি বেশ সুন্দর। গাড়ীতে ধাক্কা লাগিতেছিল না। ডলি গাড়ীর যে পার্শ্বে বসিয়াছিল, সেই ধারেই জো অশ্বারোহণে চলিতেছিল। ডলি মাঝে মাঝে জোর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

ডলি মাঝে মাঝে কথাও বলিতেছিল। তাহার ভয়ের কথা, জোর সহসা আবির্ভাব এবং তাহাকে রক্ষা করার কথা, তাহার কৃতজ্ঞতা—সে কৃতজ্ঞতা হয় ত সে ভাল করিয়া ধন্যবাদের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে নাই, এই সব কথা বলিতেছিল। অতঃপর তাহাদের বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হইল, ইহাও বলিতে ডলি বিস্মৃত হইল না। জো কিন্তু যখন বলিল, বন্ধুত্ব নহে, তখন ডলি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, বন্ধুত্ব যদি না হয়, তবে কি শত্রুতা? তখন জো বলিল, বন্ধুত্ব অপেক্ষাও ভাল অবস্থায় কি তাহারা আসিতে পারে না? ডলি সে কথার উত্তরে একটা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র দেখাইয়া বলিল যে, এমন উজ্জ্বল তারা আর নাই। জোর দৃষ্টি সে দিকে সে আকর্ষণও করিল। ডলি যেন কিছুই বুঝে না, এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

চুপি চুপি ছাড়া তাহারা কোনও কথা বড় গলায় আলোচনা করিতেছিল না। এই ভাবে জঙ্গলাকীর্ণ পথটি তাহারা অতিক্রম করিল। অপেক্ষাকৃত জনবহুল পথে পড়িবামাত্র সকলে পশ্চাতে অশ্ব-খুরের শব্দ শুনিতে পাইল। সে শব্দ শুনিয়া মিসেস্ ভার্ডেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অশ্বারোহী তখন নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বলিয়া উঠিল, "বন্ধুজন!"

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী কাছে আসিয়া পড়িল।

শিহরিয়া উঠিয়া ডলি বলিল, "আবার সেই লোকটা।"

জো ব'লল, "এ কে? হিউ? তুমি এলে কেন?"

ভার্ডেন-কন্যার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া হিউ বলিল, "আপনার সঙ্গে ফিরতে হবে ব'লে উনি আমাকে পাঠালেন।"

জো বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, "বাবা পাঠিয়েছেন? তিনি কি আমাকে এখনও খোকা ভাবেন না কি?"

হিউ বলিল, "পথটা এখন নিরাপদ নয়। সুতরাং এক জন সঙ্গী থাকা ভাল।"

জো বলিল, "তা হ'লে এগিয়ে চল। আমি এখুনি ফিরছি না।"

হিউ কথামত কার্য্য করিল। গাড়ীর ঠিক আগে আগে সে চলিতে লাগিল। সেখান হইতে সে বার বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছিল। ডলি বুঝিল, হিউ তাহাকেই দেখিতেছে। সে তাহার দিকে মোটেই চাহিল না। এতই সে ভীত হইয়াছিল।

ডলি ও জোর আলোচনা আর তেমন চলিল না। মিসেস্ ভার্ডেন এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলেন, এখন সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। আরও এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর মিসেস্ ভার্ডেন জানাইলেন যে, জোর আর এক পাও অগ্রসর হওয়া চলিবে না। জো অনেক আপত্তি জানাইল, তাহার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি জন্মে নাই, সে এখনও বেশ সুস্থ আছে, এ সকল কথা বলিলেও মিসেস্ ভার্ডেন ঘোর আপত্তি জানাইলেন।

সুতরাং জো দুঃখিত-মনে বলিল, "তা হ'লে আজকের মত বিদায়!"

ডলি বলিল, "শুভ রাত্রি।" সে হয় ত বলিতে চাহিয়াছিল যে, ঐ লোকটার সম্বন্ধে যেন জো সতর্ক থাকে, উহাকে যেন বিশ্বাস না করে; কিন্তু সেই সময় হিউ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কোন কথা বলিতে পারিল না। শুধু উভয়ে করকম্পন করিল।

ভার্ডেন-পরিবার অবশেষে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ীর চাকার শব্দ শুনিয়া মিগ্‌স্ ছুটিয়া নামিয়া আসিল।

সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সিমন্, এঁরা সব এসেছেন। সিমন্, একখানা চেয়ার নিয়ে এস। সিম্, এখন ভাল বোধ করছেন ত? কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন, ঠাকরুণ! ভেতরে আসুন, আগুনের ধারে বস্‌বেন, আসুন।"

মিসেস্ ভার্ডেন ভিতরে গেলেন। ভার্ডেন পকেটে হাত রাখিয়া পত্নীর অনুবর্ত্তী হইলেন। মিঃ ট্যাপারটিট গাড়ীখানা আস্তাবলে রাখিয়া আসিল।

ভার্ডেন বলিলেন, "মার্থা, প্রিয়তমে, তুমি ডলিকে আজ একটু দেখো। কিংবা আর কাউকে ওর যত্ন নিতে ব'লে দাও। আজ ও বড় ভয় পেয়েছে। আজ মেয়ের শরীর ও মন ভাল নেই।"

প্রকৃতই ডলি একখানি সোফার উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল। সে তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল।

ডলিকে এমনভাবে কেহ বিচলিত হইতে দেখে নাই। মিসেস্ ভার্ডেন সত্যই আজ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন। কন্যার এই ব্যাপারে তিনি বিরক্ত হইলেন। যে দিন তাঁহার মনে স্ফূর্ত্তি হইবে, সেই দিনই অন্য সকলে তাঁহার সুখ নষ্ট করিয়া দিবে, ইহাই না কি তাঁহার বিধিলিপি। মিগস্‌ও গৃহস্বামিনীর এই কথায় সায় দিল। বেচারা ডলি তেমনই ম্রিয়মাণ অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কন্যা সত্যই অসুস্থ হইয়াছে ভাবিয়া তখন মিসেস্ ভার্ডেন কন্যার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন।

ডলি সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার ফলে অবশেষে তাহার চৈতন্যসঞ্চার হইল। ক্রমে মাতা তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, নারী চিরদুর্ব্বলা। সকল সময়েই তাহাদের এরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকে। এই ভাবে তিনি কন্যাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মিগস্‌ও আলোচনায় যোগ দিতে ভুলিল না।

মিগস্ কথায় কথায় আজিকার আসল ব্যাপারটা জানিয়া লইল। ইহাতে তাহার প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসিল। মিঃ ট্যাপারটিটের মনে জোর বিরুদ্ধে ঈর্ষা জাগাইয়া দিতে পারিবে বলিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ঘটনাটা সে যেমন শুনিয়াছিল, সিম্‌কে সবই বিবৃত করিল। সিম্‌কে আজ কফিখানা-ঘরে একা আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইল। মিগস্‌ই আহার্য্য লইয়া যাইবার ভার পাইয়াছিল।

কথাটা শুনিয়া মিঃ ট্যাপারটিট্ আদৌ সুখী হইতে পারিল না। মিগস্‌কে সে মোটেই পছন্দ করিত না। আজও করিল না। বরং সমস্ত ঘটনার কথা উপেক্ষাভরেই শ্রবণ করিল, এমন ভাব দেখাইল।

মিগস্ বলিল, "এমন ব্যাপারের কথা এর আগে আমি কোথাও শুনিনি। লোকটা ডলির যাওয়ার পথে বাধা দিয়েছিল! ওর ভিতর এমন কি জিনিষ আছে যে, লোক ঐ রকম করতে পারে। ভারী আশ্চর্য্য কথা! ছি, ছি, ছি!"

সিম্ সব কথাটা বুঝিতে পারে নাই, এমন ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "কি বলছ, ভাল ক'রে বল।"

মিগস্ কথায় রঙ্গ চড়াইয়া বলিল, "আমি ঐ ডলির কথাই বলছি গো। যাই হোক, ছোকরা জোসেফ্ উইলেটকে বাহাদুর ছেলে বল্‌তে হবে বটে। সে ডলিকে লাভ করবার উপযুক্ত।"

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সিম্ বলিল, "নারী! সাবধান!"

বিস্ময়ের অভিনয় সহকারে মিগস্ বলিল, "হা অদৃষ্ট! তুমি আমায় ভারী ভয় দেখিয়েছ! কি হ'ল?"

রুটী কাটিবার ছুরি উর্দ্ধে আন্দোলিত করিয়া সিম্ বলিল, "হৃদয়ে এমন তার আছে, যাতে ঝঙ্কার দেওয়া উচিত নয়। এই হ'ল ব্যাপার!"

ফিরিবার উপক্রম করিয়া মিগস্ বলিল, "বেশ কথা—তোমার যদি এতে রাগ হয়, বলব না।"

মিগসের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া সিম্ বলিল, "রাগ হোক আর নাই হোক, তোমার কথার মানে কি, তাই বল, জেজেবেল? কি বল্‌তে যাচ্ছিলে তুমি? উত্তর দেও।"

এইরূপ অশিষ্ট আচরণ সত্ত্বেও মিগস্ আনন্দ সহকারে সব কথাই বলিল। যুবতী ডলি মাঠের মধ্য দিয়া একাকিনী আসিবার সময়, সন্ধ্যার অন্ধকারে তিন চারি জন দীর্ঘাকার লোকের দ্বারা আক্রান্তা হইয়াছিল। তাহারা হয় ত ডলিকে বহন করিয়া লইয়া যাইত, মারিয়া ফেলিতেও পারিত, কিন্তু সেই সময় জোসেফ্ উইলেট ঘটনাস্থানে আসিয়া একা তাহাদিগকে হটাইয়া দেয়—সকলে পলায়ন করে। এইরূপে জো ডলিকে রক্ষা করিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে—ডলি জোসেফ উইলেটকে কৃতজ্ঞতা-ভরে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে।

গল্প শেষ হইলে, মিঃ ট্যাপারটিট্ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়া মাথার চুল ঘসিয়া ঘসিয়া খাড়া করিয়া তুলিল, তার পর বলিল, "বেশ! ওর দিন শেষ হয়ে এসেছে।"

"কি বলছ, সিমন্!"

সিম্ বলিল, "ঠিক বল্‌ছি—ওর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। আমাকে একা থাকতে দেও।"

মিগস্ সেখান হইতে চলিয়া গেল বটে, তবে তাহার কথায় নহে, নির্জ্জনে এই ব্যাপার লইয়া একচোট হাসিয়া লইবে বলিয়া। প্রাণ ভরিয়া হাসিবার পর, তাহার প্রাণে আনন্দ জন্মিল। তার পর বৈঠকখানা-ঘরে ফিরিয়া গেল। ভার্ডেন তখন বেশ প্রফুল্লভাবে সে দিনের আনন্দ-পর্য্যটনের আলোচনা করিতেছিলেন। মিসেস্ ভার্ডেন স্বামীর এ সকল আলোচনা আর বাড়িতে না দিয়া বলিলেন যে, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন শয়ন করা কর্ত্তব্য। পত্নী তখন শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলেন। সকলেই পর পর যে যাহার শয্যায় শয়ন করিল।

২০

প্রদোষান্ধকার দুরীভূত হইয়া রাত্রি হইয়াছিল। মিঃ চেষ্টার এই সময় একখানি সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন।

পড়িতে পড়িতে তিনি একবার কক্ষের উর্দ্ধদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "বইখানা চমৎকার। এই রকম নীতিজ্ঞান বড় একটা দেখা যায় না। নেড, তুমি যদি এই রকম নীতির অনুসরণ করতে!"

কেহ কোথাও নাই, শূন্যকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এইরূপ স্বগতোক্তি করিতে লাগিলেন।

"মাই লর্ড চেষ্টার ফিল্ড! আপনার মত যদি আমার প্রতিভা থাকত, তা হ'লে আমার ছেলেকে আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারতাম। মিলটন বেশ লেখেন, তবে বড় গদ্যময়। লর্ড বায়রন্ গভীর তত্ত্বজ্ঞ, তিনি জানেন শোনেন বেশ। কিন্তু লর্ড চেষ্টারফিল্ড দেশের গৌরব। এমন লোক আর নাই।"

চিন্তান্বিতভাবে তিনি দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন।

"আমি নিজেকে সাংসারিক জীবনে মস্ত ওস্তাদ ব'লে মনে করতাম। বাস্তবিক সে জ্ঞান আমার খুবই আছে। কিন্তু এই মনীষী লেখক ভণ্ডামিতে ভারী দড়। বাস্তবিক এ রকম ভণ্ডামি আমারও জানা ছিল না। এজন্য লজ্জায় আমার অধোবদন হতে ইচ্ছা করছে। ভণ্ডামিতে লর্ড চেষ্টারফিল্ড স্বয়ং শয়তান।"

মিঃ চেষ্টার গ্রন্থখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় বাহিরের দরজায় একটা শব্দ শোনা গেল। তাঁহার ভৃত্য যেন কাহারও প্রবেশে বাধা দিতেছে।

মিঃ চেষ্টার বলিয়া উঠিলেন, "এ রকম সময় পাওনাদারের দেখা করতে আসা অন্যায়। বোধ হয়, লোকটা কাল সকালেই টাকা চায়, তাই এসেছে। ওহে, ব'লে দাও, এখন আমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

ভৃত্য বলিল, "একটা লোক এসেছে। সে দিন আপনি যে ঘোড়ার চাবুক হারিয়েছিলেন, এই লোকটা সেটা নিয়ে এসেছে। তাকে বলেছি, আপনি বাড়ী নেই। লোকটা বলছে, আপনি বাড়ী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে এখানে প্রতীক্ষা করবে। সে কোনমতেই যাবে না।"

মনিব বলিলেন, "সে ঠিকই বলেছে। তুমি বোকা, তাই কোন্‌টা জরুরী, তা বুঝতে পার না। যাও, তাকে নিয়ে এস। কিন্তু পাঁচ মিনিট ধ'রে পাপোষে জুতা ঘষবার পর যেন আসে।"

ভৃত্য চাবুকগাছা টেবলের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে আগন্তুক ঘরে আসিয়া বলিল, "আমি এসেছি, কর্ত্তা। এখানে আসতে ভারী বেগ পেতে হয়েছে। আমাকে আসতে ব'লে আবার বাধা দেওয়ার মানে কি?"

সে ব্যক্তি মেপোলের হিউ।

উপেক্ষাভরে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিবার পর মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তোমাকে দেখে আমি খুসী হয়েছি। কেমন আছ তুমি?"

অধীরভাবে হিউ বলিল, "ভালই আছি।"

"তোমার স্বাস্থ্যটি চমৎকার। ব'স।"

হিউ বলিল, "না, আমি দাঁড়িয়েই থাকি।"

প্রসাধন-দর্পণের সম্মুখে বসিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "যাতে তোমার সুখ হয়, তাই কর।"

তাহার পর তিনি প্রসাধনে মন দিলেন, অতিথির প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। হিউ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর কি করিতে হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। শুধু মাঝে মাঝে অসন্তোষভরে গৃহস্বামীকে দেখিতে লাগিল।

বহুক্ষণ নীরবতার পর হিউ বলিল, "কর্ত্তা, আমার সঙ্গে কথা বলবেন না?"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। আগে তুমি শান্ত হও। আমার তাড়া নেই।"

এইরূপ ব্যবহারের ফল দেখা দিল। লোকটা অত্যন্ত বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। ইহাতে তাহার সঙ্কল্পের অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়া গেল। শক্ত কথার সে উত্তর দিতে জানিত, কেহ বলপ্রয়োগ করিলে সে সুদসহ তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু এইরূপ অবজ্ঞাসূচক, উত্তেজনাহীন অভ্যর্থনা লাভ করিয়া সে বুঝিল, এই ভদ্রলোকের কাছে সে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ। সে রূঢ় কথা বলিয়াছে কিন্তু ভদ্রলোকটি নম্র, শান্তকণ্ঠে কথা কহিয়াছেন। ভদ্রলোকের জমকালো পোষাক। বিনয়নম্র ব্যবহারে হিউ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

অবশেষে সে বলিল, "কর্ত্তা, "আমার সঙ্গে কি কথা বলবেন, না আমি চ'লে যাব?"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তুমি কথা বল। আমি ত কথা বলেছি, কেমন নয় কি? আমি তোমারই কথা শুনবার জন্য ব'সে আছি।"

অধিকতর বিব্রত হইয়া হিউ বলিল, "দেখুন মশাই, আপনি আমার কাছে ঘোড়ার চাবুক রেখে এসেছিলেন। তখন বলেছিলেন যে, চাবুকটা নিয়ে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। এ সব কথা বলেছিলেন কি?"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ঠিক, ঠিক। তোমার যমজ ভাই যদি কেউ না থাকে, তা হ'লে তোমাকেই বলেছি বই কি।"

হিউ বলিল, "তা হ'লে দেখুন, আমি চাবুকটা নিয়ে এসেছি। সঙ্গে আরও কিছু এনেছি। একখানা চিঠি

এসেছি। যার হাতে ছিল, তার কাছ থেকেই নিয়ে এসেছি।" এই বলিয়া সে ডলির অপহৃত পত্রখানা টেবলের উপর রক্ষা করিল।

বিন্দুমাত্র বিস্ময় অথবা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "চিঠিখানা কি জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিলে?"

হিউ বলিল, "ঠিক তা নয়, তবে আংশিকভাবে তাই বটে।"

"চিঠির বাহকটি কে?"

"এক জন নারী। ভার্ডেন নামক এক জন লোকের কন্যা।"

প্রফুল্লভাবে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তাই না কি! তার কাছ থেকে আর কি নিয়েছ?"

"আবার কি নেব?"

প্রসাধন করিতে করিতে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "হ্যাঁ, আরও কি নিয়েছ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হিউ বলিল, "আর—হ্যাঁ, একটা চুমু।"

"তা ছাড়া আর কিছু?"

"না, আর কিছু না।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে, আরও কিছু নিয়েছ। আমি শুনেছি, একখানা গহনা যেন খোয়া গেছে—সামান্য জিনিষ, বেশী দামের নয় বলেই বোধ হয়, তোমার মনে নেই। মনে ক'রে দেখ, একখানা কঙ্কণ তুমি নিয়েছ কি?"

মৃদুস্বরে শপথবাণী উচ্চারণের পর হিউ তাহার বুক-পকেটে হাত প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত কঙ্কণটি বাহির করিয়া সে উহা টেবলের উপর রাখিবার উপক্রম করিল। তাহার পৃষ্ঠপোষক হস্তেঙ্গিতে উহা তাহাকে রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "বন্ধুবর, ওটা তোমার নিজের জন্য নিয়েছ—ওটা তুমিই রাখ। আমি চোরও নই, চোরাই মালও গ্রহণ করি না। ওটা আমাকে দেখিও না। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখ। কোথায় রাখ্‌লে, তাও আমাকে দেখ্‌তে দিও না।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা ঘুরাইয়া লইলেন।

হিউয়ের মনে বিভীষিকার বৃদ্ধি ঘটিল। সে বলিল, "আপনি চোরাই মাল গ্রহণ করেন না! এটার মানে কি, কর্তা?" বলিয়া সে একখানা পত্র দেখাইল।

শান্তভাবে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ওটার কথা স্বতন্ত্র। আমি এখুনি তোমাকে প্রমাণ দেব। কিন্তু তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ দেখ্‌ছি।"

হিউ তাহার হাতের জামার দ্বারা মুখ মুছিয়া জানাইল, সে-কথা সত্য।

"ঐ ডাকটার কাছে যাও। একটা বোতল আছে, সেটা পেড়ে আন। একটা গ্লাসও নিয়ে এস।"

সে পৃষ্ঠপোষকের আদেশ পালন করিল। সে মুখ অপরদিকে ফিরাইতেই মিঃ চেষ্টার খুব হাসিয়া লইলেন—নীরবে। সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি তাহাকে সুরাপান করিতে বলিলেন। এক গ্লাস গলাধঃকরণ করার পর সে আরও দুই গ্লাস পান করিয়া লইল।

মিঃ চেষ্টার সুরা গ্লাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "ক'গ্লাস চলে?"

"যত দেবেন, তত। ঢালুন না, গ্লাস কানায় কানায় ভ'রে ফেলুন।" হিউ তাহার লোমশ কণ্ঠদেশ ঊর্দ্ধে তুলিয়া গ্লাসের সুরা মুখবিবরে প্রেরণ করিল। "খুব বেশী যদি দেন, তা হ'লে আমি মানুষও খুন করতে পারি।"

প্রশান্তভাবে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "না, তা আমি তোমায় বলব না। আরও কিছু পান করলে, বিনা জিজ্ঞাসায় তুমি মানুষ খুন কর্‌তে পার, দেখ্‌ছি। এই গ্লাসটার পর আমি বোতল বন্ধ করব। এখানে আসবার আগেও তুমি মদ খেয়েছিলে।"

শূন্য গ্লাস মাথার উপর ঘুরাইয়া হিউ বলিল, "পেলেই আমি খেয়ে থাকি। ওতে আমার অরুচি নেই। কেন খাব না? হা, হা, হা! এর মত আমার বন্ধু কেউ নেই। ক্ষিদের সময় খেতে না পেলে, এই মদই আমায় বাঁচিয়ে রাখে। এই মদই আমায় ছেলেবেলা থেকে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে। এর অভাব হ'লে আমার বাঁচা ঘটত না। খানায় ম'রে প'ড়ে থাক্‌তাম। যখন আমার কেউ ছিল না, রোগ-শীর্ণ ছিলাম, এই মদ ছাড়া আমার বন্ধু কে ছিল? আমার বাবা কে, তা জানি নে। আমি মদেই মানুষ, কর্তা। হা, হা, হা!"

ধীরভাবে মাথার টুপীটা ঠিক করিতে করিতে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তুমি বড় আমুদে ছোকরা। অন্তরঙ্গ বন্ধু হবার যোগ্য তুমি।"

হিউ বলিল, "এই আমার হাত দেখছেন, কর্তা? এক সময়ে ভারী রোগা ছিলাম। কবে আমার মৃত্যু হ'ত। শুধু মদ খেয়েই বেঁচে আছি।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তোমার বাহু ঢেকে ফেল।"

হিউ বলিল, "মদ যদি না খেতাম, তা হ'লে সেই গর্ব্বিতা সুন্দরীর মুখ থেকে চুমু কেড়ে নিতে পার্‌তাম না। হা, হা, হা! ভারী খাসা চুমু, কর্তা। যেন মধু পান করেছি। এ জন্য মদকে আমি ধন্যবাদ দেই। কর্তা, আর এক গ্লাস দিন। মাত্র আর এক গ্লাস।"

তাহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তুমি যে রকম কাজের লোক, তাতে তোমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া দরকার। নইলে অকালেই তোমার

গলায় ফাঁস লাগাবার মত কাজ তুমি ক'রে বসবে। তোমার বয়স কত হ'ল?"

"তা জানি নে।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "যাই হোক্, স্বাভাবিকভাবে মরবার এখনো তোমার দেরী আছে। এত অল্প পরিচয়ে তোমার গোপন কথা তুমি যে আমায় ব'লে ফেললে, এতে তোমার ফাঁসীও হতে পারে! তোমার বিশ্বাসপ্রবণতাকে ধন্যবাদ!"

হিউ ভয়, ক্রোধ, এবং বিস্ময়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে করিতে দুই পদ পিছাইয়া গেল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ছোকরা বন্ধু, রাজপথে ডাকাতি করা ভারী বিপজ্জনক অপরাধ। ধরা না পড়লে ব্যাপারটা ভারী মজার বটে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী জগতের অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারের মত এ ব্যাপারটাও ক্ষণস্থায়ী। তুমি যদি এই রকম ক'রে যার তার কাছে তোমার কাণ্ডগুলি ব'লে ফেল, তা হ'লে বেশী দিন তোমাকে এ জগতে থাকতে হবে না।"

হিউ বলিল, "আপনি কি বলছেন, কর্ত্তা? আপনি আমাকে এ কাজে লাগিয়ে দিয়ে আবার অমন কথা বলছেন কি ক'রে?"

সহসা হিউয়ের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "কি বল্‌লে? কে তোমাকে ও কাজ করতে বলেছে? কথাটা আমি ভাল শুনতে পাই নি। কে বলেছে?"

হিউ স্খলিতকণ্ঠে কি বলিল, তাহা ভাল বোঝা গেল না।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "কে বলেছে বল্‌লে তুমি? আমার জানবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে। কোন গ্রাম্য সুন্দরী বোধ হয়? সাবধান, বন্ধু। ওদের কথা বিশ্বাস করো না। আমার উপদেশ শোন, নিজের সম্বন্ধে সাবধান হও।"

আবার তিনি দর্পণের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

হিউ হয় ত বলিত যে, প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ংই তাহাকে এ কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কণ্ঠে তাহার শব্দগুলি বাধিয়া গেল। তাহার পৃষ্ঠপোষক যেরূপ কৌশলে তাহাকে কোণ-ঠেসা করিয়াছিলেন, তাহাতে সে সে কথা বলিতেই পারিল না। হিউ ভাবিল, মুখের কথা প্রকাশ করিবামাত্র এই ভদ্রলোক তাহাকে কারাগারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে ফাঁসী তাহার অনিবার্য্য। হিউ একবারে নত হইয়া পড়িল। সে তাঁহাকে অত্যন্ত শঙ্কিতনেত্রে দেখিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, ঘটনাচক্রে সে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এই ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ফাঁসীর মঞ্চে পাঠাইতে পারেন।

হিউ মুসড়াইয়া পড়িল। তার পর ভদ্রলোক তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া উহা পাঠ করিলেন।

"বেশ গুছিয়ে পত্রখানি লিখেছে। নারীর পত্রই বটে। পত্রের ছত্রে ছত্রে কোমলতা ও নিঃস্বার্থপরতা ফুটে উঠেছে!"

বলিতে বলিতে চিঠিখানা পাকাইয়া মিঃ চেষ্টার হিউয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ তুমি।" বলিয়া বাতির আলোকে পত্রখানা ধরিলেন। আগুন ধরিয়া উঠিলে, উহা তিনি অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে পত্রখানা ভস্মে পরিণত হইল।

হিউয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "পত্রখানা আমার ছেলের উদ্দেশ্যে লিখিত। তুমি এটা আমার কাছে এনে ভালই করেছ। নিজের দায়িত্বে আমি চিঠি খুলে পড়েছি। তার পর পত্রের পরিণামও তুমি দেখলে। তোমার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ এটা নাও।"

মুদ্রাটি হিউ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল। ভদ্রলোক বলিলেন, "এ রকম পত্র যদি ভবিষ্যতে পাও অথবা ঐ জাতীয় কোন সংবাদ যদি পাও, আমাকে এনে দেবে। কেমন, আনবে ত?"

কথাটা হাসিতে হাসিতে বলিলেও, হিউ বুঝিল, যদি সে তাহা না করে, তাহা হইলে তাহার বিপদ ঘটিবে। সে পার পাইবে না। হিউ সে কাজ করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তোমার গোঁয়ারতুমির কথা যা বললাম, তার জন্য তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার গর্দ্দানা যাবার ভয় নেই। আমার কাছে তুমি নিরাপদেই থাকবে। ধর, আর এক গ্লাস্ পান ক'রে নেও। তুমি বোধ হয় এখন শান্ত হয়েছ।"

হিউ নিঃশব্দে গ্লাসপূর্ণ সুরা পান করিয়া ফেলিল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আর খাবে না কি?"

হিউ বলিল, "এবার আপনার স্বাস্থ্যকামনায় পান করব।"

"ধন্যবাদ! ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন। ভাল কথা তোমার নামটা কি? তোমাকে ত হিউ ব'লে ডাকে, তা আমি জানি; কিন্তু তোমার পদবী?"

"তা আমি জানি নে।"

"ভারী অন্যায় ত! পদবী কি, তুমি জান না, না বলবে না?"

হিউ তখনই বলিল, "জানিনে, মশাই, জানলে বল্‌তাম। হিউ বলেই সবাই ডাকে। তার বেশী কিছু জানি নে। আমার বাবা যে কে, তা আমি জানিনে, কখন দেখিনি। আমার যখন ৬ বছর বয়স, আমার মার ফাঁসী হয়। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা চল্‌ত, কিন্তু তা হয় নি। আমার মা বড় গরীব ছিলেন।"

মৃদু হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "বড়ই দুঃখের কথা! তোমার মা বুঝি খুব সুন্দরী ছিলেন?"

হিউ বলিল, "আমার কুকুরটাকে দেখেছেন ত?"

চশমার মধ্য দিয়া কুকুরের দিকে চাহিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "খুব বিশ্বাসী বোধ হয়? ভারী চালাক না? যে সব জানোয়ারের বুদ্ধি আছে এবং ধর্ম্মভীরু, তা সে

জানোয়ারই হোক্ বা মানুষই হোক্, সবাই দেখতে কদাকার হয়ে থাকে।"

হিউ বলিল, "এই জাতীয় একটা কুকুর সে দিন আমার পাশে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকেছিল। হাজার হাজার লোক আমার মার ফাঁসী দেখবার জন্য জমায়েৎ হয়েছিল। আমার ও আমার কুকুরের দিকে কেউ দয়া ক'রে ফিরেও তাকায় নি। কুকুরটা যদি মানুষ হ'ত, সে আমার মার জন্য অমন ক'রে চেঁচাত না, তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যেত। তবে সেটা কুকুর। মানুষের মত বুদ্ধি তার ছিল না, কাজেই সে শোকে অভিভূত হয়েছিল।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "পশু কি না, তাই।"

হিউ এ কথায় কোনও উত্তর দিল না। শিশ দিয়া কুকুরকে ডাকিয়া লইয়া সে বিদায় গ্রহণের উপক্রম করিল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "শুভরাত্রি। মনে রেখ, আমার হাতে তোমার জীবন নিরাপদ থাকবে। যত দিন ভাল ভাবে থাকবে, আশা করি, বরাবরই আমি তোমাকে রক্ষা করব। এখন থেকে খুব সাবধানে থেক। সে রকম কাজ করেছ, তাতে ভীষণ বিপদে তুমি পড়তে। যাক্, এখন বিদায়। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

কথাটার প্রকৃত অর্থ হিউ কিছু কিছু বুঝিল। সে নিতান্ত অনুগতের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার পৃষ্ঠপোষক ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এক টিপ্ নস্য লইয়া তিনি আপন মনে বলিলেন, "ওর মাকে ফাঁসী দেওয়াটা ঠিক কাজ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ছোকরার চোখ দুটি সুন্দর। ওর মার চোখ নিশ্চয় সুন্দর ছিল। তবে বোধ হয়, ওর মার নাক হয় ত লাল ছিল, ব্যবহার অশিষ্ট এবং চরণযুগল যাচ্ছেতাই ছিল। যাক্, যা হয়েছে, ভালই হয়েছে।"

দর্পণের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া, গ্লাসের অবশিষ্ট সুরাটুকু তিনি পান করিয়া ফেলিলেন। আহ্বানে ভৃত্য আসিয়া হাজির হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে দুই জন বাহক ও একখানা চেয়ার ডাকিয়া আনিল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "বাতাসটা যেন দূষিত হয়ে উঠেছে। পিক্, খানিকটা গন্ধজিনিষ এনে মেঝেতে ঢেলে দেও। ছোকরা যে চেয়ারে বসেছিল, সেখানা এখান থেকে নিয়ে যাও। আমার গায় খানিকটা এসেন্স ঢেলে দেও। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে।"

ভৃত্য আদেশ পালন করিল। কক্ষ এবং মানুষ গন্ধদ্রব্যে শুদ্ধ হইল। তারপর মিঃ চেষ্টার টুপী লইয়া চেয়ারে বসিলেন। বাহকরা তাঁহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

২৪

সর্বগুণান্বিত এই ভদ্রলোক সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বড় বড় সমাজে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে, সদালাপে সকলেই মুগ্ধ। শিষ্টাচারে তিনি দক্ষ ছিলেন। যাহারা তাঁহার ভিতরের পরিচয় রাখিত, তাহারাও বাহ্য ব্যবহারে তাঁহার সহিত অশিষ্টতা প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। মিঃ চেষ্টার সকল সমাজের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

পরদিবস সকালে তিনি শয্যায় বসিয়া কফি পান করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার ভৃত্য এক টুকরা মলিন কাগজ লইয়া মনিবের কাছে আসিল। মিঃ চেষ্টার পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে, "বন্ধুজনের নিকট হইতে। সাক্ষাৎ প্রার্থনীয়। প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী এবং গোপনীয়। পাঠের পর ইহা পুড়াইয়া ফেলিবেন।"

মনিব ভৃত্যকে বলিলেন, "এটা কোথায় কুড়িয়ে পেলে?"

ভৃত্য বলিল যে, এক ব্যক্তি উহা লইয়া আসিয়াছে। সে দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছে।

"মালখানার নীচে ছোরা নিয়ে এসেছে না কি?"

মিঃ চেষ্টার ভৃত্য-প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, লোকটার ব্যবহারে শঙ্কা করিবার কিছুই নাই। হুকুম হইল, তাহাকে লইয়া আইস। ভিতরে আসিল মিঃ ট্যাপারটিট্। তাহার হাতে একটা বড় তালা। সে উহা ভূমিতলে রক্ষা করিল।

নতভাবে অভিবাদন করিয়া মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "আপনি দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন, এজন্য ধন্যবাদ। আমি সামান্য কাজ করি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি বৃহত্তর কাজের উপযুক্ত, তা জেনে রাখবেন।"

মিঃ চেষ্টার লোকটার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই ছোকরা পাগল। তাহাকে যে ঘরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার তালা ভাঙ্গিয়া উহা সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। মিঃ ট্যাপারটিট আবার অভিবাদন করিয়া তাহার জোড়া পা মেলিয়া ধরিল।

বুকে হাত রাখিয়া মিঃ ট্যাপারটিট্ বলিল, "আপনি তালা-নির্ম্মাতা জি, ভার্ডেনের নাম শুনেছেন। তাঁকে সকলেই জানে।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তা যেন হ'ল, কিন্তু তার পর?"

"আমি তাঁর ওখানে কাজ করি।"

"বেশ, তার পর?"

মিঃ ট্যাপারটিট্ বলিল, "হুম্। মশাই, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে পারি কি? তার পর আপনাতে আমাতে যে কথা হবে, সেটা অনুগ্রহ ক'রে গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দয়া ক'রে দেবেন কি?"

মিঃ চেষ্টার শয্যায় শান্তভাবে গা ঢালিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, ঐ অদ্ভুত ব্যক্তিটি দরজা বন্ধ করিয়া কাছে আসিল। তিনি তাহাকে বক্তব্য শেষ করিতে বলিলেন।

পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া ট্যাপারটিট্ উহার ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "সার,

প্রথম কথা এই যে, আমার কার্ড নেই। এই রুমালখানা যদি হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেন, তা হ'লে ডান দিকের কোণে আমার পরিচয়ের প্রমাণ পাবেন।"

শিষ্টভাবে রুমালখানা হাতে লইয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ধন্যবাদ। চার। সিমস্ ট্যাপারটিট্। এক। এটা কি—"

সিম্ বলিল, "নম্বরগুলো বাদে যা পড়লেন, ঐ আমার নাম। ধোপানীর বাড়ী কাচতে দেবার জন্য ওটার দরকার। তা ছাড়া আমার বা আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। আপনার নাম, সার, টুপীতে লেখা আছে চেষ্টার। ওটা খুলবার দরকার নেই। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। বাকি সব ধ'রে নিলেই হবে।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "মিঃ ট্যাপারটিট্, ধোপার বাড়ীর এই চিহ্নের সঙ্গে আপনি যে কাজে এসেছেন, তার কোন সম্পর্ক আছে কি?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হ'লে কাজের কথা বলুন।"

সিম্ বলিল, "আমাদের বাড়ীতে যা সব কথাবার্ত্তা হয়, তা থেকে আমি জান্‌তে পেরেছি, আপনার ছেলে, যুবতী ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেশেন, তাতে আপনার সায় নেই। মশাই, আপনার ছেলে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি।"

"মিঃ ট্যাপারটিট্, আপনি আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিলেন এ কথা ব'লে।"

"ধন্যবাদ। আপনার ছেলে ভারী গর্ব্বিত—অত্যন্ত অহঙ্কারী।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "সে যে গর্ব্বিত, তা আমি জানি। আপনার কথা শুনে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল।"

"দেখুন, আপনার ছেলেকে বস্‌তে দেবার জন্য আমাকে চেয়ার টানাটানি করতে হয়। সে কাজ চাকরের। তাঁর গাড়ী ডেকে আন্‌তে হয়। এ সব কাজ আমার করবার কথা নয়। তা ছাড়া তিনি নিজে যুবা। আমাকে বলেন, ধন্যবাদ, সিম্। এ কথাটা বলা তাঁর পক্ষে সঙ্গত নয়।"

"মিঃ ট্যাপারটিট্, বয়সের তুলনায়, আপনার বুদ্ধি অনেক বেশী দেখছি। আচ্ছা, ব'লে যান।"

অত্যন্ত পুলকিত হইয়া সিম্ বলিল, "আপনার মন্তব্যে আমি সুখী হলুম, সার। আমাদের বাড়ীর লোকজন যত দিন মেপোলে চিঠি-পত্র নিয়ে আনাগোনা করতে থাকবে, সার, তত দিন সেই যুবতী ভদ্রমহিলার সংসর্গ থেকে আপনার ছেলেকে রক্ষা করতে পারবেন না। ঘোড়-সওয়ার দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখ্‌লেও কোন ফল হবে না।"

একটু থামিয়া সিম্ আবার বলিয়া চলিল, "এখন আমার বক্তব্য কথাটা বলি। আপনি হয় ত জিজ্ঞাসা করবেন, কি ক'রে এ সব কাজ বন্ধ করা যায়? আমি উপায় বাত্‌লে দিচ্ছি। আপনার মত সাধুচরিত্র, ভদ্র, হাসি হাসি মুখ ভদ্রলোক—"

"বাস্তবিক, মিঃ ট্যাপারটিট্—"

সিম্ বলিল, "আমি সত্য কথাই বলছি, সার। আপনার মত ভদ্রলোক যদি দশ মিনিট ধ'রে মিসেস্ ভার্ডেনের সঙ্গে কথা বলেন—তাঁকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন, তা হ'লে চিরদিনের জন্য তিনি আপনার পক্ষভুক্ত হয়ে থাকবেন। তা হ'লে তিনি নিজেও দূতীর কাজ করবেন না, বা মেয়ে ডলিকেও দূতীগিরী করতে দেবেন না। এ কথাটা মনে ক'রে রাখ্‌বেন।"

"মিঃ ট্যাপারটিট, মানুষের সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান—"

ভীষণভাবে শান্ত হইয়া সিম্ বলিল, "একটু থামুন সার। মেপোলে এক জন শয়তান আছে। সেটা একটা ভবঘুরে রাক্ষস বল্‌লেই চলে। তাকে ওখান থেকে তাড়ান আগে দরকার। কারণ, সেই আপনার ছেলেকে ঐ ভদ্র-যুবতীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। আপনার উপর তার জাতক্রোধ আছে। আপনি হয় ত জানেন, এই ছোকরা—জো উইলেট তার নাম, সকল সময় আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত ক'রে থাকে। সে আপনার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। শুনে আমরা শিউরে উঠি।"

"মিঃ ট্যাপারটিট, এতে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে রয়েছে।"

ট্যাপারটিট বলিল, "ব্যক্তিগত, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাই হোক না কেন, ওকে আপনি ধ্বংস ক'রে ফেলুন। মিগস্‌ও তাই বলে। আমিও তাই বলি। আমরা এ সব সহ্য করতে পারি না—খালি গোপন ষড়যন্ত্র। বারনাবি রজ ও তার মাও এ ব্যাপারে আছে। কিন্তু শয়তান জোসেফ উইলেটই দলের কর্ত্তা। আমি ও মিগস্ তাদের ষড়যন্ত্রের সব কথাই জানি। যদি সব খবর জান্‌তে চান, তা হ'লে আমাদের কাছে আবেদন করবেন। মশাই, জোসেফ উইলেটকে ধ্বংস ক'রে ফেলুন—চূর্ণ ক'রে ফেলুন। তা হলেই সুখী হবেন।"

উত্তরের কোন প্রতীক্ষা না করিয়া সিম্ ট্যাপারটিট গম্ভীরভাবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিঃ চেষ্টার আপন মনে বলিলেন, "এই ছোকরা কাজের হবে। আমার যা সন্দেহ হয়েছিল, ছোকরা সেটা সমর্থন ক'রে গেল। কোন কোন ক্ষেত্রে ধারাল অস্ত্র অপেক্ষা ভোঁতা অস্ত্রে কাজ ভাল হয়। এই সকল লোকের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাধাতে হবে। উপায় কি, করতেই হবে।"

ভদ্রলোক তাহার পর শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা দিতে লাগিলেন।

২৩

দুই জন যাত্রী চিগওয়েলের পথে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। এক জন বারনাবি, অপর জন তাহার মাতা। সঙ্গে অবশ্য গ্রিপও ছিল।

বিধবা পথ হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। বারনাবি খেয়ালবশে কখনও ধীরে চলিতেছিল, কখনও বা দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া জননীর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতেছিল। তার পর অকস্মাৎ কোন ঝোপ অথবা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া মাতাকে চকিত করিয়া তুলিতেছিল।

বিধবার বক্ষোদেশে বহু দুর্ভাবনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। গোপন শঙ্কা ও দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। পুত্রের এইরূপ চপলতায় তাঁহার দুঃখের বোঝা মাঝে মাঝে লঘু হইয়া উঠিতেছিল।

বিধবা যে স্থানের অভিমুখে চলিয়াছিলেন, ভীষণ দুর্ঘটনার পরই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। বাইশ বৎসর তিনি এ অঞ্চলে আসেন নাই। এই স্থান তাঁহার জন্মভূমি। জন্মভূমিকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে শত শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল।

বাইশ বৎসর! তাঁহার পুত্রের বয়স ও জীবন-কাহিনী এই বাইশ বৎসরের পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়া রহিয়াছে। এই গাছের তলদেশ দিয়া তিনি শিশু পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কত দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রজনী তিনি পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহার মনের উষার উদয়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সে শুভদিন আসে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুত্রের মানসিক বৈলক্ষণ্যকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পুত্রের শৈশব ও বাল্যের শত চিত্র ভিড় করিয়া তাঁহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

না, তাঁহার পুত্র অন্য বালকদের ন্যায় স্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে নাই।

পুত্রের হাত ধরিয়া বিধবা গ্রাম্য পথে চলিতে লাগিলেন, গ্রামের কোন পরিবর্তনই হয় নাই। সেই পথ, সেই বৃক্ষবীথি, সেই প্রান্তর, সবই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরিবর্তন শুধু তাঁহার মনেই হইয়াছে।

গ্রামের সকলেই বারনাবিকে চিনিত। বালকবালিকারা তাহাকে দেখিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষুক দেখিলে যেমন ছেলে-মেয়েরা তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়ায়, বারনাবিকে দেখিয়া বালক-বালিকারা ঠিক সেই ভাবেই তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বিধবাকে তাহারা কেহই চিনিত না। উভয়ে প্রত্যেক পরিচিত স্থানের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল।

তাহাদের লক্ষ্য স্থান ওয়ারেণ। মিঃ হেয়ারডেল উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া তিনি লোহার ফটক খুলিয়া সেখানে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তিনি বিধবাকে বলিলেন, "এত দিন পরে সাহস ক'রে তুমি পুরাতন স্থানে এসেছ। তোমাকে দেখে আমি খুসী হলুম।"

বিধবা বলিলেন, "এই প্রথম, আর এই শেষ।"

"অনেক দিন পরে প্রথম আগমন বটে, কিন্তু শেষ বল্‌তে পার না।"

"না, শেষই বটে।"

সবিস্ময়ে বিধবার দিকে চাহিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার কথার মানে এই যে, এখানে আসবার পর তোমার মনে হয়েছে, আর আসবার সাহস তোমার নেই, কিন্তু এটা তোমার যোগ্য কথা নয়। আমি অনেকবার তোমাকে এখানে এসে থাকবার জন্য বলেছি। অন্য স্থানের অপেক্ষা এখানে তুমি বেশী সুখে থাকবে। বারনাবির কাছে এটা ত তার নিজের বাড়ী।"

বারনাবি বলিয়া উঠিল, "গ্রিপেরও বাড়ী বটে।"

কাক বলিয়া উঠিল, "পলি কেটলি চড়াও। আমরা চা খাব।"

বিধবাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার কথা শোন, মেরী, তোমার জীবনটা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত। শুধু এই বিষয়ে তুমি আমার মনে ব্যথা দিয়েছ। নিষ্ঠুরভাবে তুমি সেই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছ। তাতে আমার একমাত্র ভাইকে আমি হারিয়েছি। ইমা তার বাবাকে হারিয়েছে। সময় সময় আমার মনে হয় যে, আমাদের সকলের দুর্ভাগ্যের যে মূল কারণ, তার সঙ্গে তুমি আমাকে জড়িয়ে দিয়েছ।"

বিধবা বলিয়া উঠিলেন, "তার সঙ্গে আমি আপনার যোগাযোগ ক'রে দিয়েছি!"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার মনে হয়, তোমার স্বামী আমাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল যে, আমার ভ্রাতার রক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত সে জীবন দিয়াছে। তার হত্যার ব্যাপারে আমাদিগকে তুমি কোন না কোন রকমে সংশ্লিষ্ট ক'রে দিয়েছ।"

বিধবা বলিলেন, "হায়! আপনি আমার মন জানেন না! সত্য ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞানই নেই।"

মিঃ হেয়ারডেল অনেকটা আত্মগতভাবেই যেন বলিলেন, "করাটা তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয় ত তা করেছ। আমাদের বংশের পতন ঘটেছে। তোমার দুঃখের বিনিময়ে টাকার কোন মূল্যই নেই। এক সময়ে এ বংশের লোক দুহাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন। এখন সে সামর্থ্য আমাদের নেই। থাক্‌লেও টাকা দিয়ে তোমার দুঃখ দূর করা অসম্ভব। সেটা যেন বিদ্রূপের মতই মনে হয়। ভগবান্ জানেন, আমার তাই মনে হয়। যদি ও তা করে, তাতে আমার বিস্ময়ের কি আছে?" এ কথাটা যেন তিনি স্বগত নিজেকেই প্রশ্ন করিলেন।

আগ্রহভরে বিধবা বলিলেন, "আপনি আমার সম্বন্ধে অবিচার করছেন। আমি এখন যা বলতে এসেছি, তা যদি শোনেন—"

বিধবার স্খলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার সন্দেহ কি তা হ'লে দৃঢ় হবে বলতে চাও? বেশ বল!"

তিনি দুই পা আগাইয়া গেলেন। পরক্ষণেই তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"এই কথাটা বলবার জন্যেই কি তুমি এত দূর এসেছ?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমাদের মত গর্ব্বিত ভিক্ষুকরা অধঃপাতে যাক্। আমাদের কাছ থেকে ধনী ও দুঃখী সমান দূরে থাকতে চায়। বেশ ত, ২২ বছর ধ'রে যে বাঁধন আমাদের মধ্যে ছিল, যদি তা থেকে মুক্তি পেতেই চাও, আমাকে বল্‌লে, আমি নিজেই তোমার কাছে গিয়ে সে কথা শুনে আসতুম।"

বিধবা বলিলেন, "সে সময় কৈ? কাল রাত্রে আমি সংকল্প স্থির করেছি। তাই একটা দিনও নষ্ট করতে পারিনি। একটা দিন কি—একটা ঘণ্টাও দেরী করা চলে না। তাই আপনার কাছে বলবার জন্য ছুটে এসেছি।"

ইতিমধ্যে তাঁহারা অট্টালিকার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ হেয়ারডেল বিস্ময়ভরে বিধবার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তার পর বিধবাকে লইয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। ইমা সেখানে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ইমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বইখানি এক পাশে রাখিয়া দিলেন। তার পর তিনি গভীর আগ্রহে বিধবাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। বিধবা যেন ইহাতে ভয় পাইয়া, আলিঙ্গনস্পর্শ এড়াইয়া একখানি আসনে বসিয়া পড়িলেন।

ইমা বলিলেন, "দীর্ঘ দিনের পর এখানে এসেছেন। জ্যেঠামশাই, দয়া ক'রে ঘণ্টাটা বাজান না। থাক্—বারনাবি দৌড়ে গিয়ে এক বোতল সুরা আনুক।"

বিধবা বলিলেন, "না, না। সে আমি পারব না। মদ স্পর্শ করা অসম্ভব। আমি এক মিনিট বিশ্রাম চাই। তা ছাড়া আর কিছুই চাইনে।"

মিস্ হেয়ারডেল বিধবার আসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করুণ-নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে থাকিবার পর বিধবা মিঃ হেয়ারডেলের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তিনি বিধবাকে নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

যে ঘরে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সেই ঘরের কাছেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিধবা বলিলেন, "কি ক'রে আরম্ভ করব, তাই ভেবে পাচ্ছি না। আপনারা হয় ত' ভাববেন, আমি পাগল হয়ে গেছি।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমাকে আমরা সবাই ভাল জানি। সুতরাং তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগবারই অবকাশ নেই। আমাদের সম্বন্ধে তোমার স্বার্থ কি, তা আমরা সবাই জানি। সুতরাং প্রকৃতিস্থ হও। অত উতলা হয়ো না। যে কোন সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন হবে, তা পাবে। এতে তোমার অধিকার আছে।"

বিধবা বলিলেন, "এ জগতে আপনি ছাড়া আমার কোন বন্ধুজন নেই। কিন্তু এখন থেকে আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। জগতে এখন আমাকে একাই চল্‌তে হবে। কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে আমি পারব না। এতে হয় ত আমি ডুবে মরব, অথবা বেঁচে থাকতেও পারি।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এই কথাটা বল্‌বার জন্য যদি তুমি এসে থাক, তা হ'লে কেন তুমি এ কাজ করতে চলেছ, তার কারণ একটা ত দেখাবে। নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্য তুমি এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করছ।"

বিধবা বলিলেন, "আমি কোন হেতু নির্দ্দেশ করতে পারব না, সেইটাই ত আমার মহৎ দুঃখের কারণ। শুধু কথাটাই আমি নিবেদন করতে এসেছি। কারণ, তাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য—অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। এ যদি না করি, তা হ'লে আমার মত কৃতঘ্ন নীচ অপরাধিনী জগতে আর কেউ নেই। এর পর আমি আর কোন কথা বল্‌তে পারব না—আমার মুখ বন্ধ। আর কিছু আমার বলবার নেই।"

কথাটা বলিয়াই বিধবা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তার পর বলিলেন, "ভগবান আমার সাক্ষী। প্রিয়তম ইমা, আপনিও আমার হয়ে বলুন। আমি সারা জীবন এই পরিবারের অনুরক্ত, বিশ্বস্ত। আমার সে ভক্তি কোন দিন টলবে না। আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার এ-ভাব চিরদিন সমান থাকবে। এই বংশের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ বলেই আমাকে এই পথ নিতে হচ্ছে। আমাকে এ পথ থেকে কেউ টলাতে পারবে না। ভগবান তা জানেন।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার!—কিছুই ত বুঝতে পারছি না!"

বিধবা বলিলেন, "এ জগতে এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ কোন দিন হবে না। অন্য জগতে সময়ে হয় ত সবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সত্য প্রচারিত হবে। কিন্তু হয়ত সে দিনের এখন ঢের বিলম্ব আছে।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে ভাল ক'রে বুঝতে

দেও। এত দিন আমাদের কাছ থেকে যে টাকা তুমি পাচ্ছিলে, সে টাকা কি এখন থেকে তুমি আর নেবে না? বিশ বছর আগে যে বৃত্তি আমরা তোমাকে দিয়েছি, তা কি পরিত্যাগ করবে? আর একটা উচ্চ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তুমি কি এ কাজ করতে চেয়েছ? অথচ কারণটা তুমি প্রকাশ করতে চাও না? ভগবানের দোহাই দিয়ে বল্‌ছি, এর কারণ কি আমায় বল্‌তে হবে।"

বারনাবি-জননী বলিলেন, "এ বংশের কি জীবিত, কি মৃত প্রত্যেকের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁদের দয়া আমি জীবনে ভুলতে পারব না। এ বাড়ীর কারও অর্থে আমার জীবন ধারণ করা আর চল্‌বে না। কারণ, আপনি জানেন না, সে টাকা কি কাজে লাগ্‌বে, কার হাতে গিয়ে পড়বে! আমি জানি। তাই আর সে টাকা আমি নিতে পারিনে।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "নিশ্চয়। সে টাকা তুমি যে রকম ইচ্ছে ব্যয় করতে পার।"

"সে টাকা আর আমার কাছে থাক্‌ছে না। আগে থেকেই। সে টাকা এখন এমন কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে, যাতে মৃতব্যক্তির প্রতি বিদ্রূপ করা হবে। তার ফলে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের ঘোর অকল্যাণ হ'তে পারে। যার পাপে আমার নিরপরাধ পুত্র কষ্ট পাবে।"

সবিস্ময়ে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এ সব কি কথা? তুমি কোন্ দলের লোকের সঙ্গে মিশ্‌ছ? কার বিশ্বাস-ঘাতকতায় তুমি অপরাধ ক'রে ফেলেছ?"

"আমি অপরাধী, আবার নির্দ্দোষও বটে। অন্যায় করছি, আবার ঠিক সঙ্গত কাজও করছি। আমার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু বাধ্য হয়ে মন্দকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আর আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে এইটুকু বিশ্বাস করুন, আমি কৃপার পাত্র—আমাকে অভিসম্পাত করবার কিছু নেই। কালই আমি ও বাড়ী ছেড়ে যাব। কারণ, সেখানে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। ভবিষ্যতে আমি কোথায় থাক্‌ব, তা কেউ জানবে না। কারণ, আমি শান্তিতে থাক্‌তে চাই। আমার ছেলে ভবিষ্যতে ঘটনাক্রমে যদি এ দিকে এসে পড়ে, তাকে লোভ দেখিয়ে আমার বাসস্থানের কথা জেনে নেবার চেষ্টা করবেন না। অথবা তার পেছনে লোক লাগাবেন না। কারণ, আবার যদি আমার বাসস্থানে ভূতের উৎপাত হয়, তখন সে আশ্রয় ছেড়ে আমাকে অন্যত্র পালাতে হবে। সব কথা ব'লে আমার মন হাল্‌কা হ'ল। এখন আপনি, মিস্ হেয়ারডেল, আপনিও, যদি পারেন আমাকে বিশ্বাস করবেন। এর মধ্যে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তখন আমি শান্তিতে মরতে পারব। অবশ্য আমার গুপ্ত কথা আমার সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যাবে; কিন্তু মরবার সময় আমার মনে পাষাণ-ভার চেপে থাক্‌বে না। আজকের এ ব্যাপারেই আমার মন হাল্‌কা হয়ে গেল। যত দিন আমি বেঁচে থাক্‌ব, আপনাদের দুজনকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাব। আপনাদের যাতে বিপদ না ঘটে, তাই করব। আমার জন্য আপনারা আর দুঃখ করবেন না।"

বিধবা এই কথার পরই চলিয়া যাইতেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। তাঁহারা বিধবাকে মিষ্ট কথায় অনেক বুঝাইলেন; বহু অনুরোধ করিলেন—বিষয়টা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলিলেন; কিন্তু কোনও মতেই তাঁহারা বিধবাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। মিঃ হেয়ারডেল এমনও বলিলেন যে, তিনি যেন ইমার কাছে তাঁহার গোপন কথা জানাইয়া যান। এ প্রস্তাবেও বিধবা রাজি হইলেন না। তিনি শুধু এইটুকু প্রস্তাবে সম্মত যে, পরদিবস অপরাহ্ণে মিঃ হেয়ারডেলের সহিত তাঁহার বাড়ীতে তিনি সাক্ষাৎ করিবেন। ইতিমধ্যে বিধবা তাঁহাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় ভাবিয়া দেখিবেন। তবে তাঁহার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাও তিনি বলিতে ভুলিলেন না। ইহার পর তাঁহারা অগত্যা বিধবাকে বিদায় দিলেন। বারনাবি ও গ্রিপকে লইয়া বিধবা সেখান হইতে বাহির হইলেন। কেহ তাঁহাদিগের আগমন ও নির্গমনের সংবাদ জানিল না। খিড়কির পথেই তাঁহারা যেমন আসিয়াছিলেন, সেই পথেই চলিয়া গেলেন।

উল্লিখিত আলোচনার সময় দাঁড়-কাকটি একটিও শব্দ করে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার আচরণে বুঝা যাইতেছিল যে, আলোচনার একটি শব্দও তাহার শ্রুতি এড়ায় নাই।

বারনাবিরা গাড়ীতে চড়িয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবার তখন পুরা দুই ঘণ্টা বাকি ছিল। বারনাবি প্রভৃতির ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল। তাই সে প্রস্তাব করিল যে, মেপোল-এ গিয়া জলযোগ করিয়া লইবে। তাহার মাতার ইচ্ছা ছিল না যে, এতদঞ্চলের যাহারা তাঁহাকে চিনে, তাহাদের কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়। এজন্য তিনি গোরস্থানের মধ্যে প্রতীক্ষা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। বারনাবি তখন কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া সেইখানে বসিয়া জলযোগ করিবার ব্যবস্থাই করিল।

গোরস্থানে আসিয়া দাঁড়কাকটি গভীর চিন্তামগ্নভাবে রহিল। সে প্রত্যেক সমাধিলিপি যেন পাঠ করিয়া দেখিবার জন্য এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। কোনও সমাধির পার্শ্বে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি শয়তান, আমি শয়তান, আমি শয়তান!"

স্থানটি খুবই নির্জ্জন, কিন্তু বারনাবির মাতার পক্ষে অত্যন্ত শোক-করুণ। কারণ, মিঃ রুবেন হেয়ারডেল এইখানেই সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই পার্শ্বে বিধবার

স্বামীর কবর। সেই সমাধি-শিলায় তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস সংক্ষেপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বিধবা এইখানে বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় ডাক-গাড়ীর শৃঙ্গধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

বারনাবি ঘাসের উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইতেছিল। শৃঙ্গধ্বনি শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। গ্রিপও যেন বুঝিতে পারিল, ডাকগাড়ী আসিতেছে। সে ঝুড়ির ভিতর গিয়া বসিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

মেপোলের সম্মুখে ডাকগাড়ী থামিল। জো বাড়ী ছিল না। হিউ প্যার্শেলটি দিবার জন্য গাড়ীর কাছে আসিল। বৃদ্ধ জন তখন বাহিরে আসিবেন না। মুক্ত বাতায়নপথে সকলেই দেখিতে পাইল, বৃদ্ধ জন আরাম-কেদারায় ঘুমাইতেছেন। ডাকগাড়ী আসিলেই তিনি ঘুমাইয়া থাকেন, ইহা সকলেরই জানা ছিল।

হিউকে দেখিবামাত্র বিধবা তাঁহার মুখের অবগুণ্ঠন নামাইয়া দিলেন। হিউ বারনাবির সহিত অস্ফুটস্বরে কি কথা বলিল। বিধবাকে দেখিয়া কেহ কোন প্রশ্নও করিল না। কাহারও মনে কোন কৌতূহলও জাগিল না। এই ভাবে তিনি নিজ জন্মভূমিকে দেখিয়া সহরে ফিরিলেন।

২৬

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভার্ডেন, এ কথা শুনে তোমার বিস্ময়বোধ হচ্ছে না? তোমার সঙ্গে চিরদিন তার বন্ধুত্ব। তার মনের ভাব তুমি ছাড়া অন্য কেউ ভাল বুঝতে পারবে না।"

ভার্ডেন বলিলেন, "মাপ করবেন আমায়। আমি ত এ কথা বলি নে যে, আমি তাকে বুঝতে পেরেছি। কোন নারীর সম্বন্ধে এমন কথা বলবার দুঃসাহস আমার নেই। মেয়েমানুষকে বোঝা সোজা ব্যাপার নয়। তবে আপনি মনে করেছিলেন, শুনে আমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাব, তা আমি হই নি, স্যার।"

"বন্ধু, কেন বল ত?"

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ভার্ডেন বলিলেন, "আমি তার সংস্রবে এমন লোককে আসতে দেখেছি, যাতে আমার মনে অবিশ্বাস জন্মেছে, মনে উৎকণ্ঠা জেগেছে। খারাপ লোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে—কবে এবং কি রকম ক'রে, তা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু তার বাড়ীতে চোর-ডাকাত এসে আশ্রয় নিয়েছে, অন্ততঃ এক জন ডাকাত আশ্রয় নিয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এখন শুনলেন ত! এত দিনে কথাটা ব'লে ফেললুম।"

"ভার্ডেন!"

"আমি নিজের চোখে দেখেছি। তার জন্য আমি ইচ্ছে করেই আধা অন্ধ সেজে থাকতে রাজি ছিলুম। আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পারলেই আমি সুখী হতুম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কাকেও কথাটা বলি নি। আপনি এখন শুনলেন, কিন্তু এ খবর আর কেউ যেন জানতে না পারে। আমি জানি, আপনি কাকেও বলবেন না। আমি নিজের চোখে দেখেছি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়, জেগেই দেখেছি। এক দিন ওর বাড়ীর দরজায় রাত্রিবেলা অন্ধকারে সেই ডাকাতটাকে দেখেছি। সে লোকটা মিঃ এডোয়ার্ড চেষ্টারকে খুন ক'রে টাকা লুঠ করেছিল। সেই একই রাত্রিতে আমাকেও ভয় দেখিয়েছিল।"

মিঃ হেয়ারডেল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তাকে ধরবার চেষ্টা কর নি?"

ভার্ডেন বলিলেন, "করেছিলুম, কিন্তু সে নিজেই আমাকে বাধা দিয়েছিল—আমায় ধ'রে রেখেছিল। গায়ে যত জোর, তত জোরে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে রেখেছিল। ইতিমধ্যে লোকটা পালিয়ে গেল।" গেব্রিয়েল অতঃপর সমস্ত ঘটনাটা মিঃ হেয়ারডেলকে বিবৃত করিলেন।

ভার্ডেনের ছোট বৈঠকখানা-ঘরে উভয়ে মৃদুস্বরে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন। বিধবার বাড়ীতে গেব্রিয়েলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য মিঃ হেয়ারডেল আসিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ভার্ডেনের প্রভাবে তিনি বিধবাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবেন। তদুপলক্ষেই এই আলোচনার উদ্ভব।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "এ ব্যাপারের একটি কথাও কাকে জানাব না ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কারণ, ঘুণাক্ষরেও যদি কেউ এ সব কথা জানতে পারে, তা হ'লে বিধবার ভীষণ ক্ষতি হ'তে পারে। আমি ভেবেছিলাম, আশা করেছিলাম যে, সে এর পর আমার কাছে এসে সব কথা বলবে, আমার পরামর্শ চাইবে। সেজন্য ইচ্ছে ক'রে আমি দু'বার তার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করেছিলাম। কিন্তু সে ঐ ব্যাপার নিয়ে একটা কথাও বলে নি। শুধু নীরবে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল। তার সেই দৃষ্টিতে অনেক কথা লেখা ছিল। সে দৃষ্টি যেন আমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছিল—আমি যেন সে ব্যাপারের কোন কথা আর না তুলি। বাস্তবিক তার কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে আমিও তাকে কোন প্রশ্ন করি নি। অবশ্য এজন্য আপনি আমাকে বোকা মূর্খ বলবেন, তা জানি, স্যার। যদি তা বলেন, তা হ'লে আমি মনে অনেকটা শান্তিও পেতে পারি।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিবার পর মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার কথা শুনে আমি ভারী বিচলিত হয়ে পড়েছি। এর মানে কি? তোমার কি মনে হয়?"

ভার্ডেন মাথা নাড়িয়া বাতায়নপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

মিঃ হেয়ারডেল প্রশ্ন করিলেন, "সে আর কাউকে আবার বিয়ে করে নি ত?"

"আমাদের অজ্ঞাতসারে নিশ্চয় নয়।"

"পাছে কেউ জানতে পারে, এই ভেবে হয় ত কথাটা গোপন রেখেছে। যদি সে অযোগ্য লোককে বিয়ে ক'রে থাকে—এ রকম হওয়া বিচিত্র নয়—কারণ, দীর্ঘকাল একঘেয়ে জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছে। বিয়ের পর হয় ত সে জানতে পেরেছে যে, লোকটা দুষমন। এখন তাকে রক্ষা করার জন্ম তার উৎকণ্ঠা হয়েছে। অথচ স্বামীর ব্যবহারে সে বিদ্রোহীও হয়ে উঠেছে। এটা সম্ভবপর। কাল তার সঙ্গে আলোচনাকালে এই রকম কথার ভাবই যেন দেখেছিলুম। এখন তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বারনাবি কি এ সব কিছু জানে ব'লে মনে হয়?"

ভার্ডেন বলিলেন, "বলা সম্ভবপর নয়। বারনাবির কাছ থেকে কোন কথা বার করাও কঠিন—অসম্ভব বললেও চলে। আপনি যা বললেন, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি ব্যাকুল হচ্ছি। ছেলেটা ভারী ভাল। অসৎসঙ্গে মিশে—"

আরও মৃদুকণ্ঠে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আচ্ছা ভার্ডেন, গোড়া থেকেই এই স্ত্রীলোকটি আমাদের প্রতারণা ক'রে আসছে না ত? এটা কি অসম্ভব যে, এই লোকটার সঙ্গে সংস্রব, ওর স্বামীর জীবদ্দশাতে হয় নি? তারই পরিণামে কি ওর স্বামীর আর আমার ভ্রাতার—"

বাধা দিয়া ভার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই ভগবানের! না, না, মুহূর্তের জন্ম এ রকম সন্দেহকে মনে স্থান দেবেন না। পঁচিশ বছর আগে ওরকম মেয়ে আর কে ছিল? হাস্যময়ী, প্রফুল্লাননা, সুন্দরী তরুণী সে ছিল। ভেবে দেখুন মশাই, কত চমৎকার মেয়ে সে ছিল। আমি বুড়ো হয়েছি, এখনও সে কথা মনে হ'লে যন্ত্রণা বোধ হয়। কি ছিল বসুমতী আর এখন কি হয়ে গেছে! আমাদের সকলেরই পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সে সময়ের গুণে। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট মানসিক যন্ত্রণা মানুষকে কেমন বদলে দেয়, তার দৃষ্টান্ত ওকে দেখলেই বোঝা যায়। এক মিনিট আপনি সেই দিনের কথা মনে করুন, যখন মেরী কাজ কর্তে যেত, সে সময়ে তার কি উৎসাহ, মুখে চোখে কি সরল আনন্দ-দীপ্তি ফুটে উঠ্তো, সেটা একবার ভেবে দেখুন। তার পক্ষে কি এ রকম কাজ করা সম্ভবপর?"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তুমি খুব ভাল লোক, ভার্ডেন। তোমার কথাই ঠিক। আমি বিষয়টা নিয়ে এত ভেবেছি যে, খালি আমার মনে সন্দেহ জন্মে। তোমার কথাই ঠিক।"

গেব্রিয়েল দীপ্তনয়নে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "রজের আগে আমি মেরীর প্রণয়প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু আমি তাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। তবে সেজন্ম আমি এমন কথা বলি না যে, রজ মেরীর যোগ্য ছিল না। যদি আমার সঙ্গে মেরীর বিয়ে হ'ত, তা হ'লেও মেরীর যোগ্য আমি হতুম না। তবে এ কথা ঠিক, রজের পক্ষে মেরী অতিরিক্ত মাত্রায় ভাল নারী ছিল। সে ওর সম্বন্ধে সরল ব্যবহার করে নি। বেচারা এ জগতে নেই, আমি এখন তার স্মৃতির অবমাননা করতে চাইনে। আমি শুধু মেরী কি ছিল, সেটাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মেরী আগে যা ছিল, সেই স্মৃতি মনে করেই আমি তার বন্ধু হয়েই থাকব, তাকে শান্তিতে রাখবার চেষ্টা করব। এমন কি, এক বছরে সে যদি ৫০টা ডাকাতকে বিয়ে করে, তা হলেও আমি তার পাশে দাঁড়াব।"

ভার্ডেনের এই আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাসে কক্ষ যেন পুলকিত হইয়া উঠিল। মিঃ হেয়ারডেল বলিয়া উঠিলেন, "বেশ বলেছ!" তার পর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি ভার্ডেনকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

রাজপথের এক প্রান্তে গাড়ী থামিলে, তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিলেন এবং ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। তার পর সোজা বিধবার বাড়ীর দিকে চলিলেন। দ্বারে আঘাত করিলে কেহ উত্তর দিল না। দ্বিতীয়বার দ্বারে করাঘাত সত্ত্বেও কেহ উহা মুক্ত করিতে আসিল না। তৃতীয়বার প্রচণ্ড-বেগে করাঘাত করিবার পর বৈঠকখানা-ঘরের জানালার শার্শি খুলিয়া সঙ্গীতময় কণ্ঠে কেহ বলিল, "হেয়ারডেল, বন্ধু, আপনাকে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল। শেষ দেখার পর আপনার চেহারার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি! এত কাল আপনাকে কখনো দেখিনি। কেমন আছেন?"

যেখান হইতে কণ্ঠস্বর আসিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া তিনি দেখিলেন, বক্তা স্বয়ং মিষ্টার চেষ্টার। তিনি শিষ্টাচার সহকারে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "দরজা এখুনি খোলা হচ্ছে। বাড়ীতে এক জন বুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই। বুড়ীর দুর্ব্বলতা আপনি ক্ষমা করবেন। তার বাত আছে।"

মিঃ চেষ্টারের কথা কাণে প্রবেশ করিবামাত্র মিঃ হেয়ারডেলের মুখমণ্ডলে ঘন অন্ধকার ছায়া ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি তখনই মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এখনও দরজা খুলল না! না, এই যে বুড়ী দরজা খুলছে। অনুগ্রহ ক'রে ভেতরে আসুন!"

গেব্রিয়েলের সহিত মিঃ হেয়ারডেল ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধার দিকে বিস্ময়ভরে মুখ ফিরাইয়া তিনি মিসেস্ রজ্ ও বারনাবির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কেহই নাই। শুধু বৈঠকখানা-ঘরে এক জন ভদ্রলোক আছেন। তিনি হয় ত অনেক কথা বলিতে পারেন। ইহার অধিক বৃদ্ধা কিছুই জানে না।

মিঃ চেষ্টারকে মিঃ হেয়ারডেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, সে কোথায় বলতে পারেন ?"

"বন্ধু, সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই।"

চাপা গলায় মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ওরকম সম্বোধন সময়োচিত হয়নি। যারা আপনার বন্ধু, তাদের আপনি ঐ ভাবে সম্ভাষণ করবেন। আমার ওপর ও সব কথা প্রয়োগ করবেন না। আমার ওতে দাবী নেই, সুতরাং প্রত্যাহার ক'রে নিন।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "প্রিয় মহাশয়, অতিরিক্ত পথ-পর্য্যটনে আপনার শরীর গরম হয়ে উঠেছে। দয়া ক'রে বসুন। আমাদের বন্ধু—"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এই ভদ্রলোকের দিকে আপনার নজর দেবার দরকার নেই। উনি আপনার দৃষ্টির অযোগ্য।"

কর্ম্মকার বলিলেন, "আমার নাম গেব্রিয়েল ভার্ডেন।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনি খাঁটি ইংরাজ! আমার ছেলের কাছে অনেকবার আপনার নাম শুনেছি। তাই আপনাকে দেখবার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল। প্রিয় বন্ধু ভার্ডেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি সুখী হলুম।" তার পর মিঃ হেয়ারডেলের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে এখানে দেখে বিস্মিত হচ্ছেন বোধ হয় ?"

মিঃ হেয়ারডেল তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এক মুহূর্ত্তে রহস্যের উদ্ভেদ হয়ে যাবে। একটু আমার সঙ্গে এ দিকে আসবেন কি ? আপনার ভাইঝি ও আমার ছেলের সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ছোটখাট একটা সন্ধি হয়েছিল, সেটা বোধ হয় মনে আছে ? এই ব্যাপারে যারা দূতী ছিল, তাদের একটা তালিকা বোধ হয় আপনার মনে আছে। সেই তালিকায় এই দু'জনের নামও ছিল, তাও বোধ হয় আপনি মনে ক'রে রেখেছেন ? আমি তাদের কিনে ফেলেছি, এজন্য আমাদের উভয়েরই আনন্দ হবার কথা।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আপনি কি করেছেন ?"

হাসিতে হাসিতে ভদ্রলোক বলিলেন, "তাদের কিনে ফেলেছি। আমি স্থির ক'রে ফেলেছিলুম যে, এই যুবক-যুবতীর মিলনের সব পথ বন্ধ ক'রে দিতে হবে। এই দুজন দূত থাকতে তা হওয়া কঠিন ছিল। সুতরাং কিছু অর্থব্যয় করলাম। টাকার লোভকে সংবরণ করতে পারে ? ওরা কিছু টাকা চেয়েছিল—দরকার ছিল ওদের। আমি দিলাম। সুতরাং এখন থেকে ওদের তরফ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা আর নেই। তারা চ'লে গেছে।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "চ'লে গেছে! কোথায় ?"

"প্রিয় বন্ধু, আজ আপনাকে আরও ভাল দেখাচ্ছে—কোথায় গেছে, তা কি ক'রে জানব ? আমার বিশ্বাস, কলম্বস্ পর্য্যন্ত তাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। তাদের আত্মগোপন করবার বোধ হয় কোন কারণও ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা কইব না। কারণ, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে আজ রাত্রে এখানে আসতে বলেছিল, তা আমি জানি। কিন্তু অসুবিধা হওয়ায় আর অপেক্ষা করতে পারলে না। চ'লে গেল। দরজার এই চাবি।"

২৭

মিঃ হেয়ারডেল চাবি হস্তে দাঁড়াইয়া একবার চেষ্টার, আরবার ভার্ডেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মিঃ চেষ্টার টুপী ও দস্তানা তুলিয়া লইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোন্ দিকে যাইবেন। তিনি যে দিকে যাইতেছেন, সেই দিকে কি না।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "না। আমাদের পথ বিভিন্ন, তা ত আপনি জানেন। আপাততঃ আমি এখানে অপেক্ষা করব।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এখানে থাকলে আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। এ বাড়ীটা ভাল নয়। আপনার শরীর ও মন বিগড়ে যাবে।"

মিঃ হেয়ারডেল আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তা হোক। বিদায়!"

মিঃ চেষ্টার গেব্রিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্ দিকে তিনি যাইবেন।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "আপনার মত লোকের সঙ্গে আমার যাওয়া পোষাবে না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভার্ডেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমি আর এক মুহূর্ত্ত আপনাদের আলোচনায় বাধা দেব না। তাতে আপনারা খুসী হবেন হয় ত। ভগবান কল্যাণ করুন।" এই বলিয়া ভার্ডেনের দিকে চাহিয়া প্রসন্ন হাস্যসহকারে তিনি বিদায় লইলেন।

পথে বাহির হইয়াই মিঃ চেষ্টার বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা অতি কদর্য্য লোকটা নিজের শাস্তি নিজেই বহন ক'রে চলেছে। যে ভালুক নিজেকে নিজে কামড়ায়, এর সেই অবস্থা। নিজের উপর কর্তৃত্ব থাকা কত যে কল্যাণকর, তা আর বলা যায় না। এই দু'বার সাক্ষাতের মধ্যে আমার অন্ততঃ ৫০ বার মনে ইচ্ছে জেগেছিল যে, ওকে অস্ত্রাঘাত করি। ৬ জন লোকের মধ্যে ৫ জন সে অবস্থায় তলোয়ার তুলতই। আমি সে ইচ্ছা দমন ক'রে লোকটাকে আরও বেশী আহত করছি।" নিজের কোষবদ্ধ তরবারির অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "যারা জ্ঞানী লোক, তারা হঠাৎ তোমাকে বার করবে না—তোমার সাহায্য নেবে না। যখন আর কিছু বলবার বা

করবার থাকে না, তখন তোমার সাহায্য নেই। আগে হতেই অস্ত্রের শরণ নেওয়াটা বর্ব্বর যুগের বুদ্ধ। যার মনে একটু সৌন্দর্য্যবোধ আছে, সে কখনো এমন কাজ করবে না।"

চলিতে চলিতে তিনি এমন মধুর হাস্য করিলেন যে, সে হাস্য দেখিয়া পথচারী ভিক্ষুক তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। কিছুদূর তিনি ভিক্ষুককে তাঁহার পশ্চাতে আসিবার অবকাশ দিলেন, তার পর চেয়ারবাহক ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলেন এবং ভিক্ষুককে শুষ্ক আশীর্ব্বাদ দিয়া বিদায় করিলেন।

ক্লার্কেন্‌ওয়েলএ পৌঁছিয়া তিনি চেয়ারওয়ালাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তার পর তালাচাবিনির্ম্মাতা ভার্ডেনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কারখানায় ট্যাপারটিট্ কাজ করিতেছিল। সে মিঃ চেষ্টারকে দেখিতে পাইল না। তিনি সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "কাজ হচ্ছে। কাজই—পরিশ্রমই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। তাতেই অর্থলাভ ঘটে। আশা করি, এক দিন লণ্ডনের লর্ড মেয়র তুমি হবে। তখন আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করো কিন্তু।"

হাতুড়ি রাখিয়া ট্যাপারটিট্ বলিল, "আমি লর্ড মেয়রকে তাঁর যা কিছু আছে, সব কিছুই ঘৃণা করি। লর্ড মেয়র হবার আগেই আমাদের নতুন ধরণের সমাজজীবনে অভ্যস্ত হতে হবে, মশাই। কেমন আছেন আপনি?"

"তোমার মুখের দিকে তাকালে আরও ভাল থাকা যায়। আশা করি, তুমি ভাল আছ।"

তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সিম্ বলিল, "এরকম অবস্থায় যতটা ভাল থাকা সম্ভব, আমি তাই আছি। আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। শুধু প্রতিহিংসাসাধনের জন্যই আছি। নইলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চ'লে যেতাম।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "মিসেস্ ভার্ডেন বাড়ী আছেন?"

"আছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?"

মিঃ চেষ্টার ঘাড় নাড়িলেন।

সিম্ বলিল, "তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন। আপনার কাণে কাণে একটা কথা বলতে পারি, স্যার?"

"নিশ্চয়।"

সিম্ তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গেল, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া থামিল, তার পর আবার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "তার নাম জোসেফ্ উইলেট। ব্যস্, আর আমার কিছু বলবার নেই।"

সে তাঁহাকে বৈঠকখানা-ঘরের দিকে লইয়া চলিল। তার পর দ্বার খুলিয়া বলিল, "মিঃ চেষ্টার।"

দরজার দিকে পুনরায় ফিরিয়া সিম্ বলিল, "কিন্তু সে এডোয়ার্ড চেষ্টার নন। তাঁর বাবা ইনি।"

টুপী হাতে লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "কিন্তু তার বাবার আগমনে, আপনাদের গার্হস্থ্য কাজে কোন বাধা যেন না পড়ে, মিস্ ভার্ডেন।" তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শুনিয়া সকলেরই মুখে বিস্ময়-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

হাততালি দিয়া মিগস্ বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখুন, আমি বরাবরই ব'লে এসেছি। উনি এলেই আপনাকেই আপনার মেয়ে ব'লে চিনে ফেলেছেন। কথাটা একবার ভেবে দেখবেন।"

কোমল কণ্ঠে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ইনিই কি মিসেস্ ভার্ডেন না কি? ভারী বিস্ময়ের কথা ত! উনি তা হ'লে আপনার মেয়ে নন্, মিসেস্ ভার্ডেন? আপনার বোন্?"

আরক্তমুখে মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "না, আমারই মেয়ে।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাই না কি, মিসেস্ ভার্ডেন! অবশ্য দেহে আমাদের পুনরাবর্ত্তন ঘটান ভারী চমৎকার ব্যাপার। বিশেষতঃ সেই সঙ্গে যদি যৌবনকে অটুট রাখা যায়। আমি আপনাকে ও সেই সঙ্গে আপনার কন্যাকে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।"

ডলি এই অনুষ্ঠান প্রতিপালনে ততটা ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু মাতার তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিপাতে সে অবশেষে সে দায়িত্ব পালন করিল। দেশের প্রথা অনুসারে মিসেস্ ভার্ডেন ইঙ্গিত করিলেন যে, ডলিকে চুম্বন গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল।

মিঃ চেষ্টার প্রশংসমান দৃষ্টিতে ডলিকে দেখিতেছিলেন। সে নতনেত্রে চাহিয়াছিল।

মিসেস্ ভার্ডেনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমার বন্ধু গেব্রিয়েল—আজই সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—ভারী সুখী, মিসেস্ ভার্ডেন।"

মাথা নাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "আ!"

মিগস্‌ও অনুরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তাই না কি? আহা!"

মিগস্ মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "মনিবের ইচ্ছাকৃত দোষ কিছু নেই। তবে দুঃখ কি জানেন, অনেক সুরা আছে, যার মর্য্যাদা আমরা রাখতে জানি না। নষ্ট হয়ে গেলে তখন তার কদর করি।"

মিসেস্ ভার্ডেন তাঁহার প্রিয় 'ম্যানুয়েল' গ্রন্থখানি হাতে করিয়া লইলেন। মিঃ চেষ্টার দেখিবামাত্র বুঝিলেন, উহা কোন্ গ্রন্থ। তিনি বইখানি চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "ম্যাডাম্, এ বইখানি আমার বড় প্রিয়। এই বই থেকে আমি নেডকে কত উপদেশ দিয়েছি। আপনারা নেড্‌কে জানেন ত?"

মিসেস্ ভার্ডেন অবশ্যই তাঁহাকে ভাল করিয়া চেনেন। ভারী ভদ্রলোক তিনি।

এক টিপ নস্য লইয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "মিসেস্ ভার্ডেন, আপনি সন্তানের মা, সুতরাং আপনি জানেন, সন্তানের প্রশংসায় বাপের মন কি রকম প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। সে প্রজাপতির মত ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। অবশ্য এটা বয়সের ধর্ম্ম। সুতরাং সে জন্য কিছু মনে না করাই উচিত।"

ভদ্রলোক ডলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে তাঁহার কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতেছিল। তিনি ইহাই চাহিতেছিলেন।

তিনি বলিয়া চলিলেন, "তবে নেডের চরিত্রের একটা বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। তার নাম যখন উঠেছে, তখন একটা কথা আপনাকে একান্তে বলব মনে করেছিলুম, সেটা মনে প'ড়ে গেল। নেড সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, আন্তরিকতা থাকা দরকার। নেডকে আমি খুবই ভালবাসি, কিন্তু তার চরিত্রে আন্তরিকতার অভাব হবে, এটা আমি চাইনে। কারণ, আন্তরিকতা না থাকলে, কিছুই থাকে না। আমাদের সকলেরই আন্তরিকভাবে কাজ করা উচিত।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "এবং প্রোটেষ্টাণ্ট থাকতে হবে।"

"হ্যাঁ, সকলের উপর প্রোটেষ্টাণ্ট হ'তে হবে—কায়মনোবাক্যে। কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ, কঠোর নীতিনিষ্ঠ না হ'লে চলবে না। সাধুতা, সত্যবাদিতার ভক্ত হতে হবে। এ সব না হ'লে এই সদ্‌গুণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না হ'লে, তার উপর কোন বড় ইমারত তৈরী করা যায় না।"

এমন কথা শুনিবার পর মিসেস ভার্ডেনের মনে হইল, ইঁহার মত চরিত্রবান্ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক বড় একটা দেখা যায় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইনি খৃষ্টান। এই ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রকার গুণের অধিকারী না হইলে এমন কথা বলিতেন না। সুতরাং মিসেস্ ভার্ডেনের মন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মিঃ চেষ্টার তাহা বুঝিলেন। এ সকল বিষয় বুঝিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইত না। মিঃ চেষ্টার তখন নানাপ্রকার ধর্ম্মকথা বলিয়া চলিলেন। ভাল ভাল উপদেশ-কথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর। তাহার উপর অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ। এমন ভাবভঙ্গী-সহকারে নীতিধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে মিসেস্ ভার্ডেনের ন্যায় মহিলা বিভ্রান্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এমন কি, ডলিরও মনে হইল, এমন মিষ্টভাষী লোক সে জীবনে দেখে নাই।

বক্তব্য শেষ করিবার পর মিঃ চেষ্টার একান্তে মিসেস্ ভার্ডেনের সহিত কয়েকটি কথা আলোচনার প্রস্তাব করিলেন। মিসেস্ ভার্ডেন তখন এমনই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মিঃ চেষ্টারকে অতিমানব ভাবিয়া শ্রদ্ধা-ভরে দ্বিতলস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

মিসেস্ ভার্ডেনের করপল্লব ওষ্ঠের নিকট কোমল-ভাবে লইয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনি বসুন, প্রিয় ম্যাডাম্।"

এই শিষ্টাচারে অভিভূত হইয়া তিনি বসিলেন।

একখানি চেয়ার পাশে টানিয়া লইয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনি হয় ত আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন? আমি স্নেহপ্রবণ পিতা, মিসেস্ ভার্ডেন।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

নস্যের কৌটার উপর অঙ্গুলির আঘাত করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ধন্যবাদ। বাপমা'র ওপর প্রচণ্ড নৈতিক দায়িত্ব আছে, মিসেস্ ভার্ডেন।"

মিসেস্ ভার্ডেন তাঁহার উভয় বাহু ঈষৎ উত্থিত করিলেন, মাথা নাড়িলেন এবং ভূমির দিকে চাহিলেন। যেন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়া সোজা অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমি আপনাকে খোলাখুলি সব কথাই বলব। ম্যাডাম, আমার ছেলেকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাকে ভালবাসি বলেই, যাতে পরিণামে তার দুঃখ হয়, সে রকম কাজ হ'তে তাকে নিরস্ত করতে চাই। মিস্ হেয়ারডেলের প্রতি তার আকর্ষণের কথা আপনি জানেন। তাদের মিলনব্যাপারে আপনারাও সহযোগিতা করেছেন। সে আপনারা ভালই করেছেন। এ জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্য নেডের তরফ থেকে সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। কিন্তু ম্যাডাম, সবই ভুল। সে কথাটা আপনাকে বলছি।"

মিসেস্ ভার্ডেন স্খলিত কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "দুঃখিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। কিন্তু ঘরোয়া অনেক বড় ব্যাপার এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মসংক্রান্ত বাধা আমি ধরলামই না। সেই সব প্রচণ্ড বাধার জন্য এদের মিলন সম্ভবপর নয়। সম্পূর্ণ অসম্ভবই বলতে হবে। আপনার স্বামীর কাছে আমি সব বলতাম। কিন্তু তিনি আপনার মত বুদ্ধি ধারণ করেন না। চটপট বুঝবার শক্তি তাঁর নেই। আমার এ স্পষ্ট কথা শুনে আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনার মত প্রখর নীতিজ্ঞান তাঁর নেই। বাঃ! আপনার বাড়ীটি চমৎকার! খাসা বাতাস আসে ত! মেয়েদের এ রকম যত্ন না থাকলে এ সব সুখ ভোগ করা যায় না।"

মিসেস্ ভার্ডেনের তখন মনে হইতেছিল, যুবক মিঃ চেষ্টারই ভুল করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পিতাই ঠিক পথে চলিয়াছেন।

চতুর লোকটি অত্যাশ্চর্য্য চতুরতা সহকারে বলিলেন, "আমার ছেলে নেড্ আপনার সুন্দরী মেয়ের অনেক সাহায্য নিয়ে থাকে ব'লে আমি শুনেছি। আপনার সরল-বিশ্বাসী স্বামীও আমার ছেলেকে যথেষ্ট সহায়তা করেন।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার চাইতে অনেক বেশী বটে। অনেক সময় আমার সন্দেহ হ'ত। এটা—"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এটা বদ্ দৃষ্টান্ত। তা ঠিক। যুবক-যুবতীরা পিতামাতার বিরুদ্ধে কাজ করবে, এ রকম দৃষ্টান্ত আপনার মেয়ের মত তরুণীর কাছে উপস্থাপিত করা বিচারসম্মত নয়। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল; কিন্তু কেমন ক'রে এড়িয়ে গেছে। না, এ বিষয়ে আপনারা—নারীরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়। আপনাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারিণী।"

মিসেস্ ভার্ডেন এমন ভাব দেখাইলেন যে, সত্যই তিনি মনে ঐ ভাবের কথাই বলিতে গিয়াছিলেন। ইহাতে নিজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা যেন বাড়িয়া গেল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এখন শুনুন, মিসেস্ ভার্ডেন। আমার ছেলের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ হয়েছে। সেই যুবতী এবং তাঁর অভিভাবকের মধ্যেও ঐ রকম মতভেদ ঘটেছে, সুতরাং আমার মোট বক্তব্য এই যে, আমার ছেলে অন্যকে বিয়ে করতে বাধ্য। কারণ, সেটা শুধু তার কর্ত্তব্য নয়, দায়িত্ব।"

সবিস্ময়ে মিসেস্ ভার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "তিনি কি অন্য মহিলাকে বিয়ে করবেন ব'লে বাগ্দত্ত?"

"প্রিয় ম্যাডাম, সেই জন্যই আমি আমার ছেলেকে বিশেষভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছি। আমি শুনেছি, মিস্ ওয়ারডেন ভারী সুন্দরী।"

"আমি তার পালক মাতা। তার মত মেয়ে জগতে নেই।"

"সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই। সত্যই সে মেয়ে অপূর্ব্ব সুন্দরী। আর আপনার সঙ্গে যে রকম সম্বন্ধ, তাতে মেয়েটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাতে হয়, তা দেখা আপনার কর্ত্তব্য। এখন বুঝে দেখুন, আমি একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব; আর মেয়েটাকে আমার ছেলের হাতে প'ড়ে যে দুঃখ ভোগ করতে হবে, তা দেখ্তে থাকব? এ বিষয় ওয়ারডেন আমার সঙ্গে একমত। আমার ছেলে যুবা পুরুষ, তার খেয়ালে প'ড়ে শেষে মেয়েটার আখের নষ্ট হবে, তা কি ভাল? ত্রিশ বছর বয়স না হ'লে বুদ্ধি পাকে না। এখন ত ওরা ছেলেমানুষ। নেডের মত বয়সে আমারও হিতাহিতজ্ঞান ছিল না।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "না মশাই, আপনার ও বয়সে জ্ঞান ছিল না, মনে হয় না। এখন আপনার যে রকম জ্ঞান দেখা যাচ্ছে, তাতে যুবা বয়সেও আপনার টন্‌টনে জ্ঞান ছিল।"

তিনি বলিলেন, "হয় ত ছিল একটু। কিন্তু নেডএর কথা ধরা যাক্। আমি তাকে আমার আপত্তির কথা স্পষ্ট ক'রে বলেছি।"

মিসেস্ ভার্ডেন এই কথায় যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনাকে যে কথা বল্লাম, নেডকে তা নিশ্চয় পালন করতে হবে। সে যদি ভদ্রসন্তান হয়, তা হ'লে তাকে তা করতেই হবে। নয় ত সে আমার ছেলেই নয়। তা হ'লে প্রচুর অর্থও সে পাবে। ভারী খরচে সে। দিকবিদিকজ্ঞান নেই তার। দু'হাতে টাকা উড়িয়ে দেয়। খেয়ালের বশে সে যদি এখন এই যুবতীকে বিয়ে ক'রে বসে, তা হ'লে এত দিন ধ'রে যে রকম ভাবে সে জীবন যাপন ক'রে এসেছে, তা করবার মত অর্থ পাবে না। তখন সে এই যুবতীর বুক ভেঙ্গে দেবে। মিসেস্ ভার্ডেন, আপনিই ভেবে দেখুন, এ রকম ভাবে সেই যুবতীকে আত্মোৎসর্গ করবার অবস্থায় কি নিক্ষেপ করা সঙ্গত হবে? নারীর জীবন নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলা চলে? আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন, কি উত্তর পাবেন ভাবুন। আমি এ বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে অনুনয় করছি।"

মিসেস ভার্ডেন মনে মনে বলিলেন, "কথাটা খুব সত্য। এই ভদ্রলোক সাধু পুরুষ।" প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, "আপনি যদি মিস্ হেমার প্রণয়ীকে এমনভাবে তফাৎ ক'রে দেন, তা হ'লে সে বেচারার কি হবে?"

বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনাকে সেই কথাটা বোঝাবারই চেষ্টা করছি। আমার ছেলে যদি তাকে বিয়ে করে, তা হ'লে বাধ্য হয়ে আমি আমার ছেলেকে ত্যাগ করব। তার ফলে দৈন্যদশা বাড়বে। তার পরিণাম কি? এক বছরের মধ্যে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটবে। ওদের দুজনের এই আকর্ষণকে যদি বাধা দেওয়া যায়—অবশ্য আমি জানি, ও আকর্ষণের মূল্য কিছু নেই, খালি কল্পনামূলক—সে আপনিও জানেন, তা হ'লে বেচারা মেয়েটির কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়বে মাত্র। পরে সে আবার সুখী হবে। আপনার মেয়ের কথাই ধরুন না কেন। উনি ত আপনার নয়নের পুতুল। একটি ছোকরার কথা জানি, সে ছোঁড়াটা ভাল নয়, তার কথা আমি নেডএর কাছে শুনেছি। কি-নাম তার? বুলেট্। পুলেট, না মুলেট—"

মিসেস্ ভার্ডেন উভয় কর যুক্ত করিয়া বলিলেন, "একটি যুবা আছে, তার নাম জোসেফ্ উইলেট্।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ নামই বটে। আচ্ছা ধরুন, এই জোসেফ্ উইলেট যদি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়, আর দুজনে যদি বাগ্দত্ত হয়ে পড়ে?"

বাধা দিয়া মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "সেটা তার বোকামি হবে। এত বড় স্পর্দ্ধা তার হবে না।"

"প্রিয় ম্যাডাম, এ ব্যাপারটাও সেই রকম। ঐ ছোকরার যেমন সেটা বোকামি, আমার ছেলেরও তাই।

আপনার মেয়ের চোখের কয়েক ফোঁটা জল দেখে আপনি যেমন তাকে ঐ ছোকরার হাতে সঁপে দেবেন না, আমার ছেলের সম্বন্ধেও ঐ কথা। আজ আপনার স্বামীর সঙ্গে এইভাবে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম। মিসেস্ রজের বাসায় তাঁকে—"

উত্তেজিতভাবে মিসেস্ ভার্ডেন বাধা দিয়া বলিলেন, "মিসেস্ রজের বাড়ী না গিয়ে আমার স্বামী নিজের বাড়ীতে থাক্‌লেই ভাল থাকেন। সেখানে উনি যে কি করেন জানিনে। তাঁর ব্যাপারে আমার স্বামীর এত মাথা-ব্যথার কোন কারণ আমি ত দেখ্‌তে পাই না।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনার শেষ মন্তব্যে আমি জোর দিয়ে আমার অভিমত জ্ঞাপন করতে পারছি না। তবে সেখানে আপনার স্বামীকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করতে নারাজ দেখে সোজা আপনার এখানে চ'লে এলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি সুখী হয়েছি। আপনিই এ সংসারের গৃহিণী। আপনার তত্ত্বাবধানেই এ সংসারের উন্নতি হবে।"

মিঃ চেষ্টার অতঃপর সে যুগের রীতি অনুসারে মিসেস্ ভার্ডেনের করচুম্বন করিয়া প্রগাঢ়স্বরে বলিলেন যে, মিসেস ভার্ডেন দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা যেন করেন, যাহাতে তাঁহার স্বামী ও কন্যা এডোয়ার্ডের প্রণয়ব্যাপারে কোন সাহায্য করিতে না পারে। মিসেস্ ভার্ডেন নারী মাত্র। কুহকীর মিষ্ট কথায় ভুলিয়া তিনি মিঃ চেষ্টারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিলেন, ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য ও নীতি ইহাতে অব্যাহত থাকিবে।

কার্য্যসিদ্ধির উল্লাসে মিঃ চেষ্টার বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নীচে নামিয়া আসিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। তার পর মিস্ মিগ্‌সকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "এই তরুণী আমাকে আলো ধ'রে বাইরে পথ দেখিয়ে দেবেন।"

বর্ত্তিকাসহ ফিরিয়া আসিয়া মিগ্‌স্ বলিল, "মিম্, দয়াময়ী মিম্, ইনি এক জন খাটি ভদ্রলোক! কেমন মিষ্টি কথা! কেমন ভদ্র ব্যবহার! যেমন মহৎ, তেমনি ন্যায়নিষ্ঠ লোক উনি। আপনাকে উনি মিস্ ডলি ব'লে ভেবেছিলেন, মিস্ ডলিকে আপনার ছোট বোন্ ব'লে মনে করেছিলেন। কি চমৎকার লোক! আমি যদি মনিব হতুম, তা হ'লে ওঁর উপর আমার ঈর্ষা হ'ত!"

মিসেস্ ভার্ডেন পরিচারিকাকে অতি কোমল কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিলেন। ওরকম কথা বলা উচিত নহে প্রভৃতি বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

চিন্তিতভাবে ডলি বলিল, "আমার মনে হয়, মিঃ চেষ্টার অনেকটা মিগ্‌সের মত। তাঁর শিষ্টাচার ও মিষ্ট কথা শুনে মনে হয়েছে, তিনি আমাদের নিয়ে খেলা করছেন।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "আমার সাম্‌নে এ রকম কথা বলো না। কোন লোকের পেছনে তার সম্বন্ধে নিন্দে করা আমি পছন্দ করিনে। ও রকম যদি কর, তা হ'লে তুমি নিজের ঘরে চ'লে যাও। ডলি, তোমার সাহস ত কম নয়? আমি তোমার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি। আজ তোমার রূঢ় ব্যবহার আমি বরাবর লক্ষ্য করছি। মার মুখের উপর কোন মেয়ে কি এমন কথা বল্‌তে সাহস করে যে, টোপ ফেলে আমাদের লোভ দেখান হচ্ছে?"

মিসেস ভার্ডেনের মতির কথা স্বতন্ত্র।

২৮

ভার্ডেনের গৃহ হইতে বাহির হইয়া মিঃ চেষ্টার একটি প্রসিদ্ধ কফিখানায় বসিয়া আহারের আদেশ দিলেন। আজিকার কার্য্য-সাফল্যে তিনি আনন্দিত। আহারের পর জুয়ার টেবলে খানিক খেলা করিয়া অনেক রাত্রিতে তিনি নিজের আস্তানায় ফিরিলেন।

রাত্রিতে ফিরিতে বিলম্ব হইলে ভৃত্য যথাসময়ে শয়ন করিতে যাইত, এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন। তবে প্রয়োজন থাকিলে, তাহাকে জাগিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া যাইতেন। ভৃত্য সিঁড়ির উপর বাতি জ্বালিয়া রাখিত। সেই বাতির আলোক হইতে তিনি নিজের ঘরের বাতি জ্বালিয়া লইতেন। ঘরের দরজার একটা চাবি তাঁহার কাছেই থাকিত। তিনি ইচ্ছামত যখন তখন শয়ন করিতে পারিতেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি আলো জ্বালিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, কয়েক ধাপ উপরে কোনও লোক নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। বাতি জ্বালিয়া তিনি নিজের ঘরের দরজা খুলিলেন। তার পর বাতিটা মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া সিঁড়ির অপর প্রান্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঐরূপ স্থানে কে নিদ্রা যাইতেছে।

তিনি দেখিলেন, হাত-পা ছড়াইয়া চিৎ সোপানোপরি নিদ্রা যাইতেছে। তাহার বিরাট-বক্ষঃস্থল শ্বাসপ্রশ্বাসে আন্দোলিত হইতেছিল।

মিঃ চেষ্টার পদাঘাতে লোকটার নিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য চরণ উদ্যত করিলেন। কিন্তু তাহার মুখের উপর দৃষ্টি সম্বদ্ধ হইবামাত্র তিনি চরণ সরাইয়া লইয়া আলোকের সাহায্যে তাহার মুখমণ্ডল বারংবার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি যখন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত, তখন নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার চোখের দিকে চাহিয়া মিঃ চেষ্টার আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সেও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। এইভাবে কিছুকাল গত হইলে, মিঃ চেষ্টার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, সে এখানে এমনভাবে কেন ঘুমাইতেছে?

বলিবার চেষ্টা করিয়া হিউ বলিল, "আমি ভাল ছিলুম, আপনি আমার স্বপ্নের মধ্যে এসেছেন! ভারী আশ্চর্য্য স্বপ্ন। কর্ত্তা, আশা করি, সে স্বপ্ন কোনদিন সত্য হয়ে উঠবে না।"

"তুমি কাঁপছ কেন?"

ঝাঁকি দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় শীতে। আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আমি কোথায় আছি।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তুমি আমায় চিনতে পারছ?"

সে বলিল, "হ্যাঁ, পারছি বৈ কি। আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখছিলাম। তবে যেখানে স্বপ্নে ছিলুম, সেখানে আমরা এখন নেই। এতেই যা শান্তি।"

বলিতে বলিতে সে তাঁহার চারিপার্শ্বে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। সে ভাবিয়াছিল, তিনি এমন কোন পদার্থের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, স্বপ্নে সেই পদার্থ দেখিয়াছিল। উহা সত্য কি না, বোধ হয় সে তাহা খুঁজিয়া দেখিল। তার পর চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আর একবার গা ঝাঁকানি দিল। তার পর মিঃ চেষ্টারের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহারই শয়নকক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ড্রেসিং টেবলের উপর যে বাতি ছিল, মিঃ চেষ্টার তাহা জ্বালিলেন। অগ্নিকুণ্ডে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল। তিনি সেই দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া লইলেন। আগুনটাকে খোঁচাইয়া দিলে তাহা বেশ প্রবল হইয়া উঠিল। তার পর তিনি অপরিচ্ছন্ন হিউকে কাছে আহ্বান করিলেন।

হিউ জানু পাতিয়া বসিলে, মিঃ চেষ্টার তাহাকে বলিলেন, "তুমি আবার মদ খাচ্ছিলে?"

"কর্ত্তা, আমি ১২ মাইল পথ হেঁটে এসেছি। কতক্ষণ এখানে আছি, তারও ঠিক নেই। সেই দুপুরবেলা যা একটু মদ খেয়েছিলুম। তার পর এক ফোঁটাও পেটে পড়েনি।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "অমন ক'রে নাক ডাকিয়ে না ঘুমিয়ে পার না তুমি? সারা বাড়ীটা কেঁপে উঠছিল। নিজের জায়গায় খড়ের উপর শুয়ে স্বপ্ন দেখতে পার না? এখানে এসে এ সব কি ব্যাপার? ঐ চটিজুতা জোড়া এগিয়ে দাও ত—আস্তে আস্তে হেঁটো।"

নীরবে হিউ আদেশ পালন করিল।

চটি জুতা পায় দিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ওহে ছোকরা বন্ধু, আমার কথাটা শোন। এর পর যখন স্বপ্ন দেখবে, আমাকে যেন দেখ না—তার বদলে কোন কুকুর বা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখো। তারাই ত তোমার সঙ্গী। ঐ বোতল আর গ্লাস আন। তার পর এক গ্লাস খেয়ে ফেলে তাজা হয়ে নেও।"

আদেশ পালন করিয়া হিউ তাহার পৃষ্ঠপোষকের কাছে আসিল।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "এখন বল ত, কি দরকার তোমার?"

হিউ বলিল, "খবর আছে। আপনার ছেলে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলেন। তিনি সেই যুবতীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দেখা পান নি। তিনি একখানা চিঠি ও সংবাদ আমাদের জো'র কাছে রেখে গেছেন। আপনার ছেলে চলে যেতেই বুড়ো বাপ আর ছেলেতে তাই নিয়ে ঝগড়া বাধে। বুড়ো বলে যে, পত্র দিতে পারবে না। বুড়ো বলেছে, তার কোন লোকই এ সব ব্যাপারে জড়াতে পারবে না। কারণ, বিপদ ঘটতে পারে। তিনি জমীদার, তাঁকে ঘাঁটানো উচিত নয়।"

মিঃ চেষ্টার হাসিয়া বলিলেন, "বুড়ো মালিক বেশ লোক ত। একটু বোকা হ'লে কি হয়। আচ্ছা, তার পর?"

"ভার্ডেনের মেয়ে—যার মুখে আমি চুমু দিয়েছিলুম—"

"আর যার কঙ্কণ চুরি করেছিলে—পথের উপর দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, তার পর?"

"সে একখানা চিঠি লিখেছিল। ঐ যুবতী মেয়েকে পত্র লিখে জানিয়েছিল যে, চিঠিখানা সে হারিয়ে ফেলেছে। যে চিঠিখানা আপনাকে এনে দিয়েছিলুম, সেই চিঠি। সেখানা ত আপনি পুড়িয়ে ফেলেছেন। জো সেই মেয়েটার চিঠিখানা পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিল। কিন্তু বুড়ো বাপ ছেলেকে সারাদিন আটকে রাখলে, যাতে সে যেতে না পারে। পরদিন জো পত্রখানা আমার হাতে পাঠাবার জন্ত দিলে। সে পত্রখানা এই।"

বিস্ময়ের ভান করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তা হ'লে বন্ধু, তুমি পত্রখানা সেখানে বিলি করনি?"

হিউ বলিল, "আমি ভেবেছিলুম, এ চিঠিখানা আপনি চান। সব পুড়িয়ে দেবেন ভেবেছিলুম।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "দেখ, যে রকম দেখা যাচ্ছে, তুমি যদি সাবধান না হও, কোন দিন হঠাৎ তোমার লীলা-খেলা চিরদিনের জন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি কি জান না যে, যে চিঠিখানা আমায় এনে দিয়েছিলে, সেখানা আমার ছেলের নামে লিখিত, সে এই বাড়ীতেই থাকে? তার জন্ত লেখা চিঠি, আর অন্তের জন্ত লেখা চিঠির পার্থক্য তুমি বুঝতে পার না?"

এই তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া হিউ বলিল, "ওখানাতে যদি আপনার দরকার না থাকে, আমায় ফিরিয়ে দিন। আমি যার নামে চিঠি, তাকে দেব। কি ক'রে আপনাকে খুসী করতে হয়, তা আমি জানিনে, কর্ত্তা।"

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমিই চিঠিখানা পাঠিয়ে দেব। সুন্দরী যুবতীটি সকালবেলা মাঠে বেড়ান?"

"প্রায়—দুপুরবেলার দিকে প্রায় বেড়াতে বেরোন।"

"একা?"

"হ্যাঁ, একা।"

"কোন্ জায়গায় ?"

"বাড়ীর সাম্‌নের মাঠে।"

মিঃ চেষ্টার অনুত্তেজিতভাবে বলিলেন, "যদি কাল আকাশ পরিষ্কার থাকে, আমি সেখানে যাব। মিঃ হিউ, আমি যদি মেপোলেও যাই, তুমি এমন ব্যবহার করবে, যেন একবারমাত্র আমায় দেখেছ। কোন রকম কৃতজ্ঞতা দেখাবে না। অন্য লোকের সাম্‌নে খবরদার কোন রকম পরিচয়ের ভাব দেখিও না। বুঝতে পারছ আমার কথা ?"

হিউ খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। একটু পরে সে মৃদু গুঞ্জনে বলিল যে, তাহার পৃষ্ঠপোষক তাহাকে এই পত্রের জন্য বোধ হয় কোন বিপদে ফেলিবেন না। শুধু তাঁহাকে খুসী করিবার জন্যই যথাস্থানে সে চিঠি বিলি করে নাই।

মিঃ চেষ্টার তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওহে, সে জন্য তোমার কোন ভয় নেই, আমি শপথ করছি, তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। যতক্ষণ তুমি যোগ্যতার পরিচয় দেবে, আমি তোমায় রক্ষা করব। মনে দুশ্চিন্তা এনো না। তোমার মত যারা আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আমি তাদের রক্ষা ক'রে থাকি। আমি তোমার রক্ষাকর্ত্তা। যত দিন আমরা পরস্পরের বন্ধু থাকব, তোমার কোন দুর্ভাবনা নেই। নাও, আর এক গ্লাস খেয়ে ফেলে বাড়ীর দিকে রওনা দেও। অনেক দূর তোমায় যেতে হবে, ভগবান্ তোমায় শান্তি দিন।"

হিউ বলিল, "ওরা সব জানে, আস্তাবলে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছি। হা, হা, হা! আস্তাবলের দরজা বন্ধ, কিন্তু ঘোড়া সেখানে নেই, কর্ত্তা।"

চেষ্টার বলিলেন, "তুমি আচ্ছা ধড়িবাজ লোক ত! তোমার রসিকতা আমার বেশ ভাল লাগে। আচ্ছা, তা হ'লে এখন এস। খুব সাবধান হয়ে থেক কিন্তু।"

এই আলোচনাকালে উভয়েই পরস্পরের দিকে আড়নয়নে চাহিতেছিল। কেহ কাহারও মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নাই। হিউ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মিঃ চেষ্টার অগ্নিকুণ্ডের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যে চিন্তা মনে আসিয়াছিল, তাহা এক পাশে সরাইয়া দিয়া সারাদিন যে ব্যাপার লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, সেই ব্যাপারে মনটাকে ফিরাইয়া আনিলেন। আপন মনে বলিলেন, "ষড়যন্ত্র বেশ পেকে উঠ্‌ছে। বোমা ত ফেলে দিয়েছি, সেটা ফেটে যাবেই। ৪৮ ঘণ্টা পরে বোমার আঘাতে লোকগুলা চারদিকে ছিটকে পড়বে। দেখা যাক্!"

শয্যার আশ্রয়ে গিয়া তিনি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। কিন্তু কিছু পরেই হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, হিউ বোধ হয় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন বিচিত্র কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিতেছে। এইরূপ চিন্তা তাঁহাকে এমনই অভিভূত করিল যে, তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন। কোষবদ্ধ তরবারি হাতে লইয়া তিনি দরজা খুলিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। কেহ কোথাও নাই। চারিদিক নীরব—ঘনান্ধকারে মগ্ন। তিনি আবার শয্যায় ফিরিয়া আসিলেন। ঘণ্টাখানেক তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তার পর এমন ঘুমাইয়া পড়িলেন যে, একঘুমে ভোর হইয়া গেল।

২৯

সাংসারিক মানুষের চিন্তা চিরদিন নীতির মাধ্যাকর্ষণ আইনের মত পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দিনের সমুজ্জ্বল আলোকদীপ্তি, নক্ষত্রখচিত আকাশের বিচিত্র সৌন্দর্য্য তাহাদের চিত্তে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র, তারায় তাহারা পাঠযোগ্য কোন কিছুই দেখিতে পায় না। কোন কোন জ্ঞানবীরের ন্যায় তাহারা প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহের ল্যাটিন নাম হয় ত জানে, কিন্তু দয়া, ক্ষমা, বিশ্বপ্রেম, করুণা প্রভৃতি ছোটখাট স্বর্গীয় গ্রহ-উপগ্রহের কথা ভুলিয়া যায়। অথচ রাত্রিদিন তাহারা এমন উজ্জ্বল দীপ্তি দান করিয়া থাকে যে, অন্ধও তাহা দেখিতে পায়। কিন্তু ঐ সকল লোক, দীপ্তিমান আকাশের দিকে চাহিয়াও তাহা দেখিতে পায় না—দেখে শুধু তাহাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ও কেতাবী-বিদ্যার প্রতিচ্ছবি।

আরণ্য পথ দিয়া মিঃ চেষ্টার যখন প্রভাতে অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন, তখন চারিদিকে প্রফুল্ল সজীবতা বিরাজ করিতেছিল। গাছে গাছে নব পল্লবাঙ্কুর দেখা দিয়াছে, তৃণ ও ঝোপে শ্যামলতার মাধুর্য্য, বাতাসে পাখীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার, আকাশে চাতক পাখীর প্রাণ-মাতান সুরপ্রবাহ।

অশ্বারোহী প্রকৃতির এই মধুর সৌন্দর্য্য কিন্তু উপভোগ করিতেছিলেন না। তিনি আপন মনে চলিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেপোলএর ধূমনির্গমন চিম্‌নি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু তিনি অশ্বের বেগ বর্দ্ধিত করিলেন না। সমান মৃদুমন্দগতিতে পান্থনিবাসের অভিমুখে চলিলেন। জন উইলেট তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

তিনি বলিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন, স্যার। হিউ, এই দামী ঘোড়াকে আস্তাবলে নিয়ে যাও। ভাল ক'রে যত্ন করো, নইলে তোমার চাকরী থাকবে না। লোকটা ভারী কুড়ে, মশাই। ওর উপর নজর না রাখলে চলবে না।"

হিউয়ের হাতে অশ্ববল্গা প্রদান করিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "কিন্তু আপনার ছেলে আছে ত? তাকে তৈরী ক'রে নিচ্ছেন না কেন?"

জন বলিলেন, "সত্যি কথা বলব, মশাই। আমার ছেলে—ওরে শয়তান, তুই দাঁড়িয়ে কি শুনছিস্?"

ক্রোধভরে হিউ বলিল, "কে শুনছে? আপনার কথা শুনে অবাক্ হলুম। এই বুঝি আমার কাজের পুরস্কার? ঘোড়াটা ঠাণ্ডা না হ'লে তাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে বলেন না কি?

বৃদ্ধ জন বলিলেন, "ওকে খানিক ঘুর বেড়িয়ে নিয়ে এস! কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন আমাকে কথা বলতে দেখবে, তখন তুমি দূরে স'রে যাবে। তা যদি না কর, তা হ'লে তোমাকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করব।"

হিউ অবজ্ঞাভরে স্কন্ধদেশ ঝাঁকিয়া লইয়া ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছন্ন ময়দানের অপর পারে চলিয়া গেল। অশ্ববল্গা অলসভাবে তাহার কাঁধের উপর ঝুলিতেছিল। সে ঘোড়াটাকে এদিকে ওদিকে হাঁটাইয়া রোমবহুল ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া মনিবের দিকে আক্রোশভরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

মিঃ চেষ্টার হিউয়ের দিকে মন দিয়া দেখিতেছিলেন। তার পর অগ্রসর হইয়া মিঃ উইলেটকে বলিলেন, "জন, অদ্ভুতধরণের চাকর এখানে নিযুক্ত দেখ্‌ছি।"

জন্ বলিলেন, "দেখতে অদ্ভুত বটে; কিন্তু ঘোড়া-কুকুরের সেবা করতে ওর জুড়ি লোক সারা ইংলণ্ডে নেই, মশাই। বাড়ীর কাজে ও সুবিধা করতে পারে না। চাকরার যদি একটু কল্পনা-শক্তি থাকত—"

মিঃ চেষ্টার যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "খুব পরিশ্রমী বটে, তা দেখ্‌ছি।"

মুখভঙ্গী করিয়া জন বলিলেন, "কাজের লোক! দেখবেন? ওহে, ঘোড়াটা নিয়ে এদিকে এস ত। ঐ লম্বা খুঁটিটার উপর আমার পরচুলাটা রেখে এস ত।"

হিউ কোন উত্তর করিল না। লাগামটা মনিবের হাতে দিয়া খপ্ করিয়া তাঁহার মাথা হইতে পরচুল টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি মেপোলের উপরে উঠিয়া গেল। তার পর মুহূর্তমধ্যে অত্যুচ্চ স্থান হইতে নামিয়া আসিল।

জন্ বলিলেন, "দেখলেন ত মশাই! এ সব ব্যাপার ওর কাছে কিছুই নয়।"

হিউ একলম্ফে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল।

জন্ বলিলেন, "ভাল কথা, আমার ছেলের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল না?"

মিঃ চেষ্টার শান্তভাবে জনের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাই। কি হয়েছে তার?"

জন্ তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "আমার কর্তব্য আমি বুঝি। এখানে কোন রকম প্রেমের ব্যাপার ঘটতে দেব না। বিশেষতঃ বাপ-মার অসাক্ষাতে। আমি এক জন ভদ্রযুবককে শ্রদ্ধা করি। একটি ভদ্রযুবতীকেও সম্মান করি। কিন্তু দুজনের মিলন ব্যাপারের কোন খবর আমি রাখিনে। আমার ছেলে চৌকী দেবার কাজ করছে।"

চৌকী দিবার কথা শুনিয়া মিঃ চেষ্টার ভাবিলেন, সে বোধ হয় কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলিলেন, "আমি এখনি যেন তাকে জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখলাম!"

জন্ বলিলেন, "ঠিক দেখেছেন। বাড়ী ছেড়ে তার কোথাও যাওয়া নিষেধ। আমি এবং আমার কয়জন বন্ধু ঠিক করেছি, তার যাতে ভাল হয়, তাই করব। আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাতে সে কোন কাজ করতে না পারে, আমাদের সে চেষ্টা আছে। আপনাকে ব'লে দিচ্ছি, ওকে শীঘ্র নজরবন্দী হ'তে ছেড়ে দিচ্ছি না।"

মিঃ উইলেট, পুত্র অপেক্ষা পিতাকে ভাল ধরিবার বিবেচনা করিয়াই এই সকল কথা বলিলেন। মিঃ চেষ্টার তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন, তথাপি বাহিরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তার পর ডিনারের আদেশ দিয়া ওয়ারেন অভিমুখে চলিলেন।

মিঃ চেষ্টার ভাল করিয়া বেশভূষা পরিয়া আসিয়াছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি, যেখানে মিস্ হেয়ারডেল ভ্রমণ করেন, সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন অল্পক্ষণ প্রতীক্ষার পরই তিনি একটি নারীমূর্তিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন, ঐ নারীমূর্তি মিস্ হেয়ারডেলের। মিঃ চেষ্টার সেই দিকে আগাইয়া গেলেন।

মিস্ হেয়ারডেলকে পাশ দিয়া যাইবার অবকাশ দিয়া তিনি মাথার টুপী উন্মোচন করিলেন। তার পর তিনি হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা করবেন। আমি কি মিস্ হেয়ারডেলের সঙ্গে কথা বলছি?"

এইরূপ অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে কুমারী ঈষৎ সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

কুমারীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "দেখেই বুঝেছিলাম, আপনিই হবেন মিস্ হেয়ারডেল, আমার সঙ্গে আপনার জানাশুনা নেই, তবে আমার নাম শুনলে হয় ত আপনি আমায় চিনতে পারবেন। আমি বুড়ো মানুষ, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। আপনি সব চেয়ে যাকে শ্রদ্ধা করেন, আমি তারই পিতা। এক মিনিট আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বড় জরুরী প্রয়োজন আছে।"

মিস্ হেয়ারডেল শুনিবার জন্য দাঁড়াইলেন।

"এই দিকে একটু স'রে আসুন। ঐ গাছগুলির পাশে চলুন। আমি বুড়া মানুষ; বিশ্বাস করুন, আমি বদলোক নই।"

মিস্ হেয়ারডেলের হাত ধরিয়া তিনি বৃক্ষান্তরালের দিকে চলিলেন। যুবতী ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

মিস্ হেয়ারডেল বলিলেন, "আপনার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। কোন মন্দ সংবাদ ত আপনি আনেন নি ?"

একখানি বেঞ্চের উপর যুবতীকে বসাইয়া মিঃ চেষ্টার পাশে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আপনি যে ভয় করছেন, তেমন কোন দুঃসংবাদের বাহক আমি নই। এডোয়ার্ড খুবই ভাল আছে। তার সম্বন্ধেই আমি আপনাকে গোটা কয়েক কথা বল্‌তে চাই। কিন্তু তার কোন দুর্ভাগ্যের সংবাদ আপনাকে দেব না।"

সুন্দরী মাথা নত করিলেন ; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

"মিস্ হেয়ারডেল, কথা বল্‌তে আমার একটু বাধ বাধ ঠেক্‌ছে। সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছি। যৌবনে আমার মনের যে সব ভাব ছিল, আমি যে তা ভুলে গেছি, তা মনে করবেন না। আপনি হয় ত শুনে থাকবেন, আমি ভারী নিষ্ঠুর, হিসেবী, স্বার্থপর—"

সুন্দরী বলিলেন, "না, তা কখনো শুনিনি, মশাই। কেউ আমার কাছে আপনার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাজনকভাবে কোন কিছু উল্লেখ করেনি। আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন, এডোয়ার্ড এই রকম ভাবের কথা আমার কাছে বলেছেন, তা হ'লে তাঁর সম্বন্ধে আপনি অবিচার করবেন।"

"ক্ষমা করুন আপনি ; কিন্তু যদি আপনার জ্যেঠা—"

আরক্ত মুখে যুবতী বলিলেন, "তাঁর সে রকম স্বভাবই নয়! অন্ধকারে ছুরী মারবার স্বভাব তাঁর নেই, আর আমিও সে সব পছন্দ করি না।"

বলিতে বলিতে যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মিঃ চেষ্টার তাঁহার হাত কোমলভাবে ধারণ করিয়া, তাঁহার গমনে বাধা দিলেন। এমন মধুরভাবে তিনি যুবতীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন—একটা কথা বলিবার আছে, তাহা শুনিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন যে, অবশেষে যুবতী আবার আসনে বসিয়া পড়িলেন।

তার পর মিঃ চেষ্টার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই রকম সরলতার আধার, মহৎহৃদয়া নারীর প্রতি তোমার এমন ব্যবহার, নেড! এত সহজে কোমলহৃদয়া নারীর প্রাণে আঘাত দেওয়া তোমার উচিত হয়েছে ? ধিক্, ধিক্, তোমাকে, নেড!"

সুন্দরী তৎক্ষণাৎ দীপ্তনয়নে ঘৃণাভরে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। মিঃ চেষ্টারের নয়নে অশ্রু। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। নিজের দুর্ব্বলতা গোপনের চেষ্টা করিতেছেন, এই ভাবটা দেখাইবার প্রচেষ্টা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে যুবজনোচিত প্রগল্‌ভতা-বশে যে এমন কাজ করতে পারে, সে আমি এর আগে বিশ্বাস করতে পারিনি। নারীর হৃদয়ের মূল্য কত বেশী, তা এর আগে মনে করতে পারিনি। অতি অনায়াসে নারীহৃদয় জয় করা যায়, যুবকরা অতি অনায়াসে সে বুক ভেঙ্গে দেয়। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার মূল্য কত বেশী, তা আগে বুঝতে পারিনি। আমি মিথ্যাকে, প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করি। তাই আপনাকে খুঁজে বের করবার জন্য নিজে এসেছি। আপনি যদি দরিদ্রকন্যা হ'তেন, আপনার যদি কোন বিশেষ গুণও না থাক্‌ত, তা হ'লেও এ কাজ আমি করতাম।"

হায়! মিসেস ভার্ডেনের সম্মুখে এমন কথা উচ্চারিত হইলে, তিনি মিঃ চেষ্টারকে ধর্ম্মের অবতার বলিয়া বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া পড়িতেন।

ইমা গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ বিবর্ণ এবং দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি নীরবে মিঃ চেষ্টারকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল না। শুধু ভদ্রলোকের অন্তরে কি হইতেছে, তাহা দেখিবার প্রয়াস পাইলেন।

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমার ছেলে হ'লে কি হয়, যে সত্য এবং কর্ত্তব্যের বিরোধী—যে সত্যকে এবং কর্ত্তব্যকে অবহেলা করে, আমি তার সঙ্গে সম্বন্ধ পর্য্যন্ত রাখতে চাইনে। মিস্ হেয়ারডেল, আপনি প্রতারিত হয়েছেন ; আপনার অযোগ্য প্রণয়ী, আমার অযোগ্য পুত্র আপনাকে ঘোরতর প্রতারিত করেছে।"

সুন্দরী তথাপি কোন কথা বলিলেন না। শুধু অপলক-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"সে আপনাকে যখন প্রেম নিবেদন করে, তখন থেকে আমি তার কাজের বিরোধী। এ কথাটা আপনি মনে রাখবেন। যৌবনেই আমার সঙ্গে আপনার জ্যেঠামশায়ের বিরোধ ঘটে। যদি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে থাকত, তা হ'লে এ সুযোগ আমি ত্যাগ করতাম না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি জাগে। আমি প্রথমাবধিই আমার ছেলের কাজে বাধা দিয়ে আস্‌ছি। পরিণামটা আমি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার সাধ্য যদি থাক্‌ত, তা হ'লে আপনার মনে দুঃখ দেবার প্রতিকার করতে পারতাম।"

স্খলিতকণ্ঠে মিস্ হেয়ারডেল বলিলেন, "আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন। আপনি আমাকে বঞ্চনা করতে চাইছেন, না আপনি নিজেই প্রতারিত হয়েছেন। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না—নিশ্চয় নয়।"

প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমার উপর হয় ত আপনার ক্রোধ জন্মেছে। তাই প্রথমত আপনাকে এই পত্রখানা পড়তে দিচ্ছি। দৈবক্রমে এই চিঠিখানা আমার হাতে এসেছে—ভ্রমক্রমে বল্‌তে পারেন আমি শুনেছি, আমার ছেলে আপনার কোন কোন চিঠির জবাবও দেয়নি। মিস্ হেয়ারডেল, ভগবান্ করুন, আপনার মনে আমার পুত্রের এই জবাব না দেওয়ার জন্য বিরো-

করবার ইচ্ছে যেন না জাগে। চিঠি পড়লেই আপনি জানতে পারবেন, এ বিষয়ে তার কোন দোষ ছিল না।"

ইমার হৃদয় এ কথায় যেন দমিয়া গেল। তিনি মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

মিঃ চেষ্টার কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সাধ্য যদি থাকত, তা হ'লে আপনার দুঃখের নিদর্শন মুছে দিতে পারতাম। আমার ছেলে ভুল করেছে। সে ইচ্ছে করেই যে দোষ করেছে, তা বলছি না। আগেও দু'তিনবার চিন্তা না করেই এমন ভুল করেছিল। সে যে অন্যায় করছে, যেন জ্ঞান তার ছিল না। সে আপনার সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি করেছে, তা ভেঙ্গে ফেলবে—এতক্ষণ হয় ত করেছেও। এইটুকু সতর্ক ক'রে দিয়েই আমি থেমে যাব, না আরও বলব?"

যুবতী বলিলেন, "আপনি ব'লে যান। আরও স্পষ্ট ক'রে বলুন। শুধু আমার জন্য নয়, আপনার ছেলের কথা ভেবেও সত্য কথা বলুন।"

আরও স্নেহ-প্রকাশের অভিনয় সহকারে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "মা আমার। আপনাকে আমার মেয়ে বলেই ডাকছি। অদৃষ্ট বিরূপ, কি করব বলুন। এডোয়ার্ড একটা মিথ্যে অজুহাত দিয়ে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করবে। তার নিজের হাতের লেখা দিয়েই আমি তা প্রমাণ ক'রে দিতে পারি। আমি তার ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রেখেছি ব'লে আমার অপরাধ নেবেন না। আমি তার বাপ। আপনার মনের শান্তি, আর তার সম্মান দুই-ই আমাকে রাখতে হবে। কাজেই এ পদ্ধতি আমাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। তার ডেস্কে এখন একখানা চিঠি লিখে সে রেখে দিয়েছে। তাতে সে আমাদের—তার ও আমার দারিদ্র্যের উল্লেখ করেছে। সে চিঠি সে পাঠিয়ে দেবে বলেই লিখে রেখেছে। দরিদ্রতাবশতঃ সে এখন আর আপনার পাণিপ্রার্থনা করবার অধিকারী নয়। তাই সে আপনার উপর সব দাবী ছেড়ে দিতে চলেছে। আপনাকে মুক্তি দেওয়াই তার অভিপ্রেত। ভবিষ্যতে সে যাতে আপনার উপযুক্ত হ'তে পারে, তারই চেষ্টা সে করবে (এমন কথা সকলেই ব'লে থাকে)। এই চিঠিতে সে আপনাকে একটু আঘাতও করেছে। কথাটা বললাম ব'লে আমার অপরাধ নেবেন না।"

সুন্দরী গর্ব্বভরে মিঃ চেষ্টারের দিকে চাহিলেন। তার পর বলিলেন, "অপরাধের কথা যদি সত্য হয়, তাঁকে কোন কষ্ট করতে হবে না। আমার মনের শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর খুবই আগ্রহ। সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আমি সত্য বলছি কি না, তা তার চিঠি পেলেই বুঝবেন, অথবা না পেলেও বুঝবেন।—এই যে, হেয়ারডেল, আপনাকে দেখে আমি খুশী। অবশ্য এ দেখাটা আনন্দের সময়ে নয়। যা হোক, আপনি ভাল আছেন ত?"

এই কথা শুনিয়া মিস্ হেয়ারডেল চোখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ। জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ কোন কথাই কহিলেন না।

হেয়ারডেল অবশেষে বলিলেন, "এর মানে কি? আপনি এখানে এসেছেন কেন? ওর সঙ্গেই বা দেখা করলেন কেন?"

বেঞ্চের উপর ক্লান্তভাবে দেহ এলাইয়া দিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "বন্ধু, পান্থনিবাসে আপনি বলেছিলেন যে, প্রতারণায় আমার মত দক্ষ লোক কেউ নেই। সে সময় মনে হয়েছিল, আপনি আমাকে বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু এখন বুঝেছি, সত্যি, আমার ও বিদ্যা প্রচুর আছে। আপনি কি কখনো রাগের অভিনয় করেছেন? না, আপনি বুঝতে পারবেন না, এ অভিনয় কত শক্ত।"

মিঃ হেয়ারডেল অনুত্তেজিত উপেক্ষাভরে তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তার পর উভয় বাহু সংবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপনি কৈফিয়ৎ এড়াতে চান, তা আমি জানি। কিন্তু তা হবে না। আমি সব শুনব। সে জন্য বিলম্ব করতেও আমি রাজি আছি।"

পায়ের উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাঁহার বন্ধুটি বলিলেন, "এড়াতে আমি মোটেই চাইনে, বন্ধু। আপনাকে সে জন্য বিলম্বও করতে হবে না। কথাটা অতি সোজা। এক কথাতেই আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। নেড্ ওঁকে একখানা পত্র লিখেছে। ছেলেমানুষীতে ভরা, তবে তাতে মারপেঁচ নেই, খালি উচ্ছ্বাস ভরা। পত্রখানা এখনও তার ডেস্কে বন্ধ আছে। কারণ, চিঠিখানা পাঠাতে তার সাহস হয়নি। আমি একটু এ বিষয়ে অধিকার চালিয়েছি। বাপের স্নেহ ও উৎকণ্ঠা ত কম নয়। তাই তার অজ্ঞাতসারে দেখে ফেলেছি। সুতরাং সেটা দোষের নয়। চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা আপনার ভাইঝির কাছে বর্ণনা করেছি (মেয়েটি বড় চমৎকার, হেয়ারডেল, দেবকন্যার মত বলা চলে)। অবশ্য বলবার সময় একটু রং চড়িয়েই বলেছি। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সেটা দরকারও বটে। কার্য্যোদ্ধার হয়েছে। এখন আপনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন। ব্যাপারটা চুকে-বুকে গেছে। যারা মাঝখানে ছিল, তারা আর কিছু করতে পারবে না। মেয়েটির ঈর্ষা এবং গর্ব্ব দুই—চরমসীমায় উঠেছে। কেউ আর তাকে ভোলাতে পারবে না। পত্রের উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। কাল দুপুরের মধ্যে যদি মেয়েটি নেডএর চিঠি পায়, আপনি জেনে রাখুন, কাল রাত্রি থেকে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। ধন্যবাদ আমাকে দিতে হবে না। আমার কাছে আপনার কৃতজ্ঞ হবার কোন হেতু নেই আমি নিজের জন্যই সব করেছি। যা কিছু করছি, স্বার্থসাধনের জন্যই করেছি।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে ও বিষয়ে চুক্তি করেছিলুম ব'লে আমি কায়মনোবাক্যে নিজেকে অভিসম্পাত করছি। অতি অশুভক্ষণে চুক্তি করেছিলুম। মিথ্যার সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে পড়েছি। আপনার সঙ্গে আমাকে যোগ দিতে হয়েছে। তবে ভাল কাজ হবে ভেবেই আমি সেটা করেছিলুম। সে জন্য আমাকে যে কত কষ্টভোগ করতে হয়েছে, তা আমিই জানি। সে জন্য আমার নিজের উপরই আমার ঘৃণা, অশ্রদ্ধা জন্মেছে।"

হাসিমুখে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "আপনি বড় গরম হয়ে উঠেছেন।"

"তা হয়েছি। আপনার উপেক্ষা দেখে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। আপনার শরীরে যদি সত্যিই গরম রক্ত থাকে, আর আমি যদি আত্মসংবরণ করতে না পারি, তা হলে মৃত্যুই, চেষ্টার, একমাত্র পথ। আমাকে সকল সময় ওরা টেনে রেখে দিয়েছে। নইলে—যাক্, শেষ হয়ে গেলেও আপনি আমাকে যা সব বলুলেন, তা আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যখন আমি অনুতপ্ত হব, তখন আমি আপনার কথা, আপনার বিয়ের কথা ভাবব। তখন মনকে এই ব'লে প্রবোধ দেব যে, আপনার ছেলের সঙ্গে এমার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, আমি ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছি। এখন আমাদের সর্ত্ত বাতিল হয়ে গেল। আমরা বিদায় নিতে পারি।"

মিঃ চেষ্টার নিজের করপল্লব ভঙ্গী সহকারে চুম্বন করিলেন। তাঁহার মুখের ভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য হইল না। সেই ভাবে বসিয়া তিনি হেয়ারডেলের গমনপথে চাহিয়া রহিলেন।

সেই দিকে চাহিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "স্কুলে আমার প্রতিযোগী এবং বাল্যকালের বন্ধু। পত্নী ব'লে যাকে মনোনীত করেছিল, শেষ পর্য্যন্ত পেয়েও তাকে রাখতে পারলে না। আমার সামনে ফেলে দিলে, আমি তা অধিকার করলাম। আগেও আমি জয়লাভ করেছি, এখনও করলাম। ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকতে থাক, কুকুর। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিনই আমার প্রতি প্রসন্ন—তোমার কথা শুনতে আমার বেশ লাগে।"

বৃক্ষবীথির মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মিঃ হেয়ারডেল কোনও দিকে না তাকিয়া সোজা চলিতেছিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার সঙ্গী তখন বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার দিকে তাকাইতেছেন দেখিয়া, স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যদি মিঃ চেষ্টার সে দিকে অগ্রসর হন, সে জন্য দাঁড়াইলেন।

হাত নাড়িয়া মিঃ চেষ্টার এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তাঁহারা অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার পর মুখ ফিরাইয়া চলিতে চলিতে আপন মনে বলিলেন, "এক দিন তা হবে, তবে এখনও সময় হয় নি। না, হেয়ারডেল, সময় এখনও হয়নি। জীবন এখনও আমার কাছে রমণীয়, উপভোগ্য। তোমার জীবন তাপী এবং সুখহীন। না, এ রকম লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ।"

তথাপি তিনি কোষবদ্ধ তরবারি মুক্ত করিলেন। তরবারির মুঠি হইতে সূচ্যগ্র সূক্ষ্ম স্থান পর্য্যন্ত অন্ততঃ বিশবার চোখ বুলাইয়া লইলেন। চিন্তার ভারে মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন। ললাটে হস্তাবমর্ষণ করিয়া, একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রসন্নভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

৩০

জন উইলেট, পুত্র জোর স্বাধীনতার উপর এক ইঞ্চ স্থান অধিকার করিবার পর, এমন স্বৈরাচারী হইয়া উঠিলেন যে, পূর্ণমাত্রায় জয়লাভ করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। জো যতই পিতার কথার বাধ্য হইতে লাগিল, বৃদ্ধ জন ততই তাহার উপর চাপ দিতে লাগিলেন।

মিঃ উইলেটের নিত্য সঙ্গীরা ঘাড় নাড়িয়া বলিত, জন উইলেট খাঁটি ইংরাজ পিতা। তাঁহার ভিতরে আধুনিকতার কোন ছাপ নাই। আপনাদের বাল্যকালে পিতার নিকট হইতে উহারা যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, জন উইলেট ঠিক সেই ধরণের পিতা। জন ভুল করেন না। তাঁহার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন পিতার আধিক্য যদি হইত, তাহা হইলে দেশের কল্যাণই ঘটিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। গ্রাম্য বৃদ্ধরা জোকে বুঝাইত যে, তাহারই কল্যাণকল্পে তাহার পিতা তাহার সহিত ঐরূপ কঠোর ব্যবহার করিতেছেন। এ জন্য ভবিষ্যতে সে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিবে। মিঃ কব্ উপদেশচ্ছলে জোকে বুঝাইত যে, জোর মত বয়সে তাহার পিতা তাহাকে লাথি, কিল, চড় মারিতেন। তাহারই ফলে আজ কব্ মানুষের মত হইয়াছে। নইলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না।

জোসেফকে জনের আদেশপালনে নানাপ্রকারে বাধ্য করিয়াও জনের আশ মিটে নাই। মিঃ চেষ্টারের সম্মুখে তিনি নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে সারা দিনই বৃদ্ধ, যুবক পুত্রকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিলেন। জো প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহার দুই হাত কোটের দুই পকেট হইতে কোনও মতে বাহির করিবে না। তাহা না হইলে আজ কি অঘটন ঘটিত, তাহা বলা যায় না। দীর্ঘ দিবস ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। অবশেষে মিঃ চেষ্টার অশ্বারোহণ-বাসনায় নীচে নামিয়া আসিলেন।

জন তখন সেখানে ছিলেন না। জো বসিয়া বসিয়া নিজের অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি অতিথির সাহায্যের জন্য ঘোড়ার কাছে ছুটিয়া গেল। মিঃ চেষ্টার অশ্বারোহণ করিলে, জো তাঁহাকে ভদ্রভাবে

অভিবাদন করিল। সেই সময় জন সেখানে আসিয়া জোর গলাবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ও সব চলবে না। তুমি বাইরে এলে কেন? আমার হুকুম না নিয়ে কেন এলে? পালাবার চেষ্টা বুঝি? আবার বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবে না কি? তোমার মতলবখানা কি?"

অতিথির মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখিয়া জো অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমায় ছেড়ে দিন। ও রকম করবেন না। বড় খারাপ দেখাচ্ছে। কে পালাতে চাচ্ছে?"

তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া বৃদ্ধ জন বলিলেন, "কে পালাতে চাচ্ছে! কেন, তুমি পালাবে।" বলিয়া এক হাতে পুত্রের গলা ধরিয়া অপর হাতে অতিথিকে অভিবাদন জানাইলেন। তার পর বলিলেন, "তুমি পালাবে। তার পর ভদ্রলোকদের মধ্যে যাতে বিবাদ বাধে, তাই করবে। পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটাবে। চুপ ক'রে থাক, ছোকরা।"

জো উত্তর দিবার কোন চেষ্টা করিল না। আজ তাহার লাঞ্ছনা চরমে উঠিয়াছিল। পিতার হস্ত-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সে অতিথির দিকে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তার পর বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

টেবলের উপর দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া জো আবেগভাবেই বলিল, "শুধু ডলির জন্য, শুধু তার জন্য! ওরা আমাকে যে রকম রাস্কেল ব'লে দাঁড় করাতে চায়, এ অসহ্য। কিন্তু আর নয়—আজই এ বাড়ী আমি ত্যাগ করব।"

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গ্রাম্য বৃদ্ধরা আসিয়া সমবেত হইয়াছে। মিঃ জন উইলেট তাহাদের কাছে গিয়া বসিলেন। তামাক ধরাইয়া টানিতে টানিতে তিনি বলিলেন, "দেখা যাক্, এ বাড়ীর মালিক কে। আমিও দেখে নেব, বালকরা বুড়োদের শাসন করে, না বুড়োরাই বালকদের শাসন করে থাকে।"

সলোমন ডেজি বলিল, "খুব খাঁটি কথা। জন ঠিক বলেছে। উইলেট যথার্থ কথা বলেছে। সাবাস! সাবাস!"

জন তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যখন তোমাদের কাছ থেকে উৎসাহ চাইব, তখন তা দিও। আমাকে একা থাকতে দেও। তোমাদের না হলেও আমার চলবে। আমাকে খোঁচিও না তোমরা, ব'লে দিচ্ছি।"

ক্ষুদ্রকায় লোকটি বলিল, "রাগ করো না ভাই। আমি মন্দ কথা কিছু বলিনি।"

"বেশ, বেশ! আমি নিজেই বেশ শক্ত হ'তে জানি। তোমাদের সাহায্যের দরকার হবে না।"

অগ্নিকুণ্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। বন্ধুদিগের মনে এই ব্যাপারের পর আর উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা বলিল না। মিঃ কব্ অগ্নি-কুণ্ডকে উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, অতঃপর জো যেন তাহার পিতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করিয়া চলে। আজিকার ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জন উইলেটকে অগ্রাহ্য করা সোজা ব্যাপার নহে। এজন্য কবের এই উপদেশ যে, জো যেন ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলে।

আরক্ত মুখে জো বলিল, "তোমাকে আমি ব'লে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে কথা বলো না।"

সহসা জন মুখ ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "চুপ রও।"

টেবলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া জো বলিল, "না, বাবা, তা হবে না। আপনার কাছে এ রকম ব্যবহার আর আমি সইতে পারছি না। অন্য লোক বলবে, তা একবারেই অসহ্য। তাই বলছি, মিঃ কব্, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না।"

টিটকারী দিয়া কব্ বলিল, "কেন বল ত? কে তুমি? মস্ত লোক এলেন যে, তাঁর সঙ্গে কথা কইব না।"

জো এ কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। হয় ত সে সেইখানেই সে দিন কাটাইয়া দিত; কিন্তু কব্ পুনঃ পুনঃ টিটকারী দিয়া তাহাকে বাক্য-বাণে বিঁধিতে লাগিল। বিদ্রূপ এমন মাত্রা ছাড়াইয়া গেল যে, অবশেষে জো ক্রোধ ও বিরক্তিভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চির-দিনের শত্রুকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া গৃহের এক কোণে ফেলিয়া দিল। কব্ সেখানে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল। তাহার এই জয়লাভে সকলেই তাহাকে বাহবা দিল। জো তখন নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পাছে কেহ দ্বার খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, এজন্য ঘরের ভারী ভারী জিনিষপত্র আনিয়া দরজার কাছে জড় করিয়া রাখিল।

উত্তপ্ত ললাটের স্বেদ-ধারা মুছিয়া ফেলিয়া শয্যায় উপবিষ্ট জো আপন মনে বলিল, "যাক্, এত দিনে আমার সাধ মিটল। জানতুম, এক দিন এ রকম হবেই। মেপোল থেকে আমাকে বিদায় নিতেই হবে। আমি এখন কপর্দ্দক-হীন ভবঘুরে। ডলি আমাকে ঘৃণা করে—এখন আরও করবে। যাক্, এখন সব শেষ!"

৩১

জো প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার পিতা তাহাকে আত্ম সমর্পণের আদেশ করিবেন। এজন্য সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিবার জন্য সে কাণ পাতিয়া রহিল। কিন্তু কেহ আসিল না, কাহারও কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। শুধু দূরে দরজা খোলা ও দরজা বন্ধের শব্দ প্রতিধ্বনি আসিয়া পৌঁছিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, কেহ আসিয়া তাহাকে ডাকিল না। বাহিরে আর

শব্দ নাই। সবই নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। বাতায়ন-পথে সে বাহিরে চাহিয়া রহিল। মৃদু চন্দ্রালোকে প্রকৃতি ঝিমাইতেছিল। এইভাবে বসিয়া বসিয়া আধ-তন্দ্রা আধ জাগরণের মধ্যে রাত্রি প্রভাত হইল।

জো সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। এক রাত্রির মধ্যেই তাহার মুখ-মণ্ডল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

অরণ্যের বৃক্ষ-কুঞ্জের অন্তরাল দিয়া সূর্য্য উঠিতেছিল। জো বাতায়নপথে নীচে নামিল। তাহার পৃষ্ঠে একটি পুঁটুলি, হাতে পুরাতন বিশ্বস্ত যষ্টি।

সে পণ্ডিত নহে, তাই সে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না—অভিসম্পাত-বাণীও তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল না। সে শুধু বলিল, "ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন!" তার পর রাজপথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

সে দ্রুত-পদে চলিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিল যে, সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিদেশের বালুকা-তপ্ত-ভূমিতে যুদ্ধান্তে প্রাণত্যাগ করিবে। মৃত্যুকালে সে ডলির জন্ম অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন রাখিয়া যাইবে। ডলি যখন উহা পাইবে, তখন তাহার মন তাহারই জন্ম ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। এইরূপ যুবজনোচিত কল্পনায় সে কখনও উৎফুল্ল, কখনও হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত চিন্তা ডলিকে কেন্দ্র করিয়াই ডাল-পালা বিস্তার করিতে লাগিল। এমনই চিন্তায় সে যখন বিভোর, সেই সময় লণ্ডন সহরের কোলাহল তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সে দেখিল, অদূরে ব্ল্যাক-লায়ন দেখা যাইতেছে।

তখন সবে ৮টা বাজিয়াছিল। সেইরূপ সকালে তাহাকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া ব্ল্যাকলায়নের পরিচিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এবার সে অশ্বারোহণে আসে নাই। সে তথায় আসিয়াই প্রাতরাশ আনিতে আদেশ করিল। দোকানের মালিক তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

প্রাতরাশ শেষ হইলে জো মুখ-হাত ধুইয়া প্রশ্ন করিল, "পাশের ঘরে অত জোরে কথা কইছে কে?"

দোকানের মালিক বলিল, "ও এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী। সেনাদলে লোক ভর্ত্তি করবার জন্ম এসেছে।"

জো চমকিত হইয়া উঠিল। পথে সে যে বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে, এখানে তাহাই চলিতেছে যে!

দোকানদার বলিল, "লোকটা এখানে না এলেই ভাল ছিল। ওরা চেঁচায় বেশী, কিন্তু লোক বেশী নেয় না। প্রয়োজন যথেষ্ট আছে ব'লে জানায়, কিন্তু কাজের বেলায় ঢু-ঢু। মিঃ উইলেট, তোমার বাবা এরকম লোক দেখতে পারেন না।"

পাশের একটি দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া জো প্রশ্ন করিল, "উনি একটা ভাল রেজিমেণ্টের জন্ম পুরা লোক সংগ্রহ করছেন?"

দোকানদার বলিল, "বোধ হয় তাই। কিন্তু ফল একই। এক জন ভদ্র সৈনিক ও সাধারণ সৈনিকে তফাৎ কি? গুলী বর্ষিত হ'লে উভয়ের ভাগ্যেই সমান ফল।"

জো বলিল, "কিন্তু সকলেই ত আর মরে না।"

"না, তা মরে না বটে, তবে যারা মরে, তারা একটা রেখে যায়।"

জো বলিল, "কিন্তু আপনি ত যশঃ কীর্ত্তি চান না।"

দোকানদার বলিল, "কিসের কথা বললে?"

"যশঃ।"

দোকানদার বলিল, "না, তা আমি চাইনে। মিঃ উইলেট, এ বিষয়ে তুমি খাঁটী কথাই বলেছ। যদি যশঃ কোন দিন এখানে এসে একটু পান করতে চায়, আর গিনি ভাঙ্গাতে চায়, আমি তাকে কিছু না নিয়েই তা দেব। আমার বিশ্বাস, যশের বাহু খুব দৃঢ় নয়।"

এই মন্তব্য শুনিয়া জো খুসী হইতে পারিল না। সে বাহির দিয়া পাশের ঘরের ধারে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। সার্জ্জেণ্ট সামরিক জীবনের কথা বর্ণনা করিতেছিল। খালি পান ও আহার। মাঝে মাঝে প্রেম করিবার অবসরও আছে। যুদ্ধের মত চমৎকার জিনিষ জগতে আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ যখন জয়লাভ করা যায়। ইংরাজরা চিরদিনই যুদ্ধে জিতিয়া আসিতেছে। ঘরের এক কোণ হইতে কেহ ভয়ে ভয়ে বলিল, "ধরুন, আপনি যদি যুদ্ধে মারা যান?" সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আচ্ছা, ধরলাম, যুদ্ধে আপনি মারা গেলেন। তাতে কি? আপনার দেশ আপনাকে সম্মান দেবে। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ আপনাকে ভালবাসবেন। আপনার স্মৃতির পূজা সকলে করবে—শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবে। সকলেই আপনার জয় গান করবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সামরিক বিভাগে আপনার পুরা নাম লেখা থাকবে। মানুষকে ত এক দিন ম'রতেই হবে, তবে ভয় কি?"

কাসিয়া কণ্ঠস্বর নীরব হইল।

জো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জন ছয়েক লোক উৎকর্ণ হইয়া সকল কথা শুনিতেছিল। উহাদের মধ্যে এক জন দলে ভর্ত্তি হইবার জন্ম প্রায় প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। অপর যাহারা ছিল, তাহারা আপনারা সৈনিক হইতে রাজি না হইলেও, সেই যুবককে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতেছিল, সেনাদলে যোগ দেওয়াই শ্রেয়ঃ! সার্জ্জেণ্ট ধীরে ধীরে সুরা পান করিতে করিতে বলিল, "আমি কিছু বলব না। তবে যাদের সাহস আছে, তেজ আছে, তারা যেন দেরী না করে।" বলিতে বলিতে সে জোর দিকে একবার চাহিল। সে বলিয়া চলিল, "অনিচ্ছুক লোকদের রাজা চান না। যারা খুব চটপটে, যাদের বুকের জোর আছে, এমন লোকই আমরা চাই। জলো দুধ চাই না। দু'জনের মধ্যে পাঁচ জনকে আমরা নেব না। যারা শ্রেষ্ঠ, তাদেরই নেব।

অনেক ভদ্রলোকের ছেলে, মা-বাপের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় সেনাদলে যোগ দিয়ে থাকেন।" সে আবার জোর দিকে চাহিল। জো তাহাকে ইঙ্গিতে আশ্বাস করিল। সে তাহার কাছে আসিল।

জোর পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "আপনি নিশ্চয় ভদ্রসন্তান। আমিও তাই। আসুন আমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করি।"

জো অবশ্য ততখানি অগ্রসর হইল না। তবে তাহার সহিত করকম্পন করিয়া তাহার সাধু মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

নূতন বন্ধুটি বলিল, "আপনি সৈনিক হ'তে চান বোধ হয়। আপনার হওয়া চাই। সে জন্যই আপনি জন্মেছেন। প্রকৃতির দিক দিয়ে আপনি আমাদেরই এক জন। কি পান করবেন বলুন ত?"

ক্ষীণভাবে হাসিয়া জো বলিল, "আপাততঃ আমার দরকার নেই। এখনো আমার সংকল্প স্থির হয় নি।"

সার্জেন্ট বলিল, "আপনার মত দৃঢ়চেতা মানুষ এখনো মন স্থির করতে পারে নি! আচ্ছা, আমি ঘণ্টা বাজাচ্ছি, আধ মিনিটের মধ্যে আপনার সংকল্প স্থির হয়ে যাবে, তা আমি জানি।"

জো বলিল, "আপনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু ঘণ্টা বাজাবামাত্র আমার সৈনিক হবার সব ইচ্ছা লোপ পাবে। এখানে আমি সুপরিচিত। আমার দিকে চেয়ে দেখুন। দেখছেন আমাকে?"

সার্জেন্ট বলিল, "তা দেখছি। আপনার মত এমন সুন্দর যুবক রাজার কাজে, দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করবার মত যোগ্য, এমন চমৎকার যুবক আমি আগে দেখিনি।"

জো বলিল, "ধন্যবাদ! আপনার প্রশংসা আমি চাই নি। তবু আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাকে মিথ্যাবাদী, কাপুরুষের মত দেখায় কি?"

সার্জেন্ট শপথ সহকারে বলিল যে, তাহার পিতাও যদি এমন কথা বলিতেন, তাহা হইলেও সে ইহা বিশ্বাস করিত না।

জো তখন বলিল, "তা হ'লে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমার কথাটা জেনে রাখুন। আজ রাত্রেই আমি আপনার সেনাদলে নাম লেখাব। এখন কেন তা করছি না, তার কারণ এই যে, আজ এখন আমি ওটা করতে চাইনে। আজ সন্ধ্যার পর কোথায় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে?"

সার্জেন্ট তখনই কাজ সারিতে চাহিতেছিল। বিলম্বের জন্য সে খানিকটা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল যে, টাওয়ার স্ট্রীটে ক্রুকড্ বিলেটএ তাহার দেখা পাওয়া যাইবে। দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত সে সেখানে জোর প্রতীক্ষা করিবে।

জো বলিল, "আমি যদি যাই—দশ লক্ষের মধ্যে ৯ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত ৯৯ ভাগ স্থির যে, যাব। কিন্তু আপনি আমাকে লণ্ডন সহর থেকে কখন্ বাইরে নিয়ে যাবেন?"

সার্জেন্ট বলিল, "কাল সকালে সাড়ে আটটার সময়। আমরা যে দেশে যাব, সেখানে খালি সূর্য্যালোক ও লুঠ—এমন চমৎকার স্থান জগতে আর কোথাও নেই।"

বন্ধুর সহিত করকম্পন করিয়া জো বলিল, "আমি বিদেশেই যেতে চাই। আচ্ছা, আপনি আমার প্রতীক্ষা করবেন।"

তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া সার্জেন্ট বলিল, "আপনার মত ছোকরাই আমরা চাই। আপনার মত যুবকরাই ভাগ্য-লক্ষ্মীকে লাভ করে। আমি আপনার হিংসা করছি না। আপনার যশ কেড়ে নেবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আপনার মত শিক্ষা যদি আমার থাকত, এত দিনে আমি কর্ণেল হ'তে পারতাম।"

জো বলিল, "ওসব বাজে কথা! আমি এমন ছেলে মানুষ নই যে, ওসব কথায় ভুলব। শয়তান যখন মানুষকে চালায়, বুঝতে হবে, তার অভাব ঘটেছে। শয়তান আমাকে চালাচ্ছে, আমি শূন্য পকেটে, সুখহীন গৃহ ত্যাগ করতে চলেছি। আচ্ছা, আপাততঃ বিদায়।"

টুপী ঘুরাইয়া সার্জেন্ট বলিল, "রাজা ও দেশের জন্য।"

আঙুল মটকাইয়া জো বলিল, "রুটী-মাংসের জন্য!"

অতঃপর উভয়ের ছাড়াছাড়ি হইল।

জোর পকেটে অধিক অর্থ ছিল না। প্রাতরাশের ব্যয় দিয়া তাহার পকেটে মাত্র এক পেনী অবশিষ্ট রহিল। তাহার পিতার নামে প্রাতরাশের খরচ সে লিখাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। সার্জেন্ট দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া অনেক বুঝাইয়াছিল, তাহাকে এক শিলিং হাত-খরচের জন্য আগাম দিতেও চাহিয়াছিল, কিন্তু জো সে প্রলোভন দমন করিল। সে পুঁটুলি ও লাঠি লইয়া পথ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর ভার্ডেনের বাড়ী যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল। ডলি ভার্ডেন-এর সহিত সে শেষ দেখা করিতে চাহে।

জো পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। তার পর সন্ধ্যার সময় সে তালা-চাবি-নির্ম্মাতার বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। মিসেস্ ভার্ডেন মাঝে মাঝে একা বাহিরে যান। তাই সে বিলম্ব করিয়াই ভার্ডেনের বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। আজ যদি মিসেস্ ভার্ডেন বাহিরে গিয়া থাকেন, এই তাহার আশা।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে দুই তিনবার পথ দিয়া চলাফেরা করিল। শেষবার বাড়ীর কাছে আসিতেই সে দরজার কাছে কাহার স্কার্টের প্রান্ত দেখিতে পাইল। সে বুঝিল, ডলি ছাড়া আর কেহই নহে। তখন সে সাহসে ভর করিয়া কারখানায় প্রবেশ করিল।

তাহার ছায়ায় দরজার আলো ম্লান হইতেই ডলি ফিরিয়া চাহিল। সেই মুখই বটে! জো মনে করিল, এমন সুন্দরী সে আর কাহাকেও দেখে নাই। সে লর্ড-পত্নী হইবার যোগ্য।

কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলিল না। ডলি তাহাকে দেখিয়া খুসী হইল। কিন্তু তাহার পিতামাতা উভয়েই বাড়ীতে অনুপস্থিত।

বৈঠকখানা-ঘরে জোকে লইয়া যাইতে ডলি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কারণ, সেখানে এখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দরজার কাছেও ত বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া এক জন পুরুষের সহিত কথা বলা চলে না। সম্মুখেই খোলা রাজপথ। তাহারা হাপরের কাছে কোনমতে গিয়া দাঁড়াইল। ডলি করকম্পনের জন্য তাহার কোমল কর-পল্লব প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল।

জো বলিল, "আমি বিদায় নিতে এসেছি। কতদিনে আবার দেখা হবে জানিনে। হয় ত ইহজীবনে আর নয়। আমি দেশান্তরে যাচ্ছি।"

কিন্তু ঠিক এই কথাটাই জো বলিবে না ভাবিয়াছিল।

ডলি হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "তাই নাকি?"

তাহার কণ্ঠস্বরে অন্য কোন ভাব প্রকাশ পাইল না।

জো বলিল, "তোমাদের একবার না দেখে যেতে পারছিলাম না।"

এত কষ্ট করার জন্য ডলি দুঃখ প্রকাশ করিল। অনেক দূর যাইতে হইবে, সুতরাং জোর যথেষ্ট কাজ ত আছে। মিঃ উইলেট কেমন আছেন, তাহাও সে জিজ্ঞাসা করিল।

জো বলিল, "এ ছাড়া তোমার বল্‌বার আর কিছু নেই?"

আরও কিছু! এই লোকটা অন্য কি প্রত্যাশা করিয়াছিল? সে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগকে সংবরণ করিল। জোর দৃষ্টিতে সে নিশ্চয় বিচলিত হয় নাই।

প্রণয়-ব্যাপারে জোর কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। সে জানিত না, ভিন্ন ভিন্ন যুবতী, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সে মনে করিয়াছিল যে, ডলি হয় ত বলিবে, "তুমি যেও না!" অথবা "আমাদের ছেড়ে যেও না," কিংবা "কেন তুমি যাচ্ছ?" বা "আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবে কেন?" এইরূপ কোন কথা বলিবে। অথবা তাহাকে উৎসাহ-প্রদায়ক কথাও শুনাইয়া দিতে পারে। সে এমনও ভাবিয়াছিল যে, ডলি তাহার বিদেশ-যাত্রার কথায় হয় ত কাঁদিয়া ফেলিবে, তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু সে সবের কিছুই সে করিল না।

ডলি পরিধেয় বস্ত্রের ভাঁজগুলি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পরে জো বিদায় প্রার্থনা করিল। ডলি বলিল, "বিদায়!" তাহার মুখে প্রসন্ন হাস্যরেখা। যেন জো একটু দূরে যাইতেছে, খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া আহার করিবে।

জো দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, "ডলি, প্রিয়তমে ডলি এমন ভাবে আমরা বিদায় নিতে পারিনে। আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি। কোন পুরুষ এমন প্রাণ দিয়ে কোন নারীকে ভালবাস্‌তে পেরেছে ব'লে জানিনে। আমি গরীব, এখন আরো গরীব। আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। আর আমি অত্যাচার সহ্য করতে পারলাম না। কারও সাহায্য না নিয়ে আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াব। তুমি সুন্দরী, সকলে তোমায় ভালবাসে। সবাই তোমার প্রশংসা করে। তোমার অবস্থা ভাল, তুমি সুখী। চিরদিন তুমি সুখে থাক। ভগবান্ জানেন, আমি তোমার কল্যাণই চাই। তুমি আমাকে একটা সান্ত্বনার বাণী বল। একটা মিষ্ট কথা আমায় বল। অবশ্য সে কথা জানবার অধিকার আমার নেই। তবু আমি তোমার কাছে চাইছি। কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার সামান্য একটা কথা, সারাজীবন আমি মহামূল্য রত্নের মত বুকে ক'রে রাখব। ডলি, প্রিয়তমে, তোমার কি কিছুই বলবার নেই?"

না, কিছুই নাই। স্বভাবতঃ ডলি কৃত্রিম হাব-ভাব প্রকাশে অভ্যস্তা এবং পিতামাতার আদরের দুলালী কন্যা। এমনভাবে প্রণয়বাক্য-স্রোতে সে কোনও দিন ভাসিবার অবকাশ পায় নাই। জোর বিদেশ-যাত্রার কোন প্রয়োজন ছিল না। যদি তাহার হৃদয় লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই যাইতে পারিত না।

ডলি বলিল, "আমি দুবার বিদায় শব্দ উচ্চারণ করেছি আমার হাত ছেড়ে দাও, নইলে আমি মিগ্‌স্‌কে ডাক্‌ব।"

জো বলিল, "তোমাকে তিরস্কার কর্‌ব না। সত্যই আমার দোষ। সময় সময় আমার মনে হ'ত, তুমি আমায় অবজ্ঞা কর না। কিন্তু আমি নির্ব্বোধ, তাই ওরকম ভেবেছিলুম। আমাকে যে ভাবে জীবন কাটাতে হয়েছে, তাতে সকলেই আমাকে নির্ব্বোধই ভাব্‌বে। তুমি ত বিশেষ করেই ভাব্‌বে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

এবার সত্যই সে চলিয়া গেল। ডলি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিল। ভাবিল, হয় ত জো আবার ফিরিয়া আসিবে। সে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। অন্ধকারের মধ্যেও রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিল। আরও খানিকক্ষণ দাঁড়াইবার পর সে একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে উপরে উঠিয়া নিজের শয়ন-কক্ষ অর্গলাবদ্ধ করিল। তার পর শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন তাহার বুক ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র এমনই বিচিত্র যে, জো যদি পরদিন, পরের সপ্তাহ বা পরের মাসে আবার

ফিরিয়া আসিত, বাহুতঃ সে একই প্রকার ব্যবহার করিত। আবার ঐ ভাবে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত।

ডলি কারখানা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, চিমনির পাশ হইতে এক জন ব্যক্তি সতর্কভাবে বাহির হইল। সে গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল, সে একাই রহিয়াছে। আর কেহ কোথাও নাই। সে ব্যক্তি মিঃ ট্যাপারটিট্। সে হাত-পা ছুড়িয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "আমি যা শুনলাম, সব সত্যি কি? না শুনতে ভুল হয়েছে? স্বপ্ন দেখছি না ত! হে ভাগ্যবিধাতা, তোমাকে ধন্যবাদ দেব, না অভিসম্পাত করব?"

গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া সে ভাঙ্গা দর্পণের অংশটুকু বাহির করিয়া তাহাতে নিজের চেহারা দেখিল—চরণ-যুগলের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিম্ বলিল, "না, স্বপ্ন দেখিনি। সত্যই এ ব্যাপারটা ঘটেছে। উইলেট, হতাশ হও। ডলি এখন আমার! সে আমারই!"

এইভাবে জয়োল্লাস প্রকাশ করিয়া সে হাতুড়ি লইয়া প্রচণ্ডবেগে লেদএর উপর আঘাত করিল। সে যেন কল্পনায় জোসেফের মাথাটা হাতুড়ি দিয়া চূর্ণ করিতেছিল। তার পর সে উচ্চরবে হাসিতে লাগিল। সে হাস্যরবে রন্ধনাগারে মিগস্ পর্য্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিল। সিম্ তার পর টব হইতে জল লইয়া মাথা ধুইয়া ফেলিল, তোয়ালের দ্বারা মুখ ও মাথা মুছিয়া ফেলিল।

ভার্ডেনের বাড়ী হইতে জো বিমর্ষচিত্তে বাহির হইয়া ক্রুকেড বিলেটএ গমন করিল। বন্ধু সার্জ্জেন্ট তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জো সেনাদলে নাম লিখাইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সে পরিতোষ পূর্ব্বক সেইখানে আহার করিল। তার পর এক স্থানে শয়ন করিল।

পরদিবস সে সৈনিকের বেশ পরিধান করিল। তার পর সদলবলে তাহারা একখানি নৌকায় চড়িয়া গ্রেভসেণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল। বাতাস অনুকূল ছিল। অনতি-বিলম্বে তাহারা লণ্ডন ত্যাগ করিল।

৩২

যে দিন জো লণ্ডন ত্যাগ করিল, সেই দিন এডোয়ার্ড চেষ্টারও অত্যন্ত বিরসমুখে যাপন করিতেছিলেন।

তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে। পিতা ও পুত্র আহারে বসিয়াছিলেন। আহারশেষে টেবলে মদ পরিবেষিত হইল। ঘরের মধ্যে তখন আর কেহ ছিল না।

এডোয়ার্ড অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ছিলেন। মিঃ চেষ্টারের মন সে দিন অত্যধিক মাত্রায় প্রফুল্ল।

মিঃ চেষ্টার একখানি সোফায় অঙ্গ এলাইয়া দিলেন। পুত্র তাঁহার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা।

হাস্যপ্রফুল্লমুখে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "প্রিয় এডোয়ার্ড, তুমি অত বিমর্ষ কেন? পাত্রটা এদিকে সরিয়ে দেও।"

পিতার আদেশ পালনের পর এডোয়ার্ড আবার স্থির-ভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

গ্লাসপূর্ণ মদ্য তুলিয়া ধরিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "তুমি গ্লাস ভরে নিলে না! নিয়মিত সুরাপান—অধিক মাত্রায় নয়—মনকে প্রফুল্ল করে। উহা পানে চোখে জ্যোতিঃ বেরোয়, কণ্ঠস্বরের উন্নতি হয়, কথা ও চিন্তায় শক্তি সঞ্চয় করে। নেড, তুমি চেষ্টা ক'রে দেখ।"

পুত্র বলিলেন, "বাবা! যদি—"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সবিস্ময়ে পিতা বলিলেন, "ওরকম সেকেলে ভাবে আমায় সম্বোধন ক'রো না। আমি কি খুড়থুড়ো বুড়ো হয়েছি! আমার কি দাঁত নেই, না লাঠি-ভর দিয়ে হাঁটি? না, ওটা আমি পছন্দ করিনে।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "বাবা, আমি মনের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি বাধা দিলেন।"

মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "নেড্, ওরকম বিশ্রীভাবে কথা বলো না। তোমার হৃদয়ের কথা বলতে যাচ্ছিলে। তুমি কি জান না যে, হৃদয়টা আমাদের শরীর-গঠনের একটি কৌশলপূর্ণ স্থান—রক্ত-প্রবাহসঞ্চালনকারী পদার্থসমূহের কেন্দ্রী স্থান? তুমি যা বলবে বা চিন্তা করবে, তার সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। তবে তুমি ওরকম অসঙ্গত বাজে কথা বলছ কেন? যারা চিকিৎসক, ওটা তাদেরই আলোচ্য-বিষয়। তারা সমাজে খুব প্রীতিপদ নয়। তুমি আমাকে অবাক্ করলে, নেড।"

পুত্র বলিলেন, "আপনার মত আমি জানি। আমার মতে আহত হবার বা ক্ষতপূর্ণ হবার মত কোন জিনিষ নেই। সুতরাং সে বিষয়ে আমি আর কথা কইব না।"

মিঃ চেষ্টার সুরাপান করিতে করিতে বলিলেন, "আবার তুমি ভুল করলে। আমি স্পষ্ট ক'রে বলেছি, ওসব জিনিষ আছে। আমরা জানি, ওরা আছে। পশুর হৃদয়—গরু, ভেড়া প্রভৃতির হৃদয় আছে। সেগুলো রান্না ক'রে খাওয়া হয়। শুনেছি, নিম্ন শ্রেণীর লোকরা তা খায়। খুব খুসী হয়েই তারা ওগুলো খেয়ে থাকে। সময়ে সময়ে মানুষের হৃদ্-যন্ত্রে অস্ত্রাঘাত করা হয়, গুলী মারা হয়ে থাকে। কিন্তু হৃদয় হ'তে, বা হৃদয়ে, উষ্ণ হৃদয়, শীতল হৃদয়, ভাঙ্গা হৃদয়, কিংবা সমস্ত হৃদয় দিয়ে বা, হৃদয়হীন—এ সব শব্দ সম্পূর্ণ নিরর্থক, নেড।"

পুত্র বলিলেন, "খুব ঠিক কথা, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।"

কথাটা বিশদ করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "ধর, তোমার আকর্ষণের পাত্রী, হেয়ারডেলের ভাইঝির কথাই বলি। তোমার মনে এক সময়ে সে হৃদয়বতী ছিল। এখন তার সে সব নেই। তবু সে সেই পাত্রীই আছে, নেড। ঠিক তেমনি আছে।"

আরক্ত-মুখে এডোয়ার্ড বলিলেন, "তাঁর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আমার বিশ্বাস, অতি অসৎ উপায়ে তাঁর পরিবর্ত্তন ঘটান হয়েছে।"

পিতা বলিলেন, "সে তোমাকে উপেক্ষাভরে বর্জ্জন করেছে! বেচারা নেড, আমি গতকল্য বলেছিলাম, এ রকম ঘটবেই! ঐ বাদাম-ভাঙ্গা যন্ত্রটা এগিয়ে দেবে কি?"

আসন হইতে উঠিয়া এডোয়ার্ড বলিলেন, "তাঁর সঙ্গে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। মিথ্যা কথা ব'লে তাঁর মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার নিজের প্রকৃত অবস্থার কথা তাঁকে বলবার ফলে যে তাঁর মন বিরূপ হয়েছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করব না। আমি জানি, তাঁর উপর নির্য্যাতন করা হয়েছে। যদিও আমাদের সর্ত্ত এখন ভেঙ্গে গেছে, আর তা জোড়া লাগবে না; যদিও তাঁর দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে নিষ্ঠার অভাব দেখে আমি তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগ করছি, তবুও আমি এ কথা বলব যে, তাঁর কোন নীচ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নেই। তাঁকে জোর ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে বাধ্য করা হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় তিনি এ কাজ করেন নি।"

পিতা বেশ প্রসন্নভাবে বলিলেন, "তোমার কথা শুনে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। ওটা তোমার চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা। তবে আশা করি, এ বিষয়ে তুমি আমায় কোন দোষ দেবে না। সেই যুবতী যা করেছেন, তা সঙ্গতই হয়েছে। তুমি যে প্রস্তাব করেছিলে, তাতে মেয়েটি সম্মতি দিয়ে বুদ্ধিমতীর মতই কাজ করেছে। আমি হেয়ারডেলের কাছে কথাটা শুনেছি। মেয়েটি ভেবেছিল যে, তুমি ধনবান; কিন্তু যখন দেখলে যে, তুমি গরীব, তখন সে তার পথ ছেড়ে দিলে। বিবাহটা একটা সর্ত্তমাত্র। মানুষ অবস্থার উন্নতি করবার জন্যই বিবাহ ক'রে থাকে। মেয়েটির বুদ্ধি দেখে আমি খুসী হয়েছি। আজ আমি তার কল্যাণকামনায় সুরাপান করব। তুমি এ দেখে শেখ। নেড, তোমার গ্লাসে সুরা ঢেলে নেও।"

পুত্র বলিলেন, "এ শিক্ষা থেকে আমার জীবনে কোন জ্ঞান হবে না। দীর্ঘ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে"—

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, "হৃদয়ের কথা কিন্তু বলো না।"

এডোয়ার্ড উচ্চ স্বরেই বলিলেন, "যারা ভণ্ডামি দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, ভগবান্ সে রকম লোকের দীর্ঘবৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে আমায় রক্ষা করুন।"

সোফার উপর বসিয়া, পুত্রের দিকে সোজা চাহিয়া মিঃ চেষ্টার বলিলেন, "শোন, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। তোমার নিজের স্বার্থ, কর্ত্তব্য, নৈতিক দায়িত্ব, পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে সতর্ক থাকো। যদি তা না কর, পরে অনুতাপ করতে হবে।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য আমি যা করা দরকার তা করবো, সেজন্য আমায় অনুতাপ কোন দিন করতে হবে না। আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে আমি যদি আত্মোৎসর্গ করতে না পারি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন! আপনি আমাকে যে পথে চলতে বলেছেন, আমার দ্বারা সে পথে চলা চলবে না। আপনি গোপনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন।"

পিতা পুত্রের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন। পুত্র এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তার পর আবার আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া ধীরে ধীরে বাদাম চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

তিনি প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "এডোয়ার্ড, আমার বাবার একটি সন্তান ছিল। সেও তোমারই মত নির্ব্বোধ ছিল। সে পিতার অবাধ্য হয়। সেজন্য এক দিন প্রাতরাশের সময় তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে অভিসম্পাত করেন। আজ সেই কথাটাই আমার মনে পড়ছে। ছেলেটা অতি দুর্দ্দশায় জীবন কাটিয়েছিল। তারপর অল্পবয়সেই মারা যায়। বাবা সুতরাং দায় থেকে সহজে মুক্ত হয়েছিলেন। সেও মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছেলেটি, তার বংশের দুর্নাম ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটা অতি দুঃখের এডোয়ার্ড। বিশেষতঃ পিতাকে যখন এই সকল কঠোর পথ গ্রহণ করতে হয়।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "সত্য কথা। তবে পুত্র যখন পিতাকে স্নেহ-ভক্তি দেখিয়ে কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে দেখে যে, প্রতিপদে তাকে ব্যর্থকাম হ'তে হচ্ছে, তখন সে পিতার আদেশ আর পালন করতে পারে না। বাবা এ বিষয়ে আমরা যখন প্রথম আলোচনা করি, সে সময় যে সব কথা হয়েছিল, আমার তা বহুবার মনে হয়েছে। আমরা আসুন পরস্পরকে বিশ্বাস করি—নির্ভর করি শুধু সর্ত্তে নয়, সত্যের দিক দিয়ে। আমার কথা শুনুন।"

পিতা উপেক্ষাভরে বলিলেন, "তুমি কি বলবে, বুঝতে পারছি। আমি তা শুনতে চাইনে। শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। সেটা আমার সহ্য হবে না। আমি তোমাকে জীবনের পথে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তুমি যদি তা স্বীকার করতে না চাও, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে চাও, অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের খেয়ালমত চলতে চাও, চলতে পার; কিন্তু সেই সঙ্গে আমার অভিসম্পাতও পাবে। সে জন্য আমি দুঃখিত হব, কিন্তু অন্য কোন পথ আর নেই।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "অভিশাপবাণী আপনার মুখ থেকে বেরোতে পারে, কিন্তু তার কোন সার্থকতা থাকবে না। আমি বিশ্বাস করিনে, কোন লোক অন্য লোককে অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করতে পারে। বিশেষতঃ নিজের সন্তানকে ত পারেই না। কোন লোকের কথায় আকাশ থেকে বৃষ্টি বা

ধারপাত হওয়া সম্ভব, আমি তা মনে করিনে। আপনি যা করেছেন, তার জন্ম সাবধান হয়েই কাজ করবেন।"

আর একটা বাদাম ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ধীরে ধীরে পুত্রের দিকে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার ধর্ম্মে বিশ্বাস নেই, কর্ত্তব্যজ্ঞান তোমার নেই বললেই চলে, তোমার চিত্তবৃত্তি কলুষিত। তাই তোমাকে আমি আর কথা বলতে দিতে চাইনে। এমন সর্ত্তে আমাদের দুজনের আর চলবে না। তুমি অনুগ্রহ ক'রে ঘন্টাটা বাজাও, চাকর তোমাকে বাইরে রেখে আসবে। এ বাড়ীতে আর কোন দিন ফিরে এসো না। তোমার যখন কোন নীতিজ্ঞান নেই, তখন তুমি চ'লে যাও। আমি বলছি, তুমি যাহান্নামে যাও। ব্যস্, আর কথা নয়—চ'লে যাও।"

একটিমাত্র কথা না বলিয়া এডোয়ার্ড গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন না।

পিতার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা ছিল না। ঘন্টা বাজাইয়া তিনি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এইমাত্র যে ভদ্রলোক চ'লে গেলেন—"

"আজ্ঞে, মিঃ এডোয়ার্ড?"

"তুমি ত ভারী গাধা যে, প্রশ্ন করছ? ঐ ভদ্রলোক যদি তাঁর বস্ত্রাদি চেয়ে পাঠান, তাঁকে সব দিয়ে দিও। শুনছ আমার কথা? উনি যদি কোন দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, বলবে, আমি বাড়ী নেই—দেখা হবে না। এই ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে দেবে।"

ক্রমশঃ চারিদিকে কাণাকাণি হইতে লাগিল যে, মিঃ চেষ্টার তাঁহার পুত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অসুখী। ভাল লোকরা এ কথা শুনিয়া আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াও বাহিরে কি করিয়া এমন অমায়িক শিষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন? এমন প্রশান্তভাবে থাকিতে পারেন? এডোয়ার্ডের নাম হইলেই সমাজের নর-নারীরা মাথা নাড়িয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত। এডোয়ার্ডের ন্যায় যাহাদের যুবক পুত্র ছিল, তাহারা সক্রোধে বলিত যে, এমন কুপুত্রের মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইভাবে পাঁচটি বৎসর চলিয়া গেল। সেই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস কেহ জানে না।

৩৩

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শীতের রাত্রিতে প্রবল উত্তরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাত্রি ঘনান্ধকারে পূর্ণ। সিক্ত রাজপথ। ঝটিকা প্রবলবেগে বহিতেছিল। এমন সময়ে কেহ গৃহের বাহির হইতে চাহে না।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ উইলেট যে স্থানটিতে বসিয়া থাকিতেন, আজও ঠিক সেই স্থানে সেই ভাবে বসিয়াছিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে তিনি এই ভাবেই বসিয়া রহিয়াছেন। মিঃ কব্ ও ফিল পার্কেস্ও চুপ করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট।

শীতের রাত্রিতে কক্ষটি বেশ আরামপ্রদভাবে উষ্ণ, তামাকু আজ খুবই হৃদ্য বোধ হইতেছিল, মিঃ উইলেট তন্দ্রাভরে ঢুলিতে লাগিলেন। কিন্তু তদবস্থাতেও তিনি ধূমপান করিয়া চলিয়াছিলেন—দীর্ঘকালের অভ্যাস কি না!

তাঁহাকে নিদ্রাভরে ঢুলিতে দেখিয়া অপর দুই বন্ধু এইরূপ আলোচনা করিতেছিল।

পার্কেস্ বলিল, "জনি চ'লে পড়ল দেখছি।"

কব্ বলিল, "লাটিমের মত।"

উইলেটের শরীর আবার টলিয়া উঠিল। চক্ষু না খুলিয়াই তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

কব্ বলিল, "জন নিদ্রায় প্রায় কুম্ভকর্ণ।"

পার্কেস্ও নিদ্রায় কম যায় না। তথাপি সে বলিল, "তাতে সন্দেহ নেই।"

উভয়ে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চাহিয়া দেখিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জো উইলেট পলায়ন করার পর জন উইলেট একটি হুলিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাহাতে একটি কিশোরের মূর্ত্তি ছিল। তাহার পৃষ্ঠে বোঝা ও হাতে লাঠি। উহাতে পলায়িত পুত্রের চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা ছিল; কেহ খুঁজিয়া দিতে পারিলে ৫ শত পাউণ্ড পুরস্কার। যদি কোন রাজকারাগারে তাহাকে রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পিতা গিয়া দাবী না করা পর্য্যন্ত যেন সেইখানে রাখা হয়, হুলিয়াতে তাহাও লিখিত ছিল। উক্ত হুলিয়া বাহির হইবার পর গৃহ হইতে পলায়িত প্রায় ৬৪টি বালককে মেপোলে আনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালকও ছিল। কিন্তু যাহার জন্য ঐ হুলিয়া তাহার কোন সন্ধান মিলে নাই।

কব্ ও পার্কেস্ ঐ হুলিয়া ও জন উইলেটের পানে পর্য্যায়ক্রমে চাহিয়া দেখিতেছিল। জন মাঝে মাঝে ঐ হুলিয়া নিজের হাতে আঁটিয়া দিতেন, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিতেন না। পুত্রের প্রসঙ্গ কাহারও নিকট তুলিতেন না। তিনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কি না, তাহাও কেহ জানিত না। এজন্য তাঁহার সাক্ষাতে ঐ প্রসঙ্গের কেহ আলোচনাও করিত না।

অনেকবার ঢুলিবার পর জন উইলেট সম্পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিলেন।

জন বলিলেন, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে না এলে আমি নিজেই খেয়ে নেব।"

উভয় বন্ধু এইপ্রকার উক্তি শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক আজ সলোমনের আসিতে অযথা বিলম্ব হইতেছিল। আজ তাহার হইল কি?

পার্কেস্ বলিল, "ঝড়ে সে উড়ে যায় নি ত? যে রকম ঝড়, তাতে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। বনে আজ অনেক গাছ নিশ্চয় উপড়ে পড়েছে। কাল সকালে চারিদিকে ভাঙ্গা ডাল-পালা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

জন বলিলেন, "কিন্তু ও ঝড়ে মেপোলের কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না।—ও কি!"

পার্কেস্ বলিল, "ঝড়ের শব্দ। সারারাত্রি ঝড়টা থাক্‌বে।"

"তোমরা আগে কখনো শুনেছ, বাতাস চেঁচিয়ে বল্‌ছে মেপোল?"

উভয়ে বলিল, "না।"

"তোমরা চুপ ক'রে থাক। শুন্‌তে পাবে, বাতাস ঐ কথাটাই যেন ব'লে বেড়াচ্ছে।"

মিঃ উইলেট ঠিকই বলিয়াছেন। দুই গ্রাম্যবৃদ্ধ কাণে শুনিল, বাতাসে যেন মেপোল শব্দটি ভাসিয়া আসিতেছে। কেহ যেন বিপদে পড়িয়া ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। তাহারা ভয়ে বিবর্ণমুখে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ হাত-পা পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিতে সাহসী হইল না।

জন উইলেট এই সময় দুই কর উভয় গণ্ডে স্থাপন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সে শব্দ কক্ষের শার্শি প্রভৃতিতে ঝঙ্কনা তুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তার পর তিনি বলিলেন, "এ শব্দ শুনে কেউ যদি সাহস পায়, পাক। যদি না পায়, আমি দুঃখিত হব। তোমাদের কেউ যদি বাইরে গিয়ে ব্যাপার কি দেখ্‌তে চাও, দেখে আসতে পার। আমার কোন কৌতূহল নেই।"

তিনি এইরূপ বলিবার পর সেই চীৎকার-ধ্বনি যেন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বাতায়নের কাছেও পদশব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তে সলোমন ডেজি ঘরের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল। তাহার এক হাতে প্রজ্বলিত লণ্ঠন—সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিধারায় সিক্ত। তাহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল।

তাহার দেহ কাঁপিতেছিল, জানুতে জানুতে ঠোকা-ঠুকি হইতেছিল—ললাটে স্বেদজাল। সে কথা বলিতে পারিতেছিল না।

জন উইলেট বলিলেন, "ব্যাপার কি, শীঘ্র বল, নইলে তোমায় মেরে ফেল্‌ব। ও-রকম ক'রে চেয়ে আছ কেন? কেউ কি তোমায় তাড়া করেছিল? বল, কি হয়েছে, ব'লে ফেল। নইলে তোমায় মেরে ফেল্‌ব।"

ক্ষুদ্রদেহ সলোমনকে উইলেট চাপিয়া ধরিলেন। অপর দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি সলোমনকে তাঁহার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে একখানি আসনে বসাইয়া দিল। এক গ্লাস সুরা-পানের পর সলোমন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

সে বলিল, "জনি, পার্কেস্, টমি কব্! কেন আজ আমি রাতে এ বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলুম? বিশেষতঃ আজ ১৯শে মার্চ্চ—আজ কেন গেলাম?"

সকলেই তাহার পার্শ্বে আসন সরাইয়া লইয়া বসিল। উইলেট ক্রোধভরে বলিলেন, "ভণিতা রেখে আসল কথা বল।"

সলোমন ডেজি বলিল, "আজ এখান থেকে যাবার পর একবারও মনে পড়েনি যে, আজ উনিশে মার্চ্চ। গত ২৭ বছরের মধ্যে ঐ তারিখে আমি গির্জ্জায় একা কখনো যাইনি। আমি শুনেছি, আমরা যেমন জন্ম-তারিখ পালন করি, মৃত ব্যক্তির আত্মা তেম্‌নি মৃত্যুর তারিখে নিজ নিজ সমাধি দেখ্‌তে আসে।—বাতাসের কি জোর দেখ্‌ছ!"

কেহ কোন কথা বলিল না। সকলেই নিবদ্ধদৃষ্টিতে সলোমনের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে বলিল, "ঝড়-বৃষ্টি দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল, আজ কোন্ তারিখ। বছরে আর কোন দিন দুর্য্যোগ হয় না। ১৯শে মার্চ্চ তারিখে আমি কখনো ভাল ক'রে ঘুমুতে পারিনে।"

মৃদুস্বরে টম্ কব্ বলিল, "ব'লে যাও। আমিও ঘুমুতে পারি নে।"

সলোমন ডেজি গ্লাস মুখের কাছে লইল। তার পর এমন কম্পিত হস্তে উহা সে নামাইয়া রাখিল যে, চামচটা গ্লাসের গায় লাগিয়া ঘণ্টার মৃদু ধ্বনির ন্যায় ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি কি আগে কখনো বলিনি যে, প্রতি বছর এই তারিখে আমরা সেই ঘটনার আলোচনায় এসে পড়ি? তোমরা কি মনে কর যে, গির্জ্জার ঘড়ীতে দম্ দিতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটা আকস্মিক ব্যাপার? অন্য কোন সময় ত ওতে আমার ভুল হয় না। রোজই ত দম্ দিতে হয়। আজকের দিনই বা আমি ভুলে গেলাম কেন?

"এখান থেকে বেরিয়েই আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম, তবে চাবির জন্য প্রথমে বাড়ী যেতে হয়েছিল। পথে যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝড়। শেষকালে কোনমতে আমি গির্জ্জার ফটকের চাবি খুলে ভেতরে গেলাম। পথে জন-প্রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। সুতরাং আমার যে ভারী বিশ্রী লাগ্‌ছিল, তা তোমরা বুঝতেই পার্‌ছ। তোমরা কেউ আমার সঙ্গী হ'তে চাইবে না। যা পরে ঘটেছে, তা আগে জান্‌লে, তোমাদের দোষ দিতেও পারতাম না।

"খুব জোরে বাতাস বইছিল। তাই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমি পিঠ দিয়ে চেপে ধরলাম। তবু দু' দু'বার দরজা জোরে খুলে গেল। আমার মনে হচ্ছিল, কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেল্‌ছে। যাক, দরজায় চাবি দিয়ে আমি ঘড়ীর দম দিতে গেলাম। আর আধ ঘণ্টা পরে হ'লে ঘড়ী সত্যি বন্ধ হয়ে যেত।

"লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে আমি গির্জ্জা থেকে বেরোতে যাব, তখন মনে হ'ল, আজ ১৯শে মার্চ্চ। কেউ যেন হাত দিয়ে আমার কপালে সেটা জানিয়ে দিলে। এমন সময় কবরগুলো থেকে একটা শব্দ এল—কেউ যেন কথা কইছে।"

এই পর্য্যন্ত বর্ণনা শুনিয়া বৃদ্ধ জন মিঃ পার্কেসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে যদি কিছু দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে কি দেখিয়াছে, তাহা যেন প্রকাশ করে। পার্কেস বলিল, সে শুধু শুনিয়াছে, কিছুই সে দেখে নাই। তাহাতে মিঃ উইলেট বলিলেন যে, তবে সে কেন ঐ প্রকার মুখ-ভঙ্গী করিতেছে? যদি সে কিছুই না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ রকম মুখভঙ্গী গোপনকল্পে যেন মুখে রুমাল চাপা দিয়া রাখে। মিঃ উইলেট তখন সলোমনকে তাহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

সলোমন বলিতে লাগিল, "আমার কল্পনায় যে আমি ঐ শব্দ শুনেছিলুম, তা নয়। বাতাসের শব্দও আমার কানে যাচ্ছিল, বৃষ্টির শব্দও পাচ্ছিলাম, ঘণ্টাটা নড়ছিল, তাও আমার কাণ হ'তে এড়ায় নি। ঘণ্টার দড়ি দুলছিল যেমন দেখতে পাচ্ছিলাম, ঐ শব্দটাও তেমনি শুনতে পেয়েছিলাম।"

টম্ কব্ বলিল, "শব্দটা থেকে কি বুঝলে?"

"তা কিছু বুঝতে পারিনি। যেন একটা বুকফাটা চীৎকার শুনছিলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় কোন ভয়ের বিষয় দেখলে যেমন মানুষ শব্দ ক'রে থাকে, সেই রকম। ক্রমে শব্দটা থেমে গেল।"

জন্ বলিলেন, "এ আর এমন কি ব্যাপার।"

তাঁহার বন্ধু বলিল, "হয় ত কিছুই নয়। কিন্তু ওটাই সব নয়।"

মুখ মুছিতে মুছিতে জন্ বলিলেন, "তবে আবার কি দেখেছ? কি বল্‌তে চাও তুমি?"

"আমি যা দেখেছি, তাই।"

তিন জনই সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,"দেখেছ!"

কৃশকায় মানুষটি আন্তরিকতার সহিত বলিল, "বাইরে আসবার জন্য যখন আমি গির্জ্জার দরজা খুলে ফেল্‌লাম, তখন আমার পাশ দিয়া কে যেন চ'লে গেল। সেটা মানুষের মত দেখতে। তার মাথায় তখন টুপী ছিল না। সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে। সে নিশ্চয় ভূত—প্রেতাত্মা।"

তিন জনই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কার প্রেতাত্মা?"

উত্তেজনার আতিশয্যে সলোমন যাহা বলিল, তাহা শুধু জন উইলেটই শুনিতে পাইলেন। অপর দুই জন শুনিতে পাইল না।

পার্কেস্ ও টম্ কব্ আগ্রহভরে সলোমন ডেজির দিকে চাহিয়া বলিল, "কার বল্‌লে?"

জন্ উইলেট অনেকক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার নেই। নিহত এক জন মানুষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। আজ ১৯শে মার্চ্চ।"

ইহার পর কক্ষমধ্যে গাঢ় নীরবতা বিরাজিত হইল।

জন্ বলিলেন, "আমার পরামর্শ যদি শোন, এ ব্যাপার নিয়ে কেউ আর উচ্চবাচ্য করো না। কথাটা গোপন ক'রে রাখতে হবে। ওয়ারেনএ এই গল্প প্রচারিত হ'লে, কেউ সেটা পছন্দ কর্‌বে না। উপস্থিত আমরা ক'জনই এটা জেনে রাখলাম। অন্তে যদি জান্‌তে পারে, আমরা বিপদে পড়ব। হয় ত সলোমনের চাকরী যাবে। ও যদি ঠিক বলেই থাকে, অথবা বানিয়ে ব'লে থাকে, ফল একই হবে। কেউ ওর কথা বিশ্বাস কর্‌বে না। আমিও ওটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারছি না। জীবিত মানুষের মত প্রেতাত্মা এমন দুর্য্যোগে ঘুরে বেড়ায়, এটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।"

কিন্তু অপর তিন জন তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিল। তাহারা বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিল যে, এমনই দুর্য্যোগের সময় প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তর্কে জন উইলেট পরাস্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় নৈশ-ভোজের ডাক আসিল। সুতরাং প্রসঙ্গের আলোচনা চাপা পড়িয়া গেল। সলোমন ডেজি এতক্ষণে তাহার সাহস ফিরাইয়া পাইয়াছিল। সে কাঁটা-চামচ লইয়া আহার্য্যের সদ্ব্যবহার-করিতে লাগিল।

ভোজ-শেষে সকলে অগ্নিকুণ্ডের ধারে আসিয়া বসিল। তখন পুনরায় ঐ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। সলোমন ডেজি তাহার ভূতদর্শন-কাহিনী এমন দৃঢ়তার সহিত বর্ণনা করিল যে, শ্রোতারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ই অধিক-ভাবে অনুভব করিল। অবশেষে স্থির হইল যে, কথাটা আপাততঃ গোপন রাখাই বিধি।

ক্রমেই অধিক রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সলোমন ডেজি আর একটা বাতি-লণ্ঠন জ্বালিয়া পথে বাহির হইল। পার্কেস্ ও কব্ তাহার অনুবর্ত্তী হইল। জন উইলেট তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। তার পর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখনও ঝড়-বৃষ্টি থামে নাই। বাতাস ও বৃষ্টির শব্দ শোনা যাইতেছিল।

৩৪

বৃদ্ধ জন প্রায় বিশ মিনিট চুপ করিয়া বয়লারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সলোমন ডেজির গল্পটাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তায় নিজেই চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, মিঃ হেয়ারডেল ইহা শুনিয়া তাঁহারই মত চমৎকৃত হইবেন। সলোমন ডেজি ও অপর বন্ধুযুগল কথাটা প্রচার করিবার পূর্ব্বেই তিনি যদি এই কাহিনীটা প্রচার করিয়া দেন, মিঃ হেয়ারডেলকে বলেন, তাহা হইলে প্রশংসার অংশ তিনিই পাইবেন। অতএব তিনি স্থির করিলেন, শয়নের পূর্ব্বেই তিনি ওয়ারেনএ গিয়া মিঃ হেয়ারডেলকে কথাটা বলিয়া আসিবেন।

একটা বাতি জ্বালিয়া জন উইলেট স্বগত বলিলেন, "উনি আমার জমীদার। ইদানীং আমাদের মধ্যে অনেক

দিন তেমন মেলামেশা নেই—আগে যেমন ছিল। ও বাড়ীতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এ সময় মিঃ হেয়ারডেলের পাশে আমার দাঁড়ান উচিত। তাঁদের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। এ গল্পটা তাঁকে জানালে তিনি রেগে উঠবেন—তাঁর মত ভদ্রলোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া আমার দরকার। হ্যালো—হিউ—হিউ—হ্যালো।"

দশ বারো বার এইরূপ চীৎকার করার পর পুরাতন অট্টালিকার একাংশের একটা দরজা খুলিয়া গেল। একটা কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, এত রাত্রিতে এমন ডাকাডাকি কেন? ব্যাপার কি? রাত্রিতে মানুষ কি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পাইবে না?

জন্ বলিলেন,"সারাক্ষণ ধ'রে ঘুমিয়েছ তুমি, তবু তোমার ঘুমের সাধ মেটে না? একবার ডাকলেই অত চট কেন?"

হাই তুলিয়া হিউ বলিল, "কোথায় ঘুমুলেম! আধা ঘুমও এখনো হয়নি।"

জন্ বলিলেন, "এই ঝড়ে ঘরের টালি উড়ে যাচ্ছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছ কি ক'রে, বুঝিনে। যাক্ সে কথা। গায় কাপড় জড়িয়ে এখানে এস। আমার সঙ্গে তোমাকে ওয়ারেন পর্য্যন্ত যেতে হবে। দেরী করো না, তাড়াতাড়ি এস।"

গজ-গজ করিতে করিতে হিউ তাহার আস্তানায় চলিয়া গেল। তার পর একটি লণ্ঠন ও একখানি লাঠি লইয়া বাহিরে আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানা ঘোড়ার দেহ-ঢাকা কম্বলে আবৃত। মিঃ উইলেটও সর্ব্বদেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।

হিউ বলিল, "কর্ত্তা, রাত্তির দুপুরে মানুষকে জল-ঝড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে আপনাদের দুঃখ বোধ হয় না?"

জন্ বলিলেন, "তা ত হয়ই। তোমার উপর আমার এত নির্ভর যে, নিরাপদে যখন তুমি আমাকে এখানে ফিরিয়ে আন্‌বে, তখন দুঃখ বোধ করব। আচ্ছা, এখন আলোটা উঁচু ক'রে ধর। এইবার এগিয়ে চল।"

বোতলগুলির প্রতি তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রভুর আদেশ-পালনে সে তৎপর হইল। জন পাচককে বলিয়া দিলেন, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত যেন সমস্ত দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। তিনি না আসিলে, কাহাকেও যেন দরজা খুলিয়া না দেয়।

উভয়ে রাজপথে উপস্থিত হইল। পথ কর্দ্দমাক্ত। ঘনান্ধকার রজনী। হিউ যদি সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে বৃদ্ধ জনকে খানায় পড়িয়া যাইতে হইত—পথে এত জল। হিউয়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সমস্ত পথ তাহার নখদর্পণে ছিল। সে বৃদ্ধ জনের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। ঝড়ের মধ্যে উভয়ে কোনমতে অগ্রসর হইতে লাগিল। জন উইলেট সভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন। পথে ভূত প্রেত ভ্রমণ করিতেছে কি না, তাহাও তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

অবশেষে বাঁধান রাস্তায় জন্ আসিয়া পৌছিলেন। বাড়ী দেখা যাইতেছে। সমগ্র অট্টালিকা অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন। কেহ কোথাও নাই। উপরের একটি কক্ষ হইতে একটি ক্ষুদ্র আলোক-রেখা দেখা যাইতেছিল।

উপরের দিকে চাহিয়া জন্ বলিলেন, "সেই পুরোনো ঘর—মিঃ রুবেনের ঘর। ভগবান্ আমাদের সহায় হোন! আজকের মত রাত্রে, তাঁর ভাই ঐ ঘরে ব'সে আছেন—আশ্চর্য্য!"

লণ্ঠনটা বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া—পাছে বাতাসে নিভিয়া যায়—হিউ বলিল, "তবে আবার উনি কোথায় ব'সে থাকবেন? ঘরটা ভারী আরামের।"

ক্রোধভরে জন্ বলিলেন, "আরামের! আরাম সম্বন্ধে তোমার চমৎকার ধারণা দেখছি। ঐ ঘরে কি ঘটেছিল, তুমি জান না?"

জনের মুখের দিকে তাকাইয়া হিউ বলিল, "তাতে কি? সেটা হয়েছে ব'লে কি ঝড়-বৃষ্টি, তুষার-পাত বন্ধ হবে? ওখানে এক জনকে খুন করা হয়েছে ব'লে কি ঘরটি কম আরামের? হা, হা, হা! কর্ত্তা, ওসব বিশ্বাস করবেন না।"

মিঃ উইলেট, হিউয়ের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিলেন, লোকটা অতি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। ওকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়াই নিরাপদ। বৃদ্ধ মুখে কিছুই বলিলেন না। কারণ, উহাকে লইয়া বাসায় ফিরিতে হইবে! তিনি লৌহ-তোরণের সংলগ্ন ঘণ্টা বাজাইলেন। উপর ঘরের উল্লিখিত কক্ষের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া মিঃ হেয়ারডেল প্রশ্ন করিলেন, কে ডাকিতেছে?

জন্ বলিলেন, "মশাই, ক্ষমা করবেন। আমি জানি অনেক রাত পর্য্যন্ত আপনি জেগে থাকেন, তাই সাহস ক'রে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।"

"তুমি উইলেট না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মেপোলের উইলেট।"

বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিয়া মিঃ হেয়ারডেল চলিয়া গেলেন। নিম্নতলের দ্বারপ্রান্ত দিয়া তিনি বাগানের তোরণ খুলিয়া দিলেন।

জন্ বলিলেন, "একটা বাজে গল্প; অন্য কিছু নয়। তবে সেটা আপনাকে জানানো দরকার, তাই এসেছি।"

"তোমার লোকটাকে আলো ধ'রে আগে আগে যেতে বল। সিঁড়িটা ভারী ঘোরানো। আমি তোমার হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি। আলো নিয়ে আস্তে আস্তে চল, বন্ধু, লণ্ঠনটা অত দুলিও না।"

হিউ তৎক্ষণে উপরে উঠিয়াছিল। সে স্থিরভাবে লণ্ঠনটা ধরিয়া রহিল। মাঝে মাঝে সে উপরে উঠিবার সময় নীচের দিকে লণ্ঠনের আলোকপাত করিতেছিল। উভয়ে তখন ঘোরান সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন।

একটি ঘরের সম্মুখে আসিয়া সোপান শেষ হইল। মিঃ হেয়ারডেল আগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই ঘরেই তিনি বসিয়াছিলেন।

দরজা আগুলিয়া ধরিয়া মিঃ হেয়ারডেল জনকে বলিলেন, "তুমি ভেতরে এস। বন্ধু, তুমি নও। উইলেট, তুমি ওকে সঙ্গে এনেছ কেন?"

হেয়ারডেলের স্থায় অতি মৃদু স্বরে জন বলিলেন, "ও ছোকরা ভাল শরীররক্ষক, মশাই।"

হিউয়ের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "অতটা বিশ্বাস করো না। আমার ও বিষয়ে সন্দেহ আছে। ওর চোখ জোড়া ভাল নয়।"

উইলেট ঘাড় বাঁকাইয়া হিউয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর চোখে কল্পনার ছায়া নেই।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভাল কিছু ওর চোখে নেই। বন্ধু, তুমি পাশের ছোট ঘরে অপেক্ষা কর। দরজাটা বন্ধ ক'রে দেও।"

হিউ যে ভাবে তাহার স্কন্ধদেশ আন্দোলিত করিল, তাহাতে প্রকাশ পাইল, হয় সে এই আলোচনা শুনিতে পাইয়াছে, অথবা উহার মর্ম্মার্থ প্রণিধান করিয়াছে। কিন্তু আদেশমত সে কাজ করিল। দরজা বন্ধ করা হইলে, মিঃ হেয়ারডেল জনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার বক্তব্য বিষয় বলিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু খুব মৃদুস্বরে যেন কথা বলা হয়, সে কথা বলিতে ভুলিলেন না। কারণ, পাশের ঘর হইতে হিউ কথাগুলি শুনিতে পারে।

জন তখন অত্যন্ত মৃদুস্বরে সেই রাত্রিতে সলোমনের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিয়া গেলেন। নিজের দূর-দর্শিতার কথাটা বেশ জোর দিয়াই বলিলেন। এই পরিবারের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বশতঃই ঘটনার কথা আলোচনা করিতে তিনি সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। জন্ দেখিলেন, তিনি যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, মিঃ হেয়ারডেল কাহিনীটি শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক বিচলিত হইলেন। তিনি শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদ-চারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি যে বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়াছেন, উইলেট তাহা বুঝিলেন। ইহাতে তাঁহারও মনে অধিকমাত্রায় বিস্ময় জন্মিল।

কথা শেষ হইলে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তুমি ঠিক কাজ করেছ। কথাটা গোপন রাখাই দরকার। ঐ লোকটার বুদ্ধি কম। তাই যা তা দেখেছে ব'লে প্রকাশ করেছে। এ কথা শুনলে মিস্ হেয়ারডেল ভারী বিচলিত হয়ে পড়বে। তোমার সতর্কতার আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।"

জনও এইরূপ হইবেই ভাবিয়াছিলেন। তবে মিঃ হেয়ারডেলকে অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পদ-চারণা করিতে দেখিয়া তিনি খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মিঃ হেয়ারডেলও এমনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, জনের উপস্থিতির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

জনের কর-কম্পন করিয়া হেয়ারডেল দরজা খুলিলেন। পাশের ঘরে হিউ ঘুমাইতেছিল, অথবা নিদ্রার অভিনয় করিতেছিল। সে তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাপড় গায়ে জড়াইয়া লইয়া লাঠি ও লণ্ঠন তুলিয়া লইল। সে নামিবার জন্য প্রস্তুত।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "একটু দাঁড়াও। এই লোকটা কি সুরা পান করবে?"

জন উইলেট বলিলেন, "খুব কড়া সুরা যদি হয়, তা হ'লে ও টেমস্ নদটা পর্য্যন্ত শুষে নিতে পারে। বাড়ী গেলে, আমি ওকে পান করতে দেব। এখন না খেয়ে বরং ভালই আছে।"

হিউ বলিল, "আধা পথ এসেছি। কর্ত্তা, আপনি কি কড়া মনিব! এক গ্লাস হ'লে আমার পথ চলবার সুবিধা হবে।"

জন্ উহার কোন উত্তর দিলেন না। মিঃ হেয়ারডেল তাহাকে এক গ্লাস সুরা দিলেন। হিউ খানিকটা মদ কক্ষ-তলে ঢালিয়া দিল।

জন বলিলেন, "এর মানে কি? ভদ্রলোকের দেওয়া মদের খানিকটা মাটীতে ফেলে দিলে কেন বল ত?"

হিউ বলিল, "আমি স্বাস্থ্যকামনায় পান করছি। এই বাড়ীর কর্ত্তা ও বাড়ীর সকলের জন্য।" বলিতে বলিতে সে গ্লাসের সমস্তটুকুই মুখবিবরে ঢালিয়া দিল। তার পর একটিমাত্র কথাও না বলিয়া অগ্রসর হইল।

জন মনে মনে হিউয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেও যখন দেখিলেন, মিঃ হেয়ারডেল উহা গ্রাহ্যই করিলেন না, তখন জন কোনও প্রকার ত্রুটি স্বীকার না করিয়াই নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। বাগানের ফটকের কাছে আসিয়া লণ্ঠনের আলোকে জন দেখিলেন, মিঃ হেয়ারডেলের মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ। তিনি যেন হেয়ারডেল নহেন, অন্য লোক।

পথে আসিয়া জন হিউয়ের পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মন তখন চিন্তায় আচ্ছন্ন। এমন সময় সহসা হিউ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিল। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পাশ দিয়া তিন জন অশ্বারোহী চলিয়া গেলেন, খানিক দূর গিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন।

৩৩

অশ্বারোহী তিন জনকে সেই স্থানে তাঁহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইতে দেখিয়া জন ভাবিলেন, হয় ত উহারা ডাকাত। লাঠির পরিবর্ত্তে যদি হিউয়ের হাতে বন্দুক থাকিত, তাহা

হইলে বৃদ্ধ জন, হিউকে গুলী করিতে আদেশ দিতেন। আর সেই অবকাশে স্বয়ং পলায়ন করিতেন। কিন্তু তাহা যখন সম্ভবপর নহে, তখন অবস্থা বিবেচনায় তিনি সঙ্গীকে বলিলেন, সে যেন যথাসাধ্য বিনয়ের সঙ্গে উহাদিগকে প্রশ্ন করে। হিউ তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্ম অগ্রসর হইল। সে তাহার লাঠি তুলিয়া কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিল যে, তাহারা অমনভাবে তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া অশ্ব-চালনা করিয়াছিল কেন? আর এত রাত্রিতেই বা তাহারা রাজ-পথে চলিয়াছে কি নিমিত্ত?

হিউ যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে সক্রোধে কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় মাঝখানের অশ্বারোহী তাহাকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "এটা কি লণ্ডনে যাবার পথ?"

হিউ রূঢ়স্বরে বলিল, "সোজা চলে গেলে তাই বটে।"

সেই ব্যক্তি কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, তোমাকে খাঁটী ইংরাজ বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য তোমার উচ্চারণ-ভঙ্গীতে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তোমার সঙ্গী ভদ্রভাবে আমার প্রশ্নের হয় ত উত্তর দিতে পারেন। বন্ধু, আপনি কি বলেন?"

জন বলিলেন, "মশাই, এই পথে লণ্ডন যাওয়া যায়।" তার পর হিউয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যেন আর একটা পথে চলেছ, এমন ভাব দেখাচ্ছিলে, বোকা কোথাকার। তোমার প্রাণে কি মমতা নেই যে, তিন জন ঘোড়-সওয়ারকে রাগিয়ে দিচ্ছ?"

বক্তা বলিলেন, "লণ্ডন এখান থেকে কত দূর হবে?"

জন বলিলেন, "পাকা তেরো মাইল। বেশী দূর নয়।"

জন ভাবিয়াছিলেন, এ কথা শুনিবার পর অশ্বারোহীরা তখনই সেই দিকে ধাবিত হইবে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি শুনিলেন, "তেরো মাইল! অনেক দূর!"

সেই ভদ্রলোক সঙ্গীদের সহিত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, এখানে কোন সরাইখানা আছে?"

জনের মন সরাইখানা শুনিবামাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। উৎসাহভরে তিনি বলিলেন, "চটি নেই বটে, তবে ভাল পান্থ-নিবাস আছে। তার নাম মেপোল। এমন পান্থ-নিবাস যেখানে সেখানে দেখতে পাবেন না।"

হাস্য সহকারে অশ্বারোহী বলিলেন, "আপনি বুঝি তার মালিক?"

ভদ্রলোক কি করিয়া ইহা বলিলেন, ভাবিয়া না পাইয়া জন বিস্ময়ভরে বলিলেন, "ঠিক তাই!"

"মেপোল এখান থেকে কতদূর?"

"মাইলটাক হবে।"

তৃতীয় অশ্বারোহী এতক্ষণ কথা কহেন নাই। তিনি বলিলেন, "ভাল বিছানা আপনার আছে ত? ভদ্রলোক, সম্মানিত লোক শয়ন করতে পারেন, এমন বিছানা আছে ত?"

জন বলিলেন, "আমরা যে সে লোককে পান্থ-নিবাসে থাকতে দেই নে।"

পূর্ব্বের অশ্বারোহী বলিলেন, "তিন জনের মত বিছানা পাওয়া যাবে ত? আমরা যদি থাকি, তা হ'লে তিনটে বিছানাই দরকার। যদিও আমার বন্ধু একটার কথাই বলেছেন।"

তৃতীয় অশ্বারোহী বলিলেন, "না, না, লর্ড মহোদয়, আপনার দয়া অসীম ব'লে ও কথা বলছেন। আমার মত লোকের জন্য আপনার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। আপনার জীবন মূল্যবান্। আপনার ওপরে একটা বড় কাজ নির্ভর করছে। আপনি সে ব্যাপারে নেতা, সর্ব্বময় কর্ত্তা। আমি একখানা চেয়ার পেলেই তাতে ঘুমিয়ে নেব। মাটীতে শুয়ে থাকলেও চলবে। আমার যদি জ্বর হয়, ম'রে যাই, কেউ সেজন্য দুঃখ করবে না। জন গবিও আকাশের নীচে রাত কাটাতে পারে, তার জন্যও কেউ শোক করবে না। কিন্তু ৪০ হাজার নর-নারী বালক-বালিকা যার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, সেই লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের জীবন মূল্যবান্। তারা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করছে। লর্ড মহোদয়, আপনি সে কাজে হাত দিয়েছেন, তা সাধারণ ব্যাপার নয়।"

লর্ড মহোদয় বলিলেন, "হ্যাঁ, কাজটা বড়ই পবিত্র তা ঠিক।"

তৃতীয় অশ্বারোহী—বাক্যবীর অশ্বারোহী বলিলেন, "জন গ্রুবি, শুনলে লর্ড মহোদয়ের কথা?"

সে বলিল, "শুনেছি বই কি।"

"তুমিও কি ওঁর কথার প্রতিধ্বনি করবে না?"

জন গ্রুবি সে কথার কোন উত্তর দিল না; সমান বসিয়া রহিল।

সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "গ্রুবি, তুমি আমায় অবাক্ করলে। এমন সঙ্কটসময়ে, যখন চিরকুমারী সম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথ, তাঁর কবরে গুমরে গুমরে কাঁদছেন, ব্লডিমেরী বিষণ্ণ মুখে—"

গ্রুবি বলিল, "ব্লডিমেরীর কথা এখন কে ভাবছে? আপনাদের লর্ড ভিজে, পথশ্রমে ক্লান্ত। হয় সোজা লণ্ডনে চলুন, নয় কোথাও থাকবার ব্যবস্থা হোক। নইলে সেই হতভাগিনী ব্লডিমেরীকে জবাবদিহি করতে হবে। এর মধ্যেই তিনি কবরে থেকে অনেক অনিষ্ট করেছেন। জীবদ্দশায় এত অনিষ্ট তিনি করেন নি।"

মিঃ উইলেট একসঙ্গে এতগুলি কথা কাহাকেও বলিতে শুনেন নাই। বহুভাষী ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এইটুকু বলিলেন যে, মেপোলএ যথেষ্ট স্থান আছে এবং

ভদ্রলোকদিগের শয়নের কোনও অসুবিধা হইবে না। ভাল সুরাও সেখানে প্রচুর পাওয়া যাইবে। ঘোড়া রাখিবার আস্তাবলেরও অভাব হইবে না।

প্রথম বক্তা উহা শুনিবার পর বলিলেন, "গ্যাসফোর্ড, তুমি কি বল? আমরা এখানে বিশ্রাম করব, না সোজা লণ্ডনে যাব? ঠিক ক'রে ফেল।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বেশ মিহি সুরে বলিলেন, "তা হ'লে আমি নিবেদন করি যে, আপনার স্বাস্থ্য ও মনকে—যেটা ভগবানের দয়ায় সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা দরকার—তাজা রাখবার জন্য বিশ্রাম করাই উচিত।"

লর্ড জর্জ্জ গর্ডন বলিলেন, "তা হ'লে আপনি পথ দেখিয়ে চলুন, অধ্যক্ষ মশাই। আমরা কদমে কদমে যাচ্ছি।"

জন গ্রুবি মৃদুস্বরে বলিল, "লর্ড মহোদয়, তা হ'লে আমার পক্ষে আগে যাওয়া দরকার। অধ্যক্ষের সঙ্গীটিকে ভাল লোক ব'লে মনে হচ্ছে না। সুতরাং সাবধান হওয়া ভাল।"

মিঃ গ্যাসফোর্ড পশ্চাতের দিকের স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "জন্ গ্রুবি ঠিকই বলেছে। আপনার মত লোকের জীবনকে বিপন্ন হ'তে দেওয়া ঠিক নয়। জন, তুমি আগে আগেই চল। লোকটাকে সন্দেহ করবার কোন কারণ যদি পাও, অমনি তার মাথাটা উড়িয়ে দেবে।"

জন কোন উত্তর করিল না। সে হিউকে আগাইয়া যাইতে বলিল এবং তাহার পশ্চাতে ঘোড়া চালাইল। তার পর লর্ড মহোদয়, মিঃ উইলেট তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। সকলের পশ্চাতে লর্ডের সেক্রেটারী গ্যাসফোর্ড।

হিউ বেশ জোরে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে লর্ডের ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে দেখিল, লর্ড-ভৃত্যের পার্শ্বে কোষবদ্ধ পিস্তল। লোকটি প্রকাণ্ড জোয়ান, বৃষ-স্কন্ধ। হিউ দৃষ্টি দ্বারা তাহার বলিষ্ঠ অশ্বারোহী সঙ্গীটিকে পরীক্ষা করিতেছিল; জন গ্রুবিও অবজ্ঞাভরে তাহাকে দেখিতেছিল। মেপোলের হিউ অপেক্ষা সে বয়সে অনেক বড়—বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পারে। সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে এই শ্রেণীর লোক শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভই করিয়া থাকে।

উপহাসভরে হিউ বলিল, "আমি যদি এখন তোমাদের উল্‌টো দিকে নিয়ে যাই, তা হ'লে তুমি আমাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলবে বোধ হয়! হা, হা, হা!"

গ্রুবি কোনও উত্তর করিল না। যেন সে কালা ও বোবা। সে দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে চলিতে লাগিল।

হিউ বলিল, "কর্ত্তা, তুমি যখন যুবা ছিলে, কোন লোকের সঙ্গে মারামারি করেছ? লাঠি খেল্‌তে জান?"

জন গ্রুবি তাহার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিল। কোনও উত্তর দিল না।

হিউ লাঠিটা কৌশলে ঘুরাইয়া বলিল, "এই রকম ক'রে লাঠি ভেঁজেছ? হুম্!"

পথি-প্রদর্শকের মাথার উপর বেত্রদণ্ডের বাঁটের শেষপ্রান্ত দ্বারা আঘাত করিয়া জন গ্রুবি বলিল, "তা করেছি বৈ কি। তোমার মাথার চুল খুব বড়। তা না হ'লে এর আঘাতেই তোমার মাথার খুলি ভেঙ্গে দিতে পারতাম।"

আঘাতটা নিতান্ত মন্দ নহে। বিস্মিত হিউ মনে করিল, লোকটাকে ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দেয়। কিন্তু অশ্বারোহীর মুখে ঈর্ষা, ক্রোধ বা জয়গর্ব্বের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে তখনও উদাসভাবে দিক-চক্রবালের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ইহাতে হিউ হাসিয়া বলিল, "বেশ করেছ।" তার পর পথ দেখাইয়া চলিল।

কয়েক মিনিট পরে সকলে মেপোলে আসিয়া পৌঁছিল। লর্ড জর্জ্জ ও তাঁহার সেক্রেটারী তাড়াতাড়ি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভৃত্যের হস্তে লাগাম প্রদান করিলেন। হিউয়ের সঙ্গে সে আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল। ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহারা উইলেটের সঙ্গে বড় হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের উপরে তাঁহারা গাত্রবস্ত্র শুকাইতে লাগিলেন। অতিথিসৎকারের জন্য উইলেট তখন ব্যস্ত হইলেন।

উইলেট নবাগতদিগের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। লর্ড জর্জ্জের আকার কৃশ, মাঝারি রকমের উচ্চতা। নাসিকাটি খগচঞ্চু সদৃশ। বয়স ত্রিশ হইলেও তাঁহাকে আরও দশ বৎসরের বড় বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার দীর্ঘায়ত-লোচন-যুগল সমুজ্জ্বল, মুখে বিষাদের রেখা।

গ্যাসফোর্ড খুব দীর্ঘকায়। স্কন্ধদেশ উচ্চ, দেখিতে প্রিয়-দর্শন নহে। তাঁহার পরিচ্ছদ লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের অনুরূপ। এই ভদ্রলোকের ললাটদেশ প্রশান্ত, হস্ত, পদ, কর্ণ বড় বড়। চক্ষু যুগল কোটর-প্রবিষ্ট। ব্যবহার বিনীত; কিন্তু তিনি অতি চতুর ও ধূর্ত্ত। সর্ব্বদাই কোন একটা ঘটিবার প্রত্যাশা করিয়া তিনি কাজ করেন, এমনই তাঁহার স্বভাব। উপরওয়ালাকে প্রসন্ন করিবার জন্য মুখে অনুক্ষণই হাসি ফুটাইবার জন্য প্রচেষ্টা তাঁহাতে বিদ্যমান।

জন উইলেট দীর্ঘ বাতি জ্বালিয়া অতিথিগণকে উপর-তলায় যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট বড় ঘরের মধ্যে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া জন অভিবাদন করিলেন।

এক ঘণ্টা পরে নৈশ ভোজন প্রস্তুত হইল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া লর্ড জন ও তাঁহার সেক্রেটারী পরম আরামে আহার করিলেন।

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "আজকে সারাদিন কাজ ক'রে এখন একটু বিশ্রাম।"

"কালকের দিনটাও ভাল কেটেছে।"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "তা ঠিক লর্ড। সফোকএর প্রোটেষ্টান্টরা খাঁটী লোক। আমাদের দেশের আর সকলে অন্ধকারে পথ হারিয়েছে, আজ যেমন আমরা পথ হারিয়েছিলুম। কিন্তু তাদের পথ আলোকিত—গৌরবময়!"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "আমি কি তাদের বিচলিত করতে পেরেছিলুম?"

"বিচলিত করা কি হুজুর? তারা পোপের পক্ষাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্ম প্রস্তুত। তারা ওদের উপর প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা গর্জ্জন—"

লর্ড বলিলেন, "শয়তান তাদের পরিচালিত করে নি।"

"শয়তান কি, হুজুর! দেবদূতরা তাদের পরিচালিত করেছিল।"

অগ্নিকুণ্ডের দিকে অশান্তভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া, নখ দাঁত দিয়া কাটিতে কাটিতে লর্ড বলিলেন, "ঠিক—দেবদূতই তাদের পরিচালিত করেছিল। কি বল, গ্যাসফোর্ড?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "আপনি কি তাতে সন্দেহ করেন?"

লর্ড বলিলেন, "না, না। কেন আমার সন্দেহ হবে? সন্দেহ করাটা অধর্ম্মের হবে যে। তাই নয় কি, গ্যাসফোর্ড? তবে দলের মধ্যে কতকগুলি দুষ্ট লোক ছিল।"

"আপনি যখন তাদের মন বক্তৃতার দ্বারা সরস ক'রে তুলেছিলেন, তাদের বিদ্রোহ-ঘোষণা করতে বলেছিলেন, তাদের নেতা হ'তে চেয়েছিলেন, তারা বলেছিল যে, মৃত্যু হলেও তারা আপনার আদেশ পালন করবে। আপনি বলেছিলেন, স্কট-ল্যাণ্ডের সীমান্তে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক প্রতিশোধ নেবার জন্ম প্রস্তুত হয়ে আছে। যদি তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর না হয়, তা হ'লে তারা নিরস্ত হবে না ব'লে জয়ধ্বনি করেছিল। আপনি যখন বললেন, পোপ যাহান্নমে যাক্, তাদের অনুবর্ত্তীরা ধ্বংস হোক, তাতে ইংরাজ জাতি বিন্দুমাত্র আপত্তি করবে না, তখন সকলে ব'লে উঠেছিল, রক্তের স্রোত বয়ে গেলেও তারা নিবৃত্ত হবে না। পোপ নিপাত যাক্! পোপের অনুবর্ত্তিগণের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে, এই সব যখন তারা বলছিল, তখন আমার মনে হয়েছিল, আপনার কি মহত্ব, কি অপূর্ব্ব শক্তি আপনার!"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "শক্তি খুবই বেশী বই কি। তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু গ্যাসফোর্ড, সত্যই কি আমি ঐ সব কথা বলেছিলাম?"

"আরও অনেক বলেছিলেন। সে যে কত, তা বলা যায় না।"

লর্ড বলিলেন, "আমি কি এক লক্ষ ৪০ হাজার লোকের কথা বলেছিলুম? তা যদি ব'লে থাকি, খুব সাহসের কথা বটে।"

"আমাদের কাজটাই সাহসের। সত্য সব সময়েই সাহসের দ্যোতক।"

"নিশ্চয়! ধর্ম্মও তাই। ধর্ম্ম সাহসের নয় কি, গ্যাসফোর্ড?"

"প্রকৃত ধর্ম্ম তাই, লর্ড মহোদয়।"

দাঁত দিয়া নখ তাড়াতাড়ি কাটিতে কাটিতে লর্ড বলিলেন, "আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের উপাসক। আমাদের ধর্ম্ম যে সত্য, তাতে সন্দেহ নেই। আমার মত তোমারও তাই বিশ্বাস, কেমন নয় কি, গ্যাসফোর্ড?"

অত্যন্ত আহত হইয়াছেন, এমনভাবে গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "তাতে কি আপনি এখনও সন্দেহ করেন, হুজুর? এক বছর আগে আপনার বক্তৃতা শুনে যে ব্যক্তি রোমের পোপের ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে আপনাকে ধ'রে রয়েছে, তার সম্বন্ধে কি আপনার সন্দেহ হয়?"

লর্ড তাঁহার সহকারীর কর-কম্পনের পর ঘরের মধ্যে পাদ-চারণা করিতে করিতে বলিলেন, "না, না, আমি সে কথা বলিনি। জনতাকে পরিচালিত করা ভাবী গর্ব্বের কথা।" বলিয়াই তিনি একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

সেক্রেটারী বলিলেন, "যুক্তির দ্বারা পরিচালিত করা।"

"সে কথা ঠিক। পার্লামেণ্টের সদস্যরা আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে, আমাকে পাগল ব'লে উপহাস করতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, মনুষ্য-সমুদ্রকে এমন ক'রে ভীষণ ও উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল ক'রে তুলতে পারে? না, তেমন কেউ নেই।"

গ্যাস্‌ফোর্ড বলিলেন, "সত্যই তেমন কেউ নেই।"

"ওদের মধ্যে কে এমন আছে যে, সাধুতার বড়াই করতে পারে? মন্ত্রী আমাকে বছরে হাজার পাউণ্ড ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন। কেন না, আর এক জনকে আমার পদ ছেড়ে দিতে হবে। ওদের মধ্যে কে এমন আছে, এত বড় প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে? কেউ নেই।"

গ্যাস্‌ফোর্ড প্রতিধ্বনি করিলেন, "না, কেউ নেই।"

উত্তেজিতভাবে লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "আমরা যে পবিত্র কাজের ভার নিয়েছি, গ্যাস্‌ফোর্ড, তার জন্ম আমরা অবিচলিত থাকব। জনতা আমাদের বিশ্বাস করে। আমরা তাদের পরিত্যাগ করব না। পোপের অনুবর্ত্তীরা ইংরাজজনোচিত কাজ করছে না। আমরা তাদের বাধা দেব। আমাদের আহ্বান সারা দেশকে জাগিয়ে তুলবে। আমি যে বর্ম্ম ধারণ করেছি, তার মর্য্যাদা রক্ষা করব।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "ভগবান নির্ব্বাচিত করেছেন।"

"আমাকে।"

"জনসাধারণ আপনাকে মনোনীত করেছে।"

"ঠিক তাই।"

"ভগবান ও মানুষের কাছে আপনি বিশ্বস্ত আছেন।"

"নির্ব্বিচারে।"

খানিকক্ষণ উত্তেজিতভাবে পদচারণার পর লর্ড জর্জ্জ বলিয়া উঠিলেন :—

"গ্যাস্‌ফোর্ড, তুমিও কাল জনতাকে বিচলিত ক'রে তুলেছিলে না? হ্যাঁ, তাই।"

বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া সেক্রেটারী বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি।"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "তুমি ঠিক কাজই করেছিলে। বাস্তবিক তুমি কাজের লোক। জন গ্রুবিকে একবার ডাক ত। সে আমার পোর্টমেণ্টটা নিয়ে আসুক। তুমি খুব ক্লান্ত হও নি ত?"

সেক্রেটারী বলিলেন,"আমার ক্লান্তি! বাস্তবিক উনি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত খাঁটি খৃষ্টান!" গ্যাসফোর্ড মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন, সুরার বোতলে আর কতটুকু মদ আছে।

জন উইলেট ও গ্রুবি উভয়ে এক সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। লর্ডকে তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সে ঘরে সেক্রেটারীকে রাখিয়া জন ঘর হইতে বাহির হইলেন। গ্রুবিও তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেক্রেটারী সে ঘর হইতে বাহিরে আসিলে গ্রুবি বলিল, "মিঃ গ্যাসফোর্ড, প্রভু বিছানায় শুয়েছেন বোধ হয়। এবার আপনি শয্যা গ্রহণ করুন।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "ধন্যবাদ, জন। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আমার শয়নকক্ষ আমি চিনে নিতে পারব।"

জন বলিল, "আজ রাত্রি, আপনি শোণিতপিপাসু মেরীর কথা নিয়ে প্রভুর ও আপনার মাথা ঘামাবেন না ত? আমার মনে হয়, উনি না জন্মালেই ভাল কাজ করতেন।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "আমি তোমাকে আগে বলেছি, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। সে কথা তুমি শুনতে পাও নি কি?"

জন গ্রুবি সে কথায় কাণ না দিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া চলিল, "আমার মনিবের মাথা ঘুলিয়ে গেছে। আমরা বাইরে গেলেই একদল ভবঘুরে চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে থাকে, 'গর্ডনের জয় হোক্।' কথা শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। যখন আমরা ঘরে থাকি, তারা দানা-দৈত্যের মত গর্জ্জন করতে করতে ছুটে আসে। হুজুর তাদের কোথায় তাড়িয়ে দেবেন, তা না হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের ডেকে বলেন যে, তারাই ইংলণ্ডের লোক! তারা তাঁর আপনার। যেন তারা ওঁকে কত ভালবাসে! তারা খালি ব্লাডিমেরীর নাম ক'রে চেঁচাতে থাকে—আমি ত তাদের কথার কোন মানে খুঁজে পাইনে। তারা সবাই প্রোটেষ্টাণ্ট। মিঃ গ্যাস্‌ফোর্ড, এই সব বদমাসকে আপনি যদি না থামান (আমি জানি, আপনিই তাদের উত্তেজিত ক'রে তুলেছেন), তা হ'লে দেখবেন, তারা আপনার কথা আর শুন্‌তে চাইবে না। প্রোটেষ্টাণ্টদের তৃষ্ণা বেড়ে গেলে, তারা লণ্ডন সহরটাকে এক দিন ভেঙেচুরে ফেল্‌বে, তা ব'লে দিলাম। আমি জানি, ব্লাডিমেরী কোন দিন অতদূর এগিয়ে যান নি।"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে এত কথা বলিল, সেই গ্যাসফোর্ড কিন্তু তখন সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। জন গ্রুবি তখন তাহার শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

৩৬

হাস্যবদনে গ্যাসফোর্ড তখন তাঁহার মনিবের কক্ষে একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লর্ড জর্জ্জের ঘরের কাছে আসিয়া তিনি আরও জোরে জোরে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

এই লোকটির কার্য্য ও আকৃতির মধ্যে কিন্তু তখন আদৌ সামঞ্জস্য ছিল না। মুখে স্তোত্র আবৃত্তি করিলেও, তাঁহার আননে একটি শয়তানী রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "চুপ! উনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন! ভগবান তাই করুন! এত চিন্তা, এত দুর্ভাবনা ওঁর! ভগবান ওঁকে রক্ষা করুন! উনি এক জন ধার্ম্মিক পুরুষ!"

প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা টেবলের উপর রাখিয়া তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্নিকুণ্ডের ধারে গমন করিলেন। শয্যার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে আপন মনে বলিয়া চলিলেন—

"দেশের ত্রাতা, ধর্ম্মের রক্ষক উনি। দরিদ্রের বন্ধু, গর্ব্বিতের দর্পচূর্ণকারী, উপেক্ষিত ও উৎপীড়িতের হিতৈষী, ওঁকে ৪০ হাজার সাহসী ও বীর ইংরাজ প্রাণ দিয়া ভালবাসে। ওঁর নিদ্রা সুখকর হোক্।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্যাসফোর্ড হস্তপদ আগুনে সেঁকিতে লাগিলেন।

লর্ড জর্জ্জ জাগিয়াই ছিলেন। তিনি সেক্রেটারীর কক্ষ-প্রবেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "কি হয়েছে, গ্যাস্‌ফোর্ড?"

বিস্ময়ে অভিভূত হইবার অভিনয় সহকারে সেক্রেটারী বলিলেন, "লর্ড মহোদয়! আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম!"

"না, না, আমি ত ঘুমুই নি।"

বিচলিত হইবার ভঙ্গী সহকারে গ্যাস্‌ফোর্ড বলিলেন, "ঘুমোন নি! আমার প্রাণের কথা ব'লে ফেলেছি, আপনি শুন্‌তে পাবেন,ভাবিনি। তবে কথাগুলো আমার অন্তর থেকে বেরিয়েছে। যাক্,আপনি শুনেছেন ব'লে আমার ক্ষোভ নেই।"

বেচারা লর্ড বলিলেন, "গ্যাস্‌ফোর্ড, তুমি আমায় ভালবাস, তা আমি জানি। তোমার এ রকম প্রশংসার আমি যোগ্য নই।"

গ্যাস্‌ফোর্ড মুখে কোন উত্তর দিলেন না। চেয়ার হইতে উঠিয়া একটি ট্রাঙ্ক খুলিয়া একটা ছোট ডেস্ক বাহির করিলেন। টেবলের উপর উহা রাখিয়া তিনি পকেট হইতে চাবি বাহির করিলেন। ডেস্ক খুলিয়া মস্যাধার ও লেখনী বাহির করিয়া তিনি মস্যাধারে লেখনী ডুবাইবার পূর্ব্বে উহা মুখ দিয়া লেহন করিতে লাগিলেন।

লর্ড জর্জ্জ প্রশ্ন করিলেন, "গত রাত্রির পর আমাদের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে? ৪০ হাজার লোক সত্যই কি আমাদের দলে আছে?"

গ্যাস্‌ফোর্ড বলিলেন, "চল্লিশ হাজার ২৩ এখন দাঁড়িয়েছে।"

"টাকার পরিমাণ?"

"সেটার তেমন উন্নতি হয় নি। ৪০ পাউণ্ড ৩ শিলিং ৪ পেন্স। সেন্টমার্টিন গির্জ্জার এক জন বৃদ্ধ ৬ পেনী দিয়েছে। এক জন ঘণ্টাবাদক ৬ পেনী। এক জন নবজাত প্রোটেষ্টাণ্ট শিশু দেড় পেনী। য়ুনাইটেড লিংকবয়েজ তিন শিলিং—একটা অচল। নিউগেট কারাগারের পোপ-বিরুদ্ধবাদী কয়েদীরা ৫ শিলিং ৪ পেন্স দিয়েছে। বেড্‌লামএর জনৈক বন্ধু আধ ক্রাউন। জল্লাদ ডেনিস্ এক শিলিং।"

লর্ড বলিলেন, "ডেনিস্ লোকটা খাঁটি। গত শুক্রবারে ওয়েলবেক্ ষ্ট্রীটে জনতার মধ্যে তাকে দেখেছিলুম।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "লোকটা ভাল। ওর যেমন উৎসাহ, তেমনি আন্তরিকতা আছে।"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "ওকে উৎসাহ দেওয়া দরকার। ডেনিসের নামটা ভাল ক'রে লিখে মন্তব্য ক'রে রাখ। ওর সঙ্গে আমি কথা কইব।"

আদেশ পালন করিয়া গ্যাসফোর্ড তাঁহার তালিকা পড়িয়া চলিলেন—

"ফ্রেণ্ডস্‌ অব রিজন, আধ গিনি। স্বাধীনতার বন্ধুদল, আধ গিনি। শান্তি বন্ধুসঙ্ঘ, আধ গিনি। দাতব্য বন্ধুদল, আধ গিনি। দয়া-বন্ধু, আধ গিনি। রডিমেরীর স্মৃতিরক্ষক দল, আধ গিনি। যুক্ত ডালকুত্তাসঙ্ঘ, আধ গিনি।"

লর্ড জর্জ্জ দাঁতে নখ কাটিতে কাটিতে বলিলেন, "যুক্ত ডালকুত্তাসঙ্ঘটা নতুন হয়েছে। কেমন, তাই নয় কি?"

"আজ্ঞে, আগে ওদের নাম ছিল, নকলনবীশ সঙ্ঘ। পুরাণো সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাম বদলিয়ে ফেলেছে। তবে দলে সেই সব লোকই আছে—নকলনবীশ আর শ্রমিক।"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "ওদের প্রেসিডেন্টের নাম কি?"

তালিকা দৃষ্টে সেক্রেটারী পড়িলেন, "প্রেসিডেণ্ট মিঃ সিমন্ ট্যাপারটিট্।"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই বেঁটে ছোকরা মাঝে মাঝে পরিণতবয়স্কা একটি বোনকে আমাদের সভায় নিয়ে আসত। আবার অন্য একটি স্ত্রীলোককেও সঙ্গে আনত।"

"সেই বটে, লর্ড মহোদয়।"

চিন্তিতভাবে লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "ট্যাপারটিটও খাঁটি লোক। কি বল, গ্যাসফোর্ড?"

"আমাদের দলের এক জন প্রধান ব্যক্তি। রণ-অশ্বের ন্যায় সে অনেক দূর থেকেই যুদ্ধের গন্ধ অনুভব ক'রে থাকে। পথে সে তার টুপী বাতাসে নিক্ষেপ করে, অন্যের পেছন থেকে সে খুব ঝাঁঝাল বক্তৃতা দেয়।"

লর্ড জর্জ্জ গর্ডন বলিলেন, "ওর নামেও একটা মন্তব্য লিখে রাখ। আমরা ওর উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেব।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "এই হ'ল সব। তবে মিসেস্ ভার্ডেনের ৭ শিলিং ৬ পেন্স ধরা হয় নি। তা ছাড়া আধ গিনি বেনীও আছে। মিগ্‌সও এক শিলিং ৩ পেনী দিয়েছে।"

লর্ড বলিলেন, "মিগ্‌স? ওটা কি পুরুষের নাম?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তালিকাতে ত মেয়েমানুষ বলেই লেখা আছে। এই স্ত্রীলোকটা ট্যাপারটিট ও মিসেস ভার্ডেনের সঙ্গে মাঝে মাঝে সভায় আসত।"

"তা হ'লে মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটিই মিসেস্ ভার্ডেন?"

সেক্রেটারী ঘাড় নাড়িলেন।

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "মেয়েটির ভারী উৎসাহ। ওঁর দানের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ওঁর স্বামী কি দলে যোগ দিয়েছেন?"

"ভারী আক্রোশ তাঁর। স্ত্রীর তিনি যোগ্য নন। লোকটা অন্ধকারেই আছে। তিনি মোটেই ভিড়তে চান না।"

"তার ফল সে পাবে, গ্যাসফোর্ড।"

"হুজুর!"

"তুমি কি মনে কর যে, সময় যখন আসবে, তখন এরা সব আমায় ত্যাগ করবে? ওদের জন্য আমি জোর ক'রে অনেক কথা বলেছি। কোন কথা গোপন করি নি। ওরা সকলে আমায় ত্যাগ করবে না। কি বল?"

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "সে ভয় নেই, লর্ড। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"সত্য আমাদের দিকে, যদিও শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে। কেমন, এ বিষয়ে কি তুমি সন্দেহ কর?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "সন্দেহ করবেন না।"

লর্ড বাধা দিয়া বলিলেন, "সন্দেহ আমার নেই। কে বললে, আমার সন্দেহ আছে? সন্দেহ থাকলে কি আমি আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করতে পারতুম? এই কাজের জন্য আমি কত স্বার্থ ত্যাগ করেছি, তা জান? পোপের ক্ষমতার প্রভাবে দেশের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। পৌত্তলিকতার প্রসার বাড়ছে, স্বৈরাচার প্রবল হচ্ছে। কে বললে আমার সন্দেহ আছে? আমি ভগবানের নির্ব্বাচিত, বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তা কি নই?"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "ভগবান, দেশ—সকলেরই।"

"হ্যাঁ, তাই। আমি জনসাধারণের পাশে দাঁড়াব।"

শ্রান্তভাবে লর্ড জর্জ্জ শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

খানিক পরে তাঁহার নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। গ্যাসফোর্ড বুঝিলেন, তাঁহার প্রভু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কয়েকখানি ছাপান কাগজ সন্তর্পণে বাহির করিয়া লইয়া তিনি বাক্স, ডেস্ক বন্ধ করিলেন।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া সেক্রেটারী কাণ পাতিয়া শুনিলেন। গাঢ় নিস্তব্ধতায় চারিদিক আচ্ছন্ন। পাছে কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এজন্য জুতা খুলিয়া রাখিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। তার পর একখানা কাগজ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া নিঃশব্দে তিনি নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাতায়ন-পথে তিনি আর একখানি ছাপান কাগজ বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। ফেলিবার সময় একখণ্ড লোষ্ট্র উহার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। বাতাসে তাহা হইলে কাগজখানা অন্য দিকে উড়িয়া যাইবে না।

সেই কাগজে ছাপান ছিল—"প্রত্যেক প্রোটেষ্টান্টের জন্য।"

ভিতরে লেখা ছিল—"ভাই সব, যাঁহার হাতে ইহা পড়িবে, তিনি যেন অনতিবিলম্বে লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের দলে যোগদান করেন। হাতে বড় কাজ রহিয়াছে, উহা হইতে অনেক ব্যাপার ঘটিবে। বর্ত্তমান সময় বড়ই বিপৎসঙ্কুল। এই কাগজখানা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে হইবে এবং যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হইবে। তার পর আর একস্থানে উহা নিক্ষেপ করিলেই চলিবে। রাজা এবং দেশের জন্য সকলে একত্র মিলিত হও।"

বাতায়ন বন্ধ করিবার সময় গ্যাসফোর্ড আপনমনে বলিলেন, "বীজ ফেলেই চলেছি। শস্যকর্ত্তনের সময় কবে আসবে?"

৩৭

কোনও বিষয়—যতই অদ্ভুত বা হাস্যকর হউক না কেন, যদি তাহা রহস্যাবৃত হয়, তাহা হইলে তাহার আকর্ষণী শক্তি হইতে জনসাধারণ নিষ্কৃতি পায় না। ভণ্ড পুরোহিত, ভণ্ড ধর্ম্মপ্রচারক, ভণ্ড চিকিৎসক, ভণ্ড দেশপ্রেমিক, সকল রকমের ভণ্ড, তাহাদের কার্য্যপদ্ধতিকে যদি রহস্যাবৃত করিয়া রাখে, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাদের ভণ্ডামির মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা কিছু কালের জন্য সত্য এবং সহজ বুদ্ধিকে ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া থাকে।

যদি কোনও লোক লণ্ডনসেতুর উপর দাঁড়াইয়া পথিকদিগকে লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের দলে ভিড়িবার জন্য চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, তাহা হইলে এককালে বিশ জনের অধিক ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিত না। যাহারা প্রোটেষ্টান্টমতে গোঁড়া, তাহাদিগকে স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, পার্লামেণ্টে অভিযোগ আনিয়া উক্ত মতকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করিত, তবে হয় ত শতাধিক লোককে তাহারা স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতেও পারিত না। কিন্তু যদি এমন অস্পষ্ট জনশ্রুতি রটিয়া যায় যে, প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বী দলে গোপন শক্তি কার্য্য করিতেছে, এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এ বিষয়ে লড়াই করিতে প্রস্তুত, এমন কথাও যদি রটে যে, ইংলণ্ডকে পদানত করিবার জন্য রোমের পোপ চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাকে প্রতিহত করিবার জন্য প্রোটেষ্টান্টরা অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা হইলে ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়ায়। অশিক্ষিত জনসাধারণ ব্যাপার না বুঝিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ হাতে হাতে কাগজ বিলি হইতেছে, এখানে সেখানে প্লাকার্ড মারা হইতেছে। ধর্ম্ম বিপন্ন হইতেছে বলিয়া জনশ্রুতি রটিতেছে দেখিয়া জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে। তখন সকলে অন্ধের ন্যায় প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। অথচ কেহই জানে না, কেন তাহারা প্রতিবাদ করিতেছে, কিসের জন্য করিতেছে। মানুষ তখন একটি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে থাকে। এইরূপে দলের শক্তি চল্লিশ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড জর্জ্জ গর্ডন, এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। কথাটা সত্য কি না, তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টাও করে নাই। উহার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয় নাই। লর্ড জর্জ্জ বড় গলা করিয়া দলের সংখ্যাবৃদ্ধির কথাই বলিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টের নিম্নতর সভার এক জন সদস্য ছিলেন। তিনি সকল দলকেই আক্রমণ করিতেন, কোনও দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করিত না। সকলেই তাঁহাকে মাথাপাগ্‌লা লোক বলিয়া উপহাস করিত। বহুবার তিনি এমন এক একটা বক্তব্য লইয়া সাধারণ্যে প্রকট হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত মনে করে নাই। তাঁহার কথা দুই এক দিন পরেই লোক বিস্মৃত হইত।

পরদিন প্রভাতে গ্যাসফোর্ড, লর্ড জর্জ্জের কাণের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিলেন, "মাই লর্ড! মাই লর্ড!"

"কে, কে তুমি? কি হয়েছে?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "৯টা বেজে গেছে। ঘুম হয়েছিল আপনার? আমার প্রার্থনা যদি তিনি শুনে থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয় আপনি ঘুমিয়ে বেশ তাজা হ'তে পেরেছেন।"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "সত্য কথা বলতে কি, আমার খুব গাঢ় নিদ্রা হয়েছে। এত গাঢ় ঘুম যে, আমি কোথায়, তা বুঝতে পারছি না। এ কোন্ জায়গা?"

সহাস্য-মুখে গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "মাই লর্ড!"

লর্ড বলিলেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে! তুমি তা হ'লে ইহুদী নও?"

সেক্রেটারী দুই পদ পিছাইয়া গিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ইহুদী!"

"আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে, আমরা ইহুদী, গ্যাসফোর্ড, তুমি আমি দুই জনেই ইহুদী—লম্বা দাড়ী।"

"ভগবান রক্ষা করুন, লর্ড মহোদয়! আমরা তা হ'লে পোপের লোকও হ'তে পারি।"

অপর জন বলিলেন, "তা পারি! গ্যাসফোর্ড, তুমি সত্যি তাই ভাবছো?"

গভীর বিস্ময়ে সেক্রেটারী বলিলেন, "তা পারি।"

তিনি বলিলেন, "হুঁ! সেটা অসঙ্গত নয়।"

সেক্রেটারী বলিয়া চলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আমি আশা করি—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "আশা কর! আশা করার কথা বলছ কেন? এ রকম কথা চিন্তা করায় দোষ কি?

সেক্রেটারী বলিলেন, "স্বপ্নে দোষ নেই।"

"স্বপ্নে নয়! জাগ্রত অবস্থাতেও নয়।"

সেক্রেটারী মনিবের ঘড়ীটা তুলিয়া লইয়া বাতায়নের খড়খড়ি তুলিয়া দিলেন। তার পর বলিলেন, "আমাদের পবিত্র কাজ এগিয়ে চলেছে। কাল রাতেও আমি চুপ ক'রে ছিলুম না। ঘুমুতে যাবার আগেও আমি দু'খানা ছাপান কাগজ বাইরে ফেলে দিয়েছিলুম। সে দুখানা নেই। এ বাড়ীর কেউ তা পেয়েছে ব'লে স্বীকার করে নি। নীচে আমি পুরো এক ঘণ্টা ছিলাম। আমি ব'লে রাখছি, দু' এক জন নূতন লোক দলে ভর্ত্তি হবেই। তারও বেশী যে হবে না, কে বলতে পারে! আপনার ভগবদ্দত্ত প্রেরণায় সুফল ফলবেই!"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "ভারী চমৎকার কৌশল বটে। স্কটল্যাণ্ডে এতে ভারী কাজ হয়েছে। তোমার যোগ্য কাজই বটে। তুমি ভারী উৎসাহী কর্ম্মী। এক ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়া প্রস্তুত ক'রে রাখতে ব'লে দেও। আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে।"

সেক্রেটারী আর কোনও কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি আপন মনে বলিলেন, "নিজেকে ইহুদী ব'লে স্বপ্ন দেখেছেন। মরবার আগে হয় ত ওঁকে তাই হ'তে হবে। খুব সম্ভব তাই। যাক্, আমার লোকসান কিছু হয় নি। আমার কাছে সব ধর্ম্মই সমান। ইহুদীদের মধ্যে অনেক ধনী লোক আছে। ক্ষৌরী হওয়া ভারী গোলমেলে কাজ। ইহুদী হ'তে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু আপাততঃ খাঁটী খৃষ্টানের মত কাজ করতে হবে।"

সন্তুষ্ট-চিত্তে তিনি বসিবার ঘরে গিয়া প্রাতরাশের জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

প্রাতরাশের পর জন উইলেটের বিল পরিশোধ করিয়া সকলে অশ্বারোহণ করিলেন। লণ্ডন সহরের সন্নিহিত হইলে লর্ড জর্জ্জকে দেখিয়া কেহ বলিয়া উঠিল, "হুর্‌রে জি-ও-ডি। পোপ চাই না!" সহরের মধ্যে প্রবেশ করার পর আরও অনেকে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। কেহ রুমাল ঘুরাইতে লাগিল, কেহ টুপী ঘুরাইল, কেহ ঘোড়া হইতে ফল তুলিয়া নিক্ষেপ করিল। লর্ড জর্জ্জ তাহাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে চলিলেন।

জন গ্রুবি এ দৃশ্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল। নিজের বাড়ীর কাছে আসিয়া লর্ড জর্জ্জ জনতাকে উদ্দেশ করিয়া দুই চারিটি কথা বলিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। পূরা বক্তৃতা শুনিতে চাহিল। তিনি বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু গ্রুবি জনতার উপর অশ্বচালনা করায় সকলে সরিয়া গেল। ঘোড়াগুলি তখন আস্তাবলের দিকে চলিল। জনতা তখন হতাশ-মনে চলিয়া গেল।

অপরাহ্নের দিকে লর্ড জর্জ্জ কালো রঙের মখমলের পোষাকে সজ্জিত হইয়া বাটীর বাহির হইলেন। তিনি ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের দিকে চলিলেন।

গ্যাসফোর্ড বাড়ীতে কাজে ব্যস্ত, এমন সময় গ্রুবি আসিয়া জানাইল, এক জন লোক তাঁহার দর্শনপ্রার্থী।

তিনি বলিলেন, "তাকে নিয়ে এস।"

জন গ্রুবি লোককে আহ্বান করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি প্রোটেষ্টাণ্ট ত?"

উত্তর হইল, "তাই ত মনে হয়।"

গ্রুবি বলিল, "তোমার চেহারা দেখে তাই মনে হয়। যে কোন জায়গায় তোমায় দেখলেই আমি চিনে নিতে পারতাম!"

এই কথা বলিয়া সে লোকটিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

লোকটির চেহারা যেমন কদাকার, তাহার পরিচ্ছদও তদনুরূপ।

সেক্রেটারী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কে ডেনিস্! বস, বস।"

লোকটা বলিল, "লর্ড মহোদয়কে ওখানে দেখলুম। তিনি আমায় বললেন, 'তোমার কোন কাজ না থাকে যদি, আমার বাড়ী গিয়ে মাষ্টার গ্যাসফোর্ডের সঙ্গে কথা কও।' আমার কোন কাজ নেই, আপনি জানেন। এখন আমার কাজের সময় নয়। হা, হা! আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, এমন সময় লর্ডের সঙ্গে দেখা। রেতের বেলা আমি হাওয়া খেয়ে বেড়াই। পেঁচারা যেমন নিশাচর, আমি তাই, মাষ্টার গ্যাসফোর্ড!"

সেক্রেটারী বলিলেন, "কোন কোন দিন সকালবেলাতেও বেড়াও ত? যখন কাজ করতে যাও?"

গর্জ্জন-স্বরে লোকটা বলিল, "হা, হা। ভদ্রলোক মজা করেই কথা ব'লে থাকেন। কিন্তু ব্যাপার কি, মষ্টার গ্যাসফোর্ড? পোপের কোন একটা গির্জ্জা ভাঙ্গবার হুকুম আমরা পাব কি?"

মুখে মৃদুহাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া সেক্রেটারী বলিলেন, "চুপ কর! ডেনিস্, তুমি ত জান, আমরা আইন-সঙ্গতভাবে নির্ব্বিবাদে কাজ ক'রে থাকি।"

ডেনিস্ বলিল, "তা ত জানি। আমি কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দলে যোগ দিয়েছি।"

পূর্ব্ববৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "সে ঠিক।"

ডেনিস তখন আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, উরুদেশে চপেটাঘাত করিল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, মষ্টার গ্যাসফোর্ড, স্যার! ইংলণ্ডটাই ফাঁপা।"

একটু থামিয়া গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "কাল রাত্রে লর্ড জর্জ্জ ও আমি তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম। তিনি বলছিলেন, তুমি কাজের লোক।"

জল্লাদ বলিল, "সে কথা ঠিক।"

"তুমি পোপের মতাবলম্বীদের ঘৃণা কর।"

একটা ভারী শপথ সহকারে সে বলিল, "নিশ্চয়। মষ্টার গ্যাসফোর্ড, আমার কথা শুনুন। আমি খেয়ে পরে থাকবার জন্য সরকারী কাজ ক'রে থাকি। করি কি না বলুন?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"বেশ। একটু থামুন। আমার কাজে গলদ নেই। আমি প্রোটেষ্টাণ্ট, নিয়মমাফিক কাজ আমি করি, খাঁটি ইংরাজের কাজ। বলুন ঠিক কি না?"

"কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।"

"পার্লামেণ্ট এই কথা বলে, 'কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক বা শিশু যদি আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে— বলুন ত ফাঁসির কতগুলো আইন-কানুন এমন আছে? পঞ্চাশটা?"

গ্যাসফোর্ড চেয়ারে হেলান দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "তা ঠিক জানিনে কত। অনেকগুলো বটে।"

"আচ্ছা, ধরুন, পঞ্চাশটা। যদি কোন পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু ঐ পঞ্চাশটা আইনের কোন একটা লঙ্ঘন করে, ডেনিস্ তাদের শেষ ক'রে দেবে। রাজা জর্জ্জ যখন দেখেন, তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে, তখন তিনি বলেন, ডেনিসের একার পক্ষে এত কাজ করা কঠিন। সুতরাং অর্দ্ধেক ডেনিস্ শেষ করবে, বাকি অর্দ্ধেকের ভার আমার উপর। কোন কোন সময় আমার ঘাড়ে বেশী কাজ চাপান হয়। তিন বছর আগে মেরী জোনস্ নামক এক জন উনিশ বছরের মেয়েকে ফাঁসী দেবার ভার আমার উপর পড়ে। আমি এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটার কোলে একটা শিশু ছিল। সে একটা দোকান থেকে এক-টুকরা কাপড় নিয়েছিল। যখন সে কাপড়ের টুকরাটা যথাস্থানে রাখতে গিয়েছিল, তখন দোকানদার তাকে দেখতে পায়। সে আগে আর কোন দোষ করে নি। তার স্বামী তিন হপ্তা আগে ফাঁসী যায়। কোলের ছেলেটিকে নিয়ে সে নিরুপায় হয়ে পড়ে। সে ভিক্ষে ক'রে খেত। আরও দুটি ছেলে তার ছিল। আচ্ছা, বলুন ত, মষ্টার গ্যাসফোর্ড, এই যখন ইংলণ্ডের আইন, সেটা কি দেশের গৌরবের ব্যাপার নয়?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "নিশ্চয়।"

ডেনিস বলিল, "আচ্ছা, এই পোপের দল যদি ক্ষমতা পায়, আর ফাঁসীর বদলে যদি মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারে, তা হলে আমার কাজ ত আর থাকবে না? আমার কাজে হাত পড়া মানে, আইনের উপর হস্তক্ষেপ। তা হ'লে সর্ব্বসাধারণে যত আইন আছে, সবই উল্টে যাবে। তা হলেই ধর্ম্মে হাত দেওয়া হবে। বলুন ত তখন দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে? আপনি কখনো গির্জ্জায় গেছেন, মষ্টার গ্যাস্ফোর্ড?"

রাগতভাবে সেক্রেটারী বলিলেন, "বরাবরই গিয়েছি।"

লোকটা বলিল, "আমি বার দুই গিয়েছি। শুনুন আপনি। আমার প্রোটেষ্টাণ্ট কাজে কের হাত দিলে, আমি তা সহ্য করব না। প্রোটেষ্টাণ্টের আইন-কানুন বদলাতে দিতে আমি চাইনে। ফাঁসী দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে না। লর্ড মহোদয় আপনাকে কাজের লোক বলেছেন। আমি তাই। আমি ঘরে আগুন দিতে পারি, যুদ্ধ করতে পারি, মানুষ খুন করতেও পারি। আমাকে যা আদেশ করবেন, তাই করব। তাতে যদি আমাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলতে হয়, তাতেও রাজি আছি। এই হ'ল আমার কথা, মষ্টার গ্যাস্ফোর্ড।

গ্যাসফোর্ড তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

তারপর তিনি বলিলেন, "না, তুমি খাঁটি লোক, ডেনিস। আমাদের দলের মধ্যে তোমার মত উৎসাহী কেউ নেই। কিন্তু তোমাকে ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হবে। ভেড়ার ন্যায় তোমাকে শান্ত, স্থির, ধীর হয়ে থাকতে হবে।"

মাথা নাড়িয়া ডেনিস্ বলিল, "দেখা যাবে, মষ্টার গ্যাস্ফোর্ড, দেখা যাবে। আমার সম্বন্ধে আপনাকে কোন অভিযোগ শুনতে হবে না।"

"তা আমি জানি। আসছে মাসে বা যে মাসে পার্লামেণ্টে এই বিলের প্রথম আলোচনা হবে। আমাদের লর্ড ভাবছেন, সে সময় শোভাযাত্রা ক'রে রাজপথ দিয়ে কমন্স সভায় আমরা যাব।"

ডেনিস্ বলিল, "সেটা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

"আমাদের লোকজন অনেক, তাই দলে দলে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে হবে। আমার ধারণা, লর্ড জর্জ্জ তোমাকে

একটা দল চালাবার ভার দেবেন। আমার বিশ্বাস, সে কাজ তুমি ভালই পারবে।"

কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে ডেনিস্ বলিল, "পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সেক্রেটারী বলিলেন, "তুমি খুব শান্তভাবে থাকবে, তা আমি জানি। আদেশমত কাজ করবে, গোঁয়ার্ত্তুমি করবে না। তোমার দলকে বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।"

জল্লাদ বলিল, "আমি তাদের চালিয়ে নিয়ে যাব, মষ্টার গ্যাস্‌ফোর্ড—"

বাধা দিয়া সেক্রেটারী তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর তিনি লিখিবার অভিনয় করিলেন। দরজা খুলিয়া জন গ্রুবি প্রবেশ করিল।

গ্রুবি বলিল, "আর এক জন প্রোটেষ্টাণ্ট এসে হাজির!"

"অন্য ঘরে নিয়ে যাও। আমি এখন ব্যস্ত।"

কিন্তু যে লোকটা আসিয়াছিল, সে বাধা না মানিয়াই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি মেপোলের হিউ।

৩৮

সেক্রেটারী নবাগতের দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন। মুখ পরিচিত, কোথায় যেন তিনি তাহাকে দেখিয়াছেন।

সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, ঠিক মনে পড়েছে। জন, তুমি যেতে পার। ডেনিস্, তুমি থাক।"

গ্রুবি চলিয়া গেলে হিউ বলিল, "কর্ত্তা, আমি আপনার সেবক।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তুমি বন্ধুজন। এখানে আসবার কারণটা কি? ওখানে আমরা কিছু ফেলে আসিনি বোধ হয়?"

অল্প হাসিয়া হিউ তাহার বুকের জামার নীচে হাত চালাইয়া দিল। সে একখানা হ্যাণ্ডবিল টানিয়া বাহির করিল। সারারাত্রি বাহিরে পড়িয়া থাকায় উহা ধূলা-কাদায় মলিন হইয়া গিয়াছিল। সে উহা সেক্রেটারীর টেবলের উপর রাখিল।

"না, কর্ত্তা, এ ছাড়া আর কিছু নয়। ভাল লোকের হাতেই এটা পড়েছিল।"

সবিস্ময়ে সেক্রেটারী বলিলেন, "কি এটা? কোথায় পেলে? এর মানে কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

একটু বিব্রত হইয়া হিউ, পর্য্যায়ক্রমে সেক্রেটারী ও ডেনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

হিউ বলিল, "এটা যে পাবে, সে এখানে ওটা নিয়ে আসবে, এই লেখা নেই কি? আমি লেখাপড়া জানিনে। এক জন বন্ধুকে দেখিয়েছিলুম, সে ত আমায় তাই ব'লে দিলে।"

সেক্রেটারী নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক। বন্ধু, তুমি এটা পেলে কি ক'রে?"

হিউ কাগজখানার জন্য হাত বাড়াইল, "থাক্, বিলের কথা ছেড়ে দিন। এতে কি লেখা আছে, না আছে, তা থাক্। আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না দেখছি। এর মানে কি, তা কেউ বোঝে না। তবে একটা কথা, আমি ক্যাথলিকদের বিরোধী। পোপের দলে আমি নই। সে কথা শপথ ক'রে বল্‌তে পারি। ঐ জন্যই আমি এখানে এসেছি।"

ডেনিস্ বলিল, "মষ্টার গ্যাসফোর্ড, ওর নাম তালিকায় লিখে নিন। এই রকম করেই কাজ করতে হয়, আমি ওর ধর্ম্মবাপ হব। এই রকম লোক আমার দলে দরকার।"

ডেনিস্ তাহার পৃষ্ঠে সানন্দে করাঘাত করিল। হিউও তদ্রূপ করিল।

জল্লাদ বলিল, "পোপ চাইনে।"

"না, চাইনে।"

সেক্রেটারী তাহাদের দিকে অনুকূলভাবে চাহিয়া রহিলেন।

ডেনিস্ বলিল, "লোকটার গঠন ভাল।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "প্রকাণ্ড জোয়ান।"

গ্যাসফোর্ড কতকগুলি প্রশ্নের পর হিউয়ের নাম তালিকাভুক্ত করিলেন। তার পর তিনি তাহাকে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করিবার উপদেশ দিতে ভুলিলেন না। আইনসঙ্গতভাবে সকলকে চলিতে হইবে। ডেনিস্ হিউকে এই সময়ে কনুইয়ের আঘাত করিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে সেক্রেটারী একা থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ডেনিস্ বলিল, "ভাই, তুমি হেঁটে যাবে ত?"

"হ্যাঁ। যেখানে যেতে চাও, চল।"

উভয়ে ধীরে ধীরে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের দিকে চলিল। সেইখানে পার্লামেণ্টের উভয় সভার অধিবেশন চলিতেছিল। ডেনিস্ হিউকে বুঝাইয়া দিতেছিল, কত সহজে অট্টালিকার দুর্ব্বল অংশ ভেদ করিয়া লবীতে পৌছান যায়। তাহারা সদলবলে জয়ধ্বনি সহকারে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবে, তখন সভ্যগণের অবস্থা কি হইবে, তাহা ডেনিস্ বুঝাইয়া দিতে লাগিল। হিউ মহা স্ফূর্ত্তির সহিত উহাতে সায় দিতে লাগিল।

হিউ দেখিল, ডেনিসের সহিত আসিয়া পথচারীদিগের কেহ কেহ গোপনে কি কথা বলিয়া গেল। ডেনিসও সেইরূপ সতর্কভাবে তাহাদিগকে কি বলিল। কেহ কেহ তাহার হাতে কি কাগজ গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহারা সেই পথের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। নূতন বন্ধুকে ডেনিস জিজ্ঞাসা করিল, গরম গরম কাজে তাহার আপত্তি আছে কি না। হিউ জানাইল, কোন আপত্তি নাই। সে প্রস্তুত আছে। ডেনিস তখন তাহাকে বলিল, তাহাদের দলের অনেকেই সেজন্য প্রস্তুত।

অতঃপর ডেনিস্ প্রস্তাব করিল যে, তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত, সুতরাং "বুট"এ তাহারা যাইবে। হিউ তাহাতে সম্মতি দিল।

নির্জ্জন একটি বাড়ীর নাম "বুট"। এখানে সকলে পানাহার করিয়া থাকে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন এই স্থানটি অত্যন্ত জনবিরল ছিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে সে দিকে লোকজনের বড় একটা গতি-বিধি থাকিত না।

একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথে তাহারা ঐ পান্থশালায় উপস্থিত হইল। হিউ দেখিল, সেখানে অনেকে পান করিতেছে—আমোদের হল্লা চলিয়াছে। জনতার মধ্যে যে সব মুখ সে দেখিয়াছিল, তাহাদের অনেককেই সে এখানে দেখিল। ডেনিস তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল যে, সে কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছে, এমন ভাব যেন প্রকাশ না করে।

সুরাপূর্ণ পাত্র আসিলে, ডেনিস্ লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের স্বাস্থ্য-কামনায় তাহা পান করিল। হিউও তদনুসারে শপথ সহকারে পান করিল। এক জন বংশীবাদক এই সময় বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করায়, ডেনিস ও হিউ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। পোপ চাই না, উহাই নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ সে নৃত্য দর্শনে খুসী হইল।

৩৯

নৃত্য শেষ হইলেও উভয়ে তখন হাঁপাইতেছিল। এমন সময় যুক্ত ডালকুত্তাদলের সদস্যগণ সেখানে প্রবেশ করিল।

এই ক্ষুদ্র দলের দলপতি মিঃ ট্যাপারটিট। বয়সের অনুপাতে সে এখন আরও ছোট দেখাইলেও, কীর্ত্তিতে সে বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল।

ট্যাপারটিট তাহার মাথার টুপী খুলিয়া বলিল, "ভদ্র মহোদয়গণ, এ মিলন সার্থক। আমাদের লর্ড মহোদয় আমার মারফৎ আপনাদের কাছে তাঁর অভিনন্দন পাঠিয়েছেন।"

ডেনিস বলিল, "লর্ডের সঙ্গে তা হ'লে তোমার দেখা হয়েছে? আমারও বিকেলবেলা দেখা হয়েছিল।"

সেনাপতির ন্যায় গর্ব্বে আসন গ্রহণ করিয়া ট্যাপারটিট বলিল, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে লর্ডের যেতে হয়েছিল। তোমরা সব ভাল আছ ত?"

ডেনিস বলিল, "খুব ভাল আছি, কর্ত্তা। এটি আমাদের নতুন ভাই। মষ্টার গ্যাসফোর্ড এর নাম তালিকায় লিখে নিয়েছেন। আমাদের কাজের সুবিধে এতে হবে। একে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। চেয়ে দেখ, কর্ত্তা, লোকটাকে পছন্দ হয় না কি?" এই বলিয়া সে হিউয়ের পৃষ্ঠে করাঘাত করিল।

হিউ বলিল, "চেহারা আমার যেমনই হোক না, তোমরা যেমন লোক চাও, আমি তাই। আমি পোপের মতানুবর্ত্তীদের ঘৃণা করি! তারাও ঘৃণা করে, আমিও করি। তারা যা পারে, আমার ক্ষতি করুক। আমিও তাদের ক্ষতি করব। হুর্‌রে!"

সকলেই তাহার সহিত জয়ধ্বনিতে যোগ দিল।

গোলমাল থামিলে ডেনিস্ চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এমন পাকা খেলোয়াড় কোথায় পাওয়া যাবে? একশ মাইলের মধ্যে মষ্টার গ্যাসফোর্ড খুঁজে খুঁজে যদি ৫০ জন পাকা লোক নিয়ে আসেন, আমি বলব, আমাদের এই বন্ধুটি সকলের সেরা হবে। একাই একশ লোকের কাজ করবে!"

সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের অধিকাংশই এ কথায় সায় দিল। মিঃ ট্যাপারটিট তাহাকে ভালরূপে লক্ষ্য করিল। সে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না, তার পর হিউকে এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "তোমাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি।"

উপেক্ষাভরে হিউ বলিল, "হ'তে পারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।"

সিম্ বলিল, "তা ঠিক, কিন্তু সহজেই ত মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমায় আগে কখনো দেখেছিলে? যদি দেখে থাক, নিশ্চয় মনে থাকবে, ভুল হবে না। চেয়ে দেখ। ভয় কি? তোমার ক্ষতি আমি করব না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।"

যেরূপ অভয় দিয়া সিম্ কথা বলিল, তাহাতে হিউ অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। সে এই ক্ষুদ্র মানুষটির দিকে এক চক্ষু বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল। হাস্যবেগে তাহার বিস্তৃত দেহের দুই পার্শ্ব যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

এইরূপ অসম্মান-জনক ব্যবহারে ট্যাপারটিট অধীর হইয়া বলিল, "চেয়ে দেখ, আমায় চিনতে পার তুমি?"

হিউ বলিল, "না। হা, হা, হা! আমি চিনতে পারছি না। তবে পরিচয় পাবার ইচ্ছে আমার আছে!"

দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া বুকে হাত রাখিয়া ট্যাপারটিট বলিল, "কিন্তু আমি ৭ শিলিং বাজী রাখতে পারি, তুমি মেপোলে ছিলে!"

এ কথা শুনিয়া হিউ বিস্ময়ভরে, বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

"হ্যাঁ, তুমি সেই ব্যক্তি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না—এখন আমাকে চিনতে পারছ?"

স্খলিত কণ্ঠে হিউ বলিল, "কিন্তু—"

সিম্ বলিল, "কিন্তু নেই। জি, ভার্ডেনকে তুমি চেন?"

হিউ চিনে বই কি। ডলি ভার্ডেনকেও জানে। কিন্তু সে কথা ত সে কাহাকেও বলে নাই!

ট্যাপারটিট্ বলিল, "আমি কারখানা ছেড়ে বেরুবার আগে, তুমি একবার ভার্ডেনের বাড়ী এসেছিলে। হতভাগা ছেলেটা, তার বাবাকে ফেলে পালিয়েছিল, তুমি তার খোঁজে এসেছিলে। কেমন, নয় কি?"

হিউ বলিল, "সে কথা ঠিক। হ্যাঁ, সেখানেই তোমাকে দেখেছিলুম।"

সিম বলিল, "তাই ঠিক। সেখানেই আমাকে দেখেছ। তোমার কি মনে পড়ে না যে, সেই হতভাগাটার প্রতি তোমার টান দেখে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে গিয়েছিলুম? কিন্তু যখন জানলুম, সে ছোঁড়াটাকে তুমি ঘৃণা কর, তখন তোমার সঙ্গে মদ খাবার প্রস্তাব করেছিলুম। সে কথা মনে পড়ে কি?"

হিউ বলিল, "খুব ঠিক কথা।"

ট্যাপারটিট্ বলিল, "তোমার মনের ভাব এখনও সেই রকম আছে?"

সগর্জ্জনে হিউ বলিল, "হ্যাঁ।"

মিঃ ট্যাপারটিট্ বলিল, "তুমি মানুষের মত কথা বলছ। এখন আমি তোমার সঙ্গে কর-কম্পন করব।"

উভয়ে তখন সাগ্রহে পরস্পরের কর-কম্পন করিল।

সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের দিকে চাহিয়া ট্যাপারটিট্ বলিল, "আমরা পরস্পরের পুরাতন বন্ধু—কি নাম হে তোমার? যাক্, সেই রাক্ষসটার আর কোন খোঁজ-খবর পাওনি?"

হিউ বলিল, "না। জানবার দরকারও আমার ছিল না। তার প্রয়োজনও কোন দিন হবে না। আমার বিশ্বাস, সে অনেক দিন মারা গেছে।"

আপনার উরুদেশে করতল ঘর্ষণ করিতে করিতে সিম্ বলিল, "সমাজের সুখ ও মানুষের কল্যাণ হবে—যদি সে মারা গিয়ে থাকে। তোমার অন্য হাতটা পরিষ্কার আছে ত? না, এক রকমই। এস, আর একবার কর-কম্পন করি। তোমার আপত্তি নেই ত?"

হিউ আবার উচ্চ হাস্য করিল। তার পর এত জোরে সিমের কর-কম্পন করিল যে, বেচারার সমস্ত দেহ যেন ছিঁড়িয়া পড়িল, এমনই অবস্থা হইল। কিন্তু পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সিম্ গম্ভীরভাবে রহিল।

সিম্ তখন তাহার সহকারীদিগের সহিত হিউয়ের পরিচয় করাইয়া দিল। সে বিশেষভাবে তাহার গুণকীর্ত্তন করিল। সে যুক্ত ডালকুত্তাদলে হিউয়ের নামও লিখাইয়া লইল। এরূপ লোকের তাহার প্রয়োজন। ডেনিস্ ইহাতে বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল।

সুরাপূর্ণ আধারটি খালি করিয়া হিউ বলিল, "আমাকে দিয়ে তোমরা যা খুশী করিয়ে নিতে পার। যে কাজের ভার দেবে, আমি তাই করব। হুকুম দেও, আমি একাই পার্লামেন্টের সকলের সঙ্গে লড়াই করব। রাজার সিংহাসনেও আমি মশাল জেলে রেখে আসতে রাজি।"

সে তার পর এমনভাবে সিমের পৃষ্ঠে করাঘাত করিল যে, বেচারার হাড় যেন গুঁড়া হইয়া গেল। তার পর গর্জ্জনে সমস্ত বাড়ীটা কাঁপাইয়া তুলিল।

হিউ বুঝিল, সিম দলের এক জন বড় কর্ত্তা। অথচ এই ক্ষুদ্রকায় লোকটিকে সে নিমেষে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু সিমের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহার রূঢ়তা ও পশুত্ব যেন অনেকটা দমিত হইল। ট্যাপারটিটের উদ্দেশে সে বার বার স্বাস্থ্যপান করিল। তার পর অঙ্গীকার করিল যে, দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়া সে যুক্ত ডালকুত্তাদলের কর্ত্তার আদেশ পালন করিবে।

সিম্ এই সকল প্রশংসা অনুত্তেজিতভাবে গ্রহণ করিল। খর্ব্বকায় মানুষটির আত্মসংযম ও প্রভুত্বগর্ব্ব দেখিয়া হিউ খুব খুশী হইল। এক কথায় বামন ও দৈত্যের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং দৈত্য বিনা প্রতিবাদে বামনের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইল। ইহার পর একটা খালি মদের পিপার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিম্ এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিল। সকলেই নীরবে তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিল। পরিশেষে সকলেই তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

"বুট"এ সকলেই বক্তৃতা শুনিতেছিল বটে, তবে সকলেই গোলমাল ও চীৎকার করিতেছিল না। ঘরের এক প্রান্তে কয়েক জন লোক বসিয়া আপনাদের মধ্যে মৃদুস্বরে আলোচনা করিতেছিল। এই দলের কয়েক জন চলিয়া গেলে, নূতন দল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছিল। তাহারা যেন এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিবার জন্যই নিযুক্ত ছিল। আধ ঘণ্টা অন্তর লোক বদল হইতেছিল। এই দল কি যেন লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছিল। তাহাদের নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা হইতেছিল, তাহা কেহ শুনিতে পায়, ইহা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না।

হিউ এখানে আসিয়া যেন একটা রহস্যের আভাস পাইয়াছিল। তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, এই উন্মত্ত আনন্দের পরও যেন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু এই ধারণা মনে জন্মিলেও সে তাহাতে বিচলিত হইল না। সে ভাবিয়াছিল যে, এখানেই সে রাত্রিবাস করিবে। কিন্তু সিম্ তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইল। ডেনিস, সিম ও হিউ মত্তাবস্থায় পথে বাহির হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিল।

সগর্জ্জনে হিউ বলিয়া উঠিল, "সর্দ্দার, মৎ খাবড়াও। আবার বল।"

ট্যাপারটিট চীৎকার করিয়া বলিল, "পোপ চাই না, তার ধর্ম্ম মানি না!"

নির্ভয়ে তিন জন চলিতে লাগিল। সে পথে যাহারা পাহারায় ছিল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ট্যাপারটিট ডেনিসকে বলিল, "তুমি আচ্ছা মজার লোক ত! তোমার কি ব্যবসা, তা ত বল্‌লে না?"

হিউ বলিয়া উঠিল, "সর্দারের কথার জবাব দেও। সাত্য বল না, তুমি কি কাজ কর?"

"আমার কাজ ভারী মধুর, ভাই। যে কোন ভদ্রলোক এ কাজ পেলে খুসী হবে।"

ট্যাপারটিট জিজ্ঞাসা করিল, "আগে শিক্ষানবীশি করতে হয়েছে না কি?"

"না। স্বাভাবিক প্রতিভা—শিক্ষানবীশী করতে হয় নি। মষ্টার গ্যাসফোর্ড জানেন, আমি কি কাজ করি। আমার হাতের দিকে চেয়ে দেখ—এ হাত অনেক কাজ করেছে, দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। একটু ভুল-চুক কখনো হয় নি। আমার হাতের দিকে যখন চেয়ে দেখি, মনে হয়, যখন হাত দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, তখন মন নৈরাশ্যে ভ'রে ওঠে। কিন্তু জগতের ধারাই এই।"

গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডেনিস অন্যমনস্কভাবে হিউয়ের কণ্ঠদেশে তাহার অঙ্গুলী প্রয়োগ করিল। বিশেষতঃ তাহার বাম কর্ণের অংশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল। যেন সে তাহার শরীরের অস্থিসংস্থান পরীক্ষা করিতেছিল। অবশেষে সে গভীর নৈরাশ্যভরে মাথা নাড়িল এবং সত্যই অশ্রুপাত করিল।

মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "তুমি বুঝি এক জন শিল্পী?"

ডেনিস বলিল, "তাই। আমাকে শিল্পীও বল্‌তে পার—সৌখীন শ্রমিক--শিল্প প্রভৃতির উন্নতি-বিধান ক'রে থাকি—ওটাই আমার মূলমন্ত্র।"

তাহার যষ্টি হাত হইতে লইয়া ট্যাপারটিট বলিল, "এটাকে তুমি কি বল?"

ডেনিস বলিল, "আমার ছবি দেখতে পাবে উপরের অংশে—সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছ?"

ট্যাপারটিট বলিল, "দেখতে ত বেশ। কে তৈরী করেছে? তুমি?"

নিজের প্রতিমূর্ত্তির দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "আমি! সে শক্তি যদি আমার থাকত! আমার এক বন্ধু ক'রে দিয়েছে। সে এখন আর নেই। সে যে দিন মারা যায়, তার আগের দিন নিজের হাতে পকেট-ছুরী দিয়ে সে এটা বানিয়েছিল। সে বলেছিল, 'আমি মরে যাব, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি ডেনিস্ বন্ধুর ছবি তৈরী করব।"

"ভারী বিচিত্র কল্পনা ত!"

"ঠিক তাই! সে এক জন বেশ ছিল—ভারী চমৎকার লোক ছিল সে। মৃত্যুর দিন সকালবেলা সে এমন সমস্ত কথা আমায় বলেছিল, যা শুন্‌লে তোমরা চমকে উঠবে।"

ট্যাপারটিট বলিল, "সে সময় তুমি তার কাছে ছিলে?"

বিচিত্র ভঙ্গীতে চাহিয়া ডেনিস্ বলিল, "ছিলাম বৈ কি। মরবার সময় আমাকে না দেখে তার বিদায় নেবার যো ছিল না। তার পরিবারের আরও তিন চার জনের মরবার সময় আমি ছিলাম। একই অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল। তারা সকলেই ভাল লোক ছিল।"

ডেনিসের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া সিম্ বলিল, "তারা তোমার ভারী ভক্ত ছিল দেখছি।"

ডেনিস্ বলিল, "তা জানি নে—ভক্ত ছিল কি না, বল্‌তে পারিনে। তবে তাদের চির-বিদায়ের সময় আমি তাদের কাছে ছিলুম। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদও আমি পেয়েছিলুম। যে আমার ছবি তৈরী করেছে, তার রুমালখানা আমার গলায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ত?"

রুমালখানার দিকে সিম্ চাহিয়া দেখিল। মৃত ব্যক্তির পছন্দের সে প্রশংসা করিতে পারিল না। কিন্তু মুখে সে তাহা প্রকাশ করিল না। সে নীরবে তাহার বক্তব্য শুনিয়া যাইতে লাগিল।

"এই কোটটাও এক বন্ধুর। আমি অনেক দিন এই কোটধারীর পেছনে পেছনে রাজপথ অতিক্রম করেছি। কখনও ভাবিনি—এটা আমার হবে। কিন্তু শেষে পেয়েছি। আমার জুতো, টুপী সবই বন্ধুদের দান। যার টুপী, তাকে কত দিন আমি ভাড়াটে গাড়ীর উপর এই টুপী প'রে থাকতে দেখেছি।"

ডেনিসের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সিম্ বলিল, "যারা এই সব পরে থাকত, তারা সবাই মারা গেছে বল্‌তে চাও?"

ডেনিস্ বলিল, "সবাই—কেউ বেঁচে নেই!"

এই কথা শুনিবার পর ট্যাপারটিট অন্য পথে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

ডেনিস্ অন্য দিকে চলিয়া গেল।

মিঃ ট্যাপারটিট বলিল, "ভারী আশ্চর্য্য লোক বটে! ওর কথার মানে বুঝতে পারলুম না। মরা মানুষের পোষাক ও প'রে থাকে কেন?"

হিউ বলিল, "লোকটা ভাগ্যবান্, সর্দ্দার। ঐ রকম লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার সাধ যায়।"

চিন্তিতভাবে ট্যাপারটিট বলিল, "লোকটা আগে ঐ সব লোকের উইল তৈরী ক'রে নিয়ে তার পর মাথায় লাঠি মারে না ত? যাক্, আমার বন্ধুরা আমার প্রত্যাশায় ব'সে আছে। কি হ'ল তোমার?"

সন্নিহিত কোনও ঘটিকা-যন্ত্রের শব্দ শুনিবামাত্র হিউ চমকিতভাবে বলিল, "আমি একবারে ভুলে গিয়েছিলুম। এক জনের সঙ্গে আজ দেখা করতে হবে। আমি

চল্‌লুম। মহাশয়, সব গুলিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস মনে প'ড়ে গেল।"

সিম্ আর তাহাকে বাধা দিল না।

হিউ বলিল, "বিদায় সর্দার। মনে রেখ, আমি মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তোমার তাঁবেদার।"

হস্ত আন্দোলিত করিয়া সিম্ বলিল, "বিদায়! সাহস রেখ, সতর্ক থেক!"

হিউ বলিল, "পোপকে মানিনে।"

নেতা বলিল, "ইংলণ্ডে আগে রক্তপাত হবে।"

হিউ জয়ধ্বনি করিল। তার পর শিক্ষিত কুকুরের ন্যায় দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

সিম্ আপন মনে বলিল, "এই লোকটা আমার দলের সেরা লোক হবে। দেখা যাক্। আমরা যদি জয়লাভ করি, সমাজের অবস্থা বদলে যাবে। সে সময় ভার্ডেনের মেয়ে আমার হবে, তখন মিগ্‌সকে সরিয়ে দিতে হবে। না হ'লে কোন্ দিন চায়ের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে দেবে। হিউ হয় ত মিগ্‌সকে বিয়ে করতে পারে। খুব মদ খাইয়ে দিলেই তা হয়ে যাবে। না, এটা করতেই হবে। এ সম্বন্ধে একটা স্মারক-লিপি রেখে দেব।"

৪০

পথ চলিতে চলিতে হিউ একটা জলের কল দেখিতে পাইল। সে জোরে তাহার হাতল ঘুরাইয়া নলের নীচে মাথা পাতিয়া দিল। প্রবল জলধারায় তাহার মাথার চুল ভিজিয়া কোমর পর্য্যন্ত সিক্ত হইল। এইরূপে স্নানের পর সে অপেক্ষাকৃত তাজা হইয়া মিডল টেম্পলের দিকে চলিল। নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সে দ্বারে করাঘাত করিল।

দ্বারবান্ ছিদ্রপথে উঁকি মারিয়া বলিল, "কে?"

হিউ তাহাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিল।

দ্বারবান্ বলিল, "এটা শুঁড়িখানা নয়, এখানে মদ বিক্রী হয় না। তুমি কি চাও?"

দ্বারে করাঘাত করিয়া হিউ বলিল, "আমি ভেতরে যাব।"

"কার কাছে?"

"সার জন্ চেষ্টারের কাছে।"

দ্বার মুক্ত হইল। দ্বারবান্ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আদেশ দিল।

দ্বারবান্ বলিল, "এত রাত্তিরে তুমি সার্ জনকে চাও?"

হিউ বলিল, "হ্যাঁ, চাই। এ কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?"

"আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখ্‌ব, তুমি কি কর।"

"তবে সঙ্গে এস।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দ্বারবান্ ফটক বন্ধ করিল। তার পর লণ্ঠন লইয়া সার জন চেষ্টারের ঘরের দিকে চলিল। হিউ দরজায় জোরে পদাঘাত করিল।

হিউ দ্বারবান্‌কে বলিল, "উনি আমার সঙ্গে এখন দেখা করবেন কি?"

লোকটি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সোপানে পদধ্বনি হইল। আলোক হস্তে সার জন্ চেষ্টার সেখানে আসিলেন।

দ্বারবান্ বলিল, "হুজুর, ক্ষমা করবেন। এই ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। রাত্রি অনেক হয়েছে। আমি দেখতে এলুম, কোন গোলমাল না হয়।"

চক্ষু তুলিয়া হিউকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এসেছ এখন। যাও—ভেতরে যাও। ঠিক হয়েছে বন্ধু, কোন গোল নেই। তোমার সতর্কতা প্রশংসনীয়। ধন্যবাদ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা, বিদায়।"

দ্বারবান্ অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল। সার জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হিউ সেখানে অগ্রেই গিয়াছিল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে আসন টানিয়া লইয়া সার জন বসিলেন,—বসিয়া বসিয়া দণ্ডায়মান হিউয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তার পর তিনি বলিলেন, "আজ বৈকালে তুমি এখান হতে যখন যাও, ব'লে গিয়েছিলে, সব খবর নিয়ে এখানে আস্‌বে।"

"তাই ত এসেছি, কর্ত্তা।"

ঘড়ীটার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তা ত এসেছ। এই কথাই কি বল্‌তে চাও?"

হিউ প্রভুর দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

সার জন বলিলেন, "এতক্ষণ কি করছিলে তুমি? কোথায় ছিলে? কি বজ্জাতি করছিলে?"

বিনীতভাবে হিউ বলিল, "বজ্জাতি কিছু করিনি, কর্ত্তা। আপনার আদেশমত কাজ করেছি।"

"কি বল্‌লে?"

বিব্রতভাবে হিউ বলিল, "এই আপনি যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন বা বলেছিলেন—আমার করা উচিত, বা আমার জায়গায় আপনি হলে যা করতেন। এই রকম কথা বলেছিলেন। আপনি আমার উপর অত কড়া হবেন না, কর্ত্তা।"

সার জন বুঝিলেন, এই দুর্দ্দান্ত লোকটাকে তিনি কিরূপ কায়দায় আনিয়াছেন। ইহাতে তিনি মনে মনে খুসী হইলেন।

তিনি বলিলেন, "তুমি বল্‌লে, আমি তোমায় হুকুম দিয়েছিলুম। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, আমার কোন উদ্দেশ্যসাধন করবার জন্য আমি তোমাকে কিছু করতে বলেছিলুম। কিন্তু তা নয়। এ রকম বে-ফাঁস কথা ভবিষ্যতে কখনও বল্‌বে না, বুঝেছ? সাবধানে কথা বলো। বুঝলে আমার কথা?"

হিউ বলিল, "আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি কিছু বলিনি, কর্ত্তা। কথা কি ক'রে গুছিয়ে বল্‌তে

হয়, আমি জানিনে। আপনি আমার দোষ-ত্রুটি ধ'রে ফেলেন।"

তাহার অভিভাবক প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "বন্ধু, আরও শীঘ্র তুমি ধরা প'ড়ে যাবে। এ কথা মনে রেখ। ভাল কথা, তোমার এত বিলম্বের কারণ বুঝতে না পেরে আমার তাক্ লেগে যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি এখানে এলে কেন? কেন এলে?"

হিউ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি ত জানেন, আমি পড়তে জানিনে। হ্যাণ্ডবিলে কি লেখা ছিল, তা বুঝতে না পেরে আপনার কাছে এনেছিলুম।"

সার জন বলিলেন, "আর কাকেও দিয়ে সেটা পড়িয়ে নেও নি?"

"না কর্ত্তা, যাকে তাকে বিশ্বাস ক'রে আমি গোপন জিনিষ পড়তে দিতে পারিনি। বারনাবি রুজ চ'লে যাওয়ার পর আমার বিশ্বাসভাজন কেউ নেই। সে ত ৫ বছর হ'ল উধাও হয়েছে। তার পর থেকে আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে পরামর্শ করিনে।"

"আমায় ভারী সম্মান দেখিয়েছ তুমি?"

হিউ বলিল, "কোন কিছু জানবার থাকলেই আমি আপনার কাছে ছুটে আসি, কর্ত্তা। কারণ, জানি, দেরী হলেই আপনি আমার উপর চ'টে যাবেন। আমি আপনাকে খুশী করতে চাই। যাতে আপনি আমার বিরুদ্ধে না যান, তাই আমার চেষ্টা। তাই এত রাত্রিতেও আমি ছুটে এসেছি। আপনি ত সব জানেন, কর্ত্তা।"

সার জন তাহার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিলেন, "তুমি চমৎকার লোক। তোমার দুটো মুখ আছে দেখছি। আজ বৈকালে তুমি এই ঘরে আর একটা কারণের কথা বলনি? কারও উপর তোমার রাগ আছে, তোমার অপমান করেছে ব'লে, তোমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছে ব'লে, তুমি আমায় জানিয়ে যাও নি? সে তোমার সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করেছে বলনি?"

হিউয়ের অন্তরে ক্রোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "বলেছিই ত। এখনও বলছি। আমি তার ওপর প্রতিশোধ নেব। আপনি যখন বললেন যে, আর সব ক্যাথলিক কষ্ট পাবে—ঐ দলে আমি যোগ দিলে, ওদের অনিষ্ট করতে পারব, তখন বলেছিলুম, আমি নিশ্চয় নূতন দলে যোগ দেব। আমি তাই হয়েছি। আপনি দেখবেন, সকলের আগে আমি কথামত কাজ করতে পারি কি না। আমার মাথায় বুদ্ধি নেই। কিন্তু যারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের কথা আমি ভুলি নে। সময় হলে আপনি দেখবেন, আমি তার কি করি। আরও শত শত ক্যাথলিকের কি সর্ব্বনাশ হয়, আপনি দেখবেন। বুনো সিংহের চেয়েও আমি ভয়ঙ্কর, তা জেনে রাখুন। একবার ছাড়া পেলে আমার মূর্ত্তি দেখতে পাবেন।"

সার জন একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে দেখিতে গ্লাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। হিউ গ্লাস পূর্ণ করিয়া উত্তেজক সুরা পান করিল।

হিউ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে, সার জন বলিলেন, "এখন তুমি বেশ তাজা হয়েছ?"

হিউ বলিল, "দেখুন, আমি কথা বেশী জানিনে। কারণ, কথা বলবার মত বিদ্যে আমার নেই। আমাদের দলে অনেকে বাক্য-বাগীশ আছে। আমি বুঝি কাজ।"

সার জন উপেক্ষাভরে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ, আপনি যে বাড়ীর কথা বলেছিলেন, সেখানে গিয়েছিলুম। সেখানে নাম লিখিয়ে দিয়েছি। সেখানে আর এক জন ছিল, তার নাম ডেনিস্—"

হাসিতে হাসিতে সার জন বলিলেন, "ডেনিস্‌ও ছিল? বা, বা, খুব চমৎকার সঙ্গী সে!"

"কর্ত্তা, সে খুব গর্জ্জন করতে জানে। আমার খুব তাকে পছন্দ। কাজেও সে খুব জবরদস্ত হবে।"

সার জন উপেক্ষাভরে বলিলেন, "তা আমি শুনেছি বটে। সে কি করে, তা তুমি বুঝি শোন নি?"

হিউ বলিল, "সে বল্‌তে চায় নি। কথাটা সে গোপন রেখেছে।"

হাসিতে হাসিতে সার জন বলিলেন, "বটে! কোন কোন মানুষের এ সব দুর্ব্বলতা থাকে বটে। এক দিন তুমি তার কাজের পরিচয় পাবে। হা, হা!"

হিউ বলিল, "এর মধ্যেই তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।"

"খুব স্বাভাবিক! তোমরা দুজনে খুব মদ খাচ্ছিলে বুঝি? দলের সঙ্গে তুমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলে, তা ত বলনি।"

হিউ সব কথা বলে নাই—বলিতে হইবে, তাহাও ভাবে নাই। এখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সার জন সব কথা জানিয়া লইলেন। কিরূপ প্রকৃতির লোকজনের সহিত সে মিশিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা কত, মনোভাবই বা তাহাদের কিরূপ, কথোপকথনের ভঙ্গী কিরূপ হইয়াছিল, তাহারা কি করিতে চাহে, সবই তিনি জানিয়া লইলেন। এমন কৌশলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল যে, হিউ বুঝিল, ইচ্ছাপূর্ব্বকই সে সব কথা বলিয়া চলিয়াছে—তাহার কাছ হইতে কোনও কথা আদায় করা হইতেছে না। তাহার পর সার জন এমন ক্লান্তিভরে হাই তুলিতে লাগিলেন যে, অবশেষে হিউ লজ্জিত হইল—সার জনকে কথায় কথায় ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া সে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

আপন হস্তে ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া সার জন বলিলেন, "এখন তুমি যাও। সমস্ত অপরাহ্ণটা তুমি অনেক

কাজ করেছ। আমি তোমাকে এ সব করতে বারণ ক'রে দিয়েছিলুম। তোমার বিপদ ঘটতে পারে। তোমার দর্পিত বন্ধু হেয়ারডেলের উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে বলেই এই সব বিপদের বোঝা তুমি মাথায় ক'রে নিয়েছ বুঝি ?"

মধ্যপথে থামিয়া হিউ বলিয়া উঠিল, "প্রতিশোধ নিতে পারলে আমি ছাড়ব না, কিন্তু এতে আমার কি বিপদ হ'তে পারে ? আমার কি আছে যে, নষ্ট হয়ে যাবে, কর্তা ? বন্ধু, গৃহ, কি আমার আছে ? সুতরাং আমি গ্রাহ্য করিনে। একবার মারামারি করুক না, তখন দেখবেন। দাঙ্গা বাধলে আমি প্রতিশোধ নেব। ঢের লোক আমার দলে থাকবে। তখন আপনি আমায় যা করতে বল্‌বেন, করব —ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, তাতে আমার কিছু যাবে আস্‌বে না।"

সার জন বলিলেন, "সে কাগজখানা কি করলে ?"

"আমারই কাছে আছে, কর্তা।"

"পথে চলবার সময় কোথাও ফেলে দিও। ওরকম জিনিষ তোমার কাছে রেখো না।"

ঘাড় নাড়িয়া হিউ সম্ভ্রমভরে টুপী খুলিয়া সার জনকে অভিবাদন করিল। তার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দরজা বন্ধ করিয়া সার জন প্রসাধন-কক্ষে গমন করিলেন। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া তিনি দীর্ঘকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া তিনি আপন মনে বলিলেন, "ভাগ্য ভাল যে, এ ব্যাপারটা ঘটে গেল। ক্রমেই অবস্থার উন্নতি ঘটছে। আমার আত্মীয়রা ও আমি গোঁড়া প্রোটেষ্টাণ্ট। রোমান ক্যাথলিকদের ব্যাপারে আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। সাভাইল ক্যাথলিকদের জন্য এই বিল উত্থাপন করেছেন ব'লে আমার নিজের ব্যক্তিগত আপত্তি আছে। কিন্তু তা ব'লে একটা পাগলের সঙ্গে যোগ দিতে পারিনে। গর্ডন এক জন খেয়ালী পাগল। তবে গোপনে তার বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার ইন্ধন যোগাবার বেশ সুযোগ ঘটে গেছে। আমাদের এই বুনো বন্ধুটাকে দিয়ে সে কাজ বেশ চল্‌বে —আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। গর্ডনের মতের সঙ্গে আমাদের মিল আছে, তবে কার্য্য-প্রণালীটা সমর্থন করা চলে না। কিন্তু এই ভাবে চল্‌লে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আর আমাদের প্রাধান্যও বেড়ে যাবে। জন-সাধারণের দিক দিয়ে এ সব বেশ হবে। ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা যদি ধরা যায়, তা হ'লে, হতভাগারা হেয়ারডেলের কিছু ক্ষতি করবে। তাতে আমি খুসীই হব। এ ত বেশ হয়েছে। ভালই হ'ল।"

এক টিপ নস্য লইয়া তিনি বেশ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আপন মনে তিনি বলিলেন, "আমার ভয় হয়, আমার এই বন্ধুটি দ্রুতবেগে তার বাপের পন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছে। ডেনিসের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব বড়ই অমঙ্গল-সূচক। তবে ওর ঐ রকম পরিণাম হবে যে, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। আমি যদি তাকে সাহায্য করি, তা হ'লে এইটুকু পার্থক্য হবে যে, যত দিন ধ'রে সে মদ খেয়ে বেড়াত, তত দিন আর তা করতে হবে না। যাক্, তাতে আমার প্রয়োজন কি ? অতি তুচ্ছ ব্যাপার ওটা।"

আর এক টিপ নস্য লইয়া তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

৪১

'গোল্‌ডেন্ কির' কারখানা হইতে ঠুন্‌ঠান্ শব্দ হইতেছিল।

রয়াল ইষ্ট-লণ্ডন ভলান্‌টিয়ার দলের সার্জ্জেণ্টের পোষাক পরিয়া গেব্রিয়েল ভার্ডেন কারখানায় কাজ করিতেছিলেন।

তিনি আপন মনে বলিলেন, "এমন দিন ছিল, যখন এই রঙ্গের পোষাক পরবার জন্য আমি পাগল হয়ে যেতাম। তখন যদি কেউ আমাকে সেজন্য বোকা ব'লে অভিহিত করত, আমি রেগে আগুন হয়ে উঠ্‌তাম। কিন্তু সত্যি কি বোকাই আমি তখন ছিলুম !"

অলক্ষিতে মিসেস্ ভার্ডেন সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সত্যি বোকা বৈ কি। তোমার যে বয়স এখন হয়েছে, তাতে সেটা বোঝা তোমার উচিত ছিল।"

হাস্যমুখে পত্নীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভার্ডেন বলিলেন, "আমায় তুমি হাসালে। ভারী হাস্য-জনক মেয়েমানুষ তুমি।"

অত্যন্ত বিরসকণ্ঠে মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "তাই বটে। তা আমি জানি, ভার্ডেন। ধন্যবাদ।"

ভার্ডেন বলিলেন, "আমার বলবার উদ্দেশ্য—"

পত্নী বলিলেন, "তুমি কি বল্‌বে, তা আমি জানি। তোমার সোজা কথা বুঝতে কষ্ট হয় না, ভার্ডেন।"

ভার্ডেন বলিলেন, "শোন, মার্থা। তুমি দোষ ধরছ কেন ? স্বেচ্ছা-সেবক হয়েছি ব'লে তুমি নিন্দা কেন করছ ? মেয়েদের, তোমাদের, আমাদের গৃহ ধনসম্পদ রক্ষা করবার জন্যই এ কাজের ভার নিয়েছি, তা জান ত।"

মাথা নাড়িয়া মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "খৃষ্টানের যোগ্য কাজ এ নয়।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "তুমি কেন একে খৃষ্টানজনোচিত কাজ বল্‌তে চাও না ? খৃষ্টানের কাজ তুমি কাকে বল ? চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকা—শত্রু এসে লুঠ-পাট করলে, কোন বাধা না দেওয়া খৃষ্টানজনোচিত কার্য্য, না বীরের মত তাদের তাড়িয়ে দেওয়া ? এক দল লোক আমার বাড়ীতে এসে, ডলিকে বা তোমাকে যখন ধ'রে নিয়ে যাবে, তখন চুপ ক'রে চিমনীর ধারে ব'সে থাকাকে কি তুমি খৃষ্টানের কাজ বল্‌বে ?"

নিজের কথা বলায় মিসেস্ ভার্ডেন যেন একটু প্রসন্ন-ভাবে হাস্য করিলেন। উহাতে যেন প্রশংসার আমেজ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এ রকম হ'লে অবশ্য—"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "এ রকম অবস্থা এলো ব'লে। এমন কি, মিগস্‌কেও ধ'রে নিয়ে যেতে পারে। কোন কৃষ্ণবর্ণ খঞ্জনীবাদক মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে যখন তাকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তখন তাকে লাথি-কীল মারলে, চিমটি কাটলে কি কিছু ফল ফলবে? হা, হা, হা! তা যদি হয়, আমি সে বেটাকে ক্ষমা করতে রাজী আছি। আমি সত্যি বলছি, তাকে বাধা দেব না।"

গেব্রিয়েল এই কথা বলিয়া এত জোরে হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। মিসেস্ ভার্ডেন ইহাতে খুব চটিয়া গেলেন। মিগসের স্থায় এক জন খাঁটী প্রোটেষ্টাণ্ট নারীকে এক জন পৌত্তলিক নিগ্রো ধরিয়া লইয়া যাইবে, এরূপ প্রস্তাবনা তাঁহার কাছে অত্যন্ত ভীষণ বলিয়া মনে হইল।

এ বিষয় লইয়া স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কলহ বাধিবার উপক্রম হইতেছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় ডলি দৌড়িয়া আসিয়া বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে আদর করিতে লাগিল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "এই যে মা, তুমি এসেছ। তোমাকে দেখতে খুব ভাল লাগছে, কিন্তু এতক্ষণ কোথায় ছিলে, মা?"

ভাল লাগিতেছে কথাটি ডলির সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। ডলির দেহে সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিতে-ছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের ডলির সহিত বর্ত্তমান ডলির কোন তুলনাই হয় না। কত যুবক যে তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া হতাশ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কত গাড়ী-নির্ম্মাতা, ঘোড়ার সাজ-বিক্রেতা, আসবাব-পত্র-নির্ম্মাতা এবং নানাবিধ শিল্পবিষয়ে অভিজ্ঞ যুবক ডলিকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কত ধনীর সন্তান, ভদ্র যুবক, পথের ধারে দাঁড়াইয়া মিগস্‌কে উৎকোচ দিয়া ডলির কাছে প্রেম-পত্র পাঠাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা চলে না। কত যুবকের পিতা—অধিকাংশই ব্যবসায়ী, তাহাদের পুত্রগণের নৈরাশ্যের কাহিনী ভার্ডেনকে জানাইয়া দিয়াছে। ডলির ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে কত যুবক হতাশ হইয়া সেনাদলে যোগ দিয়াছে, দেশ-বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? কত যুবতী দুঃখ করিয়া বলিয়াছে, তাহাদের মত রুচি ডলির নাই। তথাপি তাহাকে পাইবার জন্য যুবকদের পাগলামীর অন্ত নাই।

ডলি কিন্তু সেই রকমই আছে। যেমন খেয়ালী সে, তেমনই কঠোরহৃদয়। কেহই তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। সে তেমনই হাসিয়া খেলায় বেড়ায়। এখনও ৫০,৬০০ জন তরুণ যুবক তাহাকে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছে—বুক ভাঙ্গিতেছে। কিন্তু শুক্তির বুক খুলিয়া কেহ মুক্তার সন্ধান লাভ করিতে পারে নাই।

ডলি পিতাকে আদর করিবার পর মাতাকে তেমনই ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিল। তার পর পিতা-মাতার সঙ্গে ছোট বৈঠকখানা-ঘরে গমন করিল। মিগ্‌স্ সেখানে আহার্য্য সাজাইতেছিল। সে ডলিকে দেখিয়া হাসিবার প্রচেষ্টায় শ্বাস ত্যাগ করিল। ডলি মিগ্‌সের হাতে তাহার টুপী প্রভৃতি অর্পণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়ী এলেই আমার যে কি আহ্লাদ হয়।"

পিতা বলিলেন, "ডল্, আমাদেরও যে কি আনন্দ হয়, তা বলবার নয়। আমায় একটা চুমা দিয়ে যাও, মা।"

সে যখন পিতার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিল, তখন সেখানে অন্য কোন পুরুষ ছিল না। ইহা সৌভাগ্যের কথা।

ভার্ডেন বলিলেন, "ওয়ারেণেও তোমার থাকা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমার চোখের আড়ালে তুমি থাক, এ আমার সহ্য হবে না। ডল্, সেখানকার খবর কি, মা?"

কন্যা বলিল, "সেখানকার সব খবরই ত তুমি রাখ, বাবা। সবই তুমি জান্‌তে পারছ।"

ভার্ডেন বলিলেন, "তার মানে?"

ডলি বলিল, "তুমি সব জান, তবু স্বীকার করবে না। আমি তোমার কাছে জান্‌তে চাই, মিঃ হেয়ারডেল কিছু দিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে কোথায় গিয়েছেন, তা তুমি জান। মিঃ হেয়ারডেল যে এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াচ্ছেন, তা তাঁর চিঠি পড়েই জানা যায়। অথচ কেন যে, তা কেউ জানে না—তাঁর ভাই-ঝি পর্য্যন্ত না।"

ভার্ডেন বলিলেন, "আমি বাজী রাখ্‌তে পারি, মিস ইমা কিছু জান্‌তে চান না।"

ডলি বলিল, "তা আমি বলতে পারিনে। কিন্তু আমার জান্‌তে ইচ্ছা আছে। আমায় বল না, বাবা। তিনি কেন এমন লুকোচুরি খেলছেন, ভূতের গল্পটাই বা কি, মিস্ ইমাকে সে গল্প শোনান নিষেধই বা কেন? এই সব ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ হেয়ারডেলের অন্তর্দ্ধান দেখা যাচ্ছে। বাবা, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি সব জান।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "গল্পের অর্থ কি, বা এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, তা তুমিও যেমন জান, আমিও তার বেশী জানিনে। নির্ব্বোধ সলোমনের ভয় থেকে এর উৎপত্তি—ওর কোন মানে নেই। তবে মিঃ হেয়ারডেল যে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আমার মনে হয়—"

ডলি বলিল, "ব'লে যাও।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "আমার মনে হয়, বিশেষ কাজেই তিনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কি জন্য, সে আর একটা

ব্যাপার। সেটা জানবার জন্ত তোমার কৌতূহলী হবার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের তা জানবার দরকারই বা কি? এখন আহার প্রস্তুত, এস, আহারে বসি। ওটার প্রয়োজন যথেষ্ট। বরং তুমি 'ব্লু বিয়ার্ড' বইখানা প'ড়ে দেখ।"

ডলি এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও চুপ করিয়া থাকিত না। কিন্তু তাহার জননী "ব্লু বিয়ার্ড" পুস্তকের নাম শুনিবামাত্র ঘোর আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে, বর্ত্তমান গোলমালের সময় তাঁহার কন্যা তুর্ক ও মুসলমানের ভ্রমণ-কাহিনী পড়িবে, ইহা হইতেই পারে না। বরং তাহার অপেক্ষা "বজ্র" কাগজখানা পড়িলে অনেক জ্ঞান হইবে। উহাতে লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের বক্তৃতাবলী ছাপা হইয়া থাকে।

মিগ্‌সও তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি তুলিল। প্রোটেষ্টাণ্টদের জন্ত লর্ড জর্জ্জ যাহা করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। মিসেস্ ভার্ডেন অনুযোগ করিলেন যে, তাঁহার স্বামী প্রোটেষ্টাণ্টদের জন্ত কোন চাঁদা এ পর্য্যন্ত দেন নাই। ডলিও দেয় নাই, অথচ মিগ্‌স তাহার মাহিনার বেতন সবই দান করিয়াছে।

মিগ্‌স চোখে সাঁতারপানি বহাইয়া বলিল, "ও কথা বলবেন না, মিম্। আমার ইচ্ছে ছিল না, কেউ আমার সামান্ত দানের কথা জানতে পারে।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "তুমি কেঁদ না, মিগ্‌স। এতে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমার গরীব মনিব-পত্নী তোমারই দলে।"

এ কথা শুনিবার পর মিগস্ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে আক্ষেপ সহকারে বলিল যে, প্রভু তাহাকে ঘৃণা করেন। যেখানে এইরকম ঘৃণা, সেরূপ স্থানে চাকরী করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত। সে কাহাকেও খুশী করিতে পারিতেছে না, ইহা কি তাহার কম দুঃখ? সংসারে পরস্পরের মধ্যে ভেদ থাকা অবাঞ্ছনীয়। মনিব যখন তাহার প্রতি বিরূপ, তখন সেখানে আর তাহার থাকা সঙ্গত নহে। সে চলিয়া গেলে মনিব সুখী হইতে পারিবেন। অবশ্য, এমন মনিবপত্নীর নিকট হইতে সে বিচ্যুত হইলে, তাহার দুঃখের অবধি থাকিবে না, কিন্তু তাঁহাদের সুখের জন্ত সে আপনাকে সরাইয়া লইতেও ইতস্ততঃ করিবে না। তবে এ কথাও ঠিক, মিসেস্ ভার্ডেনের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, সে বেশী দিন বাঁচিবে না। কিন্তু সকলেই যখন তাহাকে ঘৃণা করে, সে অবস্থায় তাহার বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই। এইরূপ কথা বলিয়া মিগ্‌স্ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গম্ভীর স্বরে মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "এ দৃশ্য তোমার সহ্য হয়, ভার্ডেন?"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "না, তা হয় না। কিন্তু আমি ত রাগ ক'রে কাকেও কিছু বলি না।"

মিগ্‌স্ বলিল, "আমার জন্ত আপনারা কথা-কাটাকাটি করবেন না, মিম্। আমাদের তফাৎ হওয়াই দরকার। সোনার খনি পেলেও আমি আপনাদের মধ্যে ভেদ ঘটাতে চাইনে।"

মিগ্‌সের এরূপ আকস্মিক রোদনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্বামি-স্ত্রীতে মিগ্‌সকে উপলক্ষ করিয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। মিগ্‌স্ অন্তরালে থাকিয়া, খঞ্জনীবাদকের দ্বারা মিগ্‌স্-হরণের যে কাল্পনিক দৃষ্টান্ত গেব্রিয়েল দিয়াছিলেন, সে তাহা শ্রবণ করিয়াছিল। এই বিদ্রূপবাক্য তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়াছিল। এখন সুযোগ পাইয়া সে তাহার দুঃখ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ব্যাপার গুরু আকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া, শান্তিস্থাপনের বাসনায় গেব্রিয়েল নরম হইয়া গেলেন।

তিনি বলিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন, বাছা? কি হয়েছে তোমার? ঘৃণার কথা তুমি কি বলছ? আমি ত তোমাকে ঘৃণা করিনে। কোন লোকের প্রতিই আমার ঘৃণা নেই। নাও, চোখ মুছে ফেল। ভগবানের দোহাই, যতক্ষণ পারা যায়, এস আনন্দ করি।"

মিত্রশক্তি বুঝিল, শত্রুপক্ষের তরফ হইতে এই উক্তিকে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। সুতরাং নারীদিগের সিক্ত চক্ষু শুষ্ক হইল। মিস্ মিগ্‌স্ প্রকাশ করিল যে, তাহার ভীষণ শত্রুর প্রতিও সে আক্রোশ পোষণ করে না। বরং তাহাকে ভালবাসে। মিসেস্ ভার্ডেন, মিগ্‌সের এইরূপ মনোবৃত্তিকে প্রকৃত খৃষ্টানোচিত বলিয়া প্রশংসা করিলেন। তার পর প্রস্তাব করিলেন যে, ডলি তাঁহার সহিত ক্লার্কেনওয়েলএর সভায় আজি রাত্রিতে বক্তৃতা শুনিতে যাইবে। তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ভার্ডেন ইহাতে আপত্তি করিবেন। তাই এই সুযোগে তিনি নিজের প্রস্তাব পেশ করিলেন। গেব্রিয়েল ইহাতে আর আপত্তি করিবার সাহস পাইলেন না। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এইমাত্র যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহার চিত্র তখনও তাঁহার মনে জল্ জল্ করিতেছিল।

স্বেচ্ছাসেবক সেনাদলের সে দিন কুচকাওয়াজ হইবে। গেব্রিয়েল সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। ডলি তাঁহার কোটের বোতাম আঁটিয়া দিল। মিসেস্ ভার্ডেন গর্ব্বভরে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিগ্‌স্ টুপী ও তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গেব্রিয়েল কন্যাকে বলিলেন, "ডল্, কোন সৈনিককে তুমি বিয়ে করো না যেন।"

ডলি কোন উত্তর করিল না। নতবদনে সে পিতার কোমরবন্ধ আঁটিয়া দিতে লাগিল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "এ পোষাক আমি কোন দিন পরি না। আজ বেচারা জো উইলেটের কথা মনে পড়ছে।

তাকে আমি বড় ভালবাসতাম। সে আমার ভারী প্রিয় ছিল। বেচারা জো!—মা রে, অত জোরে বাঁধিসনে।"

ডলি হাসিতে লাগিল। যে ভাবে সে হাসে, তেমন নহে—সে এক বিচিত্র হাস্ত। কিন্তু মুখখানি তখনও তাহার মত।

আপন মনে গেব্রিয়েল বলিলেন, "বেচারা জো! আমার সব সময়েই ইচ্ছা হয় যে, সে আমার কাছে আসে। সে এলে দুজনের গোলমাল আমি মিটিয়ে দিতুম। বুড়ো জন ভারী ভুল করেছে; ওরকমভাবে ছেলের সঙ্গে ব্যবহার করতে নেই। তোমার বাঁধা হয়ে গেছে, মা?"

বাঁধা ত কেবলই আলগা হইয়া যাইতেছিল। কোমরবন্ধটা খুলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। ডলি বাধ্য হইয়া নতজানু হইল। তার পর আবার বাঁধা চলিল।

পত্নী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ভার্ডেন, ছোকরা উইলেটের কথা ছেড়ে দেও। অন্য কারও কথা বল, সে বরং সহ্য হবে।"

মিগ্‌স্‌ও মনিব-পত্নীর ন্যায় মুখভঙ্গী করিল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "মার্থা, তার ওপর অতি নির্দয় হয়ো না। বেচারা যদি মারা গিয়ে থাকে, তার সম্বন্ধে, তার স্মৃতির বিষয়ে আমরা আরও মমতা প্রকাশ করব।"

মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "সে পলাতক—ভবঘুরে!"

মিস্ মিগ্‌স্‌ও যেন অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহিল।

কোমল স্বরে ভার্ডেন বলিলেন, "পলাতক বটে, কিন্তু ভবঘুরে নয়। জো খুব ভাল ভাবেই ব্যবহার করেছিল—সব সময়েই করত। সে দেখতে যেমন সুপুরুষ, ব্যবহারও তেমনই মানুষের মত। মার্থা, তাকে ভবঘুরে বলো না।"

মিসেস্ ভার্ডেন কাসিলেন, মিগ্‌স্‌ও তাহাই করিল।

"সে তোমার সু-নজরে পড়বার বহুৎ চেষ্টা করেছিল। আমি তা জানি। এক দিন মেপোল থেকে আসবার সময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর এসেছিল। তার সঙ্গে সকলে খারাপ ব্যবহার করে, এ কথা সে আমায় বলেছিল। তখন তার কথা আমি ভাল বুঝতে পারিনি। সে আরও জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মিস্ ডলি কেমন আছে, স্যার!' আহা! বেচারা জো!"

মিগ্‌স্ বলিয়া উঠিল, "এ কি, কি হ'ল! হা ভগবান্!"

তাহার দিকে ফিরিয়া তীব্রস্বরে গেব্রিয়েল বলিলেন, "আবার কি হ'ল?"

নত হইয়া ডলির মুখ দেখিতে দেখিতে মিগ্‌স্ বলিল, "মিস্ ডলি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন যে! দেখুন মিস্, দেখুন স্যার!"

ডলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। মিগ্‌স্‌ও তাহার অনুবর্তী হইল। পত্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া গেব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডলির কি অসুখ করল না কি? আমি কি কিছু তাকে বলেছি? আমার দোষে এমন হ'ল না কি?"

মিসেস্ ভার্ডেন তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার দোষ! যাক্, তুমি এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।"

বেচারা গেব্রিয়েল বলিলেন, "কি করলুম আমি? আমাদের কথা হয়েছিল যে, মিঃ এডোয়ার্ডের নাম আমরা কেউ করব না। আমি ত তাঁর নাম করিনি। করেছি কি?"

মিসেস্ ভার্ডেন উত্তরে বলিলেন যে, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। তিনি তখনই সে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বেচারা গেব্রিয়েল সাজ-সজ্জা করিয়া কোমরে তরবারি আঁটিয়া টুপী লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পথ চলিতে চলিতে তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "মজা এই, মেয়েমানুষ আমার সংস্রবে এলেই কেঁদে ফেলে। অথচ তার মানে হয় না। বড় দুঃখের কথা।"

কিন্তু পথের প্রান্তে আসিতেই তিনি সব ভুলিয়া গেলেন, মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যাহার সহিত দেখা হইতে লাগিল, হাস্য-মুখে তিনি সকলকে অভিবাদন করিয়া চলিলেন।

৪২

সে দিন রয়াল ইষ্ট-লণ্ডন স্বেচ্ছা-সেবক সেনাবাহিনী চমৎকার কুচকাওয়াজ করিল। সার্জ্জেণ্ট ভার্ডেন বেশ দক্ষতা দেখাইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ভাবে কুচ-কাওয়াজ করিবার পর ভার্ডেন গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। রাত্রি ১টায় তিনি বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি দেখিলেন, দরজার কাছে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় ভার্ডেন দেখিলেন, মিঃ হেয়ারডেল গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছেন। তিনি ভার্ডেনকে আহ্বান করিলেন।

কাছে গিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "আপনাকে দেখে সুখী হলুম। এখানে কেন, ভেতরে আসুন।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "বাড়ীতে কেউ নেই মনে হ'ল। তা ছাড়া আমার আত্ম-প্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল না।"

ভার্ডেন বাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হুম্! সাইমন ট্যাপারটিটের সঙ্গে সবাই সেখানে গিয়েছে দেখছি।"

মিঃ হেয়ারডেল ভার্ডেনকে গাড়ীর মধ্যে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। যদি ভার্ডেন একান্ত পরিশ্রান্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত একটু আগাইয়া গেলে তিনি সুখী হইবেন। কিছু গোপন কথা আছে। গেব্রিয়েল সানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিবার পর মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভার্ডেন, কি কাজে আমি ব্যস্ত আছি, তা শুনলে তুমি বিস্মিত হবে। ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্য্যজনক।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "আপনি যা করেন, তা অযৌক্তিক নয় ব'লে আমার বিশ্বাস আছে, মশাই। যুক্তিপূর্ণ এবং সঙ্গত না হ'লে আপনি কখনই সে কাজ করতেন না। আপনি এই মাত্র কি সহরে ফিরে এসেছেন, স্যার?"

"আধ ঘণ্টা আগে এসে পৌচেছি।"

"বোধ হয়, বারনাবি ও তার মার কোন খবর পান নি? মাথা নাড়িবার প্রয়োজন নেই, স্যার। বুনো হাঁসের পেছনে তাড়া করবার মত ব্যাপারটা। প্রথম হতেই আমি ঐ রকম মনে ক'রে রেখেছিলুম। তারা চ'লে যাবার পর, আপনি যত রকমে তাদের খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন, সবই ব্যর্থ হয়েছে বোধ হয়। এত দিন পরে তাদের খুঁজে বের করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

মিঃ হেয়ারডেল অধীরভাবে বলিলেন, "বাস্তবিক তারা গেল কোথায়? কোথায় তারা যেতে পারে? পৃথিবীতে তারা আছে ত?"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "ভগবান্ জানেন। পাঁচ বছর আগে যারা বেঁচে ছিল, তাদের অনেকে ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেছে। পৃথিবী বিপুলা। না, তাদের খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। এ রহস্যের সমাধান ভগবানের উপর ফেলে রাখাই উচিত। সময় এর সমাধান করবে।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভার্ডেন, প্রিয় বন্ধু, তাদের খুঁজে বের করবার একটা বিশেষ হেতু আছে। তুমি তা বুঝতে পারছ না। শুধু খেয়ালের বশে আমি তাঁদের খুঁজে বের করতে চাইছি না। এ বিষয়ে আমার গভীর উদ্দেশ্য আছে। তাদের খুঁজে বের করাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য। দিনরাত্রির মধ্যে এই চিন্তা আমাকে অনুক্ষণ অনুসরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমার মনে শান্তি নেই। আমি তাদের চাই।"

হেয়ারডেলের কণ্ঠস্বরে ভার্ডেন বিচলিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। অন্ধকারে তাঁহার মুখ দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু কল্পনা-নেত্রে গেব্রিয়েল দেখিলেন, হেয়ারডেলের আননে যেন বিপ্লবের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ো না। কারণ, কৈফিয়ৎ দিলে তুমি ভাববে, আমি একটা উদ্ভট খেয়ালের বশে চলেছি। তবে এ কথা সত্য, তাদের খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুতেও পারব না।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কবে থেকে আপনার মন এমন চঞ্চল হয়েছে?"

প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিবার পর অবশেষে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "সেই ঝড়ের রাত থেকে। অর্থাৎ গত ১৯শে মার্চ্চ থেকে।"

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এ কথা শুনিবার পর ভার্ডেন হয় ত বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। এজন্য মিঃ হেয়ারডেল বলিয়া চলিলেন—

"তুমি হয় ত বলবে যে, আমি ভ্রান্তিবশে এ রকম করছি। তা হয় ত হ'তে পারে। কিন্তু সেটা অসুস্থ মনের ক্রিয়া বস্তুতঃ নয়। মনের সুস্থ অবস্থায় ক'রে চলেছি। তুমি জান, মিসেস্ রজের আসবাবপত্র ঐ বাড়ীতে বন্ধ আছে। আমারই আদেশে সপ্তাহে এক জন লোক এসে জিনিষগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে রেখে দেয়। আমি এখন সেখানে যাচ্ছি।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কেন বলুন ত?"

তিনি বলিলেন, "রাত্রিটা সেখানে কাটাবো। শুধু আজকের রাত নয়, কয়েক রাত্রি ঐ বাড়ীতে থাকব। এ গোপন কথাটি তোমাকে ব'লে রাখলুম, কারণ, যদি ভবিষ্যতে কোন বিশেষ প্রয়োজন ঘটে, তুমি জেনে রাখলে। বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে তুমি ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত আমি ওখানে থাকব। ইমা, তোমার মেয়ে এবং আর আর সবাই জানে যে, আমি বাইরে আছি। এত দিন তাই ছিলাম। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি এবং এ-ও জানি, তুমি অনর্থক এখন আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না।"

ইহার পর তিনি আলোচনার ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি তার পর মেপোলের ডাকাত, এজোয়ার্ড চেষ্টারের দ্রব্য লুণ্ঠন, মিসেস্ রজের বাড়ী ডাকাতের আবির্ভাব এবং তৎসংলগ্ন নানাপ্রকার ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লোকটির চেহারা কিরূপ, কত লম্বা, পরিচিত কোন লোকের সহিত তাহার আকৃতির সাদৃশ্য আছে কি না, হিউয়ের মত দেখিতে কি না, এই ভাবের নানা প্রশ্ন করায় গেব্রিয়েল বিস্মিত হইলেন; কিন্তু যথাযথ উত্তর দিয়া চলিলেন।

অবশেষে গাড়ী আসিয়া পথের সীমায় থামিল। মিসেস্ রজের বাড়ী অনতিদূরে। মিঃ হেয়ারডেল গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "আমি বাসায় যাচ্ছি। তুমি আমার গৃহপ্রবেশ লক্ষ্য করিতে চাও, করতে পার।"

গেব্রিয়েল সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। উভয়ে বাড়ীর তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ী অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পকেট হইতে দীপশলাকা বাহির করিয়া মিঃ হেয়ারডেল আলোক উৎপাদন করিলেন এবং পকেটে যে বাতি ছিল, তাহা জ্বালাইয়া লইলেন। গেব্রিয়েল সেই আলোকে দেখিলেন, মিঃ হেয়ারডেলের

চেহারা কিরূপ বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শরীর শীর্ণ, আনন মলিন ও বিবর্ণ।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস। আস্তে কথা বলো।"

গেব্রিয়েল তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

প্রত্যেকটি জিনিষ যেমনভাবে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, ঠিক তেমনই ভাবে আছে। বদ্ধ বায়ু এবং জমাট অন্ধকার তাঁহাদিগকে অস্বস্তি প্রদান করিতেছিল। মশারি প্রায় ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পর্দাগুলি জীর্ণ। আর্দ্রতা প্রত্যেক বস্তুর উপর ছাপ মারিয়া দিয়াছে। ঘরে মাকড়সার জাল, ইন্দুরের উৎপাত সুস্পষ্ট।

উপরতল হইতে ক্রমে তাঁহারা নিম্নতলে ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ হেয়ারডেল তরবারি টেবলের উপর রক্ষা করিলেন। এক জোড়া পকেট-পিস্তলও সেই সঙ্গে রাখিলেন। তার পর বলিলেন যে, গেব্রিয়েল এখন ফিরিয়া যাইতে পারেন।

গেব্রিয়েল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "জায়গাটা বড় নির্জ্জন, আর কেউ কি আপনার কাছে থাকতে পারে না?"

মিঃ হেয়ারডেল মাথা নাড়িলেন। তিনি একাই থাকিতে চাহেন। না, গেব্রিয়েল আর যেন পীড়াপীড়ি না করেন। পর-মুহূর্ত্তে ভার্ডেন রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন, আলোকটি দ্বিতলের দিকে উঠিতেছে।

গেব্রিয়েল সত্যই অত্যন্ত বিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। গৃহে ফিরিয়া, অগ্নিকুণ্ডের ধারে পত্নী-কন্যা-পরিবৃত হইয়া সুখাসীন অবস্থায়ও ভার্ডেনের মন হইতে বিস্ময় অপনোদিত হইল না। সে দিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া স্বপ্নাবস্থাতেও তিনি মিঃ হেয়ারডেলের বিবর্ণ মুখ দেখিতে পাইলেন।

৪০

পরদিন সকালেও গেব্রিয়েল দুশ্চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। শুধু তাহাই নহে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ দুশ্চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। রাত্রি হইলেই তিনি প্রায়ই সেই বাড়ীর কাছে আসিয়া চাহিয়া থাকিতেন। একটি আলোকরশ্মি প্রত্যহ তিনি দেখিতে পাইতেন। কিন্তু পাছে মিঃ হেয়ারডেল অসন্তুষ্ট হন, এজন্য এক দিনও দ্বারে করাঘাত করিতে তিনি সাহসী হন নাই।

মিঃ হেয়ারডেল প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতে থাকিতেন; তার পর বাহিরে আসিতেন। এক দিনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মিঃ হেয়ারডেল আলোক জ্বালিতেন, প্রত্যেক ঘর খুঁজিয়া দেখিতেন। তার পর নীচের তলায় আসিয়া টেবলের উপর তরবারি ও পিস্তল রাখিয়া সারা রাত্রি কেদারায় বসিয়া থাকিতেন।

প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে একখানি বই থাকিত। উহা তিনি পড়িবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিক তিনি উহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। সামান্য শব্দ শুনিবামাত্র তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেন। পথে পদ-শব্দ হইলেই তাঁহার বুক ধ্বক্ করিয়া উঠিত।

পকেটে করিয়া তিনি প্রত্যহ আহার্য্য লইয়া আসিতেন; কিছু সুরাও আনিতেন। জলের সঙ্গে সুরা মিশ্রিত করিয়া তিনি উহা পান করিতেন। কিন্তু আহার্য্য স্পর্শও করিতেন না।

কয়েক সপ্তাহ এই ভাবে চলিল। ভক্সহলএ তিনি বাসা লইয়াছিলেন। দিবাভাগে তিনি সেখানে থাকিতেন। সেখান হইতে নদীপথে তিনি লণ্ডনে আসিতেন। পাছে কাহারও সহিত দেখা হয়, এই জন্য তাঁহার এইরূপ সতর্কতা।

একদা অপরাহ্ণে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় পার্লামেণ্ট-ভবনের কাছে জনতা দেখিলেন। তাহারা খুব গোলমাল ও চীৎকার করিতেছিল। জনতার ভিতর দিয়া চলিবার সময় তাঁহার কর্ণে "পোপ চাই না" শব্দ প্রবেশ করিল। এই শব্দে তখন অনেকেই অভ্যস্ত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, জনতার অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোকে পূর্ণ। সুতরাং সে বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন।

অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে তিনি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হল প্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। এমন সময় দুই জন ব্যক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে এক জন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তির হাতে বেতের ছড়ি ছিল। অপর ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াই সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি মিঃ হেয়ারডেলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হেয়ারডেল! ভগবানের কি দয়া! আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ—"

হেয়ারডেল বলিলেন, "তা ঠিক—"

বাধা দিয়া অপর ব্যক্তি বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, এত তাড়া কিসের? এক মিনিট, হেয়ারডেল, পুরানো বন্ধুত্বের দোহাই!"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমি বড় ব্যস্ত। এরূপ সাক্ষাৎ কেউই আমরা চাইনি। সুতরাং বিদায়!"

সার জন বলিলেন, "ধিক্! ধিক্! আপনি কি অনুদার! আপনার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। আপনার নাম মুখে এসেছিল, শুনতে পাননি? বড় দুঃখিত হলুম। আমার বন্ধু হেয়ারডেলকে জান? বাস্তবিক, ভারী অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ!"

অপর ব্যক্তি যেন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যেন তিনি এই পরিচয়ে বাধা দিতে চাহেন, এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার জন যেন তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। মিঃ হেয়ারডেলের সহিত বন্ধুর পরিচয় করাইয়া দিবার জন্ত বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বিতীয় লোকটি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। মিঃ হেয়ারডেল তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। লোকটি যখন বুঝিলেন যে, মিঃ হেয়ারডেল তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, তখন তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন।

উপেক্ষাভরে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আপনি না মিঃ গ্যাস্‌ফোর্ড! তা হ'লে আমি ঠিকই শুনেছি। আপনি অন্ধকার থেকে এখন আলোকে এসেছেন। আগে আপনি যাদের মতের সমর্থন করতেন, এখন তাদের ঘৃণা ক'রে থাকেন। আপনি যে দলে থাকবেন, সেই দল সম্মানিত হবে দেখছি! এখন যে মত ধ'রে আছেন, সে মতের লোকরা আপনাকে পেয়ে লাভবান্ হবে সন্দেহ নেই!"

সেক্রেটারী বার বার নতশিরে হাত কচলাইতে লাগিলেন। সার জন পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে ধন্ত হলুম!"

আত্মসংযম দেখাইবার জন্ত সার জন এক টিপ নস্ত গ্রহণ করিলেন।

নয়ন তুলিয়া মিঃ হেয়ারডেলের দিকে গোপনে চাহিয়া গ্যাসফোর্ড আবার চক্ষু নামাইয়া লইয়া বলিলেন, "মিঃ হেয়ারডেল অত্যন্ত বিবেকবান্, সদাশয় এবং মহৎ। মত-পরিবর্ত্তন হ'তে দেখে তিনি উদ্দেশ্যের আরোপ করবেন, এ হতে পারে না। মিঃ হেয়ারডেল স্তায়বান্, দূরদর্শী এবং নীতিজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষ—"

বিদ্রূপভরে হাসিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তাই না কি, মশাই? আপনি বল্‌তে চাইছেন—"

গ্যাস্‌ফোর্ড ঘাড় নাড়িয়া নতদৃষ্টিতে চাহিলেন।

সার জন মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "হেয়ারডেল, আমাদের এ অতর্কিত সাক্ষাতের একটা তাৎপর্য্য আছে। আমরা আগে থেকে সময় নিরূপণ ক'রে রাখিনি যে, এখানে দেখা হবে। অথচ আমরা ৩ জন বন্ধু এক স্কুলে পড়েছি। একই বোর্ডিংএ বাস করেছি। ক্যাথলিক ব'লে আপনি ইংলণ্ডের বাইরে শিক্ষা সমাপ্ত করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই বড় হয়েছিলেন। আমি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ব'লে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করতে গিয়েছিলুম।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "সেই সঙ্গে এটাও বলুন যে, আপনাদের মত জন কয়েক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এখন ঐ বাড়ীতে দলবদ্ধ হয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের এ দেশে শিক্ষাদানের প্রতিবন্ধকতাচরণ করছেন। যে দেশে আমাদের মত হাজার হাজার লোক আপনাদের অধীনে চাকরী স্বীকার ক'রে এদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত বিদেশে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করছে, আর আপনাদের দলের কেহ কেহ—শুনেছি তারা দলে হাজার হাজার—আমাদের মতাবলম্বী-দিগকে পশুর মত মনে করছে, আর এই গ্যাস্‌ফোর্ড তাদের উত্তেজিত ক'রে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে এটাও যোগ করুন যে, এই লোকটা সমাজে মিশছে, পথে বেড়াচ্ছে। বাস্তবিক এ রকম লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া বিচিত্রই বটে!"

সার জন বলিলেন, "আপনি আমার বন্ধুর উপর বড় নির্দ্দয় দেখছি। সত্যি তাই!"

গ্যাস্‌ফোর্ড বলিলেন, "সার জন, ওঁকে বল্‌তে দিন। আপনি আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা রেখেছেন, এই আমার যথেষ্ট। সুতরাং মিঃ হেয়ারডেলের উক্তি আমি গ্রাহ্য করিনে। ফৌজদারী আইনে তিনি যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছেন, কাজেই ওঁর কাছ থেকে আমি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিনে।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ আপনি পেয়েছেন। এমন ভাল দলে আপনি মিশেছেন, এটা কি কম কথা! আপনাদের এসোসিয়েশনের আপনি সারস্বরূপ!"

সার জন বলিলেন, "আবার আপনি ভুল করছেন মিঃ হেয়ারডেল। আপনার মত লোকের এ রকম ভুল বাঞ্ছনীয় নয়। আমি ও দলের কেউ নই। অবশ্য ওঁদের দলের সভ্যদের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু দলের আমি কেউ নই। অবশ্য আপনারা যে প্রতিকার চান, আমি তার বিরোধী, এ কথা সত্য। সেটা আমার কর্ত্তব্য বলেই মনে করি। এই বাক্সের চুরুট একটা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন? ভারী সুন্দর!"

চুরুট প্রত্যাখ্যান করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "সার জন, দলের সঙ্গে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করেছি ব'লে আমি ক্ষমা চাইছি। আপনার মত লোক গোপনে চক্রান্ত ক'রে নিরাপদে থাকেন। যারা বোকা, তারাই বিপদের সম্মুখীন হয়।"

গ্যাস্‌ফোর্ড সেখান হইতে পলায়ন করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের সহিত সাক্ষাতের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না। আমি নিজেই চ'লে যাচ্ছি।" তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিতে-ছেন, এমন সময় দেখিলেন, অদূরে লর্ড জর্জ্জ এক দল লোক-পরিবৃত হইয়া আসিতেছেন।

মিঃ হেয়ারডেল এরূপ অবস্থায় স্থানত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। প্রোটেষ্টাণ্ট নেতাকে সদলবলে আসিতে দেখিয়া তিনি যদি সেখান হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার চিরশত্রুরা জানিবে, ভয়ে তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে-ছেন। সুতরাং তিনি গর্ব্বোন্নতশিরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। লর্ড জর্জ্জ ধীরচরণে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

লর্ড জর্জ্জ তখনই কমন্স সভাগৃহ হইতে নির্গত হইয়া সোজা হল-ঘরে আসিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি পোপের অনুবর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে কে কে মিলে নাম-স্বাক্ষর করিয়া সভায় পেশ করিয়াছিলেন, লর্ড জর্জ্জ তাঁহাদিগের পরিচয় দিতেছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের বিল উহার বিরুদ্ধে কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তাহারও আভাস দিতেছিলেন। জনতা উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিল।

মিঃ হেয়ারডেল, সার জন এবং গ্যাসফোর্ড যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া লর্ড জর্জ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কয়েকটা উত্তেজনাপূর্ণ অসংলগ্ন কথা বলিয়া সকলকে জয়ধ্বনি করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর গ্যাসফোর্ডের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জনতা সার জন ও লর্ড জর্জ্জকে চিনিত বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। চারি জন স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লর্ড জর্জ্জ হেয়ারডেলকে কৌতূহলভরে দেখিতেছেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া সার জন বলিলেন, "ইনি মিঃ হেয়ারডেল, লর্ড জর্জ্জ। দুর্ভাগ্যক্রমে উনি ক্যাথলিক ভদ্রলোক হলেও আমার বিশেষ পরিচিত। মিঃ গ্যাসফোর্ডের সঙ্গেও ওঁর এক দিন পরিচয় ছিল। প্রিয় হেয়ারডেল, ইনি লর্ড জর্জ্জ গর্ডন।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ওঁর পরিচয় না পেলেও বুঝতে পারতুম, উনি কে? উনি এখন যে রকম ক্ষতিজনক ভাষায় অজ্ঞ জনসাধারণকে উত্তেজিত করছিলেন, তাতে সমগ্র ইংলণ্ডের মধ্যে উনি ছাড়া আর তেমন কেউ করতে পারে না। লর্ড মহোদয়, বড়ই লজ্জার কথা!"

উচ্চস্বরে লর্ড বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার কথা কইবার ইচ্ছে নেই। আমাদের মধ্যে মিলমিশ কিছুই নেই।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। ভগবান আমাদের দুজনকেই সব সমান ক'রে দিয়েছেন। সাধারণ শিষ্টতা জ্ঞান, সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়ে বিচার করলে, আপনি যে সব কথা বলেছেন, তা বলা আপনার উচিত হ'ত না। এখানে যারা সব আছে, সকলের হাতে যদি অস্ত্র থাকত, তা হ'লেও আমি এ কথা আপনাকে না ব'লে এখান থেকে চ'লে যেতাম না।"

পূর্ব্ববৎ সুরে লর্ড বলিলেন, "আপনার কথা আমি শুনতে চাইনে। আপনি যা বলছেন, তাতে আমার কাণ দেবার প্রয়োজন নেই। গ্যাসফোর্ড, বিদ্রূপ করো না। যারা পুতুল পুজো করে, তাদের সঙ্গে আমি কোন বিষয় আলোচনা করিনে।"

হেয়ারডেল বলিলেন, "উনি বিদ্রূপ করবেন! এ দিকে চান লর্ড। একে আপনি চেনেন?"

লর্ড সেক্রেটারীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া হাসিলেন।

মিঃ হেয়ারডেল তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এই লোকটা ছেলেবেলায় চোর ছিল। তখন থেকেই এ পর্য্যন্ত লোকটা ভণ্ডামী ক'রে আসছে। যে হাত ওর উপকার করেছে, তার হাতই ও দংশন ক'রে বসেছে। এমন খোসামুদে লোক আর নেই। আত্মসম্মানজ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, সাহস কিছুই ওর নেই। ওর উপকারীর কন্যারও ধর্ম্ম নষ্ট করেছে। তার পর বিয়ে ক'রে সেই মহিলার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে—তাঁকে চাবুক মেরেছে। ক্ষুধার তাড়নায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়িয়েছে, আমাদের গির্জ্জার ধারে আধ পেনীর জন্য হাত পেতেছে। এ ব্যক্তি এখন ধর্ম্মধ্বজ হয়ে দাঁড়িয়েছে! একে আপনি ভাল ক'রে চেনেন কি?"

সার জন বলিলেন, "আমাদের বন্ধুর উপর সত্যি আপনি বড় নির্দ্দয়।"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "মিঃ হেয়ারডেলকে বলতে দিন। আমি কিছু মনে করব না, সার জন। আমাদের লর্ডকেও উনি যা তা বলেছেন, আমাকে বলবেন, এ আর বেশী কথা কি। আমি ওঁর কথা ধরব না। আমাদের লর্ডেরই যখন কুৎসা রটনা করেছেন, তখন আমি কি পার পেতে পারি?"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "দেশের কঠোর বিধানবশে আপনারা আমাদের সম্পত্তি ধ'রে রেখেছেন। আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, এ শিক্ষাও দিতে পারব না। কিন্তু সে ব্যাপারে এই রকম লোক মাতব্বরী করবে! একে আপনারা দলের নেতা ক'রে রেখেছেন! ধিক্ ধিক্!"

লর্ড পুনঃ পুনঃ সার জনের দিকে চাহিয়া যেন প্রশ্ন করিতেছিলেন, এরূপ অভিযোগ সত্য কি না। সার জন বলিতেছিলেন, "না, না, সত্য নয়।"

লর্ড বলিলেন, "আমি এ সব কথার জবাব দেব না, আর শুনতেও চাইনে। অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে আক্রমণ হয়েছে, এতে আপনি কাণ দেবেন না। এরূপ আক্রমণ সত্ত্বেও আমি দেশবাসী ও দেশের জন্য কাজ করব। চলে এস, গ্যাসফোর্ড!"

সকলে হলঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ হেয়ারডেল নদীতীরে যাইবার জন্য অন্য দিকের সোপানের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি নৌকার মাঝিকে আহ্বান করিলেন।

জনতার পুরোবর্ত্তিগণ ঐ সকল আলোচনা শুনিয়াছিল। জনরব রটিয়া গিয়াছিল যে, হেয়ারডেল পোপের দলের লোক। তাহারা কাছে আগাইয়া আসিল। নৌকা তীরে আসিয়া লাগিবে, এজন্য মিঃ হেয়ারডেল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাহারা পরস্পরের মধ্যে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, এক জন বলিয়া উঠিল, "পোপের লোককে

মেরে ফেল।" সকলে জয়ধ্বনি করিল। কিছুক্ষণ পরে এক জন বলিল, "ওকে পাথর ছুড়ে মার।" এই ভাবে নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার উত্তেজনা-মূলক কথা বলিতে লাগিল।

সোপানোপরি দাঁড়াইয়া মিঃ হেয়ারডেল অবজ্ঞাভরে সকলের দিকে চাহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে সোপান হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি নৌকার প্রায় সন্নিহিত হইয়াছেন, এমন সময় গ্যাসফোর্ড যেন অনিচ্ছাভরে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অমনই জনতা হইতে কেহ এক বড় লোষ্ট্র লইয়া হেয়ারডেলের ললাটে নিক্ষেপ করিল। মাতালের ন্যায় হেয়ারডেল টলিয়া পড়িলেন।

আঘাতস্থান বহিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি সোপান বাহিয়া সাহসভরে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

"কে মেরেছে, দেখিয়ে দাও।"

কেহ কোন কথা বলিল না।

"দেখাও, কে এ কাজ করেছে? কুকুর, এ কাজ তোমার? নিজের হাতে না হোক, তোমার নির্দ্দেশে হয়েছে—আমি জানি।"

গ্যাসফোর্ডের উপর আপতিত হইয়া তিনি তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার গায়ে হাত দিতেই ক্রুদ্ধ দেবতার ন্যায় তিনি অসি নিষ্কাশিত করিলেন। জনতা অমনই পাছু হটিয়া গেল।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "লর্ড, সার জন, আপনারাই এর জন্য দায়ী। যদি ভদ্রলোক হন, তরবারি কোষমুক্ত করুন।" সঙ্গে সঙ্গে হেয়ারডেল তরবারির উল্টা দিক দিয়া সার জনের বক্ষে আঘাত করিলেন। তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত, নয়নে বহ্নিজ্বালা। একা তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য সার জনের মুখ-মণ্ডলের ভাবপরিবর্ত্তন হইল। তেমন পরিবর্ত্তন কেহ কখনও দেখে নাই। পর-মুহূর্ত্তে তিনি অগ্রসর হইয়া মিঃ হেয়ারডেলের বাহুতে এক হাত রাখিয়া অপর হাত দিয়া তিনি জনতাকে শান্ত করিতে উদ্যত হইলেন।

তিনি মিঃ হেয়ারডেলকে বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, প্রিয় হেয়ারডেল, তুমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছ। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক, খুবই সঙ্গত—কিন্তু তুমি কে শত্রু কে মিত্র, তা বুঝতে পারছ না।"

ক্রোধে উন্মত্তবৎভাবে হেয়ারডেল বলিলেন, "আমি সবাইকে চিনি। সার জন, লর্ড জর্জ্জ—আমার কথা শুনছেন? আপনারা কি কাপুরুষ?"

এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক লোক সরাইয়া মিঃ হেয়ারডেলকে বন্ধুর ন্যায় বলপ্রয়োগ সহকারে সিঁড়ির দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যেতে দিন, মশাই। ও কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। ভগবানের দোহাই, আপনি স'রে যান। অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে আপনি একা কি করতে পারেন? পরের রাস্তায় আরো লোক আছে, তারা এখুনি এসে পড়বে।" সত্যই আরও জনতা সেদিকে আসিতেছিল।

লোকটি বলিল, "প্রথম সংঘর্ষেই আপনার মাথা ঘুরে যাবে। কারণ, রক্তপাত হয়ে আপনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। আমার কথা শুনুন, আপনি চ'লে যান। নইলে জনতা আপনাকে পিষে ফেলে দেবে। আসুন—এই দিকে, তাড়াতাড়ি আসুন।"

সত্যই মিঃ হেয়ারডেল মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিলেন। এই উপদেশ তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করিলেন। অপরিচিত ব্যক্তির সহায়তায় তিনি সোপান বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। হেয়ারডেল নৌকায় উঠিলে জন গ্রুবি নৌকা এত জোরে ঠেলিয়া দিল যে, তীর হইতে ত্রিশ ফুট দূরে চলিয়া গেল।

জনতা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু জন গ্রুবি বিলক্ষণ জোয়ান এবং লর্ড জর্জ্জের উর্দ্দি তাহার সঙ্গে দেখিয়া তাহারা আর বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিল না। তাহারা ছোট ছোট ঢিল-পাটকেল নৌকার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। মাঝি তখন নৌকা আরও দূরে লইয়া গিয়াছে। কাজেই একটি লোষ্ট্রও নৌকায় পড়িল না। প্রবলস্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেল।

জনতা তখন প্রোটেষ্টাণ্টভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গৃহস্থ-বাড়ীর দরজায় দুম্-দাম শব্দে আঘাত করিতে লাগিল, পথের আলোকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দুই এক জন কনষ্টেবলকে প্রহার করিল। কিন্তু যখন সংবাদ রটিয়া গেল—এক দল সেনা আসিতেছে, তখন রাজপথ জনশূন্য হইয়া পড়িল। কে কোথায় পলাইল, তাহার সন্ধান মিলিল না।

৪৪

জনতা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে, পথে কেহ রহিল না। শুধু গ্যাসফোর্ড একা ধূলিশয্যা হইতে অতি কষ্টে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার দেহে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া অভিসম্পাত করিতে করিতে চলিলেন। প্রতিশোধস্পৃহা তাঁহার মনে দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল।

বৃথা বাক্যব্যয় দ্বারা গ্যাসফোর্ড প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার লোক নহেন। তিনি দেখিলেন, অদূরে দুইটি লোক পাশাপাশি চলিয়াছে। তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এ পথ সে পথ করিয়া তাহারা ড্রীম্ লেনএ উপনীত হইল। এই পল্লী অত্যন্ত জঘন্য। দরিদ্রগণ এই অঞ্চলে বাস করে। লোক দুইটি একটি কুটীরে প্রবেশ করিল। গ্যাসফোর্ড দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খানিক পরে তক্তা সরাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিতেই এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "মষ্টর গ্যাসফোর্ড। আপনি এখানে! আসুন, আসুন। আপনি এই গরীবের কুটীরে আস্‌বেন, এ যে পরম সৌভাগ্য!"

যে ব্যক্তি কথা কহিল, সে ডোনস্। আর একখানা টুলের উপর বসিয়া হিউ ধূমপান করিতেছিল।

চেয়ারে গ্যাসফোর্ড উপবিষ্ট হইলেন, ডেনিস বলিল, "কি মনে ক'রে, মষ্টর গ্যাসফোর্ড? কর্ত্তার কোন আদেশ আছে? এবার কি কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাবে নাকি? ব্যাপার কি মষ্টর গ্যাসফোর্ড?"

হিউয়ের দিকে বন্ধুভাবে মাথা নাড়িয়া সেক্রেটারী বলিলেন, "না, না, ব্যাপার কিছু নয়। তবে বরফ ভেঙ্গে ফেলা গেছে। একটু খেলা আজ করা গেছে, ডেনিস।"

জল্লাদ বলিল, "সে অতি সামান্য। এতে আমার তৃপ্তি হয়নি।"

হিউ বলিল, "আমারও তাই মত। কাজের মত কাজ আমাদের করতে দিন। কর্ত্তা, আসল কাজ দিন। হা, হা!"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তোমরা কি প্রাণ নিয়ে টানা-টানি করতে চাও?"

হিউ বলিল, "তা জানিনে। তবে হুকুম ক'রে দেখুন। কিছুই আমি গ্রাহ্য করিনে।"

ডেনিস্ বলিল, "আমারও ঐ কথা।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তোমরা বীর! ভাল কথা—আজ পাথর ছুড়েছিল কে?"

ডেনিস্ কাসিয়া মাথা নাড়িল, বলিল, "ভারী রহস্যের কথা!"

হিউ নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল।

সেক্রেটারী বলিলেন, "যেই করুক, বেশ কাজ করেছে। আমি সে লোকটার নাম জানতে চাই।"

ডেনিস্ বলিল, "সত্যি নাম জান্‌তে চান, মষ্টর গ্যাসফোর্ড?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

জল্লাদ বলিল, "তা হ'লে জেনে রাখুন, ঐ ব্যক্তি পাথর ছুড়েছিল।" বলিয়া হিউকে দেখাইয়া দিল। তার পর বলিল, "ভারী কাজের লোক হিউ। আজ আমি ওর পাশে না থাক্‌লে ঐ ভদ্র লোককে ও মেরে ফেলত। তার পর দাঙ্গা বেধে যেত।"

হিউ বলিল, "তা হ'লে ত ভালই হ'ত। দাঙ্গা বাধাই ত দরকার। কেন যে আপনারা তা হ'তে দিচ্ছেন না, বুঝিনে। লোহা যখন তেতে ওঠে, তখন আঘাত করাই দরকার।"

ডেনিস্ বলিল, "কিন্তু লোহা তপ্ত হয়েছে, তোমায় কে বল্‌লে? দাঙ্গা বাধাবার আগে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে হবে। আজ ওদের ক্ষেপে উঠবার লক্ষণ মোটেই ছিল না। তুমি যদি দাঙ্গা বাধাতে ত আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যেত।"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "ডেনিস ঠিকই বলেছে। ওর সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশী।"

ডোনস্ বলিল, "অনেক লোক আমি পার করেছি, স্যার।"

সেক্রেটারী হিউকে বলিলেন, "ডেনিসের সঙ্গে আমি একমত। তোমরা ত দেখেছ, আমাকে যখন ফেলে দিয়েছিল, আমি চুপ ক'রে ছিলুম। আমি কোন বাধা দেইনি। যাতে দাঙ্গা বাধে, এমন কোন কাজ আমি করিনি।"

ডোনস্ হাসিয়া বলিল, "তা ঠিক। আপনি চুপচাপ মাটীতে পড়েছিলেন। আমি ভেবেছিলুম, মষ্টর গ্যাস্‌ফোর্ডের বুঝি হয়ে গেল! আগে আমি কোন মানুষকে অমন নিঃসাড়ে প'ড়ে থাক্‌তে দেখিনি। লোকটা ভারী গোঁয়ার।"

সেক্রেটারী খানিক নীরবে উভয় ব্যক্তির হাস্য পরিপাক করিলেন। তার পর বলিলেন, "আমরা বিবাদ বাধাতে চাইনে। এমন কি, লর্ড যদি বল্‌তেন, লোকটার সঙ্গে আজই আমি একসঙ্গে আহার করতেও রাজি ছিলুম। আমি একটু সামান্য কাজে এ দিকে এসেছিলুম। একটু ঠাণ্ডা হ'লে তবে বাড়ীর দিকে যাব। সময়টা এখন ভাল নয়।"

ডোনস বলিল, "সে কথা ঠিক। চারিদিকেই গোলমাল।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "ভবিষ্যতে কি হবে, তা এখন বলা যাচ্ছে না। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তবে হিংসার পথই ধরতে হবে। লর্ড মহোদয় তোমাদের দুজনের উপর খুব নির্ভর করেন। তাঁর ইচ্ছে, এই হেয়ারডেলকে শাস্তি দেওয়া হোক্। তোমরা যেমন খুসী তেমন ভাবে তাকে শাস্তি দিতে পার। শুধু এইটুকু লক্ষ্য রেখ, এক বিন্দু দয়া তাকে দেখান হবে না। তার বাড়ী চূর্ণ ক'রে ফেল্‌তে হবে। একটা কাড়ি বরগা পর্য্যন্ত যেন আস্ত না থাকে। তোমরা বাড়ীটা পুড়িয়ে দিতে পার—সমভূম ক'রে দিতে পার। ওর কোন কিছু যেন না থাকে—আত্মীয়স্বজন মাথা গুঁজে থাক্‌বে, এমন জায়গাও যেন না থাকে। আমার কথা বুঝেছ?"

হিউ বলিল, "বেশ বুঝেছি, কর্ত্তা। আপনি সোজা কথা বল্‌ছেন। এই রকম হুকুমই ত আমরা চাই।"

সেক্রেটারী তাহাদের করকম্পন করিয়া বলিলেন, "এ কাজ যে তোমাদের ভাল লাগ্‌বে, তা আমি জানতুম। আচ্ছা, এখন বিদায়।"

সেক্রেটারী চলিয়া গেলেন।

ডেনিস বলিল, "এইবার কাজের মত কাজ পাওয়া গেল।"

হিউ বলিল, "নিশ্চয়! আমি এই রকম কাজই চাই।"

উভয়ে গ্যাসফোর্ডের স্বাস্থ্যকামনায় সুরা পান করিল।

৪৬

এইরূপে যখন জঘন্য চরিত্রের লোকদিগের নিকৃষ্টতম বৃত্তি অন্ধকারে পরিপুষ্ট হইতেছিল, এবং ধর্মের আবরণে কুৎসিত জিনিষ আবৃত হইয়াছিল, সেই সময়ে আমাদের আখ্যায়িকার দুই জন লোকের প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ ঘটিল। বহুদিন ইহারা আমাদের দৃষ্টিপথে হইতে অন্তরালে অপসৃত হইয়াছিল।

কোন অপ্রসিদ্ধ ও ক্ষুদ্র গ্রামে তাহারা ছদ্ম নামে বসবাস করিতেছিল। বারনাবিকে লইয়া তাহার মাতা কায়িকাশ্রমে এখানে কোনও মতে দিন যাপন করিতেছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পুত্রসহ এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পুরাতন পরিচিত জগতের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। দুঃখ-কষ্ট হইলেও এখানে তিনি শান্তিতে যাপন করিতেছিলেন।

অপরাহ্নকালে বারনাবি মার কাছে বসিয়া গল্প শুনিত, শুনিয়া তৃপ্তি অনুভব করিত। এখানে তাহার অপর কোন সঙ্গী ছিল না। সঙ্গীর মধ্যে ছিল কয়েকটি গ্রাম্য কুকুর এবং গ্রিপ। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সে দলবল সহ শিকারে যাইত। সন্ধ্যায় সে কুটীরে ফিরিয়া আসিত।

তাহাদের কুটীরটি গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। অদূরে রাজপথ। কুটীরের সম্মুখে ছোট উদ্যান রচিত হইয়াছিল। বারনাবি উহা সযত্নে রক্ষা করিত। কুটীরের মধ্যে তাহার মাতা শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সমভাবে কাজ করিতেন।

এইভাবে দিন কাটিতেছিল। তাহাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে কোন প্রকার বিঘ্ন আসে নাই। একদা জুন মাসে—গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বিধবা ঘরে বসিয়া সীবন-কার্য্য করিতেছিলেন, বারনাবি কোদাল লইয়া বাগানে দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত-শোভা দেখিতেছিল।

বারনাবি বলিয়া উঠিল, "মা, চমৎকার সন্ধ্যা দেখ! আকাশে যেন সোণা ছড়িয়ে দিয়েছে। ওর কিছু যদি আমরা পেতাম, তা হ'লে ধনী হতুম।"

বিধবা প্রশান্ত হাস্য সহকারে বলিলেন, "আমরা বেশ আছি, বাবা। সোণায় আমাদের দরকার কি?"

লুব্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বারনাবি বলিল, "হ্যাঁ, আমরা ভালই আছি, মা। কিন্তু সোণা পেলে আরও ভাল হ'ত। কোথায় সোণা পাওয়া যায়, যদি জানতে পারতুম, তা হ'লে আমি গ্রিপকে নিয়ে সেখান থেকে সোণা আনতুম, মা।"

মাতা বলিলেন, "সোণা নিয়ে তুমি কি করবে?"

"কি করব? অনেক কিছু। ভাল পোষাক পরব, ভাল খাব, পরম আরামে থাকব। সোণা কোথায় আছে, জানতে পারলে, আমি গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসি।"

মাতা বলিলেন, "সোণার জন্য মানুষ কত যে কি করছে, তা তুমি জান না। কিন্তু সোণা পাবার পর তারা দেখেছে, ওতে কোন উজ্জ্বলতা নেই।"

বারনাবি বলিল, "তুমি বললেও আমার একবার চেষ্টা ক'রে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

মাতা বলিলেন, "তুমি দেখছ, কি রকম লাল? সোণার সঙ্গে রক্তের মিল আছে। তুমি ওটা থেকে দূরে থেক। সোণাকে আমাদের ঘৃণা করা উচিত। এর জন্য আমার ও তোমার মাথায় কত দুঃখের বোঝা যে চেপেছে, তা তুমি জান না। তুমি সোণার ভক্ত হবে, তার চেয়ে আমাদের ম'রে যাওয়া ভাল।"

এ কথা শুনিবার পর বারনাবি সবিস্ময়ে মাতার দিকে চাহিল। তার পর নিজের হাতের আরক্ত চিহ্ন ও আকাশের রক্তরাগের সাদৃশ্য দেখিয়া সে মাতাকে প্রশ্ন করিতে যাইবে, এমন সময় অন্য বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

সে দেখিল, এক ব্যক্তি তাহাদের বাগানের বেড়া ও পথের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। বারনাবি দেখিল, লোকটি অন্ধ।

পথিক বলিল, "তোমাদের কথা শুনে মনে আনন্দ হ'ল। আমি পথিক, আবার কথা ব'লে আমার তৃপ্তিবিধান করবে কি?"

বিধবা বলিলেন, "আপনার কি কোন পথ দেখাবার লোক নেই?"

"না, কেউ নেই। শুধু ঐ সূর্য্য, আর মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা চাঁদ।"

"আপনি কি অনেক দূর থেকে আসছেন?"

পথিক বলিল, "অনেক দূর থেকে আসছি। বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, আপনি ভদ্র মহিলা, যদি একটু জল দেন।"

বিধবা বলিলেন, "আপনি আমাকে ভদ্র মহিলা বলছেন কেন? আমি আপনার মত গরীব।"

লোকটি বলিল, "আপনার গলার স্বর মিষ্ট ও নরম। তাই আপনাকে ভদ্র মহিলা ব'লে মনে হয়েছে। মোটা সূতো আর রেশমের সূতো হাত দিয়াই বোঝা যায়। আমি ত দেখতে পাচ্ছিনে। অনুভবে বুঝছি।"

বারনাবি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "এই দিক দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। আমার হাত ধরুন। আপনি অন্ধ, চারিদিকে অন্ধকারই দেখেন বোধ হয়? অন্ধকারে কি আপনার ভয় হয়? এখন অনেক লোকের মুখ কি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন?"

পথিক বলিল, "আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কোন সময়েই কিছুই দেখতে পাইনে।"

বারনাবি শিশুর ন্যায় কৌতূহলভরে অন্ধের চক্ষুর উপর অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। তার পর তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

বিধবা বলিলেন, "এত দূর আপনি একা একা এলেন কি ক'রে ?"

"প্রয়োজন বড় বালাই। আপনি ও আপনার ছেলের যেন কোন দিন সে রকম শিক্ষা পেতে না হয়। ওরা বড় কঠোর শিক্ষক।"

করুণাপূর্ণ স্বরে বিধবা বলিলেন, "আপনি পথ থেকে বিপথে এসে পড়লেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্ধ বলিল, "তা হবে! পথ ভুলে যাওয়া বিচিত্র আর কি। আপনি বিশ্রাম করবার অবকাশ দিলেন, জল দিলেন, এজন্ত ধন্যবাদ।"

কিন্তু তাহার প্রচণ্ড তৃষ্ণার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। জলের পাত্রটা মুখের কাছে আনিয়া সে সামান্ত পরিমাণ জল পান করিল—ওষ্ঠ ভিজিল কি ভিজিল না মাত্র। তার পর একটা বোতল ঝোলা হইতে বাহির করিয়া সে খানিকটা তরল পদার্থ পান করিল।

অন্ধ বলিল, "আমি জগতের এক জন অধিবাসী। সে জন্তই আমি এত স্বাধীনভাবে চলি। ম্যাডাম, আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, আমি কে এবং কেন আমি এখানে এলাম। আমি আপনার কৌতূহল এখনি চরিতার্থ করছি।"

লোকটি বোতলটি পুনরায় ঝোলার মধ্যে রাখিয়া, চেয়ারে পা ছড়াইয়া বসিল।

তার পর বারনাবি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের ঝোলা বাহির করিল। তন্মধ্যে কয়েকটি পেনী পড়িয়াছিল। সে উহা তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমার চোখ নেই, এই অর্থ দিয়ে আমার জন্ত রুটী কিনে আনতে পার? পথে তা হ'লে আমায় না খেয়ে থাকতে হবে না।"

মাতার দিকে চাহিয়া বারনাবি বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার অনুমোদন আছে। তখনই সে অর্থ লইয়া রুটী কিনিতে চলিয়া গেল।

অন্ধ বলিল, "ম্যাডাম, জগতে অনেক রকমের অন্ধ আছে। দাম্পত্য অন্ধতা—আপনার জীবনে হয় ত তার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। দলগত অন্ধতা—জননেতাদের মধ্যে তা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। যুবজনোচিত অন্ধতা—জগতের কিছুই তারা জানে না, সবই বিশ্বাস করে। শরীরগত অন্ধতার দৃষ্টান্ত আমি নিজে। এ ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তির অন্ধতাও আছে—আপনার ছেলে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাই আপনার ছেলেকে কিছুক্ষণের জন্ত দূরে সরিয়ে দিলুম। এখন আপনাকে আমাতে নিরাপদে কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করা যাবে।"

বিধবা তাহার কথার ভঙ্গীতে শঙ্কা অনুভব করিয়া নীরব রহিলেন।

অন্ধ বলিয়া চলিল, "আমার নাম ষ্ট্যাগ্। পাঁচ বছর আগে আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। সেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। সেই ভদ্রলোকের নাম আমি আপনার কাণে কাণে বলতে চাই—আপনি কি কালা, ম্যাডাম? আমি আমার বন্ধুর নাম আপনার কাণে কাণে বলতে চাই, সে কথাটা শুনতে পেয়েছেন কি?"

উত্থিতপ্রায় আর্ত্ত চীৎকার চাপিয়া বিধবা বলিলেন, "বলবার দরকার নেই। আমি বুঝতে পারছি, আপনি কার কাছ থেকে আসছেন।"

অন্ধ বলিল, "কিন্তু আমি সত্য বলছি কি না, এজন্ত নামটা আপনাকে বলা দরকার। আপনি এ দিকে স'রে আসুন।"

বিধবা তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। সে কি একটা কথা তাঁহার কাণে কাণে বলিল। বিধবা অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। অন্ধ অবিচলিতভাবে আবার বোতল বাহির করিয়া খানিকটা সুরা গলার মধ্যে ঢালিয়া দিল।

অন্ধ অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর বলিল, "আপনি বড় দেরী করছেন, ম্যাডাম। আপনার ছেলে এসে পড়বার আগে আমাদের আলোচনা শেষ হওয়া দরকার।"

বিধবা বলিলেন, "আপনি আমায় কি করতে বলেন? কি চান আপনি?"

দক্ষিণ-হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্ধ বলিল, "আমরা বড়ই গরীব, ভারী দরিদ্র।"

বিধবা বলিলেন, "আমি দরিদ্র নই?"

অন্ধ বলিল, "তুলনার প্রয়োজন নেই। আমার জানবার দরকারই বা কি? আমি বলছি, আমরা ভারী গরীব। আমার বন্ধু এবং আমার উভয়েরই সমান অবস্থা। আমাদের যা প্রাপ্য, তা পেতে চাই, নইলে আমাদের কিনে ফেলতে হবে। আপনি ত সব জানেন, তবে বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে লাভ কি?"

বিধবা তখনও অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পদ-চারণা করিতেছিলেন। তার পর সহসা থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সে কি কাছে ভিতে কোথাও আছে?"

"হাঁ, খুব কাছেই আছে।"

"তা হ'লে আমি ত গিয়েছি।"

অন্ধ বলিল, "যাবেন কোথায়, আপনাকে পাওয়া গিয়েছে। ডাকব তাকে এখানে?"

শিহরিয়া উঠিয়া বিধবা বলিলেন, "না, না, কোনমতেই না!"

অন্ধ বলিল, "বেশ, আপনি যা বলবেন, তাই হবে। তার এখানে আসবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের দুজনকে ত বাঁচতে হবে। বাঁচতে গেলেই খাওয়া দরকার। আহারের জন্ত অর্থের প্রয়োজন অনিবার্য্য। এর বেশী আমি কিছু বলব না।"

বিধবা বলিলেন, "আপনি জানেন না, আমাদের কি কষ্টে দিন কাটছে। কি ক'রে তা জানবেন? আপনার যদি চোখ থাকৃত, চাইলে দেখতে পেতেন আমাদের কি দুরবস্থা। তা দেখে আমার উপর আপনার দয়া হ'ত। আপনি আমার উপর দয়া করুন।"

অন্ধ বলিল, "ও কথা ছেড়ে দিন। আমার মন বড় নরম। আমার কথা শুনুন। এটা কাজের কথা। এর সঙ্গে দয়া সহানুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। আমি উভয় পক্ষের বন্ধু, সুতরাং রফার একটি ব্যবস্থা ক'রে দেই। আপনি এখন যদি গরীব হয়ে থাকেন, সেটা নিজে ইচ্ছা করেই হয়েছেন। আপনার বন্ধুজনরা সকল সময়েই আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আমার বন্ধুর ভারী শোচনীয় অবস্থা। সে ও আপনি একই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। কাজেই সে আপনার কাছে সাহায্য পাবে ব'লে আশা ক'রে আছে। এত দিন সে আমার কাছেই আছে। আমি তার কার্য্যের সমর্থন করি। আপনার থাকবার জায়গা বরাবরই আছে, কিন্তু সে বরাবরই পরিত্যক্ত। আপনাকে সাহায্য করবার জন্য আপনার ছেলে আছে। তার এ সংসারে কেউ নেই। ঠিক জনের সব দিকে সুবিধা থাকবে, এ হ'তে পারে না। আপনারা দুজনেই এক নৌকার যাত্রী। কাজেই সুখ-দুঃখটা ভাগাভাগি ক'রে নিতেই হবে।"

বিধবা কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্ধ বাধা দিয়া বলিল, "সেটা হচ্ছে, আপাততঃ কিছু টাকা তাকে দিতে হবে। আমি আপনাকে তা দেবার জন্য পরামর্শ দেই। সে আপনার উপর কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ করে না। আপনি তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেছেন, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তবু সে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। এমন কি, আপনি যদি তাকে হতাশ করেন, সে আপনার ছেলের ভার নিতে রাজী আছে, তাকে সে মানুষ ক'রে দেবে।"

বিধবা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

অন্ধ বলিয়া চলিল, "ছেলেটা ভাল। তাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। তাকে দিয়ে বেশ টাকা রোজগার করা যেতে পারে। যাক্, আমার বন্ধুর আপাততঃ কুড়িটা মোহরের দরকার। কুড়ি পাউণ্ড খুব বেশী নয়। আপনি বার্ষিক বৃত্তি ত্যাগ করেছেন। এখন চেষ্টা করলে আবার তা পেতে পারেন। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ব'লে আমার দুঃখ হচ্ছে। এখানে আপনি বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন দেখছি। ২০ পাউণ্ড খুব সামান্য টাকা। কোথায় চাইতে হবে, তা আপনি জানেন। ডাকযোগেই ঐ টাকাটা এখানে এসে পৌঁছে যাবে।"

বিধবা কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্ধ বাধা দিয়া বলিল—

"তাড়াতাড়ি জবাব দেবেন না। পরে অনুতাপ হ'তে পারে। একটু ভেবে দেখুন। অঙ্কের টাকা থেকে কুড়ি পাউণ্ড দিতে হবে—খুব সহজ কাজ। আবার ভেবে দেখুন। আমার তাড়াতাড়ি নেই। রাত হয়ে আসছে, এখানে ঘুমোবার সুবিধা না হলেও বেশী দূর আমাকে যেতে হবে না। বিশ পাউণ্ড। কুড়ি মিনিট ধ'রে ভাবুন—প্রতি পাউণ্ডের জন্য এক মিনিট, যথেষ্ট সময়। আমি ততক্ষণ বাইরে বসি।"

লোকটা হাতড়াইয়া চেয়ার সহ বাহিরের দিকে গেল। দরজার সম্মুখেই চেয়ার পাতিয়া বসিল। এমনভাবে বসিল যে, ঘর হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে কেহ বাহিরে যাইতে পারিবে না, ভিতরেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। তার পর তামাকের নল বাহির করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিল। সে এমনভাবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল, যেন বাড়ী তাহার নিজেরই।

৪৬

বারনাবি রুটী লইয়া ফিরিয়া আসিল। দরজার সম্মুখে তাহাকে ঐ ভাবে ধূমপান করিতে দেখিয়া বারনাবি বিস্মিত হইল। রুটীখানার জন্য সে কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। উহা টেবলের উপর ছুড়িয়া ফেলিল। তার পর বোতল বাহির করিয়া সে বারনাবিকে বলিল, "এক গ্লাস ঢেলে নেও, কেমন চিজ বল ত?"

বারনাবির নয়ন সুরার বোতল দেখিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সুরাপানে সম্মত হইল।

অন্ধ বলিল, "ধর, আরো এক গ্লাস পান কর। খুব ভাল জিনিস, নয়? তুমি এরকম জিনিষ প্রায় খেতে পাও না বোধ হয়?"

বারনাবি বলিল, "প্রায়! কখনো জোটেনি।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্ধ বলিল, "আচ্ছা, বড় গরীব! তুমি ধনী হ'লে তোমার মা খুসী হবেন।"

বারনাবি বলিল, "আমিও মাকে তাই বলছিলুম। আমায় বলুন ত কি উপায়ে ধনবান হওয়া যায়?"

"উপায় কি একটি, অনেক আছে।"

"তাই না কি! কি কি উপায় বলুন ত? মা, তোমার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করছি। বলুন ত কি উপায়?"

অন্ধের আননে জয়ের আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "বাড়ী ব'সে থাকলে তা হয় না।"

বারনাবি বলিল, "কই, আমি ত বাড়ীতে ব'সে থাকি নে। আপনি ভুল করলেন। ভোর না হতেই আমি বনে চ'লে যাই। বাড়ী যখন ফিরে আসি, তখন আকাশে চাঁদ ওঠে। আসবার সময় ঘাসের মধ্যে আমি টাকা খুঁজি, মাকে দেব ব'লে। দিনে যখন জেগে থাকি, সব সময় টাকার স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি যেন, মাটী খুঁড়ে টাকা

বের করছি। কিন্তু টাকার মুখ কোন দিন দেখ্‌লাম না। আপনি বলুন, টাকা কোথায় পাওয়া যায়। আমি সেখানে যেতে রাজি আছি। যদি এক বছরের পথ যেতে হয়, তাতেও আমি পেছু-পা নই। কারণ, আমি জানি, আমি সোনা নিয়ে যখন ফিরে আস্‌ব, আমার মা খুসী হবেন। বলুন, বলুন। আমি সারা রাত ধ'রে আপনার কথা শুনতে রাজি আছি।"

অন্ধ বারনাবির আননের উপর হাত বুলাইয়া লইল। সে বুঝিল, যুবকের মনে গভীর আগ্রহ জাগিয়াছে। সে বলিল, "নির্জ্জন স্থানে অর্থ নেই। কোলাহলময় সংসারেই টাকা আছে। যেখানে যত শব্দ, টাকা সেখানেই বেশী।"

বারনাবি বলিল, "বেশ! বেশ! আমি তাই ভালবাসি। গ্রূপও তাই পছন্দ করে। ওতেই আমাদের হবে।"

অন্ধ বলিল, "হ্যাঁ, ঐ রকম জায়গায়, জোয়ান ছেলেরা কাজ করতে চায়। ভাল ছেলে তার মার জন্য ঐ রকম স্থানে টাকা রোজগার করতে পারে। তবে পথ দেখাবার জন্য বন্ধুজনকে দরকার।"

বারনাবি বলিল, "মা, শুনছ? পায় তলায় সোনা প'ড়ে থাকলে সে দিকে চাইতে তুমি নিষেধ করছিলে—ও কথা আর বলো না। এখন টাকার ত আমাদের প্রয়োজন, নইলে তুমি দিনরাত এত পরিশ্রম কর কেন?"

অন্ধ বলিল, "ঠিক কথা। আপনি কিছু বল্‌ছেন না কেন? এখনো কি মন স্থির করতে পারেন নি?"

বিধবা বলিলেন, "আপনি এ দিকে আসুন—কথা আছে।"

ষ্ট্যাগ উঠিল, হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "কোথায় নিয়ে যেতে চান, চলুন। বারনাবি, হতাশ হয়ো না, এ সম্বন্ধে আমাদের আরো আলোচনা হবে। একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি। চলুন আপনি।"

বিধবা তাহাকে সন্নিহিত বাগানে লইয়া গেলেন। তার পর প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, "আপনি যোগ্য প্রতিনিধি বটে! যে আপনাকে পাঠিয়েছে, তার স্বার্থাভিষিক্ত হয়ে বেশ কাজ করছেন।"

ষ্ট্যাগ বলিল, "বেশ, আমার বন্ধুকে আপনার এ কথাগুলো বলুব। সে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। এ কথা শুনলে তার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যাবে। আমাদের যা দাবী, তা আমরা পেতে চাই।"

বিধবা বলিলেন, "অধিকার—দাবী! জানেন আপনি, আমার একটি কথায়—"

অন্ধ বলিল, "থাম্‌লেন কেন? আমি জানি, আপনার একটা কথায় আমার বন্ধুর জীবনের নৃত্যশালায় শেষ চরণপাত হবে। হ্যাঁ, তা জানি। তাতে কি? সে কথা আপনি কোন দিনই বল্‌তে পারবেন না।"

"ঠিক জানেন, আমি পারব না?"

"নিশ্চয়। জানি বলেই সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে আমি এখানে আসি নি। আমি ত বলেছি, আমাদের দাবী আমরা পেতে চাই, নইলে আমাদের কিনে ফেল্‌তে হবে। এ দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। না হ'লে আমার ছোকরা বন্ধুর কাছে ফিরে যাব। ওর প্রতি আমার নজর পড়েছে। ওকে দিয়ে টাকা রোজগার করতে হবে। আপনি এ কথার কি জবাব দেবেন, তাও আমি জানি। এর মধ্যেই আপনি সে কথার আভাস দিয়েছেন। অন্ধ ব'লে কি আপনার মনের দিকে আমায় তাকাতে নেই? হয় ত আমার কোন হৃদয় ব'লে কিছু নেই। থাকতে পারে না। কারণ, আমি অন্ধকারেই থাকি।"

অন্ধ থামিল। সে স্বর্ণমুদ্রার নিক্বণ শুনিতে পাইল।

বিধবা বলিলেন, "আপনি বলেছেন, সে কাছেই কোথাও আছে। সে কি লণ্ডন ছেড়ে চ'লে এসেছে?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"চিরদিনের জন্য সেখান থেকে চ'লে এসেছে?"

"চিরদিনের জন্য। আর বেশী দিন সেখানে থাকলে, অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘ'টে যেতে পারে ভেবে চ'লে এসেছে।"

বিধবা বলিল, "এখন গুণে নিন।"

অন্ধ বলিল, "মোটে ৬টা? বাকি কোথায়?"

"পাঁচ বছরে ৬ গিনি আমার সঞ্চয়।"

নানারূপে পরীক্ষা করিয়া অন্ধ গিনি কয়খানা বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিল।

বিধবা বলিলেন, "অনেক কষ্টের সঞ্চয়। ছেলের অসুখ-বিসুখের জন্য ওটা জমিয়ে রেখেছিলুম। না খেয়ে শুকিয়ে কত কষ্ট ক'রে যে ঐ কটা টাকা বাঁচিয়েছিলুম, তা আমিই জানি। এই টাকা নিয়ে চ'লে যান, আর এখানে আসবেন না। ও ঘরে আর যেতে পাবেন না।"

"কুড়ি পাউণ্ডের মধ্যে মাত্র ৬ গিনি।"

"বাকি টাকা আনতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। সে জন্য সময়ের দরকার।"

ষ্ট্যাগ বলিল, "ক'দিন দেরী হবে?"

"আরও বেশী।"

"চার দিন হলে হবে?"

"এক সপ্তাহ লাগবে। আস্‌ছে সপ্তাহে এই দিনে এই সময়ে আপনি আসবেন। কিন্তু বাড়ীতে নয়। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।"

"সেখানে আপনার দেখা পাব ত?"

"আমি আর কোথায় যাব? আপনি আমাকে ভিক্ষুকেরও অধম ক'রে দিলেন। আমার হাতে আর একটি পয়সাও নাই। বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব?"

"বেশ, তাই হবে। তবে সেই জায়গাটা আমায় দেখিয়ে দিন।"

বিধবা তাহাকে দেখাইয়া দিলেন।

অন্ধ বলিল, "সূর্য্যাস্তের সময় আমি আস্‌ব। সে ঘরের মধ্যে আছে, তার কথা ভেবে দেখ্‌বেন—আচ্ছা, তা হ'লে এখন বিদায়।"

লোকটি চলিয়া গেল। বিধবা আগাইয়া গিয়া দেখিলেন, লোকটি চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি কুটীরে ফিরিলেন।

মাতাকে দেখিয়া বারনাবি বলিল, "মা, ব্যাপার কি? অন্ধ কোথায় গেল?"

"চ'লে গেছে।"

"বাঃ, চ'লে গেল? তার সঙ্গে যে আমার কথা আছে? কোন্ দিকে গেল?"

পুত্রকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া মাতা বলিলেন, "জানিনে। এই রাত্রিতে তুমি বাইরে যেতে পাবে না। পথে ভূতের ভয় আছে।"

বারনাবি ভয় পাইয়া বলিল, "তাই না কি?"

"এখান থেকে নড়ো না। কাল আমরা এখান থেকে চ'লে যাব।"

"বাড়ী-ঘর ফেলে চ'লে যাব?"

"হ্যাঁ, কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চ'লে যাব। লণ্ডনে গিয়ে জনারণ্যের মধ্যে আমরা আত্ম-গোপন করব। অন্য সহরে গেলে আমাদের খোঁজ পাবে।"

অল্প চেষ্টাতেই বারনাবি সম্মত হইল। অন্যস্থানে যাইতে পাইবে শুনিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি মাতার চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না। ভোর হইতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া বিধবা পুত্রসহ কুটীর ত্যাগ করিলেন। দুয়ারে চাবি পড়িল। নীল আকাশ তখন আলোকদীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

পথে একটি কুকুর বারনাবিকে দেখিয়া কাছে ছুটিয়া আসিল। সে কুকুরটিকে ফিরাইয়া দিল। ইহাতে তাহার চোখে জল আসিল। কুকুরটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরিয়া গেল।

অশ্রুসিক্ত নয়নে বারনাবি বলিল, "মা, কুকুরটা এর পর আমাকে দেখতে না পেয়ে কত দুঃখ পাবে! ঘরের দরজা আর মুক্ত হবে না!"

মাতার নয়নেও অশ্রুবিন্দু উছলিয়া উঠিল।

৪৭

পথ চলিতে চলিতে মাতা দেখিলেন, বারনাবি তাঁহার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত। বারনাবি প্রফুল্ল মুখে পথ চলিতেছিল।

অর্থ অধিক ছিল না। বিধবা একখানা গিনি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, অন্ধকে দেন নাই। ইহা ছাড়া কিছু খুচরা অর্থও ছিল। সামান্য ব্যয় করিয়া বিধবা পথ চলিতেছিলেন।

অতি মন্থর গতিতে পথ চলিতেছিল। এইরূপে এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। পথে একটা বড় বাড়ী দেখিয়া গ্রিপকে দেখাইবার জন্য বারনাবি সেখানে যাইতে চাহিল। দ্বারবান তাহার অনুরোধে ফটক খুলিয়া দিতে যাইতেছে, এমন সময় এক জন মোটা ভদ্রলোক অশ্বারোহণে সেখানে আসিলেন।

দ্বারবান তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল।

ভদ্রলোক বজ্রগর্জ্জনে বলিলেন, "কে এরা? ভিখারী মেয়েমানুষ কোথা থেকে এল?"

বিধবা সসম্ভ্রমে বলিলেন, "তাঁহারা দরিদ্র পথচারী।"

"ভবঘুরে তোমরা? কোথা থেকে আসছ?"

ভয়ে ভয়ে বিধবা বলিলেন যে, তিনি যেন ক্রোধ না করেন। তিনি পুত্রসহ অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন।

ভদ্রলোক বলিলেন, "তা হবে না। ভবঘুরে লোককে এখানে থাকতে দেবার নিয়ম নেই। ওহে ছোকরা, তোমার খাঁচায় ওটা কি?"

কাক বলিয়া উঠিল, "গ্রিপ, গ্রিপ, গ্রিপ—দুষ্ট গ্রিপ, আমি শয়তান, আমি শয়তান! মরবো এ কথা বলো না। পলি, কেৎলি চড়াও—চা খাব!"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ওরে বদমাস, খোল তোর খাঁচা ওটা কি দেখি।"

বারনাবি খাঁচা খুলিয়া পাখীটিকে দেখাইল। সে তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। গ্রিপ ডাকিতে ডাকিতে নৃত্য করিতে লাগিল।

ভদ্রলোক গ্রিপকে আবার শব্দ করিতে বলিলেন, কিন্তু এবার গ্রিপ একটি শব্দও করিল না। বারনাবির সোহাগেও সে কর্ণপাত করিল না।

ভদ্রলোক বারনাবি ও তাহার মাতাকে সঙ্গে আসিতে আদেশ করিলেন। পাখীটিকে সংগ্রহ করিবার জন্য বোধ হয় তাঁহার লোভ হইয়াছিল।

ভদ্রলোক অশ্বারোহণে চলিলেন, তাঁহার দুই পাশে বারনাবি ও তাহার মাতা। কঠোর গম্ভীর স্বরে ভদ্রলোক বারনাবিকে কি প্রশ্ন করিলেন, সে ভয়ে থতমত খাইয়া উত্তর দিতে পারিল না। তখন ভদ্রলোক তাহাকে মারিবার জন্য বেত উঠাইলেন। ইহাতে বারনাবির মাতা অশ্রুপূর্ণনেত্রে জানাইলেন যে, তাঁহার পুত্র বুদ্ধিহীন।

তিনি বারনাবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বোকা! কত দিন থেকে তুমি বোকা?"

বারনাবি বলিল, "মা জানেন। জন্মাবধি বোধ হয়।"

বিধবা বলিলেন, "জন্ম থেকেই ও ঐ রকম।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। কাজ করতে হবে ব'লে ও ঐ রকম বোকা সেজে ব'সে আছে। বেত লাগালেই ও রোগ সেরে যাবে। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ওর রোগ সেরে দেব।"

বিধবা মৃদুভাবে বলিলেন, "বিশ বছরেও ভগবান ওর রোগ নিরাময় করতে পারেন নি, মশাই।"

"তা হ'লে ওকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ না কেন ? আমরা অনেক টাকা শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত দিয়া থাকি। তুমি বুঝি ওকে দেখিয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াও ? ঠিক তাই বটে।"

ভদ্রলোকটি গরীবদিগের কথা কোন দিন বিশ্বাস করিতেন না। তাহা ছাড়া তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী যুবতী পত্নী ছিলেন। সে জন্ত তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ঈর্ষা জাগিয়া থাকিত।

পল্লী-ভদ্রলোকের বাড়ীটি সুন্দর এবং বৃহৎ। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি ভবনে একটা বড় জল-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং পত্নীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এক জন তরুণী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় না, তিনি খুব সুখী।

স্বামী বলিলেন, "শিকারী কুকুরের দল দেখে তুমি সুখ পাও না। এখানে এমন জিনিষ দেখাব, যা দেখে তুমি আমোদ পাবে।"

সুন্দরী মহিলা মৃদু হাসিয়া আসনে বসিলেন এবং করুণ দৃষ্টিতে বারনাবিকে দেখিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোক বলিলেন, "এই মেয়েমানুষটি বলছে, ওর ছেলে হাবা। আমি কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস করিনে।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আপনি কি ওর মা ?"

বিধবা বলিলেন, "হাঁ।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ওকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। ও ত কালাই। বোধ হয়, ছোকরাকে ঐ মেয়েমানুষ কাড়া ক'রে রেখেছে। এহে ছোকরা, তোমার পাখীর বুলি শোনাও।"

গ্রিপ বোধ হয় এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। বারনাবির প্ররোচনায় সে তাহার যথন্ত করা বুলিগুলি একে একে দক্ষতার সহিত আওড়াইয়া গেল। ভদ্রলোক বারবার গ্রিপকে দিয়া আবৃত্তি করাইবার পর, গ্রিপ ঝুড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আর একটি শব্দেরও পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিল না। মহিলাটিও পাখীর কেরামতী দেখিয়া ভারী খুসী হইয়াছিলেন। ভদ্রলোক পাখীটাকে ক্রয় করিতে চাহিলেন।

বারনাবি তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পকেটে টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "ওর জন্ত ক'টাকা নেবে ?"

তাড়াতাড়ি ঝুড়ির ডালা বন্ধ করিয়া বারনাবি বলিল, "ও বেচবার বস্তু নয়। মা, চ'লে এস।" বলিয়া ঝুড়িটা পৃষ্ঠদেশে তুলিয়া লইল।

ভদ্রলোক পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখলে ত কি রকম হাবা এই ছোকরা ? ছোকরা দর বাড়াতে জানে। ওগো মেয়েমানুষ, পাখীর দাম কত ?"

বিধবা বলিলেন, "ও আমার ছেলের চিরদিনের সঙ্গী। মশাই, ওকে বিক্রী করা চলবে না।"

দশগুণ আরক্ত হইয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "বিক্রী করবে না ?"

বিধবা বলিলেন, "আজ্ঞে, না মশাই। ওকে বেচবার কল্পনা কোন দিন আমাদের মনে আসে নি।"

তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পত্নীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "কি বলছ তুমি ?"

স্খলিতকণ্ঠে মহিলাটি বলিলেন, "ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা পাখী নিতে পারি না। ওরা যদি ওকে রাখতেই চায়—"

"রাখতে চায়! ভবঘুরে বেদে যারা, তারা রাখতে চায়। এক জন জমীদার এবং বিচারক দাম দিয়ে পাখীটা নিতে চাচ্ছেন, তা দেবে না! ঐ বুড়ী ঠিক লেখাপড়া জানে। নিশ্চয় তাই। অস্বীকার করো না।"

বারনাবির মাতা স্বীকার করিলেন যে, তিনি লেখাপড়া জানেন। কিন্তু তাহাতে অপরাধ কি হইতে পারে ?

"কোন ক্ষতি নেই ? আমার কেরাণী যদি এখানে থাকত, তা হ'লে তোদের জেলে পূরতাম। সিমন্, শোন ত, এই ভিখিরীদের রাস্তায় নিয়ে যাও। যদি তাড়াতাড়ি ওরা এ গ্রাম থেকে না চ'লে যায়, ওদের কুকুর লেলিয়ে দিও।"

বারনাবির মাতা আর অপেক্ষা করিলেন না। পুত্রকে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ী ত্যাগ করিবার সময় বাহিরে বেড়ার ধারের একটা গেট খুলিয়া গেল। এক জন ভৃত্য গোপনে বিধবার হাতে একখানি মোহর গুঁজিয়া দিয়া বলিল, তাহার মনিব-ঠাকুরাণী ইহা দিয়াছেন। বলিয়াই অন্তর্হিত হইল।

উক্ত ঘটনার পরদিবস একখানা গাড়ীতে মাতা-পুত্র আরোহণ করিল। লণ্ডন সহরের দশ মাইল দূরে ঐ গাড়ী থামিবে। বারনাবি বলিল, "মা, তুমি বলেছ, আমরা লণ্ডনে চলেছি। সেখানে কি অন্ধ লোকটির সঙ্গে দেখা হবে ?"

তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, ভগবান করুন, যেন দেখা না হয়। কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিয়া বিধবা বলিলেন যে, সম্ভবতঃ দেখা না হবারই কথা। কিন্তু সে কথা বারনাবি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছে ?

বারনাবি বলিল, "লোকটা জ্ঞানী। তার সঙ্গে দেখা হয়, এটা আমার ইচ্ছে। সে বলেছিল, যেখানে মানুষ বেশী, সোণা সেইখানেই পাওয়া যায়। লণ্ডন সহর জন-পূর্ণ। সেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে ব'লে মনে হচ্ছে।"

মাতা বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা হবার জন্ত তোমার এত আগ্রহ কেন, বাবা ?"

"কারণ, সে আমাকে সোণার কথা বলেছিল। তুমি যাই বল না কেন, সোণা তুমি পেলে খুসী হও। লোকটা বলেছিল, ফিরে আসবে। কেন যে এল না, বুঝতে

পারছি না। লোকটা কেন কথা রাখলে না, তাই ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

"বারনাবি, তোমার ত কোন দিন ধনী হবার ইচ্ছে ছিল না। নিজের অবস্থায় তুমি ত বরাবরই সুখী ছিলে।"

বারনাবি হাসিয়া উঠিল। পথের নূতন একটা দৃশ্য দেখিবামাত্র সে আলোচ্য বিষয় ভুলিয়া গেল।

কিন্তু সেই দিন বার বার ঐ কথাটার আলোচনা করিল। ইহাতে বুঝা গেল, অঙ্কের কথা তাহার মনে গাঢ় রেখাপাত করিয়াছে। তবে সে কেন যে ধনী হইতে চাহে, মাতা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

যথাসময়ে তাহারা লণ্ডন হইতে দশ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে রাত্রিবাসের পর পরদিবস অন্য গাড়ীতে চড়িয়া বেলা ৭টার সময় ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সেতুর কাছে পৌঁছিল। সে দিন শুক্রবার ২রা জুন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ।

৪৮

সেতুর এক ধারে তাহারা খানিক বসিল। সহরে বিপুল জনতা। তাহারা দেখিল, জনতা এক দিকেই চলিয়াছে। নদী পার হইয়াও বহুলোক অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। এক এক দলে ৬।৭ জন করিয়া লোক। তাহারা উত্তেজিতভাবে কোন বিষয়ের যেন আলোচনা করিতে করিতে চলিয়াছে।

তাহারা দেখিল, প্রত্যেকেরই টুপীতে নীল বর্ণের একটা করিয়া ফিতা বাঁধা। পথের মধ্যে অন্য যাত্রীদের—যাহাদের টুপীতে ঐরূপ চিহ্ন ছিল না, তাহারা যেন উহাদিগকে দেখিয়া আত্মগোপন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে পথ নীল ফিতাযুক্ত লোকের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। দুই ঘণ্টা পরে জনতা যেন ক্রমশঃ হ্রাস পাইল। তখন সেতুর উপর জন-মানব রহিল না। অনেকক্ষণ পরে এক জন বৃদ্ধ আসিয়া মাতা ও পুত্রের অদূরে উপবেশন করিল। বিধবা তাহাকে ওরূপ জনতার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, "তোমরা কোথা থেকে আসছ? তোমরা কি লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের সমিতির কথা শোন নি? আজ তিনি ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে আবেদন পার্লামেন্টে পেশ করবেন। ভগবান তাঁকে সুখে রাখুন!"

বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, এ সব লোক কি করবে?"

বৃদ্ধ বলিল, "ওদের দরকার নেই? কি বলছ তুমি! লর্ড জর্জ্জ বলেছেন, অন্ততঃ ৪০ হাজার বিশ্বাসী, খাঁটী প্রোটেষ্টাণ্ট পার্লামেন্টের দরজায় হাজির না হলে তিনি আবেদন পেশ করবেন না। তাই এই জনতা!"

বারনাবি বলিল, "সত্যি জনতা বটে, মা!"

বৃদ্ধ বলিল, "ঐখানে ওরা সমবেত হচ্ছে। প্রায় ক[illegible] লোক হবে। লর্ড জর্জ্জ তাঁর শক্তির কথা ভাল করে[illegible] জানেন। তিনি যখন দরখাস্ত পেশ করবেন, তখন অনেকের মুখ ম্লান হয়ে যাবে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ উঠি[illegible] লাঠিতে ভর দিয়া চলিয়া গেল।

বারনাবি বলিল, "মা! সাহসী জনতার কথা লোকটা ব'লে গেল। এস।"

মা বলিলেন, "ওতে আমরা যোগ দেব না।"

"কেন দেব না? চ'লে এস তুমি!"

মাতা বলিলেন, "তুমি জান না, ও লোকগুলো কি রকম অনিষ্ট করতে পারে। বারনাবি, বাবা, তুমি যেও না।"

মাতার হাতে করাঘাত করিয়া বারনাবি বলি[illegible] "মা, তোমার জন্যই আমি যাব। তুমি জান, অন্ধ বলেছিল জনতায় সোণা পাওয়া যায়। সে জনতা এই। চ'[illegible] এস। অথবা তুমি এখানে ব'স, আমি ঘুরে আসি[illegible] তাই ভাল, তুমি এখানে থাক!"

মাতা পুত্রকে ফিরাইতে চাহিলেন, কিন্তু সে কোন কথাই কাণে তুলিল না।

সেই সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী সেখান দিয়া যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতরের লোক গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিল।

গাড়ীর ভিতর হইতে এক জন বলিল, "শোন ছোকরা!"

বারনাবি বলিল, "কে ডাকে?"

একটা নীল ফিতা লইয়া লোকটা বলিল, "এটা তুমি পরবে?"

বিধবা বলিলেন, "ভগবানের দোহাই! ওকে দে[illegible] না!"

লোকটা উপেক্ষাভরে বলিল, "তোমার কথা তুমি বল। ছোকরার বয়স হয়েছে, ওর কথা ও নিজে বলবে। তুমি না বললেও ছোকরা জানে যে, খাঁটি ইংরাজের কি করতে হবে।"

অধীরভাবে বারনাবি বলিল, "হ্যাঁ, আমি পরব।"

লোকটা উহা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তাড়াতাড়ি সেণ্ট জর্জ্জের মাঠে সোজা চ'লে যাও।"

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বারনাবি কম্পিত হস্তে উহা টুপীতে লাগাইতে লাগিল মাতা তাহাকে বিনয়পূর্ণ-কণ্ঠে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় দুই জন ভদ্রলোক সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়া মাতা ও পুত্রের কাছে আসিলেন।

এক জন বলিলেন, "তুমি এখানে দেরী করছ কেন? সকলের সঙ্গে তুমি গেলে না কেন?"

সগর্ব্বে মাথায় টুপী পরিয়া বারনাবি বলিল, "এই যাচ্ছি, মশাই। এখুনি যাব।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "বল ভাই লর্ড। তুমি যদি লর্ড জর্জ গর্ডনকে কখনো না দেখে থাক, তা হ'লে এখন দেখে নেও।"

লর্ড জর্জ বলিলেন, "গ্যাস্‌ফোর্ড, আজকে ও সব কথা ধরলে চলবে না। বন্ধু, টুপী প'রে আমাদের পেছনে এস। দশটা বেজে গেছে। তোমরা কি জান্‌তে না যে, দশটায় সকলে জমায়েৎ হবে?"

বিধবা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "মশাই, ও সব কথা বল্‌তে পারবে না। ওকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমরা পল্লীগ্রাম থেকে আজ একটু আগে এখানে এসে পৌঁছেছি। এ সব ব্যাপারের কিছুই আমরা জান্‌তাম না।"

লর্ড জর্জ সেক্রেটারীকে বলিলেন, "ব্যাপারটা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। শুনে ভারী সুখী হলুম। ভগবানকে ধন্যবাদ দেই।"

গ্যাস্‌ফোর্ড বলিলেন, "তথাস্তু।"

বিধবা বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আমার কথা আপনি বুঝতে পারেন নি। আমার কথার ভিন্নরূপ অর্থ করিবেন না। এ সব ব্যাপারের কিছুই আমরা জানিনে। আপনারা যা করতে যাচ্ছেন, তাতে যোগ দিবার কোন সাধ আমাদের নেই। এটি আমার ছেলে, ও হাবাগোবা। দয়া ক'রে ওকে ছেড়ে দিন, আমি ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আপনাদের পথে আপনারা চ'লে যান, লর্ড। আমার ছেলেকে বিপদে টেনে নিয়ে যাবেন না।"

গ্যাস্‌ফোর্ড বলিলেন, "ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি এ সব কি বলছ? প্রলোভন, বিপদ—এ সব কি কথা বলছ? তুমি কি বল্‌তে চাও, লর্ড জর্জ সিংহ, মানুষ খাবার জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন? হা ভগবান!"

বিধবা মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "না, না, আমি তা বল্‌ছিনে। আমি মা, আমার আবেদন আপনার শোনা উচিত। আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন। ওর বুদ্ধি নেই, পাগল। ওকে নিয়ে যাবেন না।"

লর্ড জর্জ বলিলেন, "তুমি কি বল্‌তে চাও যে, আসল, খাঁটি ব্যাপার নিয়ে যাঁরা দাঁড়িয়েছে, তারা পাগল? তোমার নিজের ছেলের সম্বন্ধে কি তা তুমি বল্‌তে চাও, অস্বাভাবিক মাতা?"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "তোমার কথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি! নারীরা এমন হীনমতি হয়েছে, এর মত নৈরাশ্য-পূর্ণ ব্যাপার আর কিছু হ'তে পারে না।"

লর্ড জর্জ বারনাবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর চেহারা দেখে ত মনে হয় না যে, ছোকরার মাথা খারাপ। যদি তাই হয়, তাতেও ভ্রূক্ষেপ করলে চল্‌বে না। এটা যদি আইন করা হয়, তা হ'লে ত আমাদের কেউই নিরাপদ নই।"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "আমার ত দেখে মনে হয় না যে, ছোকরার মাথা খারাপ। ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।"

"ওহে ছোকরা, তুমি কি দলের এক জন হ'তে চাও?"

বারনাবি বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি মাকে তাই বলেছি।"

বেচারা জননীর দিকে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লর্ড জর্জ বলিলেন, "তাই ঠিক। আমাদের সঙ্গে এস, তোমার সাধ পূর্ণ হবে।"

মাতাকে চুম্বন করিয়া বারনাবি অগ্রসর হইল। বেচারা জননী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের পশ্চাতে চলিলেন। তাঁহার দুঃখের তখন অন্ত ছিল না।

ব্রিজরোড দিয়া সকলে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। পথের দুই ধারের দোকান বন্ধ। জনতার আধিক্য দেখিয়া লুঠপাটের ভয়ে সকলেই আত্মরক্ষার জন্য দোকান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতলে সকলে সমবেত হইয়া জনতার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। লর্ড জর্জ গর্ডন দ্রুতপদে সেন্ট জর্জ প্রান্তরে উপনীত হইলেন।

বাস্তবিক সে যুগে এই স্থান মাঠই ছিল। সেই প্রান্তরে জনতা সমবেত হইয়াছিল। সকলেরই হাতে পতাকা—নানা জাতীয়। জনতার একাংশ সামরিক কুচকাওয়াজ করিতেছিল, বাকি অংশ এক স্থানে দাঁড়াইয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল। দৃশ্যটি সত্যই উন্মাদনাজনক।

সেক্রেটারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া লর্ড জর্জ বলিলেন, "গ্যাসফোর্ড! ভগবান আমাকে আহ্বান করেছেন। এখন যদি এই বিরাট জনতাকে পরিচালিত ক'রে মৃত্যুমুখে যেতে হয়, আমি তাও করতে রাজি। আমি প্রথমেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "এ দৃশ্যে মন গর্বে ভ'রে উঠে। আজ ইংলণ্ডের স্মরণীয় দিন। সমগ্র জগতের কল্যাণকল্পে আজ ইংলণ্ড জেগেছে। আজ আমি শ্রদ্ধানত হয়ে—"

বাধা দিয়া তাঁহার মনিব সেক্রেটারীর নত দেহ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি করছ তুমি? না, না, ও রকম করো না। চল, দলের ভেতর যাই।"

উভয়ে চলিতে লাগিলেন। বারনাবি তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। তাহার মাতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন।

জনতা পতাকা বহন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সূর্যের আলোক অত্যন্ত প্রখর। অনেকে তাহাদের কোট ও ওয়েষ্টকোটের বোতাম খুলিয়া ফেলিয়াছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সকলেই যেন অভিভূত। কিন্তু কেহই স্থান ত্যাগ করিতেছিল না।

লর্ড জর্জ তাঁহার সেক্রেটারী সহ জনতাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। এক স্থানে প্রায় ৮ শত লোক পতাকা

লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা লর্ড জর্জ্জকে দেখিয়া জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। জনতা হইতে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া সহাস্যে বারনাবির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "এ কে, বারনাবি রজ! এত কাল কোথায় লুকিয়েছিলে?"

চমকিতভাবে মুখ ফিরাইয়া বারনাবি বলিয়া উঠিল, "কে? হিউ?"

অপর জন বলিল, "হাঁ, আমি হিউ। মেপোলের হিউ। আমার কুকুরের কথা তোমার মনে আছে? সে এখনও বেঁচে আছে। তোমাকে দেখলেই চিনতে পারবে। এ কি, তুমিও ফিতে পরেছ দেখ্‌ছি! বা, বা! বেশ! হা, হা, হা!"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "তুমি এই ছোকরাকে চেন না কি?"

হিউ বলিল, "খুব চিনি। আমরা সবাই ওকে জানি। ওর মত কর্ম্মঠ ছোকরা আর নেই। এস, বারনাবি। আমার ও ডেনিসের মাঝখানে ও থাক্‌বে। সব চেয়ে ভাল পতাকা ঐ বয়ে নিয়ে যাবে।" এই বলিয়া পতাকা অপর ব্যক্তির হাত হইতে লইয়া সে উহা বারনাবিকে প্রদান করিল।

মাতা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "ভগবানের দোহাই, ও যাবে না! বারনাবি, ফিরে এস!"

মাতা ও পুত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হিউ বলিল, "যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েমানুষ। হ্যালো সর্দ্দার।"

তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া ট্যাপারটিট্ বলিল, "ব্যাপার কি? একে কি শৃঙ্খলা বলে না কি?"

বিধবাকে দুই হাতে ধরিয়া রাখিয়া হিউ বলিল, "মেয়ে-মানুষ এসে আমাদের সৈনিককে কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। হুকুম দাও, সর্দ্দার! ওরা সব শ্রেণীবদ্ধ হচ্ছে। শীঘ্র হুকুম দাও!"

সিমস্ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিল, "সব ঠিক হয়ে দাঁড়াও। চল!"

বিধবা ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তখন সমগ্র প্রান্তরের জনতা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বারনাবি সেই দলের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। তিনি পুত্রকে আর দেখিতে পাইলেন না।

৪৯

জনতা চারি দলে বিভক্ত হইয়াছিল। লণ্ডন, ওয়েষ্টমিনিষ্টার, সাউদার্ক এবং স্কচ—এই চারিটি দল। প্রত্যেক দলে আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, ঐ দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথে নদী পার হইয়া কমন্সমহাসভার দিকে অগ্রসর হইবে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ দিয়া যে দল চলিতেছিল, তাহার পুরোভাগে লর্ড জর্জ্জ এবং গ্যাসফোর্ড রহিলেন। লণ্ডন সেতু দিয়া যে দল চলিল, তাহার নেতৃত্বভার ছিল, ট্যাপারটিটের উপর। এই দলে জল্লাদ ডেনিস্, হিউ এবং বারনাবি প্রভৃতি ছিল।

সহরের মধ্য দিয়া যে দল চলিতেছিল, তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জনতা ৪ মাইলব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক সারিতে ৩ জন করিয়া লোক।

এই দলের পুরোভাগে ছিল হিউ। তাহার পার্শ্বে ডেনিস্ ও বারনাবি। সকলেই তাহাদিগকে চিনিয়া রাখিল। বারনাবি প্রকাণ্ড পতাকা বহন করিলেও, তাহার আননে উৎসাহের দীপ্ত জ্বালা।

হিউ জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব দেখে কি মনে হচ্ছে, বারনাবি? সবাই আমাদের পতাকা দেখ্‌ছে। সকলেই বারনাবিকে দেখ্‌ছে। হা, হা, হা!"

বারনাবির দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া ডেনিস্ বলিল, "ও রকম শব্দ করো না। আমার মনে হয়, পতাকা বয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ যে আছে, ও বোধ হয় তা মনে করে না। কাজের সময় পারবে ত? ওহে, তোমাকে বলছি, বারনাবি। অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কেন? কথা বলছ না কেন?"

বারনাবি পতাকার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল।

হিউ বলিল, "তোমার কথা ও বুঝতে পারে নি। আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। বারনাবি, আমার কথা শোন।"

চারিদিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া বারনাবি বলিল, "বল, আমি শুনছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া চাই।"

ডেনিস্ রূঢ়স্বরে বলিল, "কার সঙ্গে দেখা করতে চাও? তুমি ত কারও প্রেমে পড়নি, ভাই? ও সব আমাদের জন্য নয়। এখানে প্রেম চল্‌বে না।"

বারনাবি বলিল, "হিউ, সে আমাকে দেখ্‌লে বেশ গর্ব্ব অনুভব করবে, কেমন, নয় কি? এত বড় দলের আগে আমি চলেছি, তাতে সে খুসী হবে না? দেখে সে নিশ্চয় আহ্লাদে চীৎকার ক'রে উঠবে। সে গেল কোথায়? সে যদি আমায় এ অবস্থায় নাই দেখলে, তা হ'লে আমার আনন্দ ক'রে কি হবে?"

ডেনিস্ গভীর অবজ্ঞাভরে বলিল, "আরে, এ ছোকরা এ সব কি বল্‌ছে? আমাদের মধ্যে—এমন বাজে কল্পনা-বিলাস সত্ত্বের দরকার নেই।"

হিউ বলিল, "আরে ভাই, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ও শুধু ওর মার কথাই বল্‌ছে।"

"কার কথা বল্‌ছে?"

"ওর মার কথা।"

অত্যন্ত বিরক্তিভরে ডেনিস্ বলিয়া উঠিল, "আজকের এই স্মরণীয় ব্যাপারে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি কি

শুধু মায়ের কাঁদুনী শুনবার জন্ম? কারও প্রণয়িনীর কথা আলোচনা করা ত খুবই খারাপ, তার উপর আবার মায়ের কথা!"—ডেনিস্ আর বলিতে পারিল না।

হিউ বলিল, "বারনাবির কথাই ঠিক, আমারও তাই মত। বারনাবি, তোমার মা এখানে এ দৃশ্য দেখ্‌তে না পেলেও, আমি তার জন্ম ব্যবস্থা করেছি। আমি জন ছয়েককে তার কাছে পাঠিয়েছি। তারা তোমার মাকে একটা বাড়ীতে নিয়ে গেছে। সেখানে তোমার মার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।"

বারনাবির মুখ-মণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তাই না কি! বেশ, ভাল কথা। হিউ, তোমার দয়া-মায়া আছে।"

হিউ বলিল, "এখন ঐ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে আমরা যদি বিশ্বস্ত থাকৃতে পারি, তা হলেই হ'ল। আমাদের পতাকার মান রাখ্‌তে হবে।"

বারনাবি পতাকা দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করিয়া বলিল, "আমার এই পতাকা আমি ঠিক রাখব। কেউ আমার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।"

হিউ বলিল, "বেশ বলেছ, ভাই। বারনাবির মতই কথা বলেছ।" তার পর ডেনিসের কাণে কাণে বলিল, "আমি ত বলেছি, একে যে দিকে লওয়াবে, সেই দিকেই যাবে। দশ জন পাকা লোকের চেয়েও বারনাবির মূল্য বেশী। একে আমার হাতে ছেড়ে দেও, দেখ্‌বে, একে দিয়ে কি না করিয়ে নিতে পারি।"

এ কথা শুনিবার পর ডেনিস্ বারনাবির প্রতি অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইল। তখন সকলে নীরবে চলিতে লাগিল।

বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে, তিনটি বৃহৎ দল ওয়েষ্টমিনিষ্টারে সমবেত হইল। সেই বিরাট বাহিনী হইতে একটা ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। এই চীৎকার অনুসারে পার্লামেণ্টের লবী দখলের ইঙ্গিত ছিল। সকলে বিভিন্ন পথে লবী দখল করিবার জন্ম অগ্রসর হইল। সেই দলের পুরোভাগে হিউ, বারনাবি ও ডেনিস্‌ও ছিল।

বারনাবি তাহার পতাকা আর এক জনের হাতে অর্পণ করিয়াছিল।

পার্লামেণ্টে পূর্ব্ব হইতে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। কাজেই বিরাট বাহিনী দ্বাররক্ষকদিগকে পরাভূত করিয়া স্থান অধিকার করিল। পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দের গাড়ী জনতা আটক করিল, ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল—গাড়ীর চাকা খুলিয়া লওয়া হইল, কাচগুলি গুঁড়া করিয়া ফেলা হইল। শকটচালক, সহিস এবং গাড়ীর আরোহীদিগকে টানিয়া মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। লর্ড, বিশপ প্রভৃতি সদস্যগণকে পদাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া উন্মত্ত জনতা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এক জন লর্ডকে জনতা এত অধিকক্ষণ আটক করিয়া রাখিল যে, অন্যান্য সদস্যরা দলবদ্ধভাবে তাঁহার উদ্ধারের জন্ম সঙ্কল্প করিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেই লর্ড সভাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, পরিধেয় বসন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই উত্তেজনা ও গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উন্মত্ত জনতা যেন এক অতিকায় রাক্ষসের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল।

পার্লামেণ্ট ভবনের মধ্যেও ব্যাপার আরও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লর্ড জর্জ্জ তাঁহার আবেদনপত্র সহ কমন্স মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্পীকার তখন প্রার্থনা করিতেছিলেন। লর্ড জর্জ্জের দলবল সেই সময় মহাসভায় প্রবেশ করিতেছিল। সদস্যরা পার্লামেণ্টসভার মধ্যেও আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। গোলযোগে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছিল না। কোনও সদস্য ছিন্নভিন্ন বেশে সভাকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র অধীর জনতা আনন্দে ভীষণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিল।

দর্শকদিগের গ্যালারী পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই কক্ষের সিঁড়ির কাছে হিউ, ডেনিস এবং বারনাবি দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। লর্ড জর্জ্জ মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া ভিতরের খবর দিতেছিলেন।

লর্ড জর্জ্জ একবার সেখানে আসিয়া জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের দৃঢ় হতে হবে। ওরা বল্‌ছে, বিলম্ব হবে, কিন্তু আমরা বিলম্ব চাই না। ওরা বল্‌ছে, আগামী মঙ্গলবার তোমাদের আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখবে। কিন্তু আমরা চাই আজই সে কাজ হোক। দেখা যাচ্ছে, আমাদের অবস্থা খারাপ। কিন্তু আমাদের সাফল্য লাভ করতেই হবে।"

জনতা চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, আমাদের সাফল্য লাভ করা চাই।"

লর্ড জর্জ্জ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আবার আসিলেন। গ্যাসফোর্ডের ইঙ্গিতে জনতা নিস্তব্ধ হইল।

এবার তিনি বলিলেন, "পার্লামেণ্টের দ্বারা আমরা কোন ফল পাব না দেখছি। কিন্তু আমাদের অভিযোগের প্রতিকার পেতেই হবে। আমরা আবার মিলিত হব। ভগবানের উপর নির্ভর কর, তিনি আমাদের চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।"

এ বক্তৃতা অপেক্ষাকৃত নরম বলিয়া জনতা ইহাতে তেমন উৎসাহ অনুভব করিল না। আবার যখন চীৎকার বিক্ষোভ চরম সীমায় উঠিল, তখন আবার তিনি দেখা দিলেন। তিনি বলিলেন যে, সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাজা এ সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি নিশ্চয় গোপনে সংবাদ পাঠাইবেন—তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপভাবে বক্তৃতা করিতেছেন, এমন সময় দুই জন ভদ্রলোক দরজার কাছে নির্ভীকভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা জনতার দিকে মুখ ফিরাইলেন।

এই ব্যাপারে জনতা বিস্ময়বিমূঢ় হইল। এক জন ভদ্রলোক লর্ড জর্জ্জের দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি এই জনতাকে ব'লে দিন যে, আমি জেনারেল কন্‌ওয়ে। তারা নিশ্চয় আমার নাম শুনেছে। আমি এই আবেদনের বিরোধী। এ সম্বন্ধে আপনি যা কিছু বল্‌তে চান, আমি তার প্রতিবাদ করবই। আমি সৈনিক পুরুষ। আপনি ওদের ব'লে দিন, এখানকার স্বাধীনতা আমি তরবারির সাহায্যে রক্ষা করব। আপনি দেখে থাকবেন, পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্য আজ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছেন। এই সভায় প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ। এই সভায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অস্ত্রধারীরা সমবেত আছেন। তাঁরা এই পথ রক্ষা করবেনই। সুতরাং বলপূর্ব্বক প্রবেশ করতে গেলে অনেক লোকের প্রাণ যাবে। সুতরাং আপনি সাবধান।"

অপর ভদ্রলোকও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি কর্ণেল গর্ডন, আপনার নিকট-আত্মীয়। জনতাকে আপনি ব'লে দিন যে, জনতার কোন লোক যদি চীৎকার করে, সাহসভার চৌকাঠ পার হতে চায়, আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার তরবারি আপনার শরীরকে বিদ্ধ করবে।"

উভয় ভদ্রলোক জনতার দিকে মুখ করিয়া লর্ড জর্জ্জের বাহু ধরিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল।

জনতা এই ব্যাপারে যেন মুসড়িয়া পড়িল। কেহ কেহ পলায়নের প্রস্তাবও করিল। জনতা যখন সংশয়-দোলায় দুলিতেছে, সেই সময় গ্যাসফোর্ড হিউয়ের কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন।

হিউ তাহাদের দিকে ফিরিয়া সগর্জ্জনে বলিল, "এখন কি করবেন? আমরা ফিরে যাব কেন? কাজ এখানে! চল, আমরা দরজা ভেঙ্গে ভেতরে যাই। যাদের প্রাণের মায়া আছে, তারা স'রে যাক্। যাদের ভয় নেই, তারা আমার সঙ্গে আসুক।"

সে নবীর দরজার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বারনাবিও তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে চ্যাপ্‌লেন ও কতিপয় সদস্য জনতাকে সরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। হিউকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। তখন জনতা দ্বারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ভিতরে যাঁহারা ছিলেন, অস্ত্র লইয়া তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। উভয় দলের সংঘর্ষ হইলে ভীষণ রক্তের স্রোত বহিয়া যাইত। কিন্তু সেই সময়ে পশ্চাতের জনতা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুখে মুখে জনরব রটিয়া গিয়াছিল যে, জলপথে দূত প্রেরিত হইয়াছে, এখনই সেনাদল আসিয়া পড়িবে। পথে এতক্ষণ সেনাদল আসিয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ গলিপথে সেনাদল আক্রমণ করিলে সকলেই প্রাণ হারাইবে, এই ভয়ে জনতা প্রবলবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গে হিউ ও বারনাবি জনতার সহিত বাহিরে আসিয়া পড়িল। মুক্তপথে আসিয়া সকলে দেখিল যে, রক্ষী সেনাদল ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে—পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদল জনতাকে হটাইয়া দিতেছে।

সেনাপতির আদেশে সেনাদল চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। সেনাপতি অশ্বারোহণে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আর এক জন কর্ম্মচারীকে লইয়া যে স্থান ফাঁকা ছিল, তথায় আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উচ্চকণ্ঠে দাঙ্গাবিধি পাঠ করিলেন। কিন্তু এক জন লোকও স্থান ত্যাগ করিল না।

জনতার সম্মুখ শ্রেণীতে হিউ ও বারনাবি পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল। কেহ এই সময় বারনাবির হাতে দীর্ঘ পতাকা গুঁজিয়া দিল। বারনাবি উহা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া সতর্কভাবে দাঁড়াইল। বারনাবি তখন সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সে ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছে। লর্ড জর্জ্জ গর্ডনকে সে প্রকৃত নেতা ভাবিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে জনতা চলিয়া গেল না দেখিয়া তিনি সেনাদলকে কর্ত্তব্য পালনের আদেশ দিলেন। অশ্বারোহী সেনাদল জনতাকে তাড়া করিল। অবশ্য কেহ আহত না হয়, এই চেষ্টাই তাহারা করিতেছিল। কিন্তু জনতা হইতে সৈনিকদিগের উপর লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে কেহ কেহ আহতও হইল। সৈনিকরা তখন বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিবার দিকেই মন দিয়াছিল। অশ্বারোহী সেনাদল জনতাকে চাপিয়া ধরিতেই তাহারা পাছু হাটিতে লাগিল। জনতা ক্রমে পাতলা হইতে লাগিল। অশ্বারোহীরা ক্রমে বারনাবি ও হিউয়ের দিকে আসিতে লাগিল। সকলেই এই দুই জনকে সর্দার বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল।

অনেকের দেহে রক্তরেখা দেখিয়া বারনাবির আনন বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে স্থান ত্যাগ করিল না। সে পতাকা-দণ্ড ধরিয়া অগ্রগামী অশ্বারোহীকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। হিউ সেই সময় বারনাবির কাণে কাণে কি বলিল।

অশ্বারোহী সৈনিক তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়াও বারনাবি নড়িল না। অনেকে তাহাকে পলায়ন করিতে উপদেশ দিল। জনতার কিয়দংশ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যও ছুটিয়া আসিল। এমন সময় পতাকা-দণ্ড আন্দোলিত হইল। পর-মুহূর্ত্তেই দেখা গেল যে, অশ্বারোহী সৈনিক আর অশ্বপৃষ্ঠে নাই।

তখন বারনাবি ও হিউ পলায়ন করিতে লাগিল। জনতা তাহাদের পলায়নের পথ করিয়া দিল। তার পর যে মুহূর্ত্তে তাহারা জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল, অমনই তাহারা পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে

দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নিরাপদে নদীর ধারে আসিয়া তাহারা একখানা নৌকায় আরোহণ করিল।

উভয়ে দেখিল, জনতা পলাইতেছে, তখন তাহারাও দাঁড় টানিয়া বুটের দিকে নৌকা চালনা করিল। তাহারা জানিত, সেখানে আহার্য্য ও আশ্রয় মিলিবে, দলের অনেকের সহিত সেখানে সাক্ষাৎ হইবে।

সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। তাহারা জানিতে পারিল যে, একদল অশ্বারোহী সেনা একটু আগেই সেখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় কয়েক জন বিদ্রোহীকে তাহারা নিউগেট কারাগারে লইয়া গিয়াছে। হিউ ও বারনাবি ধরা না পড়ায় আনন্দিত হইল। উহারা আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই যথাসম্ভব দ্রুতবেগে, কাহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত না করিয়াই বুটের দিকে চলিতে লাগিল।

৫০

পান্থশালায় উপনীত হইতে না হইতেই তাহারা দেখিল, আরও অনেকে টলিতে টলিতে সেখানে আসিতেছে। এই দলে ডেনিস্ ও সাইমন ট্যাপারটিটও ছিল।

ডেনিস্ তাহার লাঠিটা এক কোণে রাখিয়া বলিল, "আজকে ভারী সুযোগ ছিল। কিন্তু কিছুই হলো না। এ যুগের মানুষের সাহসই নেই। কিন্তু খাবার আর মদ এ দিকে নিয়ে এসেছে। আজ আমি মানুষের উপর ভারী চ'টে গিয়েছি।"

ট্যাপারটিট্ চক্ চক্ করিয়া সুরা পান করিতে করিতে বলিল, "আরে চট কেন? আরম্ভটা ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না, মিষ্টার?"

জল্লাদ বলিল, "আমাকে বুঝিয়ে দেও যে, এটা আরম্ভ —শেষ নয়। ঐ সৈনিকটা যখন ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়েছিল, সেই সময় কি লণ্ডন সহরটা আমাদের হাতে আস্‌ত না? কিন্তু তা হ'ল না। আমরা হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। হাকিম যখন হুকুম করছিলেন, বন্ধুগণ, তোমরা চ'লে যাবে ব'লে অঙ্গীকার কর, আমি এখুনি সেনাদলকে সরিয়ে নেব। অমনি আমাদের দলের লোকগুলি জয়-ধ্বনি ক'রে পোষা কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে চ'লে গেল। লজ্জায় আমার মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছে না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, আমি কেন ষাঁড় হয়ে জন্মাই নি।"

ট্যাপারটিট্ বলিল, "তা হ'লে তোমাকে বেঁধে লোক কসাই হ'ত।"

জল্লাদ বলিল, "অত সোজা নয়। আমার যদি শিং থাকত, তা হ'লে দলের সকলকে গুঁড়িয়ে দিতুম—কেবল ঐ দুজন ছাড়া।" সে বারনাবি ও হিউকে দেখাইল।

ডেনিস্ অতঃপর মাংস ও মদ লইয়া বসিল। কিন্তু তাহার মুখের অসন্তোষ-ছায়া দূরীভূত হইল না।

যাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ডেনিস্ কটূক্তি করিল, তাহারা হয় ত ডেনিসের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দিত। কিন্তু অনেকেরই উদরে সকাল হইতে এক বিন্দু আহার্য্য পড়ে নাই, রৌদ্রের উত্তাপে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাহারও মনে তখন কলহ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ছিল না। তা ছাড়া আজিকার ব্যাপারের ফলাফল কি দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধেও কাহারও নিশ্চিত কোন ধারণা ছিল না। সকলেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘণ্টা-খানেক পরে অনেকেই সেখান হইতে চলিয়া গেল। যাহারা বুটে নিয়মিত আসিত, আজ তাহারা অল্পক্ষণ পরেই সরিয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের অনেকে ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া রাত্রি ৮টার মধ্যে পান্থনিবাস খালি হইয়া গেল। শুধু ডেনিস্, হিউ ও বারনাবি সেখানে রহিল। তাহারা ৩ জনে বেঞ্চের উপর ক্লান্ত দেহ বিছাইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় সেক্রেটারী গ্যাসফোর্ড সেখানে আসিলেন।

তাহাদিগকে জাগাইয়া গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "তোমরা এখানেই আছ দেখছি!"

উঠিয়া বসিয়া ডেনিস্ বলিল, "থাকব না ত যাব কোথায়, মষ্টর গ্যাসফোর্ড?"

"না, না, তা বলছি না। রাজপথে অনেকেই আছে আমি ভেবেছিলুম, তাদের সঙ্গেই তোমরা আছ। তাদের সঙ্গে তোমরা নেই দেখে আমি খুসী হয়েছি।"

হিউ বলিল, "তা হ'লে আমাদের উপর অন্য কিছু হুকুম আছে বোধ হয়?"

"না, তা নেই। তোমরা ত তাঁবেদার নও, হুকুম দেবার আমি কে?"

ডেনিস্ বলিল, "মষ্টর গ্যাসফোর্ড, আমরা ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, তাই নয় কি?"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "ব্যাপার! সে ত শেষ হয়েছে —আমরা হেরে গেছি।"

"হেরে গেছি!"

"তাই। কেন, তোমরা কি শোননি? আমাদের পক্ষে ছ জন। বিপক্ষে ১৯২ জন ভোট দিয়েছে। সব শেষ হয়ে গেল।"

গ্যাসফোর্ড ছুরী বাহির করিয়া টুপীর সংলগ্ন ফিতা কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

ডেনিস্ ও হিউ পরস্পরের দিকে চাহিল। তার পর হিউ সেক্রেটারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল যে, টুপী হইতে ফিতা কাটিয়া ফেলিলে কি লাভ হইবে?

সেক্রেটারী বলিলেন, "এটা পরে চুপ ক'রে থাকা বা ঘুমোনো, বা পালিয়ে যাওয়া শুধু বিদ্রূপমাত্র। আর কিছু নয়, বন্ধু।"

হিউ বলিল, "আপনি আমাদের কি করতে বলেন, কর্ত্তা?"

"কিছু না, কিছু না। তোমাদের জন্ত কাজ ক'রে আমার প্রভু শুধু অপমানিতই হয়েছেন, অথচ বুদ্ধিমানের মত আমি তোমাদের কিছুই বল্‌তে পারিনি। সেনারা যখন তোমাদিগকে ঘোড়ার পায় দলছিল, তখনও কিছু বল্‌তে পারিনি। এক জন সাহসী ছোকরা এক জন সৈনিককে ঘোড়া থেকে যখন ফেলে দিয়েছিল, তখনও কোন আদেশ দিতে পারিনি। তখন সকলেরই মুখ ভয়ে মলিন হয়ে গিয়েছিল। এই ছোকরার বুদ্ধিও যেমন কম, সাহসও তেমনি বেশী। ওর জন্ত আমি দুঃখিত।"

হিউ বলিল, "দুঃখিত!"

ডেনিস প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "দুঃখিত, মষ্টর গ্যাস্‌ফোর্ড!"

"কাল সকালে হুলিয়া বেরোবে—৫শ পাউণ্ড পুরস্কার। ওকে ধ'রে দিতে পারলে ঐ পুরস্কার মিলবে। যে লোকটা লবীর দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার জন্তও ঐ রকম পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না।"

হিউ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আমরা কি করেছি যে, আজ আপনি আমাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন?"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "কিছুই না। তোমরা যদি কারারুদ্ধ হও, ঐ ছোকরাকে যদি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, ওকে যদি ফাঁসী দেয়, ওর আত্মীয়স্বজন দুঃখে মারা যাবে, তবু কিছু করবার নেই। তোমরা যে যার পথ খুঁজে দেখ।"

দরজার দিকে ধাবিত হইয়া হিউ বলিল, "চ'লে এস ডেনিস, বারনাবি।"

দরজা বন্ধ করিয়া গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "কোথায় যাবে? কি করবে?"

হিউ বলিল, "যেখানে খুসী যাব, যা খুসী করব। মষ্টর গ্যাসফোর্ড, স'রে দাঁড়ান। নইলে জানালা দিয়ে লাফ মেরে পড়ব।"

সহসা কথার স্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "হা হা হা! এমনি ভাবপ্রবণ তোমরা বটে! একটুতেই তোমরা উত্তেজিত হয়ে ওঠ। তা যাবার আগে মদ খেয়ে যাও।"

ডেনিস বলিল, "নিশ্চয়! আমাদের কারও উপর রাগ নেই। এস মষ্টর গ্যাসফোর্ডের সঙ্গে মদ খাওয়া যাক্।"

গ্যাসফোর্ড তখন মদ আনিতে আদেশ করিলেন।

সুরাপান চলিল। তখন গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "শুনলাম—কথাটা ঠিক কি না বল্‌তে পারব না, লোকগুলো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা দু একটা ক্যাথলিক গির্জ্জা আজ ভেঙ্গে ফেলতে চায়। নাম পর্য্যন্ত শুনেছি। ডিউক ষ্ট্রীটের গির্জ্জা, লিংকনস্‌ইনের ধর্ম্মমন্দির, ওয়ারউইক ষ্ট্রীট; গোল্ডেন স্কোয়ারের গির্জ্জা, তাহবে বলছে। তারা নেতা চায়, তবে কথাটা গুজব মাত্র। তোমরা বোধ হয় যাবে না?"

হিউ বলিল, "আমাদের ভয় নেই। বারনাবিরও নেই, আমারও নেই। আমরা জেলের ভয় করিনে। ওরা নেতা চায় না কি? ওহে ওঠ!"

সেক্রেটারী বলিলেন, "হা, হা, হা! কি সাহস তোমাদের! যেমন শোনা, অমনি কাজে লেগে যাওয়া! এক জন লোক—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিন ব্যক্তি সেখান হইতে পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা অদৃশ্য হইল। সেক্রেটারী হাসিতে হাসিতে চুপ করিলেন। খানিক ঘরের মধ্যে পদচারণার পর সহরের দিকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

পথ জনতায় পূর্ণ। সে দিনের ঘটনার কথা সকলেই শুনিয়াছিল। যাহারা ঘরের বাহির হইতে রাজি নহে, তাহারা দ্বারপথে দাঁড়াইয়া গল্পগুজব করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, দাঙ্গা শেষ হইয়াছে, দাঙ্গাকারীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছিল, অন্যত্র দাঙ্গা চলিতেছে। কেহ বলিল, লর্ড জর্জ্জ গর্ডনকে কারাগারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে, রাজার জীবনের উপর আক্রমণ চলিয়াছিল। সেজন্ত সেনাদল আসিয়াছিল—অনেকে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়াছে। এইরূপে মুখে মুখে নানা গল্প রটিতেছিল। এক জন ছুটিয়া আসিয়া জানাইল, বিদ্রোহীরা এই দিকে আসিতেছে। অমনই রাজপথের বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ হইয়া গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল, যেন বৈদেশিক সেনাদল সহর আক্রমণ করিয়াছে।

গ্যাসফোর্ড রাজপথে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া এই সকল গল্প শ্রবণ করিতেছিলেন। এইরূপ মিথ্যা জনরব তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল। এই ভাবে সংবাদ সংগ্রহের পর তিনি হলবরণের দিকে ফিরিবামাত্র দেখিলেন, এক দল স্ত্রীলোক দ্রুতপদে রুদ্ধনিশ্বাসে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে গোলমাল তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এই সময় লোহিত আলোকরশ্মি কতকগুলি বাড়ীর উপর পড়িতেই তিনি বুঝিলেন যে, সত্যই তাঁহার বন্ধুবর্গের কেহ কেহ সে দিকে আসিতেছে। তিনি একটি বাড়ীর দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। খোলা বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া তিনি ব্যাপারটি দেখিতে লাগিলেন।

সকলেরই হাতে প্রজ্বলিত মশাল ছিল। অনেকের মুখ সে আলোকে দেখা যাইতেছিল। জনতার হাতের দ্রব্যাদি দেখিয়া বুঝিলেন, এই দল কোনও ক্যাথলিক গির্জ্জা ইতি মধ্যেই ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা অনেক দ্রব্য

তাহারা লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। সকলেরই পরিচ্ছদ ধূলায় মলিন, অনেকের পরিধেয় ছিন্নভিন্ন। দলের পুরোভাগে হিউ, বারনাবি ও ডেনিস্‌কে তিনি দেখিলেন। তাহারা যেন তখন উন্মাদরোগগ্রস্তের মত হইয়াছে। দল চলিয়া গেল।

এমন সময় একটা হৃদয়ভেদী আর্তনাদ শোনা গেল। একদল লোক সেখানে সমবেত হইল। গ্যাসফোর্ড বুঝিলেন, এক জন নারী লুণ্ঠনরত দস্যুদলের মধ্যে তাহার পুত্রকে দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। সে রমণী বিধবা।

সেক্রেটারী বাসার দিকে ফিরিবার সময় আপন মনে বলিলেন, "এখন অনেকটা কাজের মত কাজ আরম্ভ হয়েছে দেখছি!"

৩১

এই সকল অত্যাচার গ্যাসফোর্ডের কাছে যতই কাজের মত কাজ বলিয়াই প্রতিপন্ন হউক না কেন, সে রাত্রিতে বিদ্রোহ আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। সেনাদল আসিয়া আরও অর্দ্ধ ডজন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করিল। জনতার সহিত সেনাদলের হাতাহাতি হইয়া গেল। তার পর জনতা পলায়ন করিল। তাহারা উন্মাদনায় অধীর হইলেও, তখনও পর্য্যন্ত আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষের প্রভাব, সামাজিক বন্ধনের শৃঙ্খলা তখনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যথাসময়ে রাজশক্তি হুঙ্কার হইলে সেক্রেটারীকে তীব্র নৈরাশ্য পরিপাক করিতে হইত।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে রাজপথ শূন্য এবং শান্ত হইল। সহরের দুই অংশে দিবাভাগে যে দুইটি সুন্দর অট্টালিকা ছিল, তাহার ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত আর কোথাও কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। সহরের ক্যাথলিক মতাবলম্বী ভদ্র সম্প্রদায় জনতার বিসদৃশ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভীত হইবার কোনও কারণও ঘটে নাই। সরকারের উপর তাঁহাদের একান্ত নির্ভরতা ছিল। বহুকাল ধরিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও, তাঁহারা দেশের অধিকাংশ লোকের সহিত মৈত্রী, হৃদ্যতা এবং আত্মীয়তাবন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, কেহই তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিবে না। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, যাঁহারা প্রকৃত প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী, তাঁহারা জনতার এই প্রকার স্বৈরাচারে বিন্দুমাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন।

রাত্রি একটার সময়ে গেব্রিয়েল ভার্ডেন পত্নী এবং পরিচারিকা মিগ্‌স্‌সহ বৈঠকখানাঘরে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল যে, শয়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেও, কোনও বিশেষ কারণে এত রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

মিগ্‌স্‌কে ক্রমাগত নাসিকা ঘর্ষণ এবং চেয়ারে উস্‌খুস্‌ করিতে দেখিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "মিগ্‌স্‌, শোন বাছা, তুমি ঘুমোও গে। তোমার অবস্থা ভুল বোধ হচ্ছে। যাও, মিগ্‌স্‌, ঘুমিয়ে পড় গে। আমার কথা শোন।"

মিগ্‌স্‌ বলিল, "আপনার কাপড়ের কোন বাঁধন ত খুলে দিতে হবে না, মশাই। কিন্তু ঠাকরুণের তা দরকার হবে।"

মিসেস্ ভার্ডেনের তখন বেশ ঘুম পাইতেছিল, তাই তিনি কোন কথা বলিলেন না। গেব্রিয়েলও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মিগ্‌স্‌ কিন্তু ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া মাঝে মাঝে টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। ভার্ডেন বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। এমন সময় ২টা বাজিল।

সেই সময় বাহিরের দরজায় আঘাত হইল—কেহ যেন হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে, এমনই বোধ হইল। মিগ্‌স্‌ সেই শব্দে চেয়ার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "মিম্! সিমন্ দরজায় ঘা দিচ্ছে!"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কে ও?"

পরিচিত কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি!" গেব্রিয়েল দরজা খুলিয়া দিলেন, ট্যাপারটিট্ ভিতরে প্রবেশ করিল।

তাহার পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন—মাথার টুপী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। জুতার অর্দ্ধেক দুমড়াইয়া চটিজুতার আকার ধারণ করিয়াছে। গায়ের কোট ছিন্ন, সার্টের অর্দ্ধেকটা নাই। ছোকরা শ্রান্ত, ক্লান্ত হইলেও, বেশ গম্ভীরভাবে আসনে বসিয়া চারিদিকে গর্ব্বভরে চাহিয়া দেখিল।

গম্ভীরভাবে গেব্রিয়েল বলিলেন, "সিমন্, এত রাত্রে এমন অবস্থায় আসবার হেতু কি? তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেও যে, দাঙ্গায় তুমি ছিলে না, তা হ'লে আমি সন্তুষ্ট হব।"

ট্যাপারটিট উপেক্ষাভরে বলিল, "আপনার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, মশাই!"

তালা-নির্ম্মাতা বলিলেন, "তুমি খুব মদ খেয়েছ দেখছি।"

সিম্ আত্মদমন করিয়া বলিল, "নীতির দিক দিয়ে ধরলে, আপনার কথাগুলো আপত্তিজনক এবং আপনাকে মিথ্যাবাদী ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। তবে কথার শেষের দিকটায় আপনি না জেনে শুনে সত্যটা ধ'রে ফেলেছেন।"

তালা-নির্ম্মাতা পত্নীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দুঃখভরে মস্তক আন্দোলিত করিবার সময় তাঁহার মুখে হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মার্থা, এই ছোকরা নির্ব্বোধদের দলে মেশেনি বলেই আমার বিশ্বাস। তারা আজ ভারী ক্ষতি করেছে। যদি আজ ছোকরা ওয়ারউইক ষ্ট্রীট বা ডিউক ষ্ট্রীটে—"

উচ্চৈঃস্বরে ট্যাপারটিট্ বলিল, "সে দুটার একটাতেও ছিল না।"

গেব্রিয়েল বেশ দৃঢ়স্বরেই বলিলেন, "শুনে সত্যি আমি খুসী হলুম। মাথা, ছোকরা যদি ঐ দলে থাকত, তা প্রমাণ হয়ে যেত। তা হ'লে তোমাদের ঐ মহতী সমিতি মানুষকে টেনে নিয়ে ফাঁসীকাঠে লটকে দিত। ঠিক জেন, তা হতই।"

মিসেস্ ভার্ডেন সিমনের আকৃতির ও ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বিদ্রোহীদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী তাঁহার কর্ণ-গোচর হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া তাঁহার আজ কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ছিল না। মিস্ মিগস্ করে কর মর্দ্দণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সিমন কঠোর স্বরে বলিল, "সে আজ ডিউক ষ্ট্রট বা ওয়ারউইক ষ্ট্রীটে ছিল না। তবে সে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ছিল। সম্ভবতঃ সে পল্লীর কোন পার্লামেণ্ট সদস্যকেও পদাঘাত করেছিল। এক জন লর্ডকেও সে ধাক্কা মেরেছিল, স্যার। আপনি অবাক্ হলেন দেখছি। কিন্তু লর্ডের নাক দিয়ে রক্ত ঝ'রে পড়েছিল।" তার পর পকেট হইতে একটা বড় দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "এটা এক জন বিশপের দাঁত। সাবধান, গেব্রিয়েল ভার্ডেন!"

দাঁত দেখিয়া মিগস্ ও মিসেস্ ভার্ডেন ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ভার্ডেন বলিলেন, "আমি পাঁচ শ পাউণ্ড দিলে যদি এ কাজ বন্ধ হ'ত, তা করতাম। ওরে বোকা ছেলে, তুমি জান, তোমার কি বিপদ সামনে?"

সিম্ বলিল, "জানি বৈ কি, মশাই। এই ত আমার গৌরব। আমি সেখানে ছিলুম, সবাই আমাকে দেখেছে। আমি সকলের আগেই ছিলুম। যা ঘটবার ঘটুক, আমি প্রস্তুত।"

তালা নির্ম্মাতা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও বিচলিতচিত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার কারখানার ভূতপূর্ব কার্য্যানবীশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন—

"এখন গিয়ে শুয়ে পড়। ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিয়ে যখন জাগ্‌বে, নিজের কৃত-কার্য্যের জন্য অনুতাপ করো। ঘুমুবার পর তোমার বুদ্ধি হয় ত ফিরে আস্‌তে পারে। যে কাজ তুমি কাল করেছ, তার জন্য যদি অনুতাপ মনে তোমার জাগে, তা হ'লে তোমাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবো।" তার পর পত্নীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "পাঁচটায় ওকে বিছানা থেকে তুলে দেব। তার পর স্নান ক'রে বেশ বদলে ওকে গ্রেভসেণ্ডএ নিয়ে যাব। সেখান থেকে নৌকায় উঠে ও চ'লে যাবে। ওর খোঁজ পড়বেই, তার আগেই ও নিরাপদে ক্যাণ্টারবেরিতে পৌঁছে যাবে। তোমার খুড়তুতো ভাইকে লিখে দেব, তিনি ওকে কাজ দেবেন। তার পর গণ্ডগোল মিটে গেলে—যাহা হয় করা যাবে। অবশ্য ও যে কাজ করেছে, তাতে ওকে রক্ষা করা যুক্তি-সঙ্গত নয়—ওর শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু এ বাড়ীতে ও অনেক দিন আছে—১২ বছর এখানে রয়েছে। এক দিনের দুষ্কার্য্যের জন্য ও যদি শাস্তি পায়, সেটা বড় দুঃখের হবে। মিগ্‌স্, সদর দরজা বন্ধ ক'রে এস। কোন আলো জেলো না। রাস্তা দিয়ে যেন কেউ আলো দেখ্‌তে না পায়। সিমন্, তাড়া তাড়ি কর—শুয়ে পড়।"

মিঃ ট্যাপারটিট্ ধীরে ধীরে বলিল, "মশাই, আপনি কি মনে করেন যে, আপনার এই হীন প্রস্তাবে আমি সম্মত হব?—স্বধর্ম্মত্যাগী, নাস্তিক!"

"যা বল্‌তে চাও, বল, সিম্। কিন্তু তুমি এখুনি শুয়ে পড়। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত মূল্যবান্। মিগস্, আলোটা এ দিকে আন।"

দুই জন নারীই বলিয়া উঠিল, "তাই কর—শুয়ে পড়, এখুনি।"

ট্যাপারটিট্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেয়ারখানা সরাইয়া দিল। যেন সে কাহারও সাহায্য চাহে না, এমনইভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মিগ্‌সের কথা বলছেন, স্যার! মিগস্‌কে চূর্ণ ক'রে ফেল্‌ব।"

যুবতী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ও সিমন! মিম! ও আমাকে যা তা বল্‌ছে!"

ট্যাপারটিট্ বলিল, "এই পরিবারের সবাই চূর্ণ হবে। শুধু মিসেস্ ভার্ডেনের কিছু হবে না। আজ রাত্রি আমি ওঁকে রক্ষা করবার জন্যই এসেছি। এই কাগজখানা আপনি রাখুন, মিসেস্ ভার্ডেন। এ দেখালে আপনি রক্ষা পাবেন। এ কাগজখানার দরকার হবে।"

এই বলিয়া সে একখানা ময়লা কাগজ উঁচু করিয়া ধরিল। গেব্রিয়েল তাহার হাত হইতে উহা লইয়া পড়িলেন—

"আমাদের দলের লোক বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, খাঁটি প্রোটেষ্টাণ্টের সম্পত্তি প্রভৃতির যেন কোন ক্ষতি না হয়। আমি জানি, এই বাড়ীর স্বত্বাধিকারী আমাদের ব্যাপারের হিতকামী বন্ধু।

জর্জ্জ গর্ডন।"

তালা-নির্ম্মাতার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বলিলেন, "এ সব কি?"

সিম্ বলিল, "এতে তোমার উপকার হবে। দেখতে পাবে পরে। ওটা বন্ধ ক'রে রেখে দিও। দরকার হলেই টেনে বার করো। দরজায় লিখে রেখো, 'পোপ চাইনে।' এক সপ্তাহ ধ'রে এই রকম লিখে রেখো।"

তালা-নির্ম্মাতা বলিলেন, "দলিলটা খাঁটি বটে। এ হাতের লেখা আমি চিনি। এতে কি ভয় দেখান হচ্ছে? কি শয়তানী মতলব চলছে?"

সিম্ বলিল, "ভীষণ শয়তান কাজে নেমেছে। তাদের বাধা দিতে গেলেই মারা যাবে। আগে থেকেই সতর্ক ক'রে গেলুম, জি, ভার্ডেন। এখন বিদায়!"

কিন্তু দুই জন নারীই তাহার পথে বাধা দিয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ মিগ্‌স্ তাহাকে দেওয়ালে চাপিয়া ধরিল। সে তাহাকে নানা কথায় বাধা দিতে লাগিল। এমন অবস্থায় তাহাকে কেহ বাহিরে যাইতে দিবে না।

ট্যাপারটিট বলিল, "আমি সঙ্কল্প স্থির করেছি। আমার জন্মভূমি—ক্ষত-বিক্ষতদেহ জন্মভূমি আমায় ডাকছে, আমাকে যেতে হবে! মিগস্, তুমি যদি পথ ছেড়ে না দেও, আমি তোমাকে চিমটি কাটব বলছি।"

মিগস্ বিদ্রোহীকে ছাড়িয়া দিল না। কিন্তু সে চীৎকার করিয়া উঠিল। অবশ্য সিম্ তাহার কথামত কাজ করার জন্য কি না, তাহা বুঝা গেল না।

মিগ্‌সের পবিত্র অথচ মাকড়সার ন্যায় আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য সিমন চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "ছেড়ে দেও আমায়, ছাড় বলছি। আমি তোমার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেছি, তুমি সুখেই থাকবে। এতে তোমার তৃপ্তি হবে না?"

মিগ্‌স্ চীৎকার করিয়া বলিল, "সিমন্! ও সিমন্! মিম্! আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখুন!"

ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া সত্যই সে মানসিক যন্ত্রণার নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মিগ্‌সের কাতরতার প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া সিম্ বলিল, "আমি চল্লুম, মশাই। উপরে আমার জিনিষপত্র বাক্সে আছে। তা নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছে করতে পারেন। ওসবে আমার দরকার নেই। আর আমি এখানে ফিরে আসছি না। আপনি এখন নিজের ব্যবস্থা করুন। আমি এখন দেশের কাজে লেগে গেলুম। সেই আমার পথ।"

দরজার পথ বন্ধ করিয়া গেব্রিয়েল বলিলেন, "সে যা হয় দু ঘণ্টা পরে করো। এখন চট্ ক'রে গিয়ে শুয়ে পড়। আমার কথা শুনছ? যাও, শোও গে।"

সিমন ট্যাপারটিট্ উত্তর করিল, "আমি শুনছি, কিন্তু ভার্ডেন, তোমার কথা গ্রাহ্য করলাম না। আজ রাত্রে পল্লী অঞ্চলে আমার কাজ আছে। যে অভিযান আরম্ভ হবে, তা শুনলে তোমার মন বিস্ময়ে ও ভয়ে ভ'রে উঠবে। আমাকে সে কাজে যেতেই হবে। ছেড়ে দেও আমাকে।"

তালানির্ম্মাতা বলিলেন, "দরজার কাছে এলেই আমি কিন্তু তোমাকে মাটিতে ফেলে দেব। যাও, শুয়ে পড় গে।"

কোনও উত্তর না দিয়া সিমন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, পর-মুহূর্তে সে তাহার মনিবের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর উভয়ে কারখানা-ঘরের দিকে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে চলিল। মিগস্ ও মিসেস্ ভার্ডেন চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুই জনের চীৎকার যেন এক ডজনের চীৎকারের মত শোনা গেল।

ভার্ডেন অতি সহজেই সিমকে কায়দা করিতে পারিতেন; কিন্তু পাছে সিম্ আহত হয়, এজন্য তিনি কৌশলে তাহার আঘাত এড়াইয়া যাইতেছিলেন। খানিকক্ষণ এই ভাবে চলিলে ছোকরা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তিনি ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিমের শারীরিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে একটু ভুল করিয়াছিলেন। মত্ততা বশতঃ অনেক সময় হাঁটিতে না পারিলেও দৌড়াইতে পারা যায়। সিম পড়িয়া যাইবার অভিনয় করিবামাত্র যেমন ভার্ডেন তাহাকে পতনবেগ হইতে রক্ষা করিতে যাইবেন, অমনই সে দৌড়াইয়া তাঁহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। ভার্ডেনও তাহাকে ধরিবার জন্য তাড়া করিলেন।

ভার্ডেন দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারিতেন; কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ কিছুদূর দৌড়াইবার পর সিম্ তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিল। অগত্যা ভার্ডেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন। সিম্‌ও ছুটে গিয়া আশ্রয় লইল।

ভার্ডেন আপন মনে বলিলেন, "যাও সিম্। তোমায় ধ্বংসপথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা আমি করেছিলুম। কিন্তু তা হবার নয়। ছেলেটা ফাঁসীকাঠে প্রাণ দেবে দেখছি।"

দুঃখিত-চিত্তে ভার্ডেন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পত্নী ও মিগস্ উৎকণ্ঠাভরে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মিসেস্ ভার্ডেন এখন ভাবিতেছিলেন যে, তিনি এত দিন উক্ত সমিতিকে সাহায্য করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। চারিদিকে যে সব উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিতেছে, ইহার জন্য তিনিও দায়ী। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার স্বামী এখন তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য উপহাস করিতে পারেন। এই কথা ভাবিবামাত্র মিসেস্ ভার্ডেনের মুখমণ্ডল বিরস হইল। তিনি তাঁহার চেয়ারের নীচে ক্ষুদ্র লাল ইটের প্রাচীরবিশিষ্ট পীতবর্ণের ছাদওয়ালা ক্ষুদ্রকায় বাড়ীটা লুকাইয়া রাখিলেন। কারণ, পাছে ঐ বিষয়ের আলোচনা ঘটে, ইহা তিনি এড়াইতে চাহেন।

তালাচাবিনির্ম্মাতা বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু ঐ বাড়ীটির বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। তিনি গৃহের চারিদিকে চাহিয়া উহা দেখিতে পাইলেন না। তখন পত্নীকে উহা বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

মিসেস্ ভার্ডেন উপায়ান্তর না দেখিয়া উহা বাহির করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি সে সময়ে এমন কথাও বলিলেন যে, যদি তিনি জানিতেন, এমন ব্যাপার ঘটিবে—

বাধা দিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "তা জানি, তা জানি। আমি তোমাকে সে জন্ত তিরস্কার করছি না, প্রিয়তমে! তবে এ কথাটা মনে রেখ, ভাল জিনিষকে মন্দ দিকে নিয়ে গেলে এত মন্দ হয় যে, প্রকৃত মন্দ জিনিষ তত মন্দ হ'তে পারে না। যে মেয়েমানুষ বজ্জাত, সে বজ্জাতই হয়ে থাকে। ধর্ম্মকে যখন ভ্রান্তপথে টেনে নেওয়া যায়, তখন সে মন্দই হয়। যাক্, এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।"

ভার্ডেন তখন ঐ ক্ষুদ্রকায় অট্টালিকাটি মেঝের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তার পর উহার উপর পা তুলিয়া দিয়া তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। উহার মধ্যে দুই চারি পয়সা করিয়া যাহা জমা ছিল, তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু কেহই উহা তুলিয়া লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

ভার্ডেন বলিলেন, "ওটার ত খুব সহজেই ব্যবস্থা করা গেল। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ঐ সমিতি থেকে যা কিছু জন্মেছে, সব যেন এই রকম সহজেই মীমাংসা লাভ করে।"

চোখে রুমাল চাপিয়া মিসেস্ ভার্ডেন বলিলেন, "ভার্ডেন, যদি ভবিষ্যতে আরো গণ্ডগোল বাধে—অবশ্য আমার মনে হয়, তা হবে না—"

"প্রিয়তমে, আমিও তাই মনে করি।"

"যদি কোন গোলযোগই ঘটে, তা হ'লে ঐ মতিভ্রান্ত ছেলেটা যে কাগজখানা এনেছিল, সেখানা আমাদের কাছে ত আছে।"

গেব্রিয়েল সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছ। সে কাগজখানা কোথায়?"

মিসেস্ ভার্ডেন উহা স্বামীর হাতে দিবার পর তিনি যখন উহা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, তখন ভার্ডেন-পত্নী বিবর্ণমুখে চাহিয়া রহিলেন।

"ওটা ব্যবহার করবে না?"

তালা-চাবিনির্ম্মাতা বলিলেন, "ব্যবহার করব! না! তারা আসুক, এসে আমার বাড়ী ভেঙ্গে ফেলুক। তারা এসে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারুক। ওদের নেতার সাহায্য আমি নেব না, বাইরে খড়ির দাগ দিয়েও লিখব না। এজন্ত যদি আমারই দরজার গোড়ায় তারা আমায় গুলী ক'রে মারে, কুছপরোয়া নেই। করুক তা তারা! যথাসাধ্য তারা ক'রে দেখুক। প্রথম যে আমার কাছে এগিয়ে আসবে, সে যেন আমার কাছ থেকে এক মাইল দূরে থাকে। একবার ক'রে দেখুক না। আমি ওদের দয়া নেব না, কখনই না। মার্থা, তুমি শুয়ে পড় গে। আমি খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে এখন কাজ করব।"

পত্নী বলিলেন, "এখনই কাজে লাগবে?"

"হ্যাঁ, তাই। তারা যখনই আসুক, দেখবে, আমি প্রস্তুত আছি। আমি লুকিয়ে থাকব না। যাক্, তুমি শোও গিয়ে—ভাল ক'রে সুখের স্বপ্ন দেখতে থাক!"

পত্নীর গণ্ডদেশে সস্নেহে চুম্বন করিয়া ভার্ডেন তাঁহাকে আর বিলম্ব করিতে নিষেধ করিলেন। মিসেস্ ভার্ডেন প্রসন্নচিত্তে, কিন্তু কুণ্ঠিত চরণে উপরতলে চলিলেন। মিগ্স্ তাঁহার অনুসরণ করিল। ইতিমধ্যে সেও অনেকটা ধাতস্থ হইয়াছিল। উপরে যাইবার সময় মাঝে মাঝে কাসিয়া লইতেছিল। মনিবের সাহস দেখিয়া সে ভীষণ বিস্মিত হইয়াছিল।

৫২

জনতা, বিশেষতঃ বড় সহরের জনতার স্বরূপ বুঝিতে পারা অত্যন্ত কঠিন। কোথা হইতে জনতা বর্দ্ধিত হয়, আবার কেমন করিয়া হ্রাস পায়, তাহা বলা সহজ নহে।

শুক্রবার প্রাতঃকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ডিউক ষ্ট্রীট ও ওয়ারউইক্ ষ্ট্রীটে রাত্রিকালে গির্জ্জা ধ্বংস করিবার সংকল্প করিয়াছিল। সহরে অলস, নিষ্কর্ম্মা লোকের সংখ্যা অধিক। ঐ দুই স্থানে তাহারা সমবেত হইয়াছিল।

"বুট"ই দাঙ্গাকারীদিগের প্রধান শিবির হইয়াছিল। আজ শুক্রবারের রাত্রিতে সেখানে এক ডজনের অধিক লোক ছিল না। কেহ কেহ আস্তাবল ও বাহিরের কামরায় শয়ন করিয়াছিল। বাকি সব লোক স্ব স্ব গৃহে শয্যালীন ছিল। সন্নিহিত মাঠ এবং গলির মধ্যে বিশ জনের অধিক লোক ছিল না।

এক দিনের অভিজ্ঞতায় দাঙ্গাকারীদিগের লোক বুঝিয়াছিল যে, তাহারা একবার পথে বাহির হইলেই সকল প্রকার সাহায্য পাইবে। এজন্ত তাহাদের বুক বলিয়া গিয়াছিল। সমস্ত শনিবারটা তাহারা চুপচাপ রহিল। রবিবার দিবস তাহারা লোকজনকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিল—আহ্বানমাত্রেই যেন তাহারা সাড়া দেয়।

রবিবার দিবস তৃণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ডেনিস হিউকে বলিল, "বোধ হয়, মষ্টর গ্যাসফোর্ড এক দিন বিশ্রামের অবকাশ দিয়েছেন? হয় ত আবার কাজে লেগে যেতে হবে, কি বল?"

হিউ প্রত্যুত্তরে বলিল, "তিনি চুপ-চাপ থাকবার লোক নন। আমার এখন গা ঝাঁড়া দেবার মতলব নেই। আমার সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে।"

ডেনিস হিউয়ের চুলভরা মাথার দিকে প্রশংসমান-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি বাবা পাকা শয়তান! দরকার না হলেও নিজের শরীরকে তুমি আহত করেছ! কারণ, সকলের আগে দাঁড়িয়ে তুমি কাজ করতে চাও।"

হিউ বলিল, "তা যদি বল্‌লে, তা হ'লে আমার চাইতেও কাজের লোক ঐ বারনাবি। ও একাই দশ জনের কাজ করেছে।"

"তা সত্যি। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় না যে, ও এত বড় কাজের লোক। দেখ না, এর মধ্যেই উঠে স্নান সেরে ফেলেছে। এত বড় ব্যাপার গেল, তা যেন খেয়ালই নেই। ছোকরা ভারী ছিম্‌ছাম্, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

বারনাবি তখন পতাকা হস্তে প্রহরীর ন্যায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল।

হিউ বলিল, "বারনাবির মত লোক পাওয়া যাবে না। বিশ্রাম না করেই ও সব সময়ে কাজ করতে প্রস্তুত। ওর আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজনই হয় না। তাই আমি ওকে দরজায় চৌকী দেওয়ার জন্য রেখেছি।"

ডেনিস্ বলিল, "নিশ্চয় তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে। কি ভাই, বল না?"

হিউ বলিল, "তা আছে। আমাদের সর্দার কাল সকালে মদে চুর হয়ে বসেছিল। কাল রাত্রেও তাই করেছে।"

ট্যাপারটিটের দিকে ডেনিস চাহিয়া দেখিল। সিম তখন তৃণরাশির উপর নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল।

হিউ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাদের সর্দারজীর সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ হয়েছে। আগামী কাল ওকে নিয়ে একটা বড় রকমের অভিযান করা যাবে। তাতে বেশ লাভের আশা আছে।"

করে কর মর্দ্দন করিয়া ডেনিস বলিল, "পোপের দলের বিরুদ্ধে ত?"

"হ্যাঁ, ভাই। ওদের এক জনের বিরুদ্ধে। তার উপর আমাদের কারও কারও—বিশেষতঃ আমার রাগ আছে।"

হাস্যোৎফুল্ল-মুখে ডেনিস বলিল, "মষ্টর গ্যাসকোর্ডের সেই বন্ধুটি ত? আমার বাসায় ব'সে যার কথা হয়েছিল, তার সম্বন্ধে ত?"

হিউ বলিল, "হ্যাঁ, সেই।"

ডেনিস করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "খুব ভাল হবে। প্রতিশোধ, ক্ষতি সবই চাই। তার পর বল?"

হিউ বলিল, "হা, হা, হা! সর্দারজী সেই গোলমালে একটি মেয়ে-মানুষকে সরিয়ে ফেল্‌তে চায়। হা, হা, হা! আমারও এক জন আছে।"

এ কথায় ডেনিস তেমন প্রসন্ন হইতে পারিল না। নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কোন আগ্রহ ছিল না। সে জানিত, মেয়েমানুষ হাত পিছলাইয়া সরিয়া পড়ে। উহাদের উপর নির্ভর করা চলে না। কিন্তু ডেনিস্ একটা কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। এ সকল ব্যাপারে বারনাবিকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিবার কি সম্ভব আছে? তাহার এ প্রশ্নের উত্তরে হিউ খুব সতর্ক কণ্ঠে বলিল—

"যাদের ওখানে আমরা যাব, তারা বারনাবির বন্ধু। ও যদি জান্‌তে পারে, আমরা তার অনিষ্ট করতে যাচ্ছি, তা হ'লে ও আমাদের আর বন্ধু থাকবে না। বরং তাদের সাহায্য করতে লেগে যাবে। তাই আমি ওকে বুঝিয়েছি যে, লর্ড জর্জ্জ, বেছে বেছে তার ওপরেই এখানকার পাহারা দেবার ভার দিয়েছেন। আমরা এখানে কাল থাক্‌ব না, ও এখানে পাহারা দেবে। ও ভেবেছে, এটা খুব গৌরবের কথা। তাই ও দ্বাররক্ষার ভার নিয়ে রয়েছে। হা, হা! আমি কি রকম সাবধানী, তা বুঝে দেখ!"

ডেনিস তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের অভিযানের—"

হিউ বলিল, "সব শুন্‌তে পাবে। সর্দারজী সব বল্‌বে। ঐ দেখ, ওর ঘুম ভেঙ্গেছে। ওহে সিংহরাজ, ওঠ, ওঠ! সর্দারজী পেট ভ'রে মদ খেয়ে নাও।"

ট্যাপারটিট্ এ সব কথা শুনিয়া খুব খুসী হইতে পারিল না। কারণ, উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি ধরিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করার ফলে তাহার শরীর ও মন ভাল ছিল না। সে পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল। অবশেষে হিউয়ের সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। কলের নীচে মাথা রাখিয়া স্নান করিবার পর সে অনেকটা সুস্থ হইল। তার পর রম্ ও দুগ্ধ আনিবার হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুটও আসিল। ডেনিস্, হিউ ও সিম্ তিন জনে প্রাণ ভরিয়া আহার করিতে লাগিল, কিন্তু বারনাবিকে কেহ আহারের জন্য আহ্বান করিল না। তিন জনে বসিয়া বসিয়া নানা পরামর্শ করিল। তার পর তিন জনে বারনাবিকে গিয়া বলিল যে, তাহারা পথে গিয়া একটু জনসাধারণকে উৎসাহ দিয়া আসিবে। সে যদি ইচ্ছা করে, তাহাদের অনুগামী হইতে পারে।

কোনও রূপ আয়োজন না করিয়া, তিন জনে শুধু লাঠি হস্তে বাহির হইয়া গেল। পথে ভবঘুরে লোকের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তাহারা তিন জন তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া ছোট-খাট অনিষ্টকর কার্য্যে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। ক্রমেই সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ওয়েলবেক ষ্ট্রীটের মাঠে সকলে সমবেত হইবে, এইরূপ কথা হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দলের সহিত হিউ ও বারনাবি ছিল। এই দল মুরফিল্ডসের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে একটি গির্জ্জা ছিল। গির্জ্জায় বহুমূল্যবান্ সম্পত্তিও ছিল। সন্নিহিত স্থানে বহু ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার বাস করিত।

জনতা অনেকের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া উন্মত্ত জনতা অভ্যন্তরস্থ দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ৫০ জন দৃঢ়চেতা লোক এই জনতার গতিরোধ করিতে পারিত; এক দল সশস্ত্র সেনা তাহাদিগকে ধূলার ন্যায় উড়াইয়া দিতে

পারিত ; কিন্তু কেহ বাধা দিল না। কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। উন্মত্ত জনতা বিনা বাধায় তাহাদের তাণ্ডব-লীলা চালাইতে লাগিল।

জনতা মূল্যবান্ লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি রাখিয়া বাকি সব আগুনে পুড়াইয়া দিল। পুরোহিতদিগের পরিচ্ছদ, ঋষিদিগের প্রতিমূর্তি, তৈজসপত্র প্রভৃতি সবই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। জনতা অগ্নি-কুণ্ডের ধারে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ তাহাদিগকে বাধা দিল না।

জনতার প্রধানাংশ শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্রমশঃ গ্যাসফোর্ডের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের কীর্তি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

হিউ তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "কর্তা, এ কি ভাল হচ্ছে না ?"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "না। ভাল হচ্ছে না।"

হিউ বলিল, "তবে আপনি কি চান ? একসঙ্গেই জ্বর প্রবলভাবে দেখা দেয় না। ধীরে ধীরে জ্বরের উত্তাপ বাড়ে।"

গ্যাসফোর্ড তাহার হাতে চিমটি কাটিয়া বলিলেন, "তোমাদের কাজের কোন মানে নেই। নির্বোধের দল! ছেঁড়া কাপড় পুড়িয়ে কি লাভ ? একটা আস্ত জিনিষ পুড়িয়ে ফেল্‌তে পারলে কই ?"

হিউ বলিল, "একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন, কর্তা। কয়েক ঘণ্টা দেরী করুন, তখন দেখতে পাবেন। কাল রাত্রে আকাশের প্রান্ত লাল হয়ে উঠবে, দেখতে পাবেন।"

এই কথা বলিয়া সে বারনাবির পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সেক্রেটারী যখন তাহাদের দিকে চাহিলেন, তখন তাহারা জনতার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

৫৩

পরদিবস চারিদিকের গির্জ্জায় ঘণ্টা-সমূহ মধুর শব্দে বাজিয়া উঠিল। বহু গির্জ্জায় পতাকা উড্ডীন হইল। রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে এই উৎসব। প্রত্যেক লোক যে যাহার কার্য্যে বাহির হইয়া পড়িল। কেহ তখনও ভাবিতে পারে নাই যে, রাত্রিতে সহরে কোন প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার নেতারা গত রাত্রির সাফল্যে আরও স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া তাহাদের বুক আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। সে সময়ে কর্তৃপক্ষ কোনও পুরস্কার ঘোষণা করিলেও জনতার কেহ কোনও নেতাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিত না। তবে বহু লোকই নেতাদিগের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়াছিল। প্রমাণের কোনও অভাব হইত না।

লুণ্ঠনের স্বাদ পাইয়া বহু লোক তাহাদের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছিল। মনিবের শাকাক্তেই তাহারা লুঠ-তরাজ করিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা চরম সীমায় উঠিয়াছিল। অনেকেরই মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, সরকার তাহাদের সহিত রফা করিতে বাধ্য। সরকারকে তাহারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কাহারও কাহারও মনে এমন আশা জন্মিয়াছিল যে, দুষ্কৃতকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, সরকার কখনই এত লোককে শাস্তি দিতে সাহস করিবেন না। জনতার অধিকাংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত। তাহারা ক্ষতি করারই ভক্ত এবং লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে প্রবল বলিয়াই এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছিল।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। ওয়েষ্টমিনিষ্টারে প্রথম দাঙ্গার পর শৃঙ্খলা এবং কার্য্যপদ্ধতি অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুই দলে জনতা বিভক্ত হইয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তখন কোন স্থির লক্ষ্য লইয়া কেহ কাজ করে নাই। হাতের মাথায় যে কেহ নেতা সাজিয়া যাহা করিতে বলিয়াছিল, জনতা সেই অনুসারেই কাজ করিয়াছিল। চলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দল পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আপনা হইতেই নেতা গজাইয়া উঠিয়াছিল এবং কার্য্যসমাপ্তির পর নেতার তিরোধান ঘটিয়াছিল। স্থিরমস্তিষ্ক শ্রমিক দিনান্ত পরিশ্রমের পর যন্ত্রপাতিসহ ঘরে ফিরিতেছে, এমন সময় জনতার সহিত দেখা। সে অমনই ঝুলি ফেলিয়া ধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য্যে লাগিয়া গেল। এই ভাবেই মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এইভাবে সংক্রামকতা সমস্ত সহরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অপরাহ্ন দুইটা তিনটার সময় গ্যাসফোর্ড গত অধ্যায়ে বর্ণিত স্থানে গমন করিয়া শুধু ডেনিস্ ও বারনাবিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, হি[illegible] কোথায় ?

বারনাবি তাঁহাকে জানাইল যে, হিউ বাহিরে গিয়াছে। এক ঘণ্টারও অধিকক্ষণ হইল সে বাহিরে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

সেক্রেটারী বেশ প্রশান্তকণ্ঠে ডাকিলেন, "ডেনিস্!"

জল্লাদ কোনও মতে উঠিয়া বসিল এবং বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইল।

ঘাড় নাড়িয়া সেক্রেটারী বলিলেন, "কেমন আছ, ডেনিস্ ? আশা করি, সাতদিনের পরিশ্রমের ফলে তোমার কোন অসুবিধা হয় নি, ডেনিস্ ?"

জল্লাদ বলিল, "আপনার সম্বন্ধে আমি সব সময়েই এই বল্‌তে চাই যে, আপনি এমন স্থিরভাবে কথা বলেন, তাতে মরা মানুষও জেগে ওঠে। এমন ধূর্ত আপনি !"

"খুব সত্যই কিন্তু ; নয় কি ডেনিস্ ?"

সেক্রেটারীর মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ডেনিস্ বলিল, "স্পষ্ট ! এত স্পষ্ট যে, আমার

হাড়ের ভিতরেও আপনার কথা প্রবেশ করে, মষ্টর গ্যাস-ফোর্ড।"

তেমনই অপরিবর্ত্তনীয় কণ্ঠে সেক্রেটারী বলিলেন, "তোমার শ্রবণশক্তি যে এত তীক্ষ্ণ, এটা জেনে আমি খুশী হলুম। আমি যে তোমাদের বোঝাতে পেরেছি, এজন্য আমি খুসী। তোমার বন্ধুটি গেলেন কোথায়?"

ডেনিস্ ভাবিয়াছিল, তাহার বন্ধুকে সে তৃণ-শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহার মনে পড়িল, হিউকে সে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিল।

সে বলিল, "মষ্টর গ্যাসফোর্ড, সে কোথায় গেছে, তা জানিনে। এতক্ষণে সে ফিরে আসবে ভেবেছিলাম। আমাদের কাজ করবার সময় এখনও আসেনি, মষ্টর গ্যাসফোর্ড।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "সে তোমরাই ভাল জান। সে কথা আমি কি ক'রে বলবো, ডেনিস্? তোমাদের কাজের জন্য—তোমরাই দায়ী, অন্য কারও কাছে তোমরা জবাবদিহী করতে বাধ্য নও। তবে আইনের কাছে মাঝে মাঝে তোমরা দায়ী আছ বটে।"

ডেনিস্ সেক্রেটারীর এইরূপ ব্যবহারে যেন একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে কথা কহিতে যাইতেছিল, এমন সময় বারনাবি বলিল, "চুপ!"

জল্লাদ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, চুপ করুন। বারনাবি, ব্যাপার কি?"

সে বলিল, "আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঐ শুনুন তার পায়ের শব্দ! আমি ওর পায়ের শব্দ, ওর কুকুরের পায়ের শব্দ চিনি। ওরা দুজনেই আসছে। হা, হা, হা!—ঐ যে ওরা আসছে।"

বারনাবি দুই বাহু তুলিয়া অভিনন্দিত করিল। তার পর বলিল, "এই যে ও এসেছে। হিউ, তোমাকে ফিরতে দেখে আমি ভারী খুশী হয়েছি।"

বারনাবির করকম্পন করিয়া হিউ বলিল, "সব সময়েই ও আমাকে প্রাণ ঢেলে অভিনন্দন করে। কেমন আছ তুমি?"

মাথার টুপী আন্দোলিত করিয়া বারনাবি বলিল, "খুব ভাল! হা, হা, হা! খুব খুসীতে আছি, হিউ! যা বলবে, তাই করতে প্রস্তুত।"

গ্যাস্ফোর্ডের দিকে চাহিয়া হিউ বলিল, "নমস্কার, কর্ত্তা।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "আমিও তোমাদের শুভ কামনা করছি। সারা বছর ধ'রে তোমরা ভালভাবে কাটাও, এই কামনা আমার। তুমি খুব উত্তেজিত দেখছি।"

মুখের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া হিউ বলিল, "আমি যে রকম তাড়াতাড়ি এসেছি, আপনি হলেও তাতে এমনি উত্তেজিত হতেন, কর্ত্তা।"

"তা হ'লে খবর তুমি জান? হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলুম, তোমরা সবই শুনেছ।"

"খবর? কিসের খবর?"

সবিস্ময়ে ভ্রূভঙ্গীসহকারে গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "জান না? কি আশ্চর্য্য! শোন তবে। তোমাদের যে পদমর্য্যাদালাভ ঘটেছে, সে সংবাদ আমিই তা হ'লে তোমাদের জানিয়ে দেই। রাজার ঘোষণা দেখনি?" বলিয়া তিনি একখানি ঘোষণাপত্র পকেট হইতে বাহির করিলেন।

হিউ বলিল, "ওতে আমার কি হবে?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "প'ড়ে দেখ, অনেক কিছু পাবে!"

অধীরভাবে হিউ বলিল, "আমি ত প্রথমেই আপনাকে বলেছিলুম যে, আমি লেখাপড়া কিছু জানিনে। কি আছে ওতে, বলুন না?"

গ্যাস্ফোর্ড বলিলেন, "সপারিষদ রাজার ঘোষণাপত্র এটা। আজকের তারিখে দেওয়া। এতে ৫শ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—অনেক টাকা—অনেক লোক এই টাকার লোভে ধরিয়ে দিতে পারে। গত শনিবার রাত্রিতে যারা গির্জ্জা ধ্বংস করেছিল, তাদের মধ্যে যারা নেতা, তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।"

উপেক্ষাভরে হিউ বলিল, "এই কথা ত? ও আমি জানি।"

ঘোষণাপত্র ভাঁজ করিতে করিতে গ্যাস্ফোর্ড হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে জান, তা আমিও জানতাম। তোমার বন্ধু এ কথা তোমাকে জানিয়েছেন ব'লে আমার ধারণা ছিল।"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া হিউ বলিল, "আমার বন্ধু! কে তিনি?"

ধূর্ত্ততাপূর্ণদৃষ্টিতে হিউয়ের দিকে চাহিয়া গ্যাসফোর্ড তাহার পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করিলেন। তার পর বলিলেন, "থাম—থাম—তুমি কি মনে কর, কোথায় তুমি গিয়েছিলে, তা আমি জানিনে? আমাকে এমন বোকা তুমি ভাব কেন? তাঁর নাম করব আমি?"

ডেনিসের দিকে চাহিয়া হিউ বলিল, "না।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তুমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছ হয় ত যে, যাদের দাঙ্গাকারী ব'লে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের বিচার হবে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরও অভাব হবে না। তাদের মধ্যে—" দাঁতে দাঁত ঘষিয়া গ্যাস্ফোর্ড বলিলেন, "তাদের মধ্যে এক জন ক্যাথলিক ভদ্রলোক আছেন, তাঁর নাম হেয়ারডেল।"

হিউ তাঁহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সেক্রেটারী নাম করিয়া ফেলিলেন। সে নাম শুনিবামাত্র বারনাবি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

হিউ তাড়াতাড়ি বারনাবির হাতে পতাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "কর্ত্তব্য, বীর বারনাবি, কর্ত্তব্য! আর দেরী করো না, দরজায় গিয়ে পাহারা দেও। আমরা এখুনি কাজে বেরিয়ে যাব। ডেনিস, উঠে পড়, তৈরী হয়ে নেও! বারনাবি, দেখ ভাই, কেউ যেন আমার বিছানার খড় সরিয়ে না ফেলে। ওর নীচে কি আছে জান ত? কর্ত্তা, আর দেরী নয়, চলুন। যা বলবার আছে, তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলুন। কারণ, ক্ষুদে সর্দ্দার আর দলবল সবাই মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতীক্ষা তারা করছে। তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে। চট্‌পট্!"

বারনাবি হতবুদ্ধি হইয়া গেল। হেয়ারডেলের নাম শুনিবামাত্র সে সবিস্ময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হিউয়ের বাক্যপ্রবাহে সে কথা তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে দ্বারে পাহারা দিবার জন্য সগর্ব্বে দাঁড়াইল।

হিউ মৃদুস্বরে সেক্রেটারীকে বলিল, "এখুনি আমাদের সব মতলব আপনি নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন আর কি, কর্ত্তা। আপনাদের মত লোকের এ রকম করা উচিত হয়নি।"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "ও যে এত তাড়াতাড়ি সব বুঝে উঠ্‌বে, তা ভাবিনি।"

হিউ বলিল, "সময় সময় ও খুব তাড়াতাড়ি বুঝতেও পারে। ডেনিস্, সময় হয়েছে, চল, আমরা যাই। আমার কোমরবন্ধ ও লাঠিটা দেও। কর্ত্তা, এটা আমার বুকে ভাল ক'রে এঁটে দিন ত—খুব তাড়াতাড়ি করুন।"

সেক্রেটারী উহা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "তুমি খুব চট্‌পট।"

"আজ সেটা দরকার। সামনে জরুরী কাজ রয়েছে।"

গ্যাসফোর্ড বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাই না কি?"

ইহাতে হিউ খুব চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, আপনি কি তা জানেন না? আমি ত' জানি, আপনি খুব ভালই তা জানেন। আমাদের বিরুদ্ধে যাতে কেউ সাক্ষ্য না দিতে পারে, তার জন্য আজ একটা ভয়ানক দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে, তা জানেন না?"

গ্যাসফোর্ড বলিলেন, "তুমি ও আমি ত জানিই। তা ছাড়া আর এক জন লোকও সেটা ভাল ক'রে জানেন।"

হিউ বলিল, "সেই ভদ্রলোকের কথা ত? হ্যাঁ, তিনি সবই জানেন, কর্ত্তা; আপনার কাজ শেষ হয়েছে ত?"

"হয়েছে। এখন তোমরা যাচ্ছ ত?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি, কর্ত্তা। কিছু বলবার আছে?"

গ্যাসফোর্ড মধুরভাবে বলিলেন, "না, না, কিছুই নেই!"

"ঠিক বলছেন?"

গ্যাসফোর্ড মুহূর্ত্ত থামিলেন। তার পর উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বন্ধু, তোমরা আমার কথাটা ভুলবে না বোধ হয়। সেই লোকটার সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, তা মনে রেখ। দয়া, বিন্দুমাত্র করুণা কাকেও দেখাবে না। দু'খানা কড়িকাঠও যেন না থাকে। এমন আগুন লাগিয়ে দেবে, যেন কিছু না বাঁচে। লোকটার প্রতি কোন দয়া দেখান হবে না। মনে রেখ, লোকটা তোমাদের জীবন চায়। শুধু তোমরা দু'জন নয়, তোমাদের দলের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কথাটা মনে রেখ, ভুলো না ডেনিস, ভুলো না হিউ!"

উভয়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর লাঠি ঘুরাইয়া, করকম্পন করিয়া বিদায় লইল।

উহারা চলিয়া গেলে গ্যাসফোর্ড তাহাদের অনুসরণ করিলেন। তখনও তাহাদিগকে দেখা যাইতেছিল। হিউ পশ্চাৎ ফিরিয়া বারনাবির উদ্দেশ্যে টুপী ঘুরাইল। বারনাবির হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আস্তাবল-গৃহের সম্মুখে সে দৃঢ়চরণে পাহারা দিতে লাগিল।

বারনাবির এই সরলতাপূর্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া গ্যাসফোর্ড মনে মনে হাসিলেন। দাঙ্গাকারীরা কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, তিনি জানিতেন। লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের বাড়ীতে গিয়া একটা পর্দ্দার অন্তরালে তিনি দাঁড়াইলেন। এই পথ দিয়াই তাহারা যাইবে। তাহাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া গ্যাসফোর্ড অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাহাদের মত-পরিবর্ত্তন ঘটিল না ত? কিন্তু অবশেষে অসংখ্য কণ্ঠের জয়ধ্বনি তিনি শুনিতে পাইলেন। একটা বিরাট জনতা সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিল।

একটা দল নহে—চারিটি দলে বিভক্ত হইয়া জনতা চলিতেছিল। প্রত্যেক দল লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের বাড়ীর সম্মুখে থামিয়া জয়ধ্বনি করিল। দলের নেতারা তাহাদের গম্য স্থানের উল্লেখ করিয়া দর্শকগণকে তাহাদের দলে যোগদানের জন্য আহ্বান করিল। প্রথম দল জানাইল যে, তাহারা চেল্‌সি অভিমুখে চলিয়াছে। দ্বিতীয় দল বলিল যে, তাহারা ওয়াকিংএ গিয়া একটা গির্জ্জা ধ্বংস করিবে। তৃতীয় দল পূর্ব্ব স্মিথফিল্ড অভিমুখে চলিয়াছে। তাহাদেরও উদ্দেশ্য একই। দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে তাহারা এইরূপ ঘোষণা করিয়া চলিতে লাগিল। গাড়ী-ঘোড়া তাহাদের জন্য পথ করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কেহই এই বিদ্রোহীদিগের কার্য্যে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না।

চতুর্থ দল তখনও আসে নাই। সেক্রেটারী তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা আসিল। এই দলের লোকসংখ্যা প্রচুর—বাছাবাছা লোক এই দলে। সেক্রেটারী তাহাদের মধ্য হইতে ট্যাপারটিট, ডেনিস, হিউকে দেখিতে পাইলেন। এই দল তাহাদের গন্তব্য স্থানের কথা প্রকাশ করিল না। সেক্রেটারী দেখিলেন যে, হিউ তাহার টুপী খুলিয়া দর্শকদিগের এক জনের উদ্দেশে উহা দেখাইল।

গ্যাসফোর্ড সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া স্যার জন চেষ্টারকে দেখিতে পাইলেন। স্যার জন তাঁহার টুপী হইতে নীল ফিতা খুলিয়া পকেটে রাখিলেন, তাহাও গ্যাসফোর্ডের দৃষ্টি এড়াইল না। মুহূর্ত্ত পরে স্যার জনের গাড়ী চলিয়া গেল।

সেক্রেটারীর মুখে মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইল। তাঁহার জন্য আহার্য্য আসিল, কিন্তু উহার কণিকামাত্র তিনি গ্রহণ করিলেন না। অধীরভাবে তিনি ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি নিঃশব্দে ছাদের উপর আরোহণ করিলেন। পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিতেছিল। কিন্তু তিনি তখন নিবদ্ধদৃষ্টিতে দূর-দিগন্ত পানে চাহিয়াছিলেন। তিনি ধূম্রজাল দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তিনি তখনও সেই দিকে চাহিয়া।

তিনি অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "খালি অন্ধকার, আর কিছু নেই! কুকুর! আকাশ লাল হয়ে উঠবে যে বলেছিলে, কই তা?"

৩৪

বিদ্রোহ ও ধ্বংসের বার্ত্তা ইতিমধ্যে সহর ছাড়াইয়া সন্নিহিত গ্রাম ও জনপদসমূহে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সে ভীষণ সংবাদে সকলেরই মন দুর্ভাবনা ও শঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সকলেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। দূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা ঐ সকল বিবরণকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিয়াছিল।

মিঃ উইলেট কথাটাকে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। যে দিনের কথা বলা হইতেছে, সে দিন অপরাহ্নে—সে সময় গ্যাসফোর্ড সহরে বসিয়া আলোকদীপ্তি ও ধূমজাল দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—সেই সময় মিঃ উইলেট গ্রাম্যবৃদ্ধদিগের বর্ণনার প্রতিবাদ করিতেছিলেন।

মিঃ উইলেট বলিলেন, "তুমি কি ভাব, সলোমন, আমি জন্ম-বোকা?"

দলের সকলের দিকে তাকাইয়া সলোমন বলিল, "না, না, জনি, তুমি তা হ'তে যাবে কেন? তুমি বোকা নও। না, না!"

মিঃ কব্ ও মিঃ পার্কেসও মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে না, না, জনি, তোমাকে কে বোকা বল্‌তে পারে?"

উইলেট বলিলেন, "তা হ'লে তোমরা তিন জনে এসে আমায় এ কথা বল্‌লে কেন যে, তোমরা একসঙ্গে হাঁটা পথে আজ লণ্ডনে যাচ্ছ? আমার বুদ্ধিটা কি তোমাদের কাছে যথেষ্ট নয়?"

মিঃ পার্কেস্ বলিল, "হ্যাঁ, জনি, তবে তোমার বুদ্ধির পরিচয় আমরা পাচ্ছি কই?"

মিঃ উইলেট বলিলেন, "এখনো তা পাওনি? আমি কি বলি নি যে, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তেমন পাত্রই নন যে, রাজপথে মানুষ বিদ্রোহ ক'রে বেড়াবে, আর তিনি তা সহ্য করবেন?"

মিঃ পার্কেস্ উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল এবং উক্ত আলোচনা ত্যাগ করিল। আবার নীরবে প্রায় পনের মিনিট চলিয়া গেল। তার পর মিঃ উইলেট হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিযোগীকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে তিনি পারিয়াছেন। ইহাতে মেসার্স কব্ ও ডেজি হাসিতে লাগিল। পার্কেস যে পরাজিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

জন্ উইলেট বলিলেন, "তোমাদের এ সব অনুমান যদি সত্য হ'ত, তা হ'লে কি মিঃ হেয়ারডেল বাইরে থাকতে পারতেন? বাড়ীতে দুটি যুবতী মেয়ে আর জন কয়েক লোক রেখে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেন?"

সলোমন ডেজি বলিল, "তা বটে, তবে এটাও মনে রেখ, তাঁর বাড়ী লণ্ডন থেকে অনেক দূরে। সকলে বল্‌ছে, বিদ্রোহীরা মাইল দুয়েকের বেশী নড়া-চড়া করছে না। তা ছাড়া তুমি ত জান যে, অনেক ক্যাথলিক ভদ্রলোক তাঁদের গহনাপত্র নিরাপদে থাকবে ব'লে এখানে পাঠিয়েছেন। অন্ততঃ এই রকম গল্প রটেছে।"

বিদ্রূপভরে জন বলিলেন, "গল্প রটেছে বটে! গল্পে ত এও শোনা যায় যে, তুমি গত মার্চ্চ মাসে ভূত দেখেছ; কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে না।"

সলোমন বলিল, "মানুষ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, কথাটা সত্য। সত্য মিথ্যা যাই হোক না কেন, লণ্ডনে যদি যেতে হয়, তা হ'লে এখুনি বেরিয়ে পড়া উচিত। এস জনি, তোমার হাত কই? শুভরাত্রি।"

জন বলিলেন, "যারা এ রকম বোকা বুদ্ধির ফলে লণ্ডনে যাবে, আমি তাদের সঙ্গে করমর্দ্দন করব না।"

তিন জন গ্রাম্য বৃদ্ধ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া জন উইলেটের কনুইয়ের সহিত করমর্দ্দন করিল। তার পর টুপী, ছড়ি ও ওভার-কোট সহ তাহারা পথে বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় উইলেটকে বলিয়া গেল যে, আগামী কল্য তাহারা সহরের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া তাহাকে বিজ্ঞাপিত করিবে। যদি সহরে শান্তি বিরাজিত থাকে, তাহা হইলে উইলেটকে জয়লাভের সমস্ত গৌরব অর্পণ করিবে।

জন উইলেট তাহাদের গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হাসিতেছিলেন। তার পর আসনের উপর আরাম করিয়া বসিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ তিনি ঘুমাইয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই। তবে অল্পক্ষণ নহে, ইহা সত্য। কারণ, তখন দিনের আলো নিভিয়া গিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। পাখীরা তখন কুলায়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। ডেজি ফুল অবগুণ্ঠন টানিয়া মুখ লুকাইয়াছে। চারিদিক্ শান্ত, স্তব্ধ।

ঝিঁঝিঁপোকার ডাক এবং বৃক্ষপত্রের মৃদুধ্বনি ব্যতীত আর কোনও শব্দ কি শুনা যাইতেছিল না? কাণ পাতিয়া শোন! খুব অস্পষ্ট, খুব দূরবর্তী যেন একটা শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে—সমুদ্রবেলায় শঙ্খমধ্যে বায়ু-প্রবেশের শব্দের ন্যায় ক্ষীণ মৃদুধ্বনি। একবার শব্দ বৃদ্ধি পায়, আবার ক্ষীণ হইয়া পড়ে, পরক্ষণেই আর কোনও শব্দ নাই। অল্পক্ষণ পরে আবার শব্দ শোনা গেল, ক্রমে মৃদু, আবার কিছু স্পষ্ট—এই ভাবে যেন শব্দকে গর্জনবৎ মনে হইল। শব্দ পথের উপরেই হইতেছে—আঁকা-বাঁকা পথ বলিয়া শব্দের তারতম্য হইতেছিল। অতঃপর বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল, বহু মনুষ্যের কণ্ঠস্বর এবং পদশব্দ।

ঐ শব্দ শুনিবার পরও দাঙ্গাকারীদিগের কথা উইলেটের মনে হইয়াছিল কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে তাঁহার পাচিকা এবং পরিচারিকা চীৎকার করিতে করিতে উপরতলের দিকে দৌড়াইল এবং একটা চোরা কুঠুরীর মধ্যে আত্মগোপন করিল।

জন উইলেট কিন্তু নড়িলেন না; বাহিরের দরজার কাছে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। একবার একটা গুপ্ত দ্বারের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু সে মুহূর্ত-মাত্র। তিনি চুপ করিয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। পথের যে দিক্ হইতে মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি আসিতেছিল, তিনি সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না। একটা অন্ধকারস্তূপ অতি দ্রুতগতিতে পথের উপর দিয়া আসিতে-ছিল। জনতার গতিবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। বন্য বর্ব্বরের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে জনতা ছুটিয়া আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জনতা তাঁহার উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে লুফিয়া লইল।

জনতার মধ্য হইতে একটা পরিচিত কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "হ্যালো, কোথায় গেল? ওঁকে আমার কাছে দেও। খবরদার, কেউ ওঁর গায় হাত দিও না, কোন আঘাত না লাগে। বুড়ো, কেমন আছ? হা, হা, হা!"

মিঃ উইলেট চোখ তুলিতেই হিউকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কোন কিছু চিন্তাও তাঁহার মনে উদিত হইল না।

ঘরের দিকে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া হিউ বলিল, "এরা ভারী তৃষ্ণার্ত্ত, এদের মদ দিতে হবে। তাড়াতাড়ি কর, বুড়ো জ্যাক্! খুব ভাল জিনিষ কোথায় আছে, দেখিয়ে দেও। নিজের জন্য তুমি যে মদ রেখেছ, তাই দিতে হবে।"

অতি অস্পষ্ট স্বরে উইলেট বলিলেন, "দাম দেবে কে?"

উচ্চগর্জ্জনে হাসিয়া হিউ বলিল, "বলুছে, দাম্ দেবে কে? দাম? কেউ দেবে না।"

জন সেই উন্মত্ত জনতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কেহ দাঁত দেখাইতেছিল, কেহ ভ্রূকুটি করিতেছিল। কাহারও হাতে মশাল, কেহ বাড়ীটা দেখিতেছিল। জন অবশেষে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির ধ্বংস দেখিতে লাগিলেন।

যে বৃহৎ ঘরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মদ্য প্রভৃতি স্তরে স্তরে সাজান থাকিত, অতি সাহসী ব্যক্তিও যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না, সেই ঘরের মধ্যে জনতা প্রবেশ করিয়াছিল। পিস্তল, মশাল, লাঠি প্রভৃতি হস্তে লইয়া বিপুল জনতা সেই ঘরের মধ্যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার, গালাগালি, অট্টহাস্য—সবটিকে পাগলাগারদের মত বীভৎস করিয়া তুলিল। মদের পিপা খালি করিয়া যে যত ইচ্ছা পান করিতে লাগিল, ছড়াইতে লাগিল। তালাচাবী ভাঙ্গিয়া অর্থ মুহূর্ত্তমধ্যে লুণ্ঠিত হইল। মেপোলের সর্ব্বত্রই লুণ্ঠন চলিল। জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিয়া, নষ্ট করিয়া উন্মত্ত জনতা নরকের দৃশ্য জাগাইয়া তুলিল।

জন এই ভীষণ ধ্বংসদৃশ্য নির্ব্বাক্‌ভাবে দেখিতে লাগি-লেন। হিউ সকল সময়েই তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ চীৎকার করিলেও, ধ্বংসযজ্ঞে সে এক প্রধান নায়ক হইলেও, তাহার মনিবের দেহকে সে সর্ব্ব-প্রযত্নে রক্ষা করিল। অন্ততঃ বিশবার সে আততায়ীদিগের আক্রমণ হইতে জনকে রক্ষা করিল। এমন কি, ট্যাপারটিট সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া যখন বিশিষ্টভাবে জন উইলেটের চরণে পদাঘাত করিল, তখন হিউ জনকে বলিল, তিনিও যেন উহাকে ঐরূপ আঘাত ফিরাইয়া দেন। যদি তখন জনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকিত, তাহা হইলে হিউয়ের সহায়তায় অনায়াসে ট্যাপারটিট্‌কে পদাঘাত করিতে পারিতেন।

অবশেষে জনতা গৃহের বাহিরে সমবেত হইতে লাগিল। যাহারা ভিতরে ছিল, তাহাদিগকেও বাহিরে আসিবার জন্য অহ্বান করা হইল। কারণ, আর সময় বৃথা নষ্ট করা চলিবে না। তখন হিউ এবং আর কয়েকজন দলের চাঁই পরামর্শ করিতে লাগিল, জনের সম্বন্ধে এখন কি করা কর্ত্তব্য। চিগ্‌ওয়েলের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জনের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করার দরকার।

কেহ প্রস্তাব করিল যে, মেপোলএ আগুন ধরাইয়া দেওয়া হউক। জনকে তথায় রাখিয়া গেলেই চলিবে। কেহ বলিল যে, মাথায় আঘাত করিয়া অস্থায়িভাবে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া যাওয়াই সুযুক্তি। কেহ বলিল, উহার মুখ বাঁধিয়া এখানে ফেলিয়া রাখাই ঠিক। অবশেষে স্থির হইল, জনকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে। ডেনিসের উপরেই এই কার্য্যের ভার পড়িল।

জনের দিকে চাহিয়া হিউ বলিল, "বুড়ো জ্যাক্, শোন। আমরা তোমার হাত-পা বেঁধে রাখব, আর কোনও রকম অনিষ্ট হবে না—তুমি আঘাত পাবে না। শুনছ?"

জন উইলেট আর এক জনের দিকে চাহিলেন। কে এ কথা বলিল, তাহা তিনি যেন বুঝিতেই পারিতেছিলেন না।

তাঁহার পৃষ্ঠে জোরে ধাক্কা দিয়া হিউ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তোমার কোনও আঘাত লাগবে না, জ্যাক্। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? বুড়ো এত ভয় পেয়েছে যে, কিছু বুঝতে পাচ্ছে না। একটু মদ এনে ওর গলায় ঢেলে দেও। তোমরা কেউ নিয়ে এস, এক গ্লাস।"

কেহ এক গ্লাস মদ হিউয়ের হাতে দিল। সে উহা বুড়ার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল। মিঃ উইলেট ওষ্ঠ চুষিয়া লইয়া কোটের পকেটে হাত দিলেন। শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, কত দাম দিতে হবে?

ঝাঁকানি দিয়াও যখন কোন ফল পাইল না, তখন হিউ বলিল, "আমার মনে হচ্ছে, ওর জ্ঞান নেই। ডেনিস্ গেল কোথায়?"

ডেনিস্ কটিদেশে দড়ি জড়াইয়া সেখানে হাজির হইল।

ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া হিউ বলিল, "এস, তাড়াতাড়ি এস।"

ঘাড় নাড়িয়া ডেনিস্ দড়ি খুলিতে খুলিতে অগ্রসর হইল। ঊর্দ্ধদিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল। তার পর মাথা নাড়িল।

অধীরভাবে ভূমে পদাঘাত করিয়া হিউ বলিল, "আরে, তুমি নড়তে পারছ না না কি? চারিদিকে খবরটা ছড়িয়ে না পড়া পর্য্যন্ত কি এখানে থাকতে হবে না কি? আমাদের আসল কাজ যে বাকি রয়েছে।"

ডেনিস্ অগ্রসর হইয়া বলিল, "বলতে খুব সহজ, কিন্তু ও কাজ এখানে করবার সুবিধা হবে না। এ ঘরে করা চলবে না।"

হিউ বলিল, "কি চলবে না?"

ডেনিস্ বলিল, "বুড়োর ব্যাপার এখানে হবে না।"

হিউ বলিল, "তুমি ওকে ফাঁসী দিতে চাও না কি?"

অবাক্‌বিস্ময়ে ডেনিস্ বলিল, "তা নয়? তবে কি?"

কোনও কথা না বলিয়া হিউ তাহার হাত হইতে দড়ি ছিনাইয়া লইল এবং জনকে রজ্জুবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কার্য্যে সে দড় নহে দেখিয়া ডেনিস্ অশ্রুপূর্ণনেত্রে বন্ধনকার্য্যের ভার চাহিল। হিউ তাহার হাতে রজ্জু দিবামাত্র, মুহূর্ত্তমধ্যে ডেনিস সে কার্য্য সম্পন্ন করিল।

কার্য্য শেষ হইলে হিউ বলিল, "এবার সবাই এগিয়ে চল।" বাহিরে শত কণ্ঠে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইল।

দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া ডেনিস্ বলিল, "ওয়ারেন! এক জন সাক্ষীর বাড়ী!"

ধ্বংস ও লুণ্ঠনমনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া উন্মত্ত জনতা চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল। হিউ তখনও মদ ঢালিয়া পান করিতেছিল। যে সকল পিপার মুখ তখনও বন্ধ ছিল, এবার সে সব মুখ খুলিয়া দিল। সুরার স্রোত ঘরের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটা মশাল জ্বালিয়া লইয়া সে জনের পৃষ্ঠে করাঘাত করিল, তার পর মাথার উপর প্রজ্বলিত মশাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে দলের সহিত মিলিত হইতে চলিল।

৫৫

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জন উইলেট একা বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল উন্মীলিত, কিন্তু কোন দৃশ্যই যেন তাঁহার অনুভূত হইতেছিল না। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে গৃহ তাঁহার গর্ব্বের বস্তু ছিল, তিনি তাহার চারিদিকে শূন্যনেত্রে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের একটি পেশীও পরিবর্ত্তিত হইল না। ভাঙ্গা কাচের দরজার ভিতর দিয়া বাহিরের নিবিড় কৃষ্ণ অন্ধকার দেখা যাইতেছিল। মূল্যবান্ সুরা আধার হইতে ঝরিয়া পড়িয়া ভূমিতল সিক্ত করিয়াছিল, নলের মুখ দিয়া এখনও টপ টপ্ করিয়া বাকি অংশ ঝরিয়া পড়িতেছিল। উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া বাতাস প্রবেশ করিতেছিল, তাহার প্রভাবে দরজাগুলি কবজার উপর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করিতেছিল। চারিদিকেই ধ্বংসের দৃশ্য, কিন্তু জন যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতেছিলেন না। বন্ধনদশায় তিনি আসনে স্থিরভাবে বসিয়াই রহিলেন। তখন তাঁহার এমন অবস্থা যে, এক দল গোলন্দাজ সেনা বাহিরে দাঁড়াইয়া যদি কামান দাগিত, তাহাতেও তাঁহার বিস্ময়োৎপাদন হইত না। ভূত দেখিলেও তিনি বিচলিত হইতেন না।

বাতাসে জানালা দরজার শব্দ, পিপা-নির্গত সুরার টুপটাপ ধ্বনি এবং গৃহমধ্যস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত লঘু দ্রব্যাদির বায়ু-প্রভাবে ইতস্ততঃ গতিবিধির শব্দ ছাড়া চারিদিক্ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। জন চুপ করিয়া বসিয়াই রহিলেন।

ক্রমে তিনি মনুষ্যপদশব্দ শ্রবণ করিলেন—দ্রুত অথচ সতর্ক পদবিক্ষেপের ধ্বনি বাড়ীর দিকে আসিতেছিল। শব্দ থামিল, আবার আগাইয়া আসিল। ক্রমে পদশব্দ বাতায়নের কাছে আসিয়া থামিল। একটা মাথা দেখা গেল।

ঘরের বাতির আলোকে একটা বিবর্ণ, শীর্ণ মুখমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল। মাথাটা ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—

"তুমি এ বাড়ীতে একা আছ না কি?"

দুইবার অনুরূপ প্রশ্ন হইল, কিন্তু জনের নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল না। অতঃপর লোকটা বাতায়ন-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জন ইহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। গত ঘণ্টাখানেক ধরিয়া এতবার

মানুষ বাতায়নপথে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে ঘরে যে দরজা আছে, তাহার কথা তিনিও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার যেন মনে হইতেছিল, শৈশবকাল হইতেই তিনি মানুষকে বাতায়নপথেই ঘরে আসিতে বাহির হইতে দেখিতেছেন।

লোকটার অঙ্গে একটা বিবর্ণ ওভারকোট, মাথায় ঢাকা টুপী। সে জনের কাছে আসিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। জনও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটা বলিল, "তুমি কতক্ষণ এমনভাবে ব'সে আছ?"

জন ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

"ওরা কোন্ দিকে গেছে?"

এবারও জনের নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

লোকটা বলিল, "তুমি জবাব দিলে ভালই করতে। তোমার ত সবই গেছে দেখছি। তবু গায়ের চামড়াটা বাঁচাতে পারতে। ওরা কোন্ দিকে গেছে?"

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রজ্জুবদ্ধ। এবার যেন তাঁহার কণ্ঠে শব্দ ফুটিল। তিনি বলিলেন, "ঐ দিকে!" তাহারা যে দিকে গিয়াছিল, ঠিক তাহার বিপরীত দিক তিনি নির্দ্দেশ করিলেন।

ভয় দেখাইয়া লোকটা বলিল, "মিথ্যা কথা বলছ। আমি ঐ পথে এসেছি। তুমি আমায় ধরিয়ে দিতে চাও?"

লোকটা তাঁহাকে আঘাত করিতে গিয়া আবার থামিল। তার পর মুখ ফিরাইল।

সে একটা গ্লাস লইয়া পিপার কাছে ধরিল—তখনও মদ ঝরিয়া পড়িতেছিল। কয়েক ফোঁটা সংগৃহীত হইলে সে উহা পান করিল। তার পর পিপাটা তুলিয়া ধরিয়া বাকি অংশ মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল। টেবলের উপর দুই এক টুকরা মাংস ও রুটী পড়িয়াছিল। সে উহা গোগ্রাসে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই ভাবে আহার শেষ করিয়া সে কাণ পাতিয়া, বাহিরে কোন শব্দ হইতেছে কি না, তাহা শ্রবণ করিল। তার পর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সে বলিল, "তোমার চাকরচাকরাণীরা কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "ঘরে বন্ধ আছে।"

"বেশ আছে। তুমিও চুপচাপ ক'রে থাক, ভাল হবে। এখন বল ত, ওরা কোন্ দিকে গেছে?"

এবার মিঃ উইলেট ঠিক পথ নির্দ্দেশ করিলেন। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটিয়া গেল। ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ প্রচণ্ডবেগে ঘণ্টার ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। সে আলোক প্লাবনে সমগ্র পল্লী যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

লোকটা ইহাতে যেন বজ্রাহত হইল। ঘণ্টার ধ্বনিতে সে যেন কেমন হইয়া গেল। উহা শ্রবণপথে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার অক্ষিগোলক হইতে চক্ষু দুইটি যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। লোকটা একটা হাত শূন্যে উত্থিত করিয়া কি যেন লইয়া হাত একবার নীচে আবার উপরে তুলিতে লাগিল—সে যেন ছোরা লইয়া কাহাকে আঘাত করিতেছে, এমনই বোধ হইল। সে পাগলের ন্যায় মাথার কেশ ধারণ করিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। তার পর ভীষণ চীৎকার করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। তখনও ঘণ্টার ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। ঘণ্টাধ্বনি যেন তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল। আলোকদীপ্তি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ঘণ্টার ধ্বনি বাতাসে প্রচণ্ডভাবে অনুরণিত হইতে লাগিল। তখন যেন আর কোন শব্দ ছিল না, শুধু ঘণ্টার ধ্বনি সমস্ত শব্দকে ছাপাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল।

লোকটা দ্রুততরবেগে পথে ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল। কিন্তু তাহার কর্ণে ঘণ্টার ধ্বনি তখনও যেন বাজিতেছিল। লোকটা ভূমিতলে পড়িয়া যেন তাহার মধ্যে আত্মগোপন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ঘণ্টার ধ্বনি তথাপি তাহার কাণের মধ্যে অনুরণিত হইতে লাগিল।

লোকটা তখন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অবশেষে সে এক স্থানে আত্মগোপন করিল।

এ দিকে বিদ্রোহী দল দ্রুতপদে ওয়ারেনের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তাহাদের আগমনসংবাদ পূর্ব্বাহ্ণেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহী দল ওয়ারেনে পৌঁছিয়া দেখিল, বাগানের প্রত্যেক তোরণ রুদ্ধ। দরজা-জানালা দৃঢ়রূপে রুদ্ধ। সমগ্র অট্টালিকা ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। অট্টালিকার কুত্রাপি ক্ষীণ আলোকরেখাও দেখা যাইতেছিল না। পুনঃ পুনঃ ঘণ্টাধ্বনি ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা এক পার্শ্বে সমবেত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অবহিত হইল।

বেশীক্ষণ পরামর্শের প্রয়োজন হইল না। সুরার মাদকতায় সকলেই বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ ধ্বংসকার্য্য করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল। বাড়ীর চারিপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া উন্মত্ত জনতা ফটক উল্লঙ্ঘন করিল। কেহ কেহ লৌহনির্ম্মিত বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, লৌহদণ্ডগুলি তাহারা অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিল। তার পর বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিবার জন্য আঘাত করিতে লাগিল।

কোনও উত্তর না পাইয়া ক্রমে তাহারা আরও উত্তেজিত হইল। এক দল লোক কুঠার, টাঙ্গী, হাতুড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের হাতে তখন দশ বারোটা প্রজ্বলিত মশাল ছিল। ক্রমে সকলেরই হাতে মশাল জলিয়া উঠিল। তখন সকলে দ্বার ও জানালাগুলি আক্রমণ করিল।

মিঃ হেয়ারডেল পূর্ব্বে যে দ্বারপথে উইলেট ও হিউকে ভিতরে লইয়া গিয়াছিলেন, কয়েক জন লোকসহ হিউ সেই

দ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বারটি অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং মজবুত। কিন্তু আঘাতে আঘাতে ক্রমে তাহা ভূতলশায়ী হইল। মুক্তপথে মত্ত জনতা উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে আরও দশ বারোটা স্থান মুক্ত হইল। বন্যাপ্রবাহের ন্যায় উন্মত্ত জনতা ভিতরে প্রবেশ করিল।

হলঘরে কয়েক জন ভৃত্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া প্রস্তুত ছিল। মত্ত জনতার প্রতি তাহারা গুলী নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উত্তেজনা বশতঃ গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। প্রভূত জনতার আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব দেখিয়া ভৃত্যগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল। তাহারা অন্ধকারে এমন চীৎকার করিতে লাগিল যেন তাহারা আক্রমণকারীদিগেরই দলভুক্ত। এই কৌশলের ফলে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। শুধু এক জন বৃদ্ধ মস্তিষ্কে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে তাহার দেহ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সমগ্র অট্টালিকাটি আততায়ীরা আপনাদের অধিকারে পাইয়া চারিদিকে তাহারা ছড়াইয়া পড়িল—ধ্বংসকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন হইতে লাগিল। কেহ দ্রব্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া পুড়াইতে লাগিল, কেহ কেহ তৈজসপত্রাদি অগ্নিতে ইন্ধন-স্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একে একে টেবিল, চেয়ার, চিত্র, শয্যা সবই ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত জনতার পৈশাচিক চীৎকার নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। দরজা-জানালা কুঠারাঘাতে দীর্ণ-বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বাক্স, সিন্দুক ভাঙ্গিয়া হীরা-জহরৎ, মূল্যবান্ দ্রব্যাদি নির্বিচারে লুণ্ঠিত হইল। বাড়ীর চারিদিকে আগুন এমনভাবে ধরিয়া উঠিল যে, আততায়ীদিগের পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাও সহজসাধ্য হইল না। আগুন যতই প্রবল তেজে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, জনতার উন্মত্ততা ততই বাড়িতে লাগিল।

সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু কে বাজাইতে-ছিল, তাহা দেখা গেল না। আততায়ীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথা পরে বলিয়াছিল যে, ঘণ্টাধ্বনি থামিবার সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের চীৎকার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। বাতাসে নারীর পরিচ্ছদ আন্দোলিত হইয়াছিল, মূর্চ্ছাতুর দেহভার কতকগুলি মানুষ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এরূপ গোলমালে কেহ বলিতে পারে না, কথাটা সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু হিউ কোথায়? দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর আর তাহাকে দেখা যায় নাই। সে কোথায় গেল?

খানিক পরে অন্ধকারের মধ্যে হিউ বলিল, "এই যে আমি!" সে বলিল, "যা করবার, সবই করা গেছে। এখন আগুন আপনা হতেই জ্বলছে। এখন সবাই স'রে পড়, ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধ'রে পলাও। এখনও পথ খোলা আছে, তার পর এক জায়গায় সবাই মেলা যাবে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে অন্তর্হিত হইল। অন্য সময় সে সর্ব্বশেষে পলায়ন করিত, কিন্তু এবার সে সর্ব্বাগ্রেই অন্তর্ধান করিল। জনতাও দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পলায়নতৎপর হইল।

সত্যই তখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। অগ্নির ভীষণ দাহ তখন অনেকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। আকাশে মৃদু নক্ষত্রালোক দেখা যাইতেছিল। তারাদল ভস্ম-স্তূপের উপর নীরবে চাহিয়াছিল। ধ্বংসস্তূপের উপর অলস ধূম্রজাল উত্থিত হইতেছিল। অট্টালিকার প্রাচীর—ছাদহীন কক্ষগুলি আকাশের দিকে যেন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল কক্ষে কত লোক জীবন-প্রবাহের নূতন ধারায় স্নাত হইয়া বিহার করিয়াছিল, কত লোক শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, কত সুখ কত দুঃখের বন্যা এখানে বহিয়া গিয়াছে! এখন সবই শূন্যতাপূর্ণ—ধূমায়মান বহ্নি সেখানে বিরাজিত।

৩৬

মেপোলের গ্রাম্য বৃদ্ধত্রয় বনের পথ ধরিয়া লণ্ডন অভিমুখে চলিয়াছিল। তাহাদের গ্রামে যে এমন ভীষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা তাহারা একবার কল্পনা করিয়াও দেখে নাই। প্রধান রাস্তায় না গিয়া তাহারা মাঠ ও ছোট ছোট পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। লক্ষ্যস্থানের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহারা ততই সহরের সংবাদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। পথে যাহাকে দেখিতেছিল, তাহারই কাছে তাহারা সহরের দাঙ্গাহাঙ্গামার সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা যে সকল সংবাদ শুনিল, তাহাতে আশ্বস্ত হওয়া চলে না। এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষীসেনাদল কতিপয় দাঙ্গাকারীকে নিউগেট কারাগারে লইয়া গিয়াছে। সেখানে তাহাদের এজাহার লওয়া হইয়াছে। জনতা রক্ষিসেনাদলকে আক্রমণ করায় তাহারা পাছু হটিতে বাধ্য হইয়াছিল, এ কথাও সেই লোকটা বলিল। আরও শুনিল যে, জনতা দুই জন সাক্ষীর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় লোকটা সহর হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আর এক ব্যক্তি বলিল যে, জর্জ্জ সেভিলির বাড়ী সেই রাত্রিতেই পুড়াইয়া দেওয়া হইবে। সার জর্জ্জ ক্যাথলিক বিল পার্লামেণ্টে পেশ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার উপর জনতার আক্রোশ। সকলের মুখে এই সংবাদই তাহারা জানিতে পারিল যে, বিপুল জনতা ঐ সকল কার্য্য-সাধনের জন্য পথে বাহির হইয়াছে। রাজপথ এখন নিরাপদ নহে; যে কোনও লোকের বাড়ী যে কোনও মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হইতে পারে। প্রতি মুহূর্ত্তেই জনসাধারণের মনে আতঙ্ক বাড়িতেছে। অনেকে সহর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তিন জন গ্রাম্য বৃদ্ধ টুপীতে নীল ফিতা ধারণ করে নাই বলিয়া এক

ব্যক্তি তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিল। এক জন অশ্বারোহী তাহাদিগকে বলিল যে, দাঙ্গাকারীদিগের সাহায্যকল্পে তিন জন বৃদ্ধকেই এক শিলিং করিয়া তাঁহার টুপীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধরা ভয়ে তাহাই করিল। তার পর দ্রুততরপদে সহরের দিকে অগ্রসর হইল।

তখন রাত্রি সমাগত। সহরের সন্নিকটে আসিয়া তাহারা গৃহদাহের নিদর্শন দেখিতে পাইল। সহরতলীতে পৌছিয়া তাহারা দেখিল, প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে লেখা আছে—"পোপ চাই না।" দোকানগুলি রুদ্ধদ্বার। প্রত্যেক লোকের মুখেই আতঙ্কের চিহ্ন।

তাহারা একটা পথের ধারে আসিয়া দেখিল, সেখানকার তোরণ রুদ্ধ। সেই সময় তাহারা দেখিল, এক জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে সেই পথে লণ্ডন হইতে আসিতেছেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি তোরণরক্ষককে উহা খুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

লোকটা লণ্ঠন হাতে তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া তোরণ খুলিয়া দিবার সময় বলিয়া উঠিল, "হা ভগবান্! ওটা কি? আবার আগুন লেগেছে!"

এ কথা শুনিয়া তিনটি গ্রাম্য বৃদ্ধই চাহিয়া দেখিল, তাহারা যে দিক হইতে আসিতেছে, সেই দিকেই—বহু দূরে আগুন লাগিয়াছে।

অশ্বারোহী বলিলেন, "আমার মনে বড় সংশয় জন্মেছে। কোন্ বাড়ীতে আগুন লেগেছে, আমি বুঝতে পারছি। ওহে! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেক না, ফটকটা খুলে ফেল।"

অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া লোকটা বলিল, "মশাই, আমি আপনাকে চিনি। আমার কথা শুনুন। আমি তাদের এই পথে যেতে দেখেছি। তাদের কি উদ্দেশ্য, তাও জানি। কি রকম লোক তারা, তাও আমার অজানা নেই। তারা আপনাকে খুন ক'রে ফেল্‌বে।"

অগ্নির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অশ্বারোহী বলিলেন, "তা হয় হবে।"

লোকটা সবলে অশ্ববল্গা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মশাই, আপনি যদি একান্তই যেতে চান, নীল ফিতে টুপীতে প'রে ফেলুন। এই নিন্, আমি দিচ্ছি। ইচ্ছে না থাকলেও এটা পরা চাই—দরকার। বাধ্য হয়ে আমাকেও পরতে হয়েছে। জীবনের প্রতি মমতা বশতঃ এ কাজ করতে হয়েছে। আজ রাত্রির জন্য এটা পরুন। শুধু আজকের জন্য।"

গ্রাম্য বৃদ্ধত্রয়ও অশ্বারোহীর কাছে গিয়া বলিল, "তাই করুন, মিঃ হেয়ারডেল। দয়া ক'রে তাই করুন!"

নত হইয়া অশ্বারোহী বলিলেন, "ও কে? ডেজির গলার স্বর শুনছি না"?

কুব্জকায় লোকটি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি। আপনি ওটা পরুন। নইলে আপনার প্রাণ যেতে পারে!"

মিঃ হেয়ারডেল সহসা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার-সঙ্গে যেতে কি ভয় পাচ্ছ?"

আমি, মশাই? না—না।"

"ঐ ফিতাটা তুমি টুপীতে লাগিয়ে নেও। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যদি পথে দেখা হয়, আমি বল্‌ব, তোমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। আমার নিজের মুখেই সে কথা বল্‌ব—তুমি ওটা পরেছ ব'লে আমি তোমাকে বন্দী করেছি। আমি যদি মরি, তাদের কাছে কোন দয়া আমি চাইব না, অথবা তারাও আমার কাছে কোন দয়া প্রত্যাশা করতে পারে না। মুখোমুখী দেখা হলে, সেটা আমি তাদের ভাল করেই জানিয়ে দেব। আমার পেছনে উঠে বস—তাড়াতাড়ি কর! বেশ জোর ক'রে আমাকে জাপটে ধ'রে থাক। কোন ভয় নেই।"

পর-মুহূর্ত্তে উভয়ের দেহ বহন করিয়া ঘোড়া দৌড়িল। চারিদিকে ধূলিজাল তুলিয়া ঘোড়া বায়ুবেগে ধাবিত হইল—যেন স্বপ্নরাজ্যের তাহারা শিকারী।

অশ্ব এই পথের সহিত সুপরিচিত। মিঃ হেয়ারডেল একবারও ভ্রমক্রমে মাটীর দিকে চাহিলেন না। উল্কাবেগে, উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় তিনি অশ্বকে ধাবিত করিতেছিলেন। একবার তিনি নিম্ন স্বরে বলিয়াছিলেন, "আমার বাড়ীতেই আগুন দিয়েছে।" কিন্তু একবারমাত্র, দ্বিতীয়বার কোন কথা বলিলেন না। অন্ধকারাচ্ছন্ন, সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে আসিয়া তিনি মাঝে মাঝে পশ্চাতের লোকটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতেছিলেন—পাছে সে পড়িয়া যায়। কিন্তু সকল সময়েই তিনি সোজা অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়াছিলেন।

খুব সোজা পথে তাঁহারা চলিতেছিলেন, এজন্য পথে বিপদের আশঙ্কা ছিল। পথের মাঝে মাঝে গাড়ীর চাকায় গর্ত্ত হইয়াছিল। কোনও দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি শুধু আগাইয়া চলিলেন। ক্রমে মেপোলের দ্বার-সন্নিধানে তাঁহারা পৌছিলেন। তিনি দেখিলেন, অগ্নি তখন নির্ব্বাপিতপ্রায়।

ডেজিকে নামাইয়া দিয়া মিঃ হেয়ারডেল স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এক মিনিট দেরী করতে হবে। উইলেট, উইলেট—আমার ভাইঝি ও দাস-দাসীরা কোথায়, উইলেট?"

উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পান্থনিবাসের অধ্যক্ষ চেয়ারে হস্ত-পদ আবদ্ধ অবস্থায় উপবিষ্ট। চারিদিকে ধ্বংসের লীলা—এখানে কেহ আশ্রয় লয় নাই।

মিঃ হেয়ারডেল দৃঢ়চেতা মানুষ; মনোভাব সংবরণে তিনি অভ্যস্ত। এখানকার অবস্থা দেখিয়া এবং অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিলেন, তাঁহার বাসভবন ভূতলশায়ী হইয়াছে। এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইল। মুহূর্ত্তের

জন্ম তিনি দুই হাতে মুখ আবৃত করিলেন। তার পর মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

হাতে হাত ঘর্ষণ করিতে করিতে সলোমন বলিল, "জনি জনি, এ কি হলো! মেপোলের আজ এই দশা দেখতে হ'ল! ওয়ারেনেরও এই দশা! জনি—মিঃ হেয়ারডেল—ও জনি, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!"

অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মিঃ হেয়ারডেলকে দেখাইয়া বৃদ্ধ সলোমন উইলেটের চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সলোমন যখন চ'লিয়া যাইতেছিল, উইলেট ফেল্ ফেল্ করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ চেতনা যেন ফিরিয়া আসে নাই। তিনি যেন এইটুকু বুঝিলেন, কাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

সলোমন বলিল, "জনি, তুমি আমাদের চিন্‌তে পারছ না? আমি ডেজি—চিগ্‌ওয়েল গির্জ্জার কেরাণী—ঘণ্টাবাদক—জনি?"

কয়েক মুহূর্ত্ত মিঃ উইলেট কি যেন ভাবিলেন। তার পর যন্ত্রচালিতবৎ বলিয়া উঠিলেন, "এস, আমরা স্তব পাঠ—"

সলোমন বলিল, "নিশ্চয়, এই ত চাই, জনি। এখন তুমি ভাল হয়েছ? বল, বল?"

আপন মনে জন বলিয়া উঠিলেন, "ভাল? ভাল আছি? আঃ!"

"ওরা তোমাকে মারেনি ত, জনি?"

জন ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। কি যেন হিসাব করিয়া দেখিলেন। হিসাব ঠিক করিতে না পারিয়া তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "ওরা যদি আমায় খুন ক'রে রেখে যেত, আমি ওদের ধন্যবাদ দিতেম।"

"না, না, জনি, ও কথা বলো না, ভাই। সর্ব্বনাশ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অমন কথা বলো না।"

মিঃ হেয়ারডেল তখন নত হইয়া উইলেটের বন্ধন খুলিয়া দিতেছিলেন। সেই দিকে চাহিয়া জন বলিলেন, "দেখুন, মশাই, চেয়ে দেখুন! মেপোলের কি দশা হয়েছে দেখুন। এখন আমাদের পুকুরে গিয়ে ডুবে মরাই ভাল। আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে।"

সলোমন বলিল, "না ভাই, ও রকম কথা বলো না!"

অধীরভাবে দরজার দিকে তাকাইয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার ক্ষতি অসামান্য, তোমার দুর্ভাগ্য শোচনীয় হয়েছে, এ সময় তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। যদি থাকৃত, আমি তোমাকে তা দিতে পারতুমও না। আমি চ'লে যাবার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্ট ক'রে বল, তুমি ইমার কোন খবর জান?"

উইলেট বলিলেন, "না।"

"এই শোণিতপিপাসু কুকুরের দল ছাড়া, আর কারও কোন খবর পেয়েছ?"

"না।"

তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়িবার আগ্রহে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তারা হয় ত এই ভয়ানক ব্যাপার ঘটবার আগেই পালিয়ে গেছে। ডেজি, একখানা ছুরী।" "তখনও একটা বাঁধন খুলিতে বাকী ছিল।

উইলেট এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, আপনারা কেউ কাছে কোথাও একটা কফিন দেখেছেন?"

হেয়ারডেল বলিয়া উঠিলেন, "উইলেট!" সলোমনের হাত হইতে ছুরীখানা পড়িয়া গেল।

জন বলিলেন, "কারণ, খানিক আগে এক জন মরা মানুষ এখানে এসেছিল। সে যদি তার কবরের বাকস্ নিয়ে আসত, তা থেকে মরা লোকের নাম আমি ব'লে দিতে পারতাম। তা যদি না দেখে থাকেন, তা হ'লে আর কি বলব!"

উইলেটের জমীদার রুদ্ধ-নিশ্বাসে কথাগুলি শুনিলেন। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে সলোমনকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন এবং ঘোড়ার উপর চাপিয়া তাহাকে পশ্চাতে বসাইয়া দ্রুতবেগে অশ্বকে ধাবিত করিলেন। মিঃ উইলেট উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি বন্ধনমুক্ত।

মিঃ হেয়ারডেল একটি বৃক্ষে অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিলেন। তার পর সলোমন ডেজির হাত ধরিয়া যেখানে তাঁহার উদ্যান ছিল, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ধূমায়মান গৃহ-প্রাচীরের দিকে ও আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন—সম্মুখে ভস্মস্তূপ। সলোমন ভয়ে ভয়ে মনিবের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, মিঃ হেয়ারডেলের আননে দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা। সে নয়নে অশ্রু নাই, দুঃখের আভাস পর্য্যন্ত নাই।

তিনি তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। একবার বুকে হাত রাখিয়া দেখিলেন, সেখানে অস্ত্র অস্ত্রও আছে। তার পর সলোমনের হাত চাপিয়া ধরিয়া সতর্কভাবে বাড়ীর চারিপার্শ্ব ঘুরিয়া আসিলেন। প্রত্যেক দরজা এবং প্রাচীরের ভগ্নাংশ তিনি খুঁজিয়া দেখিলেন। বৃক্ষ-পত্রের শব্দ শুনিবামাত্র তিনি অন্ধকারে আত্মগোপন করিলেন, তার পর যেখানে অন্ধকার ছায়া, সেখানে হাত বাড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। সমগ্র বাড়ীটা প্রদক্ষিণ করিয়াও তিনি কোন লোক দেখিতে পাইলেন না।

খানিক পরে বার দুই তিন তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। বলিলেন, "কেউ এখানে লুকিয়ে আছ কি? আমার গলার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছ? এখন ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কোন লোক যদি এখানে থাক,

আমার কথার উত্তর দাও।" তিনি প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কেহ উত্তর দিল না।

যেখানে বিপদ্-জ্ঞাপক ঘণ্টা থাকিত, তাহার চূড়ার নীচে তিনি দাঁড়াইলেন। সেখানেও অগ্নির ধ্বংসলীলা তিনি দেখিলেন। উপরে উঠিবার সিঁড়ির কিয়দংশ তখনও বিদ্যমান ছিল। আবর্জিত সোপান-শ্রেণীর স্থানে স্থানে ভস্ম জমিয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে কোনমতে উপরে উঠা যায়। তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল।

অনেকক্ষণ সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। তার পর সহসা সলোমনের মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিঃশব্দে থাকিতে বলিলেন। হেয়ারডেল অতি সন্তর্পণে সোপানপথে আরোহণ করিতে লাগিলেন। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সহসা তিনি সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

সলোমন তাঁহার সঙ্গে হয় ত যাইত। কিন্তু ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া সে নীরবে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ হেয়ারডেলের আচরণে সে খুবই ভীত হইয়াছিল।

মাঝে মাঝে ভস্ম ঝরিয়া পড়িতেছিল। যেন সতর্ক পদের আঘাতে ভস্মস্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সলোমন বিমূঢ়ভাবে দেখিল, একটি মূর্ত্তি সতর্কভাবে সোপান-পথে উঠিতেছে। সে সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল, মিঃ হেয়ারডেলের কি হইল?

আবার খানিকটা ভস্মস্তূপ খসিয়া পড়িল। চন্দ্রালোকে দেখা গেল, একটি মূর্ত্তি নামিয়া আসিতেছে।

সলোমন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভূত! ভূত!"

সেই সঙ্গে আর একটি মূর্ত্তি ঝাঁপাইয়া পড়িল। অগ্রবর্ত্তী মূর্ত্তিকে শেষোক্ত মূর্ত্তি ভূতলশায়ী করিল। তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিয়া উঠিলেন, "শয়তান! তুমি মরেই থাক, কবরেই থাক, আজ তোমাকে আমি পেয়েছি। তোমার হাত আমার ভাইয়ের রক্তে কলুষিত, তার বিশ্বস্ত ভৃত্যকেও তুমি হত্যা করেছিলে। রজ, তুমি দু'-দুটো খুন করেছিলে। আমি ভগবানের নামে তোমায় গ্রেপ্তার করলাম। এত দিনে তিনি তোমাকে আমার হাতে ফেলে দিয়েছেন! তোমার শরীরে বিশ জনের শক্তিও যদি থাকে, আজ তোমার মুক্তি নেই।"

লোকটি বৃথা তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল।

৩৭

বারনাবি আস্তাবলের সম্মুখে পতাকাহস্তে একা পাদচারণা করিতেছিল। নিঃসঙ্গ অবস্থা আজ তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল।

আজ কি তাহার মনে তাহার পরমস্নেহময়ী জননীর কথা মনে হইতেছিল না? নিশ্চয়! সে যে মাকে সুখী করিবার জন্যই এ কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্মান দেখিয়া মাতা সুখী হইবেন না?

দিন অগ্রসর হইতেছিল। তাহার কাছে আহার্য্য ও পানীয় ছিল। সকালে সে কিছুই আহার করে নাই। সে দরজার কাছে বসিয়া আহার শেষ করিল, গ্রিপকেও খাইতে দিল।

বারনাবি বলিল, "গ্রিপ্, গর্ডন দীর্ঘজীবী হউন বল।"

সে তখন এত অন্যমনস্ক ছিল যে, দুই জন অশ্বারোহী কদমে কদমে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। যখন সে দিকে চাহিয়া দেখিল, সে বুঝিতে পারিল, এক জন লর্ড জর্জ্জ গর্ডন, অপরটি তাঁহার পরিচারক।

তাহাকে দেখিয়া গর্ডন বলিলেন, "সুপ্রভাত! তার পর খবর কি?"

বারনাবি বলিয়া উঠিল, "সব ভাল, সবই নিরাপদ! আর সকলে চ'লে গেছে—ঐ পথ দিয়ে তারা গেছে! খুব বড় দল।"

চিন্তান্বিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "তাই না কি? তুমি কি করছ?"

"ওরা আমায় এখানে পাহারায় রেখে গেছে। তারা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এ জায়গাটা আমায় রক্ষা করতে হবে, আপনার জন্য আমি তা করব। আপনি বড় ভাল লোক, ভারী দয়া আপনার। আপনার বিরুদ্ধে অনেক লোক, কিন্তু ভয় নেই, আমরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে খুব পারব।"

দাঁড়কাকটিকে লক্ষ্য করিয়া লর্ড বলিলেন, "ওটা কি?"

বিস্মিতভাবে হাসিয়া বারনাবি বলিল, "আপনি জানেন না বুঝি? ওটা একটা পাখী। আমার বন্ধু গ্রিপ্।"

দাঁড়কাক বলিয়া উঠিল, "একটা শয়তান, একটা কেৎলী একটা গ্রিপ্, একটা পলি, এক জন প্রোটেষ্টাণ্ট, পোপ চাইনে।"

লর্ড জর্জ্জের ঘোড়ার গলদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে বারনাবি বলিল, "অবশ্য আপনি ঠিকই প্রশ্ন করেছেন, ওটা কি। একটা পাখী বটে, কিন্তু ও যেন আমার ভাই—সব সময়েই গ্রিপ্ আমার কাছে থাকে—আমার সঙ্গে কথা বলে—সব সময়েই হাসিখুসী, কি বল গ্রিপ্?"

কা কা করিয়া দাঁড়কাক যেন সোহাগ জ্ঞাপন করিল।

লর্ড জর্জ্জ যেন আগ্রহভরে নীরবে বারনাবিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তার পর পরিচারককে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এ দিকে এস জন।"

জন গ্রুবি টুপীটা স্পর্শ করিয়া অগ্রসর হইল।

মনিব নিম্নস্বরে বলিলেন, "এই ছোকরাকে আগে কখনো দেখেছ?"

জন্ বলিল, "দুবার দেখেছি, হুজুর। কাল রাত্রে এবং শনিবার দিন।"

সংক্ষেপে লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়, ছোকরার মাথা খারাপ?"

জন গ্রুবি বলিল, "পাগল।"

"কি ক'রে এ কথা তোমার মনে হল? সব সময়ে ঐ কথাটা ব্যবহার করো না। কিসে তুমি ওকে পাগল ভাবছ?"

ছোকরা বলিল, "ওর পোষাকটা দেখুন, চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, ওর কথাবার্তা শুনুন। ও নিশ্চয় পাগল।"

মনিব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "বসন-ভূষণের পার্থক্য, কথার ভাবভঙ্গী তফাৎ হলেই সে লোককে পাগল বলতে হবে না কি?"

জন্ বলিল, "বদ্ধ পাগল, মশাই, ভীষণ পাগল ও।"

তীব্র স্বরে লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "আমার মুখের উপর তুমি এত বড় কথা বল্‌তে চাও?"

জন্ বলিল, "সকলের কাছেই আমি এ কথা বল্‌তে রাজি।"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "দেখছি, মিঃ গ্যাসফোর্ড ঠিক বলেছিল। আমি প্রথম ভেবেছিলাম, সে এই ছোকরার সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসবশে প্রশংসা করেছে। কিন্তু সেটা ভাবা আমার উচিত হয়নি।"

সম্ভ্রমভাবে টুপীর প্রান্ত স্পর্শ করিয়া গ্রুবি বলিল, "মিঃ গ্যাসফোর্ডের ভাল কথাতেও আমার আস্থা নেই।"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "তুমি ভারী অকৃতজ্ঞ গোয়েন্দা। মিঃ গ্যাসফোর্ড ঠিক বলেছিল। তোমাকে চাকরীতে বহাল রেখে বড় অন্যায় কাজ করেছি। সে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। সে দিন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাকে অপমান করেছিলে। আজই তুমি চ'লে যাও। তোমাকে আর রাখব না। যত শীঘ্র তুমি চ'লে যাও, তাই ভাল।"

"এই যদি আপনার মত হয়, বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি, হুজুর। মিঃ গ্যাসফোর্ড তাঁর ইচ্ছামত কাজ ক'রে যেতে পারেন। আপনি আমাকে গোয়েন্দা বল্‌লেন, কিন্তু আপনি আমাকে ভাল ক'রে জেনেও এ কথা বল্‌লেন, এতে আর কি বলবার আছে? আমি আপনাদের এই কাজটার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিনে। আমার কাজ হচ্ছে দু'শ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। চিরদিন আমি তাই করব।"

তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া জর্জ্জ বলিলেন, "তুমি অনেক কথা বলেছ, আর তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাইনে।"

জন গ্রুবি বলিল, "আর একটা কথা আমায় বল্‌তে দিন। এই নির্বোধ ছোকরাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া দরকার, এখানে থাকলে তার বিপদ ঘটবে। ঘোষণাপত্র অনেকেই পেয়েছে। সকলেই জানে, ছোকরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এখন কোন নিরাপদ স্থানে যদি না পালিয়ে যায়, বেচারা বড় কষ্টে পড়বে।"

বারনাবিকে সম্বোধন করিয়া লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "এ লোকটা কি বলছে, তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ? ও ভাবছে, এখানে তুমি থাকতে ভয় পাচ্ছ। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি এখানে রয়েছ। এতে তোমার বলবার কি আছে?"

জন্ কথাটা বুঝাইয়া বলিল, "ছোকরা, সেনাদল বেরিয়েছে। তোমাকে এখানে দেখলে তারা তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে। যদি তারা তোমায় ধরতে পারে, নিশ্চয় তোমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলোবে। সুতরাং তুমি যত শীঘ্র পার, এখান থেকে স'রে পড়। আমি যা বুঝেছি তোমাকে বল্‌লাম।"

দাঁড়কাককে মাটীতে ছাড়িয়া দিয়া, পতাকা তুলিয়া লইয়া বারনাবি বলিল, "গ্রিপ্, লোকটা কাপুরুষ। আসুক তারা! গর্ডন বেঁচে থাকুন! আসুক তারা!"

লর্ড জর্জ্জ বলিলেন, "তাই! আসুক তারা। দেখা যাক্, আমাদের এই শক্তিকে তারা কি ক'রে জয় করে! এমন লোকটা নাকি আবার পাগল! তুমি খুব ঠিক কথা বলেছ, ছোকরা। তোমাদের মত লোকের নেতা ব'লে আমি গর্ব্ব অনুভব করছি।"

এই সকল কথা শুনিয়া বারনাবির হৃদয় ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে লর্ড জর্জ্জের করপুট নিজের ওষ্ঠের কাছে ধরিল, তাঁহার ঘোড়ার শিরোদেশে মৃদু করাঘাত করিল। তার পর সে পতাকা মুক্ত করিয়া তুলিয়া ধরিল—উহা স্কন্ধে ধারণ করিয়া পদচারণা করিতে লাগিল।

আরক্ত, উত্তেজিত আননে, লর্ড জর্জ্জ বিদায় লইলেন। গ্রুবি তাঁহার পশ্চাতে অশ্ব চালনা করিল। লর্ড তাহার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যাইবার সময় গ্রুবি পুনঃ পুনঃ বারনাবিকে পলায়ন করিতে ইঙ্গিত করিল; কিন্তু বারনাবি তাহা গ্রাহ্য করিল না। অবশেষে পথের বাঁকে গ্রুবির মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

বারনাবি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার উল্লসিত-হৃদয়ে সম্পাদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। দিনের আলো গড়াইয়া পড়িল। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে বারনাবি চাহিয়া রহিল। তাহার মন তখন শান্তিপূর্ণ।

অবশেষে সে দেখিল যে, দূরে দুই তিন জন লোক উৎকণ্ঠিতভাবে দ্রুত আসিতেছে। তাহারা ইঙ্গিতে বারনাবিকে স্থানত্যাগের জন্য বলিতে লাগিল, সম্মুখে বিপদ আসন্ন, এ কথা তাহারা বুঝাইতে চাহিল।

বারনাবি পতাকা মুড়িয়া রাখিল। কিন্তু বিন্দুমাত্র শঙ্কা তাহার মনে জাগিল না। পথচারীরা দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল—ত্যাগের সময় বারনাবিকে আবার পলায়ন করিতে উপদেশ দিল। বারনাবি তথাপি নড়িল না।

বুটএ যাহারা ছিল, তাহারা স্থান ত্যাগ করিল। ইহার পরে সে দেখিল, এক দল লোক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মাঠ পার হইয়া আসিতেছে। তাহারা সৈনিক, তাহা তাহাদের গতিভঙ্গীতেই বুঝা গেল।

ক্রমে তাহারা প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহারা দাঁড়াইল। প্রত্যেকের বন্দুকে গুলী ভরিবার শব্দ হইল। তার পর এক জন রাজকর্ম্মচারী ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া বারনাবিকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন।

বারনাবি কোনও উত্তর দিল না। সে পতাকাটি বাগাইয়া ধরিল। আবার তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইল। তখন সে পতাকাদণ্ড লইয়া ঘুরাইতে লাগিল। দুই ব্যক্তিকে সে ধরাশায়ী করিল। তখন চারিদিক হইতে সে আক্রান্ত হইল। বন্দুকের কুঁদার প্রচণ্ড আঘাতে সে ধরাশায়ী হইল। পর-মুহূর্ত্তে সে বন্দী হইল।

সৈনিকরা সেখানে আসিয়া জমী খুঁড়িয়া লুণ্ঠিত বহু দ্রব্য আবিষ্কার করিল। বারনাবির পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইল। তাহার কাছে কিছুই পাওয়া গেল না।

সেনাদল আবার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়াইল। হাতকড়া পরাইয়া বারনাবিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকলে অগ্রসর হইল।

রাজপথে উপস্থিত হইলে, সকলে তাহাকে দেখিতে লাগিল। চারিদিকে সঙ্গীনধারী সৈনিকরা তাহাকে ঘেরিয়া লইয়া চলিল।

৫৮

পাছে জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়, এজন্য সামরিক কর্ম্মচারী যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সেনাবারিকে বন্দীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। অনর্থক রক্তপাত করিয়া লাভ নাই। পথে এক স্থানে দাঙ্গাকারীরা সমবেত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে পথে না গিয়া রাজকর্ম্মচারী ভিন্ন পথে সেনাবারিকে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে একটি পাথরের ঘরে বেচারা বারনাবিকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। খানিক পরে সেখান হইতে তাহাকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইল। এখানে একটি ক্ষুদ্র সুদৃঢ় কক্ষে তাহাকে রাখিয়া দ্বারে প্রহরী সন্নিবেশ করা হইল। কক্ষটি অন্ধকারময়, বায়ু-প্রবেশের জন্য প্রাচীরের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে কয়েকটি ছোট ছোট গর্ত্ত ছিল।

বারনাবি নীরবে কক্ষমধ্যে বসিয়া রহিল। ক্রমে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক পরে মনুষ্যকণ্ঠস্বরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে শুনিল, কাহারা বাহিরে কথা বলিতেছে।

এক জন বলিল, "এখুনি যদি ওকে নিয়ে যাবে, তবে এখানে আনা হ'ল কেন?"

অপর জন বলিল, "তবে ওকে কোথায় নিয়ে যেতে বল? রাজার সেনাদলের মধ্যে ছাড়া সে কোথায় নিরাপদে থাকবে? তুমি ওর সম্বন্ধে কি করতে চাও? কতকগুলো কাপুরুষ সিভিল কর্ম্মচারীর হাতে ওকে দিতে চাও না কি? তারা ত কতকগুলো নিকর্ম্মা দাঙ্গাকারীর ভয়েই অস্থির।"

"কথাটা ঠিক বটে।"

"নয় কি? আমি টম্ গ্রীন্, আমার উপর যদি ভার দিত—দুদল সেনা আমার হাতে থাকত, তা হ'লে গোটাকয়েক গুলীর সাহায্যে আমি সব ঠাণ্ডা ক'রে দিতুম।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "বলা সোজা; কিন্তু তারা এ রকম ভার দেবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম না দিলে, সামরিক কর্ম্মচারী কি করবে?"

এ কথার উত্তরে বক্তা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গালি পাড়িতে লাগিল।

অপর বক্তা বলিল, "এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত।"

"এ ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটের দরকার কি? ঘোষণালিপি বেরিয়েছে। তদনুসারে এই লোকটাকে পাওয়া গেছে। প্রমাণ এবং সাক্ষ্য দুই হাজির। লোকটাকে নিয়ে গিয়ে গুলী ক'রে মারলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে কি করবে?"

প্রথমে যে কথা বলিয়াছিল, সে বলিল, "সার জন ফিল্ডিংএর কাছে ওকে কখন্ হাজির করান হবে?"

"আজ রাত ৮টার সময়। তার পর কি হয় দেখো। ম্যাজিষ্ট্রেট ছোকরাকে নিউগেট কারাগারে পাঠিয়ে দেবেন। তখন দাঙ্গাকারীরা আমাদের সেনাদলের ওপর ঢিল ছুড়বে। সেনাদল দাঙ্গাকারীদের কাছে হটে যাবে। তারা ঢিল ছুড়বে, অপমান করবে, একটাও গুলী মারা চলবে না। কেন? না ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম নেই। ম্যাজিষ্ট্রেট জাহান্নমে যাক!"

বারনাবি বুঝিল, তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে। সে দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া ছিদ্রপথে লোক দুইটিকে দেখিতে লাগিল।

সিভিল কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, সে ব্যক্তি একটি থামের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। অপর ব্যক্তি কারাকক্ষের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া কথা বলিতেছিল, তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু লোকটি সুদর্শন এবং যুবক। বীরপুরুষ বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করে। তাহার বামবাহু নাই। কোটের হাতাটা বুকের উপর ঝুলিতেছিল।

সে বলিল, "যাক্, দোষ যারই হোক্ না কেন, ইংলণ্ডে ফিরে এসে এ দৃশ্য দেখা বড় দুঃখের।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "এর পর শূকরের দল ওদের সঙ্গে যোগ দেবে। এখন পাখীগুলো পর্য্যন্ত যোগ দিয়েছে।"

টম্ গ্রীন্ বলিল, "পাখী?"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "ঠিক তাই।"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না, ভাই।"

"প্রহরীদের ঘরে যাও, দেখতে পাবে। একটা পাখী—সেও বলছে, পোপ চাইনে। এতে বিস্ময়ের আর কি কথা

বল! সারা লণ্ডনে শয়তানের ছড়াছড়ি। আমার যদি ক্ষমতা থাকৃত, তা হ'লে পাখীটির গলা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তাম।"

হাতকাটা যুবক সৈনিকটি পাখীটাকে দেখিবার জন্য পা বাড়াইল, এমন সময় বারনাবির কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সে থামিল।

অর্দ্ধ-হাস্ত, অর্দ্ধ-ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বারনাবি বলিল, "পাখীটা আমার। আমার পোষা পাখী, বন্ধু গ্রিপ। হা, হা, হা! ওকে আঘাত করো না। নিরীহ পাখী, কারও কোন অনিষ্ট করে নি। আমি ওকে শিখিয়েছি, সে দোষ আমার। দয়া ক'রে পাখীটা আমাকে দাও। ও ছাড়া জগতে আমার কোন বন্ধু নেই। আমি জানি, আমাকে না দেখে সে কথা বল্‌বে না, নাচবে না, গান করবে না। কিন্তু আমার কাছে এলে সবই করবে। ও আমাকে ভালবাসে—অবশ্য সে কথাটা তোমরা বুঝতে পারবে না। পাখীর কোন অনিষ্ট তোমরা করো না। তোমরা সাহসী সৈনিক, তোমরা নারী, শিশুর কোন অনিষ্ট করো না, পাখীরও করবে না, সে আমি জানি।"

সার্জ্জেন্টকে উদ্দেশ করিয়া সে শেষের কথাগুলি বলিল। সার্জ্জেন্ট তাহার উত্তরে বলিল, তাহার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পাখী ও তাহার মনিব উভয়ের কণ্ঠ রোধ করিয়া দিত।

সক্রোধে বারনাবি বলিল, "এ কথা তোমারই বলা সাজে। কারণ, আমি বদ্ধ হয়ে আছি। আমি যদি বন্ধনমুক্ত থাকৃতাম, তা হ'লে দেখতাম, কে আমার পাখী কেড়ে নেয়। এখন তুমি যা খুসী করতে পার—পাখীটাকে মেরে ফেল। আমার হাত বদ্ধ, সবই তুমি করতে পার।"

এই কথা বলিয়া, অন্ধকার গৃহকোণে আশ্রয় লইয়া বারনাবি বলিল, "বিদায় গ্রিপ, বিদায়।" তাহার দুই নয়ন বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

খানিক পরে কাহারা আসিয়া তাহাকে ডাকিল। তখনই সে বাহিরে আসিল। সে যে ভয় পাইয়াছে, এমন লক্ষণ কখনই সে প্রকাশ করিবে না। উন্নতশিরে সে বাহিরে আসিল।

সেনাদল তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রাঙ্গণে লইয়া গেল। সেখানে বহু সৈনিক ছিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া চলিল। রাজপথে জনতা থাকিলেও সেনাব্যূহ ভেদ করিয়া কেহ তাহার কাছে আসিতে পারিল না। সে হিউয়ের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল না। তবে হিউও কি তাহার মত বন্দী হইয়াছে? আর কি কোন আশা নাই?

মাঝে মাঝে জনতা তাহাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কাজ হইল না। নিউগেট কারাগারের মধ্যে অবশেষে সে নিক্ষিপ্ত হইল। তথায় এক জন কামার ছিল। সে অনতিবিলম্বে তাহাকে শৃঙ্খলিত করিল। তার পর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত কক্ষমধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই সময়ে কোনও অদৃশ্য হস্ত তাহার নিকট গ্রিপকে ফেলিয়া দিল।

৩৯

এখন একবার হিউয়ের কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ওয়ারেন ধ্বংস করিয়া সেই যে সে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল, সে রাত্রিতে আর তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই।

সঙ্গীরা তাহার আদেশমত সকলেই চলিয়া গিয়াছে কি না, তাহা অন্তরালে থাকিয়া সে লক্ষ্য করিতেছিল। যখন সে বুঝিল, সকলেই চলিয়া গিয়াছে, তখন ঝোপঝাড় ভাঙ্গিয়া সে একটা আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

একটা খানার ধারে কতিপয় লোককে সে ২৫ মিনিট পূর্ব্বে রাখিয়া গিয়াছিল। তাহারা হিউয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

একখানি পুরাতন গাড়ী পথে দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীর খড়খড়িগুলি বন্ধ ছিল। দুইটি রুদ্ধ জানালার পাশে ট্যাপারটিট ও ডেনিস পাহারা দিতেছিল।

হিউ তথায় উপস্থিত হইলে সর্দ্দার ট্যাপারটিট বলিল, "কি রকম, সব খবর ভাল?"

হিউ বলিল, "সব ঠিক। ওরা সব চ'লে যাচ্ছে, দেখে এসেছি।"

"তা হ'লে পথ সাফ?"

"সব ঠিক। ওহে, কার কাছে মদ আছে বল ত?"

ওয়ারেন হইতে অনেকেই উৎকৃষ্ট মদের বোতল সংগ্রহ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা একটা বড় বোতল হইতে সে ঢক্ ঢক্ করিয়া সুরা মুখবিবরে ঢালিতে লাগিল। সে বোতল শেষ হইলে, সে আর একটা গ্রহণ করিল। তৃতীয় বোতল লইয়া তাহারও অর্দ্ধেকটা সে একই নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "কারও কাছে খাবার আছে? আমি এখন নেকড়ে বাঘের মত ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি।"

এক জন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার কাছে কিছু আছে। দেখ, এতে তোমার হবে কি না।"

"শীঘ্র নিয়ে এস। একটা মশাল এ দিকে আন। এখন ভোজন করা যাক্। হা, হা, হা!"

সকলে হাসিতেছে দেখিয়া সিম্ বলিল, "গোল করো না, শৃঙ্খলা বজায় রাখা চাই, বুঝেছ?"

তাহার সহকারী বলিয়া উঠিল, "সর্দ্দারজী, এমন কাজের পর একটু আমোদ-প্রমোদ করলে কি দোষ হবে বল? তুমি বড় নির্দ্দয়, সর্দ্দার! ভারী কঠোর! হা, হা, হা!"

সিমন বলিল, "ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য, কেউ ওর মুখে একটা বোতল ধর ত। না হ'লে এখুনি সেনাদল এদিকে এসে পড়বে।"

হিউ বলিল, "এলে কি হবে? কিসের ভয়? কে তাদের গ্রাহ্য করে? আসুক তারা। বারনাবিকে আমার পাশে এনে দেও, আমরা দুজনে সেনাদলের দফা শেষ ক'রে দেব। তোমাদের কোন সাহায্য করতে হবে না। বারনাবিই সেনাদলের সমকক্ষ। আমি তার স্বাস্থ্য পান করছি।"

কিন্তু সে রাত্রিতে আর কোনও প্রকার হাঙ্গামা বাধাইতে অধিকাংশই রাজি ছিল না। কারণ, সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই ট্যাপারটিটের উক্তির সমর্থন করিল। তখন হিউ নীরবে আহার সমাধা করিল।

তার পর সে ট্যাপারটিটকে বলিল, "এখন আমি প্রস্তুত। খাঁচার মধ্যে সাহসী পাখী আছে। ভারী কোমল পাখী—ছোট ঘুঘু। আমি তাদের খাঁচায় পুরেছি, একবার আমি উঁকি মেরে দেখি।"

বামনাকার সিমকে একপাশে সরাইয়া দিয়া সে গাড়ীর চাকার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর সবলে খড়-খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সে ভিতরে দেখিতে লাগিল।

তাহার কঠোর মুষ্টিবন্ধন হইতে যে ক্ষুদ্র হস্ত মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই হাত চাপিয়া ধরিয়া হিউ বলিল, "হা, হা, হা! তুমি আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছিলে না, ঠাকরুণ, এমন উজ্জল চোখ, এমন লাল টুকটুকে ঠোঁট! ঠাকরুণ, এরই জন্য তোমায় আমি বেশী ভালবাসি। তুমি আমায় ছোরা মার, আমি বাধা দেব না। তোমার গর্ব্বিত, ঘৃণাবিস্ফারিত চোখ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। ওতে তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়। তোমার মত সুন্দরী কে আছে?"

অধীরভাবে ট্যাপারটিট অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল, "নাও, হয়েছে, আর ওসব এখন করতে হবে না। নেমে এস।"

ক্ষুদ্র হস্ত হিউয়ের মাথা সবলে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তার পর খড়খড়ি তুলিয়া দিল। হিউ হাসিতে হাসিতে বলিল যে, সে আর একবার ঐ মুখখানি দেখিবে। কিন্তু জনতার মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হওয়ায় সে থামিয়া গেল। শুধু সম্মুখের খড়খড়ির উপর করতাড়না করিয়া উঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিল। ট্যাপারটিট গাড়ীর দরজার পাদানীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিল। বাকি লোকগুলার কেহ কেহ পশ্চাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, অপর সকলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল। এইরূপে অনেক পথ ঘুরিয়া তাহারা লণ্ডনের দিকে চলিল।

এদিকে ডলি ইমা হেয়ারডেলকে নানা ভাবে আশ্বাস দান করিতে লাগিল। ডলির কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছিল, পরিধেয় স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, কৃষ্ণতার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত, মুখমণ্ডল কখনও ক্রোধে আরক্ত, কখনও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাহার পীবর বক্ষঃস্থল ঘন ঘন আন্দোলিত হইয়া ডলিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে ইমাকে বুঝাইতেছিল, সেনাদল নিশ্চয় আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। রক্ষিগণের নিষেধ সত্ত্বেও গাড়ীর মধ্য হইতে সে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া পথচারীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বেচারা তখন কাঁদিয়াই অস্থির। গোল্ডেন কি আবাসে তাহার পিতা-মাতাকে কে সান্ত্বনা দিবে?

মিস্ হেয়ারডেল অপেক্ষাকৃত শান্তস্বভাবা। তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ পাইতে দিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি চেতনা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডলি তাঁহার হাত ধরিয়া রাখিয়াছিল—সে করপল্লব বরফের ন্যায় শীতল। তিনি ডলিকে বুঝাইলেন যে, উপস্থিত তাঁহাদিগকে চঞ্চল হইলে চলিবে না। অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে থাকিলে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারিবে। যদি সমাজ-জীবনে ওলট-পালট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা নিশ্চয়ই অবলম্বিত হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার উদ্ধারসাধন না করিয়া কোনও মতেই নিরস্ত হইবেন না, ইহা ইমা জানিতেন। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে যদি নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কি যে হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। একথা মনে হইবামাত্র ইমা মর্ম্মর-প্রস্তর-ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

গাড়ীতে আসিবার সময় ডলি কতবার তাহার প্রণয়-প্রার্থী জোর কথা মনে করিতে লাগিল। সেই রাত্রির ঘটনা কতবার তাহার মনে পড়িল। আজ যে শয়তান তাহাকে বার বার দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, উহার কবল হইতে সে রাত্রিতে জোই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। জোর কথা মনে পড়িবামাত্র সে ভাবিয়া দেখিল, সে কিরূপ সাহসী বীর। সে যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে একাই বীরবিক্রমে সে এই দানবদিগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিত। জোর কথা মনে পড়ায়, ডলি আরও অধীরভাবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রিশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। কোন্ পথে তাহাদের গাড়ী চলিয়াছে, তাহা ডলি বুঝিতে পারিল না। পরিচিত কোনও দৃশ্য তাহার নয়নপথে পড়িল না। ইহাতে উভয়েরই মনে শঙ্কা দ্বিগুণ হইল। কি উদ্দেশ্যে এই শয়তান-গণ তাহাদিগকে লইয়া চলিয়াছে, ইহা তাহারা

অনেকটা অনুমান করিয়া লইল। ইহাতে দুই তরুণীর চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে লণ্ডন সহরে তাহাদের গাড়ী প্রবেশ করিল। তখন রজনী দ্বিযাম উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপথ জনহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন। গাড়ী একটা নির্জ্জন স্থানে থামিল। সহসা হিউ গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং একলম্ফে উঠিয়া উভয়ের মাঝখানে বসিয়া পড়িল।

উভয়ে বৃথা সাহায্যের জন্ত চীৎকার করিতে লাগিল। হিউ উভয়ের কণ্ঠদেশে হাত রাখিয়া বলিল যে, যদি তাহারা চীৎকার বন্ধ না করে, তাহা হইলে সে উভয়কে চুমা খাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে।

"তোমরা চীৎকার করবে না বলেই আমি এখানে এসেছি। যদি শব্দ বন্ধ না কর, তা হ'লে চুমা দিতে আরম্ভ করব। এখন চেঁচাতে থাক, সুন্দরীরা, তা হ'লে আমি আশ মিটিয়ে চুমো খেতে থাকব।"

উভয়ে তাহার স্পর্শ এড়াইয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। কিন্তু ডলি সরিয়া গেলেও হিউয়ের বাহু ডলির কটিদেশ বেষ্টন করিয়াছিল। সে তাহাকে দৃঢ়ভাবে কাছে টানিয়া আনিল। ডলি কোন কথা বলিল না, চীৎকারও করিল না। কারণ, ঘৃণা ও ভয়ে সে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়াছিল। হিউয়ের বাহু সরাইয়া দিবার জন্ত সে প্রাণপণ করিল। তার পর নীচু হইয়া মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে এমনভাবে হিউকে প্রত্যাখ্যান করিল যে, হিউ পর্য্যন্ত তাহার শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। গাড়ী চলিতে চলিতে আবার থামিল।

যে ব্যক্তি দরজা খুলিল, হিউ তাহাকে বলিল, "এঁকে ধ'রে বার ক'রে নাও।" মিস হেয়ারডেল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ডেনিস বলিল, "ভালই হয়েছে, আর চীৎকার করবে না।"

হিউ বলিল, "তুমি এঁকে নিয়ে যেতে পারবে ত?"

জল্লাদ বলিল, "আগে চেষ্টা ক'রে দেখি। অনেকবার এ রকম দেহ তুলে নিয়ে গেছি। না, হাল্কা নয়, বেশ ভারী। আচ্ছা, এবার হয়েছে।"

ইমাকে বহন করিয়া অতিকষ্টে ডেনিস্ অগ্রসর হইল।

ডলিকে নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া হিউ বলিল, "ওগো সুন্দরি! আমি যা বলেছি, মনে রেখ। প্রত্যেক চীৎকারে একটি ক'রে চুমো। আমায় যদি ভালবাস, তা হ'লে একবার চেঁচাও। ঠাক্‌রুণ, একটিবার চীৎকার কর।"

দেহের যত শক্তি ছিল, সমস্ত প্রয়োগ করিয়া ডলি মাথা নত করিয়া রহিল। হিউ তাহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া চলিল। একটি জঘন্ত কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া হিউ ডলিকে বক্ষোদেশে মর্দ্দিত করিয়া ভূমিতলে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল।

বেচারা ডলি! সে যাহাই করিতে চাহে, তাহাতে তাহাকে আরও সুন্দর দেখায়, ইহাতে উহারা প্রলুব্ধ হইয়া উঠে!

ডলি তাহার প্রভুকন্তার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গলদেশে হাত রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ডেনিস বলিল, "দেখ, আমি কোন দিন নারীর প্রেমে পড়িনে। এ ব্যাপারে আমি শুধু বন্ধুদের সাহায্য করেছি। কিন্তু তোমরা যদি এ রকম করতে থাক, তখন আমি আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারব না।"

ইমা বলিলেন, "তোমরা আমাদের এখানে কেন এনেছ? আমাদের খুন করতে চাও?"

ডেনিস বলিল, "খুন! তোমাদের মত মেয়েমানুষকে খুন? বরং তোমরা এ কথা বলতে পার যে, তোমাদের বিয়ে দেবার জন্তে এখানে আনা হয়েছে।"

হিউ তখন ডলির উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

ডেনিস্ পুনরায় বলিল, "না, না, খুন-খারাপীর কথা নয়। ও সব কিছু নয়। ঠিক তার বিপরীত।"

কম্পিতদেহে ইমা বলিলেন, "দলের লোকদের মধ্যে তোমাকে বয়স্ক দেখাচ্ছে। আমাদের ওপর কি তোমার দয়া হয় না? আমরা যে নারী, তা কি বিবেচনা ক'রে দেখছ না?"

ডেনিস বিদ্রূপভরে বলিল, "তা করছি বই কি। তোমরা দুজনে যে রকম নমুনা দেখিয়েছ, তাতে তা না ভাবাই অন্তায়। হা, হা! হ্যাঁ, আমি তা বিবেচনা করেছি বই কি। মিস্, আমরা সবাই তোমাদের নারী বলেই মনে করেছি।"

খুব ভাল কথা বলিয়াছে মনে করিয়া ডেনিস্ হিউয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

ডেনিস্ আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সিমন্ ট্যাপারটিট্ হন্তদন্তভাবে সেখানে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ডলি আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহার উপর প্রায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ডলি বলিয়া উঠিল, "আমি ঠিক জানি। বাবা কি দরজার কাছে আছেন? জয় ভগবানের! ভগবান্ তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন, সিম্। এজন্ত ভগবান্ তোমার ভাল করবেন।"

সিমন ট্যাপারটিট্ ভাবিল, ভার্ডেন-কন্তা এত দিন পরে চাপিতে না পারিয়া তাহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবিয়া সে তাহার প্রেম ব্যক্ত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু প্রথমতঃ সে যেন বোকা বনিয়া গেল। ডেনিস্ ও হিউ হাসিয়া উঠিল। ইহাতে ডলি পিছাইয়া গিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

সিম্ খানিক নীরব থাকিবার পর বলিল, "মিস্ হেয়ারডেল, আপনার বোধ হয় কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এ অবস্থায় আর বেশী কি করা যেতে পারে? ডলি ভার্ডেন, প্রিয়তমে, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তুমি—আশা করি, তুমিও অসুবিধা বোধ করছ না?"

বেচারা ডলি তখন সব বুঝিল, বুঝিয়া দুই হাতে মুখ আবৃত করিল। সে এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অসহায়ভাবে ফোঁপাইতে লাগিল।

আপনার বক্ষঃস্থলে হাত রাখিয়া সিম্ বলিল, "মিস্ ভার্ডেন, তুমি এখন আর আমাকে তোমার বাবার কারখানার শ্রমিক ব'লে মনে করো না। আমি এখন একটি বড় দলের নেতা। এরা সব আমার সহকারী। ডলি-ভার্ডেন, প্রিয়তমে, অনেক দিন ধ'রে আমি বর্ত্তমান সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলুম। আমাকে তোমার স্বামী বলেই জেনে রাখ। হ্যাঁ, সুন্দরী তুমি আমাকে ক্রীতদাস ক'রে রেখেছ—এস্, ট্যাপারটিট্ একান্ত তোমারই!"

বলিতে বলিতে সে অগ্রসর হইল—ডলিও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে হাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর স্থান নাই দেখিয়া সে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। নারীসুলভ, কুমারী-সুলভ লজ্জা মনে করিয়া সিম্ তাহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইতে গেল। ডলি উপায়ান্তর না দেখিয়া সিমের দীর্ঘ কেশ আঙুলে জড়াইয়া ক্রমাগত তাহার মাথা টানিতে লাগিল। ডলি তাহাকে বেশ প্রহার করিল। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হিউ ডলিকে এ অবস্থায় একান্তমনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া আপনাকে সিম্ অনেকটা দুরস্ত করিল, বলিল, "আজ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কবে ওর মেজাজ ভাল ছিল, তাও ত জানিনে। কাল পর্য্যন্ত এইভাবে থাক্। তার পর দুরস্ত হয়ে যাবে। ওকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে যাও।"

বলিবামাত্র হিউ ডলিকে উভয় বাহুর সাহায্যে তুলিয়া লইল। সম্ভবতঃ ট্যাপারটিটের মন নরম হইয়াছিল, অথবা তাহার ভাবী পত্নীকে অন্যের কবলিত দেখিয়া তাহার মনে ব্যাপারটা অশোভন বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে, তাই সে ডলিকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল। ডলি ছাড়া পাইয়া ইমার কাছে ছুটিয়া গেল এবং তাঁহার বসন-ছায়ায় আপনার আরক্ত মুখমণ্ডল আবৃত করিল।

সিম্ নিজের পদোচিত মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া বলিল, "কাল পর্য্যন্ত দুজন এক জায়গাতেই থাকুক। চ'লে এস!"

হিউ বলিল, "তাই না কি! চলে এস, সর্দ্দার! হা, হা, হা!"

কঠোরভাবে সিম্ বলিল, "তুমি হাসছ কেন?"

হিউ বলিল, "ও কিছু না, সর্দ্দার।" কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সে আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ট্যাপারটিট্ তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বন্দীদিগের দিকে মুখ ফিরাইল। বলিল, "ভদ্র মহিলারা, তোমরা জেনে রাখ, চারিদিকে পাহারা আছে। সামান্য গোলমাল হলেই ফল ভাল হবে না। কাল সকালে তোমরা আমাদের অভিপ্রায় জান্তে পারবে। ইতিমধ্যে জানালার ধারে কেউ যেও না, অথবা পথচারী কারও কাছে কোন আবেদন জানিও না। তা যদি কর, তখনই সবাই জানবে, তোমরা ক্যাথলিক। তা হ'লে আমাদের লোকজন শত চেষ্টা করেও তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।"

কথাটা সত্য। সিম্ ঐ কথা বলিয়া সঙ্গীদিগকে বাহিরে আসিবার জন্য আহ্বান করিল। অতঃপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

ডেনিস্ বলিল, "ছুটো মেয়েই চমৎকার। মষ্টর গ্যাসফোর্ডের জন্য যেটি, সেও অন্যটির মত সুন্দরী, কেমন নয় কি?"

হিউ তাড়াতাড়ি বলিল, "চুপ! কারও নাম করো না। ভারী বদ-অভ্যাস তোমার!"

ডেনিস্ বলিল, "নাম বলা যখন নিষেধ, তখন এমনি বলি, আমি হ'লে তাঁর স্থান কখনো অধিকার করতাম না। উনি যখন মেয়েটির কাছে বক্তব্যটা ব'লে ফেলবেন, তখন ও মেয়েটিকে বিশ্বাস নেই। ওঁর কাছে একখানা ছুরী পর্য্যন্ত ভরসা ক'রে দেওয়া যায় না। এর আগেও আমি এ'রকম দৃশ্য দেখেছি। সে ব্যাপারেও এক জন ভদ্রলোক জড়িত ছিলেন। সে মেয়েটি আমাকে বলেছিল যে, 'ডেনিস্ আমার ত দিন শেষ হয়েছে, এ সময়ে একখানা ছোরা যদি পেতাম, তা হ'লে লোকটিকে একবার দেখে নিতাম। মেয়েটি তা করেছিল। এ মেয়েটিও তাই করতে পারে।"

হিউ বলিল, "কাকে মেরে ফেলেছিল?"

"তা কি ক'রে জানব, ভাই! মেয়েটি ত আমায় নাম বলে নি।"

হিউ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সিম্ বলিয়া উঠিল, "হিউ, তুমি আজ খুব ভাল কাজ করেছ। তোমাকে পুরস্কার দেওয়া যাবে। ডেনিস্, তুমিও বেশ কাজ করেছ। কোন যুবতীকে কি তুমি বের ক'রে আনতে চাও?"

"না! সে রকম ঝোঁক কারও উপর আমার নেই।"

সিম্ বলিল, "বেশ, তা হ'লে তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। আর তুমি, হিউ, তোমারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তিন দিনের মধ্যে মিগ্সকে তুমি পাবে। আমি তোমাকে কথা দিলুম।"

হিউ তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। সেই সঙ্গে সে এত জোরে হাসিতে লাগিল যে, তাহার পেটে

খিল ধরিয়া গেল। সে যদি ট্যাপারমটির স্কন্ধদেশ ভর করিয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে হইত।

৬০

মানিক তিনটি "বুট" অভিমুখে যাত্রা করিল। পুরাতন আড্ডায় বিশ্রাম করার সুখ তাহারা ভোগ করিবে। তাহাদের অসদভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, অনিষ্ট করিবার কাজ তাহারা শেষ করিয়াছে। বন্দিনীরাও যথাস্থানে সুরক্ষিত হইয়াছে, এখন খানিক নিশ্চিন্ত বিশ্রামই তাহাদের প্রাপ্য—শরীর আর ভারবহনে সমর্থ নহে।

পথে চলিতে চলিতে হিউয়ের উচ্চহাস্য চারিদিক সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। ডেনিস ইহাতে আপত্তি জানাইল। এমনভাবে চলিলে পথে তাহারা বন্দী হইতে পারে, কিন্তু হিউ কোন দিকেই লক্ষ্য করিল না।

অদূরে "বুট" দেখা গেল। এ সময়ে হিউ নীরবে পথ চলিতেছিল। পাছে কেহ "বুট" অভিমুখে আসিয়া বিপন্ন হয়, এজন্য তাহাদের দলের কয় জন সারা রাত্রি থানার মধ্যে থাকিয়া চৌকী দিতেছিল। উহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সে থামিতে বলিল।

হিউ বলিল, "কেন, থাম্‌ব কেন?"

লোকটি জানাইল, 'বুট এখন প্রহরীর দ্বারা পূর্ণ, পুলিস তাহারা সেখানে বসিয়াছে। বুট হইতে সকলেই পলায়ন করিয়াছে, কাহাকে কাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে,তাহা সে জানে না। বহু লোককে সে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। তাহারা সকলেই বাজারে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বারনাবির কোন সংবাদ সে জানে না — এমন কি, তাহার নামও সে শুনে নাই। তবে সে শুনিয়াছে, কোন কোন লোককে নিউগেট কারাগারে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কথাটা সত্য কি না, তাহাও সে জানে না।

তিন বন্ধুতে তখন পরামর্শ করিতে লাগিয়া গেল। হিউ বলিল যে, সেনাদল নিশ্চয়ই বারনাবিকে বন্দী করিয়াছে। সুতরাং গোপনে বুটএ গিয়া যদি আগুন ধরাইয়া দেওয়া যায়, ভাল হইবে। কিন্তু তাহার বন্ধুরা ইহাতে সম্মত হইল না। অধিক লোকের সাহায্য না পাইলে এমন দুঃসাহসিক কার্য্য করা চলিবে না। বিশেষতঃ বারনাবিকে যদি গ্রেপ্তার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই কোন সুদূর কারাগারে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে স্থান সহজে আক্রান্ত হইতে পারে, এমন স্থানে কখনই তাহারা বারনাবিকে রাখিবে না। বন্ধুদের পরামর্শ অনুসারে হিউ তখন ফ্লিট মার্কেটএর অভিমুখে গমন করিল। সম্ভবতঃ সেখানে সাহসী বন্ধুরা বারনাবির বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া কোন না কোন মতলব আঁটিতেছে।

তাহাদের ক্লান্তদেহে নূতন উত্তেজনার সঞ্চার হইল—বিশ্রামের কথা আর কাহারও মনে রহিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিল।

সেখানে বহু দাঙ্গাকারী আশ্রয় লইয়াছিল। বন্ধুত্রয়কে দেখিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অধিকাংশই তাহাদিগকে চিনিত। বড়ঘরের মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করা হইল।

হিউ বলিল, "শুনলাম, সেনাদল বুট অধিকার করেছে। এ বিষয়ে কে কি জান বল?"

অনেকেই বলিল যে, তাহারাও এ কথা শুনিয়াছে, কিন্তু ঘটনাস্থলে তাহাদের কেহই উপস্থিত ছিল না। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধ্বংসকার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

হিউ বলিল, "সেখানে এক জনকে পাহারা দেবার জন্ত রেখে এসেছিলুম। কিন্তু তাকে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা সবাই তাকে জান। তার নাম বারনাবি। সে দিন এক জন সৈনিককে সে মেরে মাটীতে ফেলে দিয়েছিল। তোমরা কেউ তার সন্ধান জান?"

না, কেহই জানে না। এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। এক ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে হিউয়ের সহিত দেখা করিতে চাহে।

যাহারা দরজা আগলাইয়া ছিল, হিউ তাহাদিগকে বলিল, "মাত্র একটা লোক, ওকে আসতে দেও।"

অন্যান্য সকলে বলিল, "ঠিক, ওকে নিয়ে এস।"

দ্বার মুক্ত হইল। এক জন লোক দেখা গেল, তাহার এক হাত নাই। একখানি রক্তাক্ত বসনে তাহার মস্তক ও মুখমণ্ডলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যেন লোকটিকে ভীষণ আঘাত করা হইয়াছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিন্ন। অপর হস্তে একখানি যষ্টি। ঘরের মধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার নাম হিউ?"

হিউ বলিল, "আমারই নাম হিউ। আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

লোকটা বলিল, "একটা খবর তোমাকে দেব। তুমি বারনাবিকে চেন?"

"কি হয়েছে তার? সে কি কোন খবর পাঠিয়েছে?"

"হ্যাঁ, তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়েছে। নিউগেট কারাগারের মধ্যে সে আছে। সে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অনেকে প'ড়ে তাকে কাবু করে। সে এই খবরই পাঠিয়েছে।"

হিউ তাড়াতাড়ি বলিল, "কখন্ তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?"

"যখন তাকে ধ'রে গারদে নিয়ে যায়। আমরা যে পথে ছিলাম, সে পথ দিয়ে সেনারা তাকে নিয়ে যায় নি। যারা তাকে ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল, আমি তাদের মধ্যে এক জন ছিলাম। সে আমাকে ডেকে বলে যে, হিউকে যেন আমি

এ খবর দেই। আমরা খুব চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু পারিনি। আমার দিকে চেয়ে দেখ।"

সে নিজের পরিচ্ছদ ও আহত স্থান দেখাইল। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। তার পর সে হিউয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল

সে আবার বলিল, "তোমাকে দেখেই আমি চিন্‌তে পেরেছি। আমি তোমাকে শুক্র ও শনিবারে দেখেছিলাম। কিন্তু তখন তোমার নাম জানতাম না। তুমি খুব সাহসী পুরুষ, তা আমি জানি। সেও খুব সাহসী। সে সিংহের মত যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। আমার একখানা হাত নেই, তবু আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম।"

সে আবার ঘরের চারিদিকে চাহিল। ব্যাণ্ডেজের জন্য তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়াছিল। পাছে কেহ তাহাকে আক্রমণ করে, এজন্য লাঠি বাগাইয়া সে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইল।

কিন্তু তাহাকে কেহ আক্রমণ করিবে, এমন ভাব প্রকাশ পাইল না। যে ব্যক্তি এ সংবাদ আনিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কেহ কিছুই ভাবিয়া দেখিল না। তখন সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিরূপে বন্দীদিগকে মুক্ত করিবে, তাহারই আলোচনা করিতেছিল। এক জন বলিয়া উঠিল, "কে কে আমার সঙ্গে নিউগেট আক্রমণ করতে যাবে এস।" সকলেই তাহার অনুবর্ত্তী হইতে চাহিল।

কিন্তু দ্বারদেশে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া হিউ ও ডেনিস দাঁড়াইল। কাহাকেও বাহিরে আসিতে দিল না। দিবাভাগে কারাগার আক্রমণ করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে। রাত্রিকালে আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহারা শুধু আপন জনকে উদ্ধার করিবে না, কারাগারের যাবতীয় বন্দীকে মুক্তি দিবে—কারাগার পুড়াইয়া দিবে।

হিউ বলিল, "শুধু নিউগেট নয়, লণ্ডনে যত কারাগার আছে, সব ভেঙ্গে ফেল্‌তে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে। যারা যোগ দিতে চাও, আমার সঙ্গে কর-কম্পন কর। বারনাবিকে মুক্ত করতে হবে, একটা কারাগারও আস্ত থাকবে না। যারা যোগ দিবে এস।"

সেখানকার প্রত্যেক লোকই এ কার্য্যে যোগ দিতে প্রস্তুত। আজ রাত্রিতে নিউগেটের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবেই। দরজা ভাঙ্গিয়া, বাড়ী পুড়াইয়া দিবে, নয় ত আপনারা আগুনে পুড়িয়া মরিবে।

৬১

সেই দিন রাত্রিতে মিঃ হেয়ারডেল, বন্দীকে সুদৃঢ়রূপে হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায় বল-পূর্ব্বক স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। সলোমন তাঁহাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিল। উহাকে লণ্ডনে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে মিঃ হেয়ারডেল একখানি গাড়ীর অনুসন্ধানে চলিলেন। কোনও বিচারকের কাছে বন্দীকে লইয়া যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত। সহরে যেরূপ অরাজকতা চলিতেছিল, তাহাতে কোনও গারদে তাহাকে রাখা নিরাপদ হইবে না, কারাগারের দৃঢ় প্রাচীরের অন্তরালে তাহাকে রাখিতে হইবে। কিন্তু জনতাপূর্ণ রাজপথে বন্দীকে প্রকাশ্যভাবে লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ বিপজ্জনক, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। হয় ত জনতা তাহাকে কাড়িয়া লইতে পারে। সলোমন ঘোড়ার মুখ ধরিয়া চলিতেছিল, হেয়ারডেল পাশে পাশে হাঁটিতেছিলেন। এইরূপে চিগওয়েল গ্রামে তাঁহারা নিশীথ রজনীতে পৌঁছিলেন।

গ্রামের লোকজন তখন জাগিয়াছিল। সকলেরই মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, ঘরে শুইয়া থাকিলে আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। এজন্য সকলে মিলিয়া সতর্কভাবে চৌকী দিতেছিল। যাহারা সাহসী, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মাঠে জমায়েৎ হইয়াছিল। উহারা মিঃ হেয়ারডেলকে চিনিত। তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। এই হত্যাকারীকে লণ্ডনে পৌঁছিয়া দিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনও অঙ্গুলি তুলিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না। দাঙ্গাকারীরা,—গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, সকলকে ভয় দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, যদি কেহ অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা করে, অথবা হেয়ারডেল কিংবা অন্য কোনও ক্যাথলিককে কোনও প্রকারে সাহায্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রতি ভীষণ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাহারা স্পষ্টভাষায় তাহাদের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিল। তাহারা সভয়ে, দূরে থাকিয়া ঐ অশ্বারোহীকে দেখিতে লাগিল।

মিঃ হেয়ারডেল দেখিলেন, তাহাদিগকে অনুরোধ করা বৃথা। বাস্তবিক যেরূপ দৃশ্য তাহারা দেখিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করাও চলে না। অতঃপর তিনি বলিলেন যে, তাহারা যখন কোন সাহায্যই করিবে না, তখন গ্রামের গাড়ী ও দুইটি ঘোড়া তিনি লইয়া চলিলেন, ইহাতে যেন তাহারা বাধা প্রদান না করে। এ বিষয়ে অনেক কষ্টে তিনি তাহাদিগকে রাজি করাইলেন। তাহারা তাঁহাকে অনতিবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিল।

মিঃ হেয়ারডেল স্বয়ং গাড়ীখানা টানিয়া আনিতেছেন দেখিয়া গ্রামের গাড়োয়ান যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার মন অত্যন্ত নরম, সে মিঃ হেয়ারডেলের কাকুতি-মিনতিতে বিচলিত হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। দাঙ্গাকারীরা যদি তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে, তথাপি সে এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইবে না। ভদ্রলোক কোন অপরাধ করেন নাই, তাঁহার উপর এরূপ অত্যাচার ঘটিতে সে দিবে না। মিঃ হেয়ারডেল তাহাকে

সম্যক্ প্রকারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ীতে ঘোড়া জুতিয়া ছোকরা গাড়ীর উপর চড়িয়া বসিল। মিঃ হেয়ারডেল বন্দীকে গাড়ীর মধ্যে ভরিয়া দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। সলোমন গাড়ীর এক ধারে বসিল। মিঃ হেয়ারডেল অশ্বারোহণে গাড়ীর পাশে পাশে চলিলেন।

পথে আসিতে আসিতে ক্যাথলিকগণের দুর্দ্দশা মিঃ হেয়ারডেলের নয়নগোচর হইল। কোন গাড়ী কোন ক্যাথলিককে তুলিবে না, প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেও নহে। কোন ক্যাথলিকের সহিত কাহারও পরিচয় আছে, এরূপ ভাবের আভাস ইঙ্গিতও কেহ দিতে চাহিল না। পথে এক জন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকের সহিত হেয়ারডেলের দেখা হইল। তিনি তাঁহাকে জানাইলেন যে, এমন কোনও হাকিম তিনি পাইবেন না, যাঁহার কাছে আবেদন করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বন্দীকে কারাগারে দিতে পারিবেন। নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথা শুনিয়াও সূর্য্যোদয়ের পরেই মিঃ হেয়ারডেল ম্যানসন হাউসে উপনীত হইলেন।

মিঃ হেয়ারডেল অশ্ব হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখিলেন। লর্ড মেয়র উপর তলে কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল না। উক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিতেছিলেন।

মিঃ হেয়ারডেলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মশাই, আমি পাঁচবার এসে ফিরে গেছি। ষষ্ঠবারে আমি এসেছি। আমার বাড়ী বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দেবে ব'লে ভয় দেখিয়েছে। কাল ৫বার এসে হাকিমকে ব্যবস্থা করবার জন্য বলেছি, উনি কোন কথাই কাণে তোলেন না। আজ বিদ্রোহীরা আমার বাড়ী পুড়িয়ে দেবে। ওঁকে বলছি, তা গ্রাহ্যই নেই। আপনি ওঁকে ব'লে আমাকে একটা জবাব দেবার ব্যবস্থা করুন।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আপনার বাড়ী পুড়িয়ে দেবে বলেছে, আর আমার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ত উত্তর পেলেন, মশাই।"

বৃদ্ধ উপরের দিকে চাহিয়া অদৃশ্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "লর্ড, কথাটা শুনলেন ত? এই ভদ্রলোকের বাড়ী সত্যি সত্যি কাল রাত্রে পুড়িয়ে দিয়েছে।"

উত্তরে শোনা গেল, "শুনে ভারী দুঃখিত হলুম। কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি? সে বাড়ী ত আমি গ'ড়ে দিতে পারব না। সহরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট লোকের বাড়ী নিজে তৈরী ক'রে দিতে পারেন না। যত বাজে কথা!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কিন্তু প্রধান হাকিম বাড়ী পোড়ান ব্যাপারে বাধা দিতে ত পারেন। তিনি যদি মানুষ হন, তবে তা করতে পারেন। তিনি ত আর পুতুল নন, মশাই।"

উত্তর হইল, "আপনার কথাটা বড় অশ্রদ্ধাদ্যোতক।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "অশ্রদ্ধাদ্যোতক! পাঁচবার আমি শ্রদ্ধাভরে হুজুরকে জানিয়েছি। চিরদিন শ্রদ্ধা বজায় রাখা যায় না। মানুষের ঘরবাড়ী সব যখন পুড়ে যায়, তখন শ্রদ্ধা বজায় রাখা চলে না। আমাকে কোন সাহায্য করবেন না কি? বলুন, আমি এখন কি করব?"

উত্তর হইল, "আমি ত কাল আপনাকে ব'লে দিয়েছি, যদি পারেন, এক জন অল্ডারম্যানকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখুন।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "অল্ডারম্যান কি করবেন, মশাই?"

লর্ড মেয়র বলিলেন, "জনতাকে ভয় দেখাবেন!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হা ভগবান্! অল্ডারম্যান জনতাকে ভয় দেখাবেন! তারা কি কচি খোকা, দুধ খায়, মশাই? অল্ডারম্যানকে তারা গ্রাহ্য করবে কেন? আপনি আসবেন কি না বলুন?"

লর্ড মেয়র বলিলেন, "আমি! নিশ্চয় নয়।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "তা' হ'লে আমি এখন কি করব? আমি কি ইংলণ্ডের নাগরিক নই? আইনের কোন সাহায্য কি আমি পাব না? রাজাকে যে আমি কর দেই, তার কোন বিনিময় কি আমি পেতে পারি না?"

লর্ড মেয়র বলিলেন, "তা আমি বলতে পারি না। আপনি ক্যাথলিক হলেন কেন? আপনি প্রোটেষ্টাণ্ট হলে ত এরকম বিপদে আপনি পড়তেন না? সত্যি বলছি, কি যে করতে পারি, তা আমি বুঝতে পারছি না। এই সব দাঙ্গার পেছনে বড় বড় লোক আছে। বাস্তবিক জনসাধারণের কাজ করতে যাওয়া ঝকমারী! যা হোক, আজকের মধ্যে আপনি আর একবার আসবেন—এক জন বর্শাধারী লোক হ'লে আপনার চল্‌বে? কনেষ্টবল ফিলিপও আছে—এখন তার কাজকর্ম্ম নেই। এখনো সে খুব বুড়ো হয়ে পড়েনি, তবে তার পায় জোর নেই। তা হলেও যদি আপনি তাকে জানালার ধারে দাঁড় করিয়ে দেন, বাতির আলোতে তাকে যুবা পুরুষই দেখাবে। তাকে দেখে ওরা ভয় পেতেও পারে। যাক্, পরে দেখা যাবে।"

দ্বারবান্ কপাট বন্ধ করিতে যাইতেছিল। এমন সময় মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "থাক, বন্ধ করো না! লর্ড মেয়র, অনুগ্রহ ক'রে আপনি চ'লে যাবেন না। আমি একটি লোককে ধ'রে এনেছি, এ লোকটা ২৮ বছর আগে খুন ক'রে পালিয়েছিল। গোটা-কয়েক কথা আমি বলি শুনুন, তা হলেই একে আপনি কারাগারে পাঠাতে পারবেন। তার পর এর বিচার যথাসময়ে হবে। ওকে এখন নিরাপদ স্থানে আমি আটকে রাখতে চাই। দেরী হ'লে, দাঙ্গাকারীরা হয় ত একে উদ্ধার ক'রে ফেলবে।"

লর্ড মেয়র হতাশভাবে বলিলেন, "কি সর্বনাশ! এই দাঙ্গার পেছনে বড় বড় লোক আছে, তা আপনি হয় ত জানেন। না, না, এ সব হবে না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "মাই লর্ড, হত ব্যক্তি আমার সহোদর। তার মৃত্যুর পর আমি তাঁর সম্পত্তির মালিক হয়েছি। সে সময়ে নিন্দাকারীরা এমনও রটনা করেছিল যে, সম্পত্তির লোভে আমি আমার ভাইকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু তিনি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এতকাল পরে আসল হত্যাকারীকে ধ'রে ফেলেছি। এমন ভীষণ ও কৌশলময় হত্যাকাণ্ড সাধারণতঃ হয় না। আপনি যত দেরী করবেন, এই হত্যাকারী ততই পালাবার সুবিধা পাবে। মাই লর্ড, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এখুনি বিহিত ব্যবস্থা করুন।"

প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এখন ত কাজের সময় নয়। আমি অবাক্ হচ্ছি, আপনি কি রকম ভদ্রলোক! না, না, হবে না। বোধ হয়, আপনিও এক জন ক্যাথলিক?"

হেয়ারডেল বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি তাই।"

"আমি দেখছি, ক্যাথলিকরা ইচ্ছে করেই আমাকে বিরক্ত করছে। যান্ আপনারা, এখানে আসবেন না। এর পর ওরা আমার এই বাড়ীতেই আগুন ধরিয়ে দেবে। আপনি কোন প্রহরীর জিম্মায় ছেড়ে দিন—তার পর যথাসময়ে আসবেন। তখন দেখা যাবে কি করা যেতে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার রুদ্ধ হইল। লর্ড মেয়র শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন। মিঃ হেয়ারডেল আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন, এখানে কোন প্রতিকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। দুই জনই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। দ্বারবান ফটক বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "ঐ রকম ক'রে উনি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছেন। কোনও সাহায্য এখান হ'তে পাওয়া যাবে না। আপনি এখন কি করবেন, মশাই?"

মিঃ হেয়ারডেল ততক্ষণে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "অন্যত্র চেষ্টা করব।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনার জন্য আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। আমরা দুজনেই এক পথের পথিক। আমার বাড়ীতে আপনাকে যেতে বল্‌তে পারতাম। কিন্তু বাড়ী আমার থাকবে না। তবু যতক্ষণ আছে, আপনি আমার বাড়ীতে সাদরে অভ্যর্থিত হবেন। আমার নামের কার্ড আপনাকে দেব না। কারণ, আপনার কাছে আমার কার্ড যদি দাঙ্গাকারীরা দেখে, তবে আপনার সমূহ বিপদ হতে পারে। যাক্, আমার নাম ল্যাংডেল। হলবরণ হিলএ আমার মদের কারখানা আছে। সেখানে আপনি এলে আশ্রয় পাবেন।"

অভিবাদন করিয়া মিঃ হেয়ারডেল গাড়ী সহ যাত্রা করিলেন। সার জন্ ফিল্ডিং খুব জবরদস্ত হাকিম। তাঁহারই কাছে মিঃ হেয়ারডেল চলিলেন। মনে মনে এই সংকল্প করিলেন, পথিমধ্যে যদি দাঙ্গাকারীরা বন্দীকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বন্দীর প্রাণদণ্ড তিনি তখনই স্বহস্তে করিবেন—তাহাকে মুক্ত করিয়া লইবার অবকাশ দিবেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসভবনে তিনি নিরাপদে পৌছিলেন। দাঙ্গাকারীরা তখন অন্য কোনও ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কল্পনা করিতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহদ্বারে আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল। দাঙ্গাকারীরা সার জন ফিল্ডিংএর উপর অত্যন্ত বিরূপ, এই কথা প্রচার হইবার পর এক দল পুলিসপ্রহরী হাকিমের গৃহ সতর্কভাবে পাহারা দিতেছিল। সারা রাত্রি সেখানে পাহারা চলিতেছিল। মিঃ হেয়ারডেল তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিবামাত্র পুলিস তখনই হাকিমকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া আনিল। ব্যাপারটি বিশেষ গুরু।

হাকিম সব কথা শুনিয়া হত্যাকারীকে তখনই নিউ-গেটের সুদৃঢ় কারাগারে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত করিয়া পাঠাইবার আদেশ দিলেন। তিন জন সশস্ত্র ও বলিষ্ঠ পুলিস প্রহরী বন্দীকে লইয়া চলিল। বন্দীকে খুব ভাল করিয়া বাঁধা হইল। সে পাছে চীৎকার করিয়া দাঙ্গাকারী-দিগকে আহ্বান করে, এজন্য তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। গাড়ীর মধ্যে তাহাকে বসাইয়া দ্বার বন্ধ করা হইল। প্রহরীরাও ভিতরে বসিল। পুলিস মিঃ হেয়ারডেলকে অশ্বারোহণে অগ্রে অগ্রে যাইতে বলিল। তিনি যে এ দলের সহিত সংশ্লিষ্ট, একথা যেন কেহ বুঝিতে না পারে।

ইহা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কার্য্য হইয়াছিল। পথে তাহারা কয়েকদল জনতার সম্মুখে পড়িয়াছিল। কিন্তু গাড়ীর জানালা-দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহারা ভাবিল গাড়ী খালি, এজন্য কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এইরূপে তাহারা নিরাপদে কারাগারের দ্বারে আসিয়া পৌছিল।

মিঃ হেয়ারডেল সাগ্রহনেত্রে দেখিলেন যে, বন্দীকে কারাগারের ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কারাগারের দৃঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। এইবার তিনি বাড়ীতে যাহাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের কথা ভাবিলেন। উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

৬২

বন্দী কক্ষমধ্যে একা। সে শয্যার উপর বসিয়া রহিল। জানুর উপর কনুই রাখিয়া করতলে সে কপোল বিন্যস্ত করিল। সে তখন কি চিন্তা করিতেছিল, তাহা সেই

জানে। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় সে ভাবিতেছিল না। সে বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া শুধু ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কারাকক্ষের দ্বার মুক্ত হইবার শব্দ হইল। বন্দী চাহিয়া দেখিল। সে দেখিল, অন্ধ প্রবেশ করিতেছে। বন্দী পূর্ব্ববৎ নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

দর্শক, তাহার নিশ্বাসপতনশব্দ লক্ষ্য করিয়া বন্দীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে বলিল, "রজ, এটা ভাল নয়।"

বন্দী কোন উত্তর করিল না; শুধু ফিরিয়া বসিল।

অন্ধ প্রশ্ন করিল, "তুমি ধরা পড়লে কি ক'রে? কোথায় ধরা পড়েছ? তুমি তোমার গুপ্তকথার অর্দ্ধেকও আমায় বলনি। যাক্, আমি এখন সব জান্তে পেরেছি। এখন কোথায়, কি ভাবে ধরা পড়লে, তাই বল।"

বন্দী বলিল, চিগ্ ওয়েলএ।"

"চিগ্ ওয়েল! সেখানে গেলে কি ক'রে?"

বন্দী বলিল, "মানুষটাকে এড়াবার জন্য সেখানে আমি গিয়েছিলুম। অদৃষ্ট এবং মানুষের তাড়নায় আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে যেন আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। আমার স্ত্রী যে বাড়ীতে বাস করত, সেখানে যখন ঐ লোকটাকে সব সময় চৌকী দিতে দেখতাম, তখনি জেনেছিলাম, আর আমার রক্ষা নেই। তার পর যখন ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম—"

বন্দীর দেহ শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বদেহে যেন তুষারশীতলতা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অধীরভাবে বন্দী ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিল।

অন্ধ বলিল, "তুমি বল্‌ছিলে, তুমি যখন ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলে—"

বন্দী বলিল, "সেটা এখনো সেখানে দুলছে।"

অন্ধ তাহার দিকে আগ্রহপূর্ণ আনন তুলিয়া ধরিল। বন্দী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া চলিল, "আমি জনতার সঙ্গে মিলিত হব ব'লে চিগ্ ওয়েলে গিয়েছিলুম। এই লোকটার দৌরাত্ম্যে আমি এত ভয় পেয়েছিলুম যে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলুম। তারা আমার আগে গিয়েছিল। আমি যখন গেলুম, তারা তখন সেখান থেকে চ'লে গেছে।"

"তখন বাকি কি ছিল?"

"ঘণ্টাটা। তারা কেউ তখন সেখানে ছিল না। ভেবেছিলুম, হয় ত তখনও কেউ না কেউ সেখানে থাকবে। তাদের সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছিলুম, এমন সময়—" জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া বন্দী বলিল—"তার গলার স্বর শুনতে পেলুম।"

"কি বল্‌ছিল সে?"

"যাই বলুক না। সে আমি জানি নে। আমি তখন নীচে দাঁড়িয়ে—যে ঘরে আমি—"

অন্ধ বলিল, "বুঝতে পেরেছি।"

"আমি তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। সিঁড়ি অনেক ছিল না। সে চ'লে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি লুকিয়ে থাক্‌বো মনে করেই উঠছিলাম। কিন্তু সে আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। আমি যেই ছাইগাদার ওপর পা ফেলেছি, অমনি সে আমার পেছনে উঠতে লাগল।"

"তুমি পাঁচীলের আড়ালে কেন লুকিয়ে রৈলে না? তাকে ফেলে দিতে পারতে বা তার বুকে ছোরা মারতেও পারতে।"

"পারতাম না কি? আমার ও তার মাঝে আর এক জন ছিল যে! আমি যে তাকে দেখতে পেয়েছিলুম। সেই তাকে এগিয়ে আন্‌ছিল। অথচ সে তাকে দেখতে পায়নি। সে একখানা রক্তমাখা হাত ওপরে তুলে রেখেছিল। খুনের দিন, ওপরের ঘরে সে ও আমি মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। সে মাটীতে প'ড়ে যাবার আগে ঐ রকম রক্তমাখা হাত ওপরে তুলেছিল, আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিল। আমি জান্‌তুম, এখানেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

অন্ধ একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কল্পনা বড় প্রবল।"

হত্যাকারী গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া, মুখ তুলিয়া চাহিল। তার পর বলিল, "২৮ বছর! পূরো আটাশ বছর! এত দিনে তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এতটুকু বয়স তার বাড়েনি। অন্ধকার রাত্রে বা সূর্য্যালোকিত প্রাতঃকালে, সব সময়েই সে একই মূর্ত্তি ধ'রে আমার চোখের সামনে বেড়াচ্ছে! যেখানে যাই, সব জায়গাতেই সে রয়েছে। জাহাজের ওপর, সমুদ্রের জলে, পাহাড়ে, বনে—কোথায় সে আমায় দেখা দেয়নি! নির্জ্জন স্থানেই হোক বা জনারণ্যের মধ্যেই হোক, তাকে আমি দেখে থাকি। কল্পনা! তুমিই কি খাঁটি না কি? আমিও কি তাই?"

অন্ধ নীরবে শুনিতে লাগিল।

"কল্পনা! আমি তাকে খুন করেছি, এটা কি কল্পনা? ঘর থেকে যখন আমি তার দেহ ফেলে রেখে বেরিয়ে আস্‌ছিলুম, তখন আর এক জনের মূর্ত্তি দরজার আড়ালে দেখেছিলুম, সেটাও কল্পনা? তার সঙ্গে কথা বলেছিলুম—রক্তাক্ত ছোরা হাতে তার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলুম, তাও কল্পনা? সে ম'রে গেল, তাও কল্পনা?"

অন্ধ তাহাকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। হত্যাকারী উত্তেজনাবশে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"তখন আমি ঠিক করলুম, লোকটার ঘাড়ে খুনের দোষ চাপাতে হবে। আমার কাপড়-চোপড় তাকে পরিয়ে দিলুম। তার কাপড়-চোপড় আমি প'রে ফেললুম। তার পর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে পুকুরের ধারে নিয়ে গেলুম। তাকে যখন জলের মধ্যে ফেলে দিলুম, তখন যে বুদ্‌বুদ্ উঠেছিল, তার শব্দ কি আমি শুনতে পাইনি?"

"তারপর কি আমি বাসায় যাইনি? স্ত্রীকে কি আমি সব বলি নি? সে সব শুনে মাটীতে প'ড়ে গিয়েছিল, তা কি আমি দেখিনি? যখন তাকে হাত ধ'রে তুল্‌তে গেলাম, সে কি আমায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়নি? রক্তাক্ত হাতে তার হাত ধরেছিলুম, সেটা কি কল্পনা?

"আমার স্ত্রী জানু পেতে ব'সে তখুনি কি আমায় বলে নি যে, সে এবং তার গর্ভে যে পুত্র আছে, আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করলে? তার পর সে আমাকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বল্‌লে। সে কাকেও বল্‌বে না, কিন্তু আমাকে আশ্রয় সে দেবে না বল্‌লে। মানুষ ও ভগবান্ আমাকে ত্যাগই করলে। সেই দিন থেকে পথে পথে বেড়াচ্ছি।"

অন্ধ বলিল, "তুমি এ দেশে ফিরে এলে কেন?"

"রক্ত লাল কেন, বল্‌তে পার? এখানে কে যেন টেনে নিয়ে এল। আমি ঢের চেষ্টা ক'রে দেখলুম, কিন্তু পারলাম না, কে যেন জোর ক'রে এদেশে টেনে নিয়ে এল। আমি কেন এ দেশে এলাম? কারণ, কারাগার মুখ-ব্যাদান ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সে আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে।"

অন্ধ বলিল, "তোমায় ত কেউ চিন্‌ত না?"

"বাইশ বছর আগে আমি ম'রে গিয়েছিলুম। না, কেউ আমায় চিন্‌ত না।"

"কথাটা তোমার গোপন রাখা উচিত ছিল।"

"আমার গোপন কথা?" মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আমার গুপ্তকথা? বাতাসে যে কোনও সময়ে উহা ব্যক্ত হতে পারত। তারায় তারায় সে কাহিনী লেখা আছে, জলের স্রোতে সেটা ভেসে চলেছে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে যে কোন সময়ে তা প্রকাশ পেতে পারে। আমার গুপ্তকথা প্রত্যেকের ওষ্ঠে নাচ্‌ছে।"

অন্ধ বলিল, "তোমার কাজেই তোমার গোপন কথা প্রকাশ পেয়েছে।"

"আমার নিজের কাজ নয়। অবশ্য কাজ আমি করলেও তার কর্ত্তা আমি ছিলুম না। আমি বাধ্য হয়ে সেই স্থানের চারিপাশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমাকে যদি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে, তা হলে যখন ঐ ভাব আমার মধ্যে জেগে উঠত, লোহার শিকল ছিঁড়ে আমি সেখানে যেতাম। চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নিয়ে আসে, সে তার কবরের মধ্য থেকে আমাকে তেমনি টেনে আনৃত। সেটা কি শুধু কল্পনা? আমি কি ইচ্ছে ক'রে সেখানে যেতাম? যে শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে যেত, তার সঙ্গে কি আমি সংগ্রাম করিনি?"

অন্ধ অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িল। বন্দী বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অন্ধ বলিল, "দেখা যাচ্ছে, এখন তোমার মনে অনুতাপ জেগেছে। তুমি শাস্তি মাথা পেতে নিতে চাও। সকলের সঙ্গেই তুমি সন্ধি করতে চাও, বিশেষতঃ তোমার স্ত্রীর সঙ্গে। সেই তোমাকে এ অবস্থায় এনেছে। তুমি এখন টাইবরণে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাও দেখছি। তাই যদি হয়, তা হলে আমার চ'লে যাওয়াই উচিত। তোমার কাছে থেকে আর কোন লাভ নেই।"

বন্দী তীব্রভাবে বলিল, "আমি কি তোমায় বলিনি যে, যে শক্তি আমাকে এখানে এনেছে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে হেরে গেছি? ২৮ বছর ধ'রে আমি যুদ্ধ ক'রেই এসেছি। তুমি কি বলতে চাও যে, আমি মরব ব'লে এখানে এসেছি? সবাই মৃত্যুকে ভয় করে—আমি সবার চাইতে মৃত্যুকে বেশী ভয় করি।"

"এটা ভাল কথা বলেছ, রজ। আমি তোমাকে ওকথা আর বলবো না। শোন, আমি কোন মানুষ খুন করিনি, কারণ, তেমন অবস্থা আমার কোন দিন হয় নি। তা ছাড়া আমি মানুষ খুন করার পক্ষপাতী নই, কাকেও খুন করতে বলব না। তুমি ওকাজ করার অনেক পরে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। অনেক দিন আমরা দুজনে এক-সঙ্গে আছি। তোমার আগের কাজটা আমি এখন আর ধরব না। আমি চাইনে যে, তুমি অনর্থক ফাঁসী যাও। তার যে প্রয়োজন আছে, তাও আমি মনে করিনে।"

বন্দী বলিল, "কিন্তু ফাঁসী যাওয়া ছাড়া আর পথ কোথায়? আমি ত দাঁত দিয়ে এই কারাগার ভেদ ক'রে পালাতে পারব না?"

অন্ধ বন্ধু বলিল, "তার চেয়ে সহজ পথ আছে। তুমি অঙ্গীকার কর যে, তোমার অসার অলীক কল্পনার কথা আর আলোচনা করবে না, তা হ'লে তোমার রক্ষার উপায় আমি করতে পারি।"

বন্দী বলিল, "বল আমায় কি করতে হবে।"

"তোমার মৃদু ও কোমলস্বভাবা পত্নী, অবশ্য তোমার প্রতি স্নেহ-শালিনী সে নয়—"

"তার কথা উঠছে কেন?"

"সে এখন লণ্ডনে এসেছে।"

"সে যেখানেই থাকুক, উচ্ছন্ন যাক্।"

"একথা তোমার পক্ষে বলা স্বাভাবিক। সে যদি তার বাৎসরিক বৃত্তি ত্যাগ না করত, তা হলে তোমাকে এখানে আসতে হত না। আমরা ভালভাবেই থাকতে পারতাম। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। সে এখন লণ্ডনে এসেছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করার পর, ভয় পেয়ে সে এখানে পালিয়ে এসেছে।"

"তুমি কি ক'রে জানলে?"

"আমার বন্ধু সর্দ্দারজীর কাছে শুনলাম। মিঃ ট্যাপার-টিট আমাকে বলেছে। কাল তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তোমার ছেলে বারনাবি—"

"ওসব কথা কেন ?"

"তুমি বড্ড অধীর হয়ে পড়ছ। লক্ষণটা ভাল। যার কাছ থেকে বারনাবিকে ওরা সরিয়ে এনেছে। চিগ ওয়েলে ওর এক বন্ধু ছিল, সেই তাকে দলে টেনে নিয়েছে। বারনাবি এখন দাঙ্গাকারীদের দলে আছে।"

"তাতে আমার কি উপকার হবে ? বাপ ও বেটা একসঙ্গে যদি ফাঁসী যায়, তাতে আমার তৃপ্তি কোথায় ?"

অন্ধের আননে ধূর্ত্ততার রেশ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "ওহে বন্ধু, থাম, থাম। ধর, আমি যদি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলি, 'ম্যাডাম, তোমার ছেলেকে তুমি ফিরে পেতে চাও, বেশ কথা। কারা তাকে ভুলিয়ে রেখেছে, আমি জানি। তাদের কাছ থেকে তোমার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি। কিন্তু তার জন্য কি দাম তুমি আমাকে দেবে, ম্যাডাম ? আমি বলি দাম বেশী কিছু নয়, অতি সামান্য।"

"কি যা তা বলছ তুমি ?"

"সে আমার কথার হয় ত জবাব দেবে। আমি তখন বলব,'ম্যাডাম, একটা লোককে তোমার স্বামী ব'লে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (এতকাল পরে লোকটাকে সনাক্ত করা কঠিন)। সে লোকটার জীবন যায়—খুনের অভিযোগে তাকে ধরা হয়েছে। এখন, ম্যাডাম, তোমার স্বামী বহুকাল আগে মারা গেছে। তুমি যদি গোটাকয়েক কথা বল, কি ক'রে কি অবস্থায় তোমার স্বামী মারা গেছে, তা হলে তোমার স্বামীর মত যে লোকটা দেখতে, সে বেঁচে যাবে। তুমি যদি অঙ্গীকার কর, এইভাবে সাক্ষ্য দেবে, তা হলে তোমার ছেলে এনে দেব। তা যদি না কর, তোমার ছেলে ধরা প'ড়ে ফাঁসী যাবে। তুমি আমার কথামত কাজ করলে তোমার ছেলে বাঁচবে, না করলে ফাঁসী যাবে। এখন বেছে নেও, তুমি কি করবে'।"

বন্দী বলিল, "হ্যাঁ, এতে একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে বটে।"

"একটু আলো! বল কি ? দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। চুপ ! কে যেন আসছে। আমার উপর বিশ্বাস রাখ।"

"সব কথা আমি কবে জানতে পারব ?"

"যত শীঘ্র হয়, পাবে। খুব সম্ভব কাল। ওরা বলতে আসছে, সময় হয়ে গেছে, আর থাকবার সময় নেই। চাবীর ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আর একটাও কথা নয়। ওরা শুনতে পাবে।"

সেই মুহূর্ত্তে এক জন প্রহরী দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সে জানাইল, অন্ধকে এখনই কক্ষ ত্যাগ করিতে হইবে।

ষ্ট্যাগ বলিল, "এর মধ্যেই সময় হয়ে গেল ! যাক্, উপায় ত নেই। বন্ধু, ধৈর্য্য ধর। তোমাকে যে ভুল ক'রে ধরা হয়েছে, তা শীঘ্র প্রকাশিত হবে। মশাই, আমাকে হাত ধ'রে বাইরে নিয়ে চলুন।"

পর-মুহূর্ত্তে অন্ধ প্রহরী সহ বাহিরে নীত হইল।

খানিক পরে প্রহরী আসিয়া কারাকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া বলিল যে, বন্দী যদি ইচ্ছা করে, কারাপ্রাঙ্গণে খানিক ভ্রমণ করিতে পারে। এক ঘণ্টা ভ্রমণের সুযোগ সে পাইবে।

বন্দী মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে ভ্রমণে ইচ্ছুক নহে। সে বসিয়া বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

খানিক পরে বন্দী, লৌহের ঝন্ ঝন্ শব্দে প্রাঙ্গণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। সেও তখন দরজার দিকে অগ্রসর হইল। সে শুনিল, কে যেন গান গাহিতেছে। প্রাঙ্গণে এক জনের ছায়ামূর্ত্তি তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল।

হত্যাকারী মুক্তদ্বারপথে প্রাঙ্গণে আসিল। তাহার ঘরের পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার মুক্ত ছিল। ছায়ামূর্ত্তি সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কক্ষের দ্বারও মুক্ত। সে পুনরায় শৃঙ্খলের ঝন্ ঝনা শব্দ শুনিতে পাইল। একটি মূর্ত্তি গরাদবিশিষ্ট বাতায়নপথে মুখ বাড়াইল। কক্ষ অন্ধকারময়। এমন সময় সে দেখিল, একজন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেও তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

এ কে ? এ যে তাহারই পুত্র !

উভয়ে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইল। হত্যাকারী তাহাকে দেখিয়াই যেন মুসড়িয়া পড়িল। বারনাবি তাহার দিকে চাহিয়া স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, কোথায় এ লোকটিকে দেখিয়াছে, খানিক পরে তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বারনাবি বলিল, "এইবার চিনেছি। তুমি সেই ডাকাত।"

হত্যাকারী কোন কথা বলিল না। সে তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বলে সে তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে বারনাবির কাণে কাণে বলিল, "আমি তোমার বাবা।"

ভগবান জানেন, এ কথায় কি ইন্দ্রজাল ছিল। বারনাবি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দুই পদ পিছাইয়া গেল। তার পর বিবর্ণ মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সহসা তাহার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দ্বারা তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাহার মাথা বুকে চাপিয়া ধরিল।

হ্যাঁ, নিশ্চয় সে তাহার পিতা। কিন্তু এতদিন সে কোথায় ছিল এবং কেনই বা সে তাহার মাতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল ? তাহার সে মাতাই বা এখন কোথায় ? সে এখন কারাগারে, সুতরাং তাহার মাতা নিশ্চয়ই সুখে নাই।

আর কেহ কোন কথা বলিল না। শুধু গ্রিপ্ বার কয়েক কা কা করিয়া উঠিল। তার পর সে উভয়কে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৬৩

সে দিন সহরের সেনা সহর-রক্ষায় নিযুক্ত হইল। অন্যত্র যেখানে বেতনভুক এবং স্বেচ্ছাসেবক সেনাদল ছিল, তাহারা চারিদিক্ হইতে সহরে আসিতেছিল। বিদ্রোহীরা কিন্তু ইহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া অধিকতর অনিষ্টকর কার্য্যে লিপ্ত হইল। যতই নূতন সেনা আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরাও ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সমগ্র লণ্ডন সহরে তাহারা আগুন লাগাইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

গত পূর্ব্বদিবস ধরিয়া প্রধান সেনাপতি সহরের ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে কর্ত্তব্যে অবহিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লর্ড মেয়রকে বিশেষ করিয়া তিনি কর্ত্তব্য পালনের জন্য বলিতে লাগিলেন। লর্ড মেয়র অতি দুর্ব্বলচেতা ভীরু লোক। দলে দলে সেনা তাঁহার বাড়ীতে প্রেরিত হইল—তিনি আদেশ দিবেন, তাহারা পালন করিবে। কিন্তু কোনও মতেই তিনি আদেশ দিলেন না। রাজপথে বিদ্রোহীরা সারা দিন ঘুরিয়া বেড়াইল। সেনা-দলকে নিষ্ক্রিয় দেখিয়া বিদ্রোহীরা আরও সাহস পাইল। লর্ড মেয়রের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া তাহাদের বুক আরও বলিয়া গেল। তাহারা মনে করিল, সহরের কর্তৃপক্ষ পোপানুবর্ত্তিগণের বিরোধী বলিয়াই এমন হইতেছে। বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যভাবে সেনাদিগকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ভাবিল, সেনাদলও পোপ চাহে না দলের। জনরব রটিয়া গেল, সেনাদলও বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিতে চাহিতেছে। ইহাতে জনতা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

তখন সহরের সর্ব্বত্রই দল ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এখন ঢাকাঢাকি করিয়া কোনও কাজ করিতেছিল না—প্রকাশ্যভাবেই অনাচারে লিপ্ত হইতেছিল। কাহারও অর্থের প্রয়োজন, অমনই কোনও বাসভবনে বা দোকানে প্রবেশ করিয়া দাঙ্গাকারীদিগের নাম করিয়া টাকা দাবী করা হইল। সে টাকা তখনই দিতে হইল। বাধা দিবে কে? প্রকাশ্য পথে দাঙ্গাকারীরা তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতি আলোচনা করিতে লাগিল। অধিকাংশ দোকানই বন্ধ হইয়াছিল। ভরসা করিয়া কে দোকান খুলিবে? সহরের কাজকর্ম্ম একরূপ বন্ধই হইয়াছিল। কেহ কেহ বাড়ীর বাহিরে "প্রোটেষ্টাণ্টের বাড়ী" বলিয়া বিজ্ঞাপনও দিয়া রাখিল। আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। সহর অরাজক।

সন্ধ্যা ৬টার সময় একদল বিরাট জনতা লিংকলন্‌স্ ইন্ প্রান্তরে সমবেত হইল। সেখান হইতে তাহারা অনেকগুলি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কি উদ্দেশ্যে তাহারা বিভক্ত হইয়া পড়িল, তাহা জনতার প্রত্যেকেই জানিত না, শুধু নেতারাই জানিত।

বারো আনা লোক নিউগেট কারাগারে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই দলে কারাবন্দী-দিগের আত্মীয়স্বজনও ছিল। দলের মধ্যে পাজী শয়তানও যেমন ছিল, অনেক অপেক্ষাকৃত নির্দোষ লোকও ছিল। পুরুষের পরিচ্ছদে নারীও সে দলে ছিল।

তাহাদের হস্তে পুরাতন মরিচাধরা তরবারি, গুলীবারুদ-হীন পিস্তল, মুগুর, ছোরা, কুঠার, উখা প্রভৃতি নানা বিধ যন্ত্রও ছিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের উপযোগী দড়ির মই প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। সাজসরঞ্জাম যখন প্রস্তুত হইল, তখন হিউ ও ডেনিস, ট্যাপারটিটকে লইয়া অগ্রসর হইল। উন্মত্ত জনতা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

সরাসরি হলবরণএ না গিয়া তাহারা গেব্রিয়েল ভার্ডেনের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

হিউ চীৎকার করিয়া বলিল, "দরজায় ঘা মার। লোকটাকে আজ আমাদের দরকার। কেউ উত্তর না দিলেও দরজা ঠেঙ্গাও।"

কারখানা বন্ধ ছিল। দরজা, জানালা সুদৃঢ়। উহারা বৃথা আঘাত করিতে লাগিল। অধীর জনতা হইতে চীৎকার উঠিল, "বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেও!" সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত মশাল আগাইয়া দেওয়া হইল। এমন সময় দ্বিতলের একটি বাতায়ন মুক্ত হইল। বাতায়নপথে তালানির্ম্মাতার সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ দেখা গেল।

তিনি বলিলেন, "কি চাও তোমরা, বদমাসের দল? আমার মেয়ে কোথায়?"

হিউ বলিল, "বুড়ো, কোন প্রশ্ন ক'রে ফল নেই তোমার যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে এস। তোমাকে আমাদের দরকার।"

সৈনিকের পরিচ্ছদে ভার্ডেন ভূষিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,"আমাকে চাও! তোমাদের মধ্যে কতকগুলি ইঁদুর আছে দেখ্‌ছি। দেখ, সাবধান, মারা পড়বে তোমরা। এখনো চ'লে যাও! গির্জ্জা লুঠ কর গিয়ে। এখানে থাকলে তোমাদের কারও কারও কবর হয়ে যাবে।"

হিউ বলিল, "তুমি নেবে আস্‌বে কি না?"

তালানির্ম্মাতা বলিলেন, "বদমাস্, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে।"

হিউ বলিল, "তার কথা আমি জানিনে। ও হে, দরজায় আগুন ধরিয়ে দেও।"

গর্জ্জন করিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "থাম!" দলের লোক থামিয়া গেল। ভার্ডেন বন্দুক দেখাইয়া বলিলেন, "এক জন বুড়াকে আগুন লাগাবার জন্য পাঠাও। তাকে তোমরা অনায়াসে হারাতে পার।"

যে যুবক মশাল লইয়া দরজায় আগুন লাগাইতে যাইতেছিল, এ কথা শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি পিছাইয়া গেল। ভার্ডেন বন্দুক বাগাইয়া ধরিলেন।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "যে আগুন লাগাতে চায়, সে যেন আগে প্রার্থনা সেরে নিয়ে তবে এ কাজ করতে আসে। আমি তাকে সাবধান ক'রে দিলুম!"

পাশের এক ব্যক্তির হাত হইতে মশাল ছিনাইয়া লইয়া হিউ অগ্রসর হইতে যাইবে, এমন সময় একটি চীৎকার শুনিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে একটি নারীমূর্তির পরিচ্ছদ দেখিতে পাইল।

চীৎকার করিয়া নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সিমন্ ওখানে আছে? সিমন্ নিজের মুখে আমার কথার জবাব দিক্। সিমন্, কথা বল!"

মিগস্ই চীৎকার করিতেছিল।

ট্যাপারটিট্ এমনভাবে অভিহিত হইয়াও বিন্দুমাত্র আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিল না। সে উপরের দিকে চাহিয়া মিগ্‌স্‌কে অমনভাবে চীৎকার করিতে নিষেধ করিল। শুধু বলিল যে, সে যেন নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়।

মিগ্‌স্ বলিয়া উঠিল, "ওগো ভদ্রলোকের ছেলেরা! ওগো আমার পরম রতন সিমন্!"

ট্যাপারটিট বলিল, "বাজে কথা বন্ধ কর। নীচে এসে দরজাটা খুলে দাও। গেব্রিয়েল ভার্ডেন, বন্দুক ফেলে দাও, নইলে তোমার ভাল হবে না বলছি!"

মিগ্‌স্ চীৎকার করিয়া বলিল, "বন্দুকের ভয় তোমরা করো না। আমি নলের মধ্যে এক মগ্ বীয়ার মদ ঢেলে দিয়েছি!"

এ কথা শুনিয়া জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। আনন্দে সকলে চীৎকার করিয়া হাসিতে লাগিল।

মিগ্‌স্ বলিল, "বন্দুক থেকে গুলী ছুটবে না। সিমন্, ভদ্রলোকরা আমাকে ওপরের ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছে। তোমরা মই লাগিয়ে উঠে এস। দেখ সাবধানে এস!"

মিগ্‌সের কথায় আর কেহ কর্ণপাত করিল না। তখন আরোহণী লাগাইয়া একদল লোক উপরে উঠিতে লাগিল। ভার্ডেন জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। উহারা শার্সি, জানালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভার্ডেন সাহস সহকারে তাহাদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন। কয়েক জনকে কাবু করিয়া ফেলিলেও, অবশেষে ভার্ডেন বহু ব্যক্তির দ্বারা পরাভূত হইলেন।

জনতা তাঁহার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে তখনই রাজপথে ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসী দিবার জন্য উদ্যত হইল। ডেনিস এ কার্যে অগ্রসর হইল। কিন্তু গেব্রিয়েল কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহাদের মুখামুখি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা আমার মেয়েকে চুরী ক'রে নিয়ে গেছ। সে আমার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়। আমার প্রাণ তোমরা দাও, তাতে আমার ক্ষোভ নেই। আমার স্ত্রীকে তোমাদের কবল থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি। তিনি আমার মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে পারেন না। আমি তোমাদের কাছে একবিন্দু দয়া প্রত্যাশা করি না।"

ডেনিস্ বলিল, "তুমি বেশ লোক। কথাগুলো ভাল করেই তুমি গুছিয়ে বলেছ। এই ত মানুষের মত কথা। এখন কি রকমে মরতে চাও, বল ত?"

ভার্ডেন তাহার কথায় কোন উত্তরই দিলেন না। ঘৃণাভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

ডেনিস্ বলিল, "তুমি যে রকম ভাবে মরতে চাও, বল। হাতের কাছে দড়ি আছে কি?"

ভার্ডেনের মাথায় হাত দিয়া হিউ তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "কর্ত্তা, বোকামি করো না। তোমাকে যা বলি, তাই কর। কি জন্যে তোমাকে আমাদের দরকার, তা বলছি। সেই মত কাজ কর।"

তালানির্ম্মাতা বলিলেন, "তোমাদের কোন কথাই আমি শুনবো না। এখানে যে সব বদমাস জড় হয়েছে, তাদের কারও কোনও কথায় আমি কাণ দেব না। আমার দ্বারা কোন উপকার যদি পেতে চাও, তা হ'লে সে কথা আমায় জানিয়ে কোন লাভ হবে না। আমি গোড়াতেই বলে রেখেছি, আমার দ্বারা কোন কাজই তোমরা পাবো না।"

জল্লাদ ডেনিস তখন লম্বা বক্তৃতা করিয়া গোঁয়ার বৃদ্ধের ফাঁসীর প্রস্তাব পুনরায় করিল।

তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আরে, লোকটি বুড়ো, ওঁর কোন ক্ষতি করা হবে না।"

ভার্ডেন স্বর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যুবক, আমার পাকা চুলের প্রতি কোন সম্মান দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমি তা চাই না। আমার বুক খুব তাজা আছে। তাই আমি তোমাদের সবাইকে ডাকাত, বদমাস ব'লে গাল দিচ্ছি।"

জনতার ক্রোধ ইহাতে আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিল যে, বুড়াকে তাহাদের কাছে আনা হউক। হিউ সকলকে জানাইল যে, এই বৃদ্ধের দ্বারা তাহারা কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহে। সে কাজ তাঁহাকে দিয়া করাইয়া লইতে হইবে।

তখন সিমন্ বলিয়া উঠিল, "তা হলে ওকে বলা যাক্, আমাদের কি দরকার। কর্ত্তা, তুমি এবার কাণ খাড়া ক'রে শোন। এর পর আর ওটা করা হয়ত ঘটবে না।"

ভার্ডেন নীরবে, নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

ট্যাপারটিট বলিল, "শোন, ভার্ডেন। আমরা এখন নিউগেটে যাচ্ছি।"

ভার্ডেন বলিলেন, "তা জানি। এমন সত্য কথা তোমরা কোন দিন বলনি।"

সিমন বলিল, "ওটাকে পুড়িয়ে দেব। তালা-চাবী খুলে বন্দীদের সব মুক্তি দেব আমরা। সদর দরজার তালা-চাবী তুমিই তৈরী করেছিলে।"

ভার্ডেন বলিলেন, "তা করেছি। কিন্তু সেজন্ত তোমাদের কাছে ধন্যবাদ ত আমি চাচ্ছিনে।"

সিমন বলিল, "কি ক'রে তালা খুল্‌তে হবে, সেটা আমাদের তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে।"

"তাই না কি!"

"হাঁ। কারণ, তুমিই সেটা জান, আমি জানিনে। আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। নিজের হাতে তালা খুলে দিতে হবে।"

ভার্ডেন বলিলেন, "সে কাজ করবার আগেই আমার হাত খসে পড়বে। আর তা তোমার কাঁধে শোভা পাবে।"

হিউ বলিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে। সর্দ্দার, তুমি একটা ঝুড়িতে ক'রে সব রকম যন্ত্র ভ'রে নেও। আমি বুড়োকে নীচে নিয়ে যাচ্ছি। কেউ গিয়ে নীচের দরজাটা খুলে ফেল। যাও, এখানে সব ভিড় ক'রে থেকো না। কাজে লেগে পড়।"

তদনুসারে কার্য্য হইল। ভার্ডেন বলপূর্ব্বক নীচে নীত হইলেন।

এমন সময় জনতা মিগ্‌স্‌কে নামাইয়া আনিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু ট্যাপারটিট তাহাতে রাজি ছিল না। সে বলিল, "ওকে বার ক'রে আনবার দরকার নেই।"

তখন কিন্তু মিগ্‌স্‌কে নীচে নামাইয়া আনা হইয়াছে। জনতা তাহার ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

মিগস্ তখন কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার সিমন্! আমার প্রাণপ্রিয় সিমন্!"

সে তখন সিমনকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

ট্যাপারটিট বিপন্নভাবে বলিল, "তোমরা কেউ ওকে ধর। যদি না ধর, আমি ওকে ফেলে দেব।"

মিগস্ বলিল, "আমার সিমন, আমার দেবতা! ও আমার কাছে শপথ করেছিল—"

"শপথ! আচ্ছা, সে শপথ আমি রাখব। তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবো—এই কথাই ত বলেছিলুম? উঠে দাঁড়াও!"

মিগস্ বলিল, "আমি কোথায় যাব? আজ রাত্তে যে কাজ করলাম, তার ফল কি হবে? এর পর কবর ছাড়া আমার আশ্রয় স্থান কোথায়?"

ট্যাপারটিট বলিল, "তা সে মন্দ জায়গা নয়।" তার পর সে পার্শ্বস্থ এক জনের কাণে কাণে বলিল, "একে নিয়ে যাও তুমি। কোথায় যেতে হবে বুঝেছ?"

লোকটা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে। সে তখন মিগ্‌স্‌কে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। অবশ্য মিগস্ তাহাকে বাধা দিয়াছিল।

তার পর জনতা ভার্ডেনকে পুরোভাগে লইয়া নিউ-গেটের দিকে চলিল। খানিক পরে জনতা কারাগারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

৬৪

শ্রেণীবদ্ধভাবে কারাগারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জনতা কারাগারের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। জনতা যে উন্মত্ত হইয়া এখানে আসিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। কারণ, তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্ত নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কারাগারের চারিদিকে পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোথাও জনপ্রাণী পর্য্যন্ত ছিল না। জনতা পুনঃ পুনঃ চীৎকার করার পর, কারাগারের অধ্যক্ষের বাসভবনের ছাদে এক ব্যক্তি দেখা দিল।

তখন চারিদিক্ হইতে নানা প্রশ্নজাল বর্ষিত হইতে লাগিল। এমন গোলমাল হইল যে, দশ মিনিট পর্য্যন্ত কেহ কাহারও কোনও কথা শুনিতে পাইল না।

অবশেষে হিউ বলিল, "আপনি কি কারাগারের প্রবীণ অধ্যক্ষ, মিঃ একারম্যান?"

ডেনিস্ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তিনিই ত।"

কিন্তু হিউ সে কথায় কাণ না দিয়া জানিতে চাহিল, তিনিই সেই ব্যক্তি কি না।

তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই বটে।"

"আমাদের কজন বন্ধু আপনার কাছে আছে, কর্ত্তা।"

তিনি বলিলেন, "আমার কাছে অনেক বন্দীই আছে।"

হিউ বলিল, "আমাদের বন্ধুগণকে ছেড়ে দিন, বাকী গুলি রাখুন।"

"সকলকে রাখাই আমার কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য আমি পালন করব।"

হিউ বলিল, "দরজা যদি খুলে না দেন, আমরা ভেঙ্গে ফেল্‌ব। কারণ, যারা দাঙ্গা করেছে, আমরা তাদের চাই।"

একারম্যান্ বলিলেন, "ভালমানুষের ছেলেরা, তোমাদের আমি এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা চ'লে যাও। কোন রকম গোলযোগ যদি বাধাও, তার পরিণাম মোটেই ভাল হবে না। কঠোর দণ্ড পাবে। তোমাদের অনেককেই সেজন্ত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় তালানির্ম্মাতার কথায় তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "মিঃ একারম্যান্!"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "তোমাদের কারও কোন কথা আমি শুনব না।"

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কিন্তু আমি ওদের কেউ নই। মিঃ একারম্যান, আমি ভদ্র ব্যবসায়ী; গেব্রিয়েল ভার্ডেন, তালানির্ম্মাতা। আপনি আমাকে জানেন।"

পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে একারম্যান্ বলিলেন, "এ দলে আপনি!"

"জোর ক'রে ধরে এনেছে—দরজার তালা আমাকে দিয়ে ভাঙতে চায়। আপনি আমার সাক্ষী, মিঃ একারম্যান। আমি ওদের প্রস্তাবে অস্বীকার করেছি। আমি কখনই এ কাজ করব না, তাতে আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক। যদি আমার ওপর বলপ্রয়োগ হয়, আপনি তার সাক্ষী।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "আর কোন রকমে আপনাকে সাহায্য করা যায় না?"

"না, মিঃ একারম্যান। আপনার কর্ত্তব্য আপনি করুন, আমার কর্ত্তব্য আমি করব।" তার পর জনতার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভার্ডেন বলিলেন, "ডাকাত, চোর, বদমায়েসের দল! আবার আমি বলছি, আমি করব না খুব চীৎকার করতে থাক—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোদের গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাক, আমি কখনই করব না।"

অধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "থাম—থাম! মিঃ ভার্ডেন, আমি আপনার যোগ্যতার কথা জানি। আপনি কোনরকম বে-আইনী কাজ করবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে যদি বাধ্য হয়ে—"

ভার্ডেন বলিলেন, "বাধ্য হয়েও আমি করব না, কোনমতেই আমাকে দিয়ে তা করাতে পারবে না।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "সে লোকটা কোথায়, যে আমার সঙ্গে কথা বলছিল?"

হিউ বলিল, "এই যে আমি।"

"তুমি জান, হত্যা কাকে বলে, তার দোষ কতখানি? তোমরা ওঁকে জোর ক'রে ধরে রেখে, ওঁর জীবন বিপন্ন করছ, সে কথা মনে রেখ।"

হিউ বলিল, "জানি আমরা সবই। তা না হ'লে ওকে এখানে আনব কেন? কর্ত্তা, আমাদের বন্ধুদের ছেড়ে দিন, আপনার বন্ধুকে আমরা ফিরিয়ে দেব। কি গো, বল না তোমরা, এটা ঠিক কথা নয় কি?"

জনতা উচ্চরবে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ভার্ডেন বলিলেন, "ওদের ভাবভঙ্গী দেখছেন ত? রাজা জর্জ্জের দোহাই, ওদের বাধা দিয়ে রাখুন। আমার কথা মনে রাখবেন। বিদায়!"

আর কোন প্রকার বাদবিতণ্ডা হইল না। অধ্যক্ষের উদ্দেশে ইট-পাটকেল বৃষ্টি হওয়ায় বাধ্য হইয়া তিনি ছাদ হইতে সরিয়া গেলেন। জনতা তখন কারা-প্রাচীরের সন্নিহিত হইল। ভার্ডেন বাধ্য হইয়া দরজার কাছে নীত হইলেন।

যুড়ি হইতে যন্ত্রপাতি তাঁহার সম্মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু বৃথা। ভার্ডেন কোন যন্ত্রেই হাত দিলেন না। কেহ তাঁহাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইল, কেহ বল প্রকাশ করিল; মৃত্যুভয়ও তাঁহাকে দেখান হইল; কিন্তু তিনি অচল অটলভাবে বলিলেন, "না, আমি করব না।"

জীবনের প্রতি সে সময় তাঁহার মমত্ববোধ বাড়িলেও কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। চারিদিকেই ভ্রূকুটী-ভীষণ মুখমণ্ডল ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু ভার্ডেনকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করা অসম্ভব।

ডেনিস্ তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিল, তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। তখনই ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি ডেনিসের গলা প্রচণ্ডভাবে চাপিয়া ধরিলেন—তখন সমস্ত রক্ত তাঁহার মাথায় চড়িয়াছিল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কাপুরুষ, কুকুর! আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে। শীঘ্র ফিরিয়ে দে, শয়তান!"

উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলিল। জনতার মধ্য হইতে কেহ বলিল, মেরে ফেল। কেহ কেহ তাঁহাকে ভূপাতিত করিবার জন্ম অগ্রসর হইল। ডেনিস্ বৃদ্ধের হস্তে মোচড় দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনমতেই তাঁহার হস্ত বন্ধন শিথিল করিতে পারিল না।

অনেক কষ্টে ডেনিস্ বলিয়া উঠিল, "রাক্ষস, এই তোমার কৃতজ্ঞতা?"

ভার্ডেন এখন ক্রুদ্ধ দেবতার মত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে! আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে!"

তিনি আবার ভূমিতলে নিপতিত হইলেন, আবার উঠিলেন! প্রায় বিশ জনের সহিত একা হাতা-হাতি করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক জন দীর্ঘকায় কশাই, টাঙ্গি তুলিয়া ভার্ডেনের মাথা লক্ষ্য করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল—যেন বিদ্যুতাহত হইয়াছে। তাহার দেহ পদদলিত করিয়া এক-বাহুবিশিষ্ট একটি লোক ভার্ডেনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বে আরও এক ব্যক্তি আসিয়া স্থান গ্রহণ করিল। উহারা উভয়ে তালা-চাবিনির্ম্মাতাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল।

তাহারা হিউকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একে আমাদের হাতে দেও। ওর মত এক জন লোকের জন্য তোমরা শক্তি ও সময় নষ্ট করছ কেন? দু'মিনিটে দু'জন লোক ওকে শেষ করে দিতে পারে। আর সময় নষ্ট করো না। বন্দীদের কথা ভুলো না! বারনাবিকে ভুলো না!" বলিয়া তাহারা জনতার মধ্য দিয়া বলপূর্ব্বক পথ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

জনতা তাহার কথা শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন প্রাচীরের উপর মুগুর পড়িতে লাগিল। সকলেই প্রাচীরের সন্নিহিত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। দুই

জন লোক ধস্তা-ধস্তি করিয়া ভার্ডেনকে লইয়া সেই জনারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন সুদৃঢ় অট্টালিকা ও দরজার উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চলিল। কেহ কেহ আরোহণী আনিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল। পুলিস-প্রহরীদিগের সহিত (তাহারা এক শত মাত্র) জনতার একাংশে হাতা-হাতি করিতে লাগিল। সংখ্যাধিক্যের ফলে পুলিস মর্দ্দিত, প্রহৃত ও পরাজিত হইল। তখন অধ্যক্ষের বাস-ভবন আক্রমণ করিয়া তৈজসপত্র সমূহ কারাগারের সুদৃঢ় দ্বারের সম্মুখে স্তূপীকৃত হইল। সে স্তূপ পাহাড়ের মত উচ্চ হইল। তখন নানাপ্রকার সহজদাহ্য পদার্থ সেই স্তূপে নিক্ষেপ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। দাউ দাউ করিয়া প্রচণ্ড বহ্নি জলিয়া উঠিল।

অগ্নির উত্তাপ ভীষণ হইয়া উঠিল। সে উত্তাপ অসহনীয়। ক্রমে কারাগারের লৌহদ্বার অগ্নির উত্তাপে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কল-কব্জাগুলি গলিয়া পড়িবার পর্য্যায়ে দাঁড়াইল। অগ্নিতে ইন্ধন চলিতে লাগিল। কারাগারের অনেক অংশে অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যে সকল ব্যক্তিকে সেই সপ্তাহে ফাঁসী দেওয়া হইবে, তাহারা সম্মুখের অংশে কারারুদ্ধ ছিল। তাহারা সভয়ে দেখিল যে, অগ্নি যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহারা পুড়িয়া মরিবে। তখন তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। একটি কক্ষে চারি জন ফাঁসীর আসামী ছিল। তাহারা প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। জনতার মধ্যে এক জন ফাঁসীর আসামীর দুই জন পুত্র ছিল। তাহারা পিতার চীৎকার শুনিতে পাইয়াছে মনে করিয়া পাগলের ন্যায় কারা-প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বার বার ব্যর্থমনোরথ হইল।

ক্রমে কারাগারের বিরাট দ্বারে ফাটল ধরিল। ক্রমশঃ ফাঁক বাড়িতে লাগিল। অবশেষে ভীষণ শব্দ করিয়া দ্বার ভূমিশয়ন গ্রহণ করিল।

জনতা চীৎকার করিয়া পিছু হটিয়া আসিল। খানিক পরে হিউ লাফাইয়া দরজার উপর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে ডেনিস্ চলিল। ক্রমে অসংখ্য মানুষের চরণাঘাতে আগুন হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।

৬৫

বাহিরে যখন ভীষণ দানব-লীলা চলিতেছিল, তখন কারাগারের মধ্যে এক জন ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল। যাহারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের অপেক্ষাও এই ব্যক্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল।

দাঙ্গাকারীরা প্রথমতঃ যখন কারাগারের বাহিরে সমাগত হয়, তখন ভীষণ গোলমালে এই বন্দীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। ভীষণ গোলমাল শুনিয়া সে শয্যার উপর চমকিতভাবে উঠিয়া বসিল এবং কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

খানিক নীরবতার পর আবার যখন গোলমাল প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বন্দী বুঝিতে পারিল যে, কারাগার আক্রান্ত হইয়াছে। অপরাধীর মনে হইল, জনতা তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই সমবেত হইয়াছে। তাহার মনে তখন আশঙ্কা জন্মিল যে, উহারা তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।

মনের মধ্যে একবার এইরূপ আশঙ্কা জাগ্রত হইয়া উঠিবামাত্র প্রত্যেক ব্যাপারেই সে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। তাহার দুইটি মহাপাপ, যে অবস্থায় সে ঐ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বহু দিনের হইলেও এখন যখন প্রকাশ পাইয়াছে, তখন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ক্রোধ হইতে তাহার নিস্তার নাই। তাহাকে এইবার বুঝি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

তাহার মনে হইল, দীর্ঘকাল পরে তাহার পাপানুষ্ঠান ধরা পড়ায়, সমস্ত জনসাধারণ তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া, এখন তাহাকে কারাগার হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া রাস্তায় মারিয়া ফেলিবে। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, উহারা দাঙ্গাকারী, কারাগার আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, সে যে উহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, এমন আশা সে করিতে পারে না। তাহাদের প্রত্যেক চীৎকার প্রত্যেক শব্দ যেন তাহার বুকে হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। আক্রমণ যতই প্রবল হইতে লাগিল, বন্দী ততই ভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া প্রহরীদিগকে ডাকিয়া বলিল, তাহারা যেন তাহার কক্ষের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু কেহ তাহার আহ্বানে উত্তর দিল না। বেগতিক দেখিয়া কারাগারের রক্ষীরা অন্যপথে পলায়ন করিয়াছিল, কারাগার রক্ষিশূন্য। ক্রমে সে আলোক শিখা—অগ্নির লোল জিহ্বা প্রসৃত হইতে দেখিল। কারাগারের এখানে ওখানে আগুন ধরিয়া উঠিল। ক্রমে উপরের অংশ অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাহার কক্ষের বাহিরে পড়িতে লাগিল। সে ভাবিল যে, এই ভাবেই হয় ত তাহাকে সমাহিত হইতে হইবে। কারাগারের মধ্যে তখন বন্দীদিগের আর্ত্ত চীৎকারে নিনাদিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রাণভয়ে সকলেই তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। বাতাস ধূম্রজালে গাঢ় হইয়া উঠিল—নিশ্বাস যেন এখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। জীবন রক্ষা সম্বন্ধে আশাশূন্য হইয়াও সে চীৎকার করিতে পারিল না। পাছে তাহার সাড়া পাইয়া উহারা তাহাকে টানিয়া বাহির করে।

এইবার দ্বার ভূলুণ্ঠিত হইল। ঐ ত উহারা উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে। কারাগারের বারান্দায় তাহাদের চীৎকারধ্বনি শুনা যাইতেছে। উহারা রুদ্ধ কারাকক্ষসমূহে আঘাত করিতেছে—দরজা ভাঙ্গিয়া লোহার গরাদ সরাইয়া বন্দীদিগকে টানিয়া বাহির করিতেছে; অগ্নিকুণ্ড

মধ্য দিয়া উহারা অনায়াসে দৌড়াইতেছে, চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। কাহারও পা ধরিয়া, কাহারও হস্ত বা কেশ আকর্ষণ করিয়া উহারা বন্দীদিগকে টানিয়া বাহির করিতেছে।

দশবারো জন লোক ছুটিয়া হত্যাকারীর কক্ষের দিকে আসিতে লাগিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া হত্যাকারী শঙ্কাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল, কোন বন্দীর ছিন্নভিন্ন বেশ ধরিয়া টানিয়া তাহারা তাহাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাহির করিয়াছে—কেহ কেহ সেখানেই উন্মত্ত জয়োল্লাসে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। হত্যাকারী দেখিল, বিশ পঁচিশ জন বন্দী মুক্ত হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতেছে—কোন্ দিকে পলাইবে, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না। তাহারা পাগলের ন্যায় কি যে করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেবল সাহায্যার্থ চীৎকার করিতেছে।

হত্যাকারী নিশ্চলভাবে, তাহার ঘরের গরাদে-বেষ্টিত বাতায়নের কাছে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল। সেই সময় একদল লোক হাতুড়ী, কুঠার, মশাল প্রভৃতি লইয়া তাহার কক্ষের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, ঘরের মধ্যে কোন বন্দী আছে কি না? বন্দী বাতায়ন-সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া অন্ধকার গুহার প্রান্তদেশে আত্মগোপন করিল। সে কোনও উত্তর দিল না বটে, কিন্তু লোকগুলির ধারণা জন্মিল, এই গুহার মধ্যে নিশ্চয় কোনও বন্দী আছে। উহারা লৌহদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

বাতায়ন-পথের একপার্শ্বে খানিকটা গর্ত করিয়া ফেলিয়া একজন মাথা প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। একটা মশালও ভিতরে লইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। বন্দীকে দেখিতে পাইয়া লোকটা প্রশ্ন করিল, কেন সে এতক্ষণ উত্তর দেয় নাই?

কোনও উত্তর না পাইয়া তাহারা ছিদ্রপথকে আরও বড় করিল। তার পর সেই পথে একে একে অনেকগুলি লোক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বন্দীকে ধরিয়া তাহারা বাতায়নের কাছে তাহাকে লইয়া গেল। সেখান হইতে তাহাকে আরোহণী সাহায্যে কারা-প্রাঙ্গণে নামাইয়া দিল। সকলে নামিয়া আসিয়া বন্দীকে বলিল, সে এখনই পলায়ন করুক। এই কথা বলিয়া অন্য সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বন্দী কোনও মতে পায় ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ হইল। বারনাবিকে লইয়া দল অগ্রসর হইল। তার পর সে এবং তাহার পুত্র লোকের হাতে হাতে কারাগার হইতে মুক্ত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কারাগারের সকল স্থান জন্নাদ ডেনিসের সুপরিচিত। সে জনতাকে পথ বলিয়া দিতেছিল। তাই তাহারা অনায়াসে বন্দীদিগের ঘর খুলিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল।

আইনের রক্ষক এই ডেনিস্ শুধু একটি বিষয় চাপিয়া গিয়াছিল; কাহাকেও তাহা জানিতে দেয় নাই। কারাগারের অন্যান্য অংশের সংবাদ দিয়া জনতাকে সেই সকল দিকে প্রেরণ করিয়াছিল। সে অতঃপর দেওয়াল-বিলম্বিত একটা বাক্স হইতে এক গোছা চাবী তুলিয়া লইল। তার পর একটা গুপ্ত পথ ধরিয়া চলিল। প্রাণদণ্ডের আসামীরা কারাগারের যে অংশে ছিল, সে সেই দিকে চলিল। একটা লোহার দরজা খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে গলিপথে প্রবেশ করিয়া একখানি আসনে চুপ-চাপ বসিয়া রহিল।

কারাগার পুড়িতেছে, কিন্তু ডেনিস্ পরম নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিল। তাহার কাণে চারি জন প্রাণদণ্ডের আসামীর চীৎকার প্রবেশ করিতেছিল। বন্দীরা লৌহ-গরাদের অবকাশ-পথে হাত বাড়াইয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতেছিল—ডেনিস উহা দেখিয়াও দেখিল না, শুনিয়াও শুনিল না।

এইভাবে ডেনিস বসিয়া রহিল। চারি জন বন্দী বুঝিয়াছিল যে, গ্যালারিতে কোনও লোক প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কে আসিয়াছে, তাহা তাহারা দেখিতে পায় নাই, তাহারা অতি কাতরভাবে মুক্তির জন্য অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিল। ভগবানের দোহাই, তাহাদিগকে কারাকক্ষ হইতে মুক্ত করা হউক।

ডেনিস বহু দিন হইতে এরকম আবেদন শুনিয়া আসিতেছে। সে আইনের ভক্ত। আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে মাসে একবার করিয়া এরূপ আবেদন শুনিয়াছে। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিবার পর ডেনিস একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল, "এই, গোলমাল করো না, চুপ কর।"

তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল যে, পরশ্ব তাহাদের ফাঁসী হইবে। দয়া করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হউক।

"আমাদের রক্ষা কর।"

ডেনিস বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। ভাই সব, তা হ'লে তোমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে?"

"আজ যদি মুক্তি না পাই, তা হলে তাই হবে।"

গম্ভীরভাবে জল্লাদ বলিল, "ভাই সব, তা হ'লে ব'লে রাখি, তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। ও আশা করো না। এখন ওরকম অসভ্যের মত চেঁচিও না। তোমাদের ব্যাভার দেখে আমার লজ্জা হচ্ছে।"

ডেনিস বেশ প্রফুল্লমনে আসনে আবার চাপিয়া বসিল। খানিক পরে সে আবার বলিয়া চলিল, "তোমাদের বিচার হয়ে গেছে। তোমাদের জন্যই আইন। তোমাদের মত লোকের জন্যই কারাগার রচনা করা হয়েছে।

তোমাদের জন্তই স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত আছে। তোমাদের জন্ত আলাদা গাড়ীও আছে। তবু তোমরা সন্তুষ্ট নও? ওহে, তুমি অত চেঁচিও না।"

উত্তরে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

ডেনিস বলিল, "তোমাদের চার জন বন্দীর জন্তই আমি এখানে এসেছি। যাতে তোমরা পুড়ে না মর, আমি তাই দেখ্‌ব। মিছে চেঁচিয়ে কোন ফল নেই। যারা কারাগারে ঢুকেছে, তারা তোমাদের কথা শুনতে পাবে না।"

বন্দীরা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ডেনিস পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে চীৎকার করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তাহারা শুনিল না। উন্মত্তের ন্যায় তাহারা লোহার গরাদে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ডেনিস যষ্টি প্রহার করিয়াও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। চারি জন বন্দী প্রাণপণ শক্তিতে অবশেষে কয়েকটা গরাদে সরাইয়া ফেলিল।

এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথে গরাদের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া হিউ বলিল, "হ্যালো, এখানেও আমাদের আগে এসে ডেনিস্ হাজির? বেশ করেছ, বুড়ো। এখন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেও। নইলে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।"

ডেনিস্ বলিল, "তা হ'লে পালাও। এখানে তোমার কি দরকার?"

হিউ বলিল, "দরকার? চার জন লোককে চাই।"

জল্লাদ বলিল, "চার জন শয়তানকে! তুমি কি জান না, বৃহস্পতিবারে ওদের ফাঁসী হবে? আইন তুমি মান না—কিছু মান না? ও চার জন এখানে থাক্।"

হিউ বলিল, "এখন ঠাট্টা-তামাসার সময় পেলে নাকি? শুনছ ওদের কথা? লোহার ডাণ্ডাগুলো খুলে ফেল, আমাদের ঢুকতে দেও।"

হিউয়ের কথামত কাজ করিবার ভাণ করিয়া ডেনিস বলিল, "ভাই, এই চার জনকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পার না? আমার কিছু দরকার আছে। তোমার খুসীমত আর সব কাজ কর। আমার খেয়ালমত আমাকে কাজ করতে দাও। এই চার জনকে আমি চাই।"

হিউ উত্তর দিল, "হয় লোহার গরাদেগুলো খুলে ফেল, নয় ত স'রে দাঁড়াও।"

ডেনিস্ বলিল, "তুমি জনতাকে তোমার খুসীমত চালাতে পার। তুমি কি সত্যি এখানে আসবে?"

"হ্যাঁ।"

"এই চার জনকে আমার হাতে দেবে না? তোমার কোন কিছুর ওপর শ্রদ্ধা নেই—কেমন, তাই নয় কি? সত্যি তুমি ভেতর আসবে, ভাই?"

"বলছি ত, হ্যাঁ। কি হ'ল তোমার? কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

জল্লাদ লৌহগরাদেবিশিষ্ট দ্বার খুলিয়া বলিল, "আমি যেখানে যাই না কেন, তাতে তোমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে রেখ, কোথায় তুমি আসছ। এই ব'লে রাখলাম।"

এই বলিয়া ডেনিস তাহার হস্তস্থিত যষ্টিগাছা একবার আন্দোলিত করিল। তার পর কোথায় অন্তর্হিত হইল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

হিউ আর অপেক্ষা করিল না। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত লোকগুলির চীৎকার লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে যাহারা আসিতেছিল, তাহাদিগকে সে বলিয়া দিল যে, পথ এত সঙ্কীর্ণ যে, এক জন এক জন করিয়া আসিতে হইবে। তার পর সে প্রকাণ্ড হাতুড়ি সবলে রুদ্ধদ্বারের উপর আঘাত করিতে লাগিল। কয়েকবার আঘাত করিবার পর লোহার দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে মুক্তপথে প্রবেশ করিল।

যাহাদের পিতার ফাঁসী যাইবার কথা, সেই যুবক পুত্র দুইটি সিংহবিক্রমে আগাইয়া আসিল। শৃঙ্খলিত এক ব্যক্তিকে তাহারা টানিয়া বাহির করিল। লোহার বেড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর লোকটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ধরাধরি করিয়া জনতা তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। লোকটার দেহে যে জীবনীশক্তি আছে, তাহা বুঝা গেল না।

চারি জন প্রাণদণ্ডের আসামীকে তাহারা মৃতপ্রায় অবস্থায় রাজপথে লইয়া আসিল। তাহাদের মুখে চোখে মৃত্যুর বিবর্ণতা যেন তখনও অন্তর্হিত হয় নাই।

বন্দীরা দিকে দিকে নীত হইল। তখন জনতাও কাজ শেষ হইয়াছে দেখিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল। কারাগারের ভগ্নস্তূপ ছাড়া সেখানে আর কোনও কিছু দেখা পাওয়া গেল না।

৬৬

মিঃ হেয়ারডেল কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাত্রিতে ঘুমান নাই, কেবল সতর্ক পাহারা দিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু দিবাভাগে সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। বিগত রাত্রিতে নিদ্রা ত দূরের কথা—বিন্দুমাত্র বিশ্রামেরও অবকাশ পান নাই। প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানাস্থানে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন—যে সকল স্থানে ইমার আশ্রয় লইবার সম্ভাবনা, সর্ব্বত্র তিনি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সারা দিনের মধ্যে মিঃ হেয়ারডেল জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই, শুধু অপরাহ্নে সামান্য জল পান করিয়াছিলেন মাত্র। সারাদিন তিনি নিকটে ও দূরে, ভ্রাতুষ্পুত্রীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

কোথাও ইমার সন্ধান না পাইয়া মিঃ হেয়ারডেল ভীষণ উৎকণ্ঠায় পীড়িত হইয়া প্রত্যেক হাকিমের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে মন্ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন। মন্ত্রীর নিকট

তিনি এই আশ্বাস পাইলেন যে,সরকার এখন দৃঢ়তা সহকারে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আগামী কল্য এ সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচারিত হইবে। সেনাদলকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিয়া সুবিবেচনার সহিত এই বিদ্রোহ দমন ও যাবতীয় অনাচারের প্রতীকার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নির্য্যাতিত ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপর রাজা, রাজকর্ম্মচারী, দুইটি মহাসভার সদস্যবৃন্দ এবং যাবতীয় ভদ্রলোকের গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছে এবং যাহাতে ক্যাথলিকগণ ন্যায়বিচার পান, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও থাকিবে না। মন্ত্রী মিঃ হেয়ারডেলকে এ কথাও জানাইয়া দিলেন যে, যাহাদের গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, এবং আত্মীয় ও পুত্র-কন্যাগণের সন্ধান মিলিতেছে না, তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। মিঃ হেয়ারডেলের অভিযোগ তাঁহার মনে থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, তিনি রাজকর্ম্মচারী ও সামরিক কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া দিতেছেন, যাহাতে তাঁহার অপহৃতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সন্ধান হয়। মন্ত্রী মহাশয় অবশেষে তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইবে।

মিঃ হেয়ারডেল অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইয়া মন্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি সমাগত। রাজপথে তিনি একা। কোথায় শয়ন করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই।

চেয়ারিং ক্রশের একটি হোটেলে প্রবেশ করিয়া তিনি কিছু খাদ্য এবং শয়নের জন্য শয্যা চাহিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার বেশভূষা এবং ক্লান্তদেহ দেখিয়া হোটেলের অধ্যক্ষের মনে হয় ত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, তিনি হয় ত কপর্দ্দকহীন। তাই তিনি মুদ্রাধার বাহির করিয়া অর্থ প্রদান করিতে গেলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন যে, অর্থের জন্য নহে, তবে তিনি যদি সেই দলের কেহ হয়েন, যাঁহারা দাঙ্গাকারীদিগের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। কারণ, বিদ্রোহীরা ঘোষণা করিয়া গিয়াছে, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সাহায্য করিলে হোটেলের অধ্যক্ষ সবংশে নিহত হইবেন। এ জন্য অধ্যক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়।

মিঃ হেয়ারডেল ভদ্রলোকের অবস্থা বুঝিলেন। তিনি সে কথা বলিয়া অভুক্ত অবস্থায় হোটেল হইতে নির্গত হইলেন।

সকালবেলা তিনি চিপ্‌ওয়েলেও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কারণ,তিনি ধ্বংসীভূত অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ সরাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে সাহস করে নাই। এখন তিনি বুঝিলেন, কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইবে না। সুতরাং তিনি অন্যত্র সে চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন। তিনি নদীর ধারের একটি পথ ধরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তির আলোচনা তাঁহার কাণে গেল। তিনি শুনিলেন, বিদ্রোহী জনতা নিউগেট কারাগারে অগ্নি দিবার সংকল্প করিয়াছে, বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিবে স্থির করিয়াছে।

নিউগেট! যেখানে তিনি ভ্রাতার হত্যাকারীকে বন্দী করিয়াছেন? যদি হত্যাকারী মুক্তি পায়, তাহা হইলে তাঁহার উপর ভ্রাতৃহত্যার যে সন্দেহ মানুষের মনে জন্মিয়াছে, তাহার আর প্রতীকার হইল না!

অভিভূতের মত তিনি কারাগারের কাছে আসিলেন। জনতা সেখানে সমবেত হইয়া কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। অগ্নি আকাশ-পথে উঠিয়াছে। দুই জন লোক তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। তিনি আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একজন বলিল, "আসুন, ঠাণ্ডা হোন, মশাই। অন্য সবাই আমাদের দেখ্‌তে পাচ্ছে। চ'লে আসুন। এত লোকের সঙ্গে আপনি একা কি করবেন?"

অপর ব্যক্তি মিঃ হেয়ারডেলকে সবলে টানিয়া লইবার সময় বলিল, "এই ভদ্রলোক সব সময়েই কোন না কোন ভাল কাজ করতে চান। এজন্য আমি ওঁকে ভারী পছন্দ করি। ঐ কারণেই ওঁকে আমার ভাল লাগে।"

এই সময়ে কারাগারের অনতিদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় সকলে আসিয়া পড়িলেন। মিঃ হেয়ারডেল দেখিলেন, তাঁহার পা কাঁপিতেছে, তাঁহার দেহে শক্তি নাই। প্রথম ব্যক্তি সেই ভদ্রলোক, লর্ড মেয়রের বাড়ীতে যাঁহার সহিত মিঃ হেয়ারডেলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অপর ব্যক্তি জন গ্রুবি।

মিঃ হেয়ারডেল ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "এর মানে কি? এখানে আমরা একসঙ্গে মিললাম কি ক'রে?"

মদ্য-ব্যবসায়ী বলিলেন, "জনতার পাশে আমরা ছিলাম। যাক্‌, এখন আমাদের সঙ্গে আসুন। আমার এ বন্ধুটিকে বোধ হয় আপনি চেনেন?"

জন গ্রুবির দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় জানি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "ওকেই জিজ্ঞাসা করুন, ও বলবে আমাকে বিশ্বাস করা যায় কি না। ও আমার ভৃত্য। আগে লর্ড জর্জ্জ গর্ডনের কাছে কাজ করত। সম্প্রতি সে কাজ গেছে—আমার কাছে কাজ নিয়েছে। ওর ইচ্ছা খুব ভাল। দাঙ্গাকারীদের অভিপ্রায় ও আগে থেকেই জেনে নিয়ে আসে। তাতে অনেকের কল্যাণ হয়।"

জন গ্রুবি টুপী স্পর্শ করিয়া বলিল, "একটা কথা আছে, মশাই। আমার ভূতপূর্ব্ব মনিব অন্যের কথায় ভুল পথে চলেছেন—তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারব না। তিনি লোক নিজে খুব ভাল। তিনি কোনও দিন এ রকমটি চান নি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার অঙ্গীকার পালন ক'রে চলা যাবে। মশাই, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনি আর দেরী করবেন না।"

জন গ্রুবি আর বাক্যব্যয় না করিয়া মিঃ হেয়ারডেলের বাহুর মধ্যে আপনার বাহু বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া চলিল।

মিঃ হেয়ারডেল আর আপত্তি করিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা টলিতেছিল। নিজের উপর তাঁহার কোন অধিকারই তখন ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, বোধ হয়, তিনি পাগল হইয়া যাইবেন।

হলবরণ হিলে সুরা-ব্যবসায়ীর কারখানা ও বাসভবন। তাঁহার খুব চলতি ফলাও কারবার ছিল। পশ্চাতের দরজা দিয়া তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের দিকের সমস্ত আলোক নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মিঃ হেয়ারডেলকে একখানি সোফায় শায়িত করা হইল। তখন তিনি সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। জন গবি তাড়াতাড়ি একজন অস্ত্র-চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার হেয়ারডেলের শরীর হইতে খানিক রক্ত বাহির করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে মিঃ হেয়ারডেল অনেকটা সুস্থ হইলেন। তখন তিনি এত দুর্ব্বল যে, উঠিয়া বেড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। তখনই তাঁহাকে শয্যায় শায়িত করিয়া দেওয়া হইল। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। উত্তেজক পানীয় পান করিয়া ঔষধের গুণে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

মদ্য-বিক্রেতা বৃদ্ধ হইলেও শয্যায় শয়ন করিবার কথা ভুলিয়া গেলেন, তিনি একখানি আসনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বাড়ী আক্রান্ত হইবার কথা তিনি পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি আসনে বসিয়া রহিলেন। জন গ্রুবি এবং আরও দুই তিন জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে তাঁহাকে বাহিরের সংবাদ আনিয়া দিতেছিলেন।

সংবাদগুলি ভীতিজনক। বিদ্রোহীদিগের যে সকল কার্য্যকলাপের সংবাদ বৃদ্ধ পাইতে লাগিলেন, তাহা যেমন ভীষণ, তেমনই অভূতপূর্ব্ব।

নিউগেট কারাগারের ধ্বংসের সংবাদ আসিল। বন্দীরা কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে, সে সংবাদও আসিল। বিদ্রোহীরা অবশেষে তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিল। কিন্তু অন্যান্য দুষ্কার্য্যে তাহারা রত ছিল বলিয়া তাঁহার বাড়ী তখন আক্রমণ করিল না। গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, লর্ড ম্যান্‌স্ ফিল্ডের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাতে উহারা অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। লর্ড ও লেডী পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। একদল সৈন্য আসিয়া দাঙ্গাকারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে সত্য; কিন্তু অনিষ্ট যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে।

পরে সংবাদ আসিল যে, লর্ড ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের পল্লীভবন আক্রমণ করিবার জন্য জনতা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। একদল অশ্বারোহী সেনা পূর্ব্বাহ্নেই পল্লীভবন রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিল। বাধা পাইয়া বিদ্রোহীরা আবার সহরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সার জন ফিল্ডিংএর বাসভবন আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীরা উহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, এ সংবাদও আসিল। আরও কয়েকটি বড় বড় বাড়ীতে আগুন লাগাইয়াছে। দমকল যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে না পারে, এজন্য বিদ্রোহীরা নল কাটিয়া দিয়াছে।

এইরূপ ভীষণ সংবাদ যখন আসিতেছিল, মিঃ হেয়ারডেল তখন শয্যায় নিদ্রিত। কাজেই তিনি কোন সংবাদই জানিতে পারিলেন না।

৬৭

রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করিয়া অরুণালোক আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

অধিবাসীদিগের সকলেরই মুখে আতঙ্ক, কেহই রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। প্রত্যেক দোকান বন্ধ। সহরের কাজকর্ম্ম একদম ছিল না। সকলেই ধ্বংসস্তূপসমূহের কাছে দাঁড়াইয়া নীরবে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। মুখ ফুটিয়া দোষারোপ করিবার সাহস কাহারও ছিল না।

সহরের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি তখন সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল। স্থানে স্থানে বহু সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, বিদ্রোহীরা যাহাতে সহজে সম্মিলিত হইতে না পারে, এজন্য অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি ছিল না।

বেলা হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কিংস্‌বেঞ্চ এবং ফ্লিট প্রিজনের তোরণ উন্মুক্ত। বোর্ডে বিজ্ঞাপন ছিল যে, বিদ্রোহীরা এই দুই কারাগারও পুড়াইয়া দিবে। কর্তৃপক্ষ বন্দীদিগকে তাহাদের দ্রব্যাদি সহ চলিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। অনেকে চলিয়া যাইতেছিল, আবার অনেকে এমন অনুরোধ জানাইতেছিল যে, তাহাদিগকে পথে বাহির করিয়া দিলে তাহারা মারা যাইবে। অন্য কোথাও তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হউক।

নিউগেট কারাগার হইতে যে তিন শত বন্দী মুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কারারক্ষকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া অনুরোধ করিতেছিল যে, বন্দী থাকাই তাহাদের পক্ষে ভাল। কারণ, সমস্ত রাত্রি তাহারা যে দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা মুক্তি চাহে না। অনেকে ধ্বংসস্তূপের উপরই বিশ্রাম করিতে লাগিল।

বিদ্রোহীরা ব্যাঙ্ক, টাকশাল প্রভৃতি আক্রমণ করিবার বিজ্ঞাপন ছড়াইতে লাগিল। পাগলা গারদ ভাঙ্গিয়া পাগলদিগকে মুক্তি দিবার কথাও প্রচারিত হইয়া গেল। সমস্ত দিনটা এইভাবে চলিয়া গেল। ক্রমে ভীষণ রাত্রি সমাগত হইল।

সন্ধ্যা ৭টার সময় প্রিভিকাউন্সিল হইতে ঘোষণা বাহির হইল যে, সেনাদল সহর রক্ষা করিবে। সে জন্ত যাহা কিছু দরকার, তাহা সামরিক কর্মচারীদিগের বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। হুকুম বাহির হইল, নির্দোষ ও নির্ব্বিরোধ ... সন্ধ্যার পর বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইবেন না। প্রত্যেক সৈনিক ৩৬টি করিয়া গুলী পাইল। সূর্য্যাস্তের মধ্যে সমগ্র সেনাদল নগর-রক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইল।

রাজপথ দিয়া যাহাতে বিদ্রোহীরা চলাফেরা করিতে না পারে, এজন্ত লৌহশৃঙ্খল দ্বারা প্রত্যেক রাজপথ সুরক্ষিত করা হইল। সেনাদলের এইরূপ আয়োজন দেখিয়া উন্মত্ত জনতা ভয় পাইবে, এইরূপই কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করিলেন।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এ ধারণা ভুল। সন্ধ্যার পরই অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে ইঙ্গিত পাইয়া বিদ্রোহীরা রাজপথের যাবতীয় আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। তারপর জনতার পরিমাণ সহসা সমুদ্রের স্থায় বাড়িয়া উঠিল। বাধা দিবার পূর্ব্বেই সহরের নানা স্থানে আগুন লাগিল। সমগ্র সহরটিকে তাহারা আগুনে পুড়াইয়া মারিবে, বিদ্রোহীরা এইরূপ আয়োজন করিয়াছিল। রাজপথে শুধু দাঙ্গাকারী ও সেনাদল ছাড়া আর কেহ ছিল না।

দুই ঘণ্টার মধ্যে ৩৬ 'জাগায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রায় প্রত্যেক রাজপথেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেনাদলের বন্দুকের শব্দ সকল দিকেই গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এক স্থানে সেনাদলের বন্দুকের গুলীতে কুড়ি জন বিদ্রোহী ধরাশায়ী হইল। মৃতদেহগুলি সেনাদল সেণ্ট মিলড্রেড্ গির্জ্জায় লইয়া গেল।

রাজপথগুলির দৃশ্য তখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। বিদ্রোহী ও নারীদিগের চীৎকার, কাতর আর্ত্তনাদ নৈশ আকাশ পূর্ণ করিয়া তুলিল।

হলবরণ সেতু ও হলবরণ হিলে ব্যাপার সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। লড্গেট হিল ও নিউগেট ষ্ট্রীট দিয়া বিদ্রোহীরা দলে দলে আসিতেছিল। উভয় দল একত্র সম্মিলিত হওয়ার ফলে সেখানে নিহতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এইখানেই অধিকসংখ্যক সেনা সমবেত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে তাড়া করিতেছিল। এই সময়েও কয়েক স্থানে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্রোহীরা এই স্থানে বিশবার আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের নেতা একখানা অতিকায় কুঠার শূন্তে তুলিয়া বিদ্রোহীদিগকে পরিচালিত করিতেছিল। তাহাদের লক্ষ্য প্রসিদ্ধ মদ্যবিক্রেতার ভবন। উহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্তই তাহারা পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইতেছিল। বিশবারই বিদ্রোহীদিগের বহুলোক প্রাণ হারাইয়াও উহা আক্রমণ করিতেছিল—প্রত্যেক বারই তাহারা বিতাড়িত হইল। দলের নেতা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নির্ভীকভাবে উন্মত্ত জনতাকে পরিচালিত করিতেছিল। সকলেই তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিল। কেহই তাহাকে কোনরূপে আহত করিতে পারিতেছিল না। সে যেন দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া অক্ষতদেহে গুলীবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া জনতাকে পরিচালিত করিতেছিল।

এই ব্যক্তি হিউ। যেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সেইখানেই হিউ। সে ব্যাঙ্ক ও টাঁকশাল আক্রমণ করিয়া অর্থ-ভাণ্ডার পথে ছড়াইয়া দিয়াছিল। সকল ক্ষেত্রেই সে পুরোভাগে থাকিয়া জনতাকে পরিচালিত করিতেছিল। হলবরণে বিশবার প্রতিহত হইয়া সে বৃহৎ বিদ্রোহী দলসহ এক দল সেনাকে আক্রমণ করিল। সেনাদল তাহার আক্রমণে পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। দানবের স্থায় সে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইতেছিল। সে যে বিদ্রোহীদিগের অন্ততম নেতা, তাহা সেনাদল বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তাহাকে জীবিত ধৃত করিবার জন্তই সেনাদলের ঔৎসুক্য হইয়া থাকিবে। এজন্ত অক্ষতদেহে সে বিচরণ করিতে পারিতেছিল।

মদ্যব্যবসায়ী এবং মিঃ হেয়ারডেল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া বাড়ীর ছাদে উঠিয়া সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা একটা চিমনীর আড়ালে দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে নীচে কি ঘটিতেছে দেখিতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, এতবার যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন এবারও বিদ্রোহীরা পরাভূত হইয়া হটিয়া যাইবে। এই সময় জনতার ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, একটা বৃহৎ দল আবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। হিউ তাহাদের নেতা। সেনাদল তখন ফ্লিট মার্কেটএ বিদ্রোহী দলকে বিতাড়িত করিতেছিল। সুতরাং বিনা বাধায় বিদ্রোহীরা অগ্রসর হইল।

মদ্যব্যবসায়ী বলিলেন, "আর আশা নেই। এক মিনিটে ৫০ হাজার পাউণ্ড নষ্ট হয়ে যাবে। এখন পালান বাঙ্ চলুন। আর আমাদের করবার কিছু নেই।"

তাঁহারা প্রথমে মনে করিলেন, ছাদের উপর দিয়া বাতায়নপথে নীচে নামিয়া রাজপথে আশ্রয় লইবেন। কিন্তু সেই সময়ে জনতার ভীষণ চীৎকার ও তাহাদের ঊর্দ্ধমুখ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, উহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে। কারণ, হিউ অগ্নির উজ্জ্বল আলোকে মিঃ হেয়ারডেলকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল—বলিল, সে তাঁহার প্রাণ লইবে।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমাকে এখানে রেখে আপনি পালান। বন্ধু, ভগবানের দোহাই, নিজেকে বাঁচান। তার পর হিউয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এই ছাদ খুব উঁচু। দুজনে এক জায়গায় হলেও একসঙ্গেই দুজনে মরব।"

মদ্য-ব্যবসায়ী বলিলেন, "এমন পাগলামী করবেন না। শুনুন, আমার যুক্তি শুনুন। এ পথে পালিয়ে বাঁচতে পারব

না। আমার বাড়ীতে একটা গুপ্ত পথ আছে। সে পথে পেছনের রাস্তায় পৌছুতে পারব। এখনো সময় আছে। ওরা দরজা ভেঙ্গে আসবার আগেই আমরা পালাতে পারব। আর দেরী নয়, চলুন, পালাই। আমাদের দুজনের জন্যই বলছি—আসুন!"

তিনি বলপূর্ব্বক হেয়ারডেলকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। জনতা তখন বাড়ীর দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল। কেহ কেহ মশাল জ্বালিয়া আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সুরাপানের অদম্য লিপ্সা তাহাদের মুখে চোখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বারে তখন ভীষণ শব্দ হইতেছিল। শার্শি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাঁহারা তখন নীচের ঘরের গুদামের দরজায় পৌছিয়াছেন। ঠিক সেই সময়ে জনতা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অন্ধকার পথে তাঁহারা কোনও মতে অগ্রসর হইতেছিলেন। পাছে আলো জ্বালিলে উহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়, তজ্জন্য তাঁহারা আলো জ্বালিতে সাহস করেন নাই। কিছুদুর অগ্রসর হইতেই সহসা আলো জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহীরা এঘরে ওঘরে সুরার আশায় ছুটিয়াছে।

দ্রুতপদে তাঁহারা শেষ খিলানের কাছে পৌছিলেন। উহার পরই বাহিরে যাইবার গুপ্ত পথের আরম্ভ। সহসা তাঁহারা দেখিলেন, যে দিকে তাঁহারা যাইতেছেন, সেই দিকে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা একপাশে আত্ম-গোপন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় কেহ বলিয়া উঠিল, "এই যে ওঁরা।"

যে দুই জন আলো লইয়া আসিতেছিল, তাহারা তখনই মাথার উপরের আবরণ সরাইয়া ফেলিল। মিঃ হেয়ারডেল দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এডোয়ার্ড চেষ্টার দাঁড়াইয়া। মদ্য-বিক্রেতা অপর ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকিলেন—জো উইলেট।

হ্যাঁ সেই বটে, তবে তাহার বাম হাতখানি নাই। সেই তিন মাস অন্তর পিতার টাকা লইয়া এই সুরা-বিক্রেতার কাছে দিতে আসিত। আগে তিনি টেম্স্ ষ্ট্রীটে থাকিতেন।

জো কোমল স্বরে বলিল, "আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। করকম্পনে কখন দ্বিধা করবেন না। এ হাত বন্ধুর। আর আপনি—ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করুন। অধীর হবেন না। আমরা তাঁদের খুঁজে বের করব। মনে উৎসাহ আনুন। আমরা চুপ ক'রে ব'সে নেই!"

জোর কথায় এমন আন্তরিকতা ছিল যে, মিঃ হেয়ারডেল তখনই তাঁহার হাত সাগ্রহে বাড়াইয়া দিলেন। এডোয়ার্ড চেষ্টার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া জো বলিল, "মিঃ হেয়ারডেল, সময় বদলে গেছে। এখন কে মিত্র, কে শত্রু তা চেনবার সময় এসেছে। আপনি এ সময় ঘাবড়ে যাবেন না। আমি বলছি, এই ভদ্রলোক আজ না থাকলে আপনার জীবন রক্ষা হ'ত না। এতক্ষণ হয় আপনার জীবন যেত, না হয় ভয়ানক আহত হতেন।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "কি বলছ তুমি?"

জো বলিল, "আমি বলছি এই, প্রথমতঃ জনতার সঙ্গে মিশে থাকাই বিশেষ সাহসের কাজ। ছদ্মবেশে উনি ওদের দলে মিশেছিলেন। অবশ্য সেটার জন্য আমি ওঁকে খুব বাহাদুরী দিচ্ছি না। কারণ, আমিও ছদ্মবেশে দলের মধ্যে ছিলুম। দ্বিতীয়তঃ ওদের সকলের সামনেই সেই লোকটাকে আঘাত ক'রে মাটীতে ফেলা—দুঃসাহসের কাজ। সেজন্য সমস্ত গৌরব ওঁরই প্রাপ্য।"

"কোন্ লোকটা? কাদের চোখের সামনে?"

জো বলিয়া উঠিল, "লোকটা কে, স্যার। সেই লোকটা—আপনার উপর যার ভীষণ আক্রোশ। সে একাই একশ। তার মত সাহসী দলের মধ্যে কেউ নেই। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে চিনি। সে একবার বাড়ীর ভিতর ঢুকতে পেলে আপনি যেখানেই থাকুন না, সে খুঁজে বের করতই। বাদবাকী যারা, তাদের আপনার উপর বিশেষ কোন আক্রোশ নেই। আপনাকে দেখতে না পেলে, তারা আপনার খোঁজও করবে না—তারা শুধু মদ খেয়েই বেড়াবে। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা হবে না। আপনি প্রস্তুত?"

এডোয়ার্ড বলিলেব, "খুব। মশাল নিবিয়ে দাও, জো। এগিয়ে চল। নিঃশব্দে এস।"

জো বলিল, "চুপ করি বা না করি, আপনার কাজটা বিশেষ গৌরবজনক।" বাতি নিবাইয়া দিয়া জো মিঃ হেয়ারডেলের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

মিঃ হেয়ারডেল ও মদ্যব্যবসায়ী এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাক্য-নিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে অগ্রসর হইলেন। জো জানাইয়া দিল যে, জন গ্রুবির সাহায্যেই তাহারা এই গুপ্তপথে প্রবেশ করিতে পাইয়াছিল। গ্রুবি বাহিরে পাহারা দিতেছে। সেদিকে একদল বিদ্রোহীকে আসিতে দেখিয়া গ্রুবি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সেনাদলকে সংবাদ দিতে গিয়াছে। বিদ্রোহীরা পথ না পাইয়া অন্য পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। মদের জন্যই তাহারা পাগল। এ দিকে অপ্রশস্ত গুপ্তপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। মদ্যব্যবসায়ীর নির্দ্দেশমত সকলে গুঁড়ি মারিয়া সেই পথে বাহিরে আসিলেন। কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। জো তখনও হেয়ারডেলের হাত ধরিয়াছিল, এডোয়ার্ড বৃদ্ধ মদ্যব্যবসায়ীকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। দ্রুতপদে সকলে পথ অতিক্রম করিলেন। পথে সেনাদল তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রশ্ন করিবামাত্র, জো তাহাদের কাণে কাণে কি বলিতেছিল; অমনই তাহারা পথ ছাড়িয়া দিতেছিল।

৩৮

গত রাত্রিতে যখন নিউগেট পুড়িতেছিল, বারনাবি ও তাহার পিতা জনতা হইতে সরিয়া স্মিথফিল্ডএ দাঁড়াইয়াছিল। জনতা তাহাদের হাতে যন্ত্র গুঁজিয়া দিয়াছিল, উহার সাহায্যে তাহারা শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। খানিকক্ষণ মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহারা অগ্নির তাণ্ডবলীলা দেখিতে লাগিল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেও বারনাবি হয় ত দলে যোগ দিতে পারিত; কিন্তু সে একা ছিল না। তাহার পিতা তাহার পার্শ্বে। হত্যাকারী পুত্রকে পরামর্শ দিল, দাঁড়াইয়া থাকিলে বিপদ আসিতে পারে, সুতরাং পলায়ন করাই সঙ্গত।

বাজারের এক কোণে দাঁড়াইয়া বারনাবি প্রথমতঃ পিতার হাত-পায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তার পর নিজেকেও শৃঙ্খলমুক্ত করিল। তার পর অন্ধকারে উভয়ে ক্লার্কেনওয়েল অভিমুখে সতর্কভাবে চলিতে লাগিল। সেখান হইতে ইস্‌লিংটনে গিয়া তাহারা মুক্ত প্রান্তরের দিকে ধাবিত হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়া তাহারা ফিন্‌চ্‌লের সন্নিহিত গোচারণভূমিতে একটি সামান্য কুটীর দেখিতে পাইল। সেই কুটীর তখন পরিত্যক্ত। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

দিবাভাগে তাহারা আরও কিছুদূর চলিয়া গেল। বারনাবি দুই তিন মাইল হাঁটিয়া কোন স্থান হইতে কিছু দুধ ও রুটী কিনিয়া আনিল। কিন্তু ভাল আশ্রয়স্থানের সন্ধান না পাইয়া তাহারা পূর্ব্বোক্ত কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

বারনাবির মনে তখন কি হইতেছিল, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু বাল্যের স্মৃতি, মাতার স্মৃতি প্রভৃতি মনে করিয়া সে তাহার পিতাকে সেবা করিতেছিল। তাহার পিতা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চমকিয়া উঠে, ইহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল। পিতার দৃষ্টিতে আতঙ্ক, সর্ব্বদাই শঙ্কাবিজড়িত ভাব। সে ভাবিতেছিল, এখন যদি তাহার মা ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে সে কত সুখী হয়। সারা দিন পিতার পাশে বসিয়া বসিয়া সে মাতার পদশব্দ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পিতা নিদ্রাগত অবস্থায় কি বিড়বিড় করিয়া বকে, তাহা সে শুনিবার চেষ্টা করিল। পিতা এত অশান্ত কেন, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সূর্য্য অস্ত গেল, আবার রাত্রি আসিল। বারনাবির মন প্রশান্ত। কোনও দুশ্চিন্তাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল না। সে কোন পাপ করে নাই, রক্তপাত করে নাই, কাজেই তাহার প্রাণে কোন আতঙ্ক ছিল না।

রাত্রি হইতে দেখিয়া সে মনে করিল, অন্ধকে সে খোঁজ করিতে যাইবে। তাহার পিতা তাহাকে অন্ধের সন্ধানে পাঠাইতে ব্যস্ত। কোন্ পথে গেলে, কোথায় গিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, তাহার পিতা তাহাকে বলিয়া দিল। সে খুব সতর্কভাবে যাইবে, যেন কেহ তাহার অনুসরণ করিতে না পারে। সমস্ত কথা শুনিয়া বারনাবি গ্রিপকে সেখানে রাখিয়া অন্ধের সন্ধানে চলিল। কারাগার হইতে আসিবার সময় বারনাবি গ্রিপকে সঙ্গে আনিয়াছিল।

বারনাবি দ্রুতপদে সহরের দিকে চলিল। সে যখন নগরে পৌঁছিল, তখন অগ্নিকাণ্ড চলিয়াছে—লুণ্ঠন, হত্যা অবাধে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া বারনাবির মনে হইল, এ সব কি ভাল কাজ? লর্ড জর্জ্জ গর্ডন ভাল লোক হইয়া এমন কাজ করিতে দিতেছেন কেন?

সে এখন নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া বিমূঢ় হইলেও, অন্ধের আস্তানা খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু সেখানে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অনেকক্ষণ সে প্রতীক্ষা করিল, কিন্তু কেহ তথায় আসিল না। অবশেষে সে সেই স্থান ত্যাগ করিল। সৈনিকগণের বন্দুকের শব্দ সে শুনিতে পাইতেছিল। সে ভাবিল, অনেক লোক নিশ্চয় মারা গিয়াছে। তখন সে হলবরণের দিকে গেল। বিপুল জনতা দেখিয়া সে হিউয়ের সন্ধান করিতে লাগিল। সে তাহাকে এই বিপজ্জনক কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবে—তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে।

বারনাবির মনে বিভীষিকা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। দাঙ্গার দৃশ্য দেখিয়া তাহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। সে দেখিল, অশ্বারোহণে হিউ জনতাকে পরিচালিত করিতেছে।

এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। সে বলপূর্ব্বক জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইল। মদ্যবিক্রেতার বাড়ী তখন আক্রান্ত হইয়াছিল। বারনাবিকে অনেকেই চিনিত। তাহারা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। সে দেখিল যে, হিউ যেন কাহাকে শাসাইতেছে; কাহাকে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জনতা বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। এমন সময় হিউ ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে হুড়মুড় করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। কি করিয়া, তাহা বারনাবি গোলমালে বুঝিতেই পারিল না।

সে যখন পায় ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন বারনাবি হিউয়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। সে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। বারনাবি ভালই করিয়াছিল। কারণ, হিউ তখন কুঠার উদ্যত করিয়া আক্রমণ করিতে যাইতেছিল। বারনাবির কথা কাণে না গেলে, সেই উদ্যত কুঠার তাহার উপর আপতিত হইয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিত।

'বারনাবি—তুমি! কে আমাকে মাটীতে ফেলে দিলে?'

"আমি নিশ্চয় নই।"

"কার?—আমি বল্‌ছি, কে এ কাজ করলে?" সে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। "সে লোকটা কোথায়, আমায় দেখিয়ে দাও।"

বারনাবি বলিল, "তুমি আহত হয়েছ। আমার সঙ্গে এস।" বাস্তবিক তাহার মাথায় গভীর ক্ষত হইয়াছিল—পতনের জন্যও বটে, অশ্বখুরের আঘাতের জন্যও বটে।

বলিতে বলিতে অশ্বের লাগাম বারনাবি আকর্ষণ করিল। ঘোড়া ও হিউকে কয়েক পদ টানিয়া লইয়া গেল। জনতার মধ্য হইতে তাহারা বাহিরে আসিল। তখন জনস্রোত মদ্য-ব্যবসায়ীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা বারনাবিকে থামাইয়া হিউ বলিল, "ডেনিস্ কোথায়? সারাদিন সে কোথায় রয়েছে? কারাগারে কাল রাত্রে অমনভাবে আমাকে রেখে সে কোথায় চ'লে গিয়েছিল? শুনছ, আমার কথার জবাব দেও।"

কুঠার আন্দোলিত করিয়া হিউ নিস্পন্দভাবে ভূমিতে পড়িয়া গেল। এক মিনিট পরে সে হামাগুঁড়ি দিয়া যেখানে সুরাস্রোত বাহির হইতেছিল, তথায় গিয়া সে চুমুক দিয়া সুরাপান করিতে লাগিল।

বারনাবি তাহাকে একপাশে টানিয়া আনিল। তার পর তাহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া ধরিল। আঘাতজনিত রক্তপাত ও অত্যধিক সুরাপান বশতঃ সে হাঁটা ত দূরের কথা—দাঁড়াইতেই পারিতেছিল না। সে তখন কোনও মতে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল। বারনাবি তখন নিজেও ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া তাহাকে লেথার লেন দিয়া চালাইয়া দিল। ঘোড়া তখন ভীত হইলেও তাহাদিগকে লইয়া কদমে চলিতে লাগিল।

রাজপথ অতিক্রম করিবার সময় সে আর একবার পশ্চাতের দৃশ্যের দিকে ফিরিয়া চাহিল। যে দৃশ্য সে দেখিল, জীবনে কোনও দিন সে তাহার কথা বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

সুরা-ব্যবসায়ীর বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আরও ছয়টি বাড়ীতে তখন আগুন লাগিয়াছিল। সারারাত্রি ধরিয়া কেহ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার প্রয়াস পাইল না। শুধু একদল সৈনিক একটি কাঠের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাতে আগুন লাগিবার আশঙ্কা ছিল। উহাতে আগুন লাগিলে বহুদূর পর্য্যন্ত সে অগ্নিকাণ্ড প্রসৃত হইত। ভারী কাঠের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, জনতার চীৎকার, দূরে সেনাদলের গুলী-বর্ষণ, ভীত ত্রস্ত অধিবাসীদিগের দ্রব্যসহ পলায়নের চেষ্টা একটা ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। চারিদিকে ভীষণ সংহারলীলা! যেন পৃথিবীতে প্রলয় হইতেছে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটা ভীষণ দৃশ্য দেখা গেল। মদ্য-ব্যবসায়ীর বিরাট ভাণ্ডার হইতে যে তীব্র দহনকারী সুরাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে মানুষ দলে দলে পুড়িয়া মরিতেছিল। স্বামি-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, শিশুপুত্র ক্রোড়ে মাতা সেই সুরা পান করিয়া মরিতেছিল। যাহারা উপুড় হইয়া সেই সুরাস্রোত পান করিতেছিল, তাহারা আর ভূমিশয্যা ত্যাগ করে নাই। যাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া—মদের পিপা ভাঙ্গিয়া সুরা পান করিতেছিল, তাহাদের কাহাকে কাহাকে জীবন্ত অবস্থায় টানিয়া বাহির করিলেও, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। জলের অভাবে তাহারা মাটীতে গড়াইয়া পড়িয়া দেহের অগ্নি নিভাইবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল। সুরা জমিয়া যেখানে হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছিল, অনেকে তাহার মধ্যে জল ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পুড়াইয়া মারিল। বিদ্রোহের শেষ রজনীতে, বহুসংখ্যক লোক যে আগুন জ্বালাইয়াছিল, তাহাতেই ভস্মীভূত হইয়া গেল।

বারনাবি এই সকল দৃশ্যের অনেক দেখিতে পাইয়াছিল। সে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া সহর পরিত্যাগ করিল। অগ্নিকুণ্ডের দিকে আর যাহাতে দৃষ্টি না পড়ে, এজন্য সে মুখ নত করিয়া অশ্বকে ধাবিত করিতে লাগিল। ক্রমে সে পল্লীর মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হইল।

যে কুটীরে তাহার পিতা অবস্থান করিতেছিল, উহার অর্দ্ধ মাইল দূরে সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। হিউকে সে অনেক বুঝাইয়া ঘোড়া হইতে নামাইল। ঘোড়ার পৃষ্ঠের সরঞ্জাম সন্নিহিত একটি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়া সে অশ্বকে ছাড়িয়া দিল। তার পর সঙ্গীকে কোনও মতে ধরিয়া কুটীরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

৬৯

নিশীথ রজনীতে বারনাবি কুটীরের সন্নিহিত হইল। সে দেখিল, তাহার পিতা আত্ম-গোপন করিতেছে। পুত্রের প্রতিও তাহার যেন বিশ্বাস ছিল না। বারনাবি দুই তিনবার পিতাকে ডাকিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। হিউ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সে তখন তাহার পিতাকে খুঁজিয়া আনিতে গেল।

বারনাবি তাহাকে গিয়া ধরিল।

পিতা বলিল, "আমায় যেতে দাও। আমার গায়ে হাত দিও না। তুমি তোমার মা'র কাছে সব বলেছ নিশ্চয়। সে ও তুমি দুজনে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ।"

বারনাবি নীরবে তাহার দিকে চাহিল।

"তোমার মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

বারনাবি আগ্রহভরে বলিল, "না। অনেক দিন মাকে দেখিনি। বোধ হয় এক বছর মাকে দেখিনি। মা কি এখানে এসেছিলেন?"

পিতা অনেকক্ষণ পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। বারনাবির মুখাকৃতি দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার মত বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে না। পিতা আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও লোকটা কে?"

"হিউ, ওর নাম হিউ। তুমি ওকে চেন। ও তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। হিউকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন? হা, হা, হা! হিউকে দেখে ভয়!"

পিতা বলিল, "লোকটা কে, তাই বল না।" এমন ভীষণ-ভাবে পিতা প্রশ্ন করিল যে, বারনাবির হাসি থামিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে পিতাকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল, "কি কঠোর তোমাকে দেখ্‌তে। আমার বাবা হলেও, তোমাকে দেখে আমার ভয় করে। তুমি এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলচ কেন?"

পুত্রের হাত সরাইয়া দিয়া পিতা বলিল, "আমি তোমাকে উত্তর দিতে বল্‌লুম, তুমি হাসি মস্‌করা ক'রে পাল্‌টা প্রশ্ন করলে। বোকা ছেলে, কাকে তুমি এই গোপন স্থানে টেনে নিয়ে এলে? সে অন্ধ লোকটা কোথায়?"

"কোথায় সে, তা জানিনে। তার বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ। অনেকক্ষণ সেখানে বসেছিলুম, কিন্তু কেউ এলো না দেখে চ'লে এলাম। এতে আমার কোন দোষ নেই। এ লোকটা হিউ—সাহসী হিউ। ঐ ত কারাগার ভেঙ্গে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। এবার তুমি ওকে নিশ্চয় পছন্দ করবে বোধ হয়।"

"ও মাটীতে শুয়ে কেন?"

"ও মাটীতে পড়ে গিয়েছিল, তার উপর মদ খাচ্ছিল। টাল সামলাতে না পেরে জমী নিয়েছে। ওকে কি তুমি চেন না? মনে পড়ছে? দেখ।"

হিউ যেখানে পড়িয়াছিল, উভয়ে সেখানে আসিল। তাহার মুখের দিকে উভয়ে চাহিয়া রহিল।

পিতা মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "লোকটাকে আমি চিনি। কেন তুমি ওকে এখানে আন্‌লে?"

"আমি যদি না আন্‌তাম, ও মারা পড়ত। সেখানে বন্দুকের গুলী চল্‌ছিল। রক্ত দেখলে তোমার ভয় করে না, বাবা? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—তোমার ভয় করে। আমারও তাই হয়—কি দেখছ তুমি?"

"কিছু না" বলিয়া হত্যাকারী দুই পদ পিছাইয়া গেল। তাহার দৃষ্টি তখন শূন্যে নিবদ্ধ।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর সে কাঁপিতে কাঁপিতে কুটীরের দিকে চলিয়া গেল।

বারনাবি বলিল, "আমি একে ভেতরে নিয়ে যাব, বাবা?"

কোনও উত্তর না দিয়া সে ক্লোকটা মুড়ি দিয়া মাটীর উপর শুইয়া পড়িল।

হিউকে কোনও মতে সচেতন করিতে না পারিয়া, বারনাবি তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সন্নিহিত একটি স্রোতস্বিনী হইতে জল আনিয়া সে হিউয়ের ক্ষতস্থান ধুইয়া দিল—হাত ও মুখে জল ঢালিয়া দিল। তার পর পিতা ও হিউয়ের মাঝখানে শুইয়া পড়িয়া নক্ষত্র-চিত্রিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাতাসে তখন পাখীর কূজন ভাসিয়া আসিতেছিল। বারনাবি উঠিয়া গিয়া বাহিরে বসিল। তখনও তাহার মনের উপর গত রজনীর বীভৎস দৃশ্যের ছায়া ছিল। তাহার মনে পড়িল, কুকুরের দল লইয়া সে মাঠে ও বনে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইত—কি শান্তিময় ও সুখের সে দিনগুলি। তাহার চোখে জল আসিল। সে কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়াছে বলিয়া বিবেকের দংশন সে অনুভব করিল না। যে কাজকে সে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান তাহার ছিল না। কিন্তু সেই ব্যাপার উপলক্ষে যে হত্যালীলা, ধ্বংসলীলা সে দেখিয়াছে, তাহার স্মৃতি সেজন্য তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, এবার সে তাহার পিতাকে পাইয়াছে, এখন হইতে বাবা ও মাকে লইয়া সে সুখী হইতে পারিবে। হিউও তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া তাহারা বাস করিবে। সেখানে এ সব হাঙ্গামার কিছুই থাকিবে না। অন্ধ তাহাকে স্বর্ণের সন্ধান দিবে বলিয়াছিল। তাহাকে পাইলে সে তাহার কাছ হইতে সে ব্যাপার জানিয়া লইয়া জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অন্ধের কথা মনে হইবামাত্র তাহার চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল। কাল সে তাহার দেখা পায় নাই। ঐ সকল কথা সে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার পিতা আসিয়া তাহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল।

বারনাবি চমকিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ও! তুমি।"

"আমি নই ত আর কে?"

"আমি ভেবেছিলুম, সেই অন্ধ বুঝি এসেছে। তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, বাবা।"

"আমারও তাকে দরকার। তার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি কোথায় পালাব, তা ঠিক করতে পারছি না। এখানে থাক্‌লেই মৃত্যু নিশ্চিত। তুমি তার সন্ধানে এখুনি যাও, তাকে নিয়ে আসা চাই।"

আনন্দিত হইয়া বারনাবি বলিল, "আমাকে তা হ'লে যেতেই হবে? এ বেশ কথা। আমি তার কাছেই যেতে চাই।"

"কিন্তু তুমি শুধু তাকেই নিয়ে আসবে, আর কাকেও নয়। যদি একজন সারা দিনরাত তার দরজায় প'ড়ে থাক্‌তে হয়, তাও তোমাকে করতে হবে। তাকে না নিয়ে তুমি ফিরে এসো না।"

বারনাবি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তোমার ভয় নেই, বাবা। সে নিশ্চয়ই আসবে।"

"ও সব খুলে ফেলে দেও" বলিয়া পিতা তাহার টুপীর ফিতা প্রভৃতি খুলিয়া লইল। তার পর বলিল, "তোমার পোষাকের উপর আমার ক্লোকটা চড়িয়ে দেও। যাবার সময় খুব সাবধানে যাবে। ওরা খুব ব্যস্ত থাকবে, তোমাকে না লক্ষ্য করতেও পারে। আসবার সময় তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। অন্ধই সব ব্যবস্থা করবে।"

বারনাবি বলিল, "ঠিক কথা। সে খুব পণ্ডিত লোক, বাবা। কি ক'রে ধনবান্ হওয়া যায়, তা সে আমাদের শিখিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, তাকে আমি বেশ চিনি।"

সে ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া অন্ধের সন্ধানে যাত্রা করিল।

হত্যাকারী, পুত্রের গমন-পথের দিকে চাহিয়া সেখানে পদচারণ করিতে লাগিল। প্রতি শব্দে সে চমকিত হইয়া উঠিতেছিল। পুত্রের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। কিন্তু পুত্র কাছে না থাকায় সে যেন অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিতেছিল। বারনাবির উপস্থিতি তাহাকে যন্ত্রণা দিত। সর্ব্বদাই তাহার মহাপাতককে তাহার মনের কাছে উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। তাহার মনে হইত, তাহারই হাতে যে মানুষ হত হইয়াছিল, সেই রক্ত হইতেই যেন তাহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতেছে। বারনাবির দৃষ্টি, তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার স্পর্শ সে সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু তথাপি পুত্রই এখন তাহার পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

সারাদিন ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে হত্যাকারী পদচারণ করিতে লাগিল। হিউ কুটীরমধ্যে অচেতন হইয়া ঘুমাইতেছিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বারনাবি অন্ধকে লইয়া সেখানে পৌঁছিল।

হত্যাকারী তাহাদের দিকে আগাইয়া গেল। পুত্রকে হিউয়ের কাছে পাঠাইয়া পিতা অন্ধের পাশে পাশে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

ষ্ট্যাগ্ বলিল, "ওকে তুমি পাঠিয়েছিলে কেন? ও আবার হারিয়ে যেতে পারত।"

"তা হ'লে কি তুমি বলছ যে, আমি তোমার সন্ধানে গেলে ভাল হ'ত?"

"না, তাও নয়। মঙ্গলবার রাত্রে আমি কারাগারের ফটকের কাছে ছিলুম; কিন্তু ভিড়ে তোমার সন্ধান পাইনি। কাল রাত্রেও আমি বেরিয়েছিলুম। কাল রাত্রে খুব কাজ হয়েছে।" বলিয়া সে পকেটের মুদ্রাগুলি নাড়াচাড়া করিয়া শব্দ তুলিল।

"তুমি কি—"

"তোমার স্ত্রীকে দেখেছি? হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।"

"তুমি কি সব কথা আমাকে বল্বে?"

হাসিয়া অন্ধ বলিল, "সবই বলছি, শোন। তবে তোমার অধীরতাটা আমার ভালই লাগছে।"

"যা বল্লে আমি রক্ষা পাব, সে কি তা বল্তে রাজি হয়েছে?"

"না! ব্যাপারটা এই। ছেলেকে হারিয়ে সে মরতে বসেছিল। হাঁসপাতালে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। খুঁজে খুঁজে আমি তার পাত্তা পেয়ে সেখানে হাজির হই। লোকজন আশে-পাশে থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে সব কথা খুলে বলেছি। সে প্রথমে অনেক অশ্রুপাত করল। মেয়েমানুষ অমন করেই থাকে। শেষকালে সে বেশ জোর ক'রে জানালে যে, ভগবান্ তাকে ও তার নির্দ্দোষ ছেলেকে রক্ষা করবেন। আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম, অত দূরে যিনি থাকেন, তাঁর উপর বেশী নির্ভর করা সুবিধা-জনক নয়। তার চেয়ে আমার প্রস্তাবটি সে যেন ভাল ক'রে ভেবে দেখে। তাকে আমার ঠিকানা দিয়ে এসেছি। সে বলেছে যে, কাল দুপুর বেলার মধ্যে সে আমাকে খবর দেবে।"

অন্ধ কথা বলিবার সময় পকেট হইতে বাদাম বাহির করিয়া খাইতেছিল। তার পর পকেট হইতে এক বোতল সরাব বাহির করিয়া সে আগে নিজে খানিকটা পান করিল, তার পর হত্যাকারীকে পান করিতে দিল।

"খাবে না তুমি? ভাল, তা হ'লে সেই বীর পুরুষটি যিনি তোমার এখানে আছেন, তিনি এর সদ্ব্যবহার করবেন। হ্যাল্লো!"

অন্ধকে টানিয়া ধরিয়া হত্যাকারী বলিল, "ওরকম করো না। এখন আমি কি করব বল ত?"

"খুব সোজা কাজ। চন্দ্রালোকিত রাত্রে, ছোকরাকে নিয়ে লণ্ডন থেকে যতদূর পার চ'লে যাও। ছোকরা যেতে রাজী আছে। যেখানে তুমি আস্তানা নেবে, সে ঠিকানাটা তুমি আমাকে পরে দেবে। বাকী যা কিছু সব আমি করব। তোমার স্ত্রীকে শেষে রাজী হতেই হবে। বেশী দিন সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তোমার পুনরায় ধরা পড়বার আশঙ্কাও কম। কারণ, মনে রেখ, ৩শ বন্দী কারাগার থেকে পালিয়েছে। এ কথাটা ভুলে যেও না।"

"কিন্তু আমাদের চল্বে কি ক'রে?"

"চল্বে কেমন ক'রে? কেন, খেয়ে প'রে। দাম দিলেই খাবার জিনিষ মিল্বে। টাকা!" বলিয়া সে আবার পকেটে হাত দিল। তার পর বলিল, "পথে টাকার ছড়াছড়ি রূপার চাক্তি নয়, সোণার। ওহে! যও! ওঠ, মদ খাও। ওরে, তোরা কোথায়?"

অন্ধ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে বারনাবি ও হিউ বসিয়াছিল।

অন্ধ বলিল, "নাও, ধর। পথে সুরার স্রোত, টাকার ছিনিমিনি খেলা। প্রাণ ভ'রে পান কর।"

হিউ তখন ধূলা-কাদায় অপরিচ্ছন্ন-দেহ। তাহার শরীর ক্লান্ত, সর্ব্বদেহে আঘাতের ক্ষত। জ্বরের উত্তাপে দেহ

জ্বলিয়া যাইতেছে। কণ্ঠে স্বর ছিল না। সে ফিস্‌-ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছিল। কিন্তু তথাপি সুরার বোতল লইয়া সে মুখবিবরে ঢালিবার জন্য উদ্যত হইল। এমন সময় দ্বারপথে ছায়াপাত হইল—ডেনিস কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

হিউ সুরাপানে বিরত হইয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ডেনিসের দিকে চাহিল। ডেনিস বলিল, "না, না, দোষ নেই, খেয়ে ফেল, ভাই। এ কি, বারনাবিও যে এখানে? কেমন আছ, বারনাবি? আবার দুজন ভদ্রলোককেও দেখ্‌ছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের ভৃত্য বল্‌লেই হয়। ভাইরা, আমি এসেছি ব'লে কোন অপরাধ করলাম না ত?"

তাহার কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্বের আভাস সত্ত্বেও সে যেন ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। বাহিরেই সে দাঁড়াইয়া রহিল। সাধারণতঃ সে যেরূপ পোষাক পরিয়া থাকে, তদপেক্ষা ভদ্রভাবে সে সজ্জিত হইয়াছিল।

একখানা ছিন্নপ্রায় রুমাল বাহির করিয়া কম্পিতহস্তে স্বেদজল মুছিতে মুছিতে ডেনিস্ বলিল, "তোমরা ত এখানে বেশ আছ দেখছি।"

ক্রুদ্ধস্বরে হিউ বলিল, "কিন্তু তুমি ত আমাদের খুঁজে বের করেছ দেখছি।"

বন্ধুত্বভরা হাস্যের সহিত ডেনিস বলিল, "ভাই, তুমি যদি আমাকে ছাপিয়ে অন্য দিকে ঘোড়দৌড় করাতে, তা হ'লে তোমার ঘোড়ার গলায় অন্য রকম ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কাল রাতে তোমার ঘোড়ার গলায় যে ঘণ্টা ছিল, তার ধ্বনি আমি শুনেছিলুম। তা ভুলিনি ভাই। এই হচ্ছে আসল কথা। যাক্, এখন তুমি কেমন আছ, ভাই?"

ইতিমধ্যে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিউএর পার্শ্বে বসিয়াছিল।

হিউ বলিল, "আমি কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করছ? কিন্তু কাল তুমি কোথায় ছিলে? কারাগারে আমাকে রেখে তুমি কোথায় চ'লে গিয়েছিলে? আমাকে ফেলে চ'লে গিয়েছিলে কেন? আমার দিকে চোখ পাকিয়ে ঘুষি দেখাবার অর্থটা কি?"

হিউয়ের উদ্যত হাত চাপিয়া ধরিয়া ডেনিস্ বলিল, "আমি তোমাকে ঘুষি দেখিয়েছিলুম, ভাই?"

"তোমরা লাঠি দেখিয়েছিলে। সে একই কথা।"

"না ভাই, আমি কিছুই মনে ক'রে ওরকম করিনি। তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারনি। লোকগুলোকে তোমার হাতে দিয়ে চলে গিয়েছিলুম বলে তুমি মনে করেছ যে, আমি দল ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলুম?"

হিউ বলিল যে, সে তাহাই মনে করিয়াছিল।

কাতরকণ্ঠে ডেনিস বলিল,"আমি তোমাদের ছেড়ে চ'লে যাব? আমি—নেড ডেনিস্!—ভাই, এটা কি তোমার টাঙ্গি?"

পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে হিউ বলিল, "হ্যাঁ, ওটা আমার। কাল রাতে তুমি যদি একবার আমার সামনে পড়তে ত তোমার অনিষ্ট ঘটত। ওটা রেখে দেও।"

টাঙ্গীর ধার পরীক্ষা করিতে করিতে ডেনিস্ বলিল, "আমার অনিষ্ট হ'ত! আমি সব সময়ে তোমাদের সাহায্য ক'রে এসেছি, আর আমারই অনিষ্ট হ'ত? এই রকম জগৎ বটে! তুমি ঐ বোতলের সুরার অংশ গ্রহণ করতে আমায় আর ডাকবে না?"

হিউ তাহার দিকে বোতলটা সরাইয়া দিল। ডেনিস বোতল মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে, এমন সময় বারনাবি লাফাইয়া উঠিয়া তাহাদিগকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিল। সে বাহিরের দিকে আগ্রহভরে দেখিতে লাগিল।

বোতলটি মাটীতে রাখিয়া, কিন্তু কুঠারখানি মুঠায় ধরিয়া ডেনিস বলিল, "কি হয়েছে, বারনাবি?"

বারনাবি মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ! ঝোপের পাশে ও কি চকচক্ করছে?"

কণ্ঠস্বর উচ্চ সপ্তকে তুলিয়া, বারনাবি ও হিউয়ের উপর হাত রাখিয়া ডেনিস্ বলিল, "অ্যাঁ। সেপাই নয় ত।"

সেই মুহূর্ত্তে সশস্ত্র সেনাদল কুটীরে প্রবেশ করিল। অদূরে একদল অশ্বারোহী মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল।

ডেনিস্ ব্যতীত আর সকলকে পাকড়াও করার পর ডেনিস্ বলিল, "এই দুজন ভদ্রলোকের সম্বন্ধেও পুরস্কারের উল্লেখ আছে। ইনিও এক জন পলাতক অপরাধী ভাই, আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত, কিন্তু তুমি নিজেই এজন্য দায়ী। তুমি আমাকে জোর ক'রে এই করাতে বাধ্য করেছ। তুমি দেশের আইন মানতে চাও না। সমাজের যে কাঠামো, তাকে তুমি ধ্বংস করতে চাও, হিউ। মশাই, আপনারা একটু ভাল ক'রে ধ'রে রাখুন, আমি আপনাদের চেয়ে ওদের ভাল রকম বাঁধনে বেঁধে দিচ্ছি।"

কিন্তু এ কার্য্যে সহসা বাধা পড়িল। অন্ধের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বারনাবির পূর্ব্বেই সে ঝোপের মধ্যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। তখনই সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে গিয়াছিল। কোন স্থানে খানিক আত্মগোপন করিবার পর সে মাঠের দিকে দৌড়িল। এক জন সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিলেন যে, গত রাত্রিতে একটা বাড়ীতে ঐ লোকটাকে তিনি লুণ্ঠনরত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করা হইল। সে কোনও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরও জোরে দৌড়াইতে লাগিল। আর একটু হইলেই সে বন্দুকের পাল্লার বাহিরে গিয়া পড়িবে। তখনই আদেশ প্রদত্ত হইল। সৈনিকরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষেপ করিল।

সকলেই নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গুলী নিক্ষেপের সময়ও সে দৌড়াইতেছিল। যেন বন্দুকের শব্দে সে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু তাহার গতিবেগ হ্রাস

পাইল না। সে সমানে আরও চল্লিশ গজ ছুটিয়া গেল। তার পর সহসা ধুপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

কেহ কেহ তাহার কাছে ছুটিয়া গেল। জল্লাদও সেই সঙ্গে ছিল। ঘাসের উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত। মৃতদেহ সোজা করিয়া শায়িত হইল।

ডেনিস্ তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ, কি মজার দৃশ্য!"

সামরিক কর্ম্মচারী আদেশ দিলেন, "তুমি স'রে দাঁড়াও। সার্জ্জেণ্ট! দেখ ত লোকটার পকেটে কি আছে।"

পকেট হাতড়াইয়া ছুইটি অঙ্গুরীয়, ৪৫টি মোহর এবং খানকয়েক বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল। রুমালে ঐ দ্রব্যগুলি বাঁধিয়া লওয়া হইল। মৃতদেহ তখন পড়িয়া রহিল। ৬ জন সৈনিক ও সার্জ্জেণ্ট মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার জন্য সেখানে রহিল।

সামরিক কর্ম্মচারী তখন কুটীরের দিকে চলিলেন। সার্জ্জেণ্ট ডেনিসের পিঠ চাপড়াইয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে বলিল, "তা হ'লে তুমি এখন যাচ্ছ।"

ডেনিস উত্তর দিল, "আমার সঙ্গে কথা বলো না!" তারপর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "কি মজার দৃশ্য!"

উপেক্ষাভরে সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আমার মনে হয়, এরকম দৃশ্য তোমার প্রিয় নয়।"

ডেনিস্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন, আমার যদি প্রিয় নয়, তবে কার প্রিয়?"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আমি জানতাম না, তোমার মন এত নরম। আর কিছু নয়।"

ডেনিস্ প্রতিধ্বনি করিল, "কোমল হৃদয়! এই লোকটার দিকে চেয়ে দেখ। এটাকে কি তুমি আইনসঙ্গত বলবে? ওকে গুলী ক'রে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। তা না হয়ে খাঁটি বৃটনের মত ওর জীবন শেষ হল না কেন? কোন্ দলে ভিড়তে হবে, তা আমি জানি। ওরাও যেমন বদ, তোমরাও তেম্‌নি। সামরিক বিভাগ যদি সিভিলিয়ানদের কাজে এমনভাবে বাধা দেয়, তা হ'লে দেশের গতি কি হবে? এই বেচারার নাগরিক অধিকার আজ কোথায় রইল? শেষ মুহূর্ত্তে ও ত আমার কাছে থাক্‌তে পেল না? আমি ত এখানেই ছিলুম। আমার ইচ্ছাও ছিল, প্রস্তুতও আমি ছিলুম। ভারী চমৎকার সময় পড়েছে, ভাই। এইরকমভাবে মড়া বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার পর মজা ক'রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোও! আহা, কি সুন্দর ব্যবস্থা!"

বন্দীদিগকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া সে কি আনন্দ পাইল, তাহা সেই জানে। তবে হয় ত সে কিছু তৃপ্তি পাইয়াছিল।

তিন জন বন্দীকে একসঙ্গে লইয়া যাওয়া হইল না। দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একদল পদাতিক সেনার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বার্‌নাবি ও তাহার পিতা এক পথে অগ্রসর হইল। হিউকে ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া একদল অশ্বারোহী সেনার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া অন্য পথে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল।

বিদায়ের পূর্ব্বে কেহ কাহারও সহিত কথা বলিবার সুযোগ পাইল না। হিউ শুধু লক্ষ্য করিল যে, বার্‌নাবি অবনতমস্তকে চলিয়াছে। সে একবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না। হিউ কিন্তু পরমোৎসাহে চলিতে লাগিল। তাহার মনে ধারণা ছিল যে, জনতা তাহাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিবেই। যে কারাগারেই তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হউক না কেন, জেল ভাঙ্গিয়া তাহার উদ্ধারসাধন জনতার সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু যখন সৈন্যবেষ্টিত হইয়া সে লণ্ডনে পৌঁছিল, বিশেষতঃ ফ্লিট মার্কেটের কাছে গিয়া সে দেখিল, বিপুল সেনাদল সে স্থান অধিকার করিয়াছে; জনতার চিহ্নমাত্র কোথাও নাই, তখন তাহার সকল আশা বিলুপ্ত হইল। সে ভাবিল, এবার তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

৭০

মিঃ ডেনিস্ অতঃপর ধীরেসুস্থে ভদ্রলোকের মত অর্দ্ধঘণ্টাকাল নারীসঙ্গে যাপন করিবার সঙ্কল্প করিল। যে কুটীরে ডলি ও ইমাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ডেনিস সেই দিকে চলিল। সিমন্ ট্যাপারটিটের আদেশে মিগস্‌ও সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল।

নানাবিধ সুখের কল্পনা করিতে করিতে ডেনিস্ চলিতে লাগিল। ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া সে মনে মনে খুসী হইল। যাহারা এই কার্য্যের নায়ক, তাহাদের অনেককে সে ভবধাম হইতে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসারে, পূর্ব্বতন রীতি অনুযায়ী সরাইয়া দিতে পারিবে।

সে যে বিপ্লবীদিগের একজন ছিল, সে কথাটা সে মনের মধ্য হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। নিউগেট কারাগারে সে যে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং আজ সে সরকারকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনও প্রমাণই টিকিবে না। সে যাহাদের সহিত মিশিয়াছিল, তাহারা এখন বিপদগ্রস্ত। সুতরাং তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তবে যদি দৈবাৎ তাহার কার্য্য-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে গুরু দায়িত্ব পালনের সময় আসিয়াছে, তাহাতে তাহার সাহায্য সরকারের কাছে অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কঠোর হইবেন না। এক কথায় তাহার ভূমিকা সে এমন দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছে, এবং শুভ মুহূর্ত্তে সে এমন ভাবে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দুর্ভাবনার কোন কারণ নাই। দুই জন বিখ্যাত বিপ্লবীকে সে ধরাইয়া দিয়াছে, একজন প্রসিদ্ধ নরহত্যাকারীকে সে আইনের কবলে আনিয়া দিয়াছে। সুতরাং সে দুর্ভাবনা করিবে কেন?

তবে একটা বিষয়ে ডেনিসের মনে সুখ ছিল না। তাহারই বাসভবনের সংলগ্ন কুটীরে বলপূর্ব্বক ডলি ও মিস্

ইমাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এটাই বিপদের কথা। কারণ, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিলে, তাহারা মুক্তি পাইলে, ইহারা যে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিবে, তাহার ফলে ডেনিসকে বিপন্ন হইতে হইবে। সে যদি এখন তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া, সব কথা গোপন রাখিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া, তাহাদিগকে মুক্তি দান করে, তাহা হইলেও বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে না। না, ইহা যুক্তিসঙ্গত কাজ হইবে না। যুবতীদিগের সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে নহে, বরং তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার অভিপ্রায়েই ডেনিস দ্রুতপদে সেই কুটীরের অভিমুখে চলিল। সে মনে মনে হিউ এবং ট্যাপারটিটের কামপ্রণোদিত মনোবৃত্তির নিন্দা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল।

যে অপরিচ্ছন্ন কক্ষে ডলি ও ইমাকে রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডেনিস প্রবেশ করিবামাত্র ডলিকে লইয়া ইমা ঘরের এক কোণে সরিয়া গেলেন। কিন্তু মিস্ মিগ্‌স্ নতজানু হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার কি হবে? আমার সিমন্ কোথায়? মশাই, দুর্ব্বলা নারীর উপর দয়া করুন।"

তর্জ্জনী তুলিয়া ডেনিস্ বলিল, "মিস্, মিস্, এদিকে এস। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। অয়ি মেষশাবক, আমার কাছে এস।"

এই কোমল সম্ভাষণ শুনিয়া মিগ্‌স্ মনোযোগ সহকারে তাহার কথা শুনিতে লাগিল। তার পর বলিল, "আমি ওঁর ভেড়া। হা ভগবান, কেন আমায় কুৎসিত ক'রে গড়লে না, কেন আমাকে বুড়ী ক'রে পৃথিবীতে আন্‌লে না?

একখানি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ডেনিস্ বলিল, "আমি কি তোমায় বলিনি যে, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না? কি হয়েছে মিস্? কেন অমন করছ তুমি?"

হাত কচলাইয়া অধীরভাবে মিগ্‌স্ বলিল, "জানিনে আমার কি হয়েছে! আর কি যে হয় নি, তাই বা বলি কি ক'রে?"

জল্লাদ বলিল, "কই, কিছুই ত হয়নি। তুমি চেঁচামেচি না ক'রে, এই চেয়ারখানায় এসে চুপ ক'রে বস। বস্‌বে কি?"

মিগ্‌স্ বুঝিল, এই লোকটা তাহার সহিত আলাদা কথা বলিতে চাহে। তাহার কৌতূহলপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে ডেনিসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জল্লাদ বলিল, "ব'স এখানে।"

সে তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল। তার পর বলিল, "তোমার ভালবাসার ছোকরাটা শেষ কখন্ এখানে এসেছিল?"

সবিস্ময়ে মিগস্ বলিল, "আমার ছোকরা? কি বল্‌ছেন, মশাই?"

ডেনিস্ বলিল, "আহা—সিমনের কথা বল্‌ছি। তুমি ত তাকে চেন।"

তিক্ত কণ্ঠে মিগস্ বলিল, "আমারই বটে! বড় কথা বলেছেন! আমারই লোক বটে!"

ডেনিস্ ঠিক এই রকম উত্তরই আশা করিতেছিল।

সে এমন ভঙ্গী করিল, যেন সে বলিতে চাহিতেছে, "সেটা আমারও ভয় ছিল। আমি নিজেও তা দেখেছি। এটা তারই দোষ। ঐ মেয়েটা সকলকেই ভোলাবে।"

মিগ্‌স্ বলিল, "ও মেয়েটা যা করে, আমি তা করতে পারব না। ওর মত অত সাহস আমার নেই। আমি পুরুষদের ডেকে এ কথা বলতে পারব না—'আমায় জোর ক'রে চুমো খাও।' না, সে আমার দ্বারা হবে না।"

এই সময় মিগস্ বারবার ডলি ও ইমার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছিল। সে এমন ভাব দেখাইতেছিল, যেন বাধ্য হইয়াই এই আগন্তুকের সহিত কথা কহিতেছে। সকলের উপকারের জন্যই তাহার এই ত্যাগস্বীকার।

ডেনিস্ তাহার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল, "সিমনস্ এখানে কখন্ এসেছিল?"

"কাল সকালের পর আর আসেনি। তাও কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য।"

ডলির দিকে ইঙ্গিত করিয়া ডেনিস্ বলিল, "তুমি জান বোধ হয়, সে এই মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার মতলবে ছিল। আর তোমাকে অন্যের হাতে দেবে ব'লে ঠিক করে ছিল?"

এ কথাটা শুনিয়া মিগসের দুঃখের অন্ত রহিল না। তবে শেষাংশটা শুনিয়া তাহার মন অনেকটা আশ্বাস লাভ করিল।

ডেনিস্ বলিল, "কিন্তু দুঃখের কথা, আর এক জন ঐ মেয়েটাকে ভালবাসে। সে যদি ভাল নাও বাস্‌ত, তবু যা হোক্, কিন্তু লোকটা দাঙ্গাকারী ব'লে ধরা পড়েছে। সুতরাং তার দফা শেষ।"

মিস্ মিগস্ কেমন যেন হইয়া পড়িল।

ডেনিস্ বলিয়া চলিল, "এখন আমি এ বাসা খালি করতে চাই। তোমাদের ওপর যে অবিচার হয়েছে, তার প্রতিবিধান করতে চাই। ধর, আমি যদি ঐ মেয়েটাকে সরিয়ে দেই, কি রকম হয়?"

মিস্ মিগসের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে এমনভাব প্রকাশ করিল যে, দোষ সিমনের নয়, ঐ ডলি মেয়েটার। সেই সিমনকে ফাঁদ পাতিয়া ভুলাইয়াছে।

ডেনিস্ বলিল, "ওগো মিহরির হুড়ি,, আমার মত আর তোমার মত যদি এক রকমই হয়, তা হ'লে চুপ ক'রে থাক। তার পর রাত্রি বেলা স'রে পড়ো। কাল সকালে আমি বাসা খালি ক'রে দেব। আচ্ছা-থাক, আর এক জন আছে।"

মিগ্‌স্ বলিল, "আর এক জন কে ?"

"ঐ যে লম্বা মত মেয়েটি !" অস্ফুট স্বরে ডেনিস্ একবার মাষ্টার গ্যাসফোর্ডের নাম লইল।

মিস্ মিগস্ বলিল যে, মিস্ হেয়ারডেলের জন্ত যদি বাধা থাকে, তাহার জন্ত চিন্তার কোন কারণ নাই। সে বিষয়ে ডেনিস্ যেন নিশ্চিন্ত থাকে। কারণ, আগে হিউ ও ট্যাপারটিট এখানে আসিয়া যে আলোচনা করিয়াছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছে যে, অপর ব্যক্তি আসিয়া উহাকে কাল রাত্রিতে একা সরাইয়া লইয়া যাইবে।

এ সংবাদ শুনিয়া ডেনিসের চক্ষুর্যুগল বিস্ফারিত হইল। সে একবার শিস্ দিল, মাথা নাড়িল। সে যেন রহস্তের সন্ধান পাইয়াছে। তখন সে মিগসের সহিত ডলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা বিবৃত করিতে লাগিল। মিগস যেন কিছুই শুনিতেছে না, এমন ভাবে কাণে অঙ্গুলি দিয়া সকল কথাই শ্রবণ করিল।

ডেনিস বলিল যে, বিপ্লবাদিগের মধ্যে এক জন সাহসী যুবককে সে ঠিক করিয়াছে। সে তাহার কথা অনুসারে ডলিকে লইয়া বিদেশে পলায়ন করিবে। এখানে যে রকম ধরপাকড় চলিতেছে, তাহাতে এ দেশ ত্যাগ করিতে না পারিলে রক্ষা নাই। সেই যুবকটিকে সে রাত্রিতে লইয়া আসিবে। দীর্ঘাকার যুবতীটিকে যখন এখান হইতে অপসৃত করা হইবে, তখন ডলির মুখে কাপড় বাঁধিয়া সরাইয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। মিগস্ ত আগেই সরিয়া পড়িবে। ডলিকে একবার নদীর ধারে লইয়া যাইতে পারিলে তাহাকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে কোন বাধা থাকিবে না। এ জন্ত যে অর্থ ব্যয় হইবে, অনায়াসেই সংগৃহীত হইবে। কারণ, লুণ্ঠিত বহু অর্থ ডেনিসের আছে।

পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। ডেনিস বিদায় লইয়া তাহার কৌশলমত ব্যবস্থা করিবার জন্ত চলিয়া গেল। মিগস্ তখন রোদনের ভাণ করিতে লাগিল। ডলি তাহাকে নানা প্রকার আশ্বাস দিল।

৭১

পরদিবস ইমা, ডলি ও মিগস্ কুটীরকারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় রহিলেন। কেহই সেখানে আসিল না। বাহিরের ঘরে মাঝে মাঝে গুঞ্জন শব্দ উঠিতেছিল মাত্র। পাহারা যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে নারী-কণ্ঠের কলরব বন্দিনীদিগের কাণে প্রবেশ করিত। কিন্তু আজ আর কোনও শব্দও নাই। সমস্তই যেন চুপচাপ। বন্দিনীরা বুঝিলেন, সতর্ক চরণে বাহিরে কাহারা যেন আসিতেছে যাইতেছে। পূর্ব্বে এমন ছিল না, সর্ব্বদাই একটা কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত।

কোনও নূতন ব্যক্তির আগমনের জন্ত এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে ? কখনও কখনও তাহাদের মনে হইত, কোনও লোক পীড়িত হইয়া এখানে আসিয়াছে, তাই এইরূপ সতর্কতা। কারণ, গত রাত্রিতে মানুষের পায়ের শব্দ ও মানুষের কাতরোক্তি যেন তাহাদের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানিবার তাহাদের সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। জানিবার ইচ্ছাও ছিল না।

ইমা ও ডলি উভয়ের কাছেই এ কথাটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, ডলির সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ট্যাপারটিট ও হিউয়ের যদি প্রেম করিবার অবকাশ থাকিত, তাহা হইলে ডলির জন্ত ঐ দুই পুরুষের মধ্যে নিশ্চয় বিবাদ বাধিয়া যাইত। তাহার ফলে ডলি কাহার ভাগ্যে পড়িত, তাহা একরূপ নিশ্চিতভাবেই সকলে বুঝিয়াছিল। হিউয়ের কথা মনে পড়িলেই ডলির সর্ব্বদেহ ও মন ঘৃণা, শঙ্কা ও বিতৃষ্ণায় রি রি করিয়া উঠিত। পুরাতন দিনের সহস্র স্মৃতি তাহার মনে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও শঙ্কা জাগাইয়া তুলিত। বেচারা ডলি, সুন্দরী ডলি ইদানীং সর্ব্বদাই ঝরা ফুলের মত নতমস্তকে থাকিত, তাহার পূর্ব্ব প্রগল্‌ভতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সে যে কত প্রেমিকের হৃদয় জয় করিয়াছিল, সে সব কথা এখন তাহার মনকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করিতে পারিত না। জয়-গর্ব্বের তাহাতে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। সব সময়েই সে ইমার বুকে মুখ লুকাইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে শুক্রকেশ পিতার স্নেহ ও জননীর ভালবাসা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। ডলির সে সুন্দর হৃদয় যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ইমাও দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিষ্ণুতা অপরিসীম। তিনি এত দুঃখের মধ্যেও ডলিকে সান্ত্বনা দিতে ভুলিতেন না। তাহাকে সাহস দিবার জন্ত তিনি নিজেকে অতিরিক্ত মাত্রায় সাহসিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। দিনের পর দিন এইরূপ বন্দী অবস্থায় থাকিয়া তিনি পরিণাম সম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেও মুখে একবারও অভিযোগ করিতেন না। দুর্দ্দান্ত, পশুপ্রকৃতি অত্যাচারীদিগের সম্মুখে তিনি আপনাকে সংযত রাখিতেন। তাঁহার মনে এই ধারণা ছিল যে, ইহারা তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সাহসী হইবে না। সকলেই যেন তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। সকলেরই যেন বিশ্বাস ছিল যে, এই যুবতীর বস্ত্রাভ্যন্তরালে কোন প্রকার প্রাণঘাতী অস্ত্র লুকায়িত আছে। প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা ব্যবহার করিবেন।

এইরূপ অবস্থায় মিগ্‌স্ তাঁহাদের কাছে আসিয়াছিল। সে তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিল যে, তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়াই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে পাইয়া ইমা ও ডলি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মিগস্ যেভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে ইমা তাহার কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ

মিগসকে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা কাহাদের হাতে পড়িয়াছেন, তাহা শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। আজ আর কেহ সেই ঘরে আলো লইয়া আসিল না, সকলে অন্ধকারে রহিল। ইহাতে সকলেরই মনে শঙ্কা জাগিয়া উঠিল। কোথাও বিন্দুমাত্র আলোর রেখা দেখা গেল না। চারিদিক্ গাঢ় নীরবতায় পূর্ণ। পাশের ঘরে কাহার কাতর শব্দ শোনা গেল।

মিগ্‌সও বিস্মিত হইল। পাশের ঘরে কে পীড়িত হইয়া রহিয়াছে? কিন্তু খানিক পরে সে মনে করিল, যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, বোধ হয়, ইহা তাহারই একটা অংশমাত্র। সে অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিল, বোধ হয় কোনও পোপের মতাবলম্বী কোন ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

ইমা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলছ? নিরপরাধ ব্যক্তিদের উপর যারা অত্যাচার করেছে, তারা এমন নিষ্ঠুর যে, আহত রোগীর উপরও অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত নয়?"

এই বিষয় লইয়া মিগসের সহিত ইমা ও ডলির বাদানুবাদ হইতেছিল, এমন সময় বাধা পড়িল।

বাড়ীর দরজায় ভীষণ করতাড়নার শব্দ হইল। হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল এবং অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনা গেল। উদ্ধারকারীরা আসিয়াছে মনে করিয়া ইমা ও ডলি চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারের প্রতিধ্বনি আসিল। অল্পক্ষণ পরে এক ব্যক্তি মুক্ত তরবারি হস্তে দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

নবাগত তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি তাহারা তাহাকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল।

লোকটা বলিল, "তবে আমি এসেছি কেন? নানা বিপদ মাথায় ক'রে এখানে আসবার উদ্দেশ্য—আপনাদের রক্ষা করা।"

লোকটা দ্বার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

ইমা ও ডলি পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল। আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই। উদ্ধারকর্তা আসিয়া একটা প্রজ্বলিত বাতি টেবলের উপর রাখিল। তার পর রুদ্ধ দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তাহাদের দিকে চাহিল।

তাহার দিকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ইমা বলিলেন, "মশাই, আপনি আমার জ্যেঠামশায়ের খবর জানেন?"

ডলি বলিল, "আমার মা ও বাবার?"

সে বলিল, "হ্যাঁ। ভাল আছেন তাঁরা।"

উভয়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বেঁচে আছেন, অক্ষত দেহে আছেন?"

"হ্যাঁ, অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন।"

"কাছেই আছেন তাঁরা?"

সে বলিল, "আমি ত বলিনি কাছেই আছেন। তবে বেশী দূরে নেই।" ডলির দিকে ফিরিয়া লোকটা বলিল, "সুন্দরি, তোমার আত্মীয়-স্বজন কয়েক ঘণ্টা পরেই এসে পৌঁছুবেন। আজ রাত্রেই তাঁদের কাছে তুমি পৌঁছে যাবে।"

স্খলিত কণ্ঠে ইমা বলিলেন, "আমার জ্যেঠামশাই?"

"মিস্ হেয়ারডেল, আপনার জ্যেঠা নিরাপদে বৃটেন ত্যাগ ক'রে সমুদ্রপারে গেছেন। অনেকের ভাগ্যে তা ঘটেনি। তিনি ভাগ্যক্রমে তা করতে পেরেছেন।"

ক্ষীণ কণ্ঠে ইমা বলিলেন, "ভগবান্‌কে এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"আপনি ঠিক বলেছেন। ভীষণ অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড যারা একবার দেখেছে, এ কথা তাদের বল্‌তেই হবে।"

ইমা বলিলেন, "তিনি কি বলেছেন যে, আমাকেও তাঁর কাছে যেতে হবে?"

অপরিচিত ব্যক্তি বিস্ময়ভরে বলিল, "বলেন কি, তাঁর ইচ্ছা তা নয় ত কি? ইংলণ্ডে এখন থাকা যে কি রকম বিপজ্জনক, তা আপনি জানেন না। পালাতে গেলে কত টাকা ব্যয় পড়ে, কি রকম বিপৎসঙ্কুল অবস্থা, তা আপনি জানবেন কি ক'রে? আপনি ত বন্দিনী।"

মুহূর্তমাত্র থামিয়া ইমা বলিলেন, "মশাই, আপনি যা বল্‌লেন, তা থেকে আমি এই বুঝছি যে, অত্যাচার এখনও পুরা দমে চল্‌ছে?"

লোকটি মুখে কিছু বলিল না। শুধু মাথা নাড়িল, হাত তুলিল এবং একটু হাসিল। সে হাসি কিন্তু প্রীতিকর নহে। সে নত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ইমা বলিলেন, "আপনি সব কথা খোলসা ক'রে বলুন। কোন কথা গোপন করবেন না। মন্দ যতদূর হয়েছে, তা শুন্‌বার মত মনের অবস্থা আমাদের আছে।"

কিন্তু ডলি এখানে বাধা দিল। সে চরম মন্দ অবস্থা শুনিতে রাজি নহে। যাহা ভাল, তাহাই সে শুনিতে চাহে। তার পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত যখন তাহারা মিলিত হইবে, তখন চরম মন্দ অবস্থার কথা শুনিবে।

ডলির দিকে চাহিয়া আগন্তুক অসন্তোষভাবে বলিল, "তিনটি কথায় সব বল্‌ছি। জনসাধারণ সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে—আমাদের বিরুদ্ধে সবাই দাঁড়িয়েছে। রাজপথে সেনাদল ছড়িয়ে পড়েছে। তারা জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—তাদের হুকুমমত কাজ করছে। ভগবান্ ছাড়া কেউ আমাদের সহায় নেই। এখন এখান থেকে পালাতে না পারলে রক্ষা পাব না। পালানও সহজ নয়। চারিদিকে সতর্ক পাহারা। বলের দ্বারাই হোক বা কৌশলেই হোক আমাদের আটকে রাখবে। মিস্ হেয়ারডেল, আমি কি যে করেছি, যা না করতে পারি, তা নিজের মুখে

বলুব না। আমার অনেক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বন্ধু আছেন—তাঁরা শক্তিমান্। টাকাও আমার যথেষ্ট আছে। তারই সাহায্যে আমি মিঃ হেয়ারডেলকে রক্ষা করতে পেরেছি। তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবো। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি এখানে এসেছি। আপনাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করব। আপনাদের যারা বন্ধ ক'রে রেখেছে, তাদের এক জন দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে, আমরা আপনাদের সংবাদ পেতাম না। আমি বলপ্রকাশ ক'রে, তলোয়ার হাতে এখানে এসেছি, তা দেখতেই পাচ্ছেন।"

স্খলিত কণ্ঠে ইমা বলিলেন, "আমার জ্যেঠা মশায়ের কাছ থেকে কোন সঙ্কেত-চিহ্ন আপনি এনেছেন কি?"

ডলি বলিয়া উঠিল, "না, তা উনি আনেন নি। আমি ঠিক জানি, উনি তা আনতে পারেন নি। ওঁর সঙ্গে তুমি যেতে পাবে না।"

ডলির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আগন্তুক বলিল, "চুপ কর, বোকা মেয়ে। না, মিস্ হেয়ারডেল, চিঠিপত্র আমি আনিনি। অন্য কোন প্রকার স্মারক দ্রব্যও সঙ্গে আনিনি। কারণ, আপনাদের সম্বন্ধে দরদবোধ থাক্‌লেও, আমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে রাজি নই। কোন লিখন আমার কাছে থাক্‌লে, যদি আমি ধরা পড়তুম, তা হ'লে আমার প্রাণ যেত। অন্য কোন প্রমাণ আনবার কথা ভাবিনি। মিঃ হেয়ারডেলও আমায় এত বিশ্বাস করেন যে, তিনিও আমায় কিছু দেন নি। আমার জন্যই তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়েছে, এটা তিনি ত জানেনই।"

কথাগুলির অন্তরালে এমন তিরস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল যে, মিস্ হেয়ারডেল তাহাতে বিচলিত হইলেন। কিন্তু ডলি ভিন্ন ধাঁচে গঠিত। সে ইহা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। সে ইমাকে বলিতে লাগিল যে, ঐ লোকটির সহিত কোনও মতেই তাঁহার যাওয়া হইতে পারে না।

আগন্তুক যদিও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কথাগুলি এমনই আন্তরিকতাশূন্য যে, কাণে গিয়া বাজে। সে বলিল, "আর সময় নষ্ট করা চলে না। চারিদিকে ঘোর বিপদ। যদি আমি বৃথা বিপদকে বরণ ক'রে থাকি, তবে তাই হোক্। যদি কোন দিন মিঃ হেয়ারডেলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়, আমার সম্বন্ধে সুবিচার যেন করেন আপনি। আপনি যদি যেতে না চান—আমি দেখ্‌ছি, আপনি যেতে রাজি নন—মনে রাখ্‌বেন, আপনাকে আমি সতর্ক ক'রে দিয়েছিলুম। এর পর যা ঘটবে, তার জন্য কিন্তু আমাকে আর দায়ী করবেন না।"

ইমা বলিলেন, "দাঁড়ান, মশাই। একটু থামুন। আমরা দু'জনে একসঙ্গে কি যেতে পারি না?"

আগন্তুক বলিল, "এক জন মেয়েমানুষকে নিয়ে যেতেই অনেক বিপদ—চারিদিকে সহস্র চক্ষু চেয়ে রয়েছে। তার মধ্য দিয়ে এক জনকে নিয়ে যাওয়া ভীষণ সমস্যা। দু'জন হ'লে ত কথাই নেই। আমি ত বলেছি, উনি আর খানিক বাদেই ওঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে মিলিত হবেন। আপনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলেই আমি ওঁর জন্যও ব্যবস্থা ক'রে যাব। এখন কি স্থির করলেন? থাক্‌বেন, না যাবেন? সকল রকম অবস্থার লোকই সহর ছেড়ে পালাচ্ছে। চারিদিকেই বিপদ। আমি আর এখানে সময় নষ্ট করতে পারিনে। আপনি যদি না যান, আমি অন্য জায়গায় যথাসম্ভব সাহায্য করতে চ'লে যাব। এখন বলুন, থাক্‌বেন, না যাবেন?"

ইমা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ডলি, এই আমাদের শেষ আশা। এখন আমরা পৃথক্ হয়ে গেলেও, অল্পদিন পরেই আবার মিলিত হব। আমি এই ভদ্রলোকের হাতে বিশ্বাস ক'রে নিজেকে ছেড়ে দেই।"

ইমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডলি বলিল, "না—না, তা হবে না। তুমি যেও না।"

ইমা বলিলেন, "তুমি ত শুনলে ডলি, আজ রাত্রে, আর কয় ঘণ্টার মধ্যে তোমার বাবা মা'র কাছে তুমি যাবে। তোমার জন্য তাঁরা কত কষ্টই পেয়েছেন। তুমি আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, আমিও তোমার জন্য করবো। বিদায়কালে তুমি বল ভাই—ভগবান্ তোমার ভাল করুন।"

ডলি কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। ইমা তাহার গণ্ডদেশে চুম্বন করিলেন। ডলি তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। তাহার নয়নে অশ্রু-প্লাবন নামিয়া আসিল।

লোকটা বলিল, "এ সব দৃশ্যের জন্য সময় নষ্ট করা যায় না।" বলিয়া লোকটা রূঢ়ভাবে ডলিকে সরাইয়া দিল। তার পর বলিল, "আর দেরী নয়! শীঘ্র বাইরে চলুন। তৈরী আপনি?"

বাহিরে উচ্চৈঃস্বরে কেহ বলিল, "হ্যাঁ, সম্পূর্ণ প্রস্তুত! যদি বাঁচতে চাও, স'রে দাঁড়াও।" ইহাতে আগন্তুক চমকিয়া উঠিল।

পর-মুহূর্তেই সে যূপকাষ্ঠে নিবদ্ধ পশুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেন একচাপ পাহাড় তাহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদীপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অনেকগুলি আনন্দোজ্জ্বল মুখ ঘরের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। ইমাকে তাঁহার জ্যেঠা মহাশয় বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, ডলি তাহার পিতা ও মাতার বক্ষে পর্য্যায়ক্রমে স্থান পাইল।

তার পর কত ক্রন্দন, কত হর্ষধ্বনি, কত দীর্ঘশ্বাস! প্রশ্নের পর প্রশ্ন—তাহার উত্তর। সকলেই একসঙ্গে কথা কহিয়া উঠিতেছিল। তখনকার আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

অবশেষে বৃদ্ধ ভার্ডেন একপার্শ্বে বক্তায়মান দুই জন যুবককে জড়াইয়া ধরিলেন। ইমা ও তাদের দুটি নবাগত

...নের উপর পড়িল। উহারা কাহারা? হাঁ, এডোয়ার্ড ...র এবং জোসেফ উইলেটই বটে।

ভার্ডেন বলিলেন, "এ দিকে চেয়ে দেখ! এঁরা দু'জন না ...কলে আমরা কোথায় থাকতাম? মিঃ এডোয়ার্ড, মিঃ জো, আপনারা দু'জনে আমাদের মনে কত আনন্দ, কত আশার ...ার করেছেন! আজ রাত্রে এ কি আনন্দ! শুধু আপনাদের কৃপায় তা হয়েছে।"

জো বলিল, "মিঃ এডোয়ার্ডই লোকটাকে মাটীতে ফেলে দিয়েছেন। আমার নিজেরও তাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওঁকেই আমি সে ভার ছেড়ে দিয়েছিলুম। ওগো সাহসী, সাধু ভদ্রলোক! চটপট মাটীশয্যা ছেড়ে উঠে পড়। আর প'ড়ে থাক্‌লে চলবে না।"

জো তাহার বুকের উপর এক পা তুলিয়া দিয়া তাহাকে দুই এক পাক মাটীতে গড়াইয়া দিল। লোকটা আর কেহ নহে, স্বয়ং গ্যাসফোর্ড। সে তখনও ভূমিশয্যা ত্যাগ করে নাই। তবে তাহার মুখে তখনও বজ্জাতির রেখা ছিল।

সে বেশ নম্রস্বরে বলিল, "মিঃ হেয়ারডেল, আমার মনিবের অনেক কাগজপত্র আমার কাছে আছে। তার মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় দলীলও আছে। গোপনভাবে এমন সব প্রমাণ আছে, যা আমি জানি। দরকার হলে সাক্ষ্য দিতেও আমি পারব। কিন্তু আমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করলে তা হবে না। এটা মনে রাখবেন।"

জো বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "থাম, থাম। উঠে দাঁড়াও। বাইরে তোমার জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওঠ। শুনছ?"

গ্যাসফোর্ড ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

জো তখন বলিল, "মহাশয়গণ, এখন যত শীঘ্র ব্লাকলায়নএ ফিরে যাওয়া যায়, ততই ভাল।"

মিঃ হেয়ারডেল মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর হাত ধরিয়া তিনি ঘর হইতে সোজা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পিতামাতার সহিত ডলিও ঘর হইতে বাহির হইল। সর্ব্বশেষে এডোয়ার্ড চেষ্টার ও জো বাহির হইল।

ডলি কি একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহে নাই? তাহার আরক্ত মুখমণ্ডলে কি কোনও রেখাপাত হয় নাই? জো ভাবিল, তাহা হইয়াছে। কৃষ্ণতার নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি সে দেখিয়াছে।

যে বাহিরের ঘর দিয়া সকলে বাহির হইতেছিলেন, সেখানে বহু লোক ছিল। তন্মধ্যে ডেনিস্‌কে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। একটা কাঠের যবনিকার অন্তরালে একটি খাটিয়ায় এক জন আহত পড়িয়াছিল। সে ব্যক্তি সিমন ট্যাপারটিট্। তাহার দেহ অগ্নিদগ্ধ এবং গুলীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। তাহার চরণযুগল চূর্ণ এবং বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। সিম তাহার চরণযুগলকে গর্ব্বে [illegible] বিদ্রোহী বি[illegible] [illegible]ক্ষিত। ডলি উহাকে দেখিয়া মনে করিল, এ কয়দিন ইহারই কাতরোক্তি তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল। সে পিতার কাছ ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। সিমের অবস্থা দেখিয়া তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিল। সিমনের দেহে গুলী ও অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা, অগ্নিদাহের জ্বালা যতই প্রবল হউক, এখন সে জোর সহিত ডলিকে যাইতে দেখিয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল—দৈহিক যন্ত্রণা তাহার হৃদয়ের জ্বালাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

বাহিরে দ্বারের সন্নিধানে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ডলি, ইমা, মিসেস ভার্ডেন, মিঃ গেব্রিয়েল ও মিঃ হেয়ারডেল ভিতরে আসন গ্রহণ করিলেন। জো এবং এডোয়ার্ড বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। উভয়ে একবার মাথা নোয়াইয়া দূরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্লাকলায়ন যে কত দূরে, তাহা কে বলিবে?

৭২

ব্লাকলায়ন বহুদূরে এবং তথায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইলেও, ডলি ভাবিতেছিল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সে যাহা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহা যেন যথার্থ বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল না। যাহা হউক, গাড়ী আসিয়া অতঃপর ব্লাকলায়নএ পৌঁছিল। উহার অধ্যক্ষ সানন্দে ছুটিয়া আসিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া লইয়া গেলেন।

গাড়ীর দরজার পাশে এডোয়ার্ড চেষ্টার ও জোকে দেখা গেল। সম্ভবতঃ অন্য গাড়ীতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। তখনও ডলির স্বপ্নঘোর যেন কাটে নাই। কিন্তু বৃদ্ধ জন উইলেটকে দেখিয়া সে বুঝিল যে, এবার সত্যই সে জাগিয়া আছে—স্বপ্ন দেখিতেছে না।

জোর একখানি বাহু নাই। সুগঠিত দেহ, প্রিয়দর্শন, সাহসী বীরের সত্যই একটি বাহু নাই। ডলি তাহার দিকে চাহিয়া মনে করিল, বিদেশে, নির্ব্বান্ধব স্থানে জোর একটি হাত যখন কাটা গিয়াছিল, কি যন্ত্রণাই না সে ভোগ করিয়াছিল! কে তাহাকে তখন শুশ্রূষা করিয়াছিল? কথাটা মনে হইতেই ডলির নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। ক্রমে সঞ্চিত অশ্রু ধারায় তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল—সে প্রকৃতপ্রস্তাবে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

পিতা স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিলেন, "ডলি, আমরা সবাই এখন নিরাপদ। আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। মা আমার, এখন শান্ত হও, প্রফুল্ল হও!"

মিসেস্ ভার্ডেন কন্যার এই অশ্রুপাতের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। বিদ্রোহব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনিও কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

মিঃ উইলেট সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, ডলির ক্ষিধে পেয়েছে। তাই ঠিক। আমারও ক্ষিধে পেয়েছে।"

ব্লাকলায়নএ ভোজের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন। ভোজন-টেবলে সরস আলাপ আলোচনা চলিতেছিল না। কাহারও কাহারও ক্ষুধাবোধও তেমন প্রবল ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ জন উইলেট একাই সকল জিনিষের সদ্ব্যবহার করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন।

কিন্তু কথাবার্ত্তায় জন উইলেট তেমনভাবে আসর জমাইতে পারিলেন না। কারণ, গ্রাম্য বৃদ্ধরা সেখানে উপস্থিত ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার মনে আশঙ্কা ছিল, তিনি যদি কোন বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলে পুত্র জো হয় ত তখনই আবার যুদ্ধে চলিয়া যাইবে। চীনদেশ অথবা সেইরূপ অন্য কোনও দূরদেশে গিয়া বাকি হাত অথবা চক্ষু বিসর্জ্জন দিবে।

মিঃ জন উইলেট আহারকালে মাঝে মাঝে পুত্রের দিকে চাহিতেছিলেন। তাহার যে একটি হাত নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

তিনি অতঃপর বলিয়া উঠিলেন, "হাতখানা কেটে ফেলা হয়েছে!"

ব্লাকলায়নের অধ্যক্ষ জোর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওঁকে বল, কোথায় তোমার হাত কেটে ফেলা হয়।"

জো বলিল, "বাবা, সাভানা রক্ষার সময়।"

মিঃ উইলেট প্রতিধ্বনি করিলেন, "সাল্ভয়ামারদের রক্ষার জন্য।"

জো বলিল, "আমেরিকায়—সেইখানে যুদ্ধ হয়েছিল।"

কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়া বৃদ্ধ উইলেট ভোজন-টেবল ছাড়িয়া উঠিলেন। তার পর জোর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার হাত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের হাত আমেরিকার যুদ্ধে কাটা যায়।"

ইহার পর আর কোনও কথা না বলিয়া তিনি অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রিতে আর বাহির হইলেন না।

ধীরে ধীরে অন্য কার্য্যের অজুহাতে একে একে সকলেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, শুধু ডলি একা বসিয়া রহিল। একা বসিয়া সে প্রাণ ভরিয়া অশ্রুপাত করিল। এমন সময় সে শুনিল, জো কাহার নিকট হইতে বিদায় লইতেছে।

বিদায়! তাহা হইলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে! কোনও দূরদেশে কি?

সে ঘরের দরজার পাশে জোর পদধ্বনি শুনিতে পাইল। জো পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল—ডলির হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। জো ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিল।

"বিদায়! শুভ রাত্রি!"—জো বলিল, না, মিস্ ভার্ডেন, শুভ রাত্রি। ইহাতে ডলি যেন সুখী হইল।

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ডলি বলিল, "শুভরাত্রি!"

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জো বলিল, "তুমি পুরাণো কথা ভেবে এমন ব্যাকুল হয়েছ, এজন্য আমি বড় দুঃখিত। না, ও সব কথা ভেব না। তোমার দুঃখ আমার সহ্য হয় না। আর ওসব কিছু মনে করো না। তুমি এখন নিরাপদ ও সুখী হয়েছ।"

ডলি আরও কাঁদিতে লাগিল।

"কদিন তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, কিন্তু তবু তোমার চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। ওঁরা বলছেন, তোমার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কিন্তু আমি ত তা দেখছি না। সব সময়ই তুমি সুন্দর। কিন্তু আজ তোমাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি এ কথা বলায় কোন ক্ষতি হবে না। সবাই তোমাকে এ কথা ব'লে থাকে।"

ডলি কাঁদিতেছিল সত্য, কিন্তু এ কথা শুনিয়া আজ তাহার অন্তর তৃপ্তিতে পূর্ণ হইল।

ডলি বলিল, "তোমার নাম আমি সর্ব্বদা মনে ক'রে রাখব। যত দিন বাঁচব, মনে থাকবে। তোমার নাম করতে আমার বুক আনন্দে ফেটে চৌচির হবে। যত দিন বাঁচব, সকাল সন্ধ্যায় তোমার জন্য আমি প্রার্থনা করব।"

আগ্রহভরে জো বলিল, "তাই কি? এ কথা শুনে—সত্যি আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, তোমার কথা শুনে গর্ব্ব অনুভব করছি।"

ডলি তখনও ফোঁপাইতেছিল। রুমাল সে মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল। জো তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

জো বলিল, "তোমার কণ্ঠস্বর আমার পুরাতন দিন-গুলির সুখময় স্মৃতিকে জাগিয়ে দিচ্ছে। সে রাত্রির কথা—এখন তার স্মৃতি মনে করতে দোষ নেই—মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন আমার কিছু হয় নি, কোন কষ্টই পাইনি। মনে হচ্ছে, সব যেন সে দিনের কথা। কব্‌কে আছাড় মারবার পরই যেন তোমার কাছে ছুটে এসেছি। মনে আছে সে দিনের কথা?"

মনে থাকিবে না! কিন্তু ডলি মুখে কিছুই বলিল না। শুধু মুহূর্ত্তের জন্য একবার জোর দিকে চাহিল। জো সে দৃষ্টি দেখিয়া নীরব হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে জো বলিল, "যা হবার, তাই হয়েছে। আমি বিদেশে গিয়েছিলুম। গ্রীষ্মে যুদ্ধ করতাম, শীতের সময় চুপচাপ থাকতাম। যেমন কপর্দ্দকহীন হয়ে গিয়ে-ছিলুম, তেমনি ভাবেই ফিরে এসেছি। শুধু জীবনের মত একটা হাত হারিয়েছি। কিন্তু ডলি, ফিরে এসে যদি তোমাকে দেখতে না পেতাম, তা হ'লে আমার ভাল হাতটাও কেটে ফেললে বা আমার মাথা দিতেও আমি কুণ্ঠিত [illegible] সকল সময়েই মনে হ'ত,

... গিয়ে তোমাকে দেখতে পাব। ভগবানকে সেজন্য ...বাদ। তোমাকে দেখতে পেয়েছি"।

ডলি বুঝিল, জোর মূল্য কতখানি। কি অমূল্য সম্পদ এই জো!

জো বলিল, "এক এক সময় আমার মনে আশা জাগত যে, আমি ধনবান্ হয়ে দেশে ফিরে আসব—তোমাকে বিয়ে করব। কিন্তু তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলুম। এখন আমার সে রকম দুরাশা নেই। আমি দরিদ্র, অঙ্গহীন, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকমাত্র। এখন কোন রকমে জীবন-পাত করেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি এখনও ঠিক বলতে পারছি না, অন্যত্র তোমার বিয়ে হ'লে আমি সুখী হব কি না। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে, তোমাকে অন্য কেউ বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে, তাতে হয় ত আমিও আনন্দ অনুভব করব। তোমার স্বামীর কাছে আমার গল্প করবে, এ কথা জানতে পেরে আমার মনে শান্তি আসবে। হয় ত এমন দিন আসবে, যখন তোমার স্বামীকেও আমি প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতে পারব। তাঁর করকম্পন করার মত অবস্থাও হয় ত আমি লাভ করব। মাঝে মাঝে আমি তোমাদের দেখতে আসব। তখন এই গরীব বাল্য-বন্ধুকে তোমরা উপেক্ষা করবে না? ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন।"

তাহার হাত একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি সে হাত সরাইয়া লইয়া ডলিকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেল।

৭৩

শুক্রবার রজনীতে এডোয়ার্ড চেষ্টার ও জো উইলেটএর সাহায্যে ইমা ও ডলি উদ্ধার পায়। সেই দিন হইতেই সহরের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যেরূপ অনাচার ও উপদ্রব সহরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, সহরে শান্তি স্থাপিত হইলেও তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে কি না। এজন্য অনেকেই সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল এবং শীঘ্র কেহ প্রত্যাবর্ত্তনে সাহসী হয় নাই। টাইবরন্ হইতে হোয়াইট চ্যাপেল পর্য্যন্ত স্থানের যাবতীয় দোকানপাট বন্ধ ছিল। কেহই দোকান খুলিতে সাহস করে নাই। কাজেই কার-কারবার সবই বন্ধ ছিল। তবে সহরে আর উৎপাত ছিল না। প্রবল সেনাদল বিভিন্ন স্থানে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল। জনতা আর মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। বিদ্রোহীদিগের সন্ধান পূর্ণোৎসাহে চলিতেছিল। সেনাদলের দৃঢ়তা দর্শনে আর কোনও বিদ্রোহী অনাচার অনুষ্ঠানে সাহসী হয় নাই। সকলেই তখন স্ব-স্ব জীবন রক্ষার জন্য আত্মগোপনে ব্যস্ত ছিল।

এক কথায় জনতা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। রাজপথে দুইশতেরও অধিক বিদ্রোহী বন্দুকের গুলীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আড়াই শত বিদ্রোহী বিভিন্ন হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিল, তন্মধ্যে ৭৮ জন হাঁসপাতালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিল। এক শত বিদ্রোহীকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, প্রতিদিনই নূতন নূতন বিদ্রোহী ধরা পড়িতেছিল। আগুনে কত লোক পুড়িয়া মরিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তবে অনেক মৃতদেহ ভস্মস্তূপ হইতে প্রত্যহ আবিষ্কৃত হইতেছিল।

বিদ্রোহের চারিদিনে ৭২টি বে-সরকারী অট্টালিকা এবং চারিটি সুদৃঢ় কারাগার সম্পূর্ণ ধ্বংস পাইয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ ১লক্ষ ৫৫হাজার পাউণ্ড। সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে এই প্রভূত ক্ষতির আংশিক প্রশমনের চেষ্টা হইতে লাগিল। শুধু লর্ড ম্যান্সফিল্ড ও লর্ড স্যাভিলি—ইঁহাদেরই ক্ষতি সমধিক হইয়াছিল—কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেন নাই।

কমন্স মহাসভা মঙ্গলবারে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহের অবসানে, তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট প্রজাবৃন্দের দরখাস্তের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। সেই সদস্যগণের মধ্যে মিঃ হার্বার্ট ক্রোধভরে প্রস্তাব করেন যে, লর্ড জর্জ্জ গর্ডন তখনও তাঁহার টুপীতে নীল ফিতা বাঁধিয়া গ্যালারীতে বসিয়া আছেন। বিদ্রোহের নিদর্শন তিনি এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে নীল ফিতা ত্যাগ করিতে বলায় তিনি সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। এমন কি, জনতাকে শান্ত করিবার জন্য তিনি কোনও চেষ্টা করেন নাই।

বৃহস্পতিবারে উভয় মহসভার কার্য্য পরবর্ত্তী সোমবার পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। চারিদিকে সেনাদল বিদ্যমান থাকিতে কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। বিদ্রোহীরা বিতাড়িত হওয়ার পর এমন জনরব উঠিল যে, নগরে সামরিক আইন জারী হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তখন কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন যে, আদালতে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহীদিগের বিচার হইবে। আবার একটা নূতন শঙ্কাজনক জনরব প্রচারিত হইল যে, কোন কোন বিদ্রোহীর কাছে ফরাসী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ফরাসীরা না কি ইংলণ্ডকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য এই প্রকার দাঙ্গায় উৎসাহ দিয়াছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, এ সকল জনরবের মূলে কোনও সত্য নাই। বৈদেশিক মুদ্রা কোন কোন বিদ্রোহীর পকেটে রাখার ফলেই এইরূপ উদ্ভট জনরব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

শুক্রবার বেশ নিরুপদ্রবেই কাটিল। লোকের মনে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে, আর বিদ্রোহ ঘটিবে না।

ক্রমে শুক্রবারের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কারাগার-কক্ষে বারনাবি বসিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে তাহার জননী। তাহার দেহে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর বারনাবি বলিল, "মা! আর কত দিন আমি এখানে থাকব?"

"আর বেশী দিন নয়, বাছা। আমার মনে হয়, বেশী দিন থাকতে হবে না।"

"তোমার মনে হয়, মা? কিন্তু তোমার মনে হওয়াতে ত আমার পায়ের শৃঙ্খল খুলবে না। গ্রিপও হয় ত সেই রকম আশা করে, কিন্তু তাতে ত কোন লাভ নেই।"

দাঁড় ক্লাক কা কা করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু সে অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল।

বারনাবি বলিল,"তুমি ও আমি ছাড়া গ্রিপের কথায় কে কাণ দেবে? এখানে ওর কণ্ঠে স্বর ফোটে না। জেলের মধ্যে ও চুপ করেই থাকে। কিন্তু গ্রিপকে কে গ্রাহ্য করে?"

দাঁড়ি কাক শব্দ করিয়া উঠিল, "কেউ না।"

বারনাবি জননীর বাহুতে হাত রাখিয়া তাঁহার মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "যদি ওরা আমায় মেরে ফেলে—তারা তা পারে ত। আমি শুনেছি, ওরা আমায় মেরে ফেল্‌বে। আমি মারা গেলে গ্রিপের কি হবে, মা?"

গ্রিপ বলিতে গেল, "মরবার কথা বলো না।" কিন্তু সে থামিয়া গেল।

বারনাবি বলিল, "ওরা কি গ্রিপকেও মেরে ফেলবে? তা যদি করে, ভাল হয়। তুমি, আমি ও সে যদি একসঙ্গে মরতে পারি, তা হ'লে কেউ আমাদের জন্য দুঃখ করবে না। কিন্তু ওরা যাই করুক, আমি ওদের ভয় করিনে।"

অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইলেও মা বলিলেন, "ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। সব জান্‌তে পারলে ওরা তোমার কিছু করতে পারবে না। আমি জানি, তারা পারবে না।"

বারনাবি বলিল, "না মা, অত বিশ্বাস করো না। ওরা গোড়া থেকেই আমাকে লক্ষ্য করেছিল। ওরা যখন আমাকে এখানে নিয়ে আসে, তখন আপনা-আপনি ওরা বলাবলি করছিল। ওদের কথা আমি বিশ্বাস করি। আমার জন্য তুমি কেঁদ না। ওরা বলেছে, আমার সাহস আছে। সত্যি আমি তাই। তাই আমি থাকব। তুমি ভাবছ আমি বোকা, কিন্তু অন্যের মত আমি অনায়াসে মরতে পারি। আমি কোন অনিষ্ট করিনি।"

"না, ভগবানের কাছে তুমি কোন অপরাধ করোনি।"

বারনাবি বলিল, "তা হ'লে ওরা যা পারে করুক। আমি তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৃত্যু মানে কি? তুমি বলেছিলে, ওতে ভয় পাবার কিছু নেই, যদি আমরা কারও কোন ক্ষতি না করি। মা, তুমি কি মনে কর, সে কথা আমি ভুলে গেছি?"

তাহার হাস্য, তাহার সহজ সরল ভাব মাতার বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিনি পুত্রকে আরও কাছে টানিয়া আনিলেন। তাহাকে মৃদুস্বরে কথা কহিতে বলিলেন। সময় নিকট হইয়া আসিতেছে, আর বেশীক্ষণ উভয়ে একত্র থাকিতে পাইবেন না।

বারনাবি বলিল, "তুমি আবার কাল আসবে?"

হ্যাঁ, তিনি প্রত্যহই আসিবেন। মাতাপুত্রে আর ছাড়াছাড়ি হইবে না।

কারারক্ষীর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বারনাবি বলিল, "মা, একটু আগে আমি যখন বাবার কথা বলছিলুম, তুমি আমাকে থাম্‌তে বলেছিলে। মাথা ফিরিয়ে নিয়েছিলে। কেন তা করেছিলে, মা? একবার কারণটা বল। তুমি ভেবেছিলে, তিনি মারা গেছেন। তিনি বেঁচে আছেন, আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন, এজন্য তুমি দুঃখিত হয়েছ কি? তিনি কোথায়? এখানে আছেন?"

"তিনি কোথায়, তা কাকেও জিজ্ঞাসা করো না। তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা বোলো না।"

বারনাবি বলিল, "কেন, মা? তিনি খুব রূঢ়প্রকৃতির লোক ব'লে কি? আমি তাঁকে পছন্দ করিনে, বা তাঁর কাছে থাকতে চাইনে। কিন্তু তুমি তাঁর কথা বলছ না কেন?"

"তিনি বেঁচে আছেন, এজন্য আমি দুঃখিত। তিনি ফিরেও এসেছেন, এজন্য আমি সন্তপ্ত। তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, এজন্য আমার দুঃখের অন্ত নেই। বারনাবি, আমার জীবনে এই চেষ্টাই ছিল যে, তোমাদের দুজনে জীবনে যেন দেখা না হয়।"

"পিতা-পুত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক্‌বে! কেন?"

মাতা পুত্রের কাণে কাণে বলিলেন, "কারণ, তিনি রক্তপাত করেছেন। এখন তোমাকে সে কথা জানাবার দিন এসেছে। যিনি তাঁকে ভালবাস্‌তেন, বিশ্বাস করতেন, তাঁরই রক্ত উনি পাত করেছেন। অথচ তিনি ওঁর কোন দিন কোন অনিষ্ট করেন নি।"

বারনাবি শিহরিয়া দেহ কুঞ্চিত করিল। একবার সে তাহার আরক্ত মণিবন্ধের দিকে চাহিল।

দরজায় চাবি খুলিবার শব্দ শুনিয়া মাতা বলিলেন, "তবু তিনি তোমার পিতা। আমি তাঁর হতভাগী স্ত্রী। তারা তাঁর প্রাণ নিতে চায়—মরবেনও তিনি। কিন্তু আমরা তাঁর মৃত্যুর কারণ হব না। যদি তিনি অনুতপ্ত হন, আমরা তাঁকে ভালবাসতে বাধ্য। তুমি তাঁকে যেন এমনভাব দেখিও না—শুধু কারাগার থেকে একসঙ্গে পালিয়েছিলে, এইটুকু স্বীকার করো। ওরা কোন প্রশ্ন করলে, জবাব দিও না। ভগবান্ সারা দিন-রাত তোমায় রক্ষা করবেন।"

পুত্রের নিকট হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বারনাবি কারাকক্ষে একা রহিল। উভয় হস্তে মুখ চাপিয়া সে অনেকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তারাও দেখা যাইতেছিল। কারাগারের লৌহ গরাদের মধ্য দিয়া বারনাবি

আকাশের দিকে চাহিল। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকরাশির দিকে চাহিয়া সে ভগবানের নাম মনে মনে আবৃত্তি করিল।

মাতা প্রাঙ্গণে নামিয়া আর একটি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিবার সময় দেখিলেন, তাঁহার স্বামী বুকে দুই হাত রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মাথা নত হইয়া রহিয়াছে। তিনি রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বন্দীটির সহিত তিনি দুই একটি কথা বলিতে পারেন কি না। আপত্তি নাই। তবে শীঘ্র কথা সারিয়া লইতে হইবে। কারণ, শীঘ্রই ঐ বন্দীকে রাত্রির জন্য গুহায় আবদ্ধ করা হইবে। মাত্র দুই তিন মিনিট সময় আর আছে। সেই প্রাঙ্গণের চাবি খুলিয়া দিয়া মহিলাটিকে সে ভিতরে যাইতে দিল।

দ্বার খোলার কর্কশ শব্দ শুনিয়াও বন্দী মুখ ফিরাইল না। বারনাবির মাতা লোকটির কাছে গিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন।

বন্দীর আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল—সে মুখ ফিরাইল। পত্নীকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেন এখানে আসিয়াছেন? তার পর বলিল, "আমি বাঁচব না, মরব? তুমি খুন করবে, না ছেড়ে দেবে?"

"আমার ছেলে—আমাদের পুত্র, এই জেলে আছে।"

"তাতে আমার কি? আমি তা জানি। সেও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না, আমিও পারব না। তার বিষয় যদি বলতে এসে থাক ত চ'লে যাও।"

বন্দী আবার পদচারণা করিতে লাগিল। তার পর স্ত্রীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি বাঁচব, না মরব? তোমার অনুতাপ হচ্ছে?"

"তোমার কি এখনও মনে আশা আছে যে, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি? আমার সাহস থাকলেও, তা কি সম্ভবপর?"

"তুমি বল, পারব কি না। তোমার সে ইচ্ছে আছে কি না?"

স্ত্রী বলিলেন, "এক মিনিট, আমার কথা শোন। আমি সবে মৃত্যুশয্যা থেকে উঠেছি। বাঁচবার আশা ছিল না। আমি সেই ভীষণ রাত্রির ঘটনার পর থেকে কখনো তোমার জন্য প্রার্থনা করতে ভুলিনি। ভগবানের কাছে সর্ব্বদা জানিয়েছি, তোমার অনুতাপ জাগুক। এখনো আমি দিনরাত সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। কি বলছ তুমি?"

স্ত্রী বলিলেন, "আমি তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। হত্যার জন্য ভগবানের অভিসম্পাত আমাদের উপর পড়েছে। আমাদের নির্দোষ সন্তানের উপর, তার জন্মাবার আগে থেকেই ভগবানের অভিসম্পাত লেগেছে। সে আজ বিপন্ন হয়ে জেলে আছে। তোমার মহাপাপের ফল সেও ভোগ করছে। তারা বুদ্ধিমান্, তাই তাকে লোকে বিপথে চালিয়েছিল। তোমার ভীষণ পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত।"

বন্দী বলিয়া উঠিল, "নারি, তুমি যদি আমাকে তিরস্কার করবার জন্য এসে থাক—"

"না, তা আমার ইচ্ছে নয়। আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তোমাকে শুনতেই হবে। যদি আজ না শোন, কাল। তাও যদি না শুনতে চাও, এক দিন শুনতেই হবে। তোমাকে শুনতেই হবে। স্বামী, তোমার পরিত্রাণ নেই—শুনতেই হবে।"

"তুমি আমাকে এমন কথা বল?" বলিয়া সে তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত তুলিয়া ধরিল।

আগ্রহভরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বলি। কিন্তু কেন বল ত?"

দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া বিদ্রূপ হাস্যে বন্দী বলিল, "জেলে আমি স্বচ্ছন্দে বাকি সময়টা কাটাতে পারব ব'লে। মৃত্যুকে সুখকর ব'লে মনে করব ব'লে। আমারই মঙ্গলের জন্য নিশ্চয়!"

স্ত্রী বলিলেন, "তোমার জীবনকে তিরস্কারে দুর্ব্বহ করবার জন্য নয়। তোমার জীবনে যত নির্য্যাতন চলেছে, যত দুঃখ পেয়েছ, তার উপর বোঝা চাপাবার ইচ্ছে আমার নেই। শক্ত কথা তোমাকে বলতে চাইনে, শুধু তোমার জীবনে শান্তি ও আশার সঞ্চার করবারই আমার কামনা। স্বামী, প্রিয়তম স্বামী, তুমি যদি এই ভীষণ অপরাধ স্বীকার কর, তুমি যদি ভগবানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হও, যদি সত্যকে স্বীকার ক'রে অনুতাপ কর, তিনি তোমাকে শান্তি দেবেন। আর আমার কথা—আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করছি যে, তা হ'লে আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব, আগে যেমন প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসতুম, তেমনি ভালবাসব, তোমার প্রতি আমার আন্তরিক কর্ত্তব্য সবই পালন ক'রে চলব। তা হ'লে আমাদের পুত্রও রক্ষা পাবে, ভগবান্ তাকে দয়া করবেন।"

লোকটা সভয়ে দুই পদ পিছাইয়া গিয়া স্ত্রীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে যে কি করিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে, ক্রোধরিপু আবার প্রবল হইল, সে পত্নীকে নিজের নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

বলিল, "চ'লে যাও। তুমি চক্রান্ত করছ। আমার কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা করছ। আমি যে সেই ব্যক্তি, তাই তুমি প্রমাণ ক'রে দিতে চাও। আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে অভিসম্পাত করছি।"

"আমার ছেলের উপর অভিসম্পাত আগেই পড়েছে।"

"আরও বেশী ক'রে পড়ুক। সকলের উপর পড়ুক। আমি তোমাদের দু'জনকেই ঘৃণা করি। তুমি চ'লে যাও।"

স্ত্রী তথাপি অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

বন্দী বলিল, "আমি আবার বলছি, তুমি চলে যাও। ফাঁসীকাঠ আমাকে গ্রাস করবে, কালোভূত আমাকে আরও কিছু করতে বলছে। চ'লে যাও! আমি যখন জন্মেছিলুম, সে সময়কে আমি অভিসম্পাত করছি, যাকে হত্যা করেছি, তাকেও অভিসম্পাত করছি, সমগ্র জগৎকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি।"

বন্দী উদ্‌ভ্রান্তভাবে কারাকক্ষের দিকে ছুটিয়া গেল। ভূমিতলে সে শুইয়া পড়িল। তাহার হস্তের লৌহ-শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। রক্ষী আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া মহিলাকে লইয়া গেল।

সেই রাত্রিতে আরও বিদ্রোহীকে গুপ্তস্থান হইতে টানিয়া বাহির করার পর কারাগারে প্রেরণ করা হইল। হাঁসপাতালে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল।

লর্ড জর্জ্জ গর্ডনকেও কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। যখন তাঁহার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া পুলিস আসিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমরা আমাকেও চাও, আমায় ধরিতে পার। আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।" টাওয়ারে তাঁহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

চল্লিশ হাজারের মধ্যে তখন এক জনও তাঁহার পাশে ছিল না। বন্ধু-বান্ধব, অনুগত জন, অনুবর্ত্তীদিগের কেহই তাঁহার কাছে নাই। তাঁহার সেক্রেটারী তাঁহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল। দুর্ব্বলতার ফলে তাঁহাকে এই অবস্থায় পড়িতে হইল।

৭৪

অপরাহ্নকালে মিঃ ডেনিসকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই রাত্রিতে একটা গারদে আবদ্ধ রাখা হয়। পরদিবস শনিবার এক জন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাহাকে উপস্থিত করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ছিল। গেব্রিয়েল ভার্ডেনের এজাহারে প্রমাণিত হয়, ডেনিস তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। আরও অনেক প্রমাণ পাওয়ায় ডেনিস্‌কে বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা হয়। সে যে গৃহে অগ্নিদানকার্য্যে এক জন বিশিষ্ট নেতা ছিল, তাহার প্রমাণ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ভীষণ অপরাধে অপরাধী মনে করেন এবং কারাগারে তাহাকে সতর্কভাবে আবদ্ধ রাখিবার হুকুম প্রদান করেন।

ডেনিস কিন্তু মনে মনে আশা পোষণ করিতেছিল যে, সে যখন জল্লাদ এবং সরকার তাহার সাহায্য ব্যতীত ফাঁসীর আসামীগণকে ফাঁসী দিতে পারিবেন না, তখন সে শেষকালে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। এইরূপ আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া সে রক্ষিবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুদূর কারাগারে গমন করিল।

কারাগারের অভ্যন্তরভাগে নীত হইয়া ডেনিস রক্ষিগণের এক জনকে প্রশ্ন করিল, "ভাই, আমাকে কি আর কারও সঙ্গে থাকতে হবে নাকি?"

রক্ষী বলিল, "কারাগারের সব ঘরগুলো যদি পুড়িয়ে না দিতে, তা হ'লে তোমাকে একাই একটা ঘরে রাখা হত। এখন যখন ঘরের অভাব, তখন অন্যের সঙ্গে তোমাকে থাকতে হবে বৈ কি।"

ডেনিস্ বলিল, "ভাই, সঙ্গতে আমার আপত্তি নেই। বরং সঙ্গীই আমি চাই। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকবার মতই আমার মনোবৃত্তি।"

লোকটি বলিল, "বড়ই দুঃখের কথা। কেমন, নয় কি?"

ডেনিস বলিল, "না, দুঃখের কথা হবে কেন? কেন ভাই, তুমি এ কথা বললে?"

লোকটা উপেক্ষাভরে বলিল, "এমনি বলছিলুম। তুমি সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাস! কিন্তু অকালে তোমাকে সমাজ হতে সরে যেতে হবে, ভাই।"

ডেনিস্ বলিল, "এ কথা বলছ কেন? অকালে কেন আমাকে সমাজ হতে চ'লে যেতে হবে? কে বললে?"

"না, কেউ বলেনি। আমি ভাবছিলুম, হয় ত তাই হবে।"

ডেনিসের মুখে ঘর্ম্ম দেখা দিল। সে তাড়াতাড়ি স্বেদধারা মুছিয়া ফেলিল

নীরবে সে রক্ষীর অনুবর্ত্তী হইল। তার পর একটি দরজার কাছে উভয়ে থামিল।

ডেনিস্ বলিল, "এখানেই আমাকে থাকতে হবে বুঝি?"

"হ্যাঁ, এখানেই বটে।"

ডেনিস ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর দুই পদ পিছাইয়া আসিল।

রক্ষী বলিল, "কি গো, হঠাৎ ভড়কে গেলে যে?"

শঙ্কিত কণ্ঠে ডেনিস বলিয়া উঠিল, "ভড়কে গেছি! হ'তে পারে। দরজা বন্ধ কর।"

লোকটি বলিল, "তুমি ভিতরে যাও, তবে ত দরজা বন্ধ করব।"

অস্ফুট স্বরে ডেনিস্ বলিল, "আমি ওখানে থাকতে পারব না। ও লোকটির সঙ্গে এক ঘরে থাকা আমার পোষাবে না। আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে, ভাই।"

রক্ষী সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিল যে, তাহার উপর এইরূপ আদেশই আছে। এই ঘরেই ডেনিসকে থাকিতে হইবে। সে ডেনিস্‌কে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দরজার উপর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া ডেনিস বলিদানের পশুর মত কাঁপিতে লাগিল। আত্মরক্ষার জন্য একখানি বাহু উদ্যত করিয়া সে গুহামধ্যস্থ ব্যক্তিটির পানে চাহিয়া রহিল। সে লোকটা একটা পাথরের বেঞ্চির উপর চিৎ হইয়া শুইয়াছিল। সে কক্ষে তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না।

লোকটা তখন নাসিকাধ্বনি সহকারে ঘুমাইতেছিল। তাহার [illegible] নিদ্রাভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। একবার পাশ ফিরিয়া সে শুইল। তাহার একখানি বাহু অলসভাবে ঝুলিয়া পড়িল। গাঢ় নিদ্রায় সে অভিভূত হইল।

ইহাতে জল্লাদ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। একবার সে ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। বিপদ উপস্থিত হইলে, সে কোথাও দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে কি না, অথবা কোনও হাতিয়ার পড়িয়া আছে কি না, তাহা দেখিয়া লইল। একখানি টেবিল ছাড়া অস্থাবর কোন দ্রব্যই কক্ষমধ্যে নাই। উহা নাড়িতে গেলে এখনই শব্দ হইবে। নিঃশব্দে সে চেয়ারখানির কাছে গেল। তার পর উহা সাবধানে তুলিয়া লইয়া সে ঘরের এক কোণে গিয়া চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইল। তার পর সতর্কভাবে নিদ্রিত শত্রুকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

নিদ্রিত ব্যক্তি স্বয়ং হিউ। ডেনিসের দুশ্চিন্তা হইবারই কথা। সে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছিল, হিউয়ের নিদ্রা যেন আর না ভাঙ্গে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লান্তদেহে সে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। যদিও হিউ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য ডেনিস্ তাহার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না। সে এমনই ভয় পাইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ সে গলা বাড়াইয়া দেখিতেছিল, হিউ সত্যই ঘুমাইতেছে, না, হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য চুপ করিয়া রহিয়াছে। এজন্য ডেনিস্ মুহূর্ত্তের জন্যও অসতর্ক হইল না।

হিউ যে ভাবে ঘুমাইতেছিল, তাহাতে ডেনিসের মনে হইল, রক্ষীর না আসা পর্য্যন্ত সে ঘুমাইয়া থাকিবে। সে এইরূপ আশা করিতেছে, এমন সময় হিউ আবার হাত নাড়িল, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর সহসা সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

ডেনিসের দিকেই তাহার দৃষ্টি পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে অলসভাবে নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তার পর সহসা ডেনিসের নাম উচ্চারণ করিয়া সে লাফাইয়া উঠিল।

চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ডেনিস বলিল, "স'রে দাঁড়াও ভাই, স'রে দাঁড়াও। আমার কোন অনিষ্ট ক'রো না। তোমার মতই আমি বন্দী। বুড়ো মানুষ আমি, আমার হাত-পা চলে না। আমাকে মেরো না।"

সে এমন কাতর কণ্ঠে শেষ কথাগুলি বলিল যে, "হিউ চেয়ার সরাইয়া তাহার প্রতি মুষ্টি উদ্যত করা সত্ত্বেও, সহসা থামিয়া গেল। ডেনিসকে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিতে বলিল।

হিউয়ের করুণা উদ্রেক করিবার বাসনায় সে বলিল, "এই ভাই উঠছি। তুমি যা বল্‌বে, তাই করবো। এই দেখ —উঠেছি। কি করব বল, ভাই? মুখ ফুটে বল্‌লেই আমি তা করব।"

গলাবন্ধ টানিয়া ধরিয়া হিউ তাহাকে সজোরে ঝাঁকানি দিল। যেন তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে। তার পর বলিল, "তুমি আমার কথামত কাজ করবে? কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি করেছ তুমি?"

জল্লাদ বলিল, "যা সব চেয়ে ভাল, তাই করেছি।"

হিউ কোন কথা না বলিয়া ক্রমাগত তাহাকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল। ডেনিসের দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল। তার পর তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বেঞ্চির উপর গিয়া বসিল।

হিউ বলিল, "তুমি এখানে এসেছ দেখে আমি খুসী। নইলে আমি তোমার মাথা ঐ পাথরে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেল্‌তুম।"

ডেনিস্ অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তার পর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া সে বলিল, "ভাই, যা ভাল, তাই করেছি। দু'দুটো সজীন বুকের উপর নেমে এল, কতগুলো বন্দুক পাশে খাড়া ছিল, তা গুণে বল্‌তে পারব না। তারা ব'লে দিলে তুমি কোথায় আছ দেখিয়ে দিতে হবে। যদি তোমাকে ধরতে না পারত, তখুনি গুলী ক'রে তোমায় মেরে ফেল্‌ত। কিন্তু তোমার মত যুবার পক্ষে সেটা কি ভাল হ'ত?"

"এখন কি ফাঁসী গেলে, সে দৃশ্য দেখতে ভাল হবে?" এই বলিয়া এমন ভীষণ দৃষ্টিতে হিউ ডেনিসের দিকে চাহিল যে, ডেনিসের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে ডেনিস বলিল, "তা অনেকটা ভাল বৈ কি। প্রথমতঃ ধর যে, আইনের অনেক ফাঁক আছে। তা ছাড়া পাঁচ শ লোককে ধরেছে। আমরা মুক্তিও পেতে পারি। এর চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার অনেক ঘটেছে। যদি আমরা দৈবক্রমে মুক্তি নাও পাই, আমাদের ফাঁসী দেবে। সে অনেক ভাল। বন্দুকের গুলীতে মরার চেয়ে ঢের ভাল।" এই বলিয়া সে ঘৃণাভরে ভূমিতলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল।

ডেনিস্ নিজের গোপন অভিপ্রায় গুপ্ত রাখিয়া, হিউকে আশ্বস্ত করিবার জন্য নানা প্রকার আশার কথা বলিতে লাগিল। ডেনিসের কথায় হিউয়ের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

জল্লাদ বলিয়া চলিল, "ভাই, সত্য কথা বল্‌তে কি, তুমি খারাপ দলে পড়েছিলে। যে লোকটা তোমার সঙ্গে ছিল, তাকেই ওরা বেশী ক'রে খুঁজছিল। আমিও তাকেই চেয়েছিলুম। আর আমার কথা? এতে আমার কি লাভ হ'ল? তুমি ও আমি একই দশায় পড়েছি।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হিউ বলিল, "ওরে রাসকেল, শোন্ আমার কথা। তুই আমাকে যতটা বোকা ভেবেছিস্, তা আমি নই। কিছু লাভের আশা না থাক্‌লে, তুই এ কাজ করতিস্ না। যাক্, যা করেছিস্, তা করেছিস্। তোর ও আমার জীবন শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। আমার কাছে বেঁচে

থাকাও যা, মরাও তাই। কাজেই তোর উপর প্রতিশোধ নিয়ে আমার কোন লাভ নেই। যত দিন এখানে আছি, পেট ভ'রে খাব, ঘুমোবো। আমি তাই চাই। সারা দিন আমি ঘুমিয়েই থাক্‌ব। একবারও উঠে বস্‌বো না। সুতরাং তোর জন্য আমার কিছু ভাবনাই নেই।"

এই কথা বলিয়া হিউ যথাস্থানে শুইয়া পড়িয়া চক্ষু নিমীলিত করিল।

কিছু ক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া ডেনিস অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল। তার পর চেয়ারখানি তাহার কাছে টানিয়া বসিল। তবে সতর্ক থাকিল, উহার বাহু যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে।

ডেনিস্ বলিল, "ঠিক্ কথা বলেছ, ভাই। ভাল ক'রে খাব, আচ্ছা ক'রে ঘুমোবো। টাকা হলে সবই পাওয়া যায়। ফূর্ত্তি করে টাকা খরচ করা যাক্।"

হিউ বলিল, "কিন্তু টাকা পাওয়া যাবে কি ক'রে?"

মিঃ ডেনিস্ বলিল, "তা বটে। ওরা আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছে। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র।"

"তাই না কি? ওরা আমার টাকাকড়িও সব কেড়ে নিয়েছে।"

ডেনিস বলিল, "ভাই, তবে তোমাকে বলি। তোমার বন্ধুদের খোঁজ করতে হবে।"

বাহুর উপর ভর দিয়া বসিয়া হিউ বলিল, "আমার বন্ধু, আত্মীয়স্বজন! কোথায় তারা?"

ডেনিস বলিল, "আত্মীয়স্বজনকে খবর দেও।"

একখানা বাহু মস্তকের উপর আন্দোলিত করিয়া হিউ বলিল, "হা, হা, হা! লোকটা বল্‌ছে আমার বন্ধুজনের কথা! যার মা ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে রেখে প্রাণত্যাগ করে, তার আবার আত্মীয়স্বজন! এ সব কথা আমায় বলো না।"

সহসা ডেনিসের ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটিল। সে বলিল, "ভাই, তুমি কি বল্‌তে চাও—"

বাধা দিয়া হিউ বলিল, "আমি বল্‌তে চাই, আমার মাকে ওরা টাইবরামে ফাঁসী দিয়েছিল। আমার মার পক্ষে যা ভাল হয়েছিল, আমার পক্ষেও তাই হবে। যত শীঘ্র পারে, ওরা তাই করুক। যাক্, আর আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমি এখন ঘুমুবো।"

বিবর্ণ-মুখে ডেনিস বলিল, "কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই। ও ব্যাপারের সব কথাটা আমি জানতে চাই।"

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে হিউ বলিল, "যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হও, চুপ ক'রে থাক। আমি তোমাকে ব'লে দিলুম, এখন আমি ঘুমুবো।"

এই সতর্ক বাণী সত্ত্বেও ডেনিস নিরস্ত হইল না। সে আরও কি বলিতে উদ্যত হইল। ইহাতে হিউ সবলে তাহার দিকে মুষ্টি প্রহার করিল। কিন্তু ডেনিসের দেহে সে উদ্যত মুষ্টি পড়িল না—ব্যর্থ হইল। সে বিড় বিড় করিয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে আবার শুইয়া পড়িল এবং ডেনিসের দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া রহিল। ডেনিস বার কয়েক হিউয়ের পরিচ্ছদ আকর্ষণ করিল, কিন্তু হিউ একবারও পাশ ফিরিল না। ডেনিস তখন আর তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। তথাপি কৌতূহলে ডেনিস অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত কথাটা তাহার জানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু আপাততঃ যখন কোন উপায় নাই, তখন সে ভবিষ্যতের সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

৭৫

এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণকে লইয়া আমরা এখন সার জন চেষ্টারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে "টেম্পলগার্ডেনের" দৃশ্য দেখা যাইতেছে—তৃণশ্যামল উদ্যান দেখিতে মনোরম। উদ্যানের অদূরে নদী বহিয়া চলিয়াছে, নদীর বুকে নৌকা বজরা ভাসিতেছে। নদীর জলে তরণীর ক্ষেপণীচালনা-জনিত জলাবর্ত্তের সৃষ্টি হইতেছে। সুনীল আকাশ মেঘলেশ-শূন্য। গ্রীষ্মের বায়ুপ্রবাহ পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। ধূমাচ্ছন্ন সহর আনন্দে মাতিয়াছে। দূরে সেন্টপল গির্জ্জার উচ্চ চূড়া যেন স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

শয্যার উপর সার জন প্রাতরাশ করিতেছিলেন। পার্শ্বের ছোট টেবলে চকোলেট এবং টোষ্ট। শয্যার উপর পুস্তক এবং দৈনিক সংবাদপত্র। প্রাতরাশের সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিত কক্ষের চারিদিক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সার জন গ্রীষ্মাকাশের দিকে চাহিতেছিলেন, আবার সংবাদপত্র তুলিয়া পড়িতেছিলেন।

প্রভাতের মাধুর্য্য তাঁহার চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ তাঁহাকে বিশেষ প্রসন্ন দেখাইতেছিল। তাঁহার মধুর হাস্য যেন আজ আরও মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল। তিনি সংবাদপত্রখানি পড়িতে পড়িতে রাখিয়া দিয়া বালিশের উপর আড় হইয়া পড়িলেন। তার পর আপন মনে বলিয়া চলিলেন—

"আমার বন্ধুটি দেখছি, তার মায়ের পদাঙ্কই অনুসরণ করতে চল্‌লো। এতে বিস্ময়ের হেতু নেই। তার বন্ধু ডেনিসেরও একই পরিণাম! এতেও আমি বিস্মিত হচ্ছি না। চিগ্‌ওয়েলের পাগলা যুবা আমার পিয়ন ছিল! খুব খুসী হয়েছি আমি। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা তার সম্বন্ধে আর কি হতে পারে?"

হাস্যোদ্ভাসিত আননে শয্যায় পড়িয়া থাকিবার পর আবার উঠিয়া তিনি চকোলেটের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তার পর আরও আনিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

ভৃত্যের হাত হইতে কাপটি লইয়া তিনি বলিলেন, "পিক্, তোমায় ধন্যবাদ।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

তিনি আপন মনে বলিয়া চলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য কথা, আমার পাগলা যুবা বন্ধুটি প্রায় মুক্তি পাবার অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় আমার লর্ড মেয়রের ভাই সে সময় আদালতে এসে পড়ায় ভালই হয়েছিল। পল্লীর আরও জুররারা যারা ছিল, তারা ছোকরার জন্য ভারী কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল। লর্ড মেয়রের ভাইটি বলেছিলেন যে, ছোকরা তার মার সঙ্গে বিদ্রোহের কথা উচ্চারণ ক'রে পথে পথে ফিরছিল। ছোকরার মাথা ঠিক আছে, এ কথা তিনি বলায় আমি সত্যি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বাকী জুররা কিন্তু তা মান্‌তে চায় নি। তাদের এজন্য ফাঁসী দেওয়া উচিত।"

বাস্তবিক বেচারা বারনাবির বিরুদ্ধে পল্লীর বিচারক সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাহার ফলে বারনাবির সম্বন্ধে যে সন্দেহের অবকাশ ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছিল। গ্রিপও এজন্য কতখানি দায়ী, তাহা পাখীটিও জানিত না।

চকোলেট পান করিতে করিতে সার জন স্বগতোক্তি করিলেন, "বেড়ে দলটি হয়েছে বটে! জল্লাদ, আধা মানুষ আধা পশু হিউ এবং পাগলা বারনাবি। বেড়ে হয়েছে। ওহে পিক্, নাপিত ছাড়া আর কেউ এলে, বলো যে, আমি বাড়ী নেই।"

ঠিক এই সময় দ্বারে করাঘাত হইল। ভৃত্য দ্বার খুলিতে গেল। অনেকক্ষণ কাহার সহিত কি আলোচনার পর ভৃত্য দ্বার বন্ধ করিল। বাহিরে কে এক জন কাসিতেছে শুনা গেল।

"পিক্, আমি ত ব'লে দিয়েছি, এখন কেউ এলে দেখা হবে না। সুতরাং কোন কথা বলো না। আমার হুকুমের নড়চড় হবে না।"

ভৃত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় আবার দ্বারে করাঘাত হইল। যে আসিয়াছিল, সে বোধ হয় বিলম্ব দেখিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া থাকিবে। বিশেষ প্রয়োজনে সার জনের সহিত সাক্ষাৎ করা চাই, এ কথাটা উচ্চৈঃস্বরে নবাগত বলিয়া ফেলিল।

সার জন বলিলেন, "নিয়ে এস তবে। মশাই, এমন ভাবে কোন ভদ্রলোকের কামরায় আসা উচিত নয়। এমন অভদ্রতা করলেন কেন, বলুন ত?"

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "সার জন, যে কাজে আমি এসেছি, তা সাধারণ নয়। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য যদি অসাধারণ উপায় অবলম্বন ক'রে থাকি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন।"

লোকটিকে চিনিতে পারিয়া সার জনের মুখমণ্ডলে হাস্য-রেখা উদ্ভাসিত হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আপনার সঙ্গে এর আগে কোথায় যেন আমার দেখা হয়েছিল। আপনার নামটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না।"

"মশাই, আমার নাম গেব্রিয়েল ভার্ডেন।"

ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে সার জন বলিলেন, "ভার্ডেন, হ্যাঁ, ভার্ডেনই বটে! আমার স্মরণশক্তি বড়ই ক'মে গেছে দেখ্‌ছি। আপনি মিঃ ভার্ডেন, তালা-নির্ম্মাতা। আপনার স্ত্রী খুব চমৎকার। আপনার মেয়েটিও সুন্দরী। তাঁরা ভাল আছেন?"

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভার্ডেন জানাইলেন, সকলেই ভাল আছে।

সার জন বলিলেন, "শুনে সুখী হলুম। আমার সাভি-বাদন সম্ভাষণ তাঁদের দয়া ক'রে জানাবেন। তার পর বলুন, আপনার কি কাজ আমি করতে পারি?"

গেব্রিয়েল সগর্ব্বে বলিলেন, "ধন্যবাদ, সার জন। আমি নিজের জন্য আসিনি,—যদিও খুব দরকারী কাজেই এসেছি। তবে সেটা গোপনীয় এবং জরুরী।" এই বলিয়া তিনি ভৃত্যের দিকে চাহিলেন।

"যে কাজের জন্যই আসুন, সব সময়েই আমি প্রস্তুত। পিক, আরও চকোলেট নিয়ে এস। তোমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন নেই।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "সার জন, আমি শ্রমজীবী, সারা-জীবন পরিশ্রম করেই এসেছি। আমি যে কথা বলব, পালিশকরা ভদ্রলোকের মত তা গুছিয়ে হয় ত বল্‌তে পারব না। তাতে যদি আপনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হন, দয়া ক'রে বুঝবেন যে, আমার উদ্দেশ্য মন্দ নয়। আমি সোজা মানুষ, সোজা কথাতেই সব বলব।"

"মিঃ ভার্ডেন, দয়া ক'রে বসুন। চকোলেট আপনার বরদাস্ত হবে কি? সকলের রুচি ত সমান নয়।"

ভার্ডেন আসন গ্রহণ না করিয়াই বলিলেন, "সার জন, আমি সোজা নিউগেট থেকে আস্‌ছি।"

শয্যার উপর সোজাভাবে বসিয়া সার জন বলিলেন, "তাই না কি? আপনি নিউগেট কারাগার থেকে আসছেন! সেখানে জেল-জ্বর আছে, দুর্গন্ধ কাপড়পরা লোক আছে, নর-নারীরা সেখানে নগ্নপদে থাকে, আরও হাজার রকম বিভীষিকা সেখানে! পিক, শীঘ্র কর্পূর নিয়ে এস। প্রিয় ভার্ডেন, আপনি নিউগেট থেকে কেন এলেন?"

গেব্রিয়েল কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলেন। পিক একটা টানা খুলিয়া কর্পূরের শিশি লইয়া আসিল। একটা বোতল হইতে আরক লইয়া মনিবের শয্যা ও পরি-ধেয়ের উপর ছড়াইয়া দিল। ভার্ডেনের দেহেও সে আরক ছড়াইয়া দিল। কার্য্যশেষে ভৃত্য আবার চলিয়া গেল। সার জন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হাস্যমুখে ভার্ডেনের দিকে চাহিলেন।

"মিঃ ভার্ডেন, প্রথমতঃ আমার জন্ত, তার পর আপনার জন্ত আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। আপনি দয়া ক'রে নিকটে আসবেন না। সত্যি আপনি নিউগেট থেকে আসছেন ?"

ভার্ডেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন।

"আচ্ছা, মিঃ ভার্ডেন, নিউগেটটা কি রকম জায়গা বলুন ত ?"

ভার্ডেন বলিলেন, "ভারী অদ্ভুত জায়গা। সেখানে অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায়, অনেক বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু আপনাকে যা জানাতে এসেছি, তার মত অদ্ভুত ব্যাপার আর নেই। খুব জরুরী দরকার, তাই আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে।"

"জেল থেকে—?"

"হ্যাঁ, সার জন, জেল থেকেই।"

পানপাত্রটি ধীরে ধীরে টেবলের উপর রাখিয়া সার জন বলিলেন, "কে পাঠালেন ?"

ভার্ডেন বলিলেন, "ডেনিস্ নামে একটি লোক। সে অনেক দিন জল্লাদের কাজ করেছিল। কাল সকালে তারই ফাঁসী হবে।"

প্রথম হইতেই সার জন ভাবিয়াছিলেন যে, হিউ ভার্ডেনকে পাঠাইয়াছে। সুতরাং কি জবাব তিনি দিবেন, সেজন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। কিন্তু ডেনিস্ সংবাদ পাঠাইয়াছে শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়চিহ্ন তাঁহার মুখে প্রকট হইল, কোনও মতেই তিনি উহা গোপন করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "এ ভদ্রলোকটি আমাকে কি করতে বলেছেন ? আমার স্মৃতিশক্তি প্রবল নেই, তাই বুঝতে পারছি না, এই লোকটার সঙ্গে কোন দিন আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না।"

গম্ভীরভাবে ভার্ডেন বলিলেন, "সে আমাকে যা বলেছে, আমি তার মর্ম্মার্থ আপনাকে জানাচ্ছি। অনতিবিলম্বে আপনাকে এ কথা জানাবার জন্য সে আমাকে ব'লে দিয়েছে।"

সার জন এমন ভাবে বসিলেন, যেন তিনি ব্যাপারটাকে বিশেষ কৌতুককর বলিয়া মনে করেন।

গেব্রিয়েল সংবাদপত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় খবরের কাগজে দেখে থাকবেন যে, এই লোকটার বিরুদ্ধে আমাকে ক'দিন আদালতে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। আমি যে বেঁচে আছি, সেটা তার দোষ নয়। সুতরাং আমি যা জানি, তা বলেছি।"

সার জন বলিলেন, "কাগজে দেখার কথা কি বলছেন ! আপনার মত লোকের কথা কেউ ভুলে যেতে পারে না। আমি গভীর আগ্রহে আপনার সাক্ষ্য-বিবরণ পড়েছি। আপনার ছবি ছাপিয়ে দেওয়া উচিত।"

সে কথায় কাণ না দিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "আজ ভোরে নিউগেট থেকে একটা খবর এল যে, এই লোকটা আমার কাছে কোন গোপন কথা জানাতে চায়। আপনাকে বলাই বৃথা, লোকটা আমার বন্ধুজন নয়। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়েই প্রথম যখন সে আমার বাড়ী আক্রমণ করে, তখন আমি তাকে দেখি।"

সংবাদপত্রখানি পাখার মত নাড়িয়া বাতাস করিতে করিতে সার জন ঘাড় নাড়িলেন।

গেব্রিয়েল বলিলেন, "কাল রাতে তার ফাঁসীর হুকুম কারাগারে প্রেরিত হয়েছিল, তাই শুনে আমি এই মৃতপ্রায় লোকটির সঙ্গে দেখা করতে যাই।"

সার জন বলিলেন, "আপনি প্রকৃত খৃষ্টান। আপনি আসন গ্রহণ করলে আমি সত্যই বড় আনন্দ লাভ করব।"

সার জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ভার্ডেন বলিলেন, "সে আমাকে বলেছে যে, জগতে তার কোন আপন জন নেই। আমি যে ভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলুম, তাতে তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি খাঁটি মানুষ ; তাই সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারে। সে আমাকে বলেছে, সে জল্লাদ, এ কথা জানলে সকলে তাকে এড়িয়ে চলবে, তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে নিজের পেশার কথা বিদ্রোহীদের কাকেও জানতে দেয় নি।"

সার জন হাই তুলিয়া বলিলেন, "মিঃ ডেনিসের বুদ্ধি আছে দেখছি। কিন্তু আপনার বর্ণনা খুব মনোজ্ঞ হলেও, আমার এ সব শুনতে বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে না, মিঃ ভার্ডেন।"

সার জনের কথা শুনিয়া ভার্ডেন বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া বলিলেন, "সে যখন কারাগারে যায়, তখন তা ঘরে আর এক জন বন্দীকে দেখতে পায়। সে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা হিউ। ডেনিস নিজেই তাকে ধরিয়ে দেয়। তার সঙ্গে বচসা উপলক্ষে ডেনিস্ জানতে পারে যে, হিউয়ের মাও ফাঁসীতে মরেছিল—সার জন, সময় বড় অল্প।"

সার জন সংবাদপত্রখানি রাখিয়া দিয়া, কাপটি পার্শ্বস্থ টেবলে রাখিলেন। তার পর ভার্ডেনের দিকে দৃঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

"ওরা মাসখানেক ধ'রে জেলে আছে। কথায় কথায় জল্লাদ তারিখ মিলিয়ে জানতে পারে যে, সেই হিউয়ের মাকে ফাঁসী দিয়েছিল। মেয়েমানুষটি পেটের দায়ে জাল নোট চালানর কাজ করেছিল। এমন অনেকেই ক'রে থাকে। তার রূপও ছিল, যৌবনও ছিল। যারা জাল নোট চালানর কাজে নিযুক্ত ছিল, তারা এই সুন্দরী যুবতীটিকে তাদের কাজের উপযুক্ত পাত্রী বলেই বেছে নিয়েছিল। কারণ, সহসা কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। কিন্তু তাদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। প্রথমবারেই সে ধরা পড়ে, তাতেই তার ফাঁসী হয়। সার জন, সে বেদের মেয়ে—"

সম্ভবতঃ একখণ্ড মেঘ সূর্য্যের উপর পড়িয়াছিল। তাহারই ছায়া সার জনের মুখে পড়িয়া থাকিবে। সার জনের মুখমণ্ডল মৃতের মুখমণ্ডলের ন্যায় বিবর্ণ হইলেও, তিনি দৃঢ়তা সহকারে ভার্ডেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গেব্রিয়েল বলিয়া চলিলেন, "বেদের রক্তে তার জন্ম হয়েছিল। তার কিন্তু তেজস্বিতা ছিল। তার সুন্দর চেহারা, নির্ভীক ভাবভঙ্গীতে কোন কোন ভদ্রলোকের তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং তার কালো চোখের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। যদি সে তার নিজের জীবনের ইতিহাসের সন্ধান দিতে পারত, তা হ'লে হয় ত তাঁরা সাফল্য লাভ করতেন। কিন্তু তেজী মেয়ে কোনমতেই তা জানাতে চায় নি। এমন সন্দেহের কারণও ছিল যে, সে আত্মহত্যার চেষ্টাও করতে পারে। সুতরাং দিন-রাত তার উপর নজর-রাখা হয়। সেই সময় থেকে সে মুখ খুলে একটা কথাও বলেনি—"

সার জন পেয়ালার দিকে হাত বাড়াইলেন।

একটু থামিয়া ভার্ডেন বলিয়া চলিলেন, "মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে প্রথম কথা কহিল। তার মৃদু কথা শুধু জল্লাদই শুনতে পেয়েছিল। আর সকলে তখন চ'লে গিয়েছিল। সে বলছিল, একখানা ছোরা যদি পেতুম। আর সে আমার নাগালের মধ্যে থাকত, আমি তাকে মেরে ফেলতুম। জল্লাদ জিজ্ঞাসা করল, 'কে?' সে বললে, 'আমার ছেলের জন্মদাতা।' "

সার জন হাত সরাইয়া লইলেন। ভার্ডেন থামিলেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

"প্রথম কথা সেই মেয়েটি উচ্চারণ করলে জল্লাদ জিজ্ঞাসা করলে, 'ছেলেটি বেঁচে আছে?' হ্যাঁ, আছে। কোথায় আছে, কি তার নাম, তার জন্য কোন কথা বলবার ইচ্ছে তার মার আছে কি না, জল্লাদ সে প্রশ্ন করেছিল। হ্যাঁ, তার মাতার একমাত্র ইচ্ছা যে, ছেলে যেন জীবনে তার জন্মদাতার কোন সন্ধান না পায়, সে যেন জানতেই না পারে, কে তার জন্মদাতা। আর সে যেন খুব ভদ্রভাবে, ক্ষমাশীল হয়ে থাকতে পারে। সে যখন বড় হয়ে উঠবে, তাদের ভগবান বাপ আর ছেলেকে মিলিয়ে দেবেন, এ বিশ্বাস তার আছে। তখন তার ছেলে প্রতিশোধ নেবে। জল্লাদ তার পর তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু সে আর কোন কথা বলেনি। সে শুধু মুখ উপরের দিকে ক'রে দাঁড়িয়েছিল। একবারও তার দিকে ফিরে তাকায় নি।"

এক টীপ নস্য লইয়া সার জন বলিলেন, "ব'লে যাও, মিঃ ভার্ডেন।"

ভার্ডেন বলিলেন, "এই ভাবেই সেই যুবতীটি মারা যায়। জল্লাদ তার কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরে, এক জন পুরুষের ফাঁসীর হুকুম হয়। সেও বেদে। লোকটা যেমন জীবনদর্শন, তেমনি গোঁয়ার। কারাদেশ পেয়ে সে কয়েকদিন কারাগারে ছিল। সে যখন মুক্ত ছিল, তখন জল্লাদকে অনেকবার দেখেছিল। সে জল্লাদের লাঠির উপর তার একটা মূর্ত্তি ছুরী দিয়ে তৈরী ক'রে দিয়েছিল। লাঠিগাছা সে জল্লাদকে ফাঁসীর দিন উপহার দিয়ে বলে যে, যে যুবতীকে জল্লাদ ফাঁসী দিয়েছিল, সে তার আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এক ভদ্রলোকের কাছে থাকে। ভদ্রলোকটি অবশেষে যুবতীকে পরিত্যাগ করেন। মেয়েটি এতই অভিমানিনী ছিল যে, আত্মীয়স্বজন কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য নেয় নি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে নিজের জেদ বজায় রেখে চলেছিল। ঐ পুরুষটি এক দিন সেই যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু মেয়েটি তাকে ফাঁকী দিয়ে উধাও হয়।

"মেয়েটির যে দিন ফাঁসী হয়, সেই দিন ঐ বেদেটি তাকে ফাঁসীর মঞ্চে প্রথম দেখে। মেয়েটিকে যেখানে ফাঁসী দেওয়া হয়, ঠিক সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই বেদেটি জল্লাদকে ঐ সব ঘটনার কথা বলে। মেয়েটি ছদ্ম নামে ফাঁসী যায়। তার আসল নাম সে তখন জল্লাদকে ব'লে দেয়। সে নাম বেদের আত্মীয়রা এবং যে ভদ্রলোকের জন্য মেয়েটি গৃহত্যাগ করেছিল, তারাই জানত। জল্লাদ সেই নামটা আপনি ছাড়া আর কাকেও বলবে না, সার জন।"

অকম্পিত হস্তে পেয়ালাটি ধারণ করিতে উদ্যত হইয়া, সার জন থামিয়া গেলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে যে হীরকাঙ্গুরীয় ছিল, সেই অঙ্গুলী সঙ্কুচিত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে ছাড়া আর কাকেও বলবে না। প্রিয় ভার্ডেন, আপনার মত বিশ্বাসভাজন লোক কাছে থাকতেও আমাকে ছাড়া বলবে না, এ ভারী বিস্ময়কর কথা!"

ভার্ডেন বলিলেন, "সার জন, সার জন! কাল দুপুরবেলা এই লোকের ফাঁসী হবে। আমি যে কথা বললুম, আপনি নিজে গিয়ে তা শুনে আসুন। আমাকে বঞ্চনা করবার চেষ্টা করবেন না, তাতে আমি ভুলবো না। আমি সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, আর আপনি শিক্ষিত অভিজাত বংশের লোক। কিন্তু সত্যনিষ্ঠায় আমি আপনার সমতুল্য, এটা মনে রাখবেন। আমি যা বলছি, তাতে আপনার গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যাবে এবং হিউ যে আপনার ছেলে, এটা আপনি মনে মনে ঠিক জানেন।"

প্রফুল্লভাব অবলম্বন করিয়া সার জন বিদ্রূপমিশ্র কণ্ঠে বলিলেন, "সেই বুনো ভদ্রলোকটি কি এ কথাটা পর্য্যন্ত প্রকাশ ক'রে গেছে না কি?"

তালা-নির্ম্মাতা বলিলেন, "না, তা বলে নি। কারণ, যুবতীটি লোকটাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিল। শুধু মেয়েটির আত্মীয়রা এ খবর জানে। তবে তাদের মধ্যে যে অভিভাবক, সেও এ সম্বন্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। সুতরাং আপনার নাম কেউ বলেনি। কিন্তু লোকটা অদ্ভুত উপায়ে লাঠিতে কতকগুলি হরফ বসিয়েছিল। জল্লাদ যখন সেই অক্ষরগুলোর

কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন সে বলেছিল যে, যুবতীর ছেলের সঙ্গে যদি জীবনে কখনো দেখা হয়, স্থানটি যেন সে মনে ক'রে রাখে।"

"কোন্ জায়গা?"

"চেষ্টার।"

যেন পরম পরিতৃপ্তিভরে সার জন পেয়ালার বাকি চকোলেটটুকু শেষ করিলেন এবং সযত্নে মুখ মুছিয়া ফেলিলেন।

তালা-নির্মাতা বলিলেন, "সার জন্, এই কথা শুনেছি, আমাকে সে বলেছে। কিন্তু দুজন লোক ফাঁসীতে ঝুল্‌তে চলেছে, তখন তাদের মধ্যে নিশ্চয় কিছু আলোচনা হয়েছে। আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করলে, আমাকে যে কথা বলেনি, হয় ত আপনি তা শুনতে পাবেন। এই ডেনিসের সঙ্গে দেখা হলেই সে আমাকে বিশ্বাস ক'রে যা বল্‌তে পারেনি,আপনাকে তা জানাবে। আপনি যদি আমার কথার সমর্থন চান (মনে হয় আপনি তা চান না), আপনি অনায়াসে তার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারেন।"

বালিশটাকে ঝাড়িয়া সমান করিয়া সার জন্ উহার উপর কনুই রক্ষা করিলেন। তার পর বলিলেন, "কিন্তু কেন তা করব, মিঃ ভার্ডেন বলুন ত?"

তালা-নির্মাতা বলিলেন, "সার জন্, আপনাকে এক জন মানুষ বলেই মনে করি। আপনার বুকের মধ্যে যে স্বাভাবিক স্নেহ থাকা উচিত, তার প্রেরণায় আপনার হতভাগ্য সন্তানের জন্য হয় ত কিছু করতে পারেন। অন্ততঃ আপনার পুত্রের সঙ্গে দেখা ক'রে, তার পাপ ও বিপদের কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেও পারেন। তার এখনো সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জাগেনি। ভেবে দেখুন, তার জীবনের পরিণাম কি। আমাকে শুনিয়ে সে বলেছিল যে, আমি যদি আপনার মনকে বিচলিত করতে পারি, তার ফলে তার মৃত্যু আরো আগে ঘনিয়ে আসবে। কারণ, আপনার শাক্ততে যদি কুলোয়, তার ফলে চিরদিনের জন্য তার কণ্ঠ রুদ্ধ করবারই চেষ্টা আপনি করবেন, এই তার ধারণা।"

"মিঃ ভার্ডেন, আপনার এত বয়স হয়েছে, আপনার এ ধারণা কি ক'রে হ'ল যে, আমার মত এক জন অভিজাত বংশের ভদ্রসন্তান ঐ রকম প্রকৃতির লোকগুলোকে প্রশ্রয় দেবে? ছিঃ ছিঃ!"

ভার্ডেন বাধা দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু সার জন্ বলিয়া বসিলেন, "মিঃ ভার্ডেন, অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করুন, কিন্তু সে বিষয়ে আর একটা কথাও নয়।"

ভার্ডেন বলিলেন, "আমি চ'লে যাবার পর কথাটা একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন। যদিও তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনার আইনসঙ্গত পুত্র এডোয়ার্ড চেষ্টারকে আপনি তিনবার আপনার বাড়ীর দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তবু এখনো সময় আছে, হয় ত কালে তাঁর সঙ্গে আপনার আবার মিলন হ'তে পারবে। কিন্তু বেলা বারোটা শীঘ্র এসে দেখা দেবে এবং চিরদিনের মত চ'লে যাবে।"

"ধন্যবাদ, মিঃ ভার্ডেন, আপনার অকৃত্রিম উপদেশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান আপনার আর একটু বেশী থাক্‌লে ভাল হ'ত। নাপিত একজন আসেনি বলে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। আচ্ছা, বিদায়। আমার অভিবাদন মহিলাদের জানাবেন, মিঃ ভার্ডেন। পিক্, দরজা খুলে মিঃ ভার্ডেনকে পথ দেখিয়ে দেও।"

গেব্রিয়েল আর কোনও কথা বলিলেন না। তিনি একবার সার জনের দিকে চাহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই মুহূর্তেই সার জনের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। হাস্যের পরিবর্তে তাঁহার আননে একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন। এতক্ষণ যেন অতিকষ্টে তিনি অভিনয় করিয়া চলিয়াছিলেন।

তিনি আপনমনে বলিলেন, "তা হ'লে দেখ্‌ছি মেয়েটা তার কথা রেখেছিল। সে সর্বদা যে ভয় দেখাত, তা বজায় রেখেছিল। তার সে কালো মুখ যদি জীবনে না দেখ্‌তাম! প্রথম থেকেই আমি জান্‌তুম, পরিণাম এই রকমই হবে। ভাল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেলে, চারিদিকে কথাটা রটে যাবে। কিন্তু অবস্থা যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে আমি ওটা এখন উপেক্ষা করতেই পারি। এ রকম বিশ্রী জীবের বাপ হওয়া ভারী বিপজ্জনক! তবু আমি তাকে সদুপদেশই দিয়েছিলুম, আমি তাকে বলেছিলুম, একদিন সে ফাঁসীকাঠে ঝুলবে। তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তখন জানতে না পারলেও, এর চেয়ে ভাল উপদেশ দিতে পারতুম না। কোন পিতাই তা সন্তানের জন্য এর চেয়ে ভাল উপদেশ দিতে পারে না। পিক, নাপিতকে ভেতরে পাঠিয়ে দেও।"

পরামাণিক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সার জন চেষ্টারকে সহজ অবস্থাতেই দেখিল। সে পূর্বদিবসেও যেমন দেখিয়াছিল, আজও দেখিল, তিনি তেমনই সহাস্যবদন ও মিষ্টভাষী।

৭৬

তালা-নির্মাতা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হয় ত সার জন তাঁহাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইবেন। চলিতে চলিতে তিনি তিনবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এমনই করিয়া বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

তিনি বুঝিলেন, আগামী কল্য বারোটা বাজিলেই হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে। ভার্ডেন হত্যাকারীকে পথের জনতার মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। তাহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, সর্বদেহ থর থর করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। মৃত্যুর বিভীষিকা তাহার সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত

হইয়াছিল। মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও হত্যাকারী তাহার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কঠোরতা পরিহার করিতে পারে নাই।

মিঃ হেয়ারডেল, হত্যাকারীর ফাঁসীর সময় উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পরে তাঁহার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হইবে। তালা-নির্মাতা মিঃ হেয়ারডেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিলেন।

আপনমনে তিনি বলিলেন, "এই দুটো লোকের জন্য আমার যা করবার, তা করেছি। ভগবান তাদের উপর করুণা প্রকাশ করবেন! হায়! ওদের জন্য আর কিছুই করতে পারলুম না। কিন্তু কার জন্যই বা পারি? মেরী রজ একটা বাড়ী পাবে এবং হিতকারী বন্ধুও পাবে। কিন্তু বেচারা বারনাবি—আমি তার কি করতে পারলুম? বারনাবির বিরহ আমার সহ্য হবে না।" বৃদ্ধ নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। আবার আপনমনে বলিলেন, "বারনাবি ও আমি পরস্পর পরস্পরের বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু তাকে আমি এত ভালবাসি, তা আগে জানতুম না।"

এই বিরাট সহরে বারনাবির জন্য অধিক লোকের দুশ্চিন্তা হয় নাই। শুধু আগামী কল্য ফাঁসীর মঞ্চে সে স্থান পাইয়াছে, জনসাধারণ শুধু এইটুকুই ভাবিতেছিল। তবে যদি সহরের সমগ্র জনসাধারণ বারনাবির প্রাণরক্ষার জন্য আকুল হইয়া উঠিত, তাহা হইলেও বৃদ্ধ ভার্ডেনের ন্যায় অকৃত্রিম উদ্বেগ ও আকুলতা কাহাতেও সম্ভবপর হইত না, এ কথা স্থির।

বারনাবিকে মরিতে হইবে। তাহার প্রাণরক্ষার কোন আশা ছিল না। বারনাবির ফাঁসী হইবে, সে কথা রটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কাহারও চিত্ত এ জন্য চমকিত হয় নাই। তাহার প্রাণদণ্ড সঙ্গত কি না, সে কথা কেহই ভাবিয়া দেখে নাই। যাহারা আইনভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে মরিতেই হইবে। সুতরাং বারনাবির মৃত্যু সুনিশ্চিত।

তাহারা বারনাবিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, তালা-নির্মাতা স্বহস্তে দরখাস্ত ও মেমোরিয়াল লইয়া কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও দয়া হয় নাই। সুতরাং বারনাবির প্রাণ যাইবে।

প্রথম হইতেই মাতা পুত্রের সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই। শুধু রাত্রিকালে তিনি কারাগারে থাকিতে পাইতেন না। মাতাকে কাছে পাইয়া বারনাবি সন্তুষ্ট ছিল। শেষ দিবসে বারনাবি আরও উল্লসিত এবং গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। মাতা একখানি বই লইয়া বারনাবিকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। বইখানি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তিনি পুত্রের স্কন্ধে মাথা রাখিলেন। পুত্র মাতার উৎকণ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইল। গ্রিপ মৃদুকণ্ঠে কি বলিয়া উঠিল।

সময় দ্রুত বহিয়া চলিয়াছে। সাগরতীরে তাহারা দাঁড়াইয়া। অনন্ত কালসমুদ্রে তাহারা মিশিয়া যাইবে। সকাল ক্রমে সন্ধ্যায় পর্য্যবসিত হইল। রাত্রি আসিতেছে, এইবার বিদায় গ্রহণের পালা।

মাতাপুত্র পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া প্রাঙ্গণে আসিল। কেহ তখন কোন কথাই বলিতেছিল না। বারনাবি জানিত, এই জঘন্য কারাগার ছাড়িয়া সে সুন্দর আলোকিত রাজ্যে শীঘ্র প্রয়াণ করিবে। তাহাকে সাহস দেখাইতে হইবে, এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনে জাগিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, কারারক্ষীরা তাহাকে কাঁদাইতে পারিলে সুখী হইবে। তাই সে দৃঢ়চরণে প্রাঙ্গণে বেড়াইতে লাগিল। সে বলিল, "মা, ওরা আমায় বোকা বলে। কিন্তু কাল ওরা দেখতে পাবে!"

ডেনিস ও হিউ তখন প্রাঙ্গণে ছিল। হিউ কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে এমন ভাবে আসিল, যেন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। এক কোণে একখানি বেঞ্চির উপর ডেনিস জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিয়াছিল। ভীষণ যন্ত্রণায় সে ক্রমাগত দুলিতেছিল।

ডেনিস্ বলিতেছিল, "কই, ক্ষমার চিঠি এলো না! কেউ আমাদের কাছে আসে না। এখন শুধু রাতটাই বাকি। তাই, রাত্রিবেলা কি ওরা আমাকে ক্ষমার সংবাদ জানাবে, মনে কর? আমি জানি, অনেকের জীবনরক্ষার সংবাদ এর আগে রাত্রিতে এসেছে। এমন কি, ফাঁসীর দিন সকাল বেলা, ৬টা, ৭টা, ৮টাতেও এসেছে। কি বল? এখনো যথেষ্ট সময় আছে ব'লে মনে হয় না কি? বল যে, আছে। ওহে ছোকরা, তুমিই বল না।" বারনাবির দিকে তাকাইয়া সে কাতরোক্তি করিতে করিতে বলিল, "বল তুমি। নইলে আমি পাগল হয়ে যাব!"

হিউ বলিল, "জ্ঞান থাকার চেয়ে পাগল হওয়া ভাল। তুমি পাগলই হও।"

"কিন্তু তোমার কি মনে হচ্ছে, তাই বল। ও কি ভাবছে, কেউ আমাকে ব'লে দাও না!" হতভাগ্য কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সেইরূপ নীচ, ঘৃণিত অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং করুণা দেবীও যেন ঘৃণায় মুখ সরাইয়া লইলেন। সে বলিতে লাগিল, "তবে কি কোন আশা নেই? ওরা কি আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এ রকম করছে না? তাই কি তোমাদের মনে হচ্ছে না? হায়! কেউ কি আমায় সান্ত্বনা দেবে না?"

তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হিউ বলিল, "হা, হা, হা! নিজের মরবার সময় এই ফাঁসুড়ের অবস্থাটা দেখ একবার!"

ডেনিস কাতর কণ্ঠে বলিল, "এ যে কি, তা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি বুঝছি। আমাকে ওরা মেরে ফেলবে! আমি! আমি! আমারও ফাঁসী!"

ভাল করিয়া জল্লাদকে দেখিতে দেখিতে হিউ বলিল, "হবে না কেন? তোমার পেশা কি জানবার আগে, কতবার তোমায় বলতে শুনেছি, ফাঁসী দেওয়াটা কি আমোদের কাজ।"

হতভাগ্য বলিল, "আমি জল্লাদ যদি থাকতুম্, তা হ'লে আবার ঐ কথা বলতুম। এখন অন্য লোকের মনেও ঐ কথা জাগছে। সেইটিই খারাপ। আমাকে ফাঁসী দেবার জন্য অন্য লোকে মেতে উঠেছে। আমি জানি, ঠিক তাই।"

বেড়াইতে বেড়াইতে হিউ বলিল, "তার সে আশা শীঘ্রই মিটবে। এই ভেবে চুপ চাপ্ থাক।"

ঘড়ী বাজিয়া উঠিতেই মাতা বারনাবিকে বলিলেন, "তোমার বিছানার উপর বইখানা প'ড়ে আছে, সেখানা নিয়ে এস। তবে আগে আমায় চুমো দিয়ে যাও।"

মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বারনাবি বুঝিল, সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর আপনাকে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সে বইখানি আনিবার জন্য ছুটিল। বলিয়া গেল, সে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তিনি যেন দাঁড়াইয়া থাকেন। সে তখনই ফিরিয়া আসিল—একটি কাতর-ধ্বনি সে শুনিতে পাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

প্রাঙ্গণের রুদ্ধ তোরণের ফাঁক দিয়া সে চাহিয়া দেখিল। উহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। তিনি বলিতে-ছিলেন, তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই যদি হইত, তবে ভালই হইত।

ডেনিস্ তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "এখনো আশা আছে, এ কথা কি তুমি বলবে না? ফাঁসী ভয়ানক জিনিষ। আমার মত মানুষের পক্ষে অতিভীষণ। কোন আশা নেই কি? তোমার নয়, আমার। ওকে বলো না যেন, ও বেপরোয়া হয়েছে।"

রক্ষী বলিল, "সময় হয়েছে, এবার ভেতরে যাও।"

ডেনিস্ বলিল, "না, সময় হয়নি। এখনো এক ঘণ্টা বাকি।"

রক্ষী বলিল, "তোমার ঘড়ী ঠিক চলছে না। আগে তোমার ঘড়ী খুব ফাষ্ট ছিল, এখন খুব 'স্লো' হয়ে গেছে।"

নতজানু হইয়া ডেনিস্ বলিল, "বন্ধু, তুমি এক সময় আমার প্রিয় বন্ধু ছিলে। কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে। চিঠি অন্য জায়গায় ভুলে চ'লে গেছে। অথবা যে চিঠি আনছিল, সে পথে দাঁড়িয়ে পড়েছে, বা ম'রে গেছে। একবার আমি এ রকম ব্যাপার দেখেছিলুম। খবর আনতে পাঠাও, ভাই। ওরা কখনই আমায় ফাঁসী দেবে না, দিতে পারে না। না না, ওরা ফাঁসী দেবে, কৌশল ক'রে মেরে ফেলবে। ক্ষমার চিঠি পরে দেখাবে। আমার প্রাণ যাবে!"

হিউ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "নিজের ফাঁসীর সময় কাপুরুষের ব্যাপার দেখ! হা, হা, হা! বারনাবি, সাহস দেখাও। কাকে গ্রাহ্য করি, আমরা? তোমার হাত দেখি। আমাদের দুজনকে পৃথিবী থেকে সরানই ওদের পক্ষে ভাল। কারণ, মুক্তি পেলে আমরা এত সহজে ওদের পার পেতে দেব না। মানুষ একবারই মরে। রাত্রে যদি ঘুম ভাঙ্গে, ঐ কথাটা মনে ক'রে, আবার ঘুমিয়ে পড়ো। হা, হা, হা!"

বারনাবি আর একবার শূন্য-প্রাঙ্গণে চাহিয়া দেখিল। হিউ তখন তাহার গুহার দিকে চলিতেছিল। সে একবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বারনাবি ইহা দেখিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল। শঙ্কা অথবা দুঃখ কিছুই তখন তাহার মনে ছিল না। সে শয্যায় শয়ন করিয়া ঘটিকা-যন্ত্রের বাদ্য শুনিবার জন্য চুপ করিয়া রহিল।

৭৭

সময় চলিয়া যাইতেছিল। রাজপথে জনকোলাহল ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র নগর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

গভীর রজনীতে জেলের বাহিরে রাজপথে শ্রমিকরা সমবেত হইল। তাহারা যন্ত্রপাতি রাখিয়া অস্ফুটস্বরে কথা কহিতে লাগিল। আরও একদল লোক জেল হইতে কড়িকাঠ তক্তা প্রভৃতি বহিয়া আনিল। সমুদয় সরঞ্জাম স্তূপীকৃত হইলে, হাতুড়ি লইয়া শ্রমজীবীরা কাজ করিতে লাগিল।

তখনও অন্ধকার রহিয়াছে—কয়েক জন দর্শক সেখানে সমবেত হইল। তাহারা সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না। চুম্বকে আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় তাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। করাত, উখা এবং বাটালীর কাজ তখন চলিতেছিল।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাতাস তখন শীতল ও মধুর ভাবে বহিতেছিল। দিবার আলোক তখনও ফুটিয়া উঠে নাই, শুধু অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছিল—তারাগুলি তখন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কালো স্তূপের মত কারাগার—দুই এক জন রক্ষী ছাদের উপর পদচারণ করিতে করিতে রাজপথের আয়োজন দেখিতেছিল।

ক্রমে ক্ষীণ আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রভাতালোকে আশপাশের বাড়ীর সাইনবোর্ডগুলি দেখা যাইতে লাগিল। তখন দেখা গেল, রাজপথে ফাঁসীর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতার কণ্ঠস্বর বাড়িতে লাগিল। আশপাশের বাড়ীর জানালা ও দরজা খুলিয়া গেল। ফাঁসী দেখিবার জন্য সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল।

আজিকার প্রাতঃকাল অতি মনোরম। চারিদিক সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু রাজপথের ফাঁসীর মঞ্চ বীভৎস দেখাইতে লাগিল। সূর্য্য যেন এই মৃত্যুমঞ্চ দেখিতে রাজি নহেন।

পাঁচটা বাজিয়া গেল। ক্রমে ঘটিকাযন্ত্রে ৬টা, ৭টা, ৮টা বাজিয়া গেল। দুইটি প্রধান রাজপথের সংযোগস্থলে তখন জনতা সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুই জন রাহাজানী কারাগারের সম্মুখে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিবে। আর এক জনের রুমস্‌বেরী কোয়ারে ফাঁসী হইবার কথা। বেলা ৯টার সময় একদল অস্ত্রধারী সৈন্য রাজপথ দিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া আসিল। তাহারা রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। একখানি গাড়ী আসিয়া কারা-তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইল। সেনাদল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। সামরিক কর্মচারীরা পদচারণা করিতে লাগিলেন। সকলেই ঘড়ীতে বারোটা বাজিবার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত জনতা অপেক্ষাকৃত নীরব ছিল। কিন্তু সময় যতটা আসন্ন হইতে লাগিল, ততই জনতার গুঞ্জন-শব্দ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে গুঞ্জন-শব্দ গর্জ্জনে পরিণত হইল। যাহারা সংবাদ রাখিত, তাহারা বলিতেছিল, যে জল্লাদের ফাঁসী হইবে, সে খর্ব্বাকার, অপর দীর্ঘকার ব্যক্তির নাম হিউ। ব্লুমসবেরীতে যাহার ফাঁসী হইবে, তাহার নাম বারনাবি।

জনগর্জ্জন এমন প্রবল হইল যে, গির্জ্জার ঘড়ীতে ১১টা বাজিবার শব্দ অনেকেই শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিল না। জনতার মুখের ভাব দেখিয়াই কি ঘটিতেছে, তাহা অট্টালিকাশ্রেণীর দর্শকবৃন্দ বুঝিতে পারিতেছিল। পনের মিনিট পরে আর একবার ঘটিকাযন্ত্রে শব্দ হইল। অমনই জনতার মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত হইল।

এগারটা বাজিয়া ৪৫ মিনিট। জনতার গুঞ্জন তখন ভীষণ অবস্থা ধারণ করিয়াছে, তথাপি বোধ হইতেছিল, সকলেই যেন মূক বনিয়া গিয়াছে। সকলেই ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

অট্টালিকা-সমূহের বাতায়ন দর্শকে আবার ভরিয়া গেল। যাহারা প্রতীক্ষায় থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা আবার জাগিয়া উঠিল। সামরিক কর্ম্মচারীরা এইবার কি আদেশ দিলেন। তখনই সৈনিকরা তরবারি কোষমুক্ত করিল, বন্দুক স্কন্ধে তুলিয়া লইল। রৌদ্রালোকে অস্ত্রগুলি ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন জ্যোতির নদী বহিয়া চলিয়াছে। সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া দুই ব্যক্তি একটি ঘোড়া লইয়া আসিল। গাড়ীতে অশ্ব যোজিত হইল। সমগ্র জনতার গর্জ্জন সহসা যেন মন্ত্রবলে থামিয়া গেল। প্রত্যেক বাতায়ন তখন নরমুণ্ডে পরিপূর্ণ। ছাদের উপর অসংখ্য মানুষ।

বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই কারাগারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জনতাও সেই সময় বলিয়া উঠিল, "টুপী খুলে ফেল। "বেচারা!" কেহ কেহ যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া উঠিল। তখন সকলেরই দৃষ্টি মঞ্চের উপর নিবদ্ধ।

কারাগারের প্রাঙ্গণে তখন তিন জনই নীত হইল।

জনতার শব্দ শুনিয়া নির্ভীকভাবে হিউ বলিল, "শুন্‌ছ, ওরা আমাদের প্রতীক্ষা করছে। রাত্রিতে যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন ওরা জমায়েৎ হচ্ছে, তা বুঝতে পেরেছিলুম। তখুনি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এবার দেখ্‌ব ফাঁসুড়েকে ওরা কি ভাবে গ্রহণ করে। হা, হা, হা!"

ধর্ম্মযাজক সেই সময় অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঐরূপ অসভ্যতাদ্যোতক উল্লাস প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

হিউ বলিল, "কেন, কর্ত্তা? এর চেয়ে সহজভাবে এটা সহ্য করার আর কি ব্যবস্থা আছে? আপনি অনায়াসে এটা পরিপাক করতে পারছেন। ওরকম বিষণ্ণ মুখে আমাকে চুপ করতে বলবেন না। শুনেছি, আপনি নাকি চিংড়িমাছের ভাল চাটনি তৈরী করতে পারেন। আজকেরটা বেশ হয়েছিল! ওটা কি আপনার তৈরী? প্রাতরাশ আজ কি রকম হয়েছে? দর্শকদের বিলুতে পারবেন ত?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "না, তোমার কোন আশা নেই।"

হিউ বলিল, "এটা ঠিক বলেছেন। ভণ্ডামী করবেন না, কর্ত্তা। প্রতি মাসে আপনি আমোদ ক'রে থাকেন। আমাকেও আমোদ করতে দিন। আপনি যদি ভীরু লোক দেখতে চান, ওদিকে চেয়ে দেখুন। আপনি ওকে বরং বোঝাবার চেষ্টা করুন।"

সে ডেনিস্‌কে দেখাইয়া দিল। দুই জন লোক তাহাকে কোনও মতে ঝুলাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার সর্ব্ব-দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া হিউ বারনাবির দিকে চাহিল। সে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল।

"কি আনন্দ, বারনাবি! ভয় পেয়ো না, ছোকরা। ভয়টা ওর জন্য রেখে দেও।"

তাহার দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বারনাবি বলিল, "আমি ভয় পাইনি, হিউ। আমি খুব সুখী। বাঁচবার কোন ইচ্ছে আমার নেই, যদি ওরা ছেড়ে দেয়। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি কি মরতে ভীত? কেউ আমাকে কাঁপতে দেখবে ভাবছ?"

হিউ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল যে, একটা অপার্থিব হাস্য বারনাবির মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাহার নয়নযুগলে অপূর্ব্বদীপ্তি। ধর্ম্ম যাজকও বারনাবির মাঝখানে দাঁড়াইয়া হিউ বলিল, "কর্ত্তা, আমি যদি আপনার জায়গায় হতুম, ত ওকে বেশী কিছু বলতুম না। ও আপনার প্রাতরাশের খিদে নষ্ট করে দেবে তবে আপনি এ ব্যাপারে অভ্যস্ত।"

তিন জনের মধ্যে বারনাবিই সেদিন সকালে অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়াছিল। তখনও তাহার টুপীতে ময়ূরের ভাঙ্গা পালক সন্নিবিষ্ট ছিল। পোষাকপরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন। তাহার দীপ্ত নয়ন, দৃঢ় গতিভঙ্গী, গর্ব্বিত ও দৃঢ়ভাবব্যঞ্জক আচরণ যেন প্রকৃত বীরের মর্য্যাদার দ্যোতক। সে যেন কোন সাধু কার্য্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে চলিয়াছে—শয়তানের কাজ সে করে নাই।

কিন্তু ইহাতেই তাহার অপরাধের গুরুত্ব যেন প্রকাশিত হইয়াছিল। এসবই যেন সে ইচ্ছা-পূর্ব্বক করিয়াছে। আইন তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক যখন বারনাবিকে গ্রিপের নিকট বিদায় লইতে দেখিয়াছিলেন—পনের মিনিট পূর্ব্বের ঘটনা—তখন তিনি মনে মনে অত্যন্ত আহতই হইয়াছিলেন। মৃত্যুর সময়ে মানুষ পাখীকে এত আদর করিতে পারে!—

কারাপ্রাঙ্গণে তখন লোকারণ্য হইয়াছিল। বিচারপতি, সৈনিক, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন। হিউ একবার চারিদিকে চাহিল, কোনও কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকের দিকে ঘাড় নাড়িয়া কি জানিতে চাহিল, কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তিনি বলিয়া দিতেই সিংহের ন্যায় ভঙ্গীতে সে অগ্রসর হইল।

একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে তাহারা নীত হইল। বধ্যমঞ্চের কাছেই সেই কক্ষ। সেখান হইতে বাহিরের সব শব্দই শোনা যাইতেছিল।

উল্লিখিত কক্ষের মধ্যে হাতুড়ি সহ দুই জন কর্ম্মকার দাঁড়াইয়াছিল। হিউ সোজা তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লেদের উপর শৃঙ্খলিত দুই হাত রাখিবামাত্র কর্ম্মকারেরা উহা ভাঙ্গিয়া তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিল। হিউ উদ্ধতভাবে একবার চারিদিকে চাহিল। সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি কাণাকাণি করিতে লাগিল।

ডেনিসকে টানিয়া আনিবার পূর্ব্বেই বারনাবিরও শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ডেনিস সেখানে আসিয়া শেষ আবেদন জানাইল।

সে বলিল, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মত হতভাগ্যকে দয়া করুন। মহামান্য রাজার আমি দীর্ঘকাল সেবা করেছি, একটা ভুলের জন্য আমাকে মেরে ফেলবেন না।"

কারাগারের অধ্যক্ষ বলিলেন, "ডেনিস, তুমি ত সব জান। আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ইচ্ছা থাকলেও আমরা পারতাম না।"

কাঁপিতে কাঁপিতে হতভাগ্য বলিল, "রাজা বা সরকার জানেন না যে, আমিই তাঁদের জল্লাদ। জানলে তাঁরা তখনই আমাকে এখানে আসবার হুকুম দিতেন না। তাঁরা আমার নাম শুনেছেন, কিন্তু আমিই যে সেই ব্যক্তি, তা হয় ত তাঁরা জানেন না। আমি ৩০ বৎসর সরকারের কাজ করেছি। আমার ফাঁসী বন্ধ রেখে কেউ দয়া ক'রে সে কথাটা তাঁদের জানিয়ে আসুন। এমন দয়াময় কেউ নেই যে, এ কাজ করেন?"

এক জন ভদ্রলোক বলিলেন, "মিঃ একারম্যান, লোকটার মনে যাতে না ক্ষোভ থাকে, তার জন্য ওকে জানিয়ে দিন যে, যখন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তখন ওর পেশা জেনেই দণ্ড দেওয়া হয়।"

উভয় কর যুক্ত করিয়া ডেনিস কাতর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বোধ হয় তাঁরা সেজন্যই আমার অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশী দণ্ড দিয়ে ফেলেছেন। অন্য লোকের তুলনায় আমারও এ দণ্ড শতগুণ মন্দ। এ কথা তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হোক্, আমাকে দিয়ে এত লোকের ফাঁসী দেবার পর ঐ দণ্ড আমাকে দেওয়া সঙ্গত হয় নি। যতক্ষণ তাঁরা এ কথা না জানেন, আমার ফাঁসি বন্ধ রাখা হোক্।"

জেলের কর্ত্তা ইঙ্গিত করিবামাত্র দুই জন লোক তাহাকে টানিয়া আনিতে লাগিল। সে তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "একটু থামো। একটু থামো! আমাকে শেষ দয়া দেখান হোক্। আমাদের ৩ জনের মধ্যে এক জনের ব্লুম্স-বরিতে ফাঁসী হবে। আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হোক্, ততক্ষণের মধ্যে আমার জন্য ক্ষমার হুকুম আসতে পারে। নিশ্চয় তা আসবে। ভগবানের দোহাই, আমাকে ব্লুম্স-বরীতে পাঠান হোক্! এখানে আমার ফাঁসী দিও না। এর নাম হত্যা।"

লেদের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল। যখন কামার তাহার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতেছিল, তখন সে পাগলের ন্যায় বলিতে লাগিল যে, হিউয়ের জন্মরহস্যের কথা সে জানে। তাহার বাবা বাঁচিয়া আছেন। তিনি এক জন প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তাহার কাছে পারিবারিক গুপ্ত রহস্যের সংবাদ আছে। সে মরিয়া গেলে সেই সঙ্গে রহস্য লোপ পাইবে—গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে না। এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। একটি কাপড়ের স্তূপের মত দুই জন প্রহরীর মাঝখানে সে পড়িয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘটিকাযন্ত্রে বারোটা বাজিবার শব্দ হইল। বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীরা দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। শেষ শব্দ বাতাসে মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে প্রস্তুত হইল।

সকলে জিজ্ঞাসা করিল, হিউয়ের কোন বক্তব্য আছে কি না।

সে বলিল, "বক্তব্য! না, আমার কিছুই বলবার নেই। আমি প্রস্তুত।" এই সময় বারনাবির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে বলিল, "হ্যাঁ, আমার বলবার কিছু আছে। এ দিকে এস, ছোকরা।"

সে তখন বারনাবির করকম্পন করিল, তখন তাহার ভীমদর্শন মূর্ত্তি যেন অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়া আসিল।

চারিদিকে চাহিয়া সে বলিল, "আমার যদি দশটা প্রাণ থাকত, ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমি জানি, দশবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে, এই ছেলেটিকে বাঁচাতাম। শুধু আমারই জন্য এর প্রাণ যাচ্ছে।"

হাবা বারনাবি বলিল, "তোমার জন্য নয়। ও কথা বলো না। তোমার কোন দোষ নেই, তুমি সব সময়

আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছ। তারাগুলো কেন এত উজ্জ্বল, এবার আমরা জানতে পারব, হিউ।"

বারনাবির মাথায় হাত রাখিয়া হিউ বলিল, "ওর মার কাছ থেকে আমি জোর ক'রে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। তখন পরিণাম ভেবে দেখিনি। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এর কাছেও ক্ষমা চাইছি। এর দিকে চেয়ে দেখ। আপনারা এই ছোকরাকে দেখছেন ?"

সকলেই মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "হাঁ।" কিন্তু কেন যে সে এই কথা বলিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়ানুভব করিল।

অদূরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজককে নির্দ্দেশ করিয়া হিউ বলিল, "ঐ ভদ্রলোকটি গত বারোদিন ধ'রে দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আসছেন। আপনারা দেখছেন আমি কি—মানুষের চেয়ে আমি পশুই বেশী, এ কথা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপনাদের মতই বিশ্বাস আমার মনে আছে। আমি সেই বিশ্বাসের জোরে বলছি, এর জীবনটা রক্ষা করা উচিত ছিল। ও কি, তা ভাল ক'রে দেখুন—চেয়ে দেখুন ওর দিকে !"

বারনাবি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল।

আসন্ন মৃত্যু আজ যেন হিউয়ের ভিতর একটা দুর্ব্বার প্রেরণা দান করিয়াছিল। সে দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল, "এ যদি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ধারণা না হয়, তবে বিশ্বাস কোথায় আছে ? আমি যে ভাবে পৃথিবীতে এসেছি, যে ভাবে বর্দ্ধিত হয়েছি, তাতে এই কঠোর নির্ম্মম পৃথিবীতে আমি অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস কি ক'রে পারি ? এখনো আমি একবারও প্রার্থনার জন্য হাত তুলিনি, তাতেই ভগবানের ক্রোধ আমার উপর নেমে এসেছে ! যে কালো বৃক্ষের আমি পাতা ফল, সেই গাছের উপর আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি। যে লোক আমার জন্মদাতা, আমি তাকে এই অভিসম্পাত করছি, সুকোমল শয্যায় শুয়ে যেন সে প্রাণত্যাগ না করে। সে যেন আমার মতই ভীষণ ভাবে প্রাণত্যাগ করে। দৈশ বাতাস ছাড়া আর কেউ যেন তার জন্য শোক করবার না থাকে। আমার এই প্রার্থনা যেন সফল হয় !"

তাহার বাহু দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল এবং সুদৃঢ় চরণে সে অগ্রসর হইল।

জেলের কর্ত্তা বলিলেন, "আর কিছু বলবার আছে ?"

বারনাবির দিকে না চাহিয়াই সে তাহাকে কাছে আসিতে নিষেধ করিল। তার পর বলিল, "না, আর কিছু নেই।"

"সকলে এগোও !"

হিউ পশ্চাতের দিকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বলিল, "আর একটা কথা। আপনারা কেউ কি কুকুর পছন্দ করেন ? যদি করেন, তা হলেই একটা কথা ব'লে যাব। আমি যে বাড়ী থেকে এসেছি, সেখানে আমার একটা কুকুর আছে, প্রথমতঃ আমার অভাবে সে কেঁদে বেড়াবে, কিন্তু তার পর তার সে ভাব কেটে যাবে, আপনারা বিস্মিত হচ্ছেন যে, এ সময়ে আমি একটা কুকুরের কথা ভাবছি, আমি সত্যি তার কথাই ভাবছি, কারণ, মানুষের চেয়ে সে ঢের ভাল।" বলিয়া হিউ হাসিয়া উঠিল।

আর কোনও কথা না বলিয়া, সে উপেক্ষাভরে নিজের স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। তখন মৃতের জন্য উপাসনা চলিতেছিল। তার পর সে দ্বারপথে নির্গত হইল। তাহার সঙ্গীকে অন্য সকলে টানিয়া লইয়া গেল। দর্শকরা বাকি সব লক্ষ্য করিল।

বারনাবিও সঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিল—সে সর্ব্বাগ্রে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র তাহার ফাঁসী হইবে বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া রাখিল। কয়েক মিনিট পরে সেরিফগণ ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্ববৎ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইল। তার পর অন্য কক্ষ পার হইয়া আর একটি দরজা দিয়া যেখানে শকট প্রতীক্ষা করিতেছিল, বারনাবিকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। সে নত মস্তকে গাড়ীর ভিতর গিয়া বসিল। কোনও দিকে চাহিল না; কারণ, যে দৃশ্য বাহিরে ঘটিয়াছিল, চাহিলেই তাহা দৃষ্টিপথে পতিত হইত। সে দুঃখিত মনে গাড়ীতে উঠিল বটে, কিন্তু শিশুসুলভ একটা আনন্দ ও গর্ব্ব সে অনুভব করিতে লাগিল। সামরিক কর্ম্মচারীরা যে যে যাহার স্থান অধিকার করিলেন। সেরিফের গাড়ী আগে আগে চলিল, সেনাদল-বেষ্টিত হইয়া সকলে চলিল।

ব্লুমসবেরি স্কোয়ারে দুই জন খঞ্জকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। কয়জন নারীও ফাঁসীকাঠে প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু জনতা তখন সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা নিউগেট হইতে দলে দলে বারনাবির ফাঁসী দেখিবার জন্য ব্লুমসবেরী অভিমুখে চলিতে লাগিল।

৭৮

সেই দিন সেই সময়ে মিঃ জন উইলেট্ ব্লাক লায়নের একটি কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকাল হইলেও অগ্নিকুণ্ডের ধারে তিনি বসিয়াছিলেন। তিনি আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়াছিলেন যে, সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে মে-পোলকে আবার গড়িয়া তোলা হইবে। সম্ভবতঃ তিনি এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া থাকিবেন।

সেই সময় জো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, আজ তোমার বেশ স্ফূর্ত্তি হয়েছে দেখছি !"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, তেমন কিছু নয়। তুমি সালওয়ানারদের সম্বন্ধে গল্প কর।"

বৃদ্ধ নলটি তুলিয়া লইলেন।

পিতার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া জো বলিল, "কি বলব, বাবা? শুধু আরও গরীব হয়ে আমি ফিরে এসেছি। তা ছাড়া একটা অঙ্গও হারিয়ে এসেছি। তুমি ত তা জান।"

"আমেরিকা সালওয়ানারসদের রক্ষা করবার সময় তোমার হাত বাদ পড়েছিল।"

হাসিতে হাসিতে জো বলিল, "ঠিক তাই। সেই কথা-টাই আমি তোমাকে বলতে এসেছিলুম। যার এক হাত নেই, এই সংসারে তার থাকায় কোন প্রয়োজন নেই।"

মিঃ উইলেট এ বিষয়ে কোন প্রকার বিবেচনা করিতে রাজি ছিলেন না। সে জন্য তিনি কোন কথাই বলিলেন না।

জো বলিল, "যাই হোক, এ রকম অঙ্গহীন লোক অন্য লোকের মত জীবিকা উপার্জ্জন করবার সুযোগ পায় না। তার এমন বলবার ক্ষমতা নেই, এ কাজে আমি হাত দেব, বা ও কাজে আমি হাত দেব না। শুধু যা সে পারে, তাই করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তুমি কি বল?"

তিনি তখন বারবার "সালওয়ানারসদের" রক্ষার কথা আবৃত্তি করিতেছিলেন, পুত্র তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছে দেখিয়া একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, "কিছু না।"

"বাবা, তুমি ভেবেছিলে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ থেকে মিঃ এডোয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরে এসেছেন। আমি যে দিন যাই, সেই দিনই তিনি জাহাজে চ'ড়ে একটা দ্বীপে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁর এক জন সতীর্থ বসবাস করে-ছিলেন। উনি তাঁরই সম্পত্তিতে একটা কাজের ভার নেন। তাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অল্পদিনেই তিনি বেশ উন্নতি লাভ করেছেন। কাজের জন্য মিঃ এডোয়ার্ড ইংলণ্ডে এসেছেন। আবার শীঘ্রই সেখানে ফিরে যাবেন। প্রায় এক সময়েই দুজনেই দেশে ফিরে এসেছিলুম। তখন দেশ অরাজক। সে সময়ে এসে ভালই করেছিলুম। কারণ, পুরানো বন্ধুদের উপকার করতে পেরেছিলুম। তা ছাড়া আমারও কাজের সুবিধা হয়ে গেছে। তিনি আমায় কাজ দিতে চাচ্ছেন। আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব। তাই একটা হাত নিয়েই আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চাই।"

কথাটা শুনিয়া মিঃ উইলেট চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। তাঁহার মানস দৃষ্টির সম্মুখে বৈদেশিক যাবতীয় স্থান অসভ্য বর্ব্বরের স্থান বলিয়া মনে হইল। সে সকল স্থানে শান্তি নাই—খালি যুদ্ধ-বিগ্রহ। পুত্রের কথায় তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় ডলি ভার্ডেন দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জোর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার শ্বেত-বাহুযুগল জোর কণ্ঠে সংলগ্ন হইল।

জো বলিয়া উঠিল, "ডলি! ডলি!"

"হ্যাঁ, ঐ নামে আমার ডাক। আমার সঙ্গে উপেক্ষা-ভরে কথা বলো না—দূরে ঠেলে রেখো না; আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করো না। আমি অনেক অনুতাপ করেছি। আমায় যদি ঠেলে রাখ, আমি ম'রে যাব।"

জো বলিল, "আমি তোমায় তিরস্কার করব?"

"হ্যাঁ, তুমি যত সত্য কথা বলেছ, সব তীরের মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। তুমি আমার জন্য অনেক দুঃখ সহ্য করেছ, আমার খেয়ালের জন্যই তুমি এত কষ্ট পেয়েছ—অথচ তুমি আমার জন্য কি না করেছ! তুমি এত মহৎ জো—"

জো তাহাকে কোন কথাই বলিতে পারিল না। সে নির্ব্বাক্ রহিল। শুধু তাহার একমাত্র বাহু যেন শত কথা বলিয়া উঠিল। সেই বাহু ডলির কটিদেশ বেষ্টন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠযুগল মূক হইয়া রহিল।

তাহার আরও কাছে সরিয়া গিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ডলি বলিল, "তুমি যদি একটি কথায় বলতে যে, আমি তোমার এত সহিষ্ণুতার কত অযোগ্য, জয়লাভ করে যদি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে, আমি তা অনায়াসে সহ্য করতে পারতাম।"

"জয়লাভ! আমার চেহারায় তাই দেখা যাচ্ছে বটে!"

নয়নের অশ্রুধারা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে তাহার সমগ্র প্রাণ কেন্দ্রীভূত করিয়া ডলি বলিল, "হ্যাঁ, জয়লাভই বটে! আমি তা জানি, জেনে সুখী। প্রিয়তম, তাতে আমার দর্প বেশী ক'রে চূর্ণ হ'ত না। এই স্থানে আমরা দুজনে যে কথা বলেছিলুম, তার স্মৃতি আমি ভুলি নি। অতীতকে আমি ভুলতে পারব না। আমাদের বিচ্ছেদ যেন গতকল্যকার ঘটনা।"

জো এখন যে দৃষ্টিতে চাহিল, প্রেমিকগণ কি সেই ভাবেই দৃষ্টিপাত করে?

ডলি বলিল, "প্রিয়তম জো! আমি চিরদিন তোমাকেই ভালবেসেছি। আমার অন্তর চিরদিনই তোমাকে কামনা করেছে। অথচ বাইরে আমি তা দেখাতে পারতুম না। সে রাত্রিতে আমি ভেবেছিলুম, তুমি আবার ফিরে আসবে। আমি মতজানু হয়ে সেই প্রার্থনাই করেছিলুম। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এক দিনও আমি তোমাকে ভুলিনি। রোজই মনে হ'ত, আবার আমরা মিলিত হব।"

তাহার বাহুলতা রসনার অপেক্ষাও ভাষাময় হইয়া উঠিল। ওষ্ঠ-যুগলও তাহাই করিল—তথাপি মুখ ফুটিয়া সে কিছুই বলিল না।

কম্পিতকণ্ঠে ডলি বলিল, "তুমি যদি পীড়িত হতে, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হয়ে পড়ত, তুমি যদি দুর্ব্বল, রুগ্ন, বিশেষভাবে রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে; তুমি এখন যা আছ, তার পরিবর্ত্তে যদি অপর সকলের দৃষ্টিতে তুমি অপদার্থ মানুষ ব'লে পরিগণিত হতে, তবু এখন আমি

তোমারই পত্নী হতুম। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লর্ডের অপেক্ষাও অবস্থায় আমি তোমার জন্ম গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করতুম।"

জো বলিল, "আমি কি করেছি, যার জন্ম আজ এই পুরস্কার আমার অদৃষ্টে ঘটে গেল?"

সুন্দর আনন জোর দিকে উন্নত করিয়া ডলি বলিল, "তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তোমার মূল্য কি, আর আমিই বা কি। আমি যা ছিলুম, তার চেয়ে তুমি আমাকে আরো ভালো ক'রে তুলেছ; তোমার পৌরুষের যথার্থ যোগ্য ক'রে তুমি আমাকে তুলেছ। আরও কিছুদিন পরে তুমিই বুঝতে পারবে, তুমি আমাকে কি ক'রে গড়ে তুলেছ। এখন আমাদের যৌবন আছে, আশা আছে, কিন্তু যখন আমাদের বয়স হবে, যখন আমরা বুড়ো হয়ে পড়ব, তখন বুঝতে পারবে, আমি তোমারই ক্লান্তিহীনা স্ত্রী, কিছুতেই আমি অধীর হব না, বিচলিত হব না। আমাদের গৃহ এবং তুমি ছাড়া আমার অন্ত কোন চিন্তাই থাকবে না। কি ক'রে তোমায় সুখী করা যাবে, আমি শুধু তাই অভ্যাস করব। সমগ্র প্রাণ দিয়ে আমি তোমায় ভালবাসব। নিশ্চয়—দেখ, নিশ্চয় তা করব।"

জো মুখে কিছু বলিল না, তাহার একমাত্র বাহু তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিল।

ডলি বলিল, "বাড়ীর সবাই এ কথা জানে। তোমার জন্ম আমি তাদেরও পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু তারা সব জানে এবং এতে মত দিয়েছে, খুসী হয়েছে। আমি যেমন তোমার জন্ম গর্ব্ব অনুভব করছি, তারাও তাই করছে। সবাই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। প্রাণাধিক জো, এবার থেকে গরীব বন্ধুর মত তুমি আমাকে দেখতে আসবে, এ কথা আর বলবে না ত?"

উত্তরে জো কি বলিল, তাহাতে কিছু যায় আসে না। তবে জো অনেক কথাই বলিল। ডলিও তাহাই। একবাহুর দ্বারা জো ডলিকে বেশ দৃঢ়ভাবেই ধরিয়া রাখিল। ডলি কোন বাধাই দিল না। জগতে মানুষ যদি সুখী হইবার অধিকারী হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, তাহারা সুখী হইয়াছিল।

মিঃ জন উইলেট এ দৃশ্যের নির্ব্বাক দর্শক। তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহার তুলনায় যদি ডানাবিশিষ্ট হরিণ, ঈগলপাখী বা পক্ষবিশিষ্ট হস্তী জোকে উড়াইয়া লইয়া যাইত, তাহাতে মিঃ উইলেট অধিক বিস্ময় অনুভব করিতেন না। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

ডলিকে পিতার কাছে লইয়া গিয়া জো বলিল, "বাবা, এ কে, তা তুমি জান বোধ হয়?"

বৃদ্ধ উইলেট একবার জো, আরবার ডলির দিকে চাহিলেন। তার পর পুনরায় ডলির দিকে চাহিয়া নলে টান দিলেন। কিন্তু আগুন অনেক আগে নিভিয়া গিয়াছিল—ধূম নির্গত হইল না।

"বাবা, একটা কথা বল। বল—তুমি কেমন আছ?"

বুড়া বলিলেন, "নিশ্চয়, জো। কেন বলব না?"

জো বলিল, "তাই ত, কেন বলবে না।"

পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ, কেন বলব না।" বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নীরবে বসিয়া থাকিবার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়, জোসেফ, কেন বলব না?" তার পর তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

৭৯

বৃদ্ধ জন গোল্ডেন কি অভিমুখে বেড়াইতেছিলেন না। সে দিকে তাঁহার যাইবার কথা নহে।

গোল্ডেন কি পথের ধারে তালা-নির্ম্মাতার বাড়ী দাঙ্গাকারীরা অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ইদানীং তাহার সংস্কারসাধন হইয়াছিল। নূতন চুণকাম করার ফলে উহার শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দোকানের বাতায়নগুলি তখন রুদ্ধ ছিল। দরজা ঈষন্মুক্ত, কিন্তু হাতুড়ির শব্দ নীরব। বাড়ীতে লোকজন নাই, এমনই বোধ হইতেছিল।

দ্বারসান্নিধ্যে মিঃ হেয়ারডেলের সহিত মিঃ এডোয়ার্ড চেষ্টারের দেখা হইয়া গেল। উভয়ে একে একে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, উভয়েই এখানে বাস করিতেছেন।

সিঁড়ি বাহিয়া উভয়ে দ্বিতলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভার্ডেন বলছিলেন, যাকে কাল বৈকালে এখানে আনা হয়েছে।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "তিনি উপর তলার ঐ ঘরে আছেন। তাঁর শোক এত বেশী যে, বর্ণনার অতীত। এঁরা তাঁর জন্ম যা করেছেন, তার তুলনা নেই, তা আপনি ভালই জানেন, স্যার।"

"তা আমি জানি। ভগবান্ ওদের ভাল করবেন। ভার্ডেন কি বাইরে গেছেন?"

"আপনি যে লোক পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গেই তিনি বাড়ী ফেরেন। সারারাত তিনি বাইরে আপনার সঙ্গেই ঘুরেছিলেন, তা ত আপনি জানেনই।"

"হাঁ। তিনি না থাকলে আমি দক্ষিণ হস্তের অভাব অনুভব করতুম। আমার চেয়েও তিনি বয়সে বড়, তবু কিছুতেই তিনি ক্লান্ত হন না।"

"জগতে তাঁর মত আমুদে এবং দৃঢ়চেতা লোক কমই আছে।"

"তাঁর মত লোক আমি দেখিনি। যা তিনিবপন করেন, তাই কর্ত্তন করেন, বেশী তিনি চান না।"

ইতস্ততঃ করিয়া এডোয়ার্ড বলিলেন, "সব লোক এ রকম ক'রে সুখ পান না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ফল হবার আগেই আমরা শস্য কর্ত্তন করবার চেষ্টা করি। আমাকে তুমি তাই করেছ।"

এডোয়ার্ড হেয়ারডেলের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না।

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "মানুষের এই স্বাভাবিক মনের ভাব প'ড়ে নিতে বেশী কষ্ট হয় না। কিন্তু তবু তোমার ভুল হয়েছে। আমারও শোকের যথেষ্ট হেতু আছে, কিন্তু তবু আমি ঠিক সহ্য করতে পারিনি। যেখানে শুধু বেঁকে পড়া উচিত, আমি সেখানে ভেঙ্গে পড়েছি। যারা সব সহ্য করতে পারে, তারা জগতের সকলকেই ভাই ব'লে মনে করে। আমি জগতের বাইরে গিয়ে পড়েছি, তাই আমি শাস্তির মূল্য দিচ্ছি।"

এডোয়ার্ড তাঁহাকে বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু মিঃ হেয়ারডেল বলিয়া চলিলেন, "এখন এড়াবার আর পথ নেই। সময়ে সময়ে মনে হয়, যদি জীবনকে আবার নতুন ক'রে চালাতে হয় ত, আমার এই দোষ পরিহার করতে হবে। কিন্তু মনে মনে এই শুভ সংকল্প করলেও যে দুঃখ ভোগ করেছি, আর তা ভোগ করতে চাইনে। অতীতকে বিসর্জ্জন দিয়ে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে চাইলেও, আমার ভয় হয়, আমি হয় ত সেই লোকই থাকব—পরিবর্ত্তন হবে না।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমার ধারণা, আপনি নিশ্চয় পারবেন।"

মিঃ হেয়ারডেল উত্তর করিলেন, "তোমার এ রকম ধারণা দেখে আমি সুখী হলুম। তবে আমি নিজেকে যা জানি, তাতে নিজের উপর আমার বিশ্বাস নেই। অবশ্য এ বিষয়ে আলোচনা এখন বন্ধ থাক, আর এক সময়ে হবে। তুমি আমার ভাইঝিকে এখনো ভালবাস। আর সেও তোমার প্রতি অনুরাগিণী।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমি তাঁর মুখ থেকেই সে আশ্বাসবাণী পেয়েছি। আপনি নিশ্চয় জানেন, জীবনে আমি কোন আশীর্ব্বাদের বিনিময়েই তাঁকে হারাতে পারি না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তুমি স্পষ্টভাষী, সাধুচরিত্র এবং স্বার্থপরতাবর্জ্জিত। আমার মন তোমার উপর বিরূপ থাকলেও তুমি জোর ক'রে আমার মনে ঐ ধারণা উৎপাদন করেছ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এখানে থেকো।"

তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই ভাইঝিকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

উভয়ের দিকে পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "প্রথম দিনেই আমার ভাইঝির পিতৃভবনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে বলেছিলুম, এ বাড়ীতে তুমি আর ফিরে এস না।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আমাদের ভালবাসার ফলে সেই আমার ওখানে প্রথম যাওয়া। সে কথা আমি ভুলে গেছি।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "তোমার বংশ-পরিচয় আমি কোন দিন ভুলিনি। আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি ও অন্যায় আচরণের কথা স্মরণ করেই সে রকম উত্তেজিত হয়েছিলুম। কিন্তু কোন সময়েই আমি আমার ভাইঝিকে প্রকৃত সুখী করার চিন্তা ত্যাগ করিনি। তখনও না, এখনো না। আমার প্রকৃতি যতই খারাপ হোক্, আমার যাকে সুখী করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। ওর পিতার স্থান আমি অধিকার ক'রে থাকব, পিতৃহীনা হয়ে সে অভাব বোধ করবে, এ আমি হতে দেব না, এই আমার সংকল্প।"

ইমা বলিলেন, "জ্যেঠা মশাই, আমার বাবার কথা মনে পড়ে না, আমি আপনাকেই আমার বাবা ব'লে জানি। আর সকলের স্মৃতি আমি পূজা করি বটে, কিন্তু আপনাকেই আমি চিরদিন ভালবেসে এসেছি। আপনার কাছ থেকে আমি পিতৃস্নেহ পেয়ে এসেছি। এত স্নেহ কোথাও পাইনি।"

তিনি বলিলেন, "তুমি আমায় বেশী ভালবাস, তাই বাড়িয়ে বলছ। তবু তোমার কথাগুলো শুনতে আমার ভাল লাগ্‌ছে। আর একটু আমার কথা সহ্য কর, এডোয়ার্ড। আমরা দুজনে অনেক দিন এক সঙ্গে কাটিয়েছি। তোমার হাতে একে অর্পণ করলে, ওর ভবিষ্যতের সুখের পথ বন্ধ হবে ব'লে আমার ধারণা। তবু একটু চেষ্টা ক'রে দেখছি।"

তিনি ইমাকে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন। মুহূর্ত্ত পরে তিনি বলিলেন, "এডোয়ার্ড, আমি তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ব্যবহার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি আন্তরিক ভাবে এ কথা বল্‌ছি। এক সময়ে আমি তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা প্রতারণা করেছি, সে কথা তোমাদের দুজনের কাছেই আমি স্বীকার করছি। আমি নিজে কিছু করিনি, তবে সহায়তা করেছিলুম। তাই তোমরা দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে।"

এডোয়ার্ড বলিলেন, "আপনি নিজের সম্বন্ধে বড় অবিচার করছেন। এ সব কথার আলোচনা বন্ধ থাক।"

তিনি বলিলেন, "আমি অতীতের দিকে চাইলেই আমার কাজগুলো আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকে। তোমার কাছ থেকে পূর্ণ ক্ষমা না পেলে আমি যেতে পারছি না। এখন আমার জীবনের কোন কাজ নেই। আমি এখন থেকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করব।"

ইমা বলিলেন, "আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমার সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আপনার কাছ থেকে যে স্নেহভালবাসা পেয়েছি, তার জন্ত আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব—আপনাকে ভুলতে পারব না' ভবিষ্যতেও আমরা আশা রাখি।"

বিষাদপূর্ণ মনে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ভবিষ্যৎ তোমাদের কাছে উজ্জ্বল ও মধুর। তোমরা ভবিষ্যৎকে মাল্যভূষিত ক'রে রাখো। আমার ভবিষ্যৎ অন্ত রকম। তা শান্তিপূর্ণ—উত্তেজনারহিত। তোমরা যখন ইংলণ্ড ছেড়ে চ'লে যাবে, আমিও এ দেশে থাকব না। বিদেশে অনেক নির্জ্জন গুহা পাব। আমার জীবনের দুটো বড় কাজ শেষ হয়েছে, নির্জ্জন গুহাই এখন আমার পরম আশ্রয় হবে। তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। আমার জীবন শেষ হয়ে আস্‌ছে। যাক্, সে কথার আলোচনা পরে হবে। ইমা, তুমি আমাকে আনন্দপূর্ণ উপদেশ দিও।"

ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিলেন, "আপনি তা নেবেন ত?"

ইমাকে চুমা দিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তা শুনবো, যদিও এখন তা শুন্‌তে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কিন্তু পরে পরিণাম ভাল হয়। যাতে তা হয় না, তা মন্দ।"

এডোয়ার্ডের দিকে ফিরিয়া তিনি কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার ভাল কাজ এবং সৌভাগ্য সমতুল্য। আমি এত দিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইমার ধনরক্ষক ছিলুম। এক সময়ে সম্পত্তি প্রচুর ছিল, এখন তার যা অবশেষ আছে, তা সামান্ত হলেও আমি তা তোমাদের দিয়ে যাব। আমার অর্থের আর কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা বিদেশে যাচ্ছ, এতে আমি সুখী। আমাদের অভিশপ্ত অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকুক। কয়েক বৎসর পরে যখন তোমরা ফিরে আস্‌বে, তার চেয়ে ভাল বাড়ী তৈরী ক'রে নিতে পারবে। আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু ত?"

মিঃ হেয়ারডেলের প্রসারিত কর এডোয়ার্ড সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

মিঃ হেয়ারডেল করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকেই ইমার স্বামী নির্ব্বাচিত করলুম। ওর বাবা অতি সদাশয় ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে তুমি তাঁকে সুখী করতে। তাঁরই নাম ক'রে আমি ইমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করলুম—তাঁর আশীর্ব্বাদ তুমি পাবে। এই কাজ করে আমাকে যদি জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়, তা হলে পরম সুখেই আমি বিদায় নেব।"

ইমাকে তিনি এডোয়ার্ডের হাতে অর্পণ করিলেন। তার পর সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সেই সময় বাহিরে কোলাহল শুনা গেল। সকলেই ইহাতে চমকিত হইয়া থামিয়া পড়িলেন।

বাহিরে প্রচণ্ড জয়নাদ হইতেছিল। ক্রমেই শব্দ নিকটতর হইতে লাগিল।

মিঃ হেয়ারডেল তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এখনি এ সব বন্ধ করতে হবে। এমন হবে আগেই বুঝেছিলুম, তাই সতর্ক হয়েছিলুম। আমি এখনি ওদের কাছে যাচ্ছি।"

কিন্তু মিঃ হেয়ারডেল দ্বারসন্নিধানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই—মিঃ এডোয়ার্ড টুপী হাতে লইতে না লইতেই, উপরতলা হইতে একটা চীৎকার শোনা গেল এবং মিসেস্ ভার্ডেন প্রায় মিঃ হেয়ারডেলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "মশাই, সে সব শুনেছে। একটু একটু ক'রে আমরা সব কথা তার কাছে ভেঙ্গেছি, এখন সে প্রস্তুত হয়েছে।" বলিতে বলিতে মহিলাটি প্রায় চেতনাশূন্ত হইয়া পড়িলেন।

সকলে ছুটিয়া গিয়া বাতায়ন খুলিয়া ফেলিলেন। রাজপথে জনতা। জনতার মধ্যে তালানির্ম্মাতার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বপু দেখা গেল। জনতা একবার তাঁহাকে কোলে করিয়া ঘাড়ে তুলিয়া নাচিতেছে; আবার ছুটিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ ভার্ডেন জনতার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিয়া গলার স্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

সেই জনতার মধ্যে বারনাবির বিবর্ণ মুখ দৃষ্ট হইল। ভার্ডেন তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। বারনাবির সূক্ষ্ম দেহ নহে—তাহার স্থূল, মেদমজ্জা-গঠিত দেহ।

পর-মুহূর্ত্তে জনতাকে বলপূর্ব্বক সরাইয়া দেওয়া হইল। বারনাবি অবশেষে সোপানপথে ত্রিতলে উঠিয়া তাহার মাতার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিল।

ভার্ডেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এমন সুফল কখন দেখিনি। কিন্তু জনতার হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। ওদের দয়া অসহ্য হয়ে উঠেছিল, মশাই।"

মৃত্যুদণ্ড হইতে বারনাবিকে রক্ষা করিবার জন্ত পূর্ব্ব দিবস তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা নিরস্ত হন নাই। রাত্রিকালে তাঁহারা বিচারক ও জুরীদিগের কাছে হাজির হইয়া বারনাবির অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। প্রভুত্বশালী লোকদিগের সাহায্য লাভ করিয়া তাঁহারা যুবরাজ এবং রাজার কাছেও আবেদন করিলেন। অবশেষে পুনরায় অনুসন্ধানের জন্ত আদেশ বাহির হইল। মন্ত্রীর সাহায্যও পাওয়া গেল। অনুসন্ধানফলে প্রকাশ পাইল, যাহারা বহুকাল হইতে বারনাবিকে দেখিয়া আসিতেছে, সকলেই বারনাবির বুদ্ধিহীনতা, জন্মগত বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ দিল। বেলা ১১ টা হইতে ১২ টার মধ্যে বারনাবিকে মুক্তি দিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। অশ্বারোহী দূত বারনাবির মুক্তির আদেশ সহ প্রেরিত হইল। বধ্যমঞ্চে গাড়ী পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ গিয়া পৌছিল। তখন বারনাবিকে

আবার কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল। মিঃ হেয়ারডেল, ভার্ডেনের উপর বাকি কাজের ভার দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ভার্ডেন বলিলেন, "কথাটা যাতে প্রচার না হয়, এর জন্ত আমি চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু পথে এসে দাঁড়াতেই কথাটা প্রকাশ পেয়ে গেল। শত্রুরা আমায় যখন বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু বন্ধুদের এই উৎপীড়ন শত্রুর উৎপীড়ন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর।"

অবশ্য গেব্রিয়েল এ কথা বলিলেও, সমগ্র ব্যাপারটা অপ্রিয় হয় নাই। বরং এইরূপ একটা শোভাযাত্রা হয়, ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

যাহা হউক, বারনাবিকে ফিরিয়া পাইয়া সকলেই আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সকলের সহিত যথাযোগ্য আলাপ-পরিচয় করিবার পর বারনাবি তাহার মাতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তার পর ভূমির উপরই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

এই আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্যের পর আর একটি বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা করা যাইতেছে। উহার দর্শক জন কয়েক মাত্র।

• সমাধিক্ষেত্রের দৃশ্য। রাত্রি তখন দ্বিযাম উত্তীর্ণপ্রায়। দর্শকগণের এক জন এডোয়ার্ড চেষ্টার, এক জন ধর্ম্মযাজক, জনৈক কবর-খননকারী এবং চারি জন বাহক। নবখনিত কবরের পার্শ্বে সকলেই দাঁড়াইয়াছিল। এক জন শববাহক একটি লণ্ঠন তুলিয়া ধরিল। উহারই ক্ষীণ আলোকে ধর্ম্মযাজক বাইবেল হইতে একাংশ পাঠ করিলেন। তার পর শবাধারের উপর মুহূর্ত্তের জন্ত গ্রন্থখানি রাখা হইল। সকলে তার পর শবাধার গর্ত্তের মধ্যে নামাইয়া দিতে গেল। উহাতে কোনও পরিচয়জ্ঞাপক লেখা ছিল না।

নামগোত্রহীন মানুষের কবরের উপর মাটীর চাপ পড়িতে লাগিল। তার পর পায়ের চাপ দিয়া মাটী সমান করা হইল। অবশেষে সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ধর্ম্মযাজক এডোয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জীবিত অবস্থায় একে আগে দেখেন নি?"

"কয়েক বছর আগে প্রায়ই দেখেছি। কিন্তু সে যে আমার ভাই, তা জানতাম না।"

"কখনো জান্‌তে পারেন নি?"

"না। গতকল্য সে আমার সঙ্গে দেখা করতে অসম্মত হয়েছিল। অনেকবার আমি তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম।"

"তবু রাজি হয় নি? এটা ভারী অস্বাভাবিক।"

"আপনার কি তাই মনে হয়?"

"আমার মনে হচ্ছে, আপনার তা অনুমান হয় নি।"

• "ঠিক্ তাই। অকৃতজ্ঞতা রাক্ষসের কথা শুনে জগৎ স্তম্ভিত হয়।"

উভয়ে ফটকের কাছে পৌঁছিলেন। তার পর বিদায় লইয়া যে যাহার পথে চলিয়া গেলেন।

৮০

সে দিন অপরাহ্ণে বিশ্রামের পর, ভার্ডেন ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। মিসেস্ ভার্ডেনও সুসজ্জিত হইয়া বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

ভার্ডেন প্রসন্নদৃষ্টিতে পত্নীর কার্য্য-কলাপ দেখিতেছিলেন। তিনি ঘরটিকে ফুল দিয়া সাজাইয়াছিলেন। জোসেফ উইলেট ও ডলির জন্ত এই আয়োজন। উভয়ে বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিলে চা পান চলিবে। উনানে কেটলিতে জল ফুটিতেছিল।

জোসেফ ও ডলি হাত ধরাধরি করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চারিজনে বসিয়া—পুরাতন দিনের অনেক কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। ভার্ডেন জোকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, মেপোলে ঝড়ের রাত্রিতে জো ডলির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

মিসেস্ ভার্ডেন আলোচনাপ্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, প্রথম হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, জো ডলিকে ভালবাসে। সেজন্ত তিনি তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মেপোল হইতে রাত্রিকালে গাড়ীর পাশে পাশে জো যখন অশ্বারোহণে আসিয়াছিল, তখনও তিনি বুঝিয়াছিলেন, ডলির প্রতি জোর প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়াছে। তার পর বাড়ী আসিয়া ডলি যখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখন তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ডলিও জোর অনুরাগিণী।

এইরূপ আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হইল। জো নিজেই ব্যাপার কি জানিবার জন্ত উঠিয়া গেল। ডলিও ছুটিয়া গেল। উভয়ে পথের মধ্যে এত বিলম্ব করিতে লাগিল যে, ভার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা যদি দরজা না খোল, তবে আমিই যাচ্ছি।"

ইহাতে লজ্জারক্ত-মুখে ডলি বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেল। জোও খুব শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল।

জো যখন ফিরিয়া গেল, তখন তাহার দিকে চাহিয়া তালা-নির্ম্মাতা বলিলেন, "ব্যাপার কি? তুমি অত হাসছ কেন?"

"না, কিছু না, স্যার। সে আসছে।"

"কে আসছে?" বলিয়া মিসেস্ ভার্ডেন চমকিত হইয়া উঠিলেন। মিঃ ভার্ডেন চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া বসিলেন।

তখনই কোনও লোক ঘরে প্রবেশ করিল না বটে, কিন্তু ভারী জিনিষ টানিয়া আনিবার শব্দ শোনা গেল।

ডার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "মিগস্ ফিরে এলো না কি?"

হাঁ। সেই বটে। একটি বালকের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মিগস্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিল। তাহার নয়নে অশ্রুধারা।

বিরক্তিভরে তাহার দিকে চাহিয়া ডার্ডেন বলিয়া উঠিলেন, "সেই পুরোনো কাহিনী! চিরদিনই এ মেয়েটি অভিনয় করেই চলবে।"

মিগস্ বলিল, "হে প্রভু, হে মিস্, এই মিলনব্যাপারে আমি কি নিজের ভাব প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারি?"

তালা-নির্ম্মাতা স্ত্রীর দিক্ হইতে ডলি এবং ডলির দিক্ হইতে জোর দিকে চাহিলেন। তার পর মিগ্‌সের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

মিগ্‌স্ বলিল, "অতঃপর মিঃ জো এবং মিস্ ডলির মিলন! এত বাধাবিঘ্ন আপত্তির পর। এত বড় ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ কিছু জানলুম না—ওদের জন্ম চা তৈরী ক'রে দিতে পারলুম্ না! আজ আমার মনে এমন একটা মধুর ভাব আস্‌ছে!"

তার পর মিগ্‌স জানাইল যে, সে এখনই ফিরিয়া আসিতেছে। এই বলিয়া সে তাহার বাক্সটি উপর তলে লইয়া যাইবার আয়োজন করিল।

পত্নীকে ডাকিয়া ডার্ডেন বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি কি ওকে রাখ্‌তে চাও?"

তিনি বলিলেন, "আমি রাখ্‌তে চাই! ওর সাহস দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। ও এখুনি এখান থেকে চ'লে যাক্।"

কথাটা সে শুনিতে পাইল। বাক্সটার উপর হইতে হাত নামাইয়া সে নীরবে দাঁড়াইল।

তালা-নির্ম্মাতা বলিলেন, "ওগো বাছা, তোমার মনিব কি বলছেন শুনছো? তুমি চলেই যাও। একটু দাঁড়াও, এত দিন এখানে চাকরী করেছ, এটা সেজন্ম নেও।"

ব্যাঙ্কনোটখানা লইয়া মিগস্ মণিব্যাগে রাখিয়া দিল।

তার পর মিগস্ বলিল, "মিস্! সময় বদলে গেছে দেখ্‌ছি। এখন আমাকে না হ'লেও আপনার চ'লে যাবে ভাবছেন? আমার সাহায্য না নিয়ে ওদের আপনি দাবিয়ে রাখবেন? এখন আর কাকেও তিরস্কার করবার প্রয়োজন বোধ হয় হবে না? আপনি এমন স্বাধীন হয়েছেন দেখে, আমি খুশী আছি।"

বলিতে বলিতে মিসেস্ ডার্ডেনের দিকে কাণ রাখিয়া অন্য সকলের দিকে চাহিয়া বলিয়া চলিল, "খুব খুশী হয়েছি মিস্। তবে বাধ্য হয়ে আপনাকে শেষে মত দিতে হয়েছে, এজন্য আমি দুঃখিত। ছি, ছি, ছি! মিঃ জোর সম্বন্ধে আপনি কত দুর্নাম করেছেন, এখন তাকে জামাতা করতে হয়েছে ব'লে আপনার অবশ্যই বিরক্তি বোধ করতে হয়েছে। বিস্মিত হচ্ছি, মিস্ ডলি অবশেষে ওকেই বিয়ে করতে চলেছেন।"

মিগস্ উত্তরের প্রতীক্ষা করিল; কিন্তু কেহই তাহার সহিত কথা বলিল না। তখন সে আবার বলিতে লাগিল, "মিস্ ডলি হাসতে পারছেন দেখে আমি খুশী হলুম। মানুষ হাসে, এটা আমি খুব পছন্দ করি। মিস আপনিও হাসুন। তবে হাসবার জিনিষ কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, মিস্? ছেলেবেলা থেকে মিস্ ডলি বাবুয়ানা ক'রে বেড়িয়ে শেষে এক জন সাধারণ সৈনিককে বিয়ে করতে চলেছেন, আবার তাতে একখানা হাত নেই, এটাতে হাসি আসে কি? ছি, ছি! এক হাত হারা লোককে আমি কখনই স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারতুম না। দুখানা হাতই চাই।"

মিগস্ কোনও দিক হইতে প্রতিবাদের কথা শুনিতে না পাইয়া আর থাকিতে পারিল না। সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার সঙ্গে যে বালকটি আসিয়াছিল, সে তাহার ভগিনীপুত্র। অন্য কোনও কিছু না পাইয়া, সে তাহার উপর আপাতত হইয়া বালকের কেশ উৎপাটন করিতে লাগিল। তার পর তাহাকে বলিল যে, এমন অপমানের পর সে আর কতক্ষণ এখানে থাকিবে?

উভয়ে বাক্সটি টানাটানি করিয়া পথে লইয়া গেল। বালকটি প্রহৃত হইয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। মিগস্ নিজের আসবাবের উপর বসিয়া অন্য লোকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তালানির্ম্মাতা বলিলেন, "মার্থা, ওর কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়াই উচিত। ওর দোষ তুমি এখন বুঝতে পেরেছ, সুতরাং আর চিন্তা নেই। ডলি এখন আমাদের একটা গান শোনাক, তা হলে এই বাধার পরও আমরা আনন্দ অনুভব করতে পারব।"

৮১

আরও এক মাস চলিয়া গিয়াছে, এখন আগষ্ট মাস শেষ হয় হয়। এই সময় মিঃ হেয়ারডেল ব্রিষ্টলের ডাক গাড়ীতে টিকিট করিবার জন্য একা দাঁড়াইয়াছিলেন। এডোয়ার্ড চেষ্টারের সহিত আলোচনার পর কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তবে তাঁহার আকারে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই যেন তিনি বুড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় তাঁহার আনন রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তিনি একা—তাঁহার হৃদয় যেন শুষ্ক ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল।

জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এডোয়ার্ডের হাতে সমর্পণ করিয়া এখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাব তিনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেন নাই। গতকল্য তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায়

লইয়া আসিয়াছিলেন। চিরদিনের জন্য বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি আর একবার লণ্ডনে চলিয়াছিলেন। পুরাতন গৃহ আর একবার দেখিয়া আসিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল।

যে যুগের কথা হইতেছে, তখন যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা ছিল। যাত্রাশেষে তিনি সহরের রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্নিহিত একটি পান্থশালায় তিনি আশ্রয় লইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ কাহাকেও জানাইবেন না। একটিমাত্র রাত্রি সহরে বাস করিবেন। তালা-নির্ম্মাতার সহিত দেখা করিতেও তিনি চাহিলেন না।

পরদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিলেন, কিন্তু দেহের অবসাদ যেন ঘুচিল না। সারা দিন তিনি ঘরের মধ্যে রহিলেন। অপরাহ্ণের দিকে পুরাতন স্থান তিনি বেড়াইয়া আসিবেন ভাবিলেন।

তিনি রাজপথে বাহির হইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কেহ তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিল। তিনি ফিরিয়া চাহিয়া হোটেলের খানসামাকে দেখিতে পাইলেন। সে জানাইল যে, তিনি তরবারি ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাই সে উহা তাঁহাকে দিবার জন্য আসিয়াছে।

হাত বাড়াইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "এটা আনলে কেন?"

লোকটি দুঃখপ্রকাশ করিল। বলিল যে, উহা সে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? সে শুনিয়াছিল যে, তিনি পল্লী অঞ্চলের দিকে যাইতেছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। রাত্রিকালে পথ নিরাপদ নহে, তাই সে তরবারি তাঁহাকে দিবার জন্য আনিয়াছিল। দাঙ্গার পর কোন ভদ্রলোকই বিনা অস্ত্রে পথ চলেন না। সে বলিল, "আমরা ভেবেছিলুম, আপনি বিদেশী। আমাদের দেশের পথে যে বিপদ থাকতে পারে, তা হয় ত আপনি জানেন না।"

মিঃ হেয়ারডেল তাহার নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া কটিদেশে আবদ্ধ করিলেন। তার পর পথ চলিতে লাগিলেন।

মিঃ হেয়ারডেল একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামিয়া তিনি গাড়োয়ানকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। ফিরিয়া আসিয়া নিকটবর্ত্তী কোনও হোটেলে তিনি রাত্রিবাস করিবেন।

মেপোলের কাছ দিয়া যাইবার সময় তিনি উহার চিমনি হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিলেন। চলিতে চলিতে তিনি ওয়ারেনের দিকে অগ্রসর হইলেন। অতি সুন্দর অপরাহ্ণ। চারিদিক্ নীরব। আকাশ মেঘলেশ-হীন। তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। রক্তরাগে পশ্চিম গগন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের পুরাতন ধ্বংসপ্রায় ভবনের কাছে আসিয়া তিনি ভগ্ন প্রাচীরের দিকে চাহিলেন।

অনেকক্ষণ সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর তিনি চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

সমগ্র অট্টালিকা পরিক্রমা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় তিনি একটা বিস্ময়ধ্বনি করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার জীবনের প্রধান শত্রু, তাঁহারই ধ্বংসপ্রায় ভবনের কাছে একটি বৃক্ষমূলে হেলান দিয়া খুসীভরে সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

মিঃ হেয়ারডেলের শরীরের রক্ত দ্রুতবেগে ধমনীতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে তখনই তিনি অস্ত্রাঘাতে বধ করিতেন। কিন্তু প্রচণ্ড আয়াসে আপনাকে সংবরণ করিয়া নীরবে তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি সেই ভাবেই চলিয়া যাইতেন, কিন্তু লোকটা তাঁহাকে ডাকিয়া থামাইলেন। আগন্তুক তাঁহার কণ্ঠে এমন অনুকম্পা-মিশ্রিত করিয়া কথা কহিলেন যে, তাহাতে মিঃ হেয়ারডেল যেন পাগল হইবার মত অবস্থায় উপনীত হইলেন —মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা যেন ব্যর্থ হইয়া গেল।

তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। ক্রোধে তখন তিনি আত্মবিস্মৃত। কিন্তু তথাপি ধীরে ধীরে, প্রশান্তভাবে তিনি বলিলেন, "আপনি আমায় ডাক্‌লেন কেন?"

সার জন চেষ্টার অত্যন্ত সংযমভরে বলিলেন, "এখানে এমনভাবে যে দেখা হবে, তা ভাবিনি। এই কথাটা বলবার জন্য।"

"তাই বটে! বিচিত্র ব্যাপার।"

"বিচিত্র? আমি বিকেলে কখনো ঘোড়া চড়িনে। অনেক দিন বিকেলে ঘোড়ায় চড়া বন্ধ আছে। কাল রাত্রে হঠাৎ কেমন খেয়াল হ'ল। এ দৃশ্যটা কি চমৎকার!" ভগ্নস্তূপ অট্টালিকার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

"আপনার নিজের কৃত কর্ম্মের খুব খোলাখুলি প্রশংসা আপনি করছেন।"

চশমা ত্যাগ করিয়া তিনি মিঃ হেয়ারডেলের দিকে বেশ সপ্রতিভ প্রশ্ন সহকারে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তার পর আপন মনে বলিলেন, "এই জীবটা পাগল হয়ে গেছে দেখছি!"

মিঃ হেয়ারডেল পুনরায় বলিলেন, "আমি বলছি, নিজের কৃত কার্য্যের আপনি খোলাখুলি প্রশংসা করছেন।"

হাস্যসহকারে সার জন চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কৃত কার্য্য! আমার!—মাপ করবেন—সত্যি আমায় মাপ করবেন—"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "ঐ ত আপনি দেওয়ালগুলি দেখছেন। চারিদিকে আগুন ও ধোঁয়ার লীলা। খেলার ছলে যে ধ্বংসসাধন করেছেন, তা কি দেখতে পাচ্ছেন না?"

বাধা দিয়া সার জন বলিলেন, "বন্ধু, তা ত দেখতে পাচ্ছি। যা বল্‌ছেন, সবই বেশ দেখতে পাচ্ছি। আপনার

সঙ্গে এখানে দেখা না হ'লে, চিঠি লিখে এ দুঃখের কথা আমি আপনাকে জানাতুম। সত্যই আপনার জন্ম আমি দুঃখিত। কিন্তু যে ভাবে এ ক্ষোভ আপনি সহ্য করছেন ভেবেছিলুম, তা আপনি করেন নি—অবশ্য আমায় মাপ করবেন।"

নস্যদানি বাহির করিয়া এক টিপ নস্য লইবার পর তিনি বলিলেন, "আপনি এক জন দার্শনিক। সাধারণ লোকের অনেক উপরে আপনি। অনেক উর্দ্ধ থেকে আপনি এ ব্যাপারটি দেখছেন। আপনার কথা আমি শুনেছি।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আরও শুনতে পাবেন।"

"ধন্যবাদ। চলতে চলতে আলোচনা করা যাক্। বড় শিশির পড়ছে! তা আপনার যেরূপ অভিরুচি। বড় দুঃখের সঙ্গে বলছি, কয়েক মুহূর্ত্ত আপনার জন্ম ব্যয় করতে পারি।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "এক মুহূর্ত্তও ব্যয় না করলেই আমি খুসী হব। এখানে আজ না এসে আপনি যদি এখন স্বর্গোদ্যানে থাকতেন, সেটাই ভাল ছিল।"

"সত্যি আপনি বড়ই অবিচার করছেন। আপনার ন্যায় রূঢ়প্রকৃতির সঙ্গী প্রার্থনীয় না হলেও, আমি আপনাকে এড়িয়ে যাব না।"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমার কথা শুনুন।"

সার জন বলিলেন, "আপনি পাগলামী ক'রে চলবেন ত?"

"আপনার বজ্জাতির কথাই বলব। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য আপনি এক জন দালাল নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে লোকটা নিজেই বিশ্বাসঘাতক। সে সকলের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; আপনার সঙ্গেও করেছে। আভাসে, ইঙ্গিতে, বচনচাতুর্য্যে আপনি গ্যাসফোর্ডকে এ কাজে প্ররোচিত করেছিলেন। আমার প্রতি তার যে ভীষণ আক্রোশ ছিল, তা চরিতার্থ করবার জন্য আপনিই তাকে নানারকমে উত্তেজিত ক'রে তুলেছিলেন। আমার ভাইঝিকে হরণ করায় সে সেই অপমানের যথেষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছে। তার মূলেও আপনি, আপনি অস্বীকার করছেন। কিন্তু সেটা ঘোর মিথ্যা।" বলিয়া মিঃ হেয়ারডেল দুই পদ পিছাইয়া গেলেন।

তিনি তরবারিতে হাত দিলেন। কিন্তু সার জন উপহাসজড়ে হাসিয়া বলিলেন, "মশাই, আপনি জেনে রাখুন, যদি বুঝবার ক্ষমতা থাকে, তা হ'লে জেনে রাখুন, আমি মুখের ভঙ্গীতে কোন কিছুই অস্বীকার করিনি। লোকের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার যদি বুঝবার ক্ষমতা থাকত, তা হ'লে মুখভঙ্গীতে উপেক্ষাই দেখতে পেতেন। বোধ হয়, আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।"

"যে আপনি যতই বলুন না, আপনি অস্বীকার করবারই চেষ্টা করেছেন। অস্বীকৃতি—তা সুস্পষ্টই হোক্, বা অস্পষ্টই থাক্, কিংবা অনুমানসাপেক্ষই হোক, সবই মিথ্যে। আপনি বলছেন, আপনি অস্বীকার করছেন না। এ কথা স্বীকার করেন?"

সার জন যেন সহজ ভাবে বলিয়া যাইতেছেন, এই ভাবে বলিলেন, "আপনি নিজেই ঐ ভদ্রলোকের চরিত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে মন্তব্য করেছিলেন (ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে দাঁড়িয়ে আপনি বলেছিলেন)। সুতরাং ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে আমার তরফ থেকে বলবার আর কিছু নেই। যদি ধরেই নেওয়া যায়, তাঁর সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন, তা সত্য; তা হ'লে তিনি নিজের আমোদের জন্য বা অন্য কোন কারণের জন্য যা করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার বলবার কিছু নেই। যাঁরা তাঁকে নিযুক্ত করেন, তাঁদের মর্জ্জিমত কাজই তিনি করেন, সেটা তাঁর হেয় অবস্থার জন্যই ঘটে। আপনি স্পষ্ট কথা বলছেন বলেই আমিও কিছু স্পষ্ট কথা বলে ফেললুম!"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "সার জন, আমার একটা কথা শুনে রাখুন। প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, কথার সুর প্রভৃতিতে আপনি জানাতে চাচ্ছেন যে, এ সব কাজের জন্য আপনার কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমি বলছি, সবই আপনার জন্য হয়েছিল। আপনি এই লোকটাকে উত্তেজিত ক'রে দিয়েছিলেন, আর আপনার হতভাগ্য পুত্রের দ্বারা সে কার্য্য করিয়ে নিয়েছিলেন। আপনি এক সময়ে আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি বেচারী বোকা ছেলেটা ও তার মার নীরবতা কিনে ফেলেছেন। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলুম, তারপর প্রমাণও পেয়েছি যে, আপনি তাদের প্রলুব্ধ করবার জন্য গিয়ে দেখেছিলেন, তারা পালিয়ে গেছে। আমার সহোদরের মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে যে সকল মিথ্যা অপবাদের রটনা হয়ে ছিল আমি পরে প্রমাণ পেয়েছি, সে সব ব্যাপারের আপনিই মূল ছিলেন। আপনিই আমার নামে জঘন্য মিথ্যার প্রচার করেছিলেন। প্রথম থেকেই আপনি আমার জীবনে অভিসম্পাতের মত দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে আপনিই শান্তিতে থাকতে দেন নি, প্রত্যেক ব্যাপারেই আপনি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, বদমাসরূপে আমার জীবনে তিক্ততা এনে দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার—এইবারই শেষ—আমি আপনার মুখের উপর আপনার অপরাধের আরোপ করলুম। বিশ্বাসঘাতক কুকুরকে মানুষ যেমন দূরে পরিহার করে, আমিও আপনাকে সেই রকম ঘৃণ্য জীব ব'লে পরিত্যাগ করলুম!"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহু উদ্যত করিয়া সার জনের বক্ষোদেশে আঘাত করিলেন। ইহাতে সার জন টলিয়া উঠিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়াই সার জন তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। খাপ ও টুপী ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ছুটিয়া গিয়া অস্ত্রাঘাত করিলেন। বক্ষোদেশে লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত

তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ হেয়ারডেল সতর্ক ছিলেন, তিনি আঘাত নিবারণ করিলেন। সতর্ক না থাকিলে তিনি সে আঘাত এড়াইতে পারিতেন না—তাঁহার মৃত্যু হইত।

মিঃ হেয়ারডেল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও, কৌশলে সার জনের অস্ত্রাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন, একবারও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন না। শুধু পুনঃ পুনঃ সার জনকে সরিয়া যাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "আজ রাত্রে নয়! ভগবানের দোহাই, আজ রাত্রে নয়!"

মিঃ হেয়ারডেলকে তরবারি নামাইতে দেখিয়া, তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে বিরত দেখিয়া, সার জনও অস্ত্র নামাইলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন, "আজ রাত্রে নয়! সময়ে সতর্ক হবেন!"

সার জন বলিলেন, "আপনি বলেছেন, আমাদের এ সাক্ষাৎ যেন বিধাতার নির্দ্দেশ অনুসারে ঘটেছে।" সার জন মুখোস ফেলিয়া দিয়া সহজ প্রকৃতিতে তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "এই আমাদের শেষ দেখা। জেনে রাখুন তাই। এর আগে আমাদের সাক্ষাতের কথা কি ভুলে গেছেন? আপনি কি মনে করেন, আপনার সে দিনের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক মুখভঙ্গী আমি ভুলে গেছি? প্রত্যেকটির শোধ আমি দেব না মনে করেন? আপনার কি মনে হয় যে, সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলাম না, বা আপনিও সুযোগ খুঁজে বেড়ান নি? বিবাহ বন্ধ করবার জন্য যে লোকটা আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, সে লোকটা কি প্রকৃতির? নিজের ঘাড়ের বোঝা আর বহন করতে না পেরে, সে চুক্তি ভঙ্গ ক'রে বিয়ে দিয়েছে, আর বংশের উপর কলঙ্ক অর্পণ করেছে?"

মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আমি সত্য ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে আমার কর্ত্তব্য পালন করেছিলুম। এখনও তাই করেছি। আজ আমাকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জোর ক'রে নামাবেন না।"

মৃদুহাস্য সহকারে সার জন বলিলেন, "আপনি বলেছেন, আমার 'হতভাগ্য ছেলে'। বেচারা বোকাই বটে! এমন একটা ভণ্ড প্রতারকের মোহে প'ড়ে তার ভাইঝিকে সে বিয়ে করেছে। আপনার করুণা তার প্রাপ্যই বটে! এখন সে আর আমার ছেলে নয়,—আপনার কৌশলের উপযুক্ত পুরস্কার আপনি পেয়েছেন।"

উন্মত্তের ন্যায় জমির উপর পদাঘাত করিতে করিতে মিঃ হেয়ারডেল বলিলেন, "আবার বল্‌ছি, আমার কল্যাণময়ী দেবকন্যার নিকট থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছ; কিন্তু সাবধান, আমার তরবারির কাছে আজ আর এগিও না। কেন তুমি আজ এখানে এলে? কেন আমাদের দেখা হ'ল? আগামী কল্য আমরা পরস্পর থেকে বহুদূরে স'রে যেতাম।"

বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না দেখাইয়া সার জন বলিলেন, "আজ আমাদের দেখা হওয়ায় ভালই হয়েছে। হেয়ারডেল, আমি চিরদিন তোমায় ঘৃণা ক'রে এসেছি, কিন্তু বরাবরই ব'লে এসেছি, তোমার ভেতর পশুশক্তি আছে। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, আমার ধারণা ভুল। তুমি কাপুরুষ।"

উভয় পক্ষ হইতে আর কোনও কথা শুনা গেল না। উভয়ে পরস্পরের দিকে তরবারি নিক্ষেপ করিলেন। এখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। উভয়ে ভীষণ আক্রোশভরে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। উভয়েই তরবারি-চালনায় সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেকেই দক্ষতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতেছিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তেই উভয়ের শরীরের রক্ত উষ্ণতর হইয়া উঠিল, উভয়ে ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেকেরই দেহে সামান্য অস্ত্রক্ষত হইল। বাহুমূলে সামান্য অস্ত্রক্ষত হইবামাত্র মিঃ হেয়ারডেল তীব্রভাবে অস্ত্রাঘাত করিলেন। তাঁহার তরবারি প্রতিযোগীর হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইল।

পরস্পরের দৃষ্টি মিলিত হইল। মিঃ হেয়ারডেল তরবারি টানিয়া লইলেন। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে তিনি বাহুর দ্বারা বেষ্টিত করিতে গেলেন। আহত ব্যক্তি ক্ষীণহস্তে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিলেন। তার পর তৃণ-শয্যায় পড়িয়া গেলেন। বাহুর সাহায্যে একবার আপনাকে ঈষৎ ঊর্দ্ধে তুলিয়া সার জন ঘৃণাভরে মিঃ হেয়ারডেলের দিকে চাহিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মনে পড়িল, মৃত্যুকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বিশ্রী দেখাইবে, অমনই তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। ক্ষীণভাবে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রক্তাক্ত বস্ত্রখণ্ড কোটের নীচে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বাতাসে মিলাইয়া গেল।

শেষ পরিচ্ছেদ

মিঃ হেয়ারডেল সেই রাত্রিতেই পলায়ন করিলেন। সার জনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, অনুসন্ধান আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ হেয়ারডেল ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সোজা কোনও মঠে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করিয়া মঠের নিভৃত গুহায় আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর প্রচণ্ড অনুতাপের পর তাঁহার দেহ মঠের প্রাঙ্গণেই সমাহিত হইল।

দুই দিন পরে সার জনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল। তাঁহাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার পর বিশ্বস্ত ভৃত্য সার জনের যাবতীয় নগদ অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া দেশত্যাগ করিল। নূতন জীবনে সে সাফল্যলাভ করিয়া

এক ধনবতী যুবতীকে বিবাহের উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। কারাগারেই তাহার জীবনান্ত হয়।

লর্ড জর্জ্জ গর্ডন পরবর্তী বৎসরের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দুর্গ-কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তার পর রাজদ্রোহ অপরাধে তাঁহার বিচার হয়। কিন্তু এ অপরাধ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, তিনি জনসাধারণকে অনাচার অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ জনসাধারণ চাঁদা তুলিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল।

বন্ধুবর্গের প্রচণ্ড চেষ্টায় তিনি সাত বৎসর ধরিয়া অপেক্ষাকৃত নীরবেই ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে প্রোটেষ্টাণ্ট মতের জন্ম তিনি এমন উৎসাহ প্রকাশ করিতেন —যাহাতে তাঁহার শত্রুগণ আনন্দ লাভ করিতেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাণীর সম্বন্ধে এমন ভীষণভাবে পুস্তিকা রচনা করেন যে, মানহানির অভিযোগে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হয়। তিনি হল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে বাকিংহামে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি ইহুদী ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লণ্ডনে পাঠান হয়। তাঁহার উপর পূর্ব্ব-অপরাধের জন্ম যে দণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহার ফলে নিউগেট কারাগারে তিনি ৫ বৎসর আবদ্ধ থাকেন। ভালভাবে থাকিবার জন্ম তাঁহাকে প্রচুর অর্থদণ্ডও দিতে হইয়াছিল।

কারাগারে অবস্থানকালে তাঁহার শ্মশ্রু প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছিল। তিনি অতঃপর ইতিহাসপাঠে মনোনিবেশ করেন। প্রথম যৌবনে তিনি চিত্রবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। কারাগারে অবস্থানকালে তিনি চিত্র-বিদ্যা আলোচনা করিতে থাকেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র তেতাল্লিশ।

শেষ জীবন পর্য্যন্ত জন গ্রুবি তাঁহার সেবা করিয়াছিল। একটি ইহুদী যুবতীও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করিয়াছিল।

গ্যাসফোর্ড তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পরে সে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে কাজ লইয়াছিল। সে দেশ-বিদেশে গোয়েন্দাগিরি করিত। একবার সে বিদেশে একটা পান্থশালায় মরিয়া পড়িয়াছিল। প্রকাশ পায়, সে বিষসেবন করিয়া আত্মহত্যা করে।

সিমন ট্যাপারটিট কারাগারে নীত হইয়াছিল। তাহার দুইটি পায়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। তাহার ফলে দুইটি কাঠের চরণ লাভ করিয়া সে মুক্তি লাভ করে। তাহার দলের অন্যান্য সকলের প্রাণদণ্ড হয়। সে পুরাতন মনিব ভার্ডেনের কাছে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় সে একটি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। তাহাতে তাহার বেশ অর্থাগম হইতে থাকে। ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে সে কোনও ছিন্নবস্ত্র-সংগ্রাহকের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে। সিমের ব্যবসায় ছিল—জুতা কালি করা। মাঝে মাঝে সে তাহার স্ত্রীকে বুরুষ ছুড়িয়া মারিলে স্ত্রীও তাহার কাঠের চরণ খুলিয়া দিত। তাহাতে সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিত। তথাপি সে একরূপ সুখে কালযাপন করিতেছিল।

বিবাহ বা অন্যবিধ ব্যাপারে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মিগস দিনযাপন করিতেছিল। অবশেষে সে একটি পল্লী কারাগারের নারী বিভাগের রক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়। ১ শত ২৪ জনের মধ্যে তাহাকেই কর্ত্তৃপক্ষ মনোনীত করেন। এখানে সে জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিল। সারা জীবনই সে চিরকুমারী ছিল। মিগস্, বন্দিনী নারী-দিগের মধ্যে যাহারা সুন্দরী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিত, তাহাদিগের উপরই সে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করিত। তাহারা কোনও অপরাধ করিলে, সে কখনই তাহাদিগকে ক্ষমা করিত না।

জো উইলেট ও ডলি ভার্ডেন উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।

ভার্ডেন কন্যা-জামাতাকে খুব ভালরকম যৌতুক দিয়াছিলেন। তাহারা মে-পোল হোটেল ভাল করিয়া চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহাদের কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের আরও কতিপয় সন্তান হয়।

মেপোল নামক হোটেলটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা স্বয়ং জোকে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত নস্যদানী উপহার প্রদান করেন। দাঙ্গার সময় জো খুব ভাল কাজ করিয়া-ছিল বলিয়াই এই উপহার।

বৃদ্ধ মিঃ উইলেট, পুত্রকে বিবাহে ইচ্ছুক জানিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চিগ্‌ওয়েলে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। গ্রাম্য বৃদ্ধরা তাঁহার গৃহে প্রায়ই সমবেত হইত। দাঙ্গার স্মৃতি তিনি কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসরোগে তিনি আক্রান্ত হইতেন। সাত বৎসর পরে এক দিন শয্যায় বাক্‌শক্তিরহিত অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কষ্টে তিনি পুত্রকে বলেন, "জোসেফ, আমি চল্লুম।"

তিনি বহু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। জো সেই সমুদয় অর্থের মালিক হইল। তাহার অবস্থা আরও ভাল হইল। ধনী বলিয়া সে অঞ্চলে তাহার নাম হইল।

বারনাবি কিছুকাল পরে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। ভীষণ স্বপ্ন দেখা ছাড়া সে অন্যান্য বিষয়ে বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিত। তাহার বুদ্ধিহীনতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইত না। তাহার জীবনের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার উপর একটা কালো যবনিকা আন্দোলিত হইত। কিন্তু তাহাতে তাহার সুখের

কোন অন্তরায় ঘটে নাই। মেপোল গোলাবাড়ীতে সে তাহার মাতার সহিত বাস করিত। প্রত্যেক পক্ষী ও পশুর নাম সে জানিত। উদ্যানে সে চাষবাস লইয়া থাকিত। তাহার মত প্রফুল্লহৃদয়, সদানন্দ কৃষক সে অঞ্চলে কেহ ছিল না। বারনাবি তাহার মাতাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইত না।

বারনাবি হিউয়ের পরিত্যক্ত কুকুরটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। সে তাহাকে পালন করিত, তবে সে লণ্ডনে কখনও যাইত না। দাঙ্গার কয়েক বৎসর পরে এডোয়ার্ড সস্ত্রীক ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

গ্রিপ শীঘ্রই তাহার পূর্ব প্রকৃতি ফিরাইয়া পাইয়াছিল। তবে সে একবারে নীরব হইয়া পড়িয়াছিল। কারাজীবনের অভিজ্ঞতা তাহাকে বাক্‌শক্তিহীন করিয়াছিল কি না, কে বলিবে? এক দিন প্রভাতে সহসা তাহার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসে। সে বৃদ্ধ উইলেটের মৃত্যুতে যেন বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারনাবির মাথার চুল পাকিয়া গেলেও দাঁড় কাকটির বয়স যেন নবীনই ছিল।

সমাপ্ত

যুবক ভদ্রদিগের চরিত্র-চিত্র

লাজুক যুবা

সে দিন ভোজ-সভায় এক জন অপরিচিতের সম্মুখে আমরা আহারে বসিয়াছিলাম। তাঁহার আকৃতি ও আচরণ এমন বিচিত্র যে, আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

এই যুবক ভদ্রলোকের বর্ণ বেশ মনোজ্ঞ। তাঁহার গাল-পাট্টার শ্মশ্রু বেশ লঘু এবং মকমলের মত কোমল। তাঁহার আননে বেশ একটা কমনীয়তা আছে। তাঁহার সমগ্র আননে লজ্জার অরুণরাগ। অনুক্ষণই তিনি নতদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। সে দৃষ্টিতে যেন শঙ্কা, লজ্জা মেশানো। ভদ্রলোক যেন আপনাকে লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া বিশেষ কিছু বলিবার থাকিতে পারে না—শুধু একটা সাময়িক মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কৌতূহল মিটিয়া যায়। কিন্তু প্রথম দর্শন হইতেই এই লাজুক ভদ্র যুবকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি যখন প্রথম দ্বিতলের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করেন, আমাদিগের দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমরা তখন বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়াছিলাম। অন্য সকলকে এড়াইয়া তিনি সোজা আমাদিগের দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তার পর কয়েক মিনিট ধরিয়া আমাদের কর-প্রকোষ্ঠে হাত রাখিয়া বিচলিতভাবেই হাতে চাপ দিয়াছিলেন। তার পর বেশ বিচলিতভাবেই কক্ষের অপর প্রান্তের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় সওয়া ছয়বৎসরের একটি সুন্দরী বালিকার সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি কতিপয় পর্দার অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তাঁহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই। অবশেষে গৃহ-কর্ত্রীর শ্যেন-দৃষ্টি ভদ্রলোকটিকে গুপ্তস্থান হইতে আবিষ্কার করে। অবশ্য ভোজের সময় তাঁহার খোঁজ পড়িয়াছিল। ৩৩ বৎসর বয়স্কা এক জন সঙ্গিহীনা-মহিলার সহিত জোড়ে বসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্র যুবকের নিকট হইতে আমরা অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া আমরা একটু আত্ম-প্রসাদই লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাঁহার ব্যবহারে ইহাই যেন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সেই জন্যই তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তবে যেন এমন একটা সন্দেহ প্রথম হইতেই মনে জাগিয়াছিল যে, পরিচয়ের পালাটা তাড়াতাড়ি সারিবার জন্যই নিতান্ত বিভ্রান্তভাবেই তিনি আমাদের সহিত বদৃচ্ছভাবে করকম্পন করিয়াছিলেন। লাজুক যুবকের পরবর্ত্তী আচরণে আমাদের এই ধারণা পূর্ণরূপে সমর্থন লাভ করিল। আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলাম, আমাদের অনুমান যথার্থ কি না।

যুবক ভদ্রলোকটি ভোজন টেবলে বসিলেন বটে, তবে তিনি যেন বিশেষ বিপন্ন হইয়াছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী মুখরা সঙ্গিনীর কি একটা কথার দিকে মনোযোগ দিবার জন্য তিনি যেমন তাড়াতাড়ি ফিরিয়াছেন, অমনই তাঁহার রুটীর পাত্রটি উল্টাইয়া গেল। ইহাতে বিশেষ দোষের কিছু হয় নাই। রুটীটা ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি যদি চুপ করিয়াই থাকিতেন এবং সে সম্বন্ধে কোন কথাই না বলিতেন, তাহা হইলে যে লোকটা টেবলে কাপড় বিছাইয়া দিয়াছিল, সে আর একটু সতর্ক হইত; কিন্তু যুবকটি রুটীর ভূমিশয্যা-গ্রহণে বাধা দিতে গিয়া এমন ব্যাপার করিয়া বসিলেন যে, তাহার ফলে অদূরবর্ত্তী সুপের পাত্রে রুটীটা নিক্ষিপ্ত হইয়া সে পাত্রটিও উল্টাইয়া গেল। বাতাসে পথে যদি মাথা হইতে টুপীটা খুলিয়া পড়ে এবং তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে গেলে যাহা ঘটে, রুটীর বেলা ঠিক সেইরূপই ঘটিয়াছিল। এক জন টাকওয়ালা ভদ্রলোক সুপের পাত্র হইতে আধেয়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। রুটীটা তাহার উপর পতিত হওয়ায় ভদ্রলোক যেমন বিরক্ত,তেমনই ভয় পাইয়া গেলেন। এই দুর্ঘটনায় লাজুক ভদ্রযুবকটির এমন অবস্থা ঘটিল যে, মনে হইল, তিনি বোধ হয় এখনই মূর্চ্ছা যাইবেন। কারণ, তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রবল শোণিতোচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের বোধ হইল, ভদ্র যুবকের দফা শেষ হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই ঘটিল। কতিপয় পরছিদ্রৈষণাবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি লাজুক যুবককে ঘাবড়াইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার সহিত সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে যুবকের যন্ত্রণা আরও যেন বাড়িয়া গেল। সেরী-স্যাম্পেনের সহিত আরও দুই তিন প্রকার সুরা মিশাইয়া পান করিবার সময় লাজুক যুবক মিশ্রিত সুরাসার গলাধঃকরণ করার পরিবর্ত্তে শরীরের উপরিভাগেই ঢালিয়া ফেলিলেন। ভদ্রলোকরা ক্রমে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন ঐ মুখরা মহিলাটি একাই তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি যুবকের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, তিনি এক জন ভাল শ্রোতা পাইয়াছেন। ভোজনপর্ব্বকালে যুবক দুই একটা কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহার পরই তিনি সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে জানা গেল যে, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার সময় মনের ভুলে তিনি এক জন ভদ্রলোকের কোট এবং এক জন পরিচারকের টুপী পরিয়াই ভোজসভা ত্যাগ করিয়াছেন।

এই সামান্য ঘটনা হইতে আমরা ভাবিয়া দেখিলাম যে, এই লাজুক যুবকের চরিত্রের লক্ষণগুলি কি হইতে পারে। উত্তরকালে যুবতী মহিলাদিগের কাছে ইহা সবিশেষ মূল্যবান্ হইতে পারে মনে করিয়া এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি।

এই লাজুক যুবা পথের মোড় ফিরিবার সময় হঠাৎ যদি তাঁহার পরিচিত দুই তিন জন যুবতীর সম্মুখে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার উত্তেজনা এবং বিভ্রম আরও বাড়িয়া যাইবে। তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইবে যে, নানা ভাবে তিনি যুবতীদিগকে অভিবাদন করিবেন। তার পর দ্রুতবেগে তাঁহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে থাকিবেন। কিন্তু যখন দেখিবেন যে, যুবতীরা তাঁহাকে থামিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তখন বার কয়েক প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহার ফলে তিনি অনাবশ্যকভাবে এধার ওধার করিতে গিয়া অন্য পথচারীদিগের ঘাড়ে গিয়া পড়িবেন। তার পর পরিচিতা মহিলাদিগের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহাদিগের সকলের সহিত সাগ্রহে করকম্পন করিবেন। সেই সময় মহিলাদের হাতের কোন কোন পুলিন্দা পথে পড়িয়া যাইবে। তিনি তাড়াতাড়ি উহা কুড়াইতে গিয়া দেখিবেন, পুলিন্দা কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। তদবস্থায় তিনি উহা মহিলাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। সে সময় এরূপ ব্যাপারের বিশেষ সম্ভাবনা যে, লাজুক ভদ্রলোকটি বলিতে চাহিবেন, দিনটি বড়ই মনোরম। তবে যখন মহিলাদের কেহ স্মরণ করাইয়া দিবেন, একটু পূর্ব্বেই বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—তিন দিন পরে সবে ধারাপাত থামিয়াছে, তখন যুবক আরও লজ্জা পাইবেন এবং এমন ভাবে হাস্য করিবেন, যেন তিনি খুব ভাল কথাই বলিয়াছেন। যুবতীদিগের মধ্যে যে তরুণী তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিতা, তিনি এই সময় প্রশ্ন করিয়া বসিবেন, যুবকের সহোদরা হ্যারিয়েট আজ কেমন আছেন; বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই যুবক বলিয়া উঠিবেন যে, তাঁহার সহোদরা খুবই ভাল আছেন। যুবতীটি তখন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, "সে কি, মিঃ হপ্‌কিন্‌স্! আমরা ত শুনেছি যে, কাল বিকালে তাঁর শরীর থেকে রক্তমোক্ষণ করা হয়েছিল। আমরা তাঁর জন্য বড় চিন্তায় পড়েছি।" ভদ্র যুবক অমনই বলিবেন, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। সত্যি তাই হয়েছিল। বাস্তবিক সে খুবই অসুস্থ।"

যুবক তখন মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারী বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন (কিন্তু তাঁহার মুখের হাসি মুহূর্ত্তের জন্যও বন্ধ হয় নাই)। তার পর দস্তানা-পরিহিত করপল্লবের শেষাংশে অর্থাৎ মণিবন্ধের কাছে একটা মোচড় দিয়া বলিলেন, "নমস্কার! নমস্কার!" যুবতীদিগকে অসংখ্যবার অভিবাদন করিয়া তিনি পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। তার পর একটা আলোকস্তম্ভের গায় জোরে ধাক্কা লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে টুপী খসিয়া পড়িল। মনের দুঃখে ও উৎকণ্ঠায় তিনি টুপী ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু গাড়োয়ান চীৎকার করায় তাঁহাকে ফিরিয়া চাহিতে হইল। টুপীটা তখন তুলিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী মহিলাদিগের দিকে চাহিয়া তিনি প্রফুল্লভাবে হাসিবার চেষ্টা করিলেন। যুবতীরা তখন তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া প্রাণ ভরিয়া হাস্য করিতেছিলেন।

কোনও নৃত্যসভায় গিয়া লাজুক যুবকটি ঘরের প্রবেশ দ্বারের খুব কাছাকাছি থাকেন। সেখানে দাঁড়াইয়া পরিচিত ব্যক্তি দেখিলেই তিনি হাসিতে থাকেন, নিতান্ত অন্তরঙ্গ কাহারও সহিত দেখা হইলে তাহার সহিত করকম্পন করেন; এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ক্রমেই বাড়িতে থাকে। প্রথম দুই তিন দফায় তিনি নৃত্য করিতে চাহেন না। আর একটু অপেক্ষা করিতে তিনি চাহেন। কথাটা ক্ষীণকণ্ঠেই তিনি বলিয়া থাকেন। অবশেষে যখন এড়াইবার আর উপায় থাকে না, তখন কোনও নৃত্যসঙ্গিনীর সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইতে হয়। সেই সময় তাঁহার লজ্জার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইভাবে ঘরের এক দিকে উপবিষ্টা প্রায় অর্দ্ধডজন অপরিচিতা মহিলার সম্মুখে উপনীত হন।

"মিস্ ল্যাম্বার্ট, পরের নৃত্যের জন্য আমি মিঃ হপ্‌কিন্‌স্‌কে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম।" বেশ ভঙ্গীসহকারে মিস্ ল্যাম্বার্ট তাঁহার মাথা হেলাইয়া স্বীকৃতি জানাইলেন। মিঃ হপকিন্‌স্ অবনতশিরে নতি জানাইলেন। তাঁহার সুন্দরী পরিচয়কারিণী চলিয়া গেলেন। মিঃ হপকিন্‌স্ তখন বুঝিলেন, আপনাকে প্রেম করিয়া তুলিতে হইবে। তরুণী সুন্দরী প্রত্যাশা করেন যে, লাজুক যুবকটি তাঁহার সহিত কিছু আলাপ করিবেন। যুবকটিও ঐরূপ ভাবিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে থাকেন, তাঁহার বলিবার কিছু আছে কি না। বিশেষ চিন্তার পর তাঁহার ধারণা হয়, বলিবার বিশেষ কিছু নাই। কারণ, বলিবার মত কিছুই তিনি খুঁজিয়া পান না। এ দিকে তরুণী সুন্দরী অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলের তোড়াটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, তাঁহার তখনও ধারণা—যুবকটি হয় ত এখনই তাঁহাকে কিছু বলিবেন। তার পর পার্শ্বোপবিষ্টা

মাথায় কাণে কাণে তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে থাকেন। লাজুক যুবকের মনে হয় যে, বুঝি তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। এইরূপভাবে যুবা অপেক্ষা করিতে থাকেন। তার পর নৃত্যের সময় আসিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুগুঞ্জনে বলেন, "এবার অনুমতি হবে কি ?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুবতীর দিকে হাত বাড়াইয়া দেন। যুবতী কোথায় দাঁড়াইবেন, জিজ্ঞাসা করিলে যুবক বলেন যে, নিজের কোন খেয়াল তাঁহার নাই। তখন তিনি যুবতীকে ঘরের নিভৃতপ্রান্তে লইয়া যান। সেই সময় আলাপ করিবার প্রচণ্ড চেষ্টা তিনি করেন, কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নৃত্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গভীর নিস্তব্ধতা অবলম্বন করেন। তার পর যুবতীকে লইয়া বার দুই ঘরটির মধ্যে প্রদক্ষিণ করার পরে তাঁহাকে তিনি পূর্ব্ব-আসনে বসাইয়া দিয়া, বিভ্রান্তভাবে সরিয়া দাঁড়ান।

বিবাহিত লাজুক ভদ্রলোক—দেখা যায়, এমন লাজুক সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়া বসেন, তবে কি করিয়া যে এমন অঘটন ঘটে, তাহা আমাদের কাছে পরম রহস্যময়—তাঁহার পত্নীকে বেশ সপ্রতিভ ও সাহসিকা করিয়া তুলিতে চাহেন, অথবা স্ত্রীর যে বিষয়ে গুণ আছে, স্বামীর সাহচর্য্যে থাকিয়া তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়। লাজুক ভদ্রলোকদিগের এই ব্যাধি নিরাময় করা প্রয়োজন, অথবা এমন লোককে এড়াইয়া চলাই উচিত। এইরূপ লাজুক ব্যক্তি যে চিকিৎসার অতীত, এমন মনে করা ঠিক নহে। সৌন্দর্য্য এবং আকর্ষণীশক্তি অনেক ক্ষেত্রে অমোঘ ফল প্রদান করে। কোনও সুন্দরী যুবতী এইরূপ রোগীর ভার লইয়া দেখিতে পারেন। ধীরতা সহকারে কাজ করিলে সাফল্য লাভ অসম্ভব নহে।

পূরামাত্রায় যুবক ভদ্রলোক

পুরা মাত্রার যুবা ভদ্রলোকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যাঁহাদের কিছু করিবার আছে,এবং যাঁহাদের কিছু করিবার নাই। আমি প্রথমোক্ত শ্রেণীর কথা লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিব। কারণ, এই জাতীয় যুবকগণই সর্ব্বদা তরুণীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

পুরা মাত্রার যুবা সাধারণতঃ বিশেষভাবে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অবহিত নহেন। দর্জ্জির উপর তাঁহাদের আক্কেল থাকে, যাহা হয় গোছের পরিচ্ছদ হইলেই হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর যুবার প্রিয় পরিচ্ছদ ছিল—সাদাসিধা কর্ণধারের কোট। দুইটি পিলুটি করা হুক দুই পাশে এবং মধ্যস্থলের কলারের পাশে দুইটি ছিদ্র। কোটের বোতাম খুব বড় বড়, কালো রঙের গলাবন্ধ, আলগাভাবে ঝুলিয়া থাকে। টুপীর পাড় খুব চওড়া, পায়ে জুতা বুট, খুব কসিয়া আঁটা, জুতার তলদেশে লোহার নাল বাঁধান। ঘরের বাহির হইবার সময় হাতে একখানি দীর্ঘ যষ্টি থাকিবে, কিন্তু সকল সময়ে নহে। কারণ, কোটের পকেটে হাত রাখিয়া চলাই তাঁহার প্রিয়। ধূমপান করার দিকে প্রবল আসক্তি, সকল সময়েই মুখে ধূমের নল বিদ্যমান। শপথ করিতে বা দিব্য গালিতে তাঁহার বাধে না।

পুরা মাত্রার যুবা হয় কোনও ব্যাঙ্কে কেরাণীগিরি করেন বা এটর্ণীর আপিসে চাকরি করিয়া থাকেন। আপিসে যথাসম্ভব কম কাজ করার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। রাজপথ, সরাই অথবা রঙ্গালয়ই তাঁহার প্রধান আড্ডা। অপরাহ্নকালে রাজপথে ছয় সাত জন পুরামাত্রার ভদ্রযুবক হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। ইহাতে নারী এবং নিরীহ পথচারী লোকরা তাঁহাদিগকে এড়াইয়া পলাইতে থাকে। ইহাতেই যুবাদের পরম আনন্দ। সেই আনন্দ আরও বৃদ্ধি পায়,—যদি তাঁহারা কাহারও ঘাড়ে গিয়া পড়িতে পারেন। প্রকাশ্য বিশ্রামের স্থানে পুরা মাত্রার ভদ্রযুবারা এক একটি আসন অধিকার করিয়া তাহার উপর দেহ ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন। যদি বৃষ্টি-কাদার দিন হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর ভদ্র যুবা হাঁটু তুলিয়া শুইয়া থাকেন, বুট জুতার তলদেশ গদির উপর দৃঢ়রূপে রক্ষিত হয়। এমন সময় কোনও হীনচেতা লোক, কোনও মহিলার জন্য যদি পথ ছাড়িয়া দিতে বলে, যুবা তখন সেই মহিলার উপর যথেষ্ট প্রতিশোধ লইবার জন্য না উঠিয়াই মহিলার পোষাকটি কর্দ্দমাক্ত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার মাথায় টুপী আঁটাই থাকে। রঙ্গালয়ে নাটক যখন অভিনীত হইতে থাকে, যুবা তখন বাতাসে ছড়ি ঘুরাইতে থাকেন। যেন অভিনয়কে তিনি বিদ্রূপ করিতেছেন। প্রবেশপথে যদি লোকের ভীড় থাকে, তাহা হইলে দুই তিন জন পুরা মাত্রার ভদ্রযুবক ঠেলাঠেলি, গুঁতাগুঁতি করিয়া, আমোদের মাত্রা বাড়াইয়া দেন। ইহাতেই তাঁহাদের পরম আনন্দ। এই ভদ্রযুবারা যদি কন্যাবৃন্দ-পরিবেষ্টিত কোনও ভদ্রলোকের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে ইঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না—হাসিয়া হাসিয়া যেন লুটাপুটি খাইতে থাকেন। ঘটনার সপ্তাহ পরে ইঁহারা দলের বন্ধুগণের কাছে গর্ব্বভরে এমন মন্তব্যও প্রকাশ করেন যে, দলের মধ্যে চমৎকার সুন্দরী যুবতীরও অভাব ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠাটি হয় ত মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন বলিয়া তাঁহারা বিদ্রূপের পরিসমাপ্তি করিতে চাহেন।

পুরা মাত্রার ভদ্র যুবার যদি মাতা ও ভগিনী থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি যথাযোগ্য অবজ্ঞাভরে তাঁহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবেনই। তাঁহাদের জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। দুর্ব্বলচেতা মাতা-ভগিনীর জন্য তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ

হইয়া পড়িয়াছে, এই কথাই ঘোষণা করিবেন। কোন কোন সময়ে—জন্মদিন উপলক্ষে বা বড়দিনের সময়—মাতা-ভগিনীর সহিত তিনি কোন আত্মীয় বা বন্ধুর গৃহে যাইবার সুবিধা করিয়া লইতে পারেন না, এইরূপ ধারণা লইয়া তিনি বাড়ী আসেন। তখন দেখিতে পান যে, তাঁহারা দুই ঘণ্টা হইতে সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছেন। মুখে প্রচণ্ড তাম্রকূট-ধূমের এবং সুরার গন্ধ লইয়া তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল পোষাক পরিধান করেন এবং গজগজ করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসেন—সারা পথ তিনি বলিতে বলিতে চলেন যে, তাঁহাকে ভালমানুষ পাইয়াই মাতা ভগিনী এইরূপ অত্যাচার করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। তখন তাঁহার মনে পড়ে যে, টম্ স্মিথ আজ একজন মুষ্টিযোদ্ধার বাড়ীর ডিনারে সভাপতিত্ব করিবে, মুষ্টি যোদ্ধা এবং তাহার শ্যালকের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ হইবে। আর সেই সময় তিনি কিনা আত্মীয়-বাড়ীতে জন্মতিথি উপলক্ষে মাতাভগিনীকে লইয়া চলিয়াছেন!

মহিলা-সমাজে পূরা মাত্রার ভদ্রযুবা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা, কথাবার্ত্তা কহা কঠিন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং বন্ধুভবনে পৌছিয়া ড্রয়িংরুমের এক কোণে তিনি আশ্রয় লন। যদি তাঁহার কোনও সহোদরা দয়া করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহেন, ভালই, নচেৎ চুপচাপই একধারে বসিয়া থাকেন সেই সময় বাহিরে দরজার পাশে আর এক জন ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া তাঁহার ব্যবহারে তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনিও তাঁহারই ন্যায় পূরা মাত্রার ভদ্রযুবা। অমনই তিনি তাঁহার দিকে অগ্রসর হন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা সুরু হইতেই দ্বিতীয় যুবা বলিয়া ফেলেন যে, এসব ব্যাপার তাঁহার ভাল লাগে না। তবে না আসিলে চলে না, তাই তিনি আসিয়াছেন। প্রথম যুবাও বলিয়া উঠেন, তাঁহারও ঐ কথা। তখন এক জন বলেন, অবশ্য অস্ফুটস্বরে, "এখন একগ্লাস গরম ব্রাণ্ডি আর একটু জল পেলেই ভাল হয়।" অপর জন বলেন, "অথবা একটিন তামাক আর একটা নল।"

উভয়েই বুঝিতে পারেন, পরস্পরের প্রতি বেশ দরদ জমিয়াছে। তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়া উঠে। তার পর ভোজশেষে মহিলারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ইহারা উভয়েই বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠেন। মদ বেশ চলিতে থাকে এবং অপরাহ্নকালটা পরমানন্দে যাপন করিতে চাহেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সুরাপানের পর যখন মুখমণ্ডল আরক্ত এবং মদের আধার শূন্য হয়, তখন তাঁহারা পূরা দস্তুর মত্তাবস্থায় মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া যুগলে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেন। সেই সময় গৃহকর্ত্রী অন্যান্য মহিলার কাণে কাণে সভয়ে বলিতে থাকেন "মিঃ ব্লেক ও মিঃ ডমিনস্ উভয়েই খুব ভাল যুবা, কিন্তু বোতলবাহিনীর সেবার পর ভারী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন।"

পূরামাত্রার যুবা দলের অপর শ্রেণীর নিজেদের কোন অর্থ থাকে না। তথাপি তাঁহারা ঐ ভাবে জীবনকে উপভোগ করিতে থাকেন। কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হয়, তাহা কেহ জানে না। এই সকল মাননীয় ভদ্রলোক অপর দল পূরা মাত্রার ভদ্র লোকদের ন্যায় আচার-ব্যবহারে অতদূর দৃষ্টি না রাখিলেও, তাঁহাদেরই ন্যায় নাম কিনিয়া ফেলেন। প্রথমোক্ত দলের ভদ্র যুবাদের অনুগ্রহে তাঁহারা সমাজেও পরিচিত হন। ইহারা শেষোক্ত দলকে নিজ নিজ ভবনেও লইয়া যান, হোটেলে খাওয়ার দামও আপনারা বহন করেন। শেষোক্ত দল, প্রথমোক্ত দলের ন্যায়ই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং পরিহাসরসিক। যুবতী মহিলাদিগের কাছে ইহাদের সম্বন্ধে প্রশংসা করিবার মত বিশেষ কিছু আমরা দেখিতে পাই না।

অতিমাত্রায় বন্ধুত্বপ্রয়াসী ভদ্র যুবা

আমরাও জানি, অন্য লোকও জানে, এই শ্রেণীর কত প্রকার লোক আছে! সুতরাং এ ব্যাপারে বাছাই করাও সহজ নহে। তবে, অতিমাত্রায় বন্ধুত্বপ্রয়াসী ভদ্র যুবাকে আমরা অনেক উপরে স্থান দিয়া থাকি।

অতিমাত্রায় বন্ধুত্বপ্রয়াসী ভদ্র যুবা সকলের সঙ্গেই একান্তভাবে বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে চাহেন। তবে তিনি দুইটি কি তিনটি পরিবারের সহিত বিশেষভাবে আকৃষ্ট থাকেন। কে কি ভাবে ডিনার ভোজ দেন, কোন্ পরিবারে কিরূপ শ্রেণীর লোকজন বেশী আসেন, বা অন্য কোনরূপ মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিদ্যমান। এরূপ প্রকৃতির ভদ্র যুবার বয়স ২০ হইতে ৪০ এর মধ্যেও হইতে পারে। অবশ্য তিনি চিরকুমার, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ভক্ত। তিনি সকলের কাজে লাগিতে পারেন, এমন ব্যবহার করেন। আমাদের কথাটা সহজে বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

ঘটনাক্রমে আমাদের এক জন পুরাতন বন্ধুর দেখা পাইলাম। বহু বৎসর তাঁহার কোন সন্ধানই পাই নাই। তিনি আমাদের সহিত পূর্ব্ব বন্ধুত্বকে তাজা করিয়া লইবার প্রগাঢ় ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। সেজন্য এক দিন তিনি আমাদিগকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই সময়ে পুরাতনদিনের আলোচনা করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। তখনই তাহাতে সম্মত হইলাম, তবে বাহিরের কেহ থাকিবে না, এ কথাও বলিলাম। বন্ধু বলিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! আর কেউ থাকবে না, শুধু মিন্‌সিন্ থাকবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিন্‌সিন্ আবার কে?" বন্ধু বলিলেন, "তার কথা ধরো না। সে

আমার এক জন বিশেষ বন্ধু। তোমরাও তার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখী হবে।" বন্ধু চলিয়া গেলেন।

মিন্‌সিন্ সম্বন্ধে আমরা আর কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না, তাঁহার কথা চিন্তাও করিলাম না। পরদিন আমরা বন্ধুর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। বন্ধু সমাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং এক জন ভদ্র লোকের কাছে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। এই ভদ্রলোক অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া দন্ত বিকাশ করিতেছিলেন। বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন, এই ভদ্র লোকই মিঃ মিন্‌সিন্। ইঁহারই কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, মিঃ মিনসিন্ সকল রকমেই অতিমাত্রায় বন্ধুত্বপ্রয়াসী ভদ্র লোক।

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া, সাগ্রহে করকম্পন করিয়া মিঃ মিনসিন বলিলেন, "আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মশাই বড়ই আনন্দিত হলুম।" বলিতে বলিতে তিনি হাসিলেন, তার পর আবার বলিলেন, "ভারী সুখী হলুম, মশাই" (একথাটা বলিবার সময় তিনি ঈষৎ ভাবাবেগ প্রকাশ করিলেন)—"এই শুভদিনের জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে প্রতীক্ষা ক'রে আছি।" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের হাত ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজের উভয় কর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন যে, দিনটা আজ ভাল নহে, কিন্তু আমাদের আগমনে তিনি বুঝিয়াছেন যে, এই দিন আমাদের কাছে ভালই লাগিয়াছে। তার পর তিনি বলিয়া চলিলেন, শীতটা প্রচণ্ড হইলেও, আজিকার কাগজে তিনি দেখিয়াছেন যে, চিসেষ্টারের মিঃ উইনকিংসএর উদ্যানে একটা লাউ ফলিয়াছে, উহার মাপ ১১ ফুট সাত ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৪ ফুট। এরূপ সংবাদ সত্যই তাঁহার আছে অত্যন্ত বিচিত্র বলিয়া অনুভূত হইতেছে। আমরা তখন বলিলাম, যতদূর মনে পড়ে, ইহার পূর্ব্বেও ঐরূপ ধরণের সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। ইহা শুনিয়া মিঃ মিন্‌সিন্ বলিলেন যে, আমাদের কথা খুবই সত্য। কিন্তু সম্পাদকরা ঐরূপ সংবাদ ছাপিয়া কি বলিতে চাহেন? এরূপ সংবাদ জানিবার কাহার কি প্রয়োজন?

খানিক পরে বন্ধুর পত্নী আসিলেন, কিন্তু মিঃ মিন্‌সিনের বন্ধুত্ব প্রকাশের প্রগাঢ়তা তাহাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইল না। তিনি একখানা প্রকাণ্ড আরাম-কেদারা সবলে ঠেলিয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে লইয়া গেলেন, মহিলাটি তাহাতে উপবেশন করিলেন। ভদ্রলোক সযত্নে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, আগুন খোঁচাইয়া দিলেন এবং বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখান দিয়া বাতাস আসিতেছে কি না। এই সকল বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মিঃ মিন্‌সিন্ গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আজ তিনি কেমন বোধ করিতেছেন। মহিলাটি যখন উত্তরে বলিলেন, চমৎকার, তখন মিঃ মিন্‌সিন্ (পরে জানা গেল যে, তিনি এক জন চিকিৎসক) মাথায় ঠাণ্ডা লাগিলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ডিনার-ভোজে যোগ দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবে আমরা বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটাইলাম। আহারকালে তিনি আমাদের সকলেরই প্রতি সমান স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিলেন—নিজের সম্বন্ধেও বটে।

আহারের পর গৃহকর্ত্রী কক্ষ ত্যাগ করিলে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহকর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া মিঃ মিন্‌সিন্ বলিলেন, "আমি তোমাকে বলেছিলুম, ক্যাপার, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার ভালবাসার যথেষ্ট কারণ আছে। সত্যি, মশাই, মিসেস্ ক্যাপার বড় মধুর প্রকৃতির মহিলা।" আমরা বলিতে যাইতেছিলাম যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মিসেস্ ক্যাপার সত্যই অতি মধুরস্বভাবা, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গৃহকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন, "শোন, মিন্‌সিন্, ও সব কথা বলো না।" মিঃ মিন্‌সিন বলিলেন, "কেন বলব না? তোমার পুরোনো বন্ধুদের কাছে সে কথা বলতে দোষ কি? মশাই, আপনাকে আমাদের বন্ধু বলতে কোন দোষ নেই। তোমার এতে আপত্তি কি, ভাই?" আমরাও বন্ধুকে সেই প্রশ্ন করিলাম তাহাতে বন্ধু স্বীকার করিলেন যে, মিসেস্ ক্যাপার সত্যই অত্যন্ত মধুরস্বভাবা এই স্বীকারোক্তি শুনিয়া মিঃ মিন্‌সিন্ বলিলেন, "বাঃ! বেশ!" তার পর তিনি এই কথাটি গৃহকর্ত্রীকে জানাইবার প্রস্তাব করিলেন। গৃহকর্ত্তা গাঢ় স্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ, মিন্‌সিন্।" তার পর মৃদুস্বরে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, মিন্‌সিন্, মিসেস ক্যাপারের সম্পর্কিত কোন ভগিনীর জীবন দেড় বৎসরের মধ্যে চৌদ্দবার রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার সাধারণ নহে। কথাটা আমরাও মানিয়া লইলাম

এখন আমরা তিন জন আলোচনায় যোগ দিলাম। মিঃ মিনসিনের বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছিলাম। তাঁহার বন্ধুত্ব এত বিস্ময়কর বোধ হইতেছিল যে, কোন আলোচনাতেই তাঁহাকে বাদ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে প্রধান স্থান দেওয়া হইতেছিল। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে কোন ব্যাপারে আমার বন্ধুর সহিত আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল, সেই কথার আলোচনা হইতেছিল। এমন সময় মিঃ মিন্‌সিন্‌কে আমার বন্ধু চারি বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে যে বিদ্রূপাত্মক কথা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। মিঃ মিনসিনকে সে দিনের ঘটনার উল্লেখ করিবার জন্য বলা হইল, তিনি তাহা বলিয়া গেলেন; সেই সঙ্গে কি কি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে তিনি বিস্মৃত হইলেন না। এমন কি, তদুপলক্ষে মিসেস্ ক্যাপারও কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। রোমিও জুলিয়েট নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া মিসেস্ ক্যাপার কিরূপে মূর্চ্ছাতুরা হইয়াছিলেন, কেমন করিয়া

তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করা হইয়াছিল, কি ভাবে তিনি হাসিয়াছিলেন, মিঃ মিনসিন তাহাও উল্লেখ করিলেন। অবশেষে আমাদের বন্ধু সুরাপাত্র নিঃশেষে পান করিবার পর বলিয়া উঠিলেন, "মিন্‌সিন্, ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন।" এই কথার পর বন্ধু ও মিঃ মিন্‌সিন্ পরস্পরের করকম্পন করিলেন।

সীমাবদ্ধ অবস্থাতেও বন্ধুত্বপ্রয়াসী যুবা যেরূপ ব্যবহার করেন, বৃহত্তর স্থানেও সেরূপ ব্যবহারের ব্যতিক্রম হয় না। মিঃ মিন্‌সিন্ কোনও অপরাহ্ন সমিতিতে মার্টিনের বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন পরিবার এবং শতাধিক বন্ধু ছিলেন। ক্যাপার-পরিবারও সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলের নাম করা সম্ভবপর নহে। মিঃ মিন্‌সিন্ মার্টিন-পরিবারের সহিত যেমন আত্মীয়তা দেখাইতেছিলেন, ক্যাপার-পরিবারের সহিতও ঠিক তেমনই অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তম বন্ধুগণের প্রত্যেকের সহিতই তিনি সমান তালে বান্ধবতা বজায় রাখিতেছিলেন। ওয়াটসন-পরিবারের এক জন কুমারীর সহিত তিনি যেমন রসালাপ করিতেছিলেন, সেই সঙ্গে মার্টিন-কন্যাকেও আদর করিতেছিলেন। শ্রীমতী ওয়াটসনকে এক হাতে ধরিয়া ভোজন-টেবলের দিকে অগ্রসর হইবার সময় মিস্ মার্টিনকেও অপর হাত দিয়া ধরিয়া চলিলেন। তিনি নিয়মিত মাত্রায় সুরাপান করিলেন, এমন স্থির ধীর ব্যবহার করিলেন যে, অতি মাত্রায় সূক্ষ্মদর্শিনী বৃদ্ধা মহিলাও তাঁহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি খুঁজিয়া পাইলেন না। কোনও যুবতী গান করিতে অনুরুদ্ধা হইয়া লজ্জা বশতঃ একটু উত্তেজিতা হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া ঔষধ হিসাবে সুরা পান করাইয়া দিলেন যে, যুবতী অবশেষে গান গাহিতে আর সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা অনুভব করিলেন না। পিয়ানোর কাছে দণ্ডায়মান এক জন যুবককে দেখিয়া মিঃ মিন্‌সিন্ তাঁহার বাহুমূলে হাত দিয়া অন্য হাতে এমন মৃদুভাবে তাল দিতে লাগিলেন, যেন সঙ্গীতের ঐ স্থানটি তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছে। কাহারও আত্মশ্লাঘাকে বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে মিঃ মিন্‌সিন তখনই সে কার্য্যে লাগিয়া যাইতেন।

সকল শ্রেণীর লোকই মিঃ মিন্‌সিনের পরিচিত এবং তাঁহার বন্ধুত্বের দাবী করিয়া থাকেন। একরূপ একবাক্যে সকলেই তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। জননীরা তাঁহার বাক্যকে দৈববাণী বলিয়া বিশ্বাস করেন, কন্যারা প্রীতিভাজন মনে করে, ভ্রাতারা তাঁহাকে পরমাদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবে, আর যাঁহারা সন্তানের পিতা, তাঁহারা মিঃ মিনসিনকে পরম বিস্ময়কর বলিয়া গণনা করেন। সুতরাং পরম বন্ধুত্বপ্রয়াসী ভদ্র যুবক হইবার কাহার না বাসনা হয়?

সামরিক ভদ্র-যুবা

আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদের দেশের যুবতী মহিলারা সামরিক যুবক ভদ্রলোকদিগকে এত প্রেয় মনে করেন কেন। যুবতী মহিলাদিগকে আমরা এমন অন্তঃসারশূন্য মনে করিতে পারি না যে, লালকোর্ত্তা পরিধান করেন বলিয়াই সামরিক ভদ্র যুবাদিগকে যুবতীরা এত পছন্দ করেন। যদি লাল কোর্ত্তার উপরই তরুণীদিগের আকর্ষণ আছে মনে করা যায়, তাহা হইলে ডাক-গাড়ীর গাড়োয়ান, রক্ষিদল এবং ডাক-পিয়নরাও ত লালকোর্ত্তা ধারণ করিয়া থাকে, কই, তাহারা ত তরুণীদিগের নিকট এরূপ শ্রদ্ধা পায় না। যাহারা অগ্নিনির্ব্বাণ কার্য্যে রত থাকে, তাহারাও ত লাল কোর্ত্তাধারী, কই, তাহাদেরও ত তরুণী মহিলাদিগের কাছে তেমন আদর আছে বলিয়া আমরা জানি না। আমাদের অনুসন্ধানফল যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লাল কোর্ত্তাধারী দু'পেনী রোজগারী ডাক বালকদিগকেও ত তাঁহারা প্রশ্রয় দেন না।

কখনও কখনও আমাদের মনে হইত যে, রঙ্গালয়ে লাল কোর্ত্তাধারী ক্যাপ্টেন, কর্ণেল এবং অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারিগণের ভূমিকায় অভিনেতারা শুধু সুন্দরী যুবতী, রাজা, দেশ এবং জাতীয়তার সম্মান সম্বন্ধে অভিনয়কালে বক্তৃতা করিয়া থাকেন বলিয়া নারী দর্শকদিগের মনে ঐ প্রকার ভাবাসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মনে কি ধারণা হয় বা না হয়, সে সম্বন্ধে বিতর্ক না করিয়া, যুবতীদিগের মাথা যে সামরিক পরিচ্ছদের জৌলসে বিগড়াইয়া যায় এবং অনেক ভদ্রলোকও ঐ পরিচ্ছদের মোহে মাথা বিগড়াইয়া ফেলেন, সেই কথাই বলিব।

এই শ্রেণীর যুবক ভদ্রলোকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সমর বিভাগে কাজ করেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা সামরিক নিয়মের প্রশংসায় বিগলিতচিত্ত, তাঁহারা। শেষোক্ত শ্রেণীর যুবকদিগের সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাউক।

সৈনিক বৃত্তিমুগ্ধ যুবকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রিয় ব্যাপার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে ভালবাসেন। সামরিক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচুর। এইরূপ শ্রেণীর কোন যুবক অভ্রান্তভাবে কোন এক সেনাদলের পরিচ্ছদ কি ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ দাখিল করিবেন। কোন্ সেনাদলের পোষাকে দাগ কাটা থাকে, কোটে কয়টা করিয়া বোতাম থাকে, কতখানি জরি পরিচ্ছদে লাগান হয়, তাহা বিশদরূপে বলিয়া দিবেন। কোন্ সেনাদলের ব্যাণ্ড কিরূপ, কটা করিয়া তুরী প্রত্যেক দলে থাকে, তাহা তাঁহার মুখস্থ। এ সকল বিষয়ে গল্প করিতে তাঁহার কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক জন সামরিক যুবকের সহিত আমাদের আলোচনা হইতেছিল, সহসা তিনি ঘড়ী বাহির করিয়া সময় দেখিবার পর বলিয়া উঠিলেন যে, এখনই তাঁহাকে একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া পার্কএ যাইতে হইবে, নতুবা তিনি ব্যাণ্ড-বাদ্য শুনিতে পাইবেন না আমরা আর তাঁহাকে বাধা দিলাম না। তিনি চলিয়া গেলেন।

উহার প্রায় তিন চারি ঘণ্টা পরে আমরা ঘটনাক্রমে হোয়াইট হলের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে কোন একটি স্থানে দুই জন অশ্বারোহী রক্ষী সৈনিককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহাদের অদূরে এক জন যুবক নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মত ঐ দুই জন অশ্বারোহীকে একান্ত আগ্রহভরে দর্শন করিতেছিল। ঐ যুবক যেন সমগ্র দৃষ্টি দিয়া সৈনিকগণ ও তাহাদের অশ্ব দুইটিকে গ্রাস করিতেছিল, এমনই তাহার দৃষ্টি। সে ব্যক্তি যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সামরিক বন্ধু, সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশমাত্র রহিল না। বন্ধুর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, জগতের অন্য কোনও বস্তু তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। সে যেন অন্য বিষয়ে বধির ও অন্ধ হইয়া ঐ একই বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমরা এ দৃশ্যে বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু ল্যাণ্ডেথ হইতে ফিরিবার পথে তাহাকে তদবস্থায় একই প্রকার দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। সে দিন ঝড় হইতেছিল। তাই বন্ধুকে একটু সতর্ক করিয়া দিলাম। বন্ধুটি বলিয়া উঠিল, ঐ দৃশ্যটি কি অপূর্ব্ব নহে?

সেই সময় হইতে আমরা অশ্বারোহী রক্ষী সৈনিক দেখিলেই চারিদিকে চাহিয়া দেখিতাম সেই সময় আমরা লক্ষ্য করিতাম, সামরিক যুবকগণ রক্ষী সেনাদলের সম্মুখে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

কিন্তু খাঁটি সামরিক যুবকের কথা এখনও বলা হয় নাই। তিনি সেনাবারিক হইতে পথে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত থাকেন। তাঁহার চলনে কি বিচিত্র ভঙ্গিমা! কটিদেশে তরবারি দোদুল্যমান। কিন্তু সেজন্য তাঁহার কোন অসুবিধা নাই—যেন একটা রেশমের ছাতি মাত্র ঝুলিতেছে! সিংহ এখন নিদ্রিত। সেই সময় শত্রু দেখিলে তিনি কি করিতেন? সম্ভবতঃ কোষমুক্ত তরবারি লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতেন, তখন ভীষণ দৃশ্যের অভিনয় দেখা যাইত!

কিন্তু তিনি পথে বাহির হইয়া বেড়াইতে চলিলেন, তখন তাঁহার মনে রক্তপাত ও হত্যার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই স্থান পাইল না। এই সময় অপর তিন জন সামরিক যুবকের সহিত তাঁহার দেখা হইল। সকলেরই কটিতট-বিলম্বিত তরবারির ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনা যাইতেছিল। সে শব্দ শুনিলে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির হৃদয় শিহরিয়া উঠিবে।

তাঁহারা পরস্পর গল্প করিবার জন্য থামিয়া পড়িলেন। অন্য অসামরিক লোক তাঁহাদিগকে দেখিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া এক জন অপরূপ ভঙ্গী সহকারে দুই বাহু বুকের উপর সংস্থাপন করিলেন, এক জন দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলেন, অপর জন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন এরূপ দৃশ্য কি চমৎকার নহে? কোনও বৈদেশিক শক্তি—ধর, রুসসম্রাট অথবা অন্য কোন ফন্দীবাজ লোক, যদি এই সামরিক যুবক কর্ম্মচারীদিগকে দেখেন এবং তাঁহাদিগকে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লক্ষ্য করেন, তিনি কি তখন একটু কাঁপিয়া উঠিবেন না?

তার পর রঙ্গালয়ের কথা। কর্ণেল কিটজ সোর্ডষ্ট এবং অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সময়ে কি বিচিত্র দৃশ্য। দেশ-রক্ষকগণ রঙ্গালয়ে অবস্থানকালে অন্যান্য দর্শকদিগকে যেন অভয় দিয়া বলিতেছে, বৈদেশিক আক্রমণের জন্য ভীত হইও না। কারণ, তাহারা চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রয়োজনকালে তাহারা জীবনত্যাগেও প্রস্তুত। তাহাদের সহিত বক্সএ উপবিষ্ট পলিতকেশ, বহু সামরিক কর্ম্মচারীদিগের কি পার্থক্য? তাঁহারা বহু সমরে বিজয় লাভ করিয়া বহু প্রকার সম্মানচিহ্ন লাভ করিয়াছেন। উহা তাঁহাদের দেহে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সামরিক যুবকদিগের সহিত তাঁহাদের যেন কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য নাই। শুধু তাঁহাদের দৃষ্টি দেখিয়া বুঝা যায় যে, এক কালে সামান্য সৈনিক পদ হইতে তাঁহারা বড় বড় সামরিক কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুটিও অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে। নূতন একটি পরিবার রঙ্গালয়ে আসিলেন। তাঁহারা তাহাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ করিল না। এক দল সৈনিকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে গল্প করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটু কাসিতে লাগিল। ইহাতে পার্শ্বের আসনে উপবিষ্ট মেয়ের দল তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। সে ইহাই চাহিতেছিল। তাহার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠস্বরে এক জন ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। এই সময় সে তাহার বন্ধুগণকে যেন দেখিতে পাইয়াছে, এমন ভাব দেখাইয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য চলিয়া গেল।

দলের তিন জন যুবতী, এক জন যুবক এবং তাঁহাদের জননী আমাদের পরিচিত সামরিক যুবককে দেখিয়া বিশেষ শিষ্টাচার ও আন্তরিকতার সহিত তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন আমাদের সামরিক যুবা বন্ধুটি তাহার পরিচিত প্রকৃত তিন জন সৈনিক যুবককে পরিচিত করাইয়া দিল। নবাগত সৈনিক যুবকগণ মহিলাদের পশ্চাতের আসনে বসিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

ইহাতে কন্যাদের জননী বিজয়গর্বে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্য কোনও জননী কোনও সামরিক যুবার সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই তিনটি সামরিক যুবাকে, যুবতীত্রয়ের মাতা যেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

রাষ্ট্রনীতিক ভদ্র যুবা

এমন এক দিন ছিল, যখন মহিলাদিগের সমুখে রাজনীতিক চর্চা নির্বাসিত হইয়া থাকিত। এই প্রথা যদি এ যাবৎ-কাল প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্রনীতিক ভদ্র যুবা সম্বন্ধে কোনও অধ্যায়ই রচনা করিতে পারিতাম না। কারণ, মহিলারা জানিতেই পারিতেন না, রাষ্ট্র-নীতিক ভদ্র যুবা আবার কোন্ শ্রেণীর রাক্ষস। কিন্তু এই প্রথা এখন রহিত হইয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রনীতিক যুবতী এ যুগে বিরল নহে। সুতরাং এমন একটি বিষয়ে উপেক্ষা করা এখন আর চলে না।

রাষ্ট্রনীতিক ভদ্র যুবা যদি কোন পল্লী-সহরের অধিবাসী হয়েন (পল্লীসহরে এরূপ যুবা দেখিতে পাওয়া যায়), তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রনীতিচর্চায় সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হইয়া পড়েন রঙীন চশমা পরিয়া দৃষ্টিপাত করিলে, সম্মুখের বা দূরের সকল বস্তুই রঙীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, রাষ্ট্রনীতির চশমাধারী যুবকও সকল বিষয়ে দলগত মনোবৃত্তির আরোপ করিয়া, সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রনীতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবা পুরুষ, বিরুদ্ধ স্বার্থসম্পন্ন কোনও সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

রাষ্ট্রনীতিক ভদ্র যুবক যদি রক্ষণশীল ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার মনের ভাব আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং পোপ সম্বন্ধেও তদনুরূপ হইয়া উঠে। অথচ কেন যে তাহা হয়, তাহা তিনি নিজেও বলিয়া বুঝাইতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেন যে, তিনি ঠিক কাজই করিতেছেন। সুতরাং অপর পক্ষের যুক্তি-তর্কে মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। ধর্ম্ম ও সরকার সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি বাছাই করা শব্দ ও ছত্র আছে। নির্ব্বাচন-সময়ে অবতীর্ণ হইলে তিনি সেই ছত্র ও শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতে অসাধারণ ফলও তিনি পাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি আইনানুগ ভাবেই কাজ চালাইতে চাহেন। সুতরাং নিয়মতন্ত্রকে তিনি কোনও মতেই পরিত্যাগ করেন না।

তথাপি জনসাধারণই তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কোনও জনবহুল সহরে যদি নির্ব্বাচন-সময় আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে অনেকের নাসিকা ভগ্ন হয়, গৃহ চূর্ণ হয়, তাহা হইলে তিনি সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিবেন, "এই দেখ তোমাদের জনসাধারণ!" ঘোড়দৌড়ের সময় যদি আধ ডজন বালক ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া দৌড়িয়া যায়, অমনই এই যুবক চারিদিকে ক্রোধ-ভরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিবেন, জনসাধারণের আক্কেল কিরূপ, একবার ভাল করিয়া দেখ। যদি রঙ্গালয়ে গ্যালারী হইতে দর্শকগণ নাটক অভিনয়কালে, এক দৃশ্য হইতে ভিন্ন দৃশ্যে পট পরিবর্ত্তন হইবার মাঝে বাঁশীর শব্দ শুনিবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠে, অমনই তিনি বলিয়া উঠিবেন, "না, না!" "অতি লজ্জার কথা!" এই ভাবে সকল ব্যাপারেই তিনি জনসাধারণের ত্রুটি ধরিতে ব্যস্ত।

রাষ্ট্রনীতিক ভদ্র যুবা যদি উদার মতাবলম্বী হন, তাহা হইলে তিনি যে একজন গভীর জ্ঞানী, তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না। তিনি তোমাকে অনেক আনুমানিক সিদ্ধান্ত-মূলক অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অসংখ্য প্রকারের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে বলিবেন।

বিভিন্ন মতাবলম্বী দুই জন রাষ্ট্রনীতিক যুবক ডিনার টেবলে বসিয়া যখন বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তাহা শুনিতে বেশ কৌতূহল হয়। তর্ক উঠিল যে, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে জনসাধারণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে। এক পক্ষ বলিয়া উঠিবেন, তাহাদিগের পকেট হাতড়াইয়া দেখা উচিত—তাহারা বাটালী হাতুড়ী লইয়া যাইতেছে কি না। কারণ, যদি তাহারা এবিতে প্রবেশ করিয়াই মূর্ত্তি-গুলির নাসিকা ভোঁতা করিয়া দিতে আরম্ভ করে। অথবা একবার যদি তাহারা টাওয়ারে ঢুকে, তাহা হইলে রাজ-মুকুট মাথায় দিতে আরম্ভ করিবে কিংবা অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া পিস্তল, বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করিয়া দিবে। ইহা লইয়াই উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং তর্ক কোথায় গিয়া শেষ হয়, আরম্ভ ও সমাপ্তির সহিত কোনও সামঞ্জস্য করাই তখন দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কিন্তু উভয়েই মনে করেন যে, তিনিই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন।

সমাজে, সভায়, বলনৃত্যে এবং রঙ্গালয়ে, সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতিক ভদ্র যুবারা রাষ্ট্রনীতিক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। সামান্য সূত্র পাইলেই ইহারা আলোচনায় যোগ দেন এবং নখদন্ত সহকারে প্রতিপক্ষকে জর্জ্জরিত করিবার সুযোগ কখনও ত্যাগ করেন না। কোন কোন সময়ে ইহারা গির্জ্জায় গিয়া ঐরূপ তর্ক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ধর্ম্মযাজকগণ কাহাকেও কথা কহিতে দেন না। নিজেদের কথার প্রতিবাদ করিতে কোন প্রকার অবকাশ তাঁহারা কাহাকেও প্রদান করেন না। রাষ্ট্রনীতিক যুবারা কাজেই মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

এইরূপ তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং রাষ্ট্রনীতিক যুবকগণ জানিয়া রাখুন যে, তাঁহাদের আলোচনা তাঁহাদের প্রিয় হইলেও অন্যে তাহা সহ্য করিবে না। সুতরাং এখন হইতে তাঁহারা উহা

পরিহার করিতে সচেষ্ট হউন। আমরা জানি, মহিলারা আমাদের উপদেশ অনুসারেই চলিবেন, সুতরাং তাঁহারা যদি ভাল চাহেন, তাহা হইলে এরূপ বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিবেন।

—

পারিবারিক ভদ্র যুবা

আমাদের প্রিয়দর্শন বন্ধু মিঃ ফেলিক্স নিক্‌সনের একটা ছবি আঁকিয়া দেখান যাক। এই পর্য্যায়ে যদি আমরা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাকে ঠিক মানাইবে। এ ক্ষেত্রে তিনিই পারিবারিক ভদ্র যুবার আদর্শস্থানীয়।

ফেলিক্স এক জন ভদ্রযুবা, মাতার সহিত গৃহে বাস করিয়া থাকেন। সে গৃহ, সেণ্ট মার্টিন-লি-গ্রাণ্ড হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি বর্ষাকালে সর্ব্বদাই ইণ্ডিয়া রবার-নির্ম্মিত পাদুকা পরিধান করিয়া থাকেন। কোটের পকেটে, দক্ষিণ দিকে ভাঁজ করা একখানি রেশমী রুমাল। রাত্রিকালে গৃহে ফিরিবার সময় উহার দ্বারা তিনি মুখ আবৃত করিয়া রাখেন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, অর্থাৎ বহু দূরের বস্তু সাদা চোখে দেখা যায় না বলিয়া তিনি চশমা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং স্পন্দমান।

ফেলিক্সের আলোচনার দুইটি মাত্র বিষয়—নিজের এবং জননীর কথা। উভয়েই যেন বিচিত্র বস্তু, আলোচনায় কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। মাতার কাছ হইতে ফেলিক্স কদাচিৎ স্বতন্ত্র থাকেন, তাঁহাদের আত্মা সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, ফেলিক্সের শরীর আজ কেমন আছে, উত্তরে তিনি তাঁহার মাতার স্বাস্থ্যের কথাই শুনাইবেন। তাঁহার মাতাও পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন সতর্ক যে, ফেলিক্স দিনের মধ্যে চারিবার হাঁচিয়াছেন, অথবা বৃষ্টিতে ভিজিবার পর একবার কাসিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা নাই। অমনই গরম জলে পা ডুবাইয়া ফেলিক্সকে থাকিতে হয়। তাঁহার মাথাতেও ফ্লানেল জড়াইয়া রাখা হয়। তাহার ফলে পরদিবস তাঁহার শরীর ভাল হইয়া যায় এবং তিনি নিজের কার্য্যে নিয়মিত ভাবে পরদিবস বাহির হইতে পারেন।

আমাদের এই বন্ধুট দুঃসাহসী এবং ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তি নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বহুবার বহু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। অবশ্য এ সকল তাঁহার মাতারই উক্তি। এ বিষয়ে তাঁহার মাতার নিকট একটা বিরাট গল্প শুনা যায়। একবার অভিনয় দেখিয়া বাড়ী ফিরিলে পর, ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ান তাঁহার কাছে অতিরিক্ত ভাড়া দাবী করে। তাহাতে ফেলিক্স এমন ভাবে গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার মাতার মনে হইয়াছিল, গাড়োয়ান চূর্ণ হইয়া ভূমিতলে পড়িবে। কিন্তু গাড়োয়ান চূর্ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে আরও অতিরিক্ত ৬ পেনী দাবী করিতে লাগিল। ফেলিক্স পকেট-বহি বাহির করিয়া একটি চওড়া বাতি জ্বালিলেন। উহার আলোকে তিনি গাড়োয়ানকে ছাপান গাড়ী ভাড়ার হারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। গাড়োয়ান সে কথা গ্রাহ্য করিল না; পুনঃ পুনঃ ভাড়া দাবী করিতে লাগিল। তখন সদর দরজা ফেলিক্স এমন ভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন যে, সে কথা স্মরণ করিতে তাঁহার মাতার হৃদয় এখনও ভয়ে শিহরিয়া উঠে। গাড়োয়ান যখন দরজায় আবার আঘাত করিতে লাগিল, তখন ফেলিক্সের এমন ক্রোধ জন্মিল যে, তিনি মাতা ও পরিচারিকার হাত ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সত্য সত্যই গাড়োয়ানের দিকে মুষ্টি উদ্যত করিলেন। তার পর বিবর্ণ-মুখে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সে দিন ফেলিক্স যেরূপ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তেমন ক্রোধ তাঁহার কখনও দেখা যায় নাই। এখনও তাঁহার মাতা সে দৃশ্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই।

এই ঘটনার বিবৃতির সময় ফেলিক্স গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন, এবং গল্প শুনিয়া তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তার পর উপসংহারে ফেলিক্স বলিলেন, উক্ত ঘটনার পর তিন চারি সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যেক গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়া দেখিতেন, সেই বদমাসটাকে দেখিতে পান কি না। ইহাতে তাঁহার মাতা বলিলেন, তাহার দেখা পাইলে ফেলিক্স কি করিতেন? ইহাতে ফেলিক্স ভ্রূকুটিকুটিল মুখে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। মাতা পুত্রকে বলিলেন যে, এমন কার্য্য যেন ফেলিক্স না করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে ঐ ঘটনা সংঘটিত হইলেও, তাঁহার মাতার আশঙ্কা যে, ফেলিক্সের যেরূপ প্রকৃতি, তিনি পাছে কিছু করিয়া বসেন! আলোচনাপ্রসঙ্গে ফেলিক্স ক্রমে উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি নিজের জীবনের একটা কাহিনী প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অনেক দিন আগে তিনি রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত জাগিয়া ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেন। ইহাতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিতেন, "ফেলিক্স, এমন ভাবে রাত জাগলে, নিশ্চয় তোমার অসুখ হবে।" তিনি উত্তর দিতেন, "মা, আমি তাতে ডরাই না—এ আমি করবই।" মাতা ব্যস্ত হইয়া এক দিন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আর এক রাত্রিও যদি তিনি ঐ ভাবে অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দুই রগে দুইটি স্লিটারের পটী বসাইতে হইবে, আর একটি ঘাড়ে লাগাইতে হইবে। সেই সঙ্গে ডাক্তার একটা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। এই ঔষধ অনতিবিলম্বে সেবন না

করিলে, ফেলিক্সের জীবনের জন্ম তিনি দায়ী হইবেন না বলিলেন। এই জাতীয় অনেক বিপদের কাহিনী শুনিয়া মিঃ নিক্সনের বন্ধুরা বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

শ্রীমতী নিক্সন—ফেলিক্সের জননীর বহুসংখ্যক নারী বন্ধু ছিলেন। তিনি মহিলা সমাজে, বিশেষতঃ তরুণী কুমারীদিগের নিকট স্বীয় পুত্রের গুণপণার ব্যাখ্যা করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টারই ত্রুটি করিতেন না। এমন ইঙ্গিতও দিতেন যে, তাঁহার পুত্রকে যে যুবতী স্বামিরূপে লাভ করিবে, তাহার সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই কিন্তু তাঁহার পুত্র তরুণীদিগের সম্বন্ধে ভারী কড়া। এই সতর্কতাবাণী শুনিয়া তরুণী যুবতীরা পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাসি চাপিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইত। এমনও ঘটিত যে, ঐরূপ আলোচনার সময় ফেলিক্স আপিস হইতে ফিরিতেন। তাঁহার মাতা অমনই বলিয়া উঠিতেন যে, পায়ের জুতা ছাড়িয়া, চটি জুতা পরিয়া তিনি বৈঠকখানায় আসিতে পারেন। ঘরে শুধু দুই জন মিস গ্রে এবং মিস টমসন আছেন। অন্য কেহ নাই। এই যুবতীরা ইহাতে আপত্তি করিবেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা জননী অস্ফুটস্বরে দুই জন মিস্ গ্রেকে বলিতেন যে, মিস্ টমসনকে ফেলিক্স ভারী পছন্দ করেন। ইহা শুনিবার পর আবার ছোট ছোট কাসির শব্দ হইতে থাকে। বিশেষতঃ মিস্ টমসন কাসিয়া অস্থির হইয়া উঠেন। তার পর ফেলিক্স ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয় এবং মিস্ টমসন তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠেন যে, এমিলিয়া গ্রে নির্ব্বোধের মত যেন কথা না বলে। এই কথায় তিন জন তরুণীই একসঙ্গে হাসিয়া উঠেন। ফেলিক্স ততক্ষণ চা-পান করিতে থাকেন। তার পর পেয়ালা নামাইয়া জানি জানি ভাবে হাস্য করিয়া বলেন, বালিকা চিরকালই বালিকা থাকে। ইহাতে পুত্রগর্ব্বিতা মাতা পুত্রের পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করিয়া বলেন, সে যেন অত চতুরতা প্রকাশ না করে। ইহাতে হাসির ধুম পড়িয়া যায়। ফেলিক্স যে খুব চতুর, ইহা মনে করিয়া আনন্দে আবার মৃদু হাস্য করিতে থাকেন।

চা-পানের পর যুবতীরা যে যাহার কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। সেই সময় মিঃ ফেলিক্স রেশমী সূতার কাঠিমটা ধরিয়া থাকিবার জন্য জিদ ধরেন। মিস্ টমসন উহা গুটাইতে থাকেন। এই কার্য্য সমাধা হইবার পর কনিষ্ঠা মিস গ্রে, ফেলিক্সকে বাঁশী বাজাইতে বলেন। ফেলিক্স একখানা স্বরলিপির কেতাব খুলিয়া বিচিত্রভাবে বিচিত্র প্রকারের স্বর একই বাঁশী হইতে বাহির করিতে থাকেন। এইরূপে নৈশ ভোজনের সময় পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। ভোজনকালে ফেলিক্সের মুখ দিয়া যেন খই ফুটিতে থাকে। অতঃপর অর্দ্ধ গেলাস সেরি ও জল মিশাইয়া পান করিবার পর ফেলিক্স বীরের ন্যায় চটি জুতার উপর রবারের জুতা পায় দিয়া মিস্ টমসনের পরিচারিকাকে অগ্রে গমন করিবার জন্য আদেশ দেন—সে গিয়া যেন বাড়ীর দরজা খুলিয়া রাখে। তার পর যুবতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি বাহির হন। মিস্ গ্রে'দের বাড়ী তাঁহার বাড়ীর পাশেই, মিস্ টমসনের বাড়ী পাঁচটি বাড়ীর পর। মিস্ গ্রে'রা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। মিস্ টমসনকে আগাইয়া দিয়া ফেলিক্স যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাহারা বলিয়া উঠে, "বেশ, মিঃ ফেলিক্স," তার পরই বাড়ীর মধ্যে যাইবার সময় তাহাদের কলকণ্ঠে হাস্যধ্বনি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। উহা বাঁশীর শব্দের অপেক্ষাও মধুর।

ফেলিক্সের যাবতীয় পরিচিত নারী তাঁহাকে পাকা চিরকুমার করিয়াই রাখিয়াছিল। তাহারা সকলেই তাঁহাকে পছন্দ করিত। কারণ, এক হিসাবে তিনি সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন, কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করিতেন না। তাঁহার স্বভাব অতি করুণ ও কোমল। বাস্তবিক তিনি কখনও কাহারও কোন ক্ষতি করিতেন না। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত নহেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি প্রকৃতই ভাল লোক এ কথা যেন তাঁহারা বিশ্বাস করেন। তিনি দীর্ঘ কাল ধরিয়া কাহারও ক্ষতি না করিয়া একক জীবন যাপন করিতেছেন। কেহ জীবনে তাঁহার সঙ্গিনী আর হয় নাই।

দোষগ্রাহী ভদ্র যুবা

সমাজে এক শ্রেণীর প্রিয়দর্শন যুবক দেখা যায়, বহু অভিজ্ঞতার ফলে আমরা তাঁহাদিগকে উক্ত খেতাব অর্পণ করিয়াছি। তরুণী যুবতীরা উঁহাদিগকে "বিদ্রূপকারী" বা "ভীষণ" প্রকৃতির ভদ্র যুবা বলিয়া নামকরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা উঁহাদের পরিচয় ভাল করিয়া জানি বলিয়াই বলিতেছি, উঁহারা দোষগ্রাহী ভদ্র যুবা। উহা ছাড়া আর কিছুই নহেন।

পরিচিত সমাজের লোকরা দোষগ্রাহী যুবককে বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করেন। কোন সংবাদ শুনিলে বা মন্তব্য প্রকাশিত হইলে এই শ্রেণীর যুবক অর্দ্ধ-হাস্য সহকারে গ্রহণ করেন। ভাবটা এই, উহা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইহাতে মানুষ মনে করে, দোষগ্রাহী যুবার উদ্দেশ্যটা কি! ক্রমে তাহাদের মনে এই সিদ্ধান্ত জন্মে যে, যুবকের ঐ ভাবের অর্থ গভীর ইঙ্গিতের দ্যোতক। তাহারা এই ভাবে কারণ নির্দ্দেশ করে—"এই ভদ্র যুবা এমন জানি জানি ভাব দেখান, যেন তিনি আরও কত জানেন। আমরাও ত বোকা নই, সুতরাং উনি কি গভীর অর্থ-বাহির করেন, তাহা জানিতে আমাদের কৌতূহল

হয়।" এই ভাবটা বজায় রাখিতে পারিলে দোষগ্রাহী যুবা তাঁহার পরিচিত মহলে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিবেন।

তরুণী যুবতীরা সাধারণতঃ কৌতূহলপরায়ণা নহেন, তবে সংবাদ জানিবার জন্ত আগ্রহান্বিতা। তাঁহারা দোষ-গ্রাহী ভদ্র যুবার সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিয়া থাকেন। ল্যাম্পের বাতি বাড়াইয়া দিতে দিতে মিস্ গ্রীন উড্ বলিয়া বসিলেন, "মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স কোন দিন বিয়ে করবেন কি না, আমি তাই ভাবি।" মিস্ মার্শেল উত্তরে বলিয়া উঠিলেন,"হঠাৎ তাঁর কথা তোমার মনে হ'ল কেন বল ত?" মিস্ গ্রীন উড্ বলিলেন, "তা জানিনে, তিনি এমন রহস্তময় যে, সব সময়েই তাঁর কথা আমার মনে হয়।" মিস্ মার্শেল বলিলেন, "সত্য কথা বলতে কি, আমারও সেই মনে হয়।" অপর দুই জন তরুণীও অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। একে একে সকলেই এই মতের সমর্থন করিলেন। শুধু এক জন তরুণী বলিয়া বসিলেন যে, মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স ভীষণ লোক। এ কথায় সকলেই তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। মা যিনি, তিনি মাথাটা তুলিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মনে হয় না, মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স আদৌ ভীষণ প্রকৃতির লোক। বরং বিশেষ শক্তিমান পুরুষ বলিয়াই তাঁহার ধারণা। কথাটা সমাপ্ত করিবার সময় বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি ঠিক জানি, তিনি যা বলেন, তার চেয়ে ঢের বেশী জানেন, এমনি ভাবই তিনি প্রকাশ ক'রে থাকেন।"

ঠিক এমনই সময় দরজা খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে কে প্রবেশ করিলেন? যাঁহার কথা আলোচিত হইতেছিল, সেই মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স ছাড়া আবার কে! মা বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, এখুনি আপনার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলুম।" মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স্ বলিলেন, "খুব সম্মানিত হলুম। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি বলছিলেন, বলুন ত?" জ্যেষ্ঠা কন্তা বলিয়া উঠিলেন, "আমরা বলছিলুম্ আপনি ভারী রহস্তময় মানুষ।" মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স্ বলিলেন, "তাই না কি! বটে।" কথাটা এমনভাবে বলিলেন, যেন তাহাতে গভীর রহস্ত নিহিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্তরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উহা দেখিয়া মা ও মেয়েরা মনে করিলেন, ঐ হাস্ত গভীর অর্থদ্যোতক। তাঁহারা বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি অত্যন্ত সাংঘাতিক মানুষ, সকলের সম্বন্ধেই তিনি মন্দ ভাবিয়া থাকেন। দোষগ্রাহী ভদ্র যুবা ত ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। সুতরাং তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছেন আপনারা? না, না।" কথাটা এমন সুরে বলিলেন, যেন তাহাতে বুঝাইল, "আপনারা ঠিক ধ'রে ফেলেছেন।" ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, আসল জায়গায় তাঁহারা আঘাত করিয়াছেন।

দোষগ্রাহী ভদ্র যুবার রহস্তময় চরিত্র ও ব্যবহারের সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়িলে, যুবক নিজের আচরণকে সমানভাবে অব্যাহত রাখেন। নূতন বিয়োগান্ত নাটকখানা যে প্রকৃতই বিয়োগান্ত এবং নূতন, ইহা তাঁহার ধারণা। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি অনেক কিছু বলিতে পারিবেন বলিয়া শ্রোতাদের ধারণা হইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই বলিবেন না। পাছে তাঁহাকে কেহ মন্দ প্রকৃতির বলিয়া মনে করেন। তিনি জানেন, সব প্রকাশ করিলেই তাহা ঘটা অনিবার্য্য। কোনও যুবতী বলিয়া উঠিলেন, "অমুক অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভূমিকা কি চমৎকার হয়নি?" দোষগ্রাহী যুবা উত্তর দিলেন, "চমৎকার! নিশ্চয়, নিশ্চয়! ভারী চমৎকার, অতি সুন্দর!" এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নত হইয়া আগুন উস্কাইয়া দিতে লাগিলেন। মুখে বিদ্রূপের মৃদুহাস্ত। এক জন লাজুক যুবক নীরবে এই আলোচনা শুনিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল, এমন চমৎকার সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করা কি চমৎকার। সঙ্গীত, চিত্র, গন্ত, পন্ত সকল বিষয়েই দোষগ্রাহী যুবকের সমান অধিকার। নরনারী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথম দৃষ্টিপাতেই তিনি সবই বলিয়া দিতে পারেন। মিঃ ফেয়ারফ্যাক্সের শক্তির উপর আস্থাবান্ কোন লোক বলিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, তরুণী মিসেস্ বার্কারের সম্বন্ধে আপনার মত কি শোনা যাক্। কিন্তু তাঁর প্রতি বেশী কঠোর হবেন না যেন।" দোষগ্রাহী ভদ্র যুবা বলিলেন, "আমি কারও সম্বন্ধে কড়া কথা বলিনে।" উত্তর হইল, "যাক্ সে কথা। আচ্ছা, ওঁকে কি ঠিক ভদ্র মহিলার মত মনে হয় না?" দোষগ্রাহী ভদ্র যুবা বলিলেন, "ভদ্র মহিলার মত! তাঁহার ব্যবহার কি লক্ষ্য করেছেন? মিসেস্ টমসন, আপনি কি তাঁর আচরণ লক্ষ্য করেন নি? আমি শুধু এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।" বেচারা ভদ্রমহিলা বিব্রত হইয়া বলিলেন, "দেখেছিলুম ত, কিন্তু খুব ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি।" অন্তগর্কে উৎফুল্ল হইয়া, দোষগ্রাহী ভদ্র-যুবক বলিলেন, "তা হ'লে ভাল ক'রে লক্ষ্য করেন নি? বেশ, কিন্তু আমি দেখেছি। যাক্, তাঁর সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।" দোষগ্রাহী ভদ্রযুবা উভয় ওষ্ঠ চাপিয়া, নীরব হইলেন। শুধু অভিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। তখনই চারিদিকে চাপা-স্বরে আলোচনা চলিল যে, মিঃ ফেয়ারফ্যাক্স নিশ্চয়ই মিসেস্ বার্কারের সম্বন্ধে এমন কিছু বিসদৃশ দেখিয়াছেন, তাহা না হইলে তিনি অমনভাবে মন্তব্য করিতেন না।

আমুদে ভদ্র যুবা

এক জন আমুদে ভদ্রযুবকই যাবতীয় আমুদে ভদ্রযুবকের নমুনাস্বরূপ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই আমরা আজ একজন ব্যক্তির বর্ণনার দ্বারা, এই জাতীয় ভদ্রযুবকের বিবরণ প্রদান করিতেছি। বড় দিনের উৎসবে কোনও পরিবারে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেইখানেই এই আমুদে ভদ্রযুবকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ধারে আমরা সকলে উপবিষ্ট ছিলাম। আমরা স্ফূর্ত্তির সহিত নানা কথার আলোচনা করিতেছিলাম, কেৎলীতে জল ফুটিতেছিল; চায়ের পেয়ালা টেবলে সজ্জিত। এমন সময় সহসা বহির্দ্বারে করাঘাত হইল। ডাকপিয়ন যেন করাঘাত করিতেছে। এই করাঘাত যেমন আকস্মিক, তেমনই প্রবল। শব্দ শুনিয়া দলের সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন। দুই তিন জন নবযুবতী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রণয়-ভাজনগণ যুবতীদিগকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, কোনও ভয়ের কারণ ঘটে নাই। আমরা বলিতে যাইতেছিলাম যে, এখন হরকরার আসিবার সময় নহে, কোনও পলাতকের করতাড়না হইতে পারে। এমন সময় আমাদের গৃহকর্তা, এতক্ষণ তিনি যেন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন, উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি বিশ পাউণ্ড বাজি রাখিতে পারেন—এ কর্ম্ম আর কাহারও নহে, গ্রিগিন্‌সের। তাঁহার কথা শেষ না হইতেই দলের অধিকাংশ এবং বালক-বালিকাগণ হাসিতে হাসিতে ঘর ফাটাইয়া তুলিল, যেন তাহারা হাসি-তামাসার কোনও বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। কেহ বলিল,—ঠিক গ্রিগিনস্ বটে। কেহ বলিল, এ তারই কাজ। কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল, লোকটার সব সময়েই স্ফূর্ত্তির প্রাণ। এইরূপ নানা প্রকার মন্তব্য শুনা গেল।

গ্রিগিনস্‌কে কখনও দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কাজেই এই মজার লোকটিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল। বিশেষতঃ সেই সময় এক জন স্থূলকায় ভদ্রলোক আমাদের কাণে কাণে বলিলেন, গ্রিগিনস্ লোকটা প্রথম শ্রেণীর ভাঁড়। এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। মিঃ গ্রিগিনস্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পবয়স্কগণ তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। হাস্য-ধ্বনিতে কক্ষতল মুখরিত হইয়া উঠিল। নানা প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া নবাগত সেই অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। সেই বিচিত্র এবং হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গী দেখিয়া এক জন স্থূলকায় ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে এমন অধীর হইয়া পড়িলেন যে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, গ্রিগিনস্ যদি এখনই স্থানত্যাগ না করেন, তাহা হইলে হাস্যবেগেই তাঁহার মৃত্যু [illegible]। ইহাতে দলস্থ নর-নারী আবার এক চোট হাসিয়া লইলেন। হাস্যরোগ সংক্রামক, সুতরাং আমরাও হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলাম, "চমৎকার! চমৎকার!"

দর্শকগণকে যখন মিঃ গ্রিগিনস্ ক্লান্ত করিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি নানা কৌতুককর ভঙ্গীর সহিত আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তার পর তিনি বলিলেন যে, সোফার যুবতী মহিলারা যদি তাঁহার বসিবার জন্য স্থান করিয়া না দেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তিনি কাহারও ক্রোড়ে বসিবার স্থান করিয়া লইবেন। অনেক হাস্য পরিহাসের সঙ্গে সোফার খানিকটা খালি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি তখন কোনও মতে সেখানে বসিলেন। তিনি বলিলেন যে, গোলাপ-ফুলের মধ্যে তিনি জায়গা করিয়া লইয়াছেন। এই নূতন পরিহাসে আমরা সকলেই আবার প্রাণ খুলিয়া হাস্য করিলাম। আমরা বলিলাম, "মশাই, আপনার ভাগ্য ভাল।" গ্রিগিন্‌স বলিলেন, "মশাই, আপনারা আমায় গর্ব্বপ্রকাশের অবকাশ দিলেন।" আবার সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি আমাদের কাণে কাণে বলিলেন যে, গ্রিগিন্‌স্ আমাদের সকলের দফা নিকাশ করিবেন দেখিতেছি।

চায়ের সরঞ্জাম অপসৃত করা হইল। তখন সকলে টেবলে গোল হইয়া বসিয়া খেলায় যোগ দিলেন। মিঃ গ্রিগিন্‌স্ তখন খেলোয়াড়দিগের হাতের তাস এমন ভঙ্গী সহকারে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন যে, তাহাতেই হাসি পাইতেছিল। তিনি একটা চমৎকার তামাসার কাজ করিয়া বসিলেন. একটা উচ্চ বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছিল। মিঃ গ্রিগিন্‌স্ উহাতে ফুঁ দিতে লাগিলেন। পার্শ্বেই এক জন যুবক বসিয়া খেলিতেছিলেন। বাতির শিখা ফুঁ দেওয়ার জন্য যুবকের চুলে লাগিয়া ধরিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু বাতিটা তাঁহার মাথার এত উপরে ছিল যে, শিখা চুলে লাগিল না। মিঃ গ্রিগিন্‌স্ বেশ [illegible] হাস্য-কৌতুকের সহিত যুবকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অবশ্য এই পরিহাসব্যাপার যুবক দেখিতে পান নাই। কারণ, বাতিটাও নিভিয়া যায় নাই। সেই সময় শোনা গেল, যুবক মৃদু গুঞ্জনে কি বলিয়া উঠিলেন। দুই একটা শব্দ শুনিলাম—"অসভ্যতা," "বাঁদরামি!" সেই সঙ্গে তিনি মিঃ গ্রিগিন্‌স্‌এর ঠিকানা জানিতে চাহিলেন। কণ্ঠে ক্রোধের আভাস। হয় ত এই ব্যাপার লইয়া একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু যুবকটির প্রণয়িনী—বাগ্‌দত্তা পত্নী তখনই উভয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। যুবতী কথাটা মৃদুস্বরে বলিলেও টেবলের ধারে উপবিষ্ট সকলেই শুনিতে পাইলেন যে, তিনি যুবককে বলিতেছেন—এমন ব্যবহার করিলে তিনি অতঃপর বন্ধুজন ব্যতীত অন্য কোন ভাবের সম্পর্ক যুবকের সহিত রাখিবেন না। এইরূপ সাংঘাতিক ভীতিপ্রদর্শনে যুবক ভদ্রলোকটি শান্ত হইলেন। ভাবের আতিশয্যে যুবতীটি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

অল্পকালের জন্ত মিঃ গ্রিগিন্‌সের স্ফূর্ত্তিও যেন ম্লান হইয়া গেল। কারণ, এরূপ ব্যাপারের প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। এরূপ নির্দ্দোষ আমোদের ব্যাপারে এমন একটা ঘটনা সম্ভবপর, ইহা বোধ হয় তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল। যাহা হউক, কয়েক গ্লাস উত্তেজক সুরা পানে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তার পর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্ফূর্ত্তির সহিত তিনি রহস্যালাপ করিতে লাগিলেন। সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকটি আমাদিগকে বলিলেন, মিঃ গ্রিগিন্‌স্ আজ যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে এতদূর স্ফূর্ত্তিবাজ দেখেন নাই।

তাস-খেলার পর কাণামাছি ক্রীড়া শেষ হইলে নৈশ-ভোজের আয়োজন হইল। মিঃ গ্রিগিনস্ এই সময় কোর্টের ছিদ্র-সংলগ্ন মিসলটো ফুলটা লইয়া, সমবেত নারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া উহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিশেষ একটা উত্তেজনার সঞ্চার হইল। এই ব্যাপারে কতিপয় যুবক —তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাংশুবদন যুবকও ছিলেন—যেন উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এক কোণে সমবেত হইয়া কি যেন আলোচনা করিতে লাগিলেন। কতিপয় যুবতী, যুবকদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তীব্রভাবে এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। মিসেস্ ব্রাউনিং কেন যে এ সব ব্যাপার ঘটিতে দিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, এরূপ অসভ্যতা এবং রূঢ়তা তাঁহারা আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু নারী-চরিত্র এমনই বিচিত্র যে, মিঃ গ্রিগিন্‌সের সঙ্গে পরে কোন রমণীই রূঢ় ব্যবহার করিলেন না। বরং মনে হইল যে, তিনি রমণী-সমাজের অত্যন্ত প্রিয়।

নৈশ ভোজকালে মিঃ গ্রিগিন্‌স্ আরও যে সব কাজ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে পুঁথি ভারী হইয়া যাইবে। তিনি কেমন করিয়া অপরের সুরাপাত্র তুলিয়া পান করিলেন, কাহারও রুটী লইয়া ভক্ষণ করিলেন, একটি ছোট ছেলেকে অত্যন্ত ভয় দেখাইলেন, টেবলের নীচে গিয়া মুখোস পরিয়া বাহিরে আসিলেন। ইহাতে গৃহকর্ত্রী পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন যে, ছোট ছেলেকে কেহ ভয় দেখাইয়া আমোদ করে না। কিন্তু গৃহকর্ত্তা বলিলেন, ইহাতে মিঃ গ্রিগিন্‌সের কোন দোষ নাই, খুব ভাল ভাবিয়াই তিনি ইহা করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দেওয়া চলে না। কারণ, স্থানাভাব। সুতরাং আমরা এখানে তাহার বর্ণনায় নিরস্ত হইলাম। আমুদে ভদ্র যুবার নাম-ধাম কিছুই প্রকাশ করিলাম না। কারণ, এমন ভাবের আমুদে ভদ্র যুবা সর্ব্বত্রই আছেন। খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।

অভিনয়প্রিয় ভদ্র যুবা

নাট্যপ্রিয় ভদ্রমণ্ডলী—কোন কোন ভদ্রলোক আছেন, যাঁহারা এই আমোদজনক ব্যাপারের প্রতিভাদ্যোতক এবং বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন অংশের প্রতি আকৃষ্ট নহেন—আমাদের এই সংজ্ঞার অন্তর্গত নহেন। অভিনয়-সংক্রান্ত আমোদের হীনতা প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং আমাদের অভিপ্রায় যাহাতে পাঠক-পাঠিকা বুঝিতে পারেন, এজন্য আমরা উৎকণ্ঠান্বিত।

অভিনয়প্রিয় যুবা যাবতীয় অভিনয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রয়োজনীয় সংবাদ গোড়া হইতেই রাখিয়া থাকেন। যদি আপনার সহিত পথে তাঁহার দেখা হয়, তিনি সহসা বলিয়া উঠিবেন, "অনেক কিছু করবার আছে। ক্লিম্‌কিনস্, সরের নাটক অভিনয়ে তাঁর ভূমিকা ত্যাগ করেছেন।" আপনি যদি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেন, "তা কি করতে হবে?" নাট্যপ্রিয় যুবা বিশেষ উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিবেন, "সেই ত কথা। বুজলও ভূমিকা নেবে না বলেছে—কিছুতেই নেবে না। আমি সকলের কাছে শুনেছি, বুজলই ঐ ভূমিকা নেবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যদি ঐ ভূমিকায় সে অভিনয় করে, তা হ'লে খুব নাম প'ড়ে যাবে। কিন্তু তার প্রধান আপত্তি এই যে, প্রথমেই ক্লিম্‌কিনসকে ঐ ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল ব'লে সে নেবে না। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে, তাকে ঐ ভূমিকা গ্রহণ করাতে পারে। ভূমিকাটি ভারী চমৎকার। সমগ্র নাটকে তাকে ৬টা লোককে খুন করতে হবে। তা ছাড়া আগুনের মধ্যে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্য তাতে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই; তা ত আপনিও জানেন। প্রথম দৃশ্যে ভেনজি ডোরার ভূমিকায় মিসেস্ ক্লিম্‌কিনস্ যখন তাকে প্রথমে বিষপ্রয়োগ করে তার পর ছোরার আঘাত করবে, তখন যে ব্যাপার হবে, তা এর আগে কেউ কখনও দেখিনি; কিন্তু সাবধান, কাকেও যেন বল্‌বেন না।" কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওষ্ঠে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন। কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়া আপনি যেন সহরবাসীকে উত্তেজিত করিয়া না দেন। তাহার পরই নাট্যপ্রিয় যুবা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিবেন।

নাট্যপ্রিয় ভদ্র যুবা, সদাসর্ব্বদা বিভিন্ন রঙ্গালয়ে যাতায়াত করার ফলে প্রত্যেক রঙ্গালয়ের এক একটা প্রিয় নামকরণ করিয়া থাকেন। যেমন, কভেন্টগার্ডেনকে গার্ডেন, ড্রুরিলেনকে লেন, ভিক্টোরিয়াকে ভিক্ এবং আলিম্পিককে পিক্। অভিনেত্রীদিগকেও তিনি তাহাদের কুলগত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যেমন—টেলর, নিস্‌বেট, কসিট্, হোনে; প্রতিভাসম্পন্না মহিলা পদবাচ্যা যুবতী সেরিফ, চতুরা হর্টন, ইত্যাদি। অভিনেতাদিগের উল্লেখকালে তাহাদের খৃষ্টান নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যেমন—চার্লি ইয়ং, জেমি বকুষ্টোন, ফ্রেড ইয়েটস্, পল বেডফোর্ড। যখন খৃষ্টান নাম জানা না থাকে, তখন "বুড়া" শব্দটি পূর্ব্বে বসাইয়া দেন। যেমন—বুড়া চার্লি ম্যাথিউস্, বুড়া-হার্লি, বুড়া ব্রাহাম্। অভিনেত্রীদিগের অপ্রকাশ্য কার্য্যাবলীরও তিনি সন্ধান রাখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যখন তাঁহারা বিবাহ করেন, সে সময়ের সংবাদ তিনি জানিবেনই। বিবাহের ব্যাপারে না নামিয়াই যাঁহারা পদবীর পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সংবাদও তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজিত থাকে। যখন বিজ্ঞাপনে এইরূপ নাম-পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন তিনি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যে, ছয় মাস পূর্ব্বেই তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন।

বিভিন্ন রঙ্গালয়ের রঙ্গমঞ্চ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে নাট্যপ্রিয় যুবকের প্রগাঢ় ভক্তি দেখা যাইবে। পথে চলিবার সময় তিনি রঙ্গালয়ে প্রবেশের দ্বারপথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। তিনি যদি কোনও জনপ্রিয় অভিনেতাকে পথে দেখিতে পান, অমনই দ্রুতপদে কিছু দূর পিছাইয়া গিয়া আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। অভিনেতাকে ভাল করিয়া দেখাই উদ্দেশ্য। ইহাতে তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। রঙ্গালয়ের তহবিল হইতে যখন অভিনেতা অভিনেত্রীদিগকে ভোজ দেওয়া হয়, তখন তাহাতে যেন দান করিবার তাঁহার প্রবলতম বাসনা জন্মে। এমন আর কোনও ভোজে তাঁহার আনন্দ হয় না। গ্যারিকক্লাবের সদস্য হইতে পারিলে তিনি জীবন সার্থক জ্ঞান করেন।

নাট্যপ্রিয় যুবক বরাবরই অর্দ্ধ মূল্য দিয়া যে কোনও রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিয়া থাকেন। যখন কোনও রঙ্গালয়ের যাবতীয় অভিনেতা অভিনেত্রী নাটক অভিনয়ে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। এমন যদি ঘটে যে, কোনও অভিনয়ে রঙ্গালয়ের ৩ শত ৭৫ জন লোকই শেষ অভিনয় করিবেন বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু আপনি যদি অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। যেখানে ফুট লাইট জ্বলে, সেখান হইতে রঙ্গমঞ্চের শেষ প্রাচীর পর্য্যন্ত যদি কোনও দৃশ্যে দেখান হয়, তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন যে, নাট্যকার চমৎকার নাটক লিখিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসায় তিনি অতিমাত্রায় অধীর হইয়া উঠিবেন। যদি কোনও দৃশ্যে পাশের দরজা দিয়া কোনও দেবদূত বা শয়তান গতায়াত করে, তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন, দৃশ্যের এমন সুন্দর বৈচিত্র্য আর হইতে পারে না।

উল্লিখিত জ্ঞান ব্যতীত, বিভিন্ন অভিনেতার ব্যক্তিগত রীতিনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার বলিবার অনেক কথা থাকে। এই সকল কথা তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট দর্শকগণকে জানাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, মিঃ লিষ্টনের একজন পরিচারক খুব চমকপ্রদ পোষাকে সজ্জিত হইয়া পার্শ্বস্থ দৃশ্যের একান্তে ব্রাণ্ডির বোতল ও গ্লাস লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি প্রত্যেক দৃশ্যে অবতীর্ণ হইবার পর যখন ফিরিয়া আসেন, তখন অর্দ্ধগ্লাস ব্রাণ্ডি পান করেন। এইরূপ উত্তেজক সুরার সাহায্য না পাইলে তাঁহার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। নাট্যপ্রিয় যুবা জানেন যে, বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার পর মিঃ জর্জ্জ বেনেট দুইটি পালকের শয্যায় পর্য্যায়ক্রমে শয়ন করেন—উহাতে তাঁহার দেহের ঘর্ম্ম শুকাইয়া যায়। নাট্যপ্রিয় যুবা ফিট্জ বল্‌কে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী নাট্যকার ও কবি বলিয়া মনে করেন।

নাট্যপ্রিয় যুবক ভীষণ উত্তেজনার ভক্ত। যদি কোনও অভিনেতা পিতার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চের উপর সন্তানকে অভিসম্পাত করেন, নাট্যপ্রিয় যুবক সে ব্যাপারটাকে অভ্রান্তভাবে সম্পাদিত হইতে দেখিতে চাহেন। অর্থাৎ সন্তান পিতার পদানত হইলে, পিতা তাহাকে বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া ফেলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিবেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন। আবার যখন যুবতীর উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করা হইবে, তখন অন্ধ পিতা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে আন্তরিকতার সহিত সে কার্য্য করিবেন। বৃদ্ধ পিতা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিবেন—বৃষ্টি হইতেছে কি না। একখানা কাল্পনিক টেবলক্লথ যুবতীর মাথার উপর তুলিয়া ধরিবেন—সে সময় কোমল স্বরে ঐক্যতান বাদন চলিবে। এইরূপ ব্যাপারে নাট্যপ্রিয় যুবা একজন সমজদার সমালোচক। নানারূপ বৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে নাট্যপ্রিয় যুবক একজন সমজদার বিচারক। ভ্রূকুটি, চক্ষুর ইঙ্গিত, ঘাড়নাড়া অথবা ঘৃণাজনিত মুখভঙ্গী কখন্ কোন্ বৃত্তি অনুসারে হইতেছে, তাহা তিনি বুঝেন ভাল। তিনি বলেন, ঈর্ষা প্রকাশকালে যদি দক্ষিণ পদ ভূমির উপর প্রহত করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রোধ প্রকাশ পাইবে; কণ্ঠদেশে দুই হাত চাপিয়া ধরিলে উন্মত্ততার পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড প্রেম প্রকাশ পায়। এই প্রকার ভঙ্গীর সম্বন্ধে যদি আপনি সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উদ্ধত হাস্য সহকারে যুবক বলিবেন যে, ঐ ভাবেই ঐরূপ মনোবৃত্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। উত্তরে অবশ্য আপনাকে উহা মানিয়া লইতে হইবে।

এইরূপ নানাবিধ ব্যাপারে নাট্যপ্রিয় যুবকের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর। বিশেষতঃ মহিলাদিগকে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিয়া আনন্দিত করিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। অবশ্য নাট্যপ্রিয় যুবকদিগের বিরুদ্ধে এ প্রবন্ধে কিছু প্রতিবাদ করিবার স্থান না থাকায়, আমরা মহিলাদিগকে, বিশেষতঃ তরুণী যুবতীদিগকে শুধু এই কথাই বলিব যে, তাঁহাদের পরিচিত নাট্যপ্রিয় যুবকদিগের সম্বন্ধে যেন বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন।

কবিভাবাপন্ন ভদ্র যুবা

এমন এক দিন ছিল, অবশ্য বেশী দিনের কথা নহে, যখন কাব্য-রোগপীড়িত যুবারা গলাবন্ধ ছিন্ন করিয়া, সার্টের কলার মুড়িয়া, প্রকাশ্য রাজপথে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে চলাফেরা করিতেন। জনসাধারণ এ দৃশ্যে বিস্ময়বিমূঢ় হইত। এই ব্যাধিটা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল যুবককে কবিভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু কালক্রমে এই রীতিটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া উঠায়, যুবকদিগের ঐ প্রকার বাহ্য লক্ষণ পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে উঠিয়া গেল। কিন্তু তথাপি আমাদের ধারণা যে, কবিভাবাপন্ন যুবকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমরা এমনই একজন কবিভাবাপন্ন ভদ্রযুবাকে জানি। তিনি সাংঘাতিক মাত্রায় কাব্য-রোগগ্রস্ত। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, কাব্যশক্তি তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তবে তাঁহার মুখমণ্ডল অনুক্ষণ করুণ ও বিমর্ষ হইয়া থাকিত। তাঁহার ভাবভঙ্গীতে মনে হইত, যেন তাঁহার মন উদাস এবং অন্তর নানা দুঃখ-কষ্টে ম্রিয়মাণ। তিনি কদাচিৎ চুল ছাঁটিতেন। প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সমাজপরিত্যক্ত মানুষ। তাঁহার ভাবভঙ্গী, রহস্যজনক খেয়াল এবং হৃদয়ের বেগ-প্রবণতার জন্য সকলেই তাঁহাকে কাব্যভাবাপন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল।

এই কবিভাবাপন্ন যুবকটি সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন, বা একখানি চেয়ারে সোজা বসিয়া প্রাচীরের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিতেন। এইরূপ কোন অবস্থায় যখন তিনি অবস্থিত, এমন সময় আপনি হয় ত সেখানে গিয়াছেন। যুবকের জননী তখন আপনাকে একটা মৃদু খোঁচা দিয়া আপনাকে সতর্ক হইতে বলিলেন,—অর্থাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান-শূন্য পুত্রকে যেন ভাবরাজ্য হইতে টানিয়া আনা না হয়। তাঁহার পুত্র জন তখন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। ইহার পর জন শূন্যের দিকে আরও অভিনিবেশ সহকারে চাহিয়া থাকেন। তার পর সহসা একটি পেন্‌সিল লইয়া একখানি কার্ডের পশ্চাতে তিনটি শব্দ লিখিয়া, একটা টিকা দিবেন। তার পরই গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে দুই চারিবার পদচারণ করিবেন। নিজের মাথায় সজোরে, নির্মমভাবে চপেটাঘাত করিবেন, পরে নিজের কোটরে প্রবেশ করিবেন।

কবিভাবাপন্ন ভদ্রযুবা সকল বিষয়েই বিচিত্র ভাব পোষণ করেন। আমাদের মত সাধারণ লোক, যাহাদের কাব্য-ভাব নাই, তাহারা যে বিষয়ে যেরূপ ধারণা করে, কবি-ভাবাপন্ন ব্যক্তি ঠিক তাহার বিপরীত ধারণা করিয়া বসিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন রমণীকে কেহ ভীষণ-ভাবে হত্যা করিয়াছে, এই সংবাদ প্রকাশিত হইবামাত্র জনসাধারণ যখন সে সম্বন্ধে বিরক্ত এবং অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, কবিভাবাপন্ন যুবক তাহা হইবেন না। তাঁহার উত্তেজনা অবশ্য দেখা যাইবে, তবে তাহা গভীর প্রশংসা-জনিত। কবিভাবাপন্ন যুবা বলিবেন, "কি চমৎকার! কি অপূর্ব্ব! কি বিরাট!" আমরা যদি সাহস সহকারে প্রশ্ন করি, কাহার উপর এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা হইতেছে? তিনি বলিবেন, "কার উপর! হত্যাকারী ছাড়া আর কাকে এমন ভাবে বিশেষিত করা যেতে পারে?" সঙ্গে সঙ্গে হাস্যের নির্ঝর ঝরঝর করিয়া বাহির হইবে,—হত্যাকারী অতি মহৎ, সাহসী। তাহার বুকের পাটা শক্ত, সাহস অসীম। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ করিতে সাহস হইবে না, কাজেই চুপ করিয়া থাকিব। কারণ, তাঁহার মত বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিবার শক্তি আমাদের নাই; তাহা ছাড়া তর্ক করিয়া কোনও লাভ হইবে না। কারণ, আমরা জানি, এইরূপ অমর বীরের উদ্দেশ্যে মিথ্যা সহানুভূতি এবং ব্যাধিগ্রস্ত কৌতূহল এই প্রথম উদ্ভাবিত হয় নাই। ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিলেও এমন ব্যক্তির উদ্দেশে কেহ কেহ শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিবে।

কবিভাবাপন্ন যুবক যখন অপেক্ষাকৃত অনুত্তেজিত অবস্থায় থাকেন, তখন গলাবন্ধ খুলিয়া কতিপয় শ্লোক রচনা করিতে থাকেন। কোন কোন সময় ঐরূপ কবিতা "মহিলাদিগের মাসিক পত্রে" প্রকাশিত হয়। "পোয়েটস্ কর্ণার" নামক পল্লী-সংবাদপত্রেও ঐ জাতীয় কবিতা বাহির হইয়া থাকে। যদি কোথাও বাহির না হয়, তাহা হইলে কোনও মহিলার "এলবামের" রামধনু রঙ্গের পাতায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এই জাতীয় কবিতা নিশীথকালে রচিত হয়,—বিষয়বস্তু হয় ত ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, অথবা ঝটিকাকালে সেণ্টপল গির্জ্জা দর্শনে। এই সকল বস্তু যখন তাঁহাকে প্রেরণা দান না করে, তখন কবিভাবাপন্ন যুবা ভায়োলেট ফুল অথবা নিজে যে এখন আর বালক নহেন, যুবা, এই ব্যাপার লইয়াই শব্দ যোজনা করিয়া থাকেন।

কবিভাবাপন্ন ভদ্রযুবা তাঁহার প্রিয় কবিদিগের রচনা হইতে সর্ব্বদা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে ভালবাসেন। এই সকল কবিও নৈরাশ্যবাদী। কবিভাবাপন্ন যুবা জগতের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে চাহেন। এক গ্লাস উত্তেজক সুরা পানের পর তিনি বলিয়া বসেন, জগতে বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই। তিনি আপনাকে এই কথাই বুঝাইতে চাহিবেন যে, সমাজের জন্য তিনি ক্লান্তিজনক জীবন-নাটকে নিজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। এ জগৎ হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও তিনি অতি কষ্টে বীরের ন্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছেন। তিনি এই ভাবিয়া আপনাকে প্রবোধ দেন যে, সংসার

তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে পীড়ন বা অবজ্ঞা করিলেও, অমরত্ব তাঁহার মত লোকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে।

কবিভাবাপন্ন যুবক বিশেষণ ব্যবহারকালে আতিশয্য-বোধক শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহা কিছু বলিলেন, সবই—সর্ব্বোত্তম, অতি চমৎকার, মহত্তম, অত্যুচ্চ, অথবা,—নিয়তম, ঘৃণিততম, নিকৃষ্টতম, অত্যন্ত করুণ। মাঝামাঝি তাঁহার কাছে নাই। কারণ, উত্তেজনাই কবিতার আত্মাস্বরূপ। কাব্যভাবাপন্ন ভদ্রযুবা ব্যতীত এত উত্তেজনা-পূর্ণ আর কে হইতে পারে? কোন কবি-যুবার নূতন রচনাটি এলবামে রাখিবার সময় কোন তরুণী হয় ত বলিলেন, "মিঃ মিরুওয়াস্! আপনি বড় নীরব। বোধ হয় আপনি প্রেমে পড়েছেন।" কবিভাবাপন্ন ভদ্রযুবা উত্তরে বলিলেন, "প্রেম! যে বৃত্তি মানুষকে দহন করে, ভস্মীভূত করে, আত্মার আগ্রহ, হৃদয়ের যে ভীষণ দাহিকা-শক্তি যাহাতে রূপ পরিগ্রহ করে, সেই প্রেম! আপনি সেই প্রেমের কথা বললেন? হা, হা, হা!"

এই কথা বলিয়া কবিভাবাপন্ন ভদ্রযুবা এমন হাসি হাসিবেন যে, তাহা শুধু কবিদেরই একচেটিয়া এবং এডেলমি থিয়েটারের মিঃ ও, স্মিথেরই অধিকারভুক্ত। ঐ কথা বলিবার পর তিনি লেখনী লইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং দুই একখানা পাতা—ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ কবিতায় পূর্ণ—ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই কবিতাগুলি শুধু শব্দ ও উচ্ছ্বাস-পূর্ণ, কিন্তু অর্থ-লেশ-শূন্য।

বর্জ্জনপ্রিয় ভদ্র যুবা

একশ্রেণীর প্রতারক আছে—উহারা আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, গর্ব্বিত, দরবুদ্ধি-কারক ভদ্রযুবা। সুন্দরী নারী জাতিকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে। সুন্দরীরা ইহাদের কবলে পড়িয়া যাহাতে লাঞ্ছিতা না হন, সেই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি! আমাদের পরিচিত কোনও মহিলার সহিত এই জাতীয় একজন পাষণ্ড মানুষের সম্বন্ধে আমাদের যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা লইয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি। আমরা অনেক দিন হইতেই এই যুবকটির ব্যবহারের দোষ,কথার অসামঞ্জস্য প্রভৃতি লইয়া, মহিলাটিকে সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। আমাদের তরুণী পরিচিতা মহিলা প্রথমতঃ আমাদের মন্তব্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি বলিয়া বসিলেন, "সে কথা সত্য, লোকটার স্বভাবই বর্জ্জন করা! কিন্তু—" আমরা বলিলাম, কিন্তুর প্রয়োজন নাই,তিনিও উহাকে বর্জ্জন করুন। অবশ্য তিনি সেই যুবকটিকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের উপদেশ অনুসারে নহে। অন্য কারণ ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমেই যদি আমাদের কথা শুনিয়া সেই দুর্জ্জনকে বর্জ্জন করিতেন ত ভাল হইত।

বর্জ্জন-প্রিয় যুবা আত্মপরিচয়-প্রদান-কালে বলিয়া থাকে যে, তাহার পিতা আয়ার্ল্যাণ্ডের কোনও দূরবর্ত্তী জেলায় অতুল সম্পত্তির অধিকারী। এরূপ ভাবে যাহারা আত্ম-পরিচয় প্রদান করে আমরা তাহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। পরিচয়ে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এইরূপ যুবকের পরলোকগত পিতামহ অতুল সম্পত্তি এবং প্রচুর ধনরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। গল্পপ্রসঙ্গে—বর্জ্জন-প্রিয় যুবা বলিয়া থাকে যে, পরলোকগত ব্যারনেটের পুস্তকা-গারটি সুবৃহৎ। তাহাতে বহু দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। বইগুলি সুদৃশ্যভাবে সোনার অক্ষরে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্টভাবে রক্ষিত। ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ তাকের উপর গ্রন্থরাজি সন্নিবিষ্ট। প্রাচীনকালের বহু মূল্যবান আসন, টেবল, প্রাচীন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিরাজিত। দুর্গের নাম বালিকিলুবাবালু প্রাসাদের চারিদিকে গিরিমালা, উপত্যকাভূমি এবং অরণ্য—প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রাসাদের অশ্বশালায় শিকারের উপযোগী বহু অশ্ব আছে—প্রাঙ্গণ সুপ্রশস্ত। বর্জ্জনকারী যুবা বলিয়া বসে, "আর—আর কি বলব! সবই অতি চমৎকার—রাজোচিত।" সঙ্গে সঙ্গে যুবা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বীয় মহৎ বংশের বর্ত্তমান হীন অবস্থার কথায় যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

বর্জ্জনকারী যুবা প্রতিভাশালী। ভ্রমণ, দৌড়ঝাপ, দাঁড়টানা, সন্তরণ এবং স্কেট খেলা—সকল ব্যাপারেই সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কি শিকার, কি লক্ষ্যভেদ, কি মাছধরা এবং অশ্বারোহণ, কোনও প্রকার ব্যায়ামক্রীড়ায় কেহ তাহার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে না। সে সুকৌশলে নিজের সম্বন্ধে এই ভাবে—ঢক্কানিনাদ করিয়া থাকে। পাছে কেহ তাহার বিদ্যা ধরিয়া ফেলে, এজন্য পূর্ব্ব হইতেই সে বলিয়া রাখে যে, ইদানীং তাহার অভ্যাস নাই, বহুদিন সে ঐ সকল ক্রীড়া-কৌতুক ত্যাগ করিয়াছে। কথায় কথায় আপনি যদি তাহার কাছে আপনার পরিচিতা কোনও সুন্দরী যুবতীর কথা তুলেন, বর্জ্জনপ্রিয় যুবক অমনই চমকিত হইয়া উঠিয়া মৃদুহাস্য করিবে এবং আপনাকে বলিবে, সে চমকিয়া উঠি-য়াছে বলিয়া তিনি যেন কিছু মনে না করেন। হঠাৎ শুনিতে-পাইয়াছে বলিয়া তাহার ঐ প্রকার ভাবপরিবর্ত্তন হইয়াছে। তার পর বলিবে যে, মানুষ বলে, এক সময়ে ঐ সুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। কারণ, যদিও ঐ তরুণীটি খুব সুন্দরী, কিন্তু তখন যুবকের এমন অবস্থা যে, সে ঐ সুন্দরীকে প্রশ্রয় দিতে সমর্থ ছিল না। তার পর সহসা মধ্যপথে আসিয়া বলিবে, "কিন্তু সে কথা আলোচনা ক'রে এখন কোন ফল

নেই। যুবতী সে কথা এখন ভুলে যেতে পেরেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তখন বেশ সুখে আছেন।" এইরূপ ভাবে মহদিচ্ছা প্রকাশের পর, সে রহস্যজনক-ভাবে মাথা নাড়িবে এবং একটা পরিচিত গান শিস দিয়া বাজাইয়া বলিবে যে, ঐ কথার আলোচনা অপেক্ষা প্রসঙ্গান্তরের আলোচনাই ভাল।

বর্জ্জনপ্রিয় যুবকের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে জগতের বিভিন্ন প্রকার মানুষের সহিত পরিচিত। যখনই কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে করিতে যদি মতদ্বৈধ ঘটে, তাহা হইলে বর্জ্জনপ্রিয় যুবা কোনও যুক্তি-প্রমাণ না দিয়া বলিয়া বসিবে যে, তাহার সহিত এমন লোকের পরিচয় আছে, যিনি এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা আপনার মতের বিরোধী। কিন্তু সে ব্যক্তি এখন বহু দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। তিনি যদি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে তিনি সিদ্ধান্ত করিতেন। চারিজন সুন্দরী যুবতীর মধ্যে তিনজন ঐ বর্জ্জনকারী ভদ্র-যুবককে বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিজনের সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং তাহাকে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলিয়া ভাবিয়া লইবেন।

মাঝে মাঝে এমন দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র একদল তরুণী যুবতী বাড়ীতে বসিয়া শান্তিতে অপরাহ্নকাল যাপন করিতেছেন, এমন সময় বর্জ্জনপ্রিয় যুবক সেখানে দেখা দিল। তখন তাহাকে আর পায় কে, সে তখন নিজের যশোগৌরবে যুবতীদিগের মধ্যে দীপ্তি পাইতে থাকে। অন্যান্য পুরুষ-সমাজে এই শ্রেণীর লোক ততটা সুবিধা করিতে পারে না। কিন্তু সহজবিশ্বাসী যুবতী-সমাজে ইহারা প্রতিষ্ঠা করিয়া বইসে। কারণ, যুবতী-সমাজই তাহার লক্ষ্য। চা-পানের সময় বর্জ্জনপ্রিয় যুবক এমন মজার কথা অবতারণা করে, যাহা শুনিতে খুবই ভাল লাগে। তাহা-ছাড়া বহু দিনের অভ্যাসফলে সে একজন যুবতীর সম্বন্ধে প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে গিয়া নিজের সম্বন্ধে দ্বিগুণ প্রশংসা কৌশলে বিবৃত করে। এক জন যুবতী বর্জ্জনকারী যুবকের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, বলিয়া বসিলেন, "মিঃ কেভটন, এই ফুলটার মত এমন চমৎকার নীল রং আর কোথাও দেখেছেন?" জিনিষটার দিকে নত হইয়া দেখিয়া যুবক বলিল, "না, তা দেখিনি। তবে আপনার চোখে দেখিছি।" সলজ্জ মুখে যুবতী বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছেন, মিঃ কেভটন্!" বর্জ্জনপ্রিয় যুবক বলিয়া উঠিল, "আমি সত্য কথাই বলছি। আপনার চোখের নীলিমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমন জিনিষ আমি দেখিনি। আমার খুড়তুতো বোনের নীল চোখ অতি চমৎকার, কিন্তু আপনার চোখের কাছে তা নিষ্প্রভ এবং বর্ণহীন দেখায়।" যুবতী উত্তর করিলেন—সাধারণতঃ নারী-চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, এরূপ ক্ষেত্রে কৌশল সহকারে কথা বলিতে পারেন না—"মিঃ কেভটন্, আপনার খুড়তুতো বোন্ খুবই সুন্দরী, তাঁর কথা স্বতন্ত্র!" কথায় খুব জোর দিয়া বর্জ্জনপ্রিয় যুবক বলিল, "না, না, আপনি ভুল করছেন। আমি আগ্রহ ভরে বলছি, আমার প্রতি তার আকর্ষণটা কিছুই নয়। ছেলেবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে আছি তাই। কিন্তু দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হলে, নতুন লোকের সাহচর্য্য হলে, এ ভাবটা সে অতিক্রম করতে পারবে। আমি তাকে ভালবাসি! মিস্ লোফিল্ড, আমাকে এত নীচমনা মনে করবেন না যে, পদমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য আমার নিজের পছন্দ অপছন্দকে জয় করতে পারে। মিস্ লোফিল্ড, খালি হৃদয়! আর কিছুই নয় হৃদয়!" এই সময়ে বর্জ্জনপ্রিয় যুবক তাহার কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া আনিল, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল। তার পর যখন অন্যান্য যুবতীরা দ্বিতলে গিয়া টুপী পরিতে লাগিলেন, তখন ঐ যুবতী তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, মিঃ কেভটনের সকল আত্মীয়ই অসাধারণ ধনী এবং পদমর্য্যাদা, জমীদারী, ধনরত্ন ও সৌন্দর্য্য—এ সবই তাঁহার অতি প্রিয়।

আমাদের সহিত একজন বর্জ্জনপ্রিয় যুবকের জানাশোনা ছিল। আমরা ভাল করিয়াই জানিতাম যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে সে নির্দোষভাবে অজ্ঞ। কোন গানের সুরই সে বুঝে না। সে ব্যক্তি একদিন গুইটার যন্ত্রে একটা স্পেনিস্ সুর বাজাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। অথচ কিছুদিন আগে সে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছিল যে, তাহার বাড়ীর এক মাইলের মধ্যে ঐ জাতীয় কোনও যন্ত্রই নাই।

আমরা আর একজন বর্জ্জনপ্রিয় যুবকের কথা শুনিয়াছি। এই যুবক অনেক চেষ্টার পর পিয়ানোতে দুই একটা গানের সুর বাজাইতে শিখিয়াছিল। সে একদিন বিস্ময়-বিমূঢ় শ্রোতৃবর্গের কাছে প্রকাশ করিল, তাহার এমনই গানের কাণ যে, বেসুর বাজিলে সে গাহিতেই পারিবে না—যত চেষ্টাই করা যাউক না কেন। আমরা আর একজন বর্জ্জনপ্রিয় যুবকের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি। উক্ত যুবক সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কোনও পরিবারে দর্শন দিয়াছিল। তাহার লাল জুলপী, সাহস, সামরিক ব্যবহার এবং সগর্ব্ব আচরণে সে লোকটাকে প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে আপনাকে একজন ক্যাপ্টেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। অবশেষে প্রকাশ পায় যে, ছোকরা কোনও পল্লী সহরের সচ্চরিত্র বস্ত্র-বিক্রেতার চরিত্রহীন পুত্র। সৌভাগ্যক্রমে তাহার জুয়াচুরি ধরা না পড়িলে, সে হয় ত কোনও ধনীর একমাত্র কন্যার স্বামীর পদ লাভ করিত। ভদ্র মহিলাগণ, সাবধান! বর্জ্জনকারী যুবারা প্রায়ই জুয়াচোর এবং নির্ব্বোধ। অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চলিবেন।

যুবতী-ভক্ত ভদ্র যুবা

এই জাতীয় যুবকের অনেকগুলি সংজ্ঞা বা উপাধি আছে। কোন কোন যুবতী মহিলা তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন—"ভারী খাসা ভদ্রযুবা" অন্য কেহ বলেন—"চমৎকার যুবাপুরুষ।" কাহারও কাহারও মতে—"ভদ্র মহিলার যোগ্য ব্যক্তি," কেহ হয় ত বলেন—"ভারী সুপুরুষ," কাহারও কাছে তিনি—"অতি চমৎকার প্রিয়দর্শন যুবা।" কোনও যুবতীর কাছে তিনি সম্পূর্ণাঙ্গ দেবদূত," কাহারও নিকট "প্রেমিক যুবক"। সত্যই তিনি মনোহারী প্রিয়দর্শন প্রেমিক যুবক।

যুবতীভক্ত তরুণ যুবক যুবতীদিগের কাছে যখন আগমন করেন, তখন তাঁহার দেহের কান্তি প্রসন্ন এবং দন্তশ্রেণী সুমার্জ্জিত থাকে। এই দন্তরুচিকৌমুদী তিনি সুযোগ পাইলেই দেখাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন না। যুবকের কেশরাজি হয় ত কটা, নয় ত কৃষ্ণবর্ণ এবং জুলপীও তদুপযুক্ত; তবে একটু লোহিতাভা থাকিবেই। যদি একটু বেশী কটা হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। তাঁহার মাথা ও মুখমণ্ডল যদি বড় হয়, নাসিকা উন্নত হইবেই—আকৃতি চৌরস। তাহা হইলেই তিনি অসাধারণ প্রিয়দর্শন বলিয়া নারীসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন। যদি তাঁহার জুলপীও চিবুক বিলম্বিত হয়, তাহা ত আরও ভাল। তবে এজন্য কোনও পীড়াপীড়ি নাই। তবে তাঁহাকে কোটের নীচে একটা ওয়েষ্টকোট পরিধান করিতেই হইবে এবং মুখখানি হাস্যপ্রফুল্ল থাকা দরকার।

আমাদের কোনও পার্টি-প্রিয় বন্ধুর উদ্যোগে এপিং ফরেষ্ট নামক স্থানে একটা বৃহৎ ভোজ সভার আয়োজন হইয়াছিল। একটা বড় দল সেখানে বন-ভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমাদের এই ধারণা ছিল, এ সকল ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। তবে যাঁহাদের উপার্জ্জন অল্প এবং গৃহে ডিনার-ভোজের আয়োজন সম্ভবপর নহে, তাঁহারাই এরূপ বন-ভোজনে যাইতে পারেন। আমরা স্থির করিয়াছিলাম, এরূপ নিমন্ত্রণে যোগ দিব না। কিন্তু পরে মনে হইল, এরূপ ব্যাপারে বাছা বাছা সুন্দরী ও যুবকরা আসিবেন, তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়াই আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং সেখানে যাত্রা করিলাম।

চারিখানি কাচঢাকা গাড়ীতে প্রথমতঃ চিগ্ওয়েলএ যাইতে হইবে। প্রত্যেক গাড়ীর মধ্যে ৬ হইতে ৮ জন এবং গাড়োয়ানের পাশে একটি করিয়া বালক। রাসেল স্কোয়ার, উডবরণ প্লেসএ বেলা ঠিক সাড়ে দশটায় সকলে উপস্থিত হইবেন। এইরূপ স্থির হইয়াছিল, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে আড্ডায় আসিলাম। দেখিলাম, কাচঢাকা গাড়ীগুলি এবং বালকরা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন যুবতী ও যুবকরা উৎকণ্ঠাভরে প্রাতরাশের ঘর হইতে জানালার খড়খড়ি দিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু মনে হইল, আমাদের পরিবর্ত্তে আর কাহাকেও দেখিলে তাঁহারা যেন খুসী হইতেন। বুঝিলাম যে, তাঁহারা যেন আর কাহাকেও দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতে নিরাশ হইয়াছেন। সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এখনও আসিতে বাকি আছেন? প্রায় এক ডজন ব্যগ্র কণ্ঠে যে উত্তর হইল, তাহাতে বুঝিলাম যে, যুবতীভক্ত ভদ্র যুবক এখনও আসেন নাই।

মা বলিলেন, "বুঝতে পারছি না, মিঃ বালিমের কি হ'ল? তিনি ত সব সময়েই ঠিকঠাক্ আসেন, ভারী প্রিয়দর্শন এবং প্রীতিভাজন তিনি। বাস্তবিক বুঝতে পারছি না, তাঁর কি হ'ল।" জ্যেষ্ঠা কন্যা কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন যে, ভদ্রলোকের কোনও বিপদ ঘটে নাই ত? অমনই সমস্বরে অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, মিঃ বালিম্!" সকলের অপেক্ষা সাহসিকা কোনও যুবতী প্রস্তাব করিলেন, এখনই কোনও লোককে দ্রুতগামী যান লইয়া মিঃ বালিমের গৃহে প্রেরণ করা হউক। পিতা যিনি, তিনি এ প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন, তিনি বলিলেন যে, মিঃ বালিম্ যদি আসিতে অনিচ্ছুকই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গৃহে থাকাই শ্রেয়ঃ। এই কথায় কন্যামাত্রই আপত্তি তুলিলেন। মৃদু গুঞ্জনে সকলেই বলিলেন, "ছি! বাবা!" একটি ৮ বৎসরের বালিকা এমন সময় বলিয়া উঠিল, মিঃ বালিম্ হয় ত আজ সকালেই বিবাহ করিতে গিয়াছেন। এ কথা শুনিবামাত্র, তাহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা তখনই তাহাকে সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

আমরা সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও দুঃখভরে অধীর হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় একটি বালক দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘরে ঢুকিয়া প্রকাশ করিল যে, মিঃ বালিম্ একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছেন—পথে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। উহার এক মিনিট পরেই মিঃ বালিম্ স্বয়ং ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। অমনই বহুকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কোথায় ছিলেন? ভারী দুষ্ট কিন্তু আপনি।" দুষ্ট লোকটি তখন বলিলেন যে, গত রজনীতে একটা পার্টিতে তিনি ছিলেন, ফিরিতে রাত্রি শেষ হইয়াছিল; তাই সকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিতেই তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া অনেকেরই মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল—তাহা হইলে ভদ্রলোক এখনও প্রাতরাশ করেন নাই! দুই চারিটা প্রশ্ন ও তাহার উত্তরে প্রকাশ পাইল, সত্যই তিনি এখনও প্রাতরাশ করেন নাই। তখনই উহা আনিবার আদেশ হইল। অবশ্য মিঃ বালিম্ বহু প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকিল না। অবশ্য প্রাতরাশ যখন আসিল, তিনি পেট ভরিয়াই

আহার্যগুলির সদ্ব্যবহার করিলেন। কতিপয় যুবতী তাঁহাকে আহার্য্য পরিবেষণ করিলেন। তাঁহার পান ও আহার দেখিবার বিষয়। এক জোড়া সুন্দর সুঠাম হস্ত পেয়ালায় কফি ঢালিয়া দিতেছিল, আর একজন সুন্দরী চিনি মিশাইয়া দিলেন, আর একজন দুগ্ধ ঢালিলেন। বাকি যাঁহারা—তাঁহারা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ঘড়ী দেখিতেছিলেন। বালকরা বিষণ্ণ-মুখে আকাশের দিকে চাহিতেছিল—পাছে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে!

যাহা হউক, অবশেষে দল বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রত্যেক গাড়ীতে ঠাসাঠাসি করিয়া যাত্রীরা বসিলেন। একজন বিবাহিতা নারী বলিয়া বসিলেন, "বেদেদের মতই চলেছি!" আমি যে গাড়ীতে ছিলাম, তাহাতে একজন বৃদ্ধা ও চারিজন যুবতী এবং বিখ্যাত মিঃ বালিম্, যুবতীভক্ত ভদ্র-যুবক ছিলেন। ইহা সৌভাগ্যের কথা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিবার কিছু পরেই যুবতীভক্ত ভদ্রযুবক মিঃ বালিম্ একটা গানের কলি সুরে ভাঁজিয়া ফেলিলেন। উহা শুনিয়া একজন যুবতী বলিলেন যে, গত রাত্রিতে ঐ গানের সুরে নৃত্য করিয়াছিলেন কি না। যুবক বলিলেন, "তা করেছিলুম। সঙ্গে ছিলেন একজন সুন্দরী ধনবতী যুবতী —খাসা চেহারা, ২০ হাজার পাউণ্ডের মালিক।" অপরা যুবতী বলিলেন, "আপনি সে সৌন্দর্য্যে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে-ছিলেন?" কেশরাজি সুবিন্যস্ত করিতে করিতে যুবক বলিলেন, "সত্যি তিনি ভারী সুন্দরী যুবতী।" প্রথমোক্তা যুবতী বলিলেন, "তিনিও বোধ হয় আপনাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন?" দ্বিতীয়া যুবতী বাধা দিয়া বলিলেন, "ও কথা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। তিনি কি প্রেমে না পড়ে থাকতে পারেন।" এই কথা শুনিয়া প্রথমোক্তা যুবতী, যুবকের কর্ণমূলে গোলাপ-কলিকা দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। বলিলেন, যুবক ভারী প্রতারক। ফুলের আঘাত পাইয়া যুবক ঐ গোলাপ-কলিকা লইবার জন্ম বিশেষ অনুনয় করিতে লাগিলেন। যুবতী তখন অন্যান্য যুবতীকে তাঁহার সাহায্যকল্পে আহ্বান করিলেন। গোলাপ-কলিকা লইয়া যে মনোরম যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহার ফলে যুবকটি উহা অধিকার করিয়া বসিলেন। এই ক্ষুদ্র সংঘর্ষের অবসান হইলে, বিবাহিতা মহিলাটি (তিনি ঐ গোলাপ-কলিকা-জননী) মধুরভাবে যুবকের উপর হাস্য বৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে প্রগল্‌ভতা ও ছেনালী দোষে অভিযুক্ত করিলেন। যুবক সে অভিযোগ স্বীকার করিলেন না। তখন আলোচনা ও তর্ক চলিল সত্যই যুবক ঐ দোষে দোষী কি না। বহুক্ষণ ধরিয়া এই সরস তর্ক চলিল। অবশেষে খানিকক্ষণ তর্ক বন্ধ হইল। যুবকের উভয় পার্শ্বস্থ যুবতী দুইটি তখন সহসা নিদ্রাভিভূতা হইলেন। যুবক আমাদিগকে চোখ ঠারিয়া নীরব থাকিতে অনুরোধ করিয়া প্রত্যেকের করপল্লব হইতে দস্তানা খুলিয়া লইলেন। ইহাতে যুবতীদিগের নিদ্রাও হঠাৎ ভাঙিয়া গেল—তাঁহারা উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাকি পথটুকু এইভাবেই কাটিয়া গেল।

এরূপ অবস্থায় মানুষ যেরূপ পরিতোষ সহকারে ডিনার-ভোজ শেষ করে, তদপেক্ষা অধিকতর আরামে আমাদের ভোজনব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। শুধু রুটী ও কর্ক খোলা ক্রু ছাড়া আর অবশিষ্ট কিছু রহিল না। বিবাহিত ভদ্রলোকদিগের সাধারণতঃ পানতৃষ্ণা অধিক। গ্রীষ্মাধিক্যের দোহাই দিয়া তাঁহারা তৃষ্ণা মিটাইতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলেরাও এত খাইল যে, পরে তাহাদিগকে লইয়া অসুবিধায় পড়িতে হইল। শিশুদিগের জননীরাও খুব স্ফূর্তি দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুবতী কন্যারা মনোহারিণীরূপে দেখা দিলেন। যাহারা পরিবেষণ করিতেছিল, তাহারা লোক ভাল। দূরে থাকিয়া তাহারাও সুরাপানে বেশ মাতাল হইয়া উঠিল।

ভোজের সময় আমরা মিঃ বালিমের দিকে নজর রাখিয়াছিলাম। তিনি বেশ আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। একদল যুবতী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার বচন-সুধা সাগ্রহে পান করিতেছিলেন। সেই সময় যুবক তাঁহাদের পাত্র হইতে আহার্য্য ও পানীয় লইয়া পরমোৎসাহে পান-ভোজন সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার বচন-ভঙ্গী চমৎকার। একজন বয়স্ক মহিলা জনান্তিকে আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন, ভদ্র মহিলাদিগের পরিচ্ছদের খুঁটি নাটি সম্বন্ধে মিঃ বালিমের এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে, তিনি যেন জন্মাবধি পোষাক-পরিচ্ছদ নির্ম্মাণের কাজ করিয়া আসিতেছেন।

যে সকল স্থূলকায় লোক গুরুভোজনের পর নিদ্রাভি-ভূত হন নাই, তাঁহারা বলখেলায় মাতিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে আমি একা সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া অরণ্যের গভীরতর অংশে প্রবেশ করিলাম। মনে হইতেছিল, মিঃ বালিমের সহিত দেখা হইয়া যাইবে। কারণ, অধিকাংশ যুবক-যুবতীই জোড়া জোড়া হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ বালিমও সেই দলে ছিলেন। আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, গাছের ফাঁকে উঁকি মারিয়া তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।

দেখিলাম, যুবতীভক্ত যুবক মাটীর উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে নদীর পাড়ে যুবতীরা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। যুবক তাঁহাদের পদতলে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র ফুল, ফিতা এবং অন্যান্য সুন্দর জিনিষ রহিয়াছে। তাঁহাকে যেন ভেড়ার মত দেখিতে—বাছুর বলিলেই যেন উপমাটা ঠিক হয়। এখনই যেন তাঁহাকে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইবে। একজন তরুণী তাঁহার মাথার উপর ছাতা ধরিয়াছেন, একজনের হাতে টুপী, তৃতীয় যুবতীর হাতে রুমাল। মিঃ বালিম্ কবিজনোচিত ভাবে ঐ সকল দ্রব্য যেন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। যুবক তখন একখানি হাত বুকের উপর রাখিয়া, মুখখানি

অপরূপ ভঙ্গীতে মধুরভাবব্যঞ্জক করিয়া যুবতী-সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্নাপূর্ণ একটা গানের কলি ভাঁজিতেছিলেন। তাঁহার সে ভঙ্গী দেখিয়া হাস্য রোধ করিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

বাস্তবিক যুবতীভক্ত ভদ্র যুবকগণ কি চমৎকার লোক! তাঁহাদের গুণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে কোনও বিশেষণই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা অসাধারণরূপে চমৎকার লোকই বটেন!

উপসংহার

যুবতী মহিলাদিগের সম্মুখে নানা প্রকার ভদ্রযুবকের নমুনা ধরিয়া দিয়াছি। আমরা যুবতীদিগকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি, তাহা ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশযোগ্য নহে। তাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন। পুরুষ জাতির দোষ ত্রুটি আমরা নিরপেক্ষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। এখন তাঁহারা হয় ত আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন, কোন্ শ্রেণীর যুবককে আমরা তাঁহাদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া দিব।

এ প্রশ্ন করিলে আমরা নাচার। আমাদের প্রদত্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, তাঁহারা লাজুক যুবকদিগকে মনোনীত করুন। যে দ্বাদশ প্রকার যুবকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার কোনটাকেই ভাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই কোন কোন ভাল লক্ষণ আছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা তত অধিক নহে যে, কোন এক শ্রেণীকে নির্ব্বাচিত করা যায়। আমরা যুবতীদিগকে শ্রদ্ধাভরে শুধু এই উপদেশটুকু দিতে পারি যে, সকল শ্রেণীর যুবকগণের মধ্যে যাহার যেটুকু ভাল আছে, সেই সকল গুণের সমবায়ে যে যুবককে গুণান্বিত দেখিবেন, কোন শ্রেণীর যুবকের চরম দোষগুলির একটিও যাঁহাতে নাই, তেমন ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। সেইরূপ ভাগ্যবতী যুবতীকে বিবাহসংক্রান্ত উপদেশ দিতেও ইচ্ছা করি। ডিন্ সুইফট কোনও তরুণী-যুবতীর বিবাহ উপলক্ষে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আপনার জীবনের বিশিষ্ট ব্যাপার, স্বামীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন এবং উহার পরিরক্ষণ। আপনি ভদ্রস্বভাবা, শান্তশিষ্টা এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইলেই যে আপনার স্বামীর বিচারে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিবেন, তাহা নহে। তিনি আপনার প্রতি অসদ্ব্যবহার নাও করিতে পারেন, কিন্তু সময়ক্রমে আপনার ব্যবহারে তাঁহার ঔদাসীন্য আসিতে পারে, আপনি তাঁহার কাছে কৃপার পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। তবে যৌবন ও সৌন্দর্য্য হ্রাসের জন্য যে ক্ষতি হইবে, আপনি দীর্ঘস্থায়ী গুণের দ্বারা যদি তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে এ অবস্থায় পড়িতে হইবে না। জগতের দৃষ্টিতে আরও কয়েক বৎসর আপনার যৌবন ও সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে; কিন্তু আপনার স্বামী যদি নির্ব্বোধ না হন, তাহা হইলে তাঁহার কাছে কয় বৎসর যেন কয় মাসের মত মনে হইবে। বিবাহের উল্লাস ও আকর্ষণে অনেকে স্বপ্ন দেখেন। আশা করি, আপনি এখন সে মোহে আর মুগ্ধ নহেন। জানিয়া রাখিবেন, বিবাহের পরেই ঐ সকল স্বপ্ন সহসা টুটিয়া যায়।"

বিবাহের পর ভাগ্যবতী যুবতী যেরূপ উপযুক্ত ব্যবহার অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করিলাম, তাহা হইতে এইটুকু অনুমিত হইতে পারে যে, আমরা যে প্রকার গুণবান্ পুরুষের উল্লেখ করিলাম, তাহা আমরা ভিন্ন অপর কেহ নহে। এ বিষয়ে কোনওরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমরা শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, আমাদের কাছে যদি কেহ বয়স, মনোভাব, চেহারা এবং অবস্থার যথাযথ বিবরণ দিয়া মোহর করা আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে রাজি আছি; কিন্তু আমরা সাদুনয়ে বলিয়া রাখিতেছি যে, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য পাইলেও যে আমরা তাহা গ্রহণ করিব, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিব না।

সমাপ্ত